অনুসন্ধান-১-৪

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পঞ্চবিংশ ভাগ

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

১৩২৫

৭৫৪.১
০২৫ B

পত্রিকাধ্যক্ষ

[redacted]

পঞ্চবিংশ ভাগের সূচীপত্র

বিষয়	লেখক
১। অকারতত্ত্ব	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
২। আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল
৩। আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা অনুলিখন	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
৪। কামরূপের শিলালিপি	শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
৫। কামাখ্যা-মন্দির	শ্রীহেমচন্দ্র দেব গোস্বামী
৬। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন	শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ
৭। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
৮। তাপসী রওশন আরা	শ্রীরাখালদাস নাগ
৯। তাপসী রওশন আ... উত্তর)	
১০। নিম্নবঙ্গের বিল...	

(25)

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা *

শ্রদ্ধাস্পদ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের সঙ্কলিত বাঙ্গালা শব্দ-কোষকে আমরা নির্দ্দোষ দেখিতে চাই। তাই তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি, বিদ্যানিধি মহাশয় লেখকের ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন।

প্রধানতঃ নিম্নলিখিত চারি বিষয়ে আমাদের সমালোচনা সীমাবদ্ধ থাকিবে,—(১) কোষের শব্দ, (২) বর্ণবিন্যাস-রীতি, (৩) নূতন অক্ষর, (৪) ব্যুৎপত্তি ও অর্থ।

কোষের শব্দ

যোগেশ বাবু বলেন,—"বস্তুতঃ বিভক্তিহীন যাবতীয় সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যে চলে।" কথাটি কি ঠিক? যদি ঠিক হয়, তবে নিম্নলিখিত শ্লোকের ন্যায় রচনা কখনই দুষ্ট বলিয়া গণ্য হইতে পারে না,—

ঈশ-ক্ষেত্রে উষর্ব্বুধে মারা গেল মার,
নাকেতে নির্জরগণ করে হাহাকার।

এই শ্লোকে ক্ষেত্র (ক্রোধ অর্থে), উষর্ব্বুধ, মার, নাক (স্বর্গ অর্থে), নির্জর—এই কয়টি শব্দ সংস্কৃত শব্দ হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্যে চলে না। এতদ্ভিন্ন বহু সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় প্রচলন। সংস্কৃত শব্দগুলি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—(১) বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রচলিত, (২) কেবল লিখিত বাঙ্গালায় প্রচলিত, (৩) লিখিত ও কথিত বাঙ্গালায় চলিত। প্রথম প্রকারের শব্দের উদাহরণ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাদিগকে অপ্রচলিত বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকারের শব্দের উদাহরণ,—হস্ত, অগ্নি, নীর, অক্ষি ইত্যাদি। এগুলিকে সাধু ভাষার শব্দ বা 'ভাল কথা' বলা যাইতে পারে। পাঠশালার ছাত্রকে গুরু মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন,—"বল দেখি, হাতকে সাধু ভাষায় কি বলে?" কিংবা "বল দেখি, হাতের ভাল কথা কি?" বুদ্ধিমান্ ছাত্র উত্তর করে,—'হস্ত', 'কর', 'পাণি'। তৃতীয় প্রকারের শব্দ—জল, কথা, তারা, বুদ্ধি ইত্যাদি। ইহাদিগকে 'চলিত কথা' বলা যায়। 'অপ্রচলিত শব্দ' হইতে 'ভাল কথা' ও 'চলিত কথা'গুলিকে পৃথক্ করিয়া সে গুলিকে,

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৪শ বার্ষিক, ৯ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বাঙ্গালা শব্দ-কোষের পুষ্টি এবং নব্য ও বৈদেশিক লেখকগণের পরিচালনের জন্য কোষবদ্ধ করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যোগেশবাবু তাহা করেন নাই। কেবল যে সকল সংস্কৃত শব্দের অর্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহাই তাঁহার কোষে স্থান পাইয়াছে।

উপরে যাহা বলিলাম, তাহা বাঙ্গালা ভাষার 'তৎসম' শব্দ সম্বন্ধে। তদিতর শব্দ-সমূহের মধ্যেও আলোচ্য কোষে বহু শব্দ বাদ পড়িয়া গিয়াছে। বারান্তরে আমরা তাহা প্রদর্শন করিব। অথচ প্রাদেশিকতা-দোষ-দুষ্ট বলিয়া যে সমস্ত শব্দ বাঙ্গালা শব্দ-কোষে সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত ছিল না, তাহাও ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে। গ্রন্থকার যখন বাঙ্গালা শব্দ-কোষ লিখিতেছেন, তখন আমরা তাহাতে কেবল Standard বাঙ্গালা ভাষার শব্দ দেখিতে চাই। যদি গ্রন্থকার রাঢ়-বিভাষার বা অন্য কোন বিভাষার অভিধান লিখিতেন, তবে কথা বলা চলিত না। উদাহরণ-স্বরূপে কয়েকটি প্রাদেশিক শব্দ আলোচ্য কোষের যত্র-তত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। উদা মাদা, উলা বুকে, কচটা ধাতু, জাওনা, ঝিলাপী, তফ্‌ দফাল ধাতু, দাদরা (গ), দড়মা, ফাবড়া, পোস, বাগাল, বাঙ্ঘরা, বাঙ্গী, বিড় ধাতু, ভাচ ভাবড়া ধাতু, মানা (নদী পাশের উর্ব্বরা নিম্ন ভূমি অর্থে), রুঁধ ধাতু, সকাঁড়ী, সঙর ধা সত্তরি ইত্যাদি। যদি কেবল ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনার্থ এইগুলি কোষে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে, ত ইহাদের সহিত প্রাদেশিক বা বিভাষা-সূচক সতর্ক-চিহ্ন বা শব্দ প্রয়োগ করা আবশ্যক ছি আলোচ্য কোষে রাঢ়-বিভাষা বহুল পরিমাণে গ্রহণ করা হইয়াছে, অন্য বিভাষার মাত্র চারিটি শব্দ স্থান লাভ করিয়াছে। যদি কেবল ব্যুৎপত্তি-প্রদর্শনই উদ্দেশ্য হয়, তবে আ বলিব, অন্যান্য বিভাষার প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে।

বর্ণ-বিন্যাস-রীতি

যোগেশ বাবু আরবী, পারসী প্রভৃতি বৈদেশিক ভাষার অক্ষরান্তরকরণে শ(sh)কার উ স্থানে ষ লেখা উচিত মনে করেন। যোগেশ বাবুর মতে শএর shরূপে উচ্চারণ—যে বাঙ্গালায় সাধারণরূপে প্রচলিত আছে—বিকৃত উচ্চারণ মাত্র। শ-কারের উচ্চারণ সম্বন্ধে বলেন,—"বাংলাতে উচ্চারণ বিকৃত হইয়াছে। বানানে শ কিংবা স থাকিলেও উচ্চারণ য। যথা, শত—যত, সকল—যকল্।" ইহার সপক্ষে যোগেশ বাবু কি প্রমাণ দিবেন, না। আমরা কিন্তু জানি, স্ত, স্থ, স্ন, স্ম, শ্র প্রভৃতি সংযুক্ত বর্ণ ভিন্ন মাগধী প্রাকৃতের বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র শ ষ স—শ-রূপে উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালার শ-কার উচ্চারণ প্রকৃতই তা তাহা শ-এর বিকৃত উচ্চারণ বা মূর্দ্ধন্য উচ্চারণ নহে।

নূতন অক্ষর

যোগেশ বাবু বাঙ্গালা কয়েকটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করিয়া বঙ্গীয় বর্ণমালার বৈজ্ঞানি বৃদ্ধি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আর কয়েকটির বিশেষ প্রয়োজন আছে। বাঙ্গ অকারের দুই উচ্চারণ আছে; এক প্রকৃত উচ্চারণ—যেমন অচল, অমন প্রভৃতি;

প্রথমে। আর এক হ্রস্ব ওকাররূপে উচ্চারণ—যেমন্ অতিশয়, অমুক প্রভৃতি শব্দের প্রথমে। এই হ্রস্ব ও-কার উচ্চারণ প্রদর্শনের জন্য একটি অক্ষরের আবশ্যক। এইরূপ একারের এক, যেমন, প্রভৃতি শব্দে উচ্চারণ জ্ঞাপনার্থ স্বতন্ত্র অক্ষরের প্রয়োজন। আমি এই বিকৃত 'এ'র জন্য ে এবং বিকৃত 'অ'র জন্য ওব এবং এই ওব যখন কোন ব্যঞ্জনযুক্ত থাকিবে, তখন তাহার উপর ৩ এইরূপ চিহ্ন দিবার প্রস্তাব করি। আমার এই প্রস্তাব সাধারণের বিচার-সাপেক্ষ।

ব্যুৎপত্তি ও অর্থ

'তদ্ভব' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন-স্থলে গ্রন্থকার-সংস্কৃত শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন এবং ক্বচিৎ সংস্কৃত-প্রাকৃত শব্দও উল্লেখ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমার নিবেদন এই যে, যখন প্রাকৃত, বাঙ্গালা ভাষার জননী, তখন প্রত্যেক স্থানে (অবশ্য জানা থাকিলে) সংস্কৃতের সহিত প্রাকৃতকেও উল্লেখ করা উচিত। ইহাতে ব্যুৎপত্তির শুদ্ধতা অশুদ্ধতা অনায়াসে ধরা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বেল' (ফুল অর্থে) শব্দের ব্যুৎপত্তি লওয়া যাইতে পারে। গ্রন্থকার সংস্কৃত বল্লী বা মল্লিকা হইতে ব্যুৎপন্ন মনে করেন। কিন্তু তাহা বস্তুতঃ স॰ বিচকিল, স॰ প্রা॰ বিঅইল্ল, বেইল্ল শব্দ হইতে জাত। প্রাকৃত শব্দ দ্বারা জানা যায়, বেল কখন বল্লী বা মল্লিকা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। গ্রন্থকার কতকগুলি শব্দের মূল শব্দ উর্দু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু উর্দু একটি মিশ্রিত ভাষা, মূল হিন্দীর সহিত আরবী, পারসী ও তুর্কী শব্দ মিশ্রিত হইয়া গঠিত হইয়াছে। মূল শব্দ উর্দু না বলিয়া, তাহা হিন্দী, কি তুর্কী, কি অন্য কিছু, তাহা বলা উচিত।

এক্ষণে গ্রন্থকারের প্রদর্শিত যে সমস্ত ব্যুৎপত্তির সহিত আমি একমত হইতে পারি নাই, তাহা দেখাইতে অগ্রসর হইলাম। প্রথমে গ্রন্থকারের ব্যুৎপত্তি উদ্ধৃত করিয়া তৎপরে '=' দিয়া আমার প্রস্তাবিত ব্যুৎপত্তি লিপিবদ্ধ করিব। বিচক্ষণ পাঠক উভয় পক্ষ বিচার করিয়া রায় দিবেন, এই আকিঞ্চন।

আউল—স॰ আকুল, বাতুল। বাউল আকুল, প্রঃ—বাউলকে কহিও লোক হইল আউল (চৈঃ চঃ)। ইতি গ্রন্থকার। কিন্তু গ্রন্থকারের উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে বাউল এবং আউল এক বোধ হয় না। আউল, বাউল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থ সূচনা করিতেছে। আরবী আউলিয়া পীর, সাধু—এই শব্দ হইতে আউল শব্দ নিষ্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে আউলিয়া শব্দ প্রচলিত আছে।' তুলনীয়—আং ফকীর, পাং দরবেশ।

আনাড়ী(১) স॰ অনেড়—মূর্খ কিংবা অনার্য্য হইতে ইতি। কিন্তু উভয় শব্দ হইতে বাং আনাড়ী হইতে পারে না। অনার্য্য হইতে আনারী হইতে পারিত। আনারী হইতে আনাড়ী বলা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে র স্থানে ড় হইবার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। আমার

১। প্রাকৃতে 'আউল' শব্দ বহুল প্রচলিত, অর্থ—আকুল। আরবী 'আউলিয়া' হইতে আউল শব্দের উৎপত্তি বিষয়ের কারণাভাব।—প॰ স॰।

বিবেচনায় আনাড়ী স॰ অজ্ঞানী, স॰ প্রা॰ অণ্ণাণী শব্দ হইতে। ণ স্থানে ড় এবং ণ্ণ-কা একত্বে পূর্ব্ব অকারের দীর্ঘ (যেমন হথ হইতে হাত)। হেমচন্দ্র অজ্ঞানার্থে প্রাকৃত 'অণ্ণাণ' শব্দ কুমারপালচরিতের ৩।৩৭ শ্লোকে প্রয়োগ করিয়াছেন।

আল্লা (ফা॰। স॰ অল্লা—পরমদেবতা)। ইতি। বস্তুতঃ আল্লাহ্ আরবী শব্দ স॰ অল্লা মাতা অর্থে প্রযুক্ত হয় বটে; কিন্তু আরবী আল্লাহ্ শব্দ সংস্কৃত হইতে নিষ্পন্ন করিবা চেষ্টা অবৈজ্ঞানিক।

ইহুদী—(হিব্রু ভাষায় ইহুদী, ইং হিব্রু, ফ্রে Hebrew, Jew; হিব্রু হইতে ইহু ফ্রে হইতে দী) ইতি। এই ব্যুৎপত্তি সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ। হিব্রু ভাষায়—ইব্রী। ইহুদ শব্দ আরবী يهود = য়-হু-দী।

উপড় (স॰ অবর—অরুশ্রেষ্ঠ ; বাং উপর ?) ইতি। আমার বিবেচনায় স॰ অবমূর্দ্ধ হইতে *ওমুড্ড, *ওমুড়, *উমুড়, উপুড়, উপড়।[১] তুলনীয়—হুমড়ে পড়া।

উলট (স॰ উৎ-লুট, লুঠ বা লুণ্ঠ ধাতু ঊর্দ্ধদিকে পরিবর্ত্তন)। ইতি। কিন্তু উলট, স॰ উপর্য্যস্ত, স॰ প্রা॰ *উব্বল্লট্ট, উল্লট্ট হইতে ব্যুৎপন্ন হওয়া বেশী সম্ভব ; কিংবা স॰ পর্য্যস্ত, স॰ প্রা॰ পল্লট্ট, বা॰ পালট শব্দের পূর্ব্বচর শব্দ ; যেমন 'আশপাশ'—এখানে আশ শব্দ পার্শ্ব শব্দের পূর্ব্বচর শব্দ।[২] র্য্য স্থানে ল্ল হইবার দৃষ্টান্ত যথা, সং পর্য্যাণ=প্রাং পল্লাণ=বাং পালান সং পর্য্যঙ্ক=প্রা॰ পল্লঙ্ক=বাং পালঙ্গ।

একিদা (?) অপ্রচলিত। ইতি। গ্রন্থকার শব্দের ব্যুৎপত্তি, অর্থ কিংবা প্রয়োগ কিছু লেখেন নাই। উহা আ॰ 'আকিদা' হইতে উৎপন্ন, অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস, ধর্ম্মবিশ্বাস। ব মুসলমানগণের মধ্যে প্রচলিত।

কামান—(ই॰ Cannon)। মহৎ আগ্নেয়াস্ত্র (কবিকঃ)। ইতি। কিন্তু কবিক সময় ইংরাজী শব্দ হইতে কামান শব্দ আসা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। এ দেশে কামা ব্যবহার বহু কাল হইতে সুপ্রচলিত আছে। ফাং ৩৬ কমান্ হইতে ব্যুৎপন্ন হওয়াই

কয়াল—(স॰ ক্রয়+আল) ক্রয়কালে তৌলিক। ইতি। কিন্তু শব্দটি আ॰ (অর্থ—যে মাপে) শব্দ হইতে উৎপন্ন। 'কালা'=সে মাপিল, 'কয়ল'=মাপ।

কল্‌মা (আ॰) কোরানের যে অংশে ঈশ্বর এক প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইতি। কল্‌মা শব্দের আভিধানিক অর্থ বাক্য, এবং রূঢ়ার্থ—"লাইলাহা ইল্লাল্লাহো, মোহম্মদুর রসুলুল্লা (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই, মোহম্মদ আল্লার প্রেরিত পুরুষ) এই মোহম্মদ ধর্ম্ম-দীক্ষা-বচন।

কাঁকড়া—প্রাচীন বাংতে এবং অস্তাপি প্রা॰ বাংতে কাঁকড়ী। অল্প দিনের শব্দ

১। দেশী প্রাকৃত 'উব্বড়িও'=উদ্বর্ত্তিতঃ।—প॰ স॰।

২। প্রাকৃতসর্ব্বস্বে 'উল্লট্ট' ; এই উ ল্ল ট্ট হইতে উ ল ট হইয়া থাকিবে। অর্থ—উদ্বর্ত্তন। দেশীনামমা 'অল্লট্টপল্লট্ট'।—প॰ স॰।

কাঁকড়া নাম প্রচলিত হইয়াছে। ইতি। আমরা (২৪ পরগণার বসিরহাট ও বারাসাত সব ডিভিজনের লোক) চিরকালই কাঁকড়া বলিয়া জানি। কাঁকড়ী শব্দ এই নূতন শুনিলাম।

খাড়ু—(স॰ কঙ্কণ)···পূর্ব্বকালে খাড়ু পাদভূষণও হইত। ইতি। আমাদের দেশে (২৪ পরগণার বসিরহাট অঞ্চলে) মলকে খাড়ু বলে এবং এখনও পাদভূষণ আছে। 'খাড়ু' বৈদিক খাদিঃ a brooch, bracelat, ring (Apte) শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হওয়া অধিক সম্ভব।[১]

খামচ, খামচা (স॰ কবল হইতে খামল, খাবল, কবল-সদৃশ অর্থে চা॰)·· ঈষৎ মুক্ত মুখবিবরের আকার সদৃশ করিয়া বিন্যস্ত অঙ্গুলী ইতি। যোগেশ বাবু এখানে অদ্ভুত কল্পনা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। আ॰ খ.ম্সা=পাঁচ অঙ্গুলি, খ.ম্স্=পাঁচ।[২]

খাস—(ফা॰) ইতি। খাস্ আং।

খোন্দকার (ফা॰) ইতি। গ্রন্থকার কোন অর্থ দেন নাই। ইহার অর্থ ধর্ম্মগুরু। ইহাঁদের ব্যবসায় লোকদিগকে দীক্ষিত (মুরীদ) করিয়া অর্থ উপার্জ্জন। বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে শব্দটি প্রচলিত, এবং সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মুসলমানের উপাধিও খোন্দকার হয়। বোধ হয়, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ খোন্দকারের কার্য্য করিতেন। তুলনীয়—কাজী উপাধি।

চাঁচ ধাতু (স॰ শদ ধাতু শাতন, ছেদন। সাদ ধাতু ভেদে) ইতি। এই ব্যুৎপত্তি কষ্ট-কল্পনাজাত। শদ্ ধাতু এবং সদ্ ধাতুর যে অর্থ, চাঁচ ধাতুর সে অর্থ নহে। স॰ তক্ষ্ হইতে ব্যুৎপন্ন। তুলনীয়—স॰ প্রা॰ চচ্ছ, তচ্ছ, স॰ তক্ষ্ হইতে। হেমচন্দ্র ৮।৪।১৯৪। ওড়িয়ার তাহ্ ধাতু—তচ্ছ হইতে।[৩]

ছত্র—ষ্য (স॰ ছটা হইতে) ইতি। আরবী سطر সত্র হইতে ব্যুৎপন্ন। ছটা হইতে উৎপন্ন হইলে ছত্র শব্দের র কোথা হইতে আসিল?

ছবি—(২) প্রতিমূর্ত্তি, চিত্র (আধুনিক অর্থ। এই অর্থ পূর্ব্বে ছিল না। চিত্র, পট, আলেখ্য শব্দ থাকিতে এই অর্থান্তর কেন হইল? বোধ হয় ফা॰ تسبير তসবীর শব্দ-সাদৃশ্যে।) ইতি। বস্তুতঃ আ॰ شبيه শবীহ্ (অর্থ—সাদৃশ্য, প্রতিমূর্ত্তি, ছবি) শব্দ হইতে আগত।

ছয়লাপ—(স॰ সুপ্লাবিত) ইতি। গ্রন্থকারের ব্যুৎপত্তি কষ্টসাধ্য। আরবী سيل সয়ল (অর্থ প্লাবন)+ফা॰ آب আব (অর্থ জল)=ফাং সয়লাব (জলপ্লাবন অর্থ) শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন।

ছাড়...ধাতু (স॰ উৎসারি ধাতু দূরীকরণে) ইতি। পশ্চিমবঙ্গে স॰ র হইতে ড় হইবার দৃষ্টান্ত নাই। হেমচন্দ্র বলেন,—যুচ্ ধাতু স্থানে স॰ প্রা॰তে ছড্ড্ আদেশ হয় (হেম ৮।৪।৯১)। Dr. E. Müller তাঁহার পালী ব্যাকরণে বলিতেছেন,—ছড্ডেতি=ছর্দ্ to throw away

১। 'খড়', 'কড়া' বোধ হয় প্রা॰ ক ড় অ শব্দজাত। 'খাড়ু'—প্রা॰ খড়ুঅ।—প॰ স॰।

২। 'চামচ' শব্দ তুলনীয়। গ্রী॰ চমস।—প॰ স॰।

৩। প্রা॰ √ চচ্ছ; 'চচ্ছই তক্কোতি'—দেশীনামমালা।—প॰ স॰।

also spelt ছড্চ, জাতক, ১।২৭৭ ; তাঁহার মতে স॰ ছদ্ ধাতু হইতে পালী ও স॰ প্রা॰ ছড্ড্ ধাতু নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই ছড্ড্ ধাতু হইতে আমাদের ছড় ধাতু। স॰তে ছদ্ ধাতু বমনে।'

জঙ্গল—(স॰ নির্জনস্থান) ইতি। ফা॰ জঙ্গল শব্দের অর্থ বাঙ্গালার সদৃশ। বা॰ শব্দ ফার্সী হইতে আগত কি না, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

জম ধাতু (স॰ যম ধাতু বন্ধনে, যোজনে) ইতি। আরবী জমা' جمع (মিলিত হওয়া, একত্রিত হওয়া) হইতে ব্যুৎপন্ন। 'সে মাল জমা করিল বা জমাইল'—ইহার আ॰ হইবে—ج॰ جمع جم'আ মালান্। স॰ যম ধাতুর অর্থ এখানে সুষ্ঠু হয় না।

জাহাঁবাজ…প (আং জেহন—বুদ্ধি) তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, কূটবুদ্ধি। ইতি। ফা॰ جهان باز জহান্-বাজ.=জহান্, জহাঁ (পৃথিবী)+বাজ্ (ক্রীড়ক), যে পৃথিবী লইয়া খেলা করে, বাহাদুর। বা॰তে এই অর্থ। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা কূটবুদ্ধি নহে।

জেরা (আ॰ জ.রা—অস্বীকার) ইতি। আ॰ جراح জেরাহ্ বিদীর্ণ করণ, Dissection ; বা॰ অর্থে আরবীরও প্রয়োগ আছে।

জোক, জোঁক (স॰ যুক) ইতি। স॰ জলৌকাঃ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন।

জোয়ার, জুয়ার (স॰ ঊর্দ্ধ—জু, স॰ বার—জল, জুবার—উচ্চ জল) ইতি। ঊর্দ্ধবার শব্দ সংস্কৃতে আছে বলিয়া অবগত নহি। V. S. Apte র সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধানে কিংবা শব্দকল্পদ্রুমে ঊর্দ্ধবার শব্দ পাইলাম না। ঊর্দ্ধ স্থানে জু হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। স॰ জ্বর শব্দের যোগরূঢ় অর্থ হইতে বা॰ জোয়ার অর্থ হইতে পারে। নদীর জোয়ার একরূপ নদীর জ্বর বটে।

ডেড়, দেড় (স॰ সার্ধক। অধ্যর্ধ, ধ্যর্ধ—ঢেড় দেড়। কিংবা সার্ধ—অর্ধ—দেড়) ইতি। যোগেশ বাবু ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অনিশ্চিত। সার্ধক কিংবা সার্ধ হইতে দেড়, ডেড় আসিতে পারে না। অধ্যর্ধ হইতে অ-লোপে ধ্যর্ধ, তাহা হইতে দেঢ়, ডেড়।

ঝুণা—প.(স॰ ঝূণি—পুগবিশেষ—মেঃ) ইতি। স॰ জীর্ণ, স॰ প্রা॰ ঝুণ্ণ হইতে ঝুণা ও ঝূণি উভয় শব্দ আসা অধিক সম্ভব। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আধুনিক স॰তে অনেক স॰ প্রা॰ শব্দ লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। প্রমাণ—স॰ প্রা॰ পুত্তল, স॰ পুত্রল ; পালী নাপিত, স॰ স্নাপয়িতা ; পালী সেফালিকা, সং শ্রীফলিকা ইত্যাদি। প্রবন্ধান্তরে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

ঢিপী—(স॰ দ্বীপ) ইতি। স॰ স্তূপী হইতে ব্যুৎপন্ন হওয়া বেশী সম্ভব।

ঢের—(স॰ অধিক ? ভূরি ?) ইতি। শব্দটি যদি সংস্কৃতমূলক হয়, তবে স॰ অধিঃ শব্দ

১। প্রা॰ √ ছড্ড, 'ছড্ডই মুঞ্চতি'—দেশীনামমালা।—প॰ স॰।

কল্পনা করিতে হইবে। পশ্চিম ভাষায় কিন্তু 'ডের' শব্দ অধিকার্থে প্রচলিত আছে। ঢের শব্দ কি পাঠানদিগের নিকট হইতে গৃহীত ?

তরে (সং তৃ ধাতু তরণ, অতিক্রমণ হইতে। ইতি। সং প্রা০ তণেণ, যথা—"তাদর্থ্যে কেহিং-তেহিং-রেসি-রেসিং—তণেণাঃ।" হেমচন্দ্র ৮।৪।৪২৫। সং প্রা০ প্রমাণে স০ তনেন, তন শব্দের ৩য়ার একবচনে। এই 'তন' কোথা হইতে আসিল ? সংতে সায়ং, চিরং, প্রাহ্নে, প্রগে এবং কালবাচি অব্যয় শব্দের উত্তর তন প্রত্যয় হয়। এই তন প্রত্যয়ের বিস্তৃতি দ্বারা সং প্রা০তে তণেণ এবং বা০ 'তরে' হইয়াছে।[১] 'তরে'র একার তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন। যেমন, আমার জন্য তিনি এই কার্য্য করিয়াছেন=তিনি এই মজ্জন্য কার্য্য করিয়াছেন, তেমনি, আমার তরে তিনি এই কার্য্য করিয়াছেন=তিনি এই মত্তন কার্য্য করিয়াছেন। বিভক্তির বিস্তৃতি ভাষাপরিবর্ত্তনের একটি কারণ। তৃ ধাতু হইতে তরিয়া, তরি কিংবা বা০ প্রাকৃতে ত'রে হইতে পারিত, তরে হইবে না। তু০ লাগিয়া—লাগি—লেগে।

তাক...(উর্দু) ইতি। বস্তুতঃ আ০ طاق তাক্। উর্দু মিশ্রিত ভাষা। ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশে উর্দু বলিলে চলিবে না।

তোকমারি (হি০ নাম) ইতি। ফা০ تخم ریحان তোখ্‌মে রয়্‌হান্ শব্দের সংক্ষেপে তোকমারি। তোখ্‌ম্=বীজ। রয়্‌হান্—তুলসী জাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

থলী—(সং স্থলী, স্থালী) ইতি। কিন্তু স° দ্বারা যে অর্থ সূচিত হয়, বা° থলীর কি সেই অর্থ ? আ০ তহবীল শব্দজাত। তহ্‌বীল=থঈল=থলী।

দ, দহ=(সং দর—গর্ত্ত। দর—দঅ—দহ) ইতি। যোগেশ বাবু যে প্রণালীক্রমে দর স্থানে দহ করিয়াছেন, তাহা হইতে পারে না। সং হ্রদ=হদ=সং প্রা০ দহ, বর্ণ-বিপর্য্যয় দ্বারা।[২] হেমচন্দ্র ৮।২।৮০, ১২০।১০।

দোকান—(ফা০ দুকান) ইতি। আ০ দুকান শব্দজাত।

নবাৎ (সং নৈবেদ্য হইতে)। ইতি। নৈবেদ্য শব্দের যে অর্থ, নবাৎ শব্দের কি সেই অর্থ ? আ০ نبات নবাত হইতে উৎপন্ন।

নাস্তা নাবুদ (ন+বুদ=সং ন বর্ত্ততে) ইতি। পাং ন বুদ=ন ভূতঃ।

নিছক (হি০ নিছক্কা। সং নিসর্গজ ?) ইতি। আ০ لا شک লা শক্কা।

পইতা, পৈতা (সং পবিত্র) ইতি। পবিত্র শব্দের পৈতা অর্থ সংতে আছে কি ? উপবীত হইতে ব্যুৎপন্ন হওয়া বেশী সম্ভব। উপবীত=*পবীত=*পোইত=পইতা।[৩] সং

১। সম্ভবতঃ নিমিত্তার্থক 'অন্তর' শব্দ হইতে।—প০ স০।

২। প্রা০ 'দ্রহ' এবং 'দহ'।—প০ স০।

৩। প্রা০ 'পবিত্তঅ' (পবিত্রক) হইতে প ই তা আসা সহজ। সং উপ=প্রা০তে উব; 'পইত্তা' কথায় 'প' বিদ্যমান।—প০ স০।

উপ স্থানে উলোপে প হইবার দৃষ্টান্ত যথা, সং উপবসথ=প্রাং পোসহ; সং উপানহৌ=প্রাং পাহণাও।

পিয়াজ—পিয়াজ-পয়জার (পিয়াজ—প্যাজ—পাদুকা। অতএব সহচর শব্দ)। পাদুকা প্রহার। ইতি। পাদুকা হইতে পেয়াজ শব্দের ব্যুৎপত্তি কষ্টসাধ্য। পেয়াজ পলাণ্ডু অর্থেই এখানে প্রযুক্ত হইয়াছে। কোন হিন্দুকে জোর করিয়া পেয়াজ খাওয়ান এবং তৎপরে পাদুকা প্রহার করা যেমন। তাহার পেয়াজ পয়জার দুইই হইয়াছে=তাহার অপমান ও দণ্ড উভয়ই হইয়াছে। তুলনা কর—add insult to injury.

পলক (স॰ পল) ইত্যাদি। গ্রন্থকার এখানে অনেক কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। ফা॰ পলক হইতে ব্যুৎপন্ন।

পাগল (স॰) ইতি। অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে পাগল শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার ব্যুৎপত্তি কি? বস্তুতঃ স॰ প্রগলভ, স॰ প্রা॰ পাগল সংস্কৃতে স্থান লাভ করিয়াছে।

পাজী (হি॰। স॰ পদ্‌জ বা পজ্জ—শূদ্র?) ইতি। ফা॰ পাজী پاجی; ইং ড্যাম, রাস্কেল শব্দের ন্যায় ফা॰ গালীও বা॰ ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

পিরান (উর্দু) ইতি। ফা॰ পীরাহন।[১] সং প্রাং পরিহাণ হইতে পিরান হওয়া সম্ভব; কিন্তু পরিহাণের অর্থ কি পিরান? পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধীয় অধিকাংশ শব্দ আং কিংবা পারসী। এই জন্য পিরান শব্দ পারসী হইতে আসাই বেশী সম্ভব।

পুড় ধাতু (স॰ পুট ধাতু হইতে) ইতি। স॰ পুট ধাতুর দাহার্থ হয় না। স॰ প্র-দহ ধাতু হইতে স॰ প্রা॰ পড়হ, তাহা হইতে পোড়, পুড়।

পুলিপিলাং—ঘ্য (পোর্ট বেয়ার হইতে পুলি, ও পিনাং শহরের নাম হইতে) দ্বীপান্তর। ইতি। পোর্ট বেয়ার হইতে পুলি কিরূপে হইল, বুঝিতে পারিলাম না। বস্তুতঃ Pulo Penang পুলো পিনাং নামক দ্বীপ, যাহা মালাক্কা-প্রণালীর (Straits of Malacca) মুখে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থানে দ্বীপান্তরিত করা হইত। তাহা হইতে রূঢ়ার্থে দ্বীপান্তর। মালয় ভাষায় পুলো শব্দের অর্থ দ্বীপ।[২]

ফুপা (হি॰ ফুপ্‌ফা। স॰ পপু—ধাত্রী—শব্দকরঃ) পিসা। স্ত্রী॰ ফুপী—পিসী। (মুসলমানী ভাষায়)। ইতি। স॰ পিতৃষসা হইতে স॰ প্রা॰ পুপফা, পুপ্‌ফিআ; তাহা হইতে পুপ্‌ফা, ফুপ্‌ফা, ফুফা। স॰ প্রা॰ শব্দ হেমচন্দ্রের দেশীনামমালা এবং পাইঅলচ্ছীতে (প্রাকৃতলক্ষ্মী) আছে। স্ত্রী॰তে ফুফু, ফুপী হয়।

ফুফু—ধাত্রী। মুসলমানী ভাষায়। ইতি। মুসলমানী ভাষায় 'ফুফু' ফুপা শব্দের স্ত্রী। তাহার অর্থ ধাত্রী নহে।

১। প্রা॰ 'পরিহাণ' (পরিধান) হইতে।—প॰ স॰।

২। পুলো-পেনাঙ অর্থে সুপারীদ্বীপ। পেনাঙ সহরে হিন্দু কয়েদীদের স্থাপিত বিষ্ণুমন্দির এখনও বিদ্যমান আছে।—প॰ স॰।

ফের···ব্য. (উর্দু ফির) ইতি। উর্দু বলিলে ব্যুৎপত্তি নির্ণয় হয় না। স॰ পুনর্ শব্দজাত।

বই, বহি—ষ্য (আং বহী—ঈশ্বরের বাণী। তুং স॰ বেদ, ই॰ The Book। কোরান ঈশ্বরের বাণী। ইহা হইতে)। ইতি। এই ব্যুৎপত্তি কষ্টকল্পনা-সাধ্য। আ॰তে বহী অর্থে Revelation, প্রত্যাদেশ, ইহা পুস্তক অর্থে প্রযুক্ত হয় না। পুস্তক অর্থের আ॰ কিতাব। কুর্‌আন্‌-কে আল্ কিতাব The Book বলা হয়। স্মরণ রাখা উচিত যে, আ॰ শব্দগুলি ফা॰, তৎপরে উর্দুর মধ্য দিয়া বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আ॰ কিংবা উর্দুতে অন্তস্থ ব-কারযুক্ত 'বহী' শব্দের পুস্তক অর্থ নাই। স॰ পুস্তী, স॰ প্রা॰ পোত্থী, তাহা হইতে *পোত্থী, *বোহি, বহি, বই।

বড়—ণ (সং বৃদ্ধ হইতে বঢ়—বড়) ইতি। বৃদ্ধ হইতে বড্ঢ, তাহা হইতে বাঢ়, বাড় হইতে পারে। দ্বিত্ব বর্ণের একীভাবে পূর্ব্ব অকারের বৃদ্ধি, ইহা অব্যভিচারী নিয়ম। স॰ বৃহৎ, পালী ব্রহা, তাহা হইতে * বর্হা, *বঢ়া, বড়া, বড়।[১]

বাটী—ষ্য (সং বট্ট, বাট হইতে) ইতি। স॰ পাত্রী হইতে *পট্টী, *বট্টী, বাটী।

বাণি, বানি—ষ্য (সং বাণি—বস্ত্রবপন) ইতি। নির্ম্মাণ-মূল্য।

বানা—ধাতু (সং বর্ণ ধাতু বিস্তারে, উদ্যোগে) বানাই—নির্ম্মাণ করি ইত্যাদি। ইতি। এই তিনটি শব্দ আ॰ বনা, সে নির্ম্মাণ করিল (বানী নির্ম্মাণকর্ত্তা) শব্দ হইতে আসিয়াছে। তু॰—ও॰ হি॰ বনা।

বাহবা—ব্য। ইতি। ফা॰ বাহ্ বাহ্ শব্দ হইতে। তুলনীয়—ফা॰ শাবাশ্।

বেটা—ষ্য (স॰ বীত—প্রসূত) ইতি। স॰ পুত্র হইতে *পুট্ট, *বুট্ট, বিট্ট, *বিটা, বেটা। বিট্ট শব্দ প্রাকৃতলক্ষণের টীকায় পাওয়া যায়।[২] 'বীতে'র ত স্থানে ট হইবার কারণ নাই।

বেলী, বেলা, বেল—ষ্য (* * * বল্লী হইতে, কি মল্লিকা হইতে বাং বেলী, তাহা বলা কঠিন। বোধ হয় মল্লিকা হইতে)। ইতি। স॰ বিচকিল, স॰ প্রা॰ বেইল্ল, *বেল্ল, বেল, বেলা। বেইল্ল শব্দ হেমচন্দ্রে পাওয়া যায়।

বেহায়া—ণ (স॰ বিহ্রী+বা॰ ইয়া। ও॰ বেহয়) ইতি। ফা॰ বে (নঞর্থক)+ আ॰ হয়া (লজ্জা)=বেহয়া শব্দজাত।

বৈরী—ষ্য (স॰ বৈরিন্, হি॰ বৈরি) ইতি। আ॰ বহ্‌রী (সামুদ্রিক) শব্দজাত। সমুদ্রের ধারে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া এই নাম।

পন—প্রত্যয় (স॰ পণ—ব্যবহার)। ইতি। স॰ ত্ব প্রত্যয়ের অনুরূপ বৈদিক ত্বন প্রত্যয়, তাহা হইতে অপভ্রংশ প্রাকৃত প্পণ, তাহা হইতে বা॰ পনা। ত্ব-তলোঃ প্পণঃ। হেম, ৮।৪।৪৩৭।

১। 'বড্ডো মহান্'—দেশীনামমালা।—প॰ স॰।

২। সিন্ধীতে পুত্র শব্দের প্রতিরূপ পুট্ট শব্দ আছে।—প॰ স॰।

ভিস্তি—(স॰ ভস্ত্রা) ইতি। ফা॰ বেহেশ্‌তী—স্বর্গীয়, জল দান করে বলিয়া। তু॰—মেথর=ফা॰ মেহ্‌তর=শ্রেষ্ঠ।

মণ, মন (স॰ মান হইতে? স॰ মন, মণ—শব্দসারঃ। আ॰ মন) ইতি। লাতিন মিনা (mina), গ্রীক ম্না (mna), ফিনিসীয় মানহ্, আ॰ মন্ন্, ফা॰ মন। তাম্রিকের ৪০ সেরে এক মন হয়। ফা॰ মন হইতে বা॰ মন আসিয়াছে।

ফরাসী (ইং ফ্রান্স্ হইতে) ইতি। ফ্রেঞ্চ Français হইতে।[১]

ফিরঙ্গী (ইং Frank হইতে &c.) ইতি। ফা॰ ফরঙ্গী হইতে।[২]

মর্মর (ইং marble হইতে?) ইতি। আ॰ মর্ মর্ হইতে। শুভ্র মর্মর=ফা॰ ও আ॰ সঙ্গ (প্রস্তর)-ই-মর্মর।

মাকু (স॰ মল্লিক—আপ্তে। মল্ল ধাতু ধারণে ইত্যাদি) ইতি। ফা॰ মাকু শব্দজাত।

মিছরি, মিছরী (স॰ মিশ্র দেশ হইতে? আ॰)। ইতি। ফা॰ মিসরী হইতে। মিসরী শব্দের যৌগিক অর্থ মিসর দেশজাত। তাহা হইতে যোগরূঢ় অর্থ মিছরী। তু॰—চিনী, চীনদেশ হইতে।[৩] কেবল মিসর দেশে মিছরী পাওয়া যাইত, তাহার প্রমাণ যথা, সাদী (খৃষ্টীয় ১৩শ শতক)—ব দিল্ গোফ্ তম্ ইত্যাদি—আমি মনে মনে বলিলাম, লোকে মিসর হইতে মিছরি (কন্দ) লইয়া এই স্থানে আসিয়া বন্ধুগণকে উপহার দেয়। যদিও আমার হাত সেই মিছরি হইতে খালি, তথাপি আমার মিছরি হইতে মিষ্টতর বাক্য আছে। (বুস্তা)।

হাফিজ (১৪শ শতক)—প্রিয়তমের অধরের মাধুর্য্য বর্ণন করিয়া বলিতেছেন—

گفتم خراج مصر طلب می کند لبت

আমি বলিলাম, তোমার অধর মিসরের খাজনা তলব করে। (দীবান)। এই শ্লোকার্দ্ধে মিসরের খাজনা অর্থে মিসরজাত মিছরী বুঝাইতেছে।

রক, রোআক (স॰ ঋড়িকা) ইতি। আ॰ رواق রবাক্।

লেপ (স॰ লিপ্ত হইতে) ইতি। আ॰ লিহাফ।

লোচ্চা (স॰ লুব্ধ? বোধ হয় স॰ লস ধাতু হইতে) ইতি। আ॰ লিস্স (চোর) হইতে কিংবা স॰ লম্পটক হইতে।

১। Français—উচ্চারণ ফ্রাঁসে। আরবী ও ফারসী فرانساوی ফরন্‌সাবী, فرانسه ফরান্‌সা হইতে আসাই সম্ভব।—প॰ স॰।

২। ইউরোপীয় শব্দ Frank (জাতি, Teuton জাতির শাখা, ফ্রান্সে উপনিবিষ্ট) পশ্চিম ইউরোপের (ইটালী, ফ্রান্স, জর্ম্মাণী, স্পেন, গ্রেট-ব্রিটেন) অধিবাসী অর্থে তুর্কী ও আরবীতে فرنج ফরঞ্জ, فرنك ফরাঙ্ক, فرنگ ফরাঙ্গ, فرنس ফরন্স্ প্রভৃতি। তাহা হইতে ফার্সী, ও ফা॰ হইতে হিন্দী ফিরাঙ্গী, বা॰ ফিরিঙ্গি (তু॰ বিলাতী=বিলিতি)।—প॰ স॰।

৩। পালি 'মচ্ছণ্ডী,' স॰ মৎস্যণ্ডী।—প॰ স॰।

শালগম (শালগ্রাম হইতে ?) ইতি। ফা॰ শল্‌গ.ম হইতে।

শিরনী, শিন্নী (ফা॰ খীর। সং ক্ষীর) ইতি। ফা॰ শীরীনী (মিষ্ট) শব্দজাত।

শের (স॰ শরাব—শরা হইতে) ইতি। ফা॰ সের। ৪০ সেরে তাব্রিজের এক মন হয়।

ষাণ (সং পাষাণ) ইতি। আ॰ সন্‌ন।

সাবান, সাবাং (ফরাসী Savon) ইতি। আ॰ সাবুন শব্দজাত।[১]

সামনে (স॰ সম্মুখ হইতে উর্দু হি॰ স্রাম্‌না) ইতি। স॰ সম্মুখীন হইতে।

সালন (সং সলবণ ? হি॰। শালন—বৈষ্ণবে) ইতি। ফা॰ সালন।

সিপী, সিপ (স॰ সাপ—বঙ্গার্থে নৌকাকার পাত্র। স॰ প্রা॰ সিপ্পী) ইতি। স॰ শুক্তি শব্দ হইতে স॰ প্রা॰ সিপ্পা হয়।

সোনামুখী (আ॰ সেনা। ইত্যাদি) ইতি। আ॰ ফা॰ সেনাএ মক্কী (মক্কাজাত সেনাতরু) শব্দজাত। তু॰—আলু বোখারা, খোরাসানী যমানী ইত্যাদি।

হুদ্‌ হুদ্‌ (হি॰। বোধ হয় ই॰ Hoopoo হইতে) ইতি। আ॰ হুদ্‌ হুদ্‌।

হেট, হেঠ (সং অধঃ) ইতি। স॰ অধস্তাৎ।[২] তাহা হইতে সং প্রাং হেট্ট। অধঃস্থল হইতে প্রাং হেট্ঠ হইত।

ওলন্দাজ (ইং Holland-Dutch) ইতি। ফ্রেঞ্চ Hollandaise (H অনুচ্চারিত) শব্দজাত।

এলেমান—শ (আং আলেমান)। শিক্ষিত। ইতি। এলেমান ফ্রেঞ্চ Allemands (উচ্চারণ—আল্‌মা) শব্দজাত। অর্থ—জারমান জাতি।

প্রায় সহস্র পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তক অনুসন্ধান করিয়া ভ্রম ত্রুটি আবিষ্কার করা সহজ কথা নহে। উপরে যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে ত্রুটি দেখান গিয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্যান্য শব্দের ব্যুৎপত্তিতেও ভ্রম থাকিতে পারে। হয় ত সেগুলি আমার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। আশা করি, সুধীবৃন্দ পক্ষপাতশূন্য হইয়া এই সমালোচনার আলোচনা করিবেন। অলমতিবিস্তরেণ।

নমু বক্তৃবিশেষনিস্পৃহা গুণগৃহ্যা বচনে বিপশ্চিতঃ।

মোহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌

১। আরবী 'সাবুন' ইউরোপীয় ভাষা হইতে গৃহীত। মূল শব্দটি টিউটনীয় ভাষার; ই॰ sap= বৃক্ষ-নির্য্যাস এই শব্দ হইতে জাত। রোমানেরা এই শব্দ গ্রহণ করে; রোমানদের ভাষা লাটিনে ইহার রূপ sapo, sapon; তাহা হইতে ফরাসীর savon, এবং সম্ভবতঃ ফরাসী হইতেই আরবী ও বাংলাতে শব্দটি প্রবেশ লাভ করিয়াছে। প॰ স॰।

২। প্রা॰ 'হেট্ঠ', অধঃস্থল। —প॰ স॰।

অকার-তত্ত্ব

ভগবান্ বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন বলিয়া আমাদের শাস্ত্রে তাঁহার একটি নাম বি ষ্ণু অর্থাৎ ব্যাপক। আমাদের শাস্ত্রে অকার বিষ্ণুকে বুঝাইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (১০-৩৩) বলিয়াছেন, "অক্ষরাণাম্ অকারোঽস্মি," অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি অ কা র। ইহা অতি সঙ্গত; কারণ, যদি কোনো একটি মাত্র অক্ষরে তাদৃশ ব্যাপক ভাব প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে অকার ছাড়া আর কিছু নাই। শ্রুতিতে (পূর্ব্বোক্ত গীতা-শ্লোকের শ্রীধরাদি-কৃত ব্যাখ্যায় ধৃত) ঠিকই বলা হইয়াছে, "অকারো বৈ সর্বা বাক্।"—অকারই সমস্ত বাক্য। বস্তুত শব্দ-রাজ্যে অকারের ন্যায় ব্যাপক স্বর নাই। ইকার ও উকার ছাড়া এমন কোনো শব্দ নাই, যেখানে কোনো-না-কোনো রূপে অকার না আছে। অ, ই, উ; এই তিনটি মূল স্বর। মনে হয়, ইহাদের মধ্যে অকারকেই প্রথম উচ্চারণ করিয়া শব্দশাস্ত্রজ্ঞেরা[১] অপর দুইটি স্বর অপেক্ষা ইহার এই গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বর্ণমালায় ইহাকে অগ্রে উচ্চারণ করিবার আরো এক কারণ আছে। শরীরের ভিতরে কোষ্ঠস্থ বায়ু মুখবিবর দিয়া বাহির হইবার সময় বাগ্‌যন্ত্রের ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন রূপে প্রতিহত হইয়া ভিন্ন-ভিন্ন শব্দ উৎপাদন করে। ঐ বায়ু কণ্ঠে আহত হইলে অ, তালুতে আহত হইলে ই, এবং ওষ্ঠে আহত হইলে উ হয়। কণ্ঠ, তালু ও ওষ্ঠ, এই তিন স্থানের মধ্যে কোষ্ঠস্থ বায়ু বহির্নির্গমনের সময় প্রথমে কণ্ঠে, পরে তালুতে এবং সর্ব্বশেষে ওষ্ঠে গিয়া লাগে, এবং সেই ক্রমে অ, ই, উ, এই তিনটি ধ্বনি হয়। এই জন্য স্বরবর্ণের প্রথমেই অকারকে দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যথা ক্রমভঙ্গ হইত।

ভাল, এই অকারের আসল উচ্চারণটা কিরূপ? আমার কোনো নব্য শ্রোতা শুনিয়া বলিতে পারেন যে, এ আবার কিরূপ প্রশ্ন, অকারের উচ্চারণ ত সকলেরই জানা আছে। আমি তাঁহাকে বলিব, আমরা যেরূপে ইহাকে উচ্চারণ করি, তাহা আমাদের বাঙ্‌লা ভাষায় ঠিক হইলেও মূলত তাহা ঠিক নহে। ই—ঈ, উ—ঊ, এখানে ই'র দীর্ঘ ঈ, ও উ'র দীর্ঘ ঊ, ইহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, এইরূপ অ'র দীর্ঘ অ[২], ইহাই হওয়া কি উচিত নহে? কিন্তু আমরা অ'র দীর্ঘ অ না করিয়া, করি আ। ইহা হইতে পারে না। মণি+ইন্দ্র, এখানে উপর্য্যুপরি দুইটি ইকার একটু দ্রুত উচ্চারণ করিলে স্বভাবতই ঐ ই-ধ্বনি মিলিত হইয়া দীর্ঘ হইয়া পড়ে, তাই আমরা পৃথক্-পৃথক্ দুইটা ই না লিখিয়া একটা দীর্ঘ ই (অর্থাৎ ঈ) লিখি সুবিধার জন্য। ব্যাকরণে ইহাকেই সন্ধি বলা হয়। এখন যদি অ'রই দীর্ঘ আ হয়, তাহা হইলে,

---

১। ভারতীয়, ইরানীয়, সাভোমিক, কেলটিক, হেলেনিক, ইটালিক, টিউটনিক ও সেমেটিক ভাষাসমূহের বর্ণমালার প্রথমেই অকার আছে।

২। অর্থাৎ দীর্ঘ অ। আঙ্‌লায় দীর্ঘ অ সূচনার জন্য আমি এইরূপ (অ) বর্ণ লিখিতে প্রস্তাব করিয়াছি। [illegible] বর্ণমালার প্রথম ত্রুটিয়া।

অ'র পর আর একটা অ লিখিয়া একটু দ্রুত উচ্চারণ করিলে পূর্ব্বের ন্যায় আ-ধ্বনি পাওয়া উচিত ; কিন্তু তাহা আমরা পাই না। পরীক্ষা করা যাউক। ত ব+অ ধী ন, এখানে যতই দ্রুত করিয়া বা যেরূপে ইচ্ছা সেইরূপে, (অবশ্য আমাদের বাঙলায় প্রচলিত উচ্চারণ রক্ষা করিয়া) ঐ অকার দুইটা উচ্চারণ করা যাউক না, আমরা আ-ধ্বনি বা আকার শুনিতে পাই না ; যাহা পাই, তাহা অ'রই দীর্ঘ। কিন্তু ধ্বনিশাস্ত্রবিদেরা বলেন, ঐ অ দুইটা মিলিলে আ-ধ্বনি শুনা যাইবে। তবে এখানে কি বলিতে হইবে ? ইহাই বলিতে হইবে যে, আমরা অকারের যে উচ্চারণ করি, তাহা অবিকৃত নহে, বিকৃত। আচ্ছা, তবে তাহার অবিকৃত উচ্চারণটি কি ? প্রথমত অনুমান করিয়া বুঝুন। ত ব+অ ধী ন=ত বা ধী ন, এখানে সন্ধিযোগ্য অকার দুইটার এরূপ একটা ধ্বনি থাকা চাই, যাহাতে ঐ দুইটাকে পরে-পরে দ্রুত উচ্চারণ করিলে একটা দীর্ঘ ধ্বনি হইয়া আকার-রূপে আমাদের শ্রবণ-গোচর হয়। যেখানে দুইটা হ্রস্ব স্বর মিলিয়া একটা দীর্ঘ ই (ঈ) হয়, সেখানে ঐ হ্রস্ব স্বর দুইটা যেমন হ্রস্ব ই ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, সেইরূপ দুইটা হ্রস্ব স্বরকে মিলাইয়া যেখানে আমরা দীর্ঘ আ পাইতেছি, সেখানে ঐ হ্রস্ব স্বর দুইটা হ্রস্ব আ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, এবং ইহাই অকারের মূল অবিকৃত উচ্চারণ। হ্রস্ব আকারও যা, আর অকারের মূল উচ্চারণও তা, ইহার মধ্যে কোনো ভেদ নাই, থাকিতেও পারে না।

অকারের উচ্চারণে অতি বহু পূর্ব্বেই গোলমাল হইয়াছে, আমরা ইহা একটু আলোচনা করিয়া দেখিব। অকার দুই প্রকারে উচ্চারিত হয় ; গলার ফাঁকটা (গলবিবর) সংবৃত অর্থাৎ সঙ্কুচিত করিয়া, আর তাহা বিবৃত অর্থাৎ প্রসারিত করিয়া বা খুলিয়া। আ উচ্চারণ করিতে আমাদের গলার ফাঁকটা যে ভাবে থাকে, যদি ঐ ভাবে অ উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে ঠিক হয়, এবং ঐ অকারের সহিত আকারের মিল থাকে। ভারতের প্রাদেশিক বহু আর্য্য ও দ্রাবিড় ভাষায় অকারের এইরূপ উচ্চারণ আছে, পরে আমরা ইহার আবার উল্লেখ করিব। বাঙলায় ইহার প্রধানত দুইটা উচ্চারণ আছে ; ঘ ট ও ব টী শব্দের অকারের উচ্চারণ তুলনা করিয়া দেখুন। ঘ ট শব্দের ঘকার-স্থিত অকার, আমাদের বর্ণমালা উচ্চারণের সময় অকার যেরূপ উচ্চারিত হয়, তেমনই উচ্চারিত হইতেছে, কিন্তু ব টী শব্দের বকারে হ্রস্বতম[১] ওকার রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ঘ ট ও উচ্চারণ করিবার সময় আমরা ঘকার-স্থিত অকারকে সংবৃত করিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকি, উহাতেও ওকারের একটু আমেজ আছে, যেমন ইংরাজী not, hot শব্দে o বর্ণে, কিন্তু ব টী র বকারে তাহা আরো বেশী বুঝা যায়।

পাণিনির সময় যে, অকারের বিকৃত উচ্চারণ খুবই প্রচলিত ছিল, তাহা তাঁহার ব্যাকরণের সর্ব্বশেষ সূত্র (৮-৪-৬৮) দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। সূত্রটির তাৎপর্য্য এই যে, ব্যাকরণের পদ-সাধনের সময় (প্র ক্রি য়া য়) ধরিয়া লইতে হইবে যে, অকার বি বৃ ত অর্থাৎ গলার ফাঁককে খোলা রাখিয়া উচ্চারিত, কিন্তু ব্যবহারের সময় (প্র য়ো গে) মনে করিতে হইবে, তাহা সং বৃ ত

১। বাঙলার স্বরবর্ণ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ গলার ফাঁককে সঙ্কুচিত করিয়া উচ্চারিত।১ প্রাতিশাখ্যসমূহেও২ এইরূপ উক্ত হইয়াছে।' সংবৃত উচ্চারণ হইতে ক্রমশ ইহার ওকারের ন্যায় উচ্চারণ আসিয়া পড়ে। গ্রীক শব্দসমূহ সংস্কৃতে ও ভারতীয় শব্দসমূহ গ্রীকে যেরূপে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের ফলকগুলি দেখিলে মনে হয়, এখানকার অ গ্রীকদের কানে ও, এবং তাহাদের অ এখানকার কানে আ বলিয়া ঠেকিয়াছে।৩ চ ন্দ্র ও গু গ্রীকে লিখিত হইয়াছে—স ন্দ্রো ও ত্তো স্ (Sandrokuttos); গ্রীক hora সংস্কৃতে হো রা, apoklima সংস্কৃতে আ পো ক্লি ম। চীনারা নিজ অক্ষরে যে সকল সংস্কৃত শ্লোকাদি লিখিয়াছেন, তাহাতেও দেখা যায়, সংস্কৃতের অকার-আকার উভয়েরই স্থলে প্রায়ই ওকার লিখিত হইয়াছে। যেমন, গণ্ডীস্তোত্রগাথার (Bibliotheca Buddhica XV. Kienchʻui-fan-tsan, Verse III, l. 10, pp. 7, 59) ল লি ত ভু জ ল তা-লা স (১) লী লা শব্দটি তাহাতে লিখিত হইয়াছে—লো লি তো পু জে লো তো লো স লি লো।

পাণিনি-প্রাতিশাখ্যেরও বহু পূর্ব্বে অকারের এই বিকৃত উচ্চারণের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্রষ্টব্য :—ষ ট্+দ ধ=ষো ড় ধ (অথর্ব্ব, ৩, ২৯, ১); ষ ট্+ধা=ষো ঢা (০ ক্ত্বা, ঋ, ৩, ৫৫, ১৮); √ ব চ্ হইতে বো চা ম (লুঙ্ উত্ত্ব-বহু, ঐ); √ ব হ হইতে বো ঢ়ং (০ ক্ত, ঋ, ৮, ৫, ১০), আবার ঐ অর্থেই ষ হ তং পদও তাহারই নিকটে প্রযুক্ত হইয়াছে (ঋ, ৮, ৫, ১৫); √ ব হ ধাতুর এইরূপ আরো পদ আছে, যথা, বো ঢ় বে (ঋ, ১, ৪৫, ৬ ইত্যাদি), বো ঢা (ঋ, ৭, ৬৯, ১)। বৈদিক সাহিত্যে √ স হ্ হইতে সা ঢ় (√ সহ+ক্ত, অথর্ব্ব, ৫, ৩০, ৯), সা ঢ়া (√ স হ+তৃ, ঋ, ৭, ৫৭, ২৩); কিন্তু পরে ইহার স্থানে সো ঢ়, সো ঢ়া, সো ঢ় ব্য ইত্যাদি পদ হইয়াছে। পাণিনি তাই সূত্র করিতে বাধ্য হইয়াছেন—√ সহ্ ও √ ব হ্ ধাতুর অ স্থানে ও হয় (৬, ৩, ১১২; দ্রষ্টব্য ঐ ১১৪) √ ব চ্ ধাতুর বো চা ম পদ পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, ইহার লুঙে অ বো চ ৎ ইত্যাদি পদে ওকার লৌকিক সংস্কৃতেও সুস্পষ্ট (পাণিনি, ৭, ৪, ২০)। এই সঙ্গে ষ ট্+দন্ত্ হইতে জাত যো ড় ন্ শব্দটিও আলোচ্য। দে বঃ+অ ত্র=দে বো ত্র, ইত্যাদি স্থলে সন্ধিতে যে ওকার হয়, তাহাও অকারের পূর্ব্বোক্ত উচ্চারণই সূচনা করিতেছে।

অবেস্তার ভাষায় অকারের এই ওকারের ন্যায় উচ্চারণ বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত শব্দকয়টি দ্রষ্টব্য :—

১। পাণিনির প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায় বার্ত্তিককার ও ভাষ্যকারও ইহা সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অকারস্ত বিবৃতোপদেশ আকারগ্রহণার্থঃ" (বার্ত্তিক); "নৈব লোকে ন চ বেদেঽকারো বিবৃতোঽস্তি, কন্তর্হি? সংবৃতঃ।"

২। যাজ্ঞ, প্রা, ১-৭২; অথ, প্রা, ১, ৩৩।

৩। See Macdonell's Vedic Grammar, p. 6; Bopp's Comp. Vol. I. p. 3.

৪। অকার ও ব-কার-হিত অ=এ; ভ=প; দীর্ঘ ঈ, ঊ নাই।

সংস্কৃত	অবেস্তা
ব স্থ	বো হ (উত্তম)
ম ক্ষু১	মো যু (দ্রুত)
ধা ম স্থ	দা মো হ (জীব-সমূহে)

অবেস্তার মো থি (= ম গী, a Magian, a priest) শব্দ তাহার ম ঙ্হ্ (= স০ ম হ ৎ) হইতে হইয়াছে। এইরূপ ইহার √ মো রে দ সংস্কৃতের √ ম্র দ (মৃ দ্) ভিন্ন কিছুই নহে।

পালিতে সংস্কৃত শব্দের অনুকরণে কয়েকটি শব্দে অ-স্থানে ওকারের উদাহরণ পাওয়া যায়; যেমন, সো ল্ স (ষোড়শ), উ স্ সো ল্ হি (উৎসোঢ়ি)। প্রাকৃতে অনেক আছে। যথা—সংস্কৃত ব দ র হইতে (* ব অ র =) বো র; ব্ বী তি (* ব্র ব তি) হইতে (* ব অ ই =) বো ই (ষড়্ভাষাচন্দ্রিকা, ২'৪'৬৬)। প্রাকৃত বো ল্ল, বো ল্ল ই প্রভৃতি শব্দও এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করিতে পারা যায়। যদিও প্রাকৃত ব্যাকরণসমূহে ইহা (বোল্ল) √ ক থ স্থানে আদিষ্ট হইয়াছে, তথাপি ইহা যে, √ ব দ্ ধাতুরই সহিত সম্বদ্ধ, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। বাঙ্লা, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি বহু প্রাদেশিক ভাষায় ইহা হইতে বো ল কথাটা প্রচলিত আছে। সংস্কৃতের অ দ স্ শব্দের যেখানে অ সৌ পদ হয়, প্রাকৃতে (সিংহরাজ, ২২'৪৫ ; হেমচন্দ্র, ৮'৪'৩৬৪) সেখানে তাহার স্থানে ও ই হইয়া থাকে। প দ্ম প্রাকৃতে পো ম্ম (বিকল্পে প উ ম);২ অ পি ত = ও প্ পি অ; অ পৈ য় তি = ও প্ পে ই, বিকল্পে অ প্ পে ই (হেম, ৮'৪'৬৩ ; শুভ, ১'২'৩০ ; ত্রিবিক্রম, ১'২'১৩); ব ক্ত ব্য = বো ত্ত ব্ব, ব ক্ত্ র = বো ত্ত্ র ও বো ত্ত্ ণ (হেম০ ৮'৪'২১১ ; লক্ষ্মীধর, ২'৪'৪৪ ; সিংহরাজ, ১৭'৬); ন ম স্কা র = ন মো ক্কা র, প র স্প র = প রো প্প র (হেম০ ৮'১'৬২ ; শুভ, ১'২'৩১)। এই সকল স্থানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, অকার ওকার হইয়াছে। আ র্দ্র পালিতে ও প্রাকৃতে অ ল্ল, কিন্তু প্রাকৃতে আবার ইহার আদ্য অকারটা ও হইয়া ও ল্ল হইয়া গিয়াছে। আ র্দ্র হইতে প্রাকৃতে অ দ্দ পদও হয়, ইহারও আবার পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ব্ব অকারটা ও হওয়ায় ও দ্দ০ শব্দও ইহাতে রহিয়াছে (হেম০ ৮'১'৮২ ; শুভ, ১'২'২৭ ; লক্ষ্মীধর ১'২'২৭ ; ত্রিবিক্রম, ১'২'২৭)। প্রাকৃতে যো (য-স্), সো (স-স্), কো (ক-স্) প্রভৃতি পদে যে ওকার হয়, তাহাও এই প্রসঙ্গে চিন্তনীয়।

কেবল বাঙ্লা নহে, ভারতের প্রাদেশিক বহু ভাষার মধ্যে অকার স্থানে ওকার দেখা

১। ইহা বৈদিক সংস্কৃত (Cf. Latin *mox*), ইহার লৌকিক সংস্কৃত ম ঙ্ক্ষু। অনুনাসিকের আগম সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—প ক্ষ্ম (ন্) চোখের পাতা ও পু ঙ্খ (বাণের নীচেকার পাখীর পালক) বস্তুত পক্ষ ভিন্ন কিছু নয়। আবার ল ক্ষ্ম, ল ক্ষ্ম ণ বস্তুত ল ক্ষ, ল ক্ষ ণ ভিন্ন কিছু নহে। তুলঃ—প ক্ষী হইতে প ঙ্খী, ক ক্ষ হইতে কাঁ খ, ইত্যাদি।

২। অ স্থানে ওকারের দৃষ্টান্তে এ উদাহরণটা সঙ্গত না হইতেও পারে; কারণ, প দ্ম—প উ ম—পো ম—পো ম্ম; যথা, প্রে ম—পে ম—পে ম্ম, হেম, ৮, ২, ৯৮-৯৯।

৩। হিন্দীতে ইহা হইতেই ও দ, ও দা (ভিন্ন অর্থে)।

25, 392

যায়। প্রথমে বাঙ্‌লারই কয়েকটা পদ দেখাই :—নি-স্ত ল (পালি নি-ত্ত ল) হইতে নি টো ল, এইরূপ ম ণ্ড ল=(ম ড় ল=) মো ড় ল; ব র টা=(*ব ল তা=১) বো ল্‌তা, আবার কোথাও ব র টা হইতেই বো ব্‌লা এবং রো ল্লা; ভ য় র=(ভ ম র=) ভো ম্‌রা; ম হ ত্ত (মহৎ)=মো হ ন্ত; প্র ভা=(প হা=) পো হা (রাত পো হা ই ল); ক ন্দ ল=কোঁ দ ল; প্র জা ব তী=(*পআঅতী=) পো য়া তি; ঙ পি নী=(ঙ ই ণী =ব হি নী=ব হি ন=ব ই ন=) বো ন; ক্ষ য়=(খ য়=) খো য়, (খো য়া ই ল =ক্ষয় করিল); উ জ্জ র (ল)=(উ জ র=) উজর=উ জো র (শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, পরিষৎ, ১৩২২, পৃ০ ২০৪); স ঁ পি (=স ম র্পি)=সোঁ পি (ঐ, ২০৬ পৃ০); গ ম্ভী র= (গ হী র=) গো হি র (শূন্যপুরাণ, পরিষৎ, ৫৫ পৃ০); স ম র্থ=(স ম থ=) সো ম ত্ত (যেমন, সো ম ত্ত মে য়ে)।২

মরাঠীতে ব র্ক র=(ব ক্ক র=) বোকড় (ছাগল); বকুল=বো ক ল (ব কু ল শব্দও আছে); অ ঞ্জ লি=ও জ্জ ল, ও ঞ্জ ল; প বি ত্র=পো ব ভেঁ; প্র বা ল=পো ব লেঁ. (পলা); ভ্র ম র=ভোঁ ব র, ভোঁ র; ভ্র ম ণ=ভো ব নেঁ; গ্র ছ ন=গো ব নেঁ; ইত্যাদি।

গুজরাটীতে ক ল ম (ধান্যবিশেষ)=কো ল ম; ক পি লী (ক পি লা গাই)= (ক বি লী=ক ই লী=) কো লী; ক র্ত (ন)=(*খ র ত্ত=খ ত র=) খোতর (খোতরবুঁ, কর্ত্তন করা, বাঙ্‌লা ক ত রা ন); খ র (গাধা)=খো লো; প র্প ট (কোনো ধাতু প্রভৃতি দ্রব্যের উপরের আবরণ)=(প প্প ট=প প্প ড়) পো প ড়ো; প ক্ক =(প ক্ক) পো ক (ভাজা চাল প্রভৃতি); প্র হ র=(প হ র=) পো হ র, এবং (=পো অ র=) পো র; ভ য়=(ভ অ=) ভো; ব হ (প্রবাহ)=(ব অ=) বো; ম হা র্ঘ= (ম হ গ্‌ঘ=) মো ঘু; হ ল=হো ল; ম হ ব ত (আরবী, প্রীতি-প্রণয়)=মো হ ব ত।

অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাতেও আছে। হিন্দীতে যথা, অ হো=ও হো; অ হ হ=(অ অ হ=) ও হ; ক চ্ছ=(ক চ্ছ=) কোঁছ, কোঁছী (স্ত্রীলোকদের আঁচলের এক কোণ, তুলঃ—বাঙ্‌লা কাছা); খ র্প র (ক র্প র)=(খ প্প র=) খো প ড়ী (গুজরাটী, পাঞ্জাবী, বাঙ্‌লা খো প্‌রী, মারাঠী খোঁ প রী); ব র টা=(ব অ টা) (বাট একরূপ ফড়িং)। মৈথিলীতে ম সী (লিখিবার কালী)=মো সী; ম শ ক=(ম স অ=) মো স, মোঁ স;

১। পাবনার ঘ রা (সা, প, পত্রিকা, ১৩১৪, ৯৯ পৃ)।

২। বাঙলার বিভিন্ন-বিভিন্ন অংশের ভাষায় অকারকে ওকার করিবার রীতি বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩১৪, ১৯৮-২০৪ পৃঃ) পাবনার যে গ্রাম্য শব্দসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে এই কয়টি শব্দ এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়ঃ—ন ম দ=ন মো দ, কা ত ল,=কা তো ল, ক ম ল=কো ম ল; ম ণ্ড প= মো ণ্ড প; ম ণ্ডা=মো ণ্ডা, প ব ন=পো ব ন। খুলনার ক ম লী=কো ম লী, ক ম লা=কো ম লা। অন্যত্রও ইহার অভাব নাই।

ষ ণ্ মু খ=(ছ ণ্ মু হ=) ছো মু হ (কার্ত্তিকেয়)। সিন্ধীতে অকারান্ত বহু শব্দ ওকারান্তরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে; যেমন, চ তু র্থ=(চ উ থ) চো থো; শি থি ল=(সি ঢি ল= সি-লোপে চি ল ; ল=র, চি র=) চি রো, অথবা চ রো; বি র ল=বি র্ লো, গৌ র= গো রো। উড়িয়ায় যথা, ব ধূ=বো হু; স রি ষা (স র্ষ প)=সো রি ষ; ঘর্ষণ করিয়া অর্থে ঘো ষা রি (বা° ঘেসারিয়া); √ ব হ্ হইতে বো হি বা (=বহা); বো হি (=বহিয়া); √ খন্ হইতে √ খোল, যেমন, খো লি বা (খনন করা); √ ম থ্ বা ম থ্ হইতে √মোহ, যেমন মো হি বা (=মন্থন করা); বা° ন হে স্থানে নো হে ; ন হি লে স্থানে নো হি লে।

সিংহলীতেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা, অ ব ল (বলহীন)=ও ব ল ; অ হো= ও হো ; অ ব ট (গর্ত্ত)=ও ব ট ; ক পো ল=কো পো লো, কো পু ল ; ক র্ প ূ র= (ক প্ প ূ র=) কো প্ প ূ র ; প্র ভ ব ন=(প হ অ ণ=) পো হো নো, পো নে (পর্য্যাপ্তি, sufficiency) ; ব ক ল=(ব ক ল =) বো ক ল (বাঙ্‌লা বা ক ল, বো খ লা); ব হু=বো হু ; ভ ক্ত=(ভ ত্ত=ব দ্দ ; ভ=ব, ত=দ্ ; বদ্দ=) বো হু (ভাত); স মী প=সো মী প ; ভ দ্র=(* হ্ দ্দ=) হো ন্দ (ভাল, উত্তম, মঙ্গল)।

এইরূপ আলোচনা করিলে দেখা যায়, অকারের ওকারের ন্যায় উচ্চারণ-প্রথা উত্তর-ভারতে বৈদিক কাল হইতেই আরম্ভ হইয়া বৈদিক ভাষা হইতে ক্রমে-ক্রমে প্রাদেশিক ভাষা-সমূহে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ভারতের যে সমস্ত প্রাদেশিক ভাষা আর্য্যভাষামূলক, তাহাদের সকলেরই মধ্যে কম-বেশী, কিছু-না-কিছু, এই প্রথার পরিচয় পাওয়া যাইবেই। উত্তরাপথ হইতেই ইহার উৎপত্তি; উত্তরাপথের প্রাচীন ভাষা এখন দক্ষিণাপথের মধ্যে, যে-কোনো-রূপেই হউক, যেখানে-যেখানে রহিয়াছে, সেখানে-সেখানে এই প্রথার চিহ্নও থাকিয়া গিয়াছে।

বলিয়াছি, বাঙ্‌লায় অকারের সাধারণ উচ্চারণ ইংরাজী hot, not শব্দের o বর্ণের ন্যায়। ইংরাজী hot ও বাঙলা হড়-হড় শব্দ উচ্চারণ করিয়া দেখিলেই ইহা বেশ বুঝা যাইবে। আসামীতে ঠিক বাঙ্‌লারই মত, উড়িয়াতেও সেই প্রকার। কোঙ্কণীতে (বোম্বাই-অঞ্চলে প্রচলিত ভাষায়) ও রাজস্থানীয় দেশভাষাসমূহেও অকার এইরূপ উচ্চারিত হয়; তবে যেখানে-যেখানে মারাঠীর প্রভাব বেশী, সেখানে মারাঠীরই মত করা হয়।[১] হিন্দী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী ও মারাঠীতে ইহার উচ্চারণ, ইংরাজী nut, but শব্দের uএর মত। সিংহলীতেও এইরূপ।[২] তেলেগু ও মালয়ালম্ ভাষাতেও এই প্রকার শুনিয়াছি।

১। Grierson's Linguistic Survey of India, vol. VII. pp. 10, 21 ; vol. IX. p. 2. এক দিকে, বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা, অপর দিকে রাজস্থান ও কোঙ্কণ, ইহাদের মধ্যে এই উচ্চারণ-সাম্য কিরূপে হইল, অনুসন্ধেয়। এ সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের (anthropologists) সাহায্য আবশ্যক।

২। স্বয়ং শুনিয়া এইরূপই মনে করিয়াছি, এবং De Silva'র কথাতেও (Hand Book of Sinhalese Grammar, p. I.) ইহাই বুঝায়; তিনি বলিয়াছেন, অকারের উচ্চারণ mamma শব্দের প্রথম a'র মত।

মনে হয়, বঙ্গভাষাতেও পূর্ব্বে স্থানে স্থানে অকারের এইরূপ খোলা উচ্চারণ ছিল। বাঙলায় অ কা ল (দুর্ভিক্ষ) অর্থে আ কা ল, অ কা চা অর্থে আ কা চা, অ কা টা অর্থে আ কা টা, অ গাঁ থা অর্থে আ গাঁ থা, ইত্যাদি শব্দ সুপ্রচলিত। এইরূপ অ ন্ধা র স্থানে আ ন্ধা র (শূ, পু, ১১৬ পৃ), অ ব স্থা স্থানে আ ব স্থা (তুলঃ—দু রা ব স্থা ; শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে, পৃ ১৯, ইত্যাদি, আ ব থা) ; অ ভা গী স্থানে আ ভা গী (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ৩৬১ ; আ ভা গি নী, ৩৪৪, ৩৪৬) শব্দও বাঙলায় প্রসিদ্ধ। সংস্কৃতের কি স্পা ক ফল বুঝাইতে বাঙলায় মা কা ল শব্দ চলিত আছে ; ইহার পূর্ব্ব রূপ মা হা কা ল (মালদহে এখনো বলে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও, পৃ ২৪৩, আছে), মূল রূপ ম হা কা ল।১ ইহা দেখিয়া বোধ হয়, পূর্ব্বে এই সকল শব্দে অকারের খোলা উচ্চারণই ছিল, তাহাই ক্রমে একটু দীর্ঘ হইয়া অথবা দীর্ঘ না হইয়াই পরবর্ত্তীদের কানে আকার হইয়া ঠেকিয়াছে ও সাহিত্যেও তদনুরূপ লিখিত হইয়াছে। যে সকল বাঙালী হিন্দুস্থানী বা মারাঠী প্রভৃতির উচ্চারণ শুনিয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, প্রসারিতভাবে উচ্চারিত অকার কেমন আকারের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছেন (শব্দকথা, ১১ পৃ), তিনি এক বিহারী পণ্ডিতের উচ্চারিত ম ম শব্দকে মা মা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বৈদিক পণ্ডিতেরা যখন পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী পাঠ করেন, তখন পার্শ্ববর্ত্তী শ্রোতারা স্পষ্টই শুনিতে পাইবেন, "তস্মিন্নিতি নির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্য", "তস্মাদিত্যুত্তরস্য", "অলোঽন্ত্যস্য", "হশি চ" "খরি চ," ইত্যাদির অন্ত্য অকারটা আকার উচ্চারিত হইতেছে :—"পূর্ব্বস্যা" "উত্তরস্যা", "অন্তস্যা," "হশি চা" ইত্যাদি।

দুর্ভিক্ষ অর্থে অ কা ল শব্দ হিন্দী ও উড়িয়ায় (৩৯) আছে, (পাঞ্জাবীতে কাল, বাঙলা ও আসামীতে আ কা ল।২ এখানে যদি কেহ বলেন, অকারের উচ্চারণ হিন্দীতে খোলা। হিন্দীতে এইরূপে উচ্চারিত অ কা লে র অকার বাঙালীর কানে আ ঠেকিয়া, তাহার নিকট আ কা ল শব্দ হইয়াছে এবং সেই সাদৃশ্যে আ কা টা প্রভৃতি নিষেধবাচক শব্দগুলি বাঙলায় দেখা দিয়াছে, তবে, তর্কের খাতিরে নিষেধবাচক শব্দগুলির সম্বন্ধে এ কথা মানিয়া লইলেও আ ন ল (চণ্ডীদাস) প্রভৃতি ভাববাচক শব্দসমূহের জন্য অপর সমাধানের আবশ্যকতা থাকিয়াই যায়। এই সব স্থানে বলিতেই হইবে, বাঙালীদেরও নিকটে এই জাতীয় বিশেষ-বিশেষ শব্দে অকারের খোলা উচ্চারণই ছিল। ইহাই যদি হয়, তবে আ কা ল প্রভৃতির আকারের সমাধান করিবার জন্য হিন্দীর অনুকরণ অনুমান করা নিষ্প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কথা স্বভাবতই উপস্থিত হয়। ইহাতে দেখা যায়,

---

১। ইহা ছাড়া এরূপ আরো বহু শব্দ আছে।

২। যোগেশ বাবু অভিধানে বলিয়াছেন, হিন্দীতেও আকাল আছে। কিন্তু নাগরীপ্রচারিণী সভার প্রকাশিত হিন্দী শ ব্দ সা গ রে পাওয়া গেল না।

অতি, অধিক, অনল, অনেক প্রভৃতি অকারাদি শব্দ অধিকাংশ স্থলেই আকারাদি লিখিত হইয়াছে; যেমন, আতি, আধিক, আনল, আনেক, ইত্যাদি। ইহাতে অকারাদি শব্দগুলির মধ্যে মোট ৮৯টি মাত্র অকারাদি করিয়াই লিখিত হইয়াছে, এবং অন্যূন ৩৮৮টির আদ্য অকার স্থানে আকার করা হইয়াছে। অনল লিখিত হইয়াছে ১ বার, কিন্তু আনল লিখিত হইয়াছে ১৪ বার, অতি আছে ১ বার, কিন্তু আতি (তী) আছে ২৬ বার। আধিকার (৯ বার), আতিশয় (১০ বার) প্রভৃতি বহু শব্দের মূল রূপ অধিকার, অতিশয় প্রভৃতি তাহাতে মোটেই পাওয়া যায় না, সর্ব্বত্রই আকার লিখিত হইয়াছে। অ-স্থানে আ লেখার অনুপাতটা এ পুস্তকে কিরূপ, তাহা ইহাতেই বুঝা যাইবে। ইহার কারণ কি? লিপিকর-প্রমাদ বলিয়া ইহাকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বাঙলায় অ-কার ও আ-কারের উচ্চারণে প্রচুর ভেদ, এবং যে-কোনো লোকের কানে ইহা সুস্পষ্টভাবে ঠেকে। হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণটা বাঙলা-প্রভৃতিতে সাধারণের নিকট যেমন সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অকার-আকারের উচ্চারণটা তেমন নহে। অতএব লিপিকরের এরূপ ভ্রম করার কারণ দেখা যায় না। তাই মনে হয়, স্বয়ং রচয়িতার কথা যদি আপাতত ছাড়িয়াই দেওয়া যায়, তাহা হইলে, যে লেখকের পুথিখানি আমরা পাইয়াছি, অন্তত তাঁহার কানে যে, অকারের উচ্চারণটা হিন্দীর ন্যায় খোলা বোধ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যদি কাহারো নিকট শুনিয়া-শুনিয়া ঐ পদগুলি লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে যিনি শুনাইতেছিলেন, তিনি অনল প্রভৃতির অকারকে খোলা ভাবেই উচ্চারণ করিতেছিলেন, বঙ্গীয় লেখক ঐ অকারকে আকার মনে করিয়া তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। আবার যখন নিজের সঙ্কুচিত উচ্চারণের অভ্যাসে সেরূপ বোধ হয় নাই, তখন অকারই লিখিয়াছেন। যদি তিনি কোনো আদর্শ পুথি দেখিয়া লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই আদর্শ পুথিরও লেখকের এই দশাই হইয়া থাকিবে। যে ব্যক্তি অকারের প্রসারিত উচ্চারণের সহিত পরিচিত, সে অকারকে বারংবার আকার করিয়া লিখিতে পারে না—যদিও ক্বচিৎ কখনো এরূপ হইতে পারে। যে-কোন রূপেই হউক, অকারের প্রসারিত উচ্চারণের সহিত এই ব্যাপারের সম্বন্ধ রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সংস্কারক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, (সম্পাদকীয় বক্তব্য, ১০ পৃ), "পুথিখানির ৭৩।২ পৃষ্ঠায় বাম পার্শ্বে তিন পঙ্‌ক্তি কাইতি অক্ষরে সম্ভবতঃ কাহারো নাম হইবে।"[১] কাইতি অক্ষরের সংসর্গে বুঝা যাইতেছে, বিহারী ভাষা বা ঐ ভাষা-ভাষীর সহিত লেখকের কোনো নিকট সম্বন্ধ থাকিবে। সেই সম্বন্ধে অকার তাঁহার নিকট আকার প্রতীয়মান হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মূল রচয়িতাই যে, ঐরূপ লেখেন নাই, তাহাও বলিতে পারা যায় না।

১। এই কাইতি অক্ষরে কি লেখা আছে, বসন্ত বাবুর তাহা চেষ্টা করিয়া প্রকাশ করা উচিত ছিল। তিনি আরো ঐ স্থানে লিখিয়াছেন, "৭।২ ও ৭৩।২ পৃষ্ঠায় পার্শ্বীর মত কি লিখিত আছে।" এই লেখাটা পার্শীর মত, না ঠিক পার্শীই? পার্শী না হইলে তাহা কি? যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই বা কি? বসন্ত বাবু

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের উল্লিখিত শব্দসমূহের দ্বারা বুঝা যাইতেছে, তাহার ভাষায় অকারের প্রসারিত উচ্চারণ ছিল। ইহা দেখিয়া তাহার এই জাতীয় অপর শব্দগুলিকে ইহার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিতে পারা যায় না। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে পূর্ব্বপ্রদর্শিত ভিন্ন আরো অনেক আকারের প্রয়োগ রহিয়াছে; যেমন, ক ষ্ক ণ স্থানে কা ষ্ক ন, এইরূপ পা ঞ্চ (পঞ্চ), না ন্দ (নন্দ), ছা ন্দ (ছন্দ), দা ন্ত (দন্ত) ইত্যাদি। এ সকল স্থলে সংস্কৃত শব্দে অকার স্থানে আকার হইয়াছে। আবার প্রাকৃত শব্দেরও এইরূপ আছে; যেমন, স॰ পঙ্‌ক্তি, প্রা॰ প ন্তী, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পা ন্তী, ইহা হইতে পাঁ তি, ইহাও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে (১২, ৫৫) আছে।

চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়েও[১] এইরূপ আছে :— আ ঙ্গ ন (=অঙ্গন, ২।২, আ ঙ্গি না অথবা আ ঙি না এখনো চলে); আ ন্ত (=অন্ত, ৫।১); কা ষ্ক ণ (=কঙ্কণ, ৩২।৩); কা পু র (=কর্পূর, প্রা॰ কপ্পূর, ২৮।৫); বা ন্ধ (=বন্ধ, ১।৪); পা ণ্ডি য়া চা এ (=পণ্ডিতাচার্য্য, ৩৬।৫); সা ন্ধি (=সন্ধি, ১৭।৩, স ন্ধি ও আছে, ২৮।৭); তা ন্তী (তন্ত্রী, প্রা॰ তন্তী, ১৭।১); সা ষ্ক ম (=সংক্রম, প্রা॰ সঙ্কম, ৫।২); ইত্যাদি।

শূন্যপুরাণ হইতেও কয়েকটি পাওয়া যায় :— আ ঙ্গা র (=অঙ্গার, ১২৬)[২]; তা ম্ব (তাম্র, প্রা॰ তম্ব, ৮২)[৩]; তাঁ ডু ল (তণ্ডুল, ৬৪)[৪]।

সংস্কৃত ক ষ্ক ণ, বাঙ্‌লা কাঁ ক ন।[৫] এখানে ক ষ্ক ণ শব্দের ককারস্থিত অ যদি প্রসারিত-ভাবে উচ্চারিত না হইয়া সঙ্কুচিত ভাবে হয়, তাহা হইলে তাহার স্থানে আকার আসিতে পারে না। অথচ ইহা আসিয়াছে। প্রসারিত উচ্চারণই একটু দীর্ঘ হইয়া অকারকে আকার করিয়া ফেলিয়াছে। বলিয়াছি, সঙ্কুচিত উচ্চারণে এরূপ কিছুতেই হইতে পারে না, ইহাতে অকার

ইহা প্রকাশ করিলে ভাল হইত। আশা করি, এখনো পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবেন। ইহা লিখিত হইবার পরে বসন্তবাবু সাক্ষাতে বলিয়াছেন যে, তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কেহ তাহা পড়িতে পারেন নি।

১। বৌদ্ধ গান ও দোঁহা, পরিষৎ, ১৩২০। এই পুস্তকে একত্র প্রকাশিত চারিখানি পুস্তকের মধ্যে চ র্য্যা-চ র্য্য বি নি শ্চ য় কেই অতি প্রাচীন বাঙ্‌লা বলিতে পারা যায়, অন্য তিনখানিকে বাঙ্‌লা বলিয়া মনে হয় না।

২। অঙ্গারসমূহ অর্থে সংস্কৃতেও আ ঙ্গা র আছে, কিন্তু আলোচ্য পুস্তকে সেই অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, বাঙ্‌লার অন্যত্রও ইহার ঐ অর্থ প্রসিদ্ধ নাই।

৩। ত ম্ব হইতে তাঁ ম, তাঁ বা। হিং ত াঁ, গু॰ তা মু, প॰ তা বা, মা॰ তা ম্ব, তা ম্বে। বাঙ্‌লার তা মা ক্ষ পূচনা করিতেছে, প্রাকৃত ত ম্ব স্থানে তম্ব হইয়াছে, ইহা হইতে তা ম্ব (শূ, পু, ৪৪, ১০৪), তা মা। ম্ব=ম্ম, যথা—অ ম্বু=অ ম্মু—অ ম্ব—আ ম।

৪। তাঁ ডু ল হইতে তাঁ উ ল (শূ পু, ৬৪ পৃ), ইহা হইতে চা উ ল।

৫। মারাঠীতেও তাই; গুজরাটীতে কাংকণী; আবার হিং ক ঙ্ক ন, কঁ গ না; গু॰ কং গ ণ, মা॰ গু॰ ক ঙ্ক ণী।

ঐরূপেই থাকে, অথবা ইহা যদি অধিকতর সঙ্কুচিত হয়, তাহা হইলে ওকাররূপে পরিণত হইয়া পড়ে। এইরূপেই সংস্কৃত ম ণ্ড ল শব্দ মো ণ্ড ল হয়, এবং তাহা হইতে আমরা মো ড় ল পাইয়াছি। ক ঙ্ক ণ শব্দও যদি এইরূপে উচ্চারিত হইত, তাহা হইলে ক্রমশ কো ঙ্ক ণ[১] হইতে আমরা কোঁ ক ন পাইতাম, কাঁ ক ন পাইতাম না, অথচ আমরা ইহা পাইয়াছি। ক ৃ ষ্ণ হইতে যখন আমাদের কা ন ও কা নু হইয়াছে, তখন বলিতেই হইবে, এখানে ক্রম-পরিবর্ত্তনই এইরূপ :—

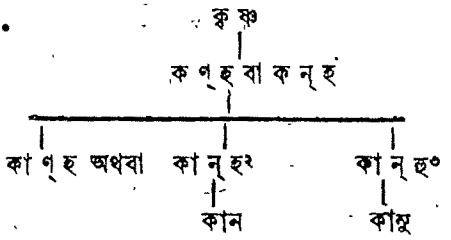

এতাদৃশ স্থলে এক দিকে প্রাকৃত (কণ্হ), অপরদিকে প্রাদেশিক বাঙ্‌লা (কান—কানু); ইহাদের মধ্যস্থলে যে একটি রূপ রহিয়াছে,—যাহা অবশ্য স্বীকার্য্য, যাহা না হইলে পরবর্ত্তী রূপটি হইতেই পারে না,—তাহা সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বত্র ধরা পড়ে নাই। যেমন, কা জ অর্থে কা ম শব্দটি হিন্দী, বাঙ্‌লা, উড়িয়া, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি বহু ভাষাতেই আছে, পঞ্জাবীতে ইহা ক ম্ম। ইহা সংস্কৃত ক র্ম্ম হইতে ক্রমশ এইরূপে হইয়াছে,—ক র্ম্ম—প্রা০ ক ম্ম,—*কা ম্ম—কা ম। কিন্তু *কা ম্ম কোথাও প্রযুক্ত দেখা যায় না,[৩] অথচ তাহা এক সময়ে নিশ্চয়ই ছিল, না থাকিলে কা ম কথাটা আমরা পাইতে পারি না, পঞ্জাবীর মত ক ম্ম শব্দই আমরাও পাইতাম (পঞ্জাবীতে উচ্চারণের ভেদ আছে)। প্রাকৃতের বিকৃতির অর্থাৎ পরিবর্ত্তনের আরম্ভ এবং প্রাদেশিক (বাঙ্‌লা প্রভৃতি) ভাষাসমূহের সাহিত্যের উপযুক্তভাবে উৎপত্তি, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মধ্যবর্ত্তী শব্দসমূহ (কা ন্হ, পা ঙ্ক, ছা ন্দ, দা ন্ত ইত্যাদি) কথিত হইত। প্রাচীন সাহিত্যসমূহের মধ্যে ইহাদের কতক-কতক প্রবেশ করিয়াছে। পরে যখন

১। দাক্ষিণাত্যে সহ্যাদ্রির পশ্চিমে সমুদ্র-উপকূলে কোঙ্কণ দেশ (বোম্বাই প্রদেশ) প্রসিদ্ধ। মনে হইতেছে, এই শব্দটি পূর্ব্বোক্তরূপে ক ঙ্ক ণ হইতেই হইয়াছে। বৃহৎসংহিতায় (Bibliotheca Indica, 1865; ১৪,১২) কো ঙ্ক ণ শব্দের পাঠান্তরে ক ঙ্ক ণ শব্দও আছে। কোঙ্কণী ভাষায় অকারের সঙ্কুচিত উচ্চারণের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। মহাভারত, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণেও কো ঙ্ক ণে র নাম আছে। কেহ বলেন, এই নামটি দ্রাবিড়ী-মূলক বলিয়া বোধ হয়। Imperial Gazetteer of India, (New Edition, 1908.) Vol XV. p. 304. নবপ্রকাশিত রাষ্ট্রৌঢ়বংশ মহাকাব্যে, ৩১০ (Caekward's griental Series, No. 5) কু ঙ্ক ু ণ শব্দ আছে।

২। প্রাকৃতপিঙ্গল (Bibliotheca Indica) ১।৯; মার্কণ্ডেয়ও (প্রাকৃতসর্ব্বস্ব, ১৭-৮) এখানকার পাঠটি ধরিয়াছেন।

৩। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন উভয় স্থানেই আছে। হিন্দী প্রভৃতিতেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

৪। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়েও কা ম শব্দই আছে।

কালক্রমে শেষবর্ত্তী (অর্থাৎ কা ন, পাঁ চ, ছাঁ দ, দাঁ ত প্রভৃতি) শব্দ উৎপন্ন হইয়া চলিতে লাগিল, ভাষার প্রবাহ এই দিকেই বহিতে আরম্ভ করিল, সেই সময়ে মধ্যবর্ত্তী ও শেষবর্ত্তী উভয়ই শব্দ মিলিত হইয়া সেই সময়কার সাহিত্যে দেখা দিতে লাগিল। ক্বচিৎ-ক্বচিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দও তাহাতে অভ্যাস-পরম্পরায় ঢুকিয়া পড়িল। পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ কণ্হ প্রভৃতি শব্দ যখন মধ্যবর্ত্তী শব্দসমূহে পরিণত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন তখন লিখিত হইয়াছে, ইহা বলা যায় না, যাইতে পারে না। ইহার অনেক পরে হইয়াছে; যখন শেষবর্ত্তী শব্দসমূহ বহুলাংশে উৎপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, আর মধ্যবর্ত্তী শব্দসমূহের প্রয়োগ-অভ্যাসও পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে—সে ধারা বন্ধ হইয়া যায় নাই, তখনই ইহা লিখিত হইয়াছে। অবশ্য চর্য্যা-চর্য্যবিনিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বহু পূর্ব্বে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এক শ্রেণীর শব্দ রহিয়াছে, যাহা খাঁটী প্রাকৃত, যেমন ক ণ্ণ (কর্ণ), পু ণ্ণ (পূর্ণ), স রো অ র (সরোবর), পো অ (পোত, পুত্র—পুত্ত—*পোত্ত—পোত), তী খ (তিথ, তীর্থ), খীর (ক্ষীর), ইত্যাদি। আর এক রকম শব্দ রহিয়াছে, যাহা একবারে বাঙ্‌লা, যেমন, না চু নী (নর্ত্তকী), ডা ক র (ডাগর, দীর্ঘ—দী ঘ র হইতে, তুল০—দী ঘ ল) ইত্যাদি। মধ্যবর্ত্তী পা স্তী প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। এই তিন শ্রেণীর পদ পাশে পাশে চলিয়াছে। পা স্তী—পাঁ তি, ক ণ্ণ—কা ন, পা ঞ্চ—পাঁ চ, চা ন্দ—চাঁ দ, (দীর্ঘ)—দী ঘ ল—ডা ক র, ইত্যাদি সবই একত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহারও দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রচনাকাল সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য সমর্থিত হইবে। অতএব পা স্তী প্রভৃতি শব্দের আকার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রচনা-সময়ে যে অকারের প্রসারিত উচ্চারণ ছিল, তাহা সপ্রমাণ করিতে পারে না।

প্রসঙ্গত আর একটা কথা একটু আলোচনা করা যাউক। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আ চে ত ন, আ তি শ য়, আ নু ম তি ইত্যাদি শব্দের প্রথমই অকার আকার হইয়াছে, দ্বিতীয়টি হয় নাই; ইহার কারণ কি? আমার মনে হয়, বাঙ্‌লায় সাধারণত শব্দের প্রথম স্বরে গুরুত্ব বা ঝোঁক (stress) প্রদান করার রীতিই ইহার কারণ হইতে পারে। এই গুরুত্ব প্রদানের সহিত প্রসারিত উচ্চারণ থাকায় অনভ্যস্ত শ্রোতার নিকট অকার আকার বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। আলোচ্য শব্দসমূহের দ্বিতীয় অকারে গুরুত্ব প্রদানের অভাবেই সেরূপ হয় নাই। কখনো-কখনো কারণবিশেষে গুরুত্ব-প্রদান হেতু অথবা কারণান্তরে অনাদিভূত অকারও আকার হইয়াছে দেখা যায়; যথা, অ নু প ম স্থলে অ নু পা ম[১], ইহা প্রাচীন বাঙ্‌লায় প্রচলিত এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও আছে (৪১, ২৯৭; আবার আ নু পা মা, ১২, ৬৮)।

দেখা যায়, কখনো-কখনো ছন্দো রক্ষার জন্য অকারকে আকার করা হইয়াছে; যেমন—

১। প্রকৃত স্থলে এ শব্দটি উপযুক্ত উদাহরণ না হইতে পারে; কেন না, উ প মা স্থলে উপাম শব্দ আছে:—"রাই-কানু-রূপের নাহিক উ পা ম। কুবলয় চান্দ মিলল এক ঠাম।"—প-ক-ত, (পরিষৎ), ১৯৩ পৃঃ, ২৯৯ পদ।

"ভণয়ে বিদ্যাপতি সুন্দরি আজ।
আ ন লে থুড়িলে পন আ ন লে কাজ।"—প, ক, ত, (পরিষৎ), ১৭১পৃঃ, ২৫৪পদ।

"হরিণ ন য়া নি তেজি নিজ মন্দির
অবইতে সঙ্কেত ঠামা।"—গোবিন্দদাস; ঐ, ২০৫পৃঃ, ৩১৯পদ।

এখানেও মূলভূত কারণ প্রসারিত উচ্চারণ।

বাঙলার ন্যায় অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাতেও অকার-স্থানে এইরূপ আকার দেখা যায়। যথা, সিংহলীতে—

সংস্কৃত	সিংহলী
অ নী ক	আ নী ক
ক পি ল	কা পি ল
ক ম্ব ল	কা ম্ব ল
ক লি ঙ্গ	কা লি ঙ্গ

হিন্দীতে—

সংস্কৃত	হিন্দী
আ ত য়	আ তা য়
অ ল স	আ লা স
অ মা ত্য	আ মা ত্য[১]

গুজরাটীতে—

সংস্কৃত	গুজরাটী
অ ধী ন	আ ধী ন

মারাঠীতে—

সংস্কৃত	মারাঠী
ক পা ট	কা বা ড়
ক পা ল	কা ব ল

অকারকে আকার করার এই রীতি পালি ও বিশেষত প্রাকৃতেও আছে। পালিতে যথা—

সংস্কৃত	পালি
অ ল কা	আ ল কা
অ লি ন্দ	আ লি ন্দ
প্র ক ট	(প ক ট=) পা ক ট
প্র ত্য মি ত্র	(প চ্চ মি ত্ত=) প চ্চা মি ত্ত

১। সংস্কৃত অভিধানেও ইহা উঠিয়াছে।

প্রাকৃতে উদাহরণ প্রচুর—

সংস্কৃত	প্রাকৃত
স মৃ দ্ধি	(স মি দ্ধি=) সা মি দ্ধি
অ ভি জা তি	(অ হি জা ঈ=) আ হি জা ঈ
প্র রো হ	(প রো হ=) পা রো হ
প্র সু প্ত	(প সু ত্ত=) পা সু ত্ত

ইত্যাদি অনেক। দ্রষ্টব্য—বররুচি, ১.২; হেমচন্দ্র, ৮.১.৪৪০; শুভচন্দ্র, ১.২.৮; মার্কণ্ডেয়, ১.২; ত্রিবিক্রম, ১.২.১০; লক্ষ্মীধর, ১.২.১০; সিংহরাজ, ৮.৮।

অশোকের ক ল সী-স্থিত শিলালেখেও (Rock Edict, Kalsi) এই রীতির প্রচুর প্রভাব লক্ষিত হয়। গিরনার, শাহাবাজগড়ি, মনসেহরা প্রভৃতির লেখের সহিত কলসীর লেখের তুলনা করিলে স্পষ্টই ইহা বুঝা যাইবে। অন্যান্য লেখে যেখানে পি য়ে ন, হি দ, অ থ, স ব ত, চ, অথবা এতাদৃশ অপর কিছু আছে, কলসীতে সেখানে প্রায়ই পি য়ে না, হি দা, অ থা, স ব তা, চা, ইত্যাদি পাঠ আছে। ইহাকে আকস্মিক বলা যায় না। এখানে পূর্ব্বোক্ত বৈদিক পণ্ডিতের অষ্টাধ্যায়ী পাঠেরই কথা মনে হয়। বৈদিক মন্ত্রসমূহেরও কথা মনে পড়ে। যথা—"গৃহং গৃহমহনা যাত্য চ্ছা, দিবে দিবে অ ধি না মা দধানা" (ঋ°স°, ১.১২৩.৪)। এখানে অ চ্ছা=অ চ্ছ, না মা=না ম।

বৈদিক ও লৌকিক উভয় সংস্কৃতেও এইরূপ আছে। তুলনীয়:—ছ গ (তৈ°স°, ৬.২.৯.৪) ও ছা গ (ঋ°স° ১.৬২.৩; বা°স° ১৯.৮৯,২১.৪০,৪১; শত°ব্রা° ৩.৩.৩.৪); ছ গ ল (তৈ.স° ৫.৬.২২.১; দ্র:—পাণিনি, ৪.১১.১৭) ও ছা গ ল; চ র ও চা র; প ট চ্চ র ও পা ট চ্চ র; প টী র ও পা টী র (চন্দন)[১]। সংস্কৃতে অকারের বৃদ্ধি আকার, ইহাও চিন্তনীয়।

প্রসঙ্গত একটা কথার উল্লেখ করিয়া যাইব। স্বরকে মাত্রা হিসাবে হ্রস্ব দীর্ঘ-প্রভৃতি ভেদে ভাগ করা চলে। সংস্কৃতে ইহা পুরা মাত্রায় আছে, এবং তদনুসারে লেখাও চলে। কিন্তু কেবল বাঙলায় নহে, হিন্দী-মারাঠী প্রভৃতি ভাষাসমূহেও সাধারণত হ্রস্ব-দীর্ঘ মাত্রার ভেদ তিরোহিত হইয়াছে, দীর্ঘ স্বরসমূহও হ্রস্ববৎ উচ্চারিত হইয়া থাকে—বিশেষ বিশেষ স্থল ছাড়া। একটী উদাহরণ দিই, তি নি, ন দী; এখানে ইকার উচ্চারণ করিতে যতটুকু সময় লাগে, ঈকারও উচ্চারণ করিতে ততটুকু লাগে, বেশী লাগে না। তাই ইকার ও ঈকারের মাত্রা এখানে সমান—যদিও তাহাদের আকৃতি বা বর্ণ ভিন্ন। এইরূপে ঈ, ঊ যেমন বস্তুত যথাক্রমে ই, উ হইয়াছে, এবং এমন কি, সংস্কৃত শব্দেরও বানানে প্রাদেশিক ভাষায় ঈ ঊ স্থানে যথাক্রমে ই, উ লিখিত হয়, আকারও সেইরূপ হ্রস্ব হইয়া হ্রস্ব আকার, বা যাহা একই কথা, অকার হইয়া যায়। এই অকার অবশ্য প্রসারিত অকার। পাঞ্জাবী হইতে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি:—

১। বিচার করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, ছ গ, ছ গ ল প্রভৃতিই প্রথমে হইয়াছে।

বাঙ্‌লা প্রভৃতি[১]	পাঞ্জাবী
আ কা শ	অ কা স
কা ম (কাজ)	ক ম
কা ল (সময়)	ক ল
সা ত	স ত
সা প	স প

এখানে আবার অশোকের শিলালেখের কথা মনে পড়ে। মনসেহরা ও শাহাবাজ-গড়ির (Mansehra & Shahabazgarhi) শিলালেখে আ, ঈ, ঊ নাই, সর্ব্বত্রই ইহাদের স্থানে যথাক্রমে অ২ , ই, উ লিখিত হইয়াছে। চীনা অক্ষরে যে সংস্কৃত লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও আ, ঈ, ঊ দেখা যায় না।

এইবার অকার সম্বন্ধে আর একটা কথা আলোচনা করিয়া এই পাঠ সমাপ্ত করিব। বাঙ্‌লায় বহু স্থলে অকার গ্রস্ত হয়, অর্থাৎ থাকিলেও তাহা না থাকার মত, উচ্চারিত হয় না; যেমন, হা ত, এখানে তকার-স্থিত অকার গ্রস্ত। কেবল বাঙ্‌লা নহে, এক উড়িয়া ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত প্রাদেশিক আর্য্য-ভাষাতে ইহা রহিয়াছে। ইংরাজীতে ab*le*, ho*le*, g*ate* প্রভৃতি শব্দের *e* বর্ণের সহিত ইহার তুলনা করিতে পারা যায়।

মানুষ যে ভাষায় নিজের ভাব প্রকাশ করে, যাহা লইয়া তাহাকে দিন-রাত চলিতে হয়, সে তাহা যত দূর পারে, স্বভাবতই সহজ-সরল ও ছোট-খাট করিয়া লয়; যত শীঘ্র তাহা দ্বারা কাজ চালাইয়া লইতে পাবে, তাহার চেষ্টা করে,—ঠিক যেমন লোকে নিজের যান-বাহনকে যত দূর পারে, দ্রুতগামী করিয়া লয় বা পথকে যত দূর সম্ভব হয়, সোজা করিয়া লয়। স্বরকে যে স্থানে পরিত্যাগ করিলে কোনো পদের অর্থ-বোধে বাধা হয় না, অথচ তাহার উচ্চারণটা দ্রুত হইয়া যায়, সেখানে সেই স্বর (প্রায় অ, ই, উ) পরিত্যক্ত হয়। ইহা একটা কথ্য ভাষার প্রাণবত্তার লক্ষণ। ব্যবহারের পক্ষে ইহা খুবই উপযোগী।

অকারের এইরূপ গ্রস্ত ভাব বৈদিক ভাষাতেও থাকিবার কথা এবং আছেও। পরবর্ত্তী সংস্কৃতেও প্রচুর উদাহরণ আছে। কয়েকটি উল্লেখ করা যাউক। রা জ ন্+অ স্=(রা জ ন স্=রা জ্ ন স্=) রা জ্ঞঃ (ঋ॰ স॰ ১·৯১·৩; ১২২·১৫· ইত্যাদি); রা জ ন্+এ= (রা জ নে=রা জ্ নে=) রা জ্ঞে (ঋ॰ স॰ ১·৫৩·১০, ইত্যাদি)। এতাদৃশ স্থলে জকার-স্থিত

১। হিন্দী, বিহারী, মারাঠি, গুজরাটী। প্রথম তিনটি শব্দ মূলত সংস্কৃত, বলা বাহুল্য।

২। আমি ইহা পণ্ডিত শ্রীরামাবতার পাণ্ডে, সাহিত্যাচার্য্য, এম এ, মহাশয়ের প্রকাশিত প্রি য় দ র্শি-প্র শ স্তি (Piyadasi Inscriptions with Sanskrit, English Translations, Edited by Rama-vatara Sharma, Patna, 1915,) পুস্তকের পাঠ দেখিয়া বলিতেছি। ইহার পাঠ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না, অতএব ইহা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, উহাতে শাহাবাজগড়ির ১২শ ও ১৪শ লেখের এক-এক স্থানে দে বা নং পাঠ আছে, অন্যত্র সর্ব্বত্র দে ব নং।

অ প্রথমে গ্রস্ত ও পরে একবারে লুপ্ত হইয়াছে। এইরূপ লো ম ন্+অ স্=(লো ম ন স্= লো ম্ ন স্ =) লো ম্নঃ (ঋ° স° ১০·১৬৩·৬), না ম ন্+আ= (না ম না=না ম্ না=) না ম্না (ঋ° স° ৬·১৮·৭) ; মূ র্ধ ন্+অ স্=(মূ র্ধ ন স্= মূ র্ধ্ ন স্=) মূ র্ন্নঃ (ঋ° স° ৬·১৬·১৩); এইরূপ ধা ম ন্ হইতে ধা ম্না (ঋ° স° ৯·৩৯·১), সা ম ন্ হইতে সা ম্না (ঋ° স° ৮·১৫·৭); ইত্যাদি, ইত্যাদি। লৌকিক সংস্কৃতেরও এই-জাতীয় পদ স্মরণীয়, এবং ইহার সমর্থক পাণিনি-সূত্রও (৬·৪·১৩৪-১৩৭) দ্রষ্টব্য। আবার মা স+ভ্যাম্= (মাস-ভ্যাম্=মাস্-ভ্যাম্=মাঃ-ভ্যাম্) মা ভ্যা ম্, ইত্যাদি পদেও সকারস্থিত অকার প্রথমে গ্রস্ত ও পরে লুপ্ত (পাণিনি, ৬·১·৬৩)।[১] বাজসনেয়িসংহিতায় (৩০·১৬) ন ড্ ব লা (নলবতী) মূলত ন ড ব লা (নড়=নল)। ডকারস্থিত অকার প্রথমে গ্রস্ত, পরে লুপ্ত। মৈত্রায়ণীসংহিতায় (৪·৯·৮) কু মু দ্ ব ৎ শব্দও এইরূপ মূলত কু মু দ ব ৎ। লৌকিক সংস্কৃতে কু মু দ্ ব তী সুপ্রসিদ্ধ, বলা বাহুল্য, ইহা বস্তুত কু মু দ ব তী। মূল শা দ ব ল হইতে শা দ্ ল সংস্কৃতে সুপ্রচলিত। ন ড্ ব ৎ হইতে ন ড্ ৎ এবং বে ত স ব ৎ হইতে বে ত স্ ব ৎ শব্দও (পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, ১১·১৪·২০) আছে। পাণিনিও ইহা ধরিয়াছেন (৪·২·৮৭-৮৮)। মা হি ষ্ম তী নগরীর নামটি মূলত ম হি ষ ব ৎ শব্দ হইতে জাত ম হি ষ্ম ৎ হইতে হইয়াছে। মাং স প চ ন স্থানে ঋগ্বেদে (১·১৬২·১৩) মা ং স্ প চ ন, এবং মা ং স পা ক স্থলে লৌকিক সংস্কৃতে মা ং স্ পা ক (কারিকা, "মাংসস্য পচি মুড্ ঘঞোঃ," পাণিনি, ৬·১·১৪৪ ; দ্রষ্টব্য বার্ত্তিক, ঐ, ৬·১·৬৩)। ঋগ্বেদে (১·১৬২·৮ ইত্যাদি) আছে র শ না (রশ্মি, রজ্জু), কিন্তু বাজসনেয়িসংহিতায় (১৩০, ইত্যাদি) রা স্ না। শাঙ্খ্যায়ন ব্রাহ্মণের ভাষ্যে (?) ম দ ব ৎ স্থানে ম দ্ ব ৎ লিখিত হইয়াছে ; ঋগ্বেদেও (৮·৯২·১৯ ; ৯·৮৬·৩৫) আনন্দপ্রদ অর্থে ম দ ব ন্ স্থলে ম দ্ ব ন্, এবং স ম দ ব ন্ (৬·১৮·২) স্থলে স ম দ্ ব ন্ আছে। ঋগ্বেদের ম ন্ ধা তৃ (১০·২·২) খুব সম্ভব ম ন (ঃ) ধা তৃ, যেমন ম ন্ ম থ বস্তুত ম ন (ঃ) ম থ ভিন্ন কিছু নহে। প্র ত ন স্থলে প্র ত্ন, নূ ত ন স্থলে নূ ত্ন এইরূপেই হইয়াছে। জ গ ম তুঃ প্রভৃতি স্থলে জ গ্ ম তুঃ প্রভৃতি পদও এই প্রসঙ্গে আলোচনীয়।

ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইবে, প্রাদেশিক ভাষাসমূহে অকারের গ্রস্তভাব বৈদিক ভাষা

১। পাণিনির এই সূত্র অবলম্বন করিলে এতাদৃশ আরো উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, দ ত্ত+ভি স্= (দ ত্ত ভি স্=অনুনাসিক ন লোপে দ ত্ ভি স্=) দ দ্ভিঃ। কিন্তু যদিও ঋগ্বেদে (৬·৭৫·১১) দ ত্তঃ, এবং অথর্ববেদে (৪·৩·৬) দ ত্তাঃ ও দ ত্তৈঃ (১১·৪·৬) আছে, তথাপি মূলত ইহাকে বৃ হ স্ত্ প্রভৃতি শব্দের ন্যায় অস্ত্ (অৎ) প্রত্যয়ান্ত ম দ ত্ত্ (অদৎ) শব্দ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। √ অ স্ হইতে অলোপে যেমন স ত্ত (সৎ) হয়, √অদ্ হইতে সেইরূপ অ-লোপে দ ত্ত হয় (Macdonell's Vedic grammar, p, 190, note) সায়ণের এক স্থানের (ঋ° স° ৪·৬·৮) ব্যাখ্যাতেও ইহা সমর্থিত হয়, তিনি লিখিয়াছেন,—"দত্তম্=অদস্তং ত্বিষাং ভক্ষকম্। ষট্+দন্ত হইতে ষো ড়ৎ পদও (পাণিনি, ৬·৩·১১৯, বার্ত্তিক ৩) ইহাই সমর্থন করে (ষট্+অদৎ=ষোড়দৎ=ষোড়অ্=ষোড়ৎ)। অন্যথা ডকারে অকার কোথা হইতে আসিল ?

হইতেই ক্রমে ক্রমে আসিয়া দেখা দিয়াছে। বঙ্গভাষায় অকার কোথায় গ্রস্ত হয়, তাহা পরবর্ত্তী পাঠে আলোচনা করিব।

---

(২)

১। পূর্ব্বে বলিয়াছি, অকার স্থানে-স্থানে গ্রস্ত হয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ উচ্চারিত হয় না; বঙ্গভাষায় কোথায় ও কিরূপে ইহা এই প্রকার হইয়া থাকে, এখন আপনাদের নিকটে তাহারই আলোচনা করিব।

২। ইহা আলোচনা করিতে হইলে অ ক্ষ র[১] (অর্থাৎ ইংরাজী Syllable) সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার; অতএব প্রথমত এই বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিয়া লইতে হইবে। (১) অ ক্ষ র বলিতে প্রধানত স্বরকে বুঝিতে হয়। যেমন, অ, আ, ই, ইত্যাদি; ইহারা প্রত্যেকে এক-একটি অক্ষর। (২) এই অক্ষর ব্যঞ্জনেরও সহিত যুক্ত হইতে পারে; (ক) যেমন, মা, এখানে মকারের সহিত আ স্বর একটি অক্ষর। (খ) অথবা যেমন, উৎ এখানে তকারের সহিত উকার একটি অক্ষর। (গ) অথবা আবার যেমন, বাক্; এখানে পূর্ব্বের ব ও শেষের ক, এই উভয়কে লইয়া আকার একটি অক্ষর। অতএব অক্ষর প্রথমত দুই প্রকার; শুদ্ধ অর্থাৎ ব্যঞ্জনে অযুক্ত; এবং মিশ্র অর্থাৎ ব্যঞ্জনে যুক্ত। মিশ্র অক্ষর আবার ত্রিবিধ; পরে ব্যঞ্জন-যুক্ত, পূর্ব্বে ব্যঞ্জন-যুক্ত, এবং পূর্ব্বে ও পরে উভয়তই ব্যঞ্জন-যুক্ত।

৩। পতঞ্জলি বলিয়াছেন, অন্যের কোনো সাহায্য না লইয়া স্বয়ং অর্থাৎ নিজে-নিজেই রা জি ত যা প্রকাশিত হয় বলিয়া স্বরের নাম স্ব র। আর অন্যের (অর্থাৎ স্বরের) দ্বারা ব্য ঞ্জ ন অর্থাৎ প্রকাশ হয় বলিয়া ব্যঞ্জনের নাম ব্য ঞ্জ ন। ব্যঞ্জন স্বরকে ছাড়িয়া থাকিতেই পারে না। হয় আগে, না হয় পরে, কিঞ্চিৎ ব্যবধানেও স্বরকে থাকিতেই হইবে; স্বরই ইহাকে ব্যক্ত করিয়া আমাদের শ্রবণগোচর করাইয়া দেয়। বলিতে পারা যায়, স্বর প্রাণ এবং ব্যঞ্জন শরীর। অতএব সিংহলীতে স্বর ও ব্যঞ্জনকে যে যথাক্রমে প ণ কু রু ও গ ত কু রু অর্থাৎ প্রাণাক্ষর ও গাত্রাক্ষর বলা হয়, তাহা খুবই ঠিক।

৪। অক্ষর বা স্বর উচ্চারিত হইবার সময় নিজের পূর্ব্বের ও পরের ব্যঞ্জনসমূহের মধ্যে যে কয়টাকে পারে, নিজের সুবিধামত টানিয়া লইয়া যায়। ব্যঞ্জন-সংসর্গ-স্থলে প্রত্যেক স্বরেরই এই কাজ; প্রত্যেকেই এইরূপ আগে-পিছের ব্যঞ্জন লইয়া উচ্চারিত হয়। তবে একটা পদের মধ্যে অনেকগুলি অক্ষর বা স্বর ও অনেকগুলি ব্যঞ্জন থাকিলে, কোন্ স্বরের

১। প্রাতিশাখ্যসমূহ ("সমোঽক্ষরম্"—বা° প্রা° ১,৯৯-১০২; তৈ° প্রা° ২১-১, ইত্যাদি; ঋ° প্রা° ১ম পটল, "অনুস্বারো ব্যঞ্জনকাক্ষরাঙ্গম্" ইত্যাদি, কীলহর্ণ, ২৯—৩০ পৃ) আলোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যাইবে, ইংরাজীতে যাহা Syllable, সংস্কৃতে তাহারই নাম অ ক্ষ র। বর্ত্তমান পাঠে অ ক্ষ র শব্দে সর্ব্বত্র ইহাই বুঝিতে হইবে। অ-আ, ক-খ ইত্যাদি সাধারণতঃ প্রচলিত অক্ষরকে (letter) আমরা ব র্ণ শব্দে উল্লেখ করিব। অক্ষর-সম্বন্ধে যে কয়টি মন্তব্য প্রকাশিত হইতেছে, তাহা সমস্তই উল্লিখিত প্রাতিশাখ্যসমূহ হইতে গৃহীত।

ভাগে কোন্ ব্যঞ্জন পড়িবে, সময়ে-সময়ে ইহা লইয়া গোলমাল হইতে পারে, এবং সেই জন্য একই পদের কখনো-কখনো ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ হইয়া থাকে,—যদিও সব উচ্চারণেই ঐ পদের সমস্ত বর্ণই উচ্চারিত হয়।

৫। দীর্ঘ, এখানে এই শব্দে ঈকার ও অকার দুইটি স্বর, দুইটি অক্ষর। ঈকার উচ্চারিত হইবার সময় কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী দকারকেই নহে, পরবর্ত্তী রকারকেও লইয়া উচ্চারিত হয়। এইরূপ শেষের অকার নিজের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘকারকেও লইয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে। আমরা উচ্চারণ করি দী র্-ঘ। এখানে প্রথমে দী ও পরে র্ঘ অংশ উচ্চারণ করিলে ঠিক হয় না, হইতে পারেও না। কারণ, এইরূপে উচ্চারণ করিয়া দেখুন, বাধা-অনুভব হইবে। যে পথ স্বাভাবিক ও অভ্যস্ত, তাহাতে যাইতে বাধা ঠেকে না; যাহা অস্বাভাবিক, তাহাতে বাধা হইবেই—যদিও ইহাকে অতিক্রম করিতে পারা যায়, কিন্তু এই অতিক্রম করার অসুবিধাটা অনুভব না করিয়া পারা যায় না।

(ক)। যদি কোনো ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে ও পরে উভয়তই স্বর থাকে, তবে সে স্থলে ঐ ব্যঞ্জন পর স্বরের সহিত উচ্চারিত হয়। যেমন, ত প ন। এখানে পকারের পূর্ব্বে ও পরে অকার আছে, এই জন্য তাহা পরের অকারের সহিত উচ্চারিত হয়, পূর্ব্বের অকারের সহিত নহে। আমরা উচ্চারণ করি ত-পন, তপ্-অন নহে। সংস্কৃত হিসাবে এখানে ত-প-ন-, এই তিনটি অক্ষর; বাঙ্‌লা হিসাবে অর্থাৎ শেষ অকারকে গ্রস্ত ধরিলে, দুইটি অক্ষর ত-প-ন।

(খ)। যদি কোনো ব্যঞ্জনের শেষে স্বর না থাকে, তবে তাহা পূর্ব্বেরই স্বরের সহিত উচ্চারিত হইবে। যেমন, স ৎ। এখানে পরে স্বর না থাকায় হসন্ত ত পূর্ব্বের অকারের সহিত উচ্চারিত হয়। এখানে একটি মাত্র অক্ষর, স ৎ।

(গ)। যদি পূর্ব্বে কোনো স্বর না থাকে, তবে, বলা বাহুল্য, সেই ব্যঞ্জন পরের ব্যবহিত বা অব্যবহিত স্বরের সহিত উচ্চারিত হয়। যেমন, ফুল-, স্ফ্ ট। ফুল শব্দের অন্ত্য অকার গ্রস্ত বলিয়া ইহাতে একটি মাত্র অক্ষর, ফুল-; কিন্তু স্ফ্ ট শব্দের অ গ্রস্ত নহে বলিয়া ইহাতে দুইটি অক্ষর, স্ফ্-ট-।

(ঘ)। যেখানে ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে সংযোগ থাকে, সেখানে পূর্ব্বে স্বর থাকিলে, সংযোগের পূর্ব্ব-বর্ণটি ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের সহিত, এবং পর বর্ণটি পরের স্বরের সহিত উচ্চারিত হয়। যেমন ক ষ্ট। এখানে ষকারে-টকারে সংযোগ; ষকার পূর্ব্বের স্বর ককার-স্থিত অকারের সহিত, এবং টকার পরবর্ত্তী স্বর নিজস্থিত অকারের সহিত উচ্চারিত হয় ক ষ্-ট-, ক-ষ্ট- নহে। এইরূপে এখানে দুইটি অক্ষর, ক ষ্ ও ট।

৬। এক-একটি ব্যঞ্জন উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, এক একটি স্বর উচ্চারণ করিতে তাহার অন্যূন দ্বিগুণ সময় আবশ্যক হয়। অতএব যাহাতে ব্যঞ্জনের কম সময়ে উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে স্বরকে যত দূর সম্ভব কমাইয়া দিলেই তাহা সহজে হইতে পারে। পূর্ব্বের পাঠে বলিয়াছি, লৌকিক ব্যবহারে মানুষ, যাহাতে সময়ের ও শ্রমের লাঘব প্রকাশ করিতে চেষ্টা

CALCUTTA CENTRAL LIBRARIES UNIVERSITY

করে, ইহা তাহার স্বাভাবিক। মানুষ নিজের যান-বাহন, যত দূর পারে, দ্রুতগামী করিয়া লইয়া, যত দূর সাধ্য, সোজা পথে যাইবার চেষ্টা করে। কেন না, তাহার যাওয়াটাই লক্ষ্য, তা সে যত শীঘ্র যাইতে পারে, ততই ভাল। সে যখন দেখিল, স্বরের উচ্চারণে অধিক সময় লাগে, তখন স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই স্বরের মাত্রাকে (ক) কমাইয়া দিতে, (খ) বা একেবারে স্বরটিকেই অন্তর্হিত করিয়া দিতে তাহাকে প্রেরণা করিল। প্রয়োজনবশত সে স্থানে-স্থানে এইরূপ করিতে লাগিল। বা-দ-ল- বলিতে তিন অক্ষরে যে সময়টা লাগে, সে সেখানে শেষের অক্ষর ছাড়িয়া দুই অক্ষর করিয়া খানিকটা সময় কমাইয়া লইল; উচ্চারণ করিল বা-দ-ল'। ছু-টি-ল-, এখানে তিনটি অক্ষর, মাঝের অক্ষরটি ছাড়িয়া দিয়া দুই অক্ষর করিয়া লইল—ছু ট-ল-; একটু সময় বাঁচিয়া গেল। ভা-ই- এখানেও দুইটি অক্ষর; একটি অক্ষর ছাড়িয়া একটিমাত্র রাখা হইল—ভা ই'। এখানে ইকারের মাত্রা কমাইয়া, ইহাকে পূর্ব্ববর্ত্তী আকারেরই অঙ্গীভূত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাই, "ভাই' ভাই', ঠাঁই' ঠাঁই';" খাই', পাই', চাই', ইত্যাদি স্থলে প্রত্যেক পদে এক-একটি করিয়া অক্ষর। দুইটি করিয়া অক্ষর ধরিলে হইবে "ভা-ই- ভা-ই-, ঠাঁ-ই- ঠাঁ-ই-," ইত্যাদি। এরূপ করিলে উচ্চারণ বিলম্বিত হয়, কিন্তু মানুষ তাহা সাধারণ ব্যবহারে চায় না। বা-উ-ল-, তিন অক্ষর, ইহাকে দুই অক্ষর করিয়া আমরা বলি বা-উ ল'। শেষে ঈকার যোগ করিলে বস্তুত হয় বা-উ-লী-, তিন অক্ষরই থাকে। কিন্তু তাড়াতাড়ি বলিতে গিয়া ইহারও একটি (অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তীটি) অক্ষর ছাড়িয়া দিয়া, এবং এইরূপে ইহার মাত্রাকে কমাইয়া দিয়া পূর্ব্বের অক্ষরের সহিত মিশাইয়া দিই, এবং উচ্চারণ করিয়া থাকি বা উ'-লী-। পূর্ব্বে অক্ষর-বিভাগ ছিল বা-উল, পরে অক্ষর-বিভাগ হইল বা উ'-লী, যদিও উভয় স্থলে দুইটির বেশী অক্ষর নাই। এইরূপ চ-ও-ড়া-; আ-ও-ড়া-; এখানেও মূলত তিন-তিন অক্ষর; কিন্তু দ্রুত উচ্চারণে মধ্যবর্ত্তী অক্ষর বাদ পড়ায় তাহার স্বরের মাত্রা কমাইয়া দিয়া পূর্ব্বের অক্ষরের সহিত ইহাকে মিশাইয়া দেওয়া হয়, আর অবশিষ্ট দুই অক্ষরে আমরা উচ্চারণ করিয়া থাকি চ ও'-ড়া-, আ ও'-ড়া-। অন্যত্রও এইরূপ।

৭। এখানে আর একটা কথা আলোচনা করিবার আছে। পূর্ব্বেরই উদাহরণ ধরা যাউক, (১) বা-উ ল'; ও (২) বা উ'-লী-। বলিয়াছি, যদিও উভয় স্থলে দুই-দুইটি করিয়া অক্ষর রহিয়াছে, তথাপি ইহাদের অক্ষর-বিভাগে ভেদ আছে। (১) প্রথম শব্দটির প্রথম অক্ষর বা; কিন্তু (২) দ্বিতীয়টির প্রথম অক্ষর বা উ'। এইরূপে (১) প্রথমটির দ্বিতীয় অক্ষর উ ল'; কিন্তু (২) দ্বিতীয়টির দ্বিতীয় অক্ষর লী। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, ইহা ভাষার স্বভাব বা স্বাভাবিক শক্তি (The Genius of the Language)। যদি দুই-দুই অক্ষরে ঐ শব্দ দুইটি উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে ঐরূপ ভিন্ন, অন্য কোনোরূপে অক্ষর-বিভাগ করিতে পারা যায় না। শব্দ উচ্চারিত হইবার সময় নিজে-নিজেই যেরূপে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা মনে করে, সেইরূপেই উচ্চারিত হইয়া থাকে। যাঁহারা অকারের গ্রস্ত উচ্চারণে অভ্যস্ত, বা উ ল' উচ্চারণে তাঁহাদের ঐরূপ অক্ষর-বিভাগ না করিলে গত্যন্তর নাই, উহা ভিন্ন আর কোনো-

রূপে বিভাগ হইতে পারে না। যদি বা উ'-লী শব্দের মত বা উ ল· শব্দেরও প্রথম অক্ষর বাউ' করা যায়, তাহা হইলে শেষের ব্যঞ্জন লকার উচ্চারিত হইতে পারে না, কারণ, তাহার অকার গ্রস্ত বলিয়া স্বরের অভাবে উচ্চারণ করা অসম্ভব হয়। তবে যদি লকারের অকারকে গ্রস্ত করা না হয়, তাহা হইলে বা উ'-ল- এরূপ অক্ষর-বিভাগ অবশ্যই হইবে। কিন্তু অকারান্ত শব্দের অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না, অথচ মধ্যবর্ত্তী-অক্ষর মাত্রাহ্রাসে পূর্ব্ব অক্ষরের অঙ্গীভূত হইয়া যাইবে, প্রাদেশিক আর্য্যভাষাসমূহে এরূপ পদ্ধতি আছে বলিয়া আমার জানা নাই, এবং বিশ্বাসও হয় না। এক উড়িয়া১ ছাড়া আর সমস্ত ভাষাতেই সাধারণত বিশেষ-বিশেষ স্থলে অকার গ্রস্ত হইয়া থাকে। অকার গ্রস্ত হইলে আলোচ্য শব্দে উকারটি কিছুতেই পূর্ব্ব অক্ষরের অঙ্গীভূত হইতে পারে না, হইলে শেষের লকারের উচ্চারণই অসম্ভব, ইহা বলিয়াছি। আরো, যে ভাষায় অকার গ্রস্ত হয় না, তাহাতে অন্যান্য স্বরের ঐরূপ মাত্রার ন্যূনতা হয় না। আরো একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক; (১) বা দ ল· ও (২) বা দ· লা। (১) প্রথম শব্দটির অক্ষরবিভাগ বা-দ-ল·; কিন্তু (২) দ্বিতীয়টির হইতেছে বা দ·-লা-। দুই-দুই অক্ষরে এই শব্দ দুইটি উচ্চারণ করিতে হইলে, এইরূপ ভিন্ন কোনো বিভাগ হইতে পারে না। মূলত উভয় শব্দেই তিনটি করিয়া অক্ষর আছে। কিন্তু ব্যবহারে দ্রুত উচ্চারণ জন্য একটি অক্ষর পরিত্যক্ত হইয়াছে; (১) প্রথম শব্দটির শেষের, ও (২) দ্বিতীয় শব্দটির মধ্যের অক্ষর বাদ পড়িয়াছে। ইহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব। শব্দ নিজেই নিজের সরল-সুগম পথ কাটিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়ে, ইহাতে মানুষের কোনো কৌশলই

১। আধুনিক উড়িয়াতেও অকার গ্রস্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মনে হয়, এই পদ্ধতি তাহাতে অল্প দিনেই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে। রায় মধুসূদন রাও বাহাদুর কৃত একখানি ইস্কুল-পাঠ্য পুস্তকে (বা ল বো ধ, ১৯১৭) দেখিলাম, নিম্নলিখিত শব্দগুলি হসন্ত চিহ্ন দিয়া লিখিত হইয়াছে:—ঠিক্, খুব্, বুল্, ("খুল্ হাতী বুল্"), স ল্ স ল্, দে খ্, ক ম্, দ প্ দ প্, চি ৎ, ইত্যাদি। Grierson সাহেবের Linguistic Survey of India পুস্তকে (vol. v, Part II. p. 431, II. 41-42) রোমক অক্ষরে ভি ত র· কু, বা হার· কু (bhitar-ku, bâhâr-ku) লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার মূল উড়িয়া হস্তাক্ষরের যে প্রতিলিপি লিখিত আছে, তাহাতে ঐরূপ হসন্ত লিখিবার কোনো চিহ্নও নাই। মেদিনীপুরের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর আচার্য্য মহাশয় (১৯১৮) ঐ লেখাটি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাই মনে হয়, তিনি নিজের (?) বাঙলা উচ্চারণের প্রভাবেই ঐরূপ করিয়া থাকিবেন। এই লেখাতেই তিনি আরো এক স্থানে এইরূপ করিয়াছেন (p. 429. l. 33)। আমরা যেখানে পা ও য়া বলি বা লিখি, উড়িয়ার সেখানে প্পা বা (অন্তস্থ ব) লেখা হয়। কিন্তু উড়িয়া হস্তাক্ষর ও তাহার রোমকাক্ষরে পরিবর্ত্তন, উভয় স্থলেই পা ও য়া লিখিত হইয়াছে। রোমকাক্ষরে ইহা শোধনও করা হইয়াছে, "pâoyà (pâvà)।" শ্রদ্ধেয় যোগেশ বাবু আমাকে লিখিয়া জানাইয়াছেন (কটক, ১২.২. ১৯১৮)—"ওড়িয়ায় শব্দান্ত অ গ্রস্ত হইবার কথা নহে; কিন্তু ইদানী দীর্ঘ শব্দের অ প্রায়ই গ্রস্ত হইতেছে। যেমন সমাচার—উচ্চারিত হয় সমাচার্। তিন অক্ষরের শব্দের অ গ্রস্ত হয় না; দুই অক্ষরের ত কথাই নাই; কদাপি হয় না (কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রায় বাহাদুরের পুস্তকে ইহাও দেখিতেছি,—লেখক) একটা মজার কথা এই যে, তিন অক্ষরের তকারান্ত ও সংযুক্ত ব্যঞ্জনান্ত শব্দের অ ইদানী প্রায়ই গ্রস্ত হইতেছে। যেমন, বিখ্যাত—বিখ্যাৎ, বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধ ইত্যাদি। এই সব ব্যভিচার এখনও সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় নাই। মোটের উপর অকার গ্রস্ত হয় না।"

খাটে না। কিন্তু তাহা হইলেও, শব্দ যে, নিজের পথ নিজেই কাটিয়া লয়, তাহাতেও একটা নিয়ম থাকে, উচ্ছৃঙ্খল ভাবে, যা-ইচ্ছা-তাই করিয়া কিছুই করে না। চেষ্টা করিলে মানুষ সেই নিয়ম বাহিরও করিতে পারে। অতএব আমরাও একটু চেষ্টা করিয়া দেখিব।

৮। (ক) যেমন কাহাকেও কোথাও তাড়াতাড়ি যাইতে হইলে সে নিজের আগে-পিছে যাহা কিছু অত্যাবশ্যক জিনিস পায়, যত দূর পারে, লইয়া যাইতে চেষ্টা করে, স্বরও সেইরূপ দ্রুত চলিয়া যাইবার সময় নিজের পূর্ব্বের ও পরের ব্যঞ্জনকে যত দূর পারে, নিজের সঙ্গে টানিয়া লইয়া চলিয়া যায়।

(খ) কিন্তু যদি দেখে যে, কোনো জিনিসটা সে নিজে না লইয়া গেলেও, তাহার পেছনে-পেছনেই আর এক জন তাহা লইয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইয়া আছে, তাহা হইলে সে নিজে ঐটা ছাড়িয়া দিয়াই পূর্ব্বে যাহা পাইয়াছিল, তাহাই লইয়া বাহির হইয়া পড়ে; আর যদি পূর্ব্বে কিছু না থাকে, খালি হাতেই চলিয়া যায়।

(গ) এই দ্বিতীয় ব্যক্তিও যাইবার সময় লক্ষ্য করিয়া যায় যে, অপর কেহ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে কি না; যদি না থাকে, তবে যাহা কিছু অবশ্য বহনীয় বাকী থাকে, সে টান দিয়া লইয়া বাহিরে ছুটিয়া যায়।

(ঘ) আর যদি অপর কেহ থাকে, তবে তাহার জন্য পরের জিনিস রাখিয়া দিয়া, আগেকার মধ্যে তাহার জন্য যাহা কিছু থাকে, লইয়া ছুট দেয়।

(ঙ) পূর্ব্ব ও পরের লোকের মধ্যে পরের লোকটি যদি অধিকতর ভারবহনক্ষম হয়, তাহা হইলে শেষ ভারটা পরেরই উপর পড়ে, এবং পূর্ব্বটির তখন কাজ করিবার কিছু থাকে না বলিয়া সরিয়া পড়ে, বা গা-ঢাকা দিয়া থাকে।

(চ) এই যাত্রীদের সকলেরই একটা প্রধান লক্ষ্য এই থাকে যে, বহনীয় আবশ্যক জিনিস-গুলি সবই লইয়া যাইতে হইবে, কিন্তু লোক যত কমাইতে পারা যায়, ততই ভাল। কেন না, যে পথে তাহাদিগকে যাইতে হইবে, তাহা অতি-সঙ্কীর্ণ, তাহাতে এক-একবারে একটির বেশী লোক যাইতে পারে না, তাই এক-এক জন পরে-পরে গেলে আবশ্যক জিনিসগুলি লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিতে বিলম্ব হয়। আর সেগুলি না পৌঁছিলে আসল কাজও হয় না। তাই তাড়াতাড়ি কাজ করিবার জন্য যত অল্প লোকে পারে, জিনিসগুলি বহিয়া লইয়া যায়।

প্রকৃত আলোচ্য বিষয়ে অবশ্য বহনীয় জিনিস হইতেছে ব্যঞ্জন, এবং তাহাদের বাহক হইতেছে স্বর। কয়েকটি উদাহরণ দিয়া এই কথাটা পরিষ্কার করা যাউক।

৯। বা দ; এখানে মূলত দুইটি স্বর, তাই দুইটি অক্ষর বা-দ-। বলিয়াছি, স্বর ছাড়া ব্যঞ্জনের প্রকাশই হয় না। দ্রুত উচ্চারণের ইচ্ছায় প্রথম স্বর (বকারস্থ আকার) বর্জ্জিত হইয়া যাইবার সময় নিজের আগের (ব্) ও পরের (দ্) ব্যঞ্জন দুইটাকে (যেন এক সঙ্গে দুই দিকে দুই হাতে ধরিয়া,) লইয়াই চলিয়া যায় (ক)। শেষের স্বরের (দকারস্থ অকারের) আর কিছু করিবার থাকে না; কেন না, আর কোনো বহনীয় ব্যঞ্জন থাকে না; তাই তাহাকে

অবসর দিয়া—গ্রস্ত করিয়া পূর্ব্বের স্বর নিজে সমস্ত কাজ চালাইয়া লইয়া (চ), সব দিকেই সংক্ষেপে সুবিধা করিয়া ফেলে।

বা দ ল ; এখানে মূলত তিনটি স্বর, তিনটি অক্ষর বা-দ-ল-। প্রথম স্বর (বকার-স্থিত আ) যাইবার সময় দেখিতে পায়, তাহার পরে আরো একাধিক স্বর যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। তাই সে, সংক্ষেপ করার কথাটা মনে থাকিলেও (চ), কেবল প্রথম ব্যঞ্জনটা (বকার) লইয়াই চলিয়া যায় (খ)। দ্বিতীয় স্বর (দকার-স্থিত অ) যাইবার সময়, সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্য বলবৎ থাকায় (চ), তৃতীয় স্বরের আর কোনো অপেক্ষা না করিয়া তাহাকে অবসর দিয়া—গ্রস্ত করিয়া দিয়া, নিজেই আগে-পিছের দুই ব্যঞ্জনকে (দ্ ও ল্) লইয়া চলিয়া যায় (গ)।

রা মা য় ণ ; এখানে মূলত চারিটি স্বর, চারিটি অক্ষর রা-মা-য়-ণ-। এখানেও প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর এক-একটি করিয়া ব্যঞ্জন লইয়া চলিয়া যায় (ঘ)। সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্য থাকায় (চ) তৃতীয় স্বর অগত্যা আগে ও পিছের দুই ব্যঞ্জন লইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়ে। চতুর্থ স্বর পরিশেষে গ্রস্ত হয়।

বা দ লা ; এখানে মূলত তিন স্বর, তিন অক্ষর বা-দ-লা-। সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্য প্রথম হইতেই থাকে (চ), এবং তদনুসারেই উচ্চারণ পরিচালিত হইয়া থাকে। এখানে পূর্ব্বস্বর দেখে যে, মধ্যম স্বর অপেক্ষা অন্তিম স্বরটি ভারবহনে (গুরু বলিয়া[১]) অধিকতর সমর্থ (ঙ), তাই মধ্যম স্বরের কোনো অপেক্ষা না করিয়া নিজে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যঞ্জন লইয়া চলিয়া যায়। অন্তিম স্বর আ অন্তিম ব্যঞ্জনকে লইয়া যায়। মধ্যম স্বরের কাজ থাকে না, ইহা গা-ঢাকা দিয়া সরিয়া গিয়া গ্রস্ত হইয়া পড়ে।

১০। এই বিষয়টিকে আর এক রকমে কল্পনা করিয়া দেখিতে পারা যায়। সকলেই জানেন, চার-পাঁচটি টাকা টেবিলের উপর এক সারে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া সাজাইয়া যদি অপর একটা টাকা বা অন্য কোনো জিনিস দ্বারা ঐ সারের প্রথম টাকাটায় একটু আঘাত করিয়া বা ধাক্কা দিয়া বেগ দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, শেষের টাকাটা সরিয়া গিয়াছে, আর তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বের টাকাটা একটু ফাঁক হইয়াছে। আলোচ্য স্থলে স্বরের সম্বন্ধেও এই নিয়ম। স্বরে বেগ সঞ্চারিত হইয়া আসিতে-আসিতে শেষের স্বরটাকে একবারে সরাইয়া দিয়া অব্যবহিত পূর্ব্বের অর্থাৎ উপান্তের স্বরটাকে একটু ফাঁক করিয়া দেয়। এবং এই জন্যই উপান্ত্য স্বরটি মূলত লঘু থাকিলেও গুরু হইয়া যায়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। আ-ব-র-ণ- ; এখানে প্রবৃত্ত স্বরবেগ আ হইতে আসিতে-আসিতে অন্ত্য-স্বরকে অর্থাৎ ণ-কারস্থিত অকারকে নিজের স্থান হইতে একবারে দূরে সরাইয়া ফেলে, আর উপান্ত্য অর্থাৎ রকারস্থিত অকারকে একটু ফাঁক করিয়া দেয়। যথা, আ ব র্-অণ্—অ।

১। অকার ভিন্ন যে-কোন স্বর থাকিলেই এইরূপ কার্য্য হয়।

অন্ত্য স্বরটা বেশী দূরে সরিয়া পড়ায় তাহা উচ্চারিত হয় না, কিন্তু উপান্ত্য স্বর কিঞ্চিন্মাত্র ফাঁক হওয়ায় তাহাকে আমরা একটু টান দিয়া উচ্চারণ করিতে পারি এবং সেই জন্যই, ঐ একটু টান পড়াতেই, উহা গুরু হয়। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, দুই অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণত সমস্ত শব্দেরই অন্ত্য অকার গ্রস্ত হইয়া থাকে। যেমন, রা ম·, রা ব ণ·, রা মা য় ণ·, পা র লৌ কি ক·, বৈ য়া ক র ণি ক·।

১১। শেষের অকারটাই যে, কেবল গ্রস্ত হয়,—তাহা নহে। ঐ প্রবৃত্ত বেগ যে স্বরকে সরাইবার উপযুক্ত শক্তি ধারণ করে, তাহাকেই সরাইতে পারে। বর্ণ বা আকৃতিতে নহে, যদি কোনো কারণবিশেষে শেষের স্বরটা গুরুতর হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্ববেগ তাহাকে সরাইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে শেষ টাকাটার উপরে যদি কোনো বেশী ভারি জিনিস রাখা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বপরিমিত বেগ সঞ্চারিত হইলেও শেষের টাকাটা একটুও সরিবে না। জ্ঞা তি হইতে জ্ঞা ত·, অ তি থি হইতে অ তি থ·; এখানে ইকারও সরিয়া গিয়াছে। বেগটা যে, কখন্ কাহার নিকট কি-পরিমাণ হয়, তাহা বলা যায় না; ইহা বিভিন্ন-বিভিন্ন লোকের নিকট বিভিন্ন-বিভিন্ন-পরিমাণ হয় এবং সেই জন্যই তাহার কার্য্যও বিভিন্ন হয়।

১২। এই প্রক্রিয়ায় অন্ত্য স্বর যেখানে সম্পূর্ণভাবে সরিয়া না-ও যায়, সেখানে তাহার অন্তত মাত্রারও কিছু হ্রাস হইবেই। চা লা ই', ক রা ই'; চা লা ও', ক রা ও'; এখানে স্পষ্টতই অন্ত্য স্বরের মাত্রার হ্রাস হইয়াছে।

১৩। কিন্তু ইহা কল্পনা এবং তাহাও অসম্পূর্ণ।[১] কল্পনা ছাড়িয়া আমরা এখন বস্তুতত্ত্বের আলোচনা করিব। ভাষায়, বিশেষত কথ্য ভাষায় শব্দের অক্ষর-বিশেষকে উ দা ত্ত (accented or stressed) করা, অর্থাৎ শব্দের কোনো একটি অক্ষরে বিশেষ একটু বেগ বা ঝোঁক দেওয়ার পদ্ধতি আছে। শব্দের রূপ পরিবর্ত্তনে ইহার প্রভাব সামান্য নহে। ইহাতে হ্রস্ব দীর্ঘ হয় বা দীর্ঘ হ্রস্ব হয়; লঘু গুরু হয়, বা গুরু লঘু হয়; অথবা কাহারো মাত্রা কমে, কাহারো বা তাহা বাড়ে; আবার কাহারো বা একবারে সত্তাই অন্তর্হিত হইয়া যায়।

১৪। মনে রাখিতে হইবে, এই যে, বেগ বা ঝোঁক দেওয়া, ইহা বরাবরই একরূপ নহে; অর্থাৎ শব্দটা যখন প্রথম গড়িয়া উঠিতেছিল, তখন তাহার যে অক্ষরে প্রাচীনেরা ঝোঁক দিয়া উচ্চারণ করিতেছিলেন, এখন,—তাহা গড়িয়া উঠিবার পর, আমরাও যে, ঐ শব্দটির ঠিক ঐ স্থানে পূর্ব্বের ন্যায় ঝোঁক দিয়া উচ্চারণ করি, বা ঐরূপ ঝোঁক দিতেই হইবে, তাহার কোনো নিয়ম নাই। প্রাচীনেরা যেখানে ঝোঁক দিয়াছিলেন, আমরা সেখানে দিতেও পারি, না-ও পারি। আবার আমাদের অধস্তন পুরুষেরা আমাদের পদ্ধতি অনুসরণ করিতেও পারে, না-ও পারে। অতএব বলিতে হইবে, ঝোঁক দেওয়াটা নানা কারণে পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

১। অন্ত্য স্বরের সম্বন্ধে এই কল্পনাটি চলিলেও মধ্যবর্ত্তী স্বরের গ্রস্ততা সম্বন্ধে ইহা খাটিতে পারে না।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক[১]। কা না[২] ('এক চক্ষুহীন') শব্দে আজকাল আমরা প্রথম অক্ষরে ঝোঁক দিয়া থাকি (কা না), কিন্তু পূর্ব্বে যখন ইহা কা ন অ (স° কা ণ, কা ণ ক; প্রা° কা ণ অ অথবা কা ন অ) ছিল, তখন ইহার ঝোঁক ছিল মধ্যম অক্ষরে অর্থাৎ নকার-স্থিত অকারে। এই ঝোঁক থাকাতেই দুইটি অকার একত্র মিলিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ ঝোঁকটা আসিয়া এই মিলনটিকে—সন্ধিটিকে ঘটাইয়া দিয়াছে। যেমন দুইখানি লৌহশলাকা উপযুক্ত-রূপ লাল টক্-টক্ করিয়া গরম করিবার পর উপর্য্যুপরি রাখিলেও, হাতুড়ির ঘা না দিলে জোড়া লাগে না, সেইরূপ দুইটা অকার পূর্ব্বে পর-পর থাকিলেও বেগের অভাবে একত্র মিলিত হইতে পারিত না। হাতুড়ির ঘায়ে লৌহ দুইখানি যেমন লাগিয়া যায়, বেগের প্রভাবে অকার দুইটিও সেইরূপ লাগিয়া গিয়াছে এবং এইরূপেই কা না পদটি হইয়াছে। এখানে প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে, বাঙালীর অকারের ওকার-প্রবণতার উৎপত্তির পূর্ব্বে বা উৎপন্ন হইয়া পুষ্টিলাভের পূর্ব্বেই এই শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে। সেই জন্য হিন্দী, মারাঠী, পাঞ্জাবী প্রভৃতিতেও ইহা দেখা যায়। (গুজরাটীতে ইহা কা ণ)। বাঙলার ওকার-প্রবণতা উৎপত্তির পরে যদি ঐ কা ন অ শব্দের পরিবর্ত্তন হইত, তাহা হইলে, আমরা ভা ল, ছো ট, ব ড়, ইত্যাদি শব্দের ন্যায় হ্রস্বতম ওকারান্ত-রূপেই ঐ শব্দটিকে পাইতাম, এবং উচ্চারণ করিতাম কা ণ। এই কা না বা কা ণ শব্দ সিংহলী ও উড়িয়াতে ক ণা। সিংহলীতে বিশেষণ ক ণ শব্দও আছে। কিরূপে ইহা হইল, তাহা একটু পরেই বুঝা যাইবে। এখানে কথা হইতেছে এই যে, শব্দ-সমূহের প্রকৃতি আলোচনা করিবার সময় উ দা ত্ত ী ক র ণে র (accentuation) অর্থাৎ ঝোঁক দেওয়ার কেবল বর্ত্তমান পদ্ধতিই ধরিলে চলিবে না, প্রাচীনকেও ধরিতে হইবে।

১৫। জলে ঢিল ফেলিয়া বা অন্য কোনো উপায়ে তরঙ্গ উৎপাদন করিলে, সেই তরঙ্গ প্রথম উৎপত্তি-স্থান হইতে যত-যত দূরে যায়, তত-ততই ক্রমশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়ে। স্বরবিশেষকে উদাত্ত করিলে ঐ বেগটাও ঠিক সেইরূপে ক্রমশ ক্ষীণতর হইয়া পড়ে। Daniel Jones সাহেবের মত (The Pronunciation of English, 1911, p 57, § 206) একটা উদাহরণ দিতে পারা যায়। প্রথম ঝোঁকটার মাত্রা বুঝাইতে যদি ১ সংখ্যা দেওয়া হয়, এবং তাহার পরবর্ত্তী ক্ষীণ-ক্ষীণতর-ক্ষীণতম মাত্রাগুলি বুঝাইতে যদি ক্রমিক ২, ৩, ইত্যাদি সংখ্যা দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদের আ মা নি ('কাঁজি') শব্দের বেগের মাত্রা এইরূপে লিখিতে পারা যায়:—আ' মা' নি°। পর-পরবর্ত্তী বেগের মাত্রা এত অল্প যে, সাধারণত তাহা অনুভব হয় না, এবং সেই জন্যই তাহা গণ্যও হয় না, এবং তাহার কার্য্য-কারিত্বও কিছু

১। উ দা ত্ত (accented) অক্ষর বুঝাইবার জন্য সাধারণত (´) চিহ্ন প্রযুক্ত হয়, কিন্তু বাঙলায় ইহা রেফের সহিত গোলমাল হইতে পারে বলিয়া ইউরোপীয় পদ্ধতি-বিশেষ অনুসারে (যেমন, Daniel Jones সাহেবের Pronunciation of English নামক পুস্তকে) (ˈ) এই চিহ্নটি এখানে গৃহীত হইয়াছে। Sweet সাহেবের প্রযুক্ত (।) চিহ্ন বাঙলা অক্ষরে ভাল দেখায় না।

২। ঈষৎ স্থলে আমি ঘ (হস্য) লেখায় পক্ষপাতী, যদিও প্রাকৃত-বিশেষেও ইহা দৃষ্ট হয়।

থাকে না। বেগটা প্রথম যে স্থানে লাগে, সেই স্থানেই অনুভূত হয়, এবং সেই জন্যই অব্যবহিত পূর্ব্বের বা পরের অক্ষরে তাহারই প্রভাব লক্ষিত হয়। অব্যবহিত অক্ষরকে ছাড়িয়া দিয়া ব্যবহিত অক্ষরে (প্রায়ই ?) তাহার কোনো ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৬। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অনেক আছে, কিন্তু আজ অন্য বিষয়ের আলোচনার মধ্যে তাহা সম্ভব বা সঙ্গত নহে বলিয়া, সময়ান্তরের জন্য আর সব রাখিয়া দিয়া, কয়েকটি মাত্র অবশ্য-বক্তব্য কথা বলিয়া যাইতেছি। আমাদের প্রাদেশিক আর্য্যভাষাসমূহ দেখিলে বোধ হয়, পূর্ব্বে সাধারণত শব্দের অন্ত্য বা উপান্ত্য অক্ষরে ঝোঁক পড়িত। কা না শব্দে ইহা আমরা দেখিতে পাইয়াছি। এইমাত্র বলিয়া আসিলাম, কা না বা কা ণা সিংহলী ও উড়িয়ায় ক ণা। কিন্তু কিরূপে ইহা হইল ?

১৭। কাহাকো যদি মোট চারিটিমাত্র টাকা থাকে, আর তাহা দুই জনকে ভাগ করিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে দাতা সমান-সমান ভাবে দুই-দুই টাকা করিয়া প্রত্যেককে দিতে পারেন। কিন্তু যদি কাহাকেও বেশী দিয়া ফেলেন, তবে অন্যকে অবশ্যই কিছু কম দিতে হয়। শব্দ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। প্রত্যেক পদের জন্য শব্দের মোট মাত্রা নির্দ্দিষ্ট থাকে। ইহা হইতে কোনো অক্ষরে কিছু বেশী গেলে, অন্য অক্ষরে স্বভাবতই কিছু কম পড়িবে। যাঁহারা এখন কা না উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের নিকট প্রথম অক্ষর অর্থাৎ ককারস্থিত আ দ্বিতীয় অক্ষর অর্থাৎ নকারস্থিত আ অপেক্ষা কিছু দীর্ঘতর, এবং শেষ অক্ষর নকার-স্থিত আ প্রথম অক্ষর হইতে সেই পরিমাণ কিছু হ্রস্বতর—যদিও আকৃতিতে বা বর্ণে উভয়কেই একইরূপে আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু যাঁহারা (সিংহলী ও উড়িয়া-গণ) ক ণা উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের নিকট দ্বিতীয় অক্ষর প্রথম অক্ষর অপেক্ষা কিছু দীর্ঘতর, এবং সেই জন্যই প্রথম অক্ষর দ্বিতীয় অক্ষর অপেক্ষা সেই পরিমাণ কিছু হ্রস্বতর। এখন হ্রস্ব আকারও যা, আর অকারও তাই। ভেদের মধ্যে এই যে, বাঙ্‌লা-প্রভৃতিতে এখানে (কা না-স্থলে) শেষের হ্রস্ব আকারটাকে বর্ণত পরিবর্ত্তন করিয়া, অর্থাৎ অকার করিয়া লেখা হয় নাই, আর সিংহলী-উড়িয়াতে (পূর্ব্বের হ্রস্ব আকারে) তাহা হইয়াছে। সিংহলী ও উড়িয়ায় শেষের অক্ষরে ঝোঁক পড়ে, এবং সেই জন্য অন্ত্য স্বরকে দীর্ঘ করিয়া পড়িবার রীতি আছে। সেই জন্যই বাঙ্‌লার অসমাপিকা ক্রিয়া আ সি, রা খি, ছা ড়ি প্রভৃতি উড়িয়ায় অ সি[৪], র খি[৪], ছ ড়ি[৪] প্রভৃতি হয়, এবং ছা তি, রা জা, কা লা প্রভৃতি যথাক্রমে ছ তি[৪], র জা[৪], ক লা[৪] প্রভৃতি হইয়া থাকে। এখানে সর্ব্বত্রই অন্ত্য স্বর দীর্ঘ উচ্চারিত হইয়া থাকে। সিংহলীতে বিশেষণ ক ণ শব্দও আছে বলিয়াছি। এখানে ক ণা শব্দও যা, ক ণ শব্দও বস্তুত তাই। বাঙ্‌লা ও উড়িয়ায় অকারের সঙ্কুচিত উচ্চারণ, কিন্তু সিংহলীতে হিন্দী-মারাঠী প্রভৃতির ন্যায় তাহার প্রসারিত উচ্চারণ, ইহা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। এখন শেষ স্বরটা অর্থাৎ আলোচ্য পদে ণকার-স্থিত অকারটা প্রসারিত ভাবে দীর্ঘ উচ্চারিত হইলে ক ণা ও ক ণ শব্দের মধ্যে কোনো ভেদই পাওয়া যাইবে না। এইরূপেই আমাদের রা জা স্থলে উড়িয়ারা যেখানে র জা লেখেন, সিংহলীরা সেখানে র জ লিখিয়া

থাকেন। এইরূপেই আমাদের পা প, সিং প ব; গা ভ (সং গর্ভ, প্রাং গ ব্ ভ), সিং গ ব; প্রা ণ (প্রাং পা ণ) সিং প ণ; দাঁ ত সিং দ ত; রা ঠ বা রা ঢ় (সং রা ষ্ট্র, প্রাং র ট্ ঠ) সিং র ঠ ইত্যাদি। আবার আমাদের গা ছ, উং গ ছ, সিং গ ছ বা গ স। বুদ্ধের মৃত্যুর বৎসরে (৫৩৪ খ্রী. পূ.) সীহবাহুর (সিংহবাহুর) পুত্র বিজয় সাত শত সহচরের সহিত সিংহলে অবতীর্ণ হইয়া সেখানে রাজ্য বিস্তার করেন। সীহবাহুর মাতামহ ছিলেন বঙ্গদেশের রাজা, এবং মাতামহী ছিলেন কলিঙ্গরাজের কন্যা (মহাবংস, ৬. ১)। তাঁহার সময়ে সিংহল কলিঙ্গের অপর সংযোগেরও সুযোগ হইয়াছিল (Turnour's Mahawanso, vol I. Appendix V.)। পরে (৩০০ খ্রী. পূ.) অশোক মহেন্দ্রকে ধর্ম্মপ্রচার জন্য সেখানে প্রেরণ করেন। তখন কলিঙ্গের তাম্রলিপ্তি (পালি তামলিত্তী) বন্দর হইতেই সিংহলে যাতায়াত চলিত (মহাবংস, ১১.৩৮)। যত দূর দেখিয়াছি, পালি-সাহিত্যে সর্ব্বত্র তাম্রলিপ্তি হইতেই সমুদ্রযানের কথা বলা হইয়াছে। সিংহলে সংঘমিত্রার সহিত বোধিদ্রুম পাঠাইবার সময় অশোক, পাটলিপুত্র হইতে প্রথমে নৌকায় তাম্রলিপ্তিতেই আসেন ও সেখান হইতে তাহা জাহাজে তুলিয়া দেন (মহাবংস, ১৯. ৬-১৬)। কলিঙ্গের রাজধানী দন্তপুর হইতে সিংহলে বুদ্ধের দন্তধাতু প্রেরিত হইয়াছিল, ইহাও তাম্রলিপ্তি বন্দরে জাহাজে উঠান হয় (দাঠাবংস, কুমারস্বামী, ৪. ৪১)। অতএব বঙ্গের, বিশেষত কলিঙ্গ-উৎকলের ভাষার প্রভাব সিংহলী ভাষায় যে থাকিবে, তাহা অসঙ্গত নহে।

১৮। একটু পুনরুক্তি হইলেও বিষয়টি আরো কিঞ্চিৎ পরিষ্কার করিবার জন্য আমরা আর একটি উদাহরণ দিব। মূলত সং দী প হইতে দী প ক, প্রাং দী ব অ। ইহার অন্ত্য বা উপান্ত্য স্বরে ঝোঁক লাগায় পূর্ব্ববৎ শেষের অকার দুইটি মিলিয়া আ হইল, এবং নূতন পদ উৎপন্ন হইল দী বা। অন্ত্য স্বর আকারে আবার ঝোঁক পড়িল, এবং ঈকার অপেক্ষা ইহা দীর্ঘতর বা গুরুতর ভাবে উচ্চারিত হইতে লাগিল। এই জন্য আকারের মাত্রা কমিয়া গেল। এইরূপে আমরা মারাঠীতে দেখিতে পাইলাম দি বা, হিন্দীতেও দি বা ও দিয়া (ব লোপে য হইয়াছে); উভয়ত্রই হ্রস্ব ইকার। গুজরাটীতেও তাই (যেমন, দি বা বখত, 'দীপের সময়', 'সন্ধ্যাকাল'; দি বা স লী, 'দেশলাই')। বাঙ্‌লাতেও দি য়া। কিন্তু পাঞ্জাবীতে লিখিত দেখা যায়—দী বা। হিন্দী ও বাঙ্‌লাতেও অভিধানে হ্রস্ব ইকার দীর্ঘ ঈকার উভয়ই দেখা যাইবে। কিন্তু এতাদৃশ স্থলে চোখ অপেক্ষা কানের উপর নির্ভর করিতে হইবে বেশী। শব্দের ধ্বনি আলোচনায় চোখ অপেক্ষা কানেরই প্রামাণ্য অধিক। তাই বর্ণে বা লেখায় কোনো-কোনো স্থানে ঐরূপ দীর্ঘ দেখা গেলেও বস্তুত তাহা হ্রস্ব। আবার যাহা বর্ণে হ্রস্ব দেখা যায়, ধ্বনিতে হয় ত তাহা বস্তুত দীর্ঘ। পাঞ্জাবী ও বাঙ্‌লার সংখ্যাবাচক তি ন শব্দের ইকার বস্তুত দীর্ঘ [সংস্কৃত ত্রী ণি, প্রাকৃত তী ণি শব্দের ইকার লোপে (ইকার লোপের কারণ পরে বলা হইবে) ঐ পদটি হইয়াছে।] তি নি ও তি ন শব্দ পাশা-পাশি উচ্চারণ করিয়া দেখুন। বর্ণের ত প্রমাণের অভাব নাই। হিন্দী ও মারাঠীতে লিখিতও হয় তী ন। উড়িয়াতে লিখিত হয় তি নি, কিন্তু উচ্চারিত হয় তি নী—দীর্ঘ ঈ। (আসামীতেও তি নি,

কিন্তু স্থানে-স্থানে অর্থাৎ ট-ঠ, ড-ঢ ও দকারান্ত শব্দ পরে থাকিলে তি ন। সিংহলীতে তু ণ। গুজরাটীতে ত্র ণ, কিন্তু হিন্দী মারাঠীর ন্যায় তী ন শব্দও চলিয়াছে।) অতএব এতাদৃশ স্থলে কানেরই উপর বেশী নির্ভর করিতে হইবে।

১৯। দেখা যায়, মারাঠীতে কেবল উচ্চারণে নহে, লেখাতেও এই নিয়মকে সবিশেষ অনুসরণ করা হইয়াছে। বিভক্তি-যোগে উপান্ত্য ঈকার ও ঊকারের হ্রস্ব বিধানের ইহাই মূল (Appaji Kashinath Kher :—Marathi Grammar, § 279, p. 157)। যেমন, সংস্কৃত কু ড্য- অথবা কু ড্য ক- হইতে ক্রমপরিবর্ত্তনে মারাঠীতে কু ড়, 'দেয়াল'। ইহা হইতে কু ড়া স, 'দেয়ালকে'। স০ দে ব কু ল-, প্রা০ দে উ ল-; কিন্তু মা০ দে ঊ ল্ল-। মারাঠীতে অন্ত্য অকার গ্রস্ত হওয়ায় পূর্ব্ববর্ত্তী উকার দীর্ঘ হইয়াছে; কিন্তু প্রাকৃতে ঐরূপ না হওয়ায় হ্রস্বই আছে। মারাঠী দে ঊ ল্ল- হইতে স, বা আস বিভক্তি-যোগে দে ঊ ল্লা স-, 'দেউলকে'; দীর্ঘ ঊকার, হ্রস্ব উকার হইয়াছে। এইরূপ অনেক।

২০। ঝোঁক যখন উপান্ত্য অক্ষরে পড়ে, তখন সেই অক্ষরটিই প্রবল হইয়া পরবর্ত্তী অক্ষরকে দুর্ব্বল করে। ম ধু, এখানে দুই স্বর, দুই অক্ষর। উপান্ত্য বা আদ্য অক্ষর মকারস্থিত অ। ইহার উপর ঝোঁক পড়ায় যখন ইহা একটু প্রবল হইয়া উঠিল, এবং এক-একটু করিয়া ইহাকে দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করা হইল, তখন পরবর্ত্তী অক্ষর অর্থাৎ উকার মাত্রাহ্রাসে শনৈঃ শনৈঃ নিজের সত্তা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিল, এবং হিন্দী-মারাঠী, পাঞ্জাবী-গুজরাটীতে ম[৪] ধ· এই আকার ধারণ করিয়া বসিল। কেহ যদি কান পাতিয়া শুনেন, তবে বুঝিতে পারিবেন, মকারস্থিত অ এখানে দীর্ঘ উচ্চারিত হইতেছে। এইরূপে সংস্কৃতে রা শি, প্রা০ রা সি হইতে হিন্দী-মারাঠী, পাঞ্জাবী-গুজরাটীতে রা স-; বাঙ্গালাতেও তাই, ভেদের মধ্যে এই যে, শেষের উষ্ম বর্ণটিকে আমরা তালব্য উচ্চারণ করি —রা শ-, যথা, 'এক রা শ· চুল'। এইরূপে স০ রীতি হইতে হি০ মা০ গু০ পা০ বা০ রী ত, এবং আপনারা সকলেই জানেন, অ তি থি, জ্ঞা তি, জা তি, ও রা ত্রি (স০ রাত্রি, প্রা০ র ত্তি,) শব্দ স্থানে বাঙ্গালায় যথাক্রমে অ তি থ, জ্ঞা ত, জা ত ও রা ত শব্দের প্রয়োগ হয়। তুল :—স০ *অ হো রা ত্রি, *দি বা রা ত্রি হইতে যথাক্রমে অ হো রা ত্র, দি বা রাত্র; *পু ণ্ড রী কা ক্ষি হইতে পু ণ্ড রী কা ক্ষ, ইত্যাদি।

২১। অকার কিরূপে গ্রস্ত হয়, এখন তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। অন্ত্য বা উপান্ত্য অক্ষরে ঝোঁক পড়ে বলিয়াছি। অকারান্ত শব্দের উপান্ত্য অক্ষরেই ঝোঁক পড়ে। প্রাকৃতের জো ব্ব ণ- (স০ যৌ ব ন) কথাটি ইহা সমর্থন করিবে। উপান্ত্য অক্ষরে ঝোঁক পড়াতেই বকারের দ্বিত্ব হইয়াছে।[১] জ ল-, এখানে দুইটি স্বর, দুইটি অক্ষর। উপান্ত্য অক্ষর জকার

১। কিন্তু ন ব ল্ল- 'নবীন', এ ক ল্ল- 'একলা' প্রভৃতি শব্দের দ্বিত্ব অন্ত্য অক্ষরে ঝোঁক পড়া সূচনা করিতেছে। পূর্ব্বে এইরূপই ছিল, উপান্ত্য বর্ণে ঝোঁক দেওয়া পরে হইয়াছে, ইহাই মনে হয়। এ সম্বন্ধে সময়ান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

স্থিত অ, ঝোঁক পড়ায়, যেই ইহা প্রবল হইল, লকার-স্থিত অ অমনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। অনন্তর প্রথম স্বর অকার-স্থিত অ শনৈঃ শনৈঃ লকারস্থ অকারের মাত্রা টানিয়া লইয়া দীর্ঘ হইয়া উঠিল, এবং লকারস্থ অ একবারে না থাকারই মত হইয়া গেল, গ্রস্ত হইয়া পড়িল। ছিল জ-ল-, আমরা তাহাকে করিয়া লইলাম জ^{a} ল। একটু কান পাতিয়া সাবধান হইয়া লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, জকারস্থিত অ দীর্ঘ। জ ল ও জ লা শব্দ পাশা-পাশি উচ্চারণ করিয়া দেখুন। ইহাতেও ঠিক না পাইলে, আমরা যেমন কাহাকেও কোনো গুপ্ত কথা বলিতে হইলে কানে-কানে অমুচ্চ স্বরে ফিস্-ফিস্ করিয়া (whisper) বলি, এইরূপ ভাবে সেই শব্দটি উচ্চারণ করিয়া দেখিলেই উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে। কোনো শব্দের মধ্যে অনেকগুলি অক্ষর থাকিলে, তাহাদের মধ্যে যদি কোনো দুইটি অক্ষরের মাত্রার তারতম্য নিশ্চয় করিতে হয়, তাহা হইলে অপর অক্ষরকে মনে-মনে উচ্চারণ করিয়া সেই দুইটিমাত্র অক্ষরকে ফিস্-ফিস্ করিয়া উচ্চারণ করিলে তাহা সহজে বুঝা যাইবে। শব্দ-ধ্বনিবিদেরা (phoneticians) এইরূপই উপদেশ করিয়া থাকেন (Henry Sweet, *A Primer of Phonetics*, 3rd Ed., 1906, §§103, 109; pp. 48, 50)।

২২। বা-দ-, এখানেও পূর্ব্বের ন্যায় উপান্ত্য অক্ষরে ঝোঁক থাকায় অকার গ্রস্ত হইয়া আমাদের নিকট বা দ্‌ হইয়াছে। এই মূল শব্দটির শেষে একটা ল লাগাইলে মূলত বা-দ-ল- হয়, তিন স্বরে তিন অক্ষর। এখানে উপান্ত্য অক্ষর অর্থাৎ দকার-স্থ অকারে ঝোঁক পড়ায় পূর্ব্বের নিয়মে পরবর্ত্তী অর্থাৎ লকারস্থ অকার গ্রস্ত হইয়া বা দ^{a} ল হইয়া যায়। এখানে দকার-স্থ অ দীর্ঘ। বা, ম^{a} ন, এখানেও সমস্তই পূর্ব্ববৎ। এখন স্বভাবতই এ স্থলে আপত্তি উঠিতে পারে যে, আমি বলিলাম, বা দ ল শব্দে উপান্ত্য অক্ষরে ঝোঁক পড়ে; কিন্তু আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়, এই ঝোঁক বস্তুত আদ্য অক্ষর বা বকারস্থিত আকারে পড়িয়া থাকে। ইহার উত্তরের আভাস আমি পূর্ব্বেই দিয়া আসিয়াছি (§১৪)। বলিয়াছি, এই ঝোঁক দেওয়া সব সময় একরূপ থাকে না; পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এখন তাহা না থাকিতেও পারে; বা এখন যাহা আছে, পরে তাহা না থাকিতেও পারে। যে সময়ে বা-দ-ল- হইতে শেষের অকার গ্রস্ত হইয়া বা দ^{a} ল পদ প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল, তখন মধ্য অক্ষরে অর্থাৎ দকার-স্থিত অকারেই যে ঝোঁক ছিল, তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। যদি ইহা স্বীকার করা যায় যে, তখনো প্রথম অক্ষর অর্থাৎ বকার-স্থিত আকারে ঝোঁক ছিল, ও তাহা দীর্ঘভাবেই উচ্চারিত হইত, তাহা হইলে তাহার পরবর্ত্তী দকার-স্থিত অকারেরই মাত্রা-হ্রাসে গ্রস্ত হইবার কথা। ইহাকে ডিঙাইয়া শেষের অকারটাকে গ্রস্ত করিবার কোনো হেতু দেখা যায় না। যদি থাকে, কেহ তাহা প্রকাশ করিলে আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। আমি যাহা বুঝিয়াছি, আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম। আমার মনে হইতেছে, বা-দ-ল- হইতে পূর্ব্বপ্রক্রিয়ানুসারে বা দ ল শব্দ উৎপন্ন হইয়া যাইবার পর আমাদের ঝোঁক দিবার রীতি পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়াছে।

২৩। এবার এখানে প্রশ্ন হইতে পারে : ভাল, বা দ ল শব্দে যখন আজ-কাল স্পষ্টই প্রথম অক্ষরে ঝোঁক পড়িতেছে, তখন পূর্ব্বনিয়মানুসারে পরবর্ত্তী দকার-স্থিত অকার গ্রস্ত হইতেছে না কেন? ইহার উত্তরে দুইটি কথা বলিবার আছে :—

(ক)। প্রথম, ঐ নিয়মে এখানে মধ্যবর্ত্তী অকার গ্রস্ত হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইলে সমগ্র শব্দটির উচ্চারণ দুষ্কর হইয়া পড়িত। শেষের অর্থাৎ লকারস্থিত অকার যদি পূর্ব্বে গ্রস্ত না হইত, তাহা হইলে অনায়াসেই ইহা হইতে পারিত, কোনো বাধা থাকিত না। তাহা হইলে আমরা এখানে বা দ ল- পদ পাইতাম। একটা উদাহরণ দিতেছি। ছু- টি- ল-; তিন স্বর, তিন অক্ষর। ইহার অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না; কেন হয় না, তাহা একটু পরেই দেখিতে পাইব। এখন এই পদটাকে যদি দ্রুত উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের ঝোঁক দিবার বর্ত্তমান রীতি বা নিয়ম-অনুসারে প্রথম অক্ষর অর্থাৎ ছকারস্থ উকারে ঝোঁক পড়ায় তাহার পরবর্ত্তী অক্ষর টকার-স্থিত স্বর ইকার দুর্ব্বল হইয়া ক্রমশ অন্তর্হিত হইয়া পড়ে, এবং পদটা ছু ট ল- এই আকৃতি ধারণ করে। লক্ষ্য করিবেন, এখানে ছকার-স্থিত উকার দীর্ঘ। ঠিক এইরূপেই প্রকৃত আলোচ্য পদটি বা দ ল- হইয়া পড়িত। কিন্তু যে-হেতু বা-দ-ল- শব্দের অন্ত্য অকার পূর্ব্বেই গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং মধ্যবর্ত্তী অকার গ্রস্ত হইলে উচ্চারণ-সৌকর্য্য একবারেই নষ্ট হইয়া যায়, সেই হেতু বর্ত্তমান পদ্ধতি-অনুসারে প্রথম অক্ষরে ঝোঁক পড়িলেও, পরবর্ত্তী দকার-স্থিত অ গ্রস্ত হয় না। নীতিশাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, "প্রাজ্ঞেরা উপায়ের ন্যায় অপায়কেও চিন্তা করিবেন।" এখানে উচ্চারণের অসুবিধা বিষম অপায়। যদি প্রথম অকারটাও গ্রস্ত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পদটা দাঁড়াইবে বা দ ল (=বা দ্ ল্)। এখানে নিজে-নিজেই পরীক্ষা করিয়া দেখুন, বাঙলা হিসাবে শেষের অক্ষর দুইটি উচ্চারণ করা কেমন শক্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে। হিন্দী-মারাঠী-গুজরাটী-প্রভৃতির সহিত বর্ত্তমান বাঙলার ইহাও একটা বিশেষত্ব যে, ইহাতে পালি-প্রাকৃতের ন্যায় পদের অন্তে স্বরহীন সংযুক্ত বর্ণের প্রয়োগ বা উচ্চারণ নাই। হিন্দীতে বলা হয় প ঞ্চ, স ঙ্গ, স স্ত, প স্থ; কিন্তু বাঙালী উচ্চারণ করে প ঞ্চ-, স ঙ্গ-, ইত্যাদি। মারাঠীরা বলিবেন তো ণ্ড, ডা রি স্ব; বাঙালীরা বলিবেন তু ণ্ড-, দা ড়ি স্ব-। গুজরাটীরা বলিবেন ধু ন্ধ কা র 'মেঘজনিত অন্ধকার', বাঙালীরা ঐ শব্দটিকে উচ্চারণ করিবেন ধু ন্ধ- কা র।[১] অতএব উচ্চারণের অসুবিধা থাকায় আমাদের নিকট বা দ ল পদ হয় না।

(খ)। দ্বিতীয়, এখানে আর একটি কথা ভাবিতে হইবে। কোনো স্বরে ঝোঁক পড়িলেই যে, তাহা দীর্ঘ হইয়া যাইবে, তাহা নহে। সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী লঘু স্বরও যেমন গুরু হয়,

১। কিন্তু আমরাও যে এক দিন কোনো-কোনো স্থলে এইরূপ হসন্ত করিয়া উচ্চারণ করিতাম না, তাহা বলিতে পারি না। উচ্চারণ করিতাম বলিয়াই মনে হয়। তাই অ জ ন, বা স্ব জ ন ক হইতে আ জ্ না শব্দ এখনও চলিত আছে। এইরূপ রা ত্রি, আ ন্ট।

ঝোঁক পড়িলে লঘু স্বরও সেইরূপ গুরু হয়। এই গুরুত্ব অবশ্য স্বরটিকে দীর্ঘ হইবার যোগ্য করিয়া দেয়। সেই জন্যই স্থানে-স্থানে তাহা ধীরে-ধীরে দীর্ঘ হইয়া উঠে। যেমন, ছু ট· ল-, এখানে আদ্য স্বরে ঝোঁক পড়িতে-পড়িতে কালক্রমে তাহা দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। কোনো স্থানে বা হ্রস্বই থাকিয়া যায়। যেমন, ত খঁ ন·, এখানে সম্প্রতি তকারে ঝোঁক পড়িলেও তাহার স্বর দীর্ঘ হয় নাই। আলোচ্য বা দ ল· শব্দ সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

২৪। পদান্ত অকার গ্রস্ত হইয়া বা দ·, বা দ ল· প্রভৃতি কিরূপে হয়, তাহা আমরা দেখিতে পাইয়াছি। এখন বা দ ল· শব্দের শেষে আকার যোগ করিলে মূলত বা-দ-লা- হইতে বা দ· লা; এইরূপ ঘ ট ক· শব্দে ঈকার যোগে মূলত ঘ-ট-কী হইতে ঘ ট· কী। কিরূপে এই মধ্যবর্ত্তী অকার গ্রস্ত হইল, দেখিতে হইবে।

বা দ ল·, ঘ ট ক·, ইহাদের পর আকার বা ঈকার (অর্থাৎ সাধারণত অকার ভিন্ন স্বর) আসিলেই যখন বা দ· লা, ঘ ট· কী, এইরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে, তখন এই পরিবর্ত্তনের কারণ যে, আকারাদির সংযোগ, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু এখানে বিচার্য্য বিষয় এই যে, ঐ আকারাদি যোগের পর শব্দের আদ্য বা অন্ত্য অক্ষরে ঝোঁক পড়ায় এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে? আমার মনে হয়, আদ্য অক্ষরে ঝোঁক পড়ায় এইরূপ হইয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি (৪১৭), কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে তাহার মোট মাত্রা মনে পূর্ব্বেই ঠিক হইয়া যায়। তাহার পর শব্দটি উচ্চারণ করিবার সময় কোনো বিশেষ স্থানে ঝোঁক পড়ায় সেই মোট মাত্রার এদিকে-ওদিকে একটু কম-বেশী করিয়া ভাগ হয়। কোনো স্থানে একটু বেশী, কোনো স্থানে বা একটু কম হয়, কিন্তু মোটের উপর মাত্রাটা ঠিকই থাকে। এখন পূর্ব্বের মাত্রাটা যদি কোনোরূপে একটু বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে পরের মাত্রাটা একটু কমিবে। কমিলেই ইহা পূর্ব্বের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে; প্রবলই দুর্ব্বলকে টানিয়া লয়। এই দুর্ব্বলীভূত স্বরের পরবর্ত্তী স্বর যেমন থাকে, তেমনই থাকিয়া যায়। শি- উ- লি হইতে আত শি উ' লি- শব্দে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, উকারটা পূর্ব্বের ইকার অপেক্ষা মাত্রায় দুর্ব্বল, তাই ইহা তাহার দিকে ঝুঁকিয়া গিয়াছে, তাহারই অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, ইচ্ছা করিলে আপনারা এখানে একটা গৌণ সন্ধ্যক্ষর (Spurious diphthong) হইয়াছে বলিতে পারেন; আমরা উচ্চারণ করি শি উ', শি উ- নহে। শেষের লি পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনো তেমনি আছে। চ ও' ড়া, এখানেও পূর্ব্ববৎ ওকারটা মাত্রা-হ্রাসে হ্রস্বতর হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষর বা স্বরের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, এবং এখানেও একটা গৌণ সন্ধ্যক্ষর হইয়াছে বলিতে পারা যায়।[১] এখানে দেখুন, শি উ' লি ও চ ও' ড়া শব্দের শেষে

১। লক্ষ্য করিতে হইবে, ওকারটা এখানে হ্রস্বতর। সেই জন্যই ইহা বস্তুত উকারেরই সামিল হইয়া পড়িয়াছে। (সংস্কৃতে উকারের গুণে, অর্থাৎ তাহাতে একটু বিলক্ষণ-প্রকার মাত্রার যোগে ওকার, এবং ওকারের সেই মাত্রাটার হ্রাসে উকার হয়।) বাঙলায় শু না—শো না, বু ঝা—বো ঝা, ফু টা—ফো টা; ইত্যাদিরূপ বৈষের ইহাই কারণ। কলিকাতার বিভাষায় দ্বিতীয় রূপই বেশী শুনা যায়। এ স্থলে উকার ওকার উভয়েরই মাত্রা সমান। কলিকাতার বিভাষায় প্রথম অক্ষরে ঝোঁক পড়াতেই উকারটা ওকার হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, এ কথা

লি ও ড়া যদি না-ই থাকে, ধরা যাউক, যদি ঐ আকারেরই কোনো দুইটি শব্দ থাকে, তবুও শি উ', চ ও' উচ্চারণ হইবে। অন্যত্রও দেখুন। আমরা বলিয়া থাকি, কে উ' 'কেহ', কে উ' টে 'সাপ', সে ও' 'ফলবিশেষ', সে ও' ড়া 'গাছবিশেষ'। অতএব এই শি উ' লি প্রভৃতি স্থলে যখন আদ্য অক্ষরের ঝোঁকেই ক্রমশ তাহার মাত্রা বৃদ্ধি হওয়ায় পরবর্ত্তী স্বরে মাত্রা হ্রাস বা গ্রস্ততা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তখন বা দ লা প্রভৃতি স্থলেও এই নিয়মেই কাজ হইয়াছে, বলিতে পারা যায়।

২৫। আরো, যদিও বা- দ- ল- শব্দের শেষে আকার আসাতে মধ্যবর্ত্তী অকার গ্রস্ত হইয়াছে সত্য, তথাপি ইহার দ্বারা এ কথা প্রকাশ পায় না যে, ঐ আকারই এখানে গ্রস্ততার একমাত্র কারণ, বা তাহাতেই ঝোঁক পড়িয়াছে। তাহা হইলে পদ্যেরও মধ্যে আমরা কখনো বা-দ-লা- পড়িতে পারিতাম না, অথচ পড়িয়া থাকি। ভাবিতে হইবে, আদ্য অক্ষরে কোনো বেগ না থাকায়, তাহা অর্থাৎ বকার-সহিত আকার সাধারণ ভাবে উচ্চারিত হইয়া গেল। স্বরপ্রবাহ চলিতেছে, কিন্তু এখনো দকারস্থিত অকারের গ্রস্ত হইবার কারণ উপস্থিত হয় নাই, কেন না, বলা হইতেছে, বেগটা শেষ অক্ষরে অর্থাৎ লকার সহিত আকারে গিয়া ঠেকিলে, তবে তাহা গ্রস্ত হইবে, তাহাই তাহার গ্রস্ততার কারণ। অতএব গ্রস্ততার কারণ না থাকায় দকারস্থিত অকার অবশ্য উচ্চারিত হইবে, এবং তাহার পর স্বরবেগ শেষ আকারে গিয়া লাগিবে। তবেই হইতেছে, এইরূপে মধ্যবর্ত্তী অকার গ্রস্ত হইতে পারিল না। ইহাও বলিতে পারা যায় না যে, পূর্ব্বোক্তরূপে প্রথমে বা-দ-লা- হইয়া তাহার পর অর্থাৎ প্রথমে বা-দ- উচ্চারিত হইয়া স্বরবেগ যেই গিয়া লা-তে আঘাত করিল, অমনি আবার পূর্ব্ববর্ত্তী দকারস্থিত অকার গ্রস্ত হইয়া গেল। ইহা বলা হইল বটে, কিন্তু কোনো প্রমাণ বা যুক্তি হইল না। সমগ্র পদটা একবার একরূপ উচ্চারিত হইয়া যাইবার পর আবার সঙ্গে-সঙ্গেই উল্‌টিয়া আর একরকম হইয়া গেল, ইহা কল্পনা হইতে পারে, বস্তুতত্ত্ব হইতে পারে না। বা-দ-লা-র সঙ্গে-সঙ্গেই আবার কেহ বা-দ-লা বলে না, বা অনুভবও করে না। উৎপলশতপত্রভেদন্যায়ে তাহা অতিক্রত হইলেও এরূপ স্থলে তাহা বুদ্ধিরও বিষয় হয় না। অতএব বা দ লা পদটির মধ্যবর্ত্তী অকার অন্ত্য অক্ষরে ঝোঁক পড়া হেতু হয় নাই, আদ্য অক্ষরের ঝোঁকেই হইয়াছে।

বলিতে পারা যায় না। পোঁটলা-পুঁটলি, রোখাক্ষি; এখানে না-হয় ঐ নিয়ম খাটিল; কিন্তু মুখা-মুখি, ঘুষা-ঘুষি, লুটা-পুটি, ইত্যাদি স্থলে তাহা খাটে না। অতএব উকার স্থানে ওকার হওয়ার অন্য কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে। সংস্কৃতের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, পালি-প্রাকৃতে এরূপ অনেক আছে (যেমন, তু ও স্থানে তো ও; মারাঠীতেও তো ও)। উকারকে প্রসারিত ভাবে উচ্চারণ করিলেই ওকার হয়, আর ওকারকে সঙ্কুচিত করিলেই উকার হয়। বলিয়াছি, এতাদৃশ স্থানে উকার-ওকার উভয়েরই মাত্রা সমান। অতএব যাঁহারা প্রসারিত উচ্চারণে অভ্যস্ত, তাঁহাদের নিকট ওকার দেখা যায়; আর যাঁহারা সঙ্কুচিত উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের নিকট উকারই থাকে। এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে, বুঝা—বো ঝা প্রভৃতি শব্দযুগলের মধ্যে পূর্ব্বেরটা আগে, এবং পরেরটা তাহা হইতেই পরে হইয়াছে।

২৬। যাহা আলোচিত হইল, তাহাতে বুঝা যাইবে, অন্ত্য অক্ষরের স্বরবিশেষ (অর্থাৎ অকার ভিন্ন স্বর) মধ্যবর্ত্তী অক্ষরের (অর্থাৎ অকার প্রভৃতি স্বরের) গ্রস্ততার কারণ, আদ্য অক্ষরের বেগ বা ঝোঁক তাহার নিমিত্তকারণ, এবং কর্ত্তা হইতেছে ঐ আদ্য অক্ষরের দীর্ঘীভাব। অপর কথায়, পরবর্ত্তী অক্ষরের বেগ পূর্ব্ববর্ত্তী অকার-প্রভৃতির গ্রস্ততার কর্ত্তা হইতে পারে না, করণ হইতে পারে।

২৭। অকারের গ্রস্ততা সম্বন্ধে আমরা এই যে নিয়মের আলোচনা করিলাম, যদি কোনো স্থলে ইহার ব্যভিচার দেখা যায়, তবে সেখানে ঐ ব্যভিচার কেন হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে, এবং আশা করা যায়, ঐ অনুসন্ধান নিরর্থক হইবে না। আমরা ক্রমশই ইহা দেখিতে পাইব।

২৮। এখন একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। সংস্কৃতে অকার গ্রস্ত করিয়া উচ্চারণ করিবার রীতি নাই; ইহাতে সমস্ত অকারকেই উচ্চারণ করিতে হয়। আমাদের প্রাদেশিক আর্য্যভাষাসমূহে যে সকল তৎসম[১] শব্দ আছে, ইহাদের কতকগুলিকে সংস্কৃতেরই সাদৃশ্যে অকার গ্রস্ত না করিয়াই উচ্চারণ করা হয়, অপরগুলিকে বক্ষ্যমাণ নিয়মে অকারকে গ্রস্ত করিয়াই উচ্চারণ করা হইয়া থাকে। সংস্কৃত উচ্চারণের পূর্ব্বপরম্পরাগত অভ্যাস বা পদ্ধতিই স্থানে-স্থানে অকারকে গ্রস্ত হইতে দেয় নাই। আমাদের ভাষাসমূহে সংস্কৃত-প্রভাবের আতিশয্যই ইহার কারণ। যে সকল তৎসম শব্দ আমাদের ভাষায় বহুলভাবে প্রযুক্ত হইতে হইতে নিতান্ত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের উচ্চারণ আমাদের ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতিকে অনুসরণ করে। যে সকল শব্দ এরূপ হয় নাই, তাহারা সংস্কৃতেরই নিয়মে চলে। পদপাঠ করিয়া ইহাদের উল্লেখ করা অসম্ভব। অভিজ্ঞ পাঠককে ইহা নিজেরই উপর নির্ভর করিতে হইবে। ভাষায় যে সকল সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ নূতন প্রবেশ করিতেছে, বা সংস্কৃতের নিয়মে নূতন উদ্ভাবিত হইতেছে, তাহারা অধিকাংশই সংস্কৃতেরই নিয়মে উচ্চারিত হইয়া থাকে। যেমন lacustrine অর্থে নবোদ্ভাবিত হ্রদ চর, nervous system অর্থে বা তন্ত্রমণ্ডল; hibernation অর্থে হিম শয়ন। এখানে কেহই হ্রদ চর, বা তন্ত্র মণ্ডল, হিম শয়ন বলিবেন না। যদিও হ্রদ, বাত, হিম, শয়ন বলা হইয়া থাকে।

১। আমাদের প্রাদেশিক ভাষাসমূহে তিন প্রকার শব্দ আছে, (১) সংস্কৃতসম, (২) সংস্কৃতজাত, ও (৩) দেশ্য, বা দেশীয়, বা দেশী। যে সকল শব্দ সংস্কৃতে ও আমাদের ভাষায় একই রূপে চলে, তাহারা (১) সংস্কৃতসম; যেমন, লোল, বিলাস, ইত্যাদি। সংস্কৃতসম শব্দকে প্রাচীন প্রাকৃত-ব্যাকরণকারগণ তৎসম শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎ শব্দে এখানে সংস্কৃত বুঝিতে হয়, অতএব তৎসম শব্দের অর্থ সংস্কৃতসম। যে সকল শব্দ মূল সংস্কৃত শব্দেরই পরিবর্ত্তনে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা (২) সংস্কৃতজাত, যেমন হাত শব্দ সংস্কৃত হস্ত শব্দের ক্রমপরিবর্ত্তনে উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বৈয়াকরণিকেরা এই জাতীয় শব্দকে তদ্ভব (অর্থাৎ সংস্কৃততব) বলিয়া থাকেন। আর যে সকল শব্দ আমাদের ভাষার খাঁটি নিজের, যাহাদের কোনরূপ সংস্কৃত মূল পাওয়া যায় না, তাহারা (৩) দেশ্য, দেশীয় বা দেশী। প্রাকৃত ব্যাকরণকারগণের ন্যায় আমরাও এই ত্রিবিধ শব্দকে যথাক্রমে (১) তৎসম, (২) তদ্ভব, (৩) দেশী শব্দে উল্লেখ করিব।

২৯। নিম্নে যে সকল উদাহরণ প্রদত্ত হইবে, আপনারা তাহাদের মধ্যে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারিবেন :—

(১) প্রথম, তৎসম শব্দসমূহের অন্ত্য অ প্রায়ই গ্রস্ত হয়। যেখানে হয় না, তাহার প্রধান কারণ এই যে,

(ক) সেই সেই শব্দ বাঙলায় অন্যান্য শব্দের মত সেরূপ অভ্যস্ত বা পরিচিত নহে; অথবা (খ) বুঝিতে হইবে, সেখানে ঐরূপ না হইবার অন্য কোনো কারণ আছে।

(২) দ্বিতীয়, তদ্ভব শব্দগুলির মধ্যে প্রায় বিশেষণসমূহেরই অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না।

৩০। এইবার আমরা কোথায় কোথায় অকার গ্রস্ত হয় বা হয় না, তাহা সূত্রাকারে নির্দ্দেশ করিয়া আবশ্যক স্থলে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব। (১) পদান্ত ও (২) পদমধ্য, এই দুই স্থানে অকার গ্রস্ত হইয়া থাকে, অতএব আমরা এই ক্রমেই আলোচনা আরম্ভ করিব।

(১) পদান্তে

৩১। কোনো অকারান্ত শব্দে একাধিক অক্ষর থাকিলে তাহার শেষ অক্ষরটি প্রায় লুপ্ত হয়, এবং অজ্জন্য অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয়।[১] যথা—

(ক) দুই অক্ষরে; জ ল্, কা ম্, দি ন্, হী ন্, কু ল্, মূ ল্, দে শ্, দো ষ্।

লক্ষণীয়—ঈ শ্-, সংস্কৃত-প্রভাবে গ্রস্ত হয় নাই; কিন্তু শ্রী শ চ ন্দ্র, এখানে অভ্যাসবশত হইয়াছে।

(খ) তিন অক্ষরে। ত প ন্, পা তা ল্, মা ণি ক্, শ রী র্, ম ধু র্, ম যূ র্, বি দে শ্, ক পো ত্, অ শৌ চ্;

(গ)। চারি অক্ষরে; রা মা য় ণ্, ভা গ ব ত্।

(ঘ)। পাঁচ অক্ষরে; পা র লৌ কি ক্, আ ব ধৌ তি ক্।

ব্যভিচার

৩২। কিন্তু অন্ত্য ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে (ক) ঋকার, (খ) ঐকার, বা (গ) ঔকার থাকিলে হয় না। যথা—

(ক)। ঋকার-যোগে; কৃ প, কৃ শ, ঘৃ ত, তৃ ণ, নৃ প, স দৃ শ। কিন্তু ঋ ণ্, ম স্থ ল্, স রী সৃ প্। এগুলি অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীনদের মধ্যে কখনো কখনো ঘৃ ত্, বৃ ষ উচ্চারণও শুনিয়াছি।

১। আলোচ্য নিয়মে যেমন অকার গ্রস্ত হয়, তেমনি শেষে শুদ্ধ অর্থাৎ ব্যঞ্জনহীন ই (ই), উ (উ), বা ও থাকিলে তাহাদেরও উচ্চারণের মাত্রা কমিয়া যায়, অর্থাৎ তাহারা হ্রস্বতর হইয়া যায়। যথা,—ভা ই[১], ঠাঁ ই[১]; রা ই (স° রা ধা, >রা ধী, প্রা° রা ই) হইতে রা ই[১]; সে ই[১], চ ড়ু ই[১]; বা উ[১], লা উ[১]; গে লে ও[১], খে লে ও[১], সে ও[১], বা ও[১] (বাধূ)। শেষ অক্ষরে জোর দিলে হ্রস্বতর হয় না। যথা, 'সে-ই[৪] গিয়াছে', 'রা ম- ও[৪] গিয়াছে'।

(খ)। ঐকার-যোগে ; ঐ শ, দ্বৈ ত, নৈ শ, বৈ ধ, বৈ র, শৈ ব, হৈ ম।

(গ)। ঔকার-যোগে ; যৌ থ, শ্রৌ ত, সৌ ধ, সৌ র। কিন্তু গৌ ড়, গৌ র, দৌ ড়। বস্তুত এখানে গৌ র না গ উ র ? দৌ ড়, না দ উ ড় ? শেষটাই ঠিক মনে হয়। হিন্দীতেও দ উ ড় (Hoernle ; P. 155) ও দৌ ড় উভয়ই দেখা যায়। মাণিক গাঙ্গুলীর শ্রীধর্ম্মমঙ্গলেও (পরিষৎ, ৯১ পৃঃ) আছে :—"অমনি উত্তর মুখে অশ্বের দো উ ড়। পার হয়ে চন্দ্রভাগা পাইলাম গৌ উ ড়॥" ১১২. ৫৮ ; ১১৩. ২। আবার গৌ উ ড় বানানও আছে, ১৩৫. ৫২। তাহা হইলে নিয়মের ব্যভিচার হয় নাই। তৈ ল = ত ই ল, এখানেও অইরূপ। (দ্রষ্টব্য—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের ব ঙ্গ ভা ষা, ২য় অধ্যায়, ২, ৶০)।

৩৩। অন্ত্য অকারের পূর্ব্বে যদি যকার থাকে, এবং সেই যকারের পূর্ব্বে যদি অকার, আকার ও ওকার ভিন্ন স্বর থাকে, তাহা হইলে ঐ অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না। যথা—প্রি য়, মা ন নী য়, দে য়, হে য়, ইত্যাদি।

যকারের পূর্ব্বে (ক) অকার, (খ) আকার, ও (গ) ওকার থাকিলে গ্রস্ত হয়। যথা, (ক) হ য় ক য়, ম ল য় ; (খ) কা য় অ পা য়, উ পা য় ; (গ) আ লো য়, 'আ লো য় আলোয়' অর্থাৎ আলোতে আলোতে।

৩৪। অন্ত্য অকারের পূর্ব্বে হকার থাকিলে তাহা গ্রস্ত হয় না। যথা,—বি র হ, বি বা হ, দে হ, মো হ, ইত্যাদি।

বাঙালীর মুখে হসন্ত হ উচ্চারণে ফুটে না। তবে পদের মধ্যে পরের ব্যবহিত স্বরের সাহায্য পায় বলিয়া ক্বচিৎ উচ্চারিত হয় বলিয়া মনে হয়। যেমন বা হ্ বা, 'সা ধু'। ড হ্ রা 'নৌকার খোল'। হিন্দী প্রভৃতিতে ইহা উচ্চারিত হয়, যেমন ব্যা হ্ 'বিবাহ'। ব হ্ নী 'প্রথম বিক্রী'। এই মাত্র বলিলাম, পদের মধ্যেও হসন্ত হকার বাঙালীর মুখে ক্বচিৎ উচ্চারিত হয়, অর্থাৎ প্রায়ই হয় না। ইহা কেবল বাঙালীর দোষ নহে, দেখা যায়, পাণিনিরও সময়ে এইরূপ খুবই ছিল। এবং এখনো আমাদের অনেক আর্য্যভাষার মধ্যে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রা হ্ ম ণ শব্দের মধ্যবর্ত্তী সংযুক্ত বর্ণে আগে হ, পরে ম। কিন্তু আমরা আগে ম, পরে হ্ উচ্চারণ করিয়া থাকি। বলা উচিত ব্রা হ্ ম ণ, কিন্তু শুনিয়াছি, হিন্দীতে কোথাও-কোথাও এইরূপ বলিলেও অন্যত্র বলা হয় না। মারাঠীরাও আমাদেরই মত উচ্চারণ করেন। চি হ্ন, অ প হ্ ব ; আ হ্লা দ ; জি হ্বা ; এই কয়টি শব্দও উচ্চারণ করিয়া দেখুন, আমরা হকারকে হসন্ত উচ্চারণ না করিয়া স্থান-বিপর্য্যয়ে পরবর্ত্তী স্বরের সহিত যোগ করিয়া উচ্চারণ করি চি ন্ হ, অ পন্ হ ব ; আ ল্ হা দ, জি ব্ হা। পালি-প্রাকৃতের ত কথাই নাই, পাণিনির সূত্রেও সেই সময়কার সংস্কৃতজ্ঞগণের এই উচ্চারণ সমর্থিত হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন—"হে মপরে বা" ৮.৩.২৬॥ অর্থাৎ হকারের পর যদি ম পরে থাকে, তাহা হইলে মকার স্থানে বিকল্পে ম-কারই থাকিবে, অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রানুসারে, ["মোঽনুস্বারঃ" ৮.৩.২৩] ব্যঞ্জন পরে থাকিলে ম স্থানে যে নিত্য অনুস্বারই হইত, তাহা না হইয়া একবার মকারই থাকিবে, আর একবার অনুস্বার

হইবে। উদাহরণ দেওয়া হয় কি ম্+ক্ষ ল য় তি—'কম্পিত করিতেছে'। এখানে সন্ধিতে এক-বার এইরূপই থাকিবে, আর একবার অনুস্বার হইবে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে স্পষ্টই যে, যাঁহাদের নিকট ক্ষ ল য় তি শব্দের আদিতে হকারটা উচ্চারিত হইত, তাঁহাদের নিকট পূর্ব্ব-বর্ত্তী ম্ অনুস্বার হইয়া যাইত (৮.৩.২৩); আর যাঁহাদের নিকট ম-কারটা পূর্ব্বে ও হ-কারটা পরে উচ্চারিত হইত, তাঁহাদের নিকটে পরে ম থাকায় পূর্ব্ববর্ত্তী ম-কার ম-কারই থাকিয়া যাইত (৮.৪.৫৮-৫৯="অনুস্বারস্য যয়ি পরসবর্ণঃ," "বা পদান্তস্য")। পাণিনির আর একটি সূত্র হইতেছে, ঠিক তাহারই পরে—"নপরে নঃ" (৮.৩.২৭)। অর্থাৎ হকারের পর যদি ন থাকে, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী ম-কার স্থানে বিকল্পে ন হইবে। উদাহরণ—কিম্+হ্নুতে, 'কি গোপন করিতেছে'। এখানেও পূর্ব্বেরই মত, যাঁহাদের নিকটে হ্ন এই সংযুক্ত বর্ণটির হকারটা আগে ও নকারটা পরে উচ্চারিত হইত, তাঁহাদের নিকটে পূর্ব্ববর্ত্তী মকার অনুস্বার হইত; আর যাঁহাদের নিকট নকারটাই আগে উচ্চারিত হইত, তাঁহাদের নিকটে ম স্থানে পরবর্ত্তী অনুনাসিক নকার থাকায় নকারই হইয়া যাইত। পাণিনি এই পর্য্যন্তই লক্ষ্য করিয়াছিলেন; তাঁহার বার্ত্তিককার দেখিলেন, হকারের পর য, ব, ল থাকিলেও পূর্ব্বের হকারটা পরে গিয়া উচ্চারিত হয়, তাই তিনি পূর্ব্বের সূত্রে (৮.৩.২৬) আরো একটু জুড়িয়া দিলেন "যবলপরে যবলা বা", অর্থাৎ হকারের পর যদি য, ব, ল থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী মকার স্থানে বিকল্পে অনুনাসিক য, ব, ল হইবে। পালিতে ব্র হ্ম ও ব্রা হ্ম ণ শব্দ ছাড়া সর্ব্বত্রই সংযোগস্থলে পূর্ব্বের হকারকে পরে বসান হইয়াছে। প্রাকৃতে সর্ব্বত্রই এইরূপ করিয়া নিয়মানুসারে বিশেষ-বিশেষ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

৩৫। সংস্কৃত ক্ত-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ শব্দের অ গ্রস্ত হয় না। যেমন, হ ত, গ ত, জ্ঞাত[১], ইত্যাদি। তুল ঃ—অতীত।

কিন্তু বিশেষ্য হইলে হয়। যেমন ভূ ত-, প্রে ত-, ম ত-, হি ত-, অ হি ত-, হি তা হি ত-, গ তা য়া ত-।

৩৬। সংস্কৃত তর- ও তম-প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রায়ই হয় না। যেমন, গু রু ত র, গু রু ত ম; প্রি য় ত র, প্রি য় ত ম।

কিন্তু উ ত্ত ম-। কখনো-কখনো গ্রাম্য ভাষায় প্রি য় ত ম- শুনা যায়।[২]

১। কিন্তু 'জ্ঞা ত ভাই', এখানে ইহা জ্ঞা তি শব্দ হইতে জ্ঞাত বলিয়া অকার গ্রস্ত হইয়াছে।

২। যে সকল শব্দের শেষে (ক) √ গম ধাতুর বা (খ) ভগ শব্দের গ থাকে, তাহাদের অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না। যথা,—(ক) অ গ, খ গ, ন গ, ভূ ল গ। (খ) সু ভ গ, দু র্ভ গ।

অন্যত্র হয়, যেমন, রা গ-, যা গ-, ভো গ-, ভা গ-, ইত্যাদি।

√ জ ন ধাতুর জ-কারের অ প্রায়ই গ্রস্ত হয় না। যথা, দ্বি জ, জ ল জ, স র সি জ। কিন্তু প ঙ্ক জ-। কেহ বলেন অ গ্র জ, অন্তে অ গ্র জ-। আমরা সকলেই বলি ভ ব, কিন্তু ইহাতে কোন উপসর্গ যোগ করিলেই অকার গ্রস্ত হয়। যেমন স ম্ভ ব-, বি ভ ব-, উ ত্ত ব-, প রা ভ ব-, প্র ভ ব-। এইরূপ প্ল ব, কিন্তু উ প প্ল ব-,

৩৭। অন্ত্য অকারের পূর্ব্বে (ক) অনুস্বার, (খ) বিসর্গ, (গ) বা সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে হয় না। যথা—

(ক) অং শ, বং শ, হং স।

(খ) দুঃ খ।

(গ) চ ক্র, ত র্ক, শঙ্খ।

পূর্ব্বে (§২৩, ও টিপ্পনী ৮) বলিয়া আসিয়াছি, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটীতে সংযুক্তেরও পরে অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয়; অবশ্য ইহারও নিয়ম আছে, সর্ব্বত্রই হয় না।[১]

৩৮। (ক) আন- ও (খ) আ ম-অন্ত ক্রিয়াবাচক (প্রায়ই সকর্ম্মক, কখনো-কখনো বা অকর্ম্মক) তদ্ভব শব্দসমূহের অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না। যথা—

(ক) ক রা ন, ধ রা ন, ব লা ন, দে খা ন।

(খ) পা কা ম, জে ঠা ম, ভ ণ্ডা ম।

'সম্বন্ধ পা তা ন'; কিন্তু 'ধানের পা তা-ন' অর্থাৎ খোঁসা (মালদহে), এখানে ক্রিয়াবাচক নহে বলিয়া গ্রস্ত হইল। এইরূপ 'ধান উঠান', কিন্তু 'বাড়ীর উ ঠা ন' অর্থাৎ আঙিনা; 'কাহাকেও মা না ন', অর্থাৎ সম্মত করান, কিন্তু 'মা না ন সই', এখানে ক্রিয়াবাচক নহে। না না ন (বিবিধ), পা ঠা ন (জাতিবিশেষ), কা মা ন (অস্ত্রবিশেষ), ইত্যাদিও এই প্রকার।

'কাজ চা লা ন,' কিন্তু 'মালের চা লা ন' অর্থাৎ তালিকা বা হিসাব; 'আসামীকে চা লা ন করিয়াছে', এতাদৃশ স্থলে চা লা ন পদের অকারের গ্রস্ত হইবার কারণ আছে। এখানে ইহা তদ্ভব শব্দ নহে, ইহা ফারসী-হিন্দী। আমরা বলিয়াছি, তদ্ভব শব্দেরই গ্রস্ত হয় না। 'বা না ন করা' এখানেও হয় নাই, হিন্দীতে ইহা ব না না, বোধ হয় হিন্দী হইতেই ইহা লওয়ায় উক্ত নিয়মে কাজ হয় নাই। কিন্তু 'তরকারী বা না ন', এখানে হইয়াছে।

বি প্ল ব; ভ্র ব, কিন্তু উ প ভ্র ব; স ম, কিন্তু বি ষ ম। আবার লক্ষণীয়—শি ব, অ শি ব; শু ভ, অ শু ভ; ন ব, অ ভি ন ব। ন বী ন, কিন্তু মা ম কী ম, তা ব কী ন। এই সকল শব্দ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো নিয়মই করা যায় না। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, এবং বলিয়াও আসিয়াছি, সংস্কৃত ও বাঙ্‌লার মধ্যে যাহার প্রভাব যে শব্দে বেশী, তাহার উচ্চারণ তদনুরূপই হইবে।

১। দ্রষ্টব্য—Kellogg, A Grammar of the Hindi Language, pp. 10-12; Beams, A comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India, Vol. I. pp. 67-69; Grierson's Linguistic Survey of India, Vol. VII. p 21; Taylor, The Student's Gujrati Grammar, pp. 7-11) এই সমস্ত ভাষার ন্যায় পূর্ব্বে বাঙ্‌লাতেও স্থানে স্থানে সংযুক্ত বর্ণের পরবর্ত্তী অকার গ্রস্ত হইত, পরে আজ-কাল তাহা আর হয় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা পূর্ব্বে দেখিতে পাইয়াছি, দা ন্ত, চা ন্দ, পা ঞ্চ প্রভৃতি শব্দ আছে। এই সকল শব্দে অকার গ্রস্ত হইত, এবং তাহা হইতেই দা ন্ত, চা ন্দ, পা ঞ্চ উচ্চারিত হইতে-হইতে যথাক্রমে নকার ও ঞকারকে চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করিয়া আমরা দাঁ ত, চাঁ দ, পাঁচ করিয়া লইয়াছি।

৩৯। আন- ও আম-প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্ত্য অকার কেন গ্রস্ত হয় না, আমরা এইবার তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিব।

(ক)। ক রা ন, ধ রা ন, ইত্যাদি শব্দের অধিকাংশই প্রেরণার্থক, সংস্কৃতে ণিজন্ত (causal), ও শেষে অন-প্রত্যয়-যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের আদিম রূপ হইতেছে ক রা প ণ, ধ রা প ণ, ইত্যাদি। তুলনীয় সং স্থা প ন, যা প ন, জ্ঞা প ন, ইত্যাদি। তাহার পর স্বার্থে ক-প্রত্যয়-যোগে ক রা প ণ ক, ধ রা প ণ ক হইতে ক্রমশ প-স্থানে ব হওয়ায় ও ককার-লোপে (হেম. ৮. ১. ১৭৯, ২৩১; শুভ. ১. ৩. ৪, ৫১) ক্রমশ ক রা প ণ ক—ক রা ব ণ ক—ক রা অ ণ অ। অনন্তর মধ্যবর্ত্তী আকার ও অকারে মিলিয়া ক রা ণ অ। এইরূপ ধ রা প ণ ক হইতে ধ রা ণ অ। হিন্দীতে অকারের খোলা উচ্চারণ থাকায় শেষের দুই অকার মিলিয়া আ হওয়া হেতু তাহাতে ক রা না, ধ রা না হইল। আর বাঙালায় অকারের সঙ্কুচিত উচ্চারণে অকারের ওকার-প্রবণতা হেতু উপান্ত্য বা অন্ত্য অকার হ্রস্বতম ওকার হইয়া অপর অকারটিকে প্রাকৃত-সন্ধির নিয়মে নিজেরই মধ্যে মিশাইয়া লইয়াছে। তাই আমাদের নিকট ক রা ন[1], ধ রা ন[1] হইয়াছে। এখানে শেষের অকারটা যে হ্রস্বতম ওকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়, সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ নাই। আন-প্রত্যয়ান্ত শব্দে এই জন্যই অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না। ইহা অকাররূপে লিখিত হইলেও আমাদের নিকট বস্তুত হ্রস্বতম ওকার। অকারেরই গ্রস্ত হইবার কথা, ওকারের নহে। অন্যত্রও তদ্ভব শব্দসমূহের যেখানে-যেখানে অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না, সেই-সেই স্থলে প্রধানত এই কারণেই তাহা হয় নাই মনে করিতে হইবে। আমরা আবশ্যক স্থানসমূহে ইহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

৪০। এ স্থলে আলোচ্য পদগুলি সমস্তই প্রেরণার্থক। তবে কখনো কখনো প্রেরণার্থক না হইতেও পারে। যেমন, মা ড়া ন, ইহার অর্থ নিজে মর্দ্দন করা, বা অন্যকে দিয়া মর্দ্দন করা, উভয়ই হইতে পারে। যেখানে প্রেরণার্থ না বুঝায়, সেখানেও মূল রূপটি পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 'ব্যাসের পু রা ণ,' কিন্তু 'পু রা ণ গাছ'। পূর্ব্বেরটি বিশেষ্য, পরেরটি বিশেষণ। বিশেষণটি সংস্কৃত (অথবা ঠিক বলিতে হইলে প্রাকৃত-সংস্কৃত; কারণ, মূল পু রা ত ন শব্দের তকার লোপে পু রা ণ শব্দটি হইয়াছে, এবং ইহা প্রাকৃত-প্রভাবেরই ফল) পু রা ণ শব্দের পর ক-যোগে পু রা ণ ক শব্দ হইতে প্রাকৃতের নিয়মে পু রা ণ অ শব্দের পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরবর্ত্তী রূপ। এই জন্যই ইহার অকার গ্রস্ত হয় না। হিন্দী ও প্রাচীন বাঙলায় পু রা ণা শব্দও আছে। সাদৃশ্য-প্রসঙ্গে এ শব্দটি এখানে উল্লেখ করিতে হইল।

৪১। পা কা ম, জে ঠা ম প্রভৃতি শব্দের অপর রূপ পা কা মি, জে ঠা মি। ভাবার্থে বৈদিক সংস্কৃত ত্ব ন (যথা, স খি ত্ব ন=সখ্য), তাহা হইতে প্রাকৃতে ত্ত ণ (প্রা. প্র. ৪. ২৫), অপভ্রংশে প্প ণ (হে. চ. ৪. ৪৩৭), এবং সাধারণত সমস্ত গৌড়ীয় ভাষাতেই প ণ (অথবা প ণা)। এই প ণ শব্দের ণকারস্থ অনুনাসিকতা পূর্ব্ববর্ত্তী পকারে সঞ্চারিত হওয়ায়, এবং পকারটি প্রথমে ঘোষ (অর্থাৎ মৃদু) অর্থাৎ বকার হইয়া, পরে ঐ অনুনাসিকতার সংসর্গে মকার

হওয়ায়, প ণ প্রত্যয়টি বস্তুত য অ হইয়া দাঁড়ায়। পরে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া-অনুসারে অর্থাৎ অকারের ওকার-প্রবণতা থাকায় তাহা ম[1] (হ্রস্বতম-ওকারান্ত) হইয়া পড়িয়াছে। কা ঠা ম[1] শব্দ স° কা ষ্ঠ ক র্ম ক, প্রা° * ক ট্ঠ অ ম্ম অ হইতে হইয়াছে। এখানেও উপর্য্যুপরি দুইটি অ থাকায় অকার গ্রস্ত হয় নাই।

৪২। প্রাকৃতের আ ল-প্রত্যয়ান্ত (তদ্ভব বা দেশী এবং কখনো কখনো তৎসম) বিশেষণের অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না। যথা, রো থা ল, ঘো রা ল, গো লা ল, দু খা ল। প্রাকৃতের এই আ ল প্রত্যয়ের (হেম. ৮. ২. ১৫৯; ত্রিবিক্রম, ২.১.১) সহিত° সংস্কৃতের ল প্রত্যয়ের (পা. ৫. ২. ৯৬, ইত্যাদি) বিশেষ যোগ আছে। ইহার পর ক-যোগে আ ল প্রত্যয় বস্তুত আ ল ক, এবং কলোপে আ ল অ হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বস্তুত আ ল[1] (হ্রস্বতম-ওকারান্ত) হইয়া পড়ে। সেই জন্যই বর্ণিত দৃষ্টান্তের অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না। কো টা ল-, গো য়া ল-, রা খা ল-, ইত্যাদি বিশেষ্য, এবং আল-প্রত্যয়ান্তও নহে; ইহাদের শেষের আ ল পা ল শব্দ হইতে হইয়াছে; কো ষ্ঠ পা ল- হইতে কো টা ল-, গো পা ল- হইতে গো য়া ল, এবং বৃ ক্ষ ক পা ল- হইতে—রা খা ল-। কা ঙা ল-, না গা ল- প্রভৃতি শব্দেরও এই প্রকারে ভিন্ন-ভিন্ন সমাধান করিতে হইবে; এ সকল শব্দও বস্তুত পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতের আ ল প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন নহে। আঁ টা ল, এখানে নিয়মানুসারেই গ্রস্ত হয় নাই, কিন্তু ইহার পূর্ব্বের আকার দুইটা একার হইয়া গেলে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করায় গ্রস্ত হইয়া থাকে। যেমন এঁ টে ল-। র সা ল[1], যখন বিশেষণ, তখন ইহা প্রাকৃত আল প্রত্যয়ান্ত (হেম. ৮. ২. ১৫৯; লক্ষ্মীধর. ২. ১. ১=ষড়্ভাষা-চন্দ্রিকা, ১৫৭ পৃ), তাই অকার গ্রস্ত হয় নাই। যখন বিশেষ্য আম্রবাচী, তখন (মূলত প্রাকৃত হইলেও) তৎসম, অর্থাৎ সংস্কৃত। তাই সাধারণ নিয়মে (৪৩১) গ্রস্ত হয়—র সা ল-।

৪৩। নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলির অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না :—

(১)। অতীত কালের ক্রিয়াপদ; যথা—

(ক) চ লি ল, চ লি য়া ছি ল, চ লি তে ছি ল, ইত্যাদি।

(খ) চ লি ত, ইত্যাদি।

(২)। ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদ; যথা, চ লি ব, ধ রি ব, ইত্যাদি।

(৩)। অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষে আদরসূচক ক্রিয়াপদ; যথা, তুমি চ ল, ধ র, ইত্যাদি। অনাদর বা অতি-ঘনিষ্ঠতা-সূচক হইলে গ্রস্ত হয়; যথা, 'তুই চ ল-, ধ র-'। (৪) বর্ত্তমানেও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদ; যথা, 'তুমি চল' অর্থাৎ চলিয়া থাক। আমরা ক্রমশ ইহার কারণ অনুসন্ধান করিব।

৪৪। সংস্কৃতে √চ ল্+ত (ক্ত) প্রত্যয়ে চ লি ত, ক-যোগে চ লি ত ক। এই চ লি ত ক হইতে বাঙ্‌লা ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় কয়েক প্রকার পদ হইয়াছে।

প্রথম, চ লি ত ক হইতে ক-লোপে (ক) চ লি ত অ, তাহা হইতে চ লি ত[1] (১)।

আবার, চ লি ত ক হইতে তকার ও ককার উভয়েরই লোপে (খ) চ লি অ অ, ক্রমশ দুই অকার মিলিয়া আকার হওয়ায় চ লি আ, তাহার পর চ লা (২)।

আবার, চ লি ত ক হইতে (গ) চ লি দ অ, দ স্থানে ল হওয়ায়, ক্রমশ চ লি ল অ।
এই চ লি ল অ হইতে এক দিকে চ ল ল অ, এবং ক্রমশ (৵০) চ ল লা (৩, ক),
ও চ ল ল' (৩, খ) ;

(৵০) অন্য দিকে চ লি লা (৩, গ) ; এবং

(৶০) অপর দিকে চ লি ল' (৩, ঘ)।

৪৫। নিম্নের তালিকায় এ কথাগুলি বেশ পরিষ্কার বুঝা যাইবে :—

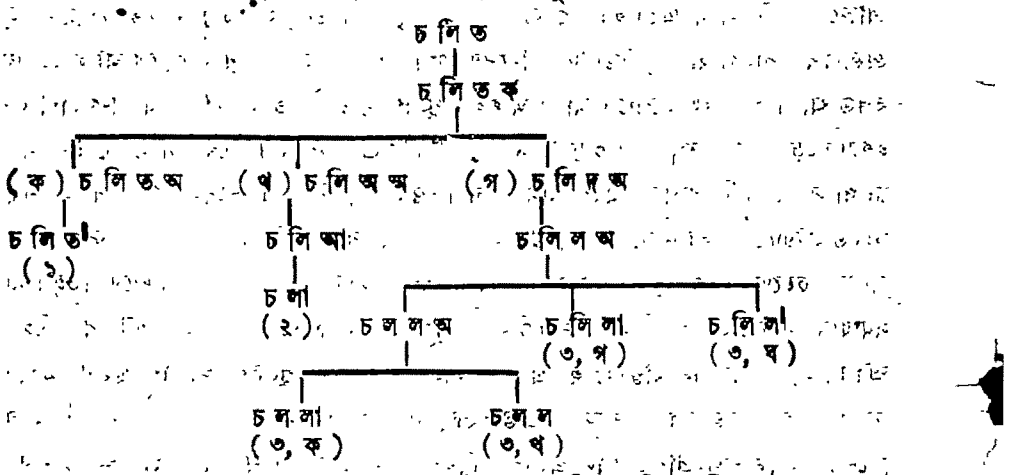

৪৬। এখানে আমাদের আলোচ্য পদ কয়টি পৃথক্ করিয়া বাহির করিয়া লই :—

(১) চ লি ত'

(২) চ লা

(৩) { (ক) চ ল লা
(গ) চ লি লা
(খ) চ ল ল'
(ঘ) চ লি ল'

এখানে (১) চ লি ত', (৩, খ) চ ল ল', ও (৩, ঘ) চ লি ল, এই তিনটি পদের অন্ত্য অকারের প্রস্ত না হইবার ইহাই একমাত্র কারণ যে, ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী রূপসমূহে শেষে আর একটি অকার ছিল, এবং ইহাদের একটি আমাদের নিকট হ্রস্বতম ওকারে পরিণত হইয়াছে। যে সকল পদে এইরূপ হ্রস্বতম ওকার উচ্চারিত হয় নাই, তাহাদের শেষের দুই অকার মিলিয়া আকার হইয়া গিয়াছে। যেমন, (৩, গ) চ লি লা, (৩, ক) চ ল লা।

৪৭। প্রেরণার্থেও আমরা এইরূপ পদ পাইয়া থাকি। যথা—

(১) চা লি ত'

(২) চা লা

(৩) (ক) চা ল লা
(গ) চা লি লা
(খ) চা ল ল
(ঘ) চা লি ল

এখানেও অকারের প্রস্ত না হইবার সেই একই কারণ।

৪৮। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা এখানে বলিয়া লওয়া ভাল মনে করিতেছি। সংস্কৃতের একই ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদ হইতে আমরা তিন প্রকার পদ পাইয়াছি, যথা,—(১) চ লি ত, (২) চ লা, (৩) চ লি ল। কিন্তু ইহাদের অর্থ-বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে। ইহাদের শেষের অর্থাৎ (৩) চ লি ল, ক রি ল, গে ল প্রভৃতি পূর্ব্বে অতীত কাল মাত্র বুঝাইতে প্রযুক্ত হইত। কিন্তু আজ-কাল ইহা অনতিপূর্ব্ব অতীত (অদ্যতনী) বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়। বর্ত্তমান বাঙলায় অতীতের যেমন নানা ভেদ করা হইয়াছে, প্রাচীন বাঙলায় সেরূপ ছিল না। (২) চ লি ত, মা রি ত প্রভৃতি প্রাচীন বাঙলায় অল্প দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কয়েকটি মাত্র আছে, এবং ইহা আজকালকার মতই (কালাতিপত্তি conditional) অর্থ প্রকাশ করে ("ডুবিয়া ম রি তোঁ (=মরিতাম) যবেঁ না থা কি ত কা হ্নে", ১৬৪ পৃ; দি তোঁ (=দিতাম) ২৮৪ পৃ)। এই সকল পদ সংস্কৃতের ন্যায় বিশেষণরূপেও প্রযুক্ত হয়। যেমন, 'চ লি ত পথ,' 'প ঠি ত পুস্তক'। আবার (১) চ লা, প ড়া, শু না প্রভৃতি চ লি ত, প ঠি ত, শ্রু ত প্রভৃতি সংস্কৃত পদের ন্যায় সাধারণত বিশেষণভাবেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বাঙলায় অতীত কালের ক্রিয়াসূচক আকারান্ত বিশেষণগুলি সমস্তই এইরূপে উৎপন্ন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩১৭) স্বর্গীয় ব্যোমকেশ বাবু বা দা লা বি শে ষ ণ র হ স্য প্রবন্ধের আকারান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পরিচ্ছেদে যে সকল বিশেষণ শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎসমুদয় এইরূপেই উৎপন্ন। যদিও একই ধাতু-প্রত্যয়ে এই ত্রিবিধ পদ উৎপন্ন, তথাপি তাহাদের প্রয়োগ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়া ভাষার বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে।

৪৯। কেবল ইহা বাঙলাতেই নহে, দেখিয়াছি, প্রাচ্য হিন্দী অর্থাৎ বিহারী ও ভোজপুরী, মৈথিলী, উড়িয়া, মারাঠী ও গুজরাটীতেও এইরূপ হইয়াছে। অতি বাহুল্য হইবে বলিয়া এখানে তাহা উপস্থিত করিতে পারিলাম না। ভেদের মধ্যে এই যে, হিন্দী-মারাঠী প্রভৃতিতে বিশেষ লিঙ্গভেদ থাকায় পূর্ব্বোক্ত ক্ত-প্রত্যয়ান্ত তদ্ভব শব্দসমূহে বিশেষ্যের অনুসরণে লিঙ্গের-বিশেষ-বিশেষ বিভক্তি যুক্ত হয়। বাঙলায় ক্লীবলিঙ্গসূচক কোনো বিভক্তি নাই, স্ত্রীলিঙ্গের আ বা ঈ আছে। প্রাচীন বাঙলায় এই আলোচ্য পদসমূহে, স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হইলে, বহু স্থানে ঈকার প্রযুক্ত হইত। আবার হইত না, ইহারও উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যায়। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ইহা সমর্থন করিবে। অপভ্রংশে লিঙ্গের বাঁধাবাঁধি কোনো নিয়মই নাই ("লিঙ্গমতন্ত্রম্", হেম. ৮.৪.৪৪৫); তাই বাঙলাতেও নাই।

সেই জন্যই, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গেরও বিশেষণে ঈকার দেওয়া হইয়াছে, এরূপ পদ অনেক দেখা যায়। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়েও এরূপ আছে।

৫০। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের নামে একটা কথা মনে পড়িল। এইমাত্র বলিয়া আসিয়াছি, বাঙ্‌লায় চ লা প্রভৃতিই বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়, চ লি ল প্রভৃতি নহে। এই হিসাবে দু হি ল (=দোহন করিল) শব্দকে বিশেষণরূপে না পাইবারই কথা। কিন্তু অতি প্রাচীন সাহিত্যে তখনো এতটা নিয়ম হইয়া উঠে নাই, তাই চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে (৩৩।২) 'দোহা দুধ' অর্থে "দু হি ল দু ধু" আছে।

৫১। ক রি তে ছি ল, ক রি য়া ছি ল প্রভৃতির অন্ত্য অকার ঠিক এই নিয়মেই গ্রস্ত হয় নাই। এই সকল পদের শেষ অংশ ছি ল, বা আ ছি ল সংস্কৃত √ আ স্, পালি-প্রাকৃতে তাহার স্থানে আদিষ্ট √ অ চ্ছ হইতে (ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকা, ২.৪.৫০; ২০৩ পৃ.; প্রাকৃতরূপাবতার, ১৮.২৪; ত্রিবিক্রম, ২.৪.৫০; মহাসন্ধনীতি, সীলানন্দ থের, কলম্বো, ১৯০৯, ৪০৩ পৃ; মহারূপসিদ্ধি, গুণরতন থের, সিংহল, ১৮৯৭, ১৯০ পৃ) উক্ত-প্রত্যয়ে পূর্ব্বোক্তরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। √ আস্ ধাতুর মূল অর্থ উপবেশন হইলেও পালি-প্রাকৃতে তাহা √ অস্ ধাতুরই অর্থে (সত্তা, বিদ্যমানতা) প্রযুক্ত হয় (পালিতে "বহিমুখো য়েব পন অ চ্ছা মি", মিলিন্দপ্রশ্ন, ৩.৭.১৭,—'বহির্মুখ হইয়াই আ ছি'; অপভ্রংশে, "কেসু-ণআবণ আ ছে", প্রাকৃত-পৈঙ্গল, বর্ণবৃত্ত, ১৪৪; —'কিংশুকনববন আ ছে')।

৫২। ভবিষ্যতে ক রি ব, খা ই ব, ইত্যাদিরও অকারের গ্রস্ত না হইবার হেতু তাহাই, অর্থাৎ এই সকল শব্দেরও শেষে একটা আরো অকার ছিল, এবং পূর্ব্বের ন্যায় হ্রস্বতম ওকার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নিম্নের তালিকায় ক্রমপরিবর্ত্তনটা বুঝা যাইবে:—

ক র্ত্ত ব্য
|
ফ র্ত্ত ব্য ক
|
*ক রি ত ব্য ক
|
ক রি অ ব্ব অ (অথবা ক রে অ ব্ব অ, হেম° ৮.৩.১৫৭; শুভ° ২.৪.২৩;
| see Hoernle, pp. 148—9)
ক রি ব্ব অ
|
ক রি ব'

প্রাচীন বাঙ্‌লার ক রি বোঁ পদ মনে করুন।

৫৩। অনুজ্ঞায় মধ্যমপুরুষের আদরসূচক ক্রিয়াপদ ক র, ধ র প্রভৃতির অন্ত্য অকারেরও গ্রস্ত না হইবার ঐ একই কারণ। প্রাকৃত-অনুসারে (প্রা° প্র°, ৭'১৯) এই সমস্ত ক্রিয়াপদের মূল ছিল ক র হ, ধ র হ, ইত্যাদি। আপনারা সকলেই জানেন, প্রাচীন বাঙ্‌লায় এইরূপই পাওয়া যায়। হ মহাপ্রাণ, অল্পপ্রাণরূপে উচ্চারণের প্রভাবে, ইহা অকারেরই

মধ্যে মিশিয়া গেল; ক র হ ক্রমে ক র অ হইল। পরে উড়িয়া ও বাঙলায় অকারের ওকার-প্রবণতায় পূর্ব্ববৎ ইহা ক র' আকার ধারণ করিল। আর যাঁহাদের নিকটে অকারের প্রসারিত উচ্চারণ আছে, ক র অ তাঁহাদের নিকট ক রা হইল। বাঙালীরা যেখানে বলিবেন 'তুমি ক র', বা উড়িয়ারা যেখানে বলিবেন 'তুন্তে (তুম্ভেমানে) ক র', মারাঠীরা সেখানে বলিবেন 'তুম্হি ক রা'। গড়বালী হিন্দীতেও এইরূপ 'তুমন (তু ম্) ক রা'। কিন্তু অন্যান্য হিন্দীর অধিকাংশেই ক রো। গুজরাটীতেও ক রো। অনাদর বা ঘনিষ্ঠতাতিশয়-প্রকাশে বাঙলা, হিন্দী, মারাঠী ও গুজরাটীতে একই ক র্। ক র হ, এই বহুবচনের পদ হইতে (প্রাকৃতে বহুবচনেই হ বিভক্তি হয়, প্রা° প্র° ৭·১৯) বা° উ° ক র' ও হিন্দী-প্রভৃতির ক রো, ক রা; এবং মূলত সংস্কৃত বা প্রাকৃতের মধ্যম-পুরুষের একবচনের পদ ক র হইতে আমাদের ক র হইয়াছে। ক র হ হইতে ক র অ, এখানে উপর্য্যুপরি দুইটা অ থাকায় তাহারা উভয়েই গ্রস্ত হয় না। কিন্তু ক র, এ স্থলে একটিমাত্র অকার থাকায় তাহা সহজেই গ্রস্ত হইয়া যায়, এবং সেই জন্য পদটা ক র্ হইয়া পড়ে। সম্মানার্থে বহুবচনের প্রয়োগ উড়িয়া-মারাঠী প্রভৃতিতেও হইয়া থাকে। বাঙলায় 'তুমি ক র'. ইহা বস্তুত বহুবচনের প্রয়োগ, আর 'তুই ক র' ইহা একবচনের প্রয়োগ।

৫৪। বর্ত্তমান কালে মধ্যমপুরুষের একবচনে 'তুমি ক র', অর্থাৎ করিয়া থাক, ইত্যাদি স্থলেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কাজ হইয়াছে। সংস্কৃতে বর্ত্তমানে মধ্যমপুরুষের বহুবচনের বিভক্তি থ-স্থানে প্রাকৃতে হ হইয়া থাকে (প্রা° প্র° ১৭·৪), এবং এইরূপে ক র হ হয়। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও এই ক র হ হইতেই ক র' হইয়াছে। ইহা মূলত বহুবচনেরই পদ, কিন্তু ক্রমশ একবচনেও চলিয়াছে। আমাদের একবচনের আসল পদ হইতেছে ক রি স-, 'তুই ক রি স'। সংস্কৃত ও প্রাকৃতে (হেম° ৮·৩·১৪০) মধ্যমপুরুষের একবচনে সি-বিভক্তি প্রসিদ্ধ। তাহার যোগে ক র সি পদ হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এইরূপ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যাইবে (করসি, ৬৬; আপসি, ৭২; বুঝসি, ৭৬; বোলসি, ৩৩৫; ইত্যাদি)। বস্তুত এই বিভক্তিটি সি হইলেও প্রাকৃতের বহু স্থলে এবং অপভ্রংশে কার্য্যত অ সি; ইহার স্বরবিপর্য্যয়ে ই স-, বা ই স'। এইরূপে ক র সি হইতে ক রি স-, বা ক রি স'। নেপালীতেও এইরূপ (Hoernle, p. 335)। পূর্ব্ববঙ্গে অ সি বিভক্তির শেষ ইকারটা লোপ হওয়ায়, বু ঝ স', জা ন স-, মা র স-, ইত্যাদি।

৫৫। দুই অক্ষরের তদ্ভব বিশেষণ শব্দসমূহের অন্ত্য অকার (প্রায়ই) লুপ্ত হয় না। যথা—

সংস্কৃত		তদ্ভব
ভদ্র ক	...	ভা ল
বৃদ্ধ ক	...	বু ড়
দৃঢ় ক	...	দ ড়

মধ্যক	...	মেজ
আকৃষ্টক	...	আঁট
ক্ষুদ্রক	...	ছোট, খাট

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ সম্বন্ধে এ নিয়ম নহে। যেমন, গোল, নীল, পীত, নীচ, খল, শঠ, ইত্যাদি। লাল শব্দটা বিশেষণ হইলেও তদ্ভব নহে, ইহা ফরাসী, তাই সাধারণ নিয়মে ইহার অন্ত্য অকার গ্রস্ত হইয়াছে।

তদ্ভব শব্দ বিশেষ্য হইলে অন্ত্য অ সাধারণ নিয়মেই গ্রস্ত হয়। যথা, 'খাট কাপড়', কিন্তু 'খাট আন'; 'ভাল কাপড়', কিন্তু ললাট অর্থে ভাল বলা হইয়া থাকে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এখানে শব্দগুলি বর্ণত একরূপ হইলেও মূলত—বস্তুত ভিন্ন-ভিন্ন। হাত, কান, কাজ, কাম, এ সমস্তই বিশেষ্য। সং জ্বালা হইতে ঝাল, ইহা হইতে ঝাল; ইহা গুণবাচক বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়ই। বিশেষ্যের প্রভাব থাকায় ইহার অন্ত্য অকার গ্রস্ত হইয়াছে। (দ্রষ্টব্য—§ ৬০)।

৫৬। যে সকল তদ্ভব বা দেশী শব্দ সাধারণ বাঙ্গলায় আকারান্ত, কিন্তু কলিকাতার বিভাষায়[২] অকারান্ত (বস্তুত হ্রস্বতম-ওকারান্ত), তাহাদের অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না। যথা—

সংস্কৃত	সাধারণ ভাষা	কলিকাতার বিভাষা
কুব্জক	কুঁজা	কুঁজ[৩]
ক্ষুদ্রক	খুড়া	খুড়
কুচা	কুচা	কুচ[৪]
তিক্তক	তিতা	তিত
বৃদ্ধক	বুড়া	বুড়
মূলক	মূলা	মূল

১। সং তৃতীয়ক হইতে প্রা তইअ (দ্রঃ—বড়ুভাষাচন্দ্রিকা, ১.৩.৬৮), ইহা হইতে বাঙ্গলায় তেজ শব্দ হইয়াছে, যেমন, তেজবর, 'তৃতীয় বর', যে বর তৃতীয় বার বিবাহ করে। যোগেশ বাবু নিজের অভিধানে বলিয়াছেন, এই তেজ হইতেই আমাদের সেজ হইয়াছে, যেমন, 'সেজ ভাই'।

২। অবান্তর ভাষা বিভাষা। মার্কণ্ডেয়ের (প্রাকৃতসর্বস্বে, ১।৪—৬) ভাষা ও বিভাষা সম্বন্ধে মন্তব্য দ্বারা ইহাই জানা যায়। যেমন, তিনি বলিয়াছেন, মাগধী ভাষা, কিন্তু তাহারই অবান্তর-ভেদ, শাকারী বিভাষা ("মাগধ্যাঃ শাকারী", ১২.১)। তাঁহার এই মন্তব্যের মূল ভরতের নাট্যশাস্ত্র, ১৭.৫৮—৫৯।[৩] এই হিসাবে বাঙ্গলা ভাষা এবং ইহার প্রাদেশিক অবান্তর-ভেদ বিভাষা।

৩। বিশেষ্য কুব্জ (অথবা কুঁজ)।

৪। যথা, 'কুচা বা কুচ নৈবেদ্য।'

৫৭। বস্তুত এখানে উক্ত কুঁজ প্রভৃতি শব্দের সহিত পূর্ব্বোক্ত (§ ৫৫) ভাল, বড় প্রভৃতি শব্দের বস্তুত ভেদ নাই; এবং উভয় স্থলেই অকারের গ্রস্ত না হইবার কারণ সমান। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, যেখানে উপর্য্যুপরি দুইটি অকার হইয়াছে, সেইখানেই অকার গ্রস্ত হয় নাই, এখানেও তাহাই হইয়াছে। সং বৃদ্ধ হইতে ক-প্রত্যয়-যোগে বৃদ্ধ ক, ধকার-প্রভাবে পরবর্ত্তী দন্ত্য বর্ণ মূর্দ্ধন্য হওয়ায় (ক) একদিকে প্রাকৃতে বুড্‌ঢ অ। ইহা হইতে অকারের প্রসারিত উচ্চারণে হিং পাং বুড্‌ঢা, হিং অপর রূপ বূঢা; গু॰ বূঢা (যথা, বূঢা পো 'বৃদ্ধত্ব', অন্যত্র বুড্‌চ), উ॰ বাং বূঢা (১); আবার বাঙালীর সঙ্কুচিত উচ্চারণে বুড্‌ঢ অ হইতেই ক্রমশ বূঢ়া, বুড়া (২)। (খ) অপর দিকে সং বৃদ্ধ ক হইতেই প্রাং বড্‌ঢ অ হইয়া ক্রমশ হিং মাং বড়া, উ॰ বা॰ গু॰ বড়, বাঙালী ও উড়িয়ার মুখে বুড়া। এইরূপ সং ভদ্র ক, প্রাং ভদ্দ অ, ভল্ল অ, হিং মাং গু॰ উ॰ ভলা, বাং ভাল,—হ্রস্বতম-ওকারান্ত। সং ক্ষুদ্র ক হইতে প্রাং *ছুট্ট অ, হিং মাং মৈ॰ ছোটা (দ্রঃ—মাং ছোটা-মোটা 'ছোট-বড়'), গু॰ ছোটু, ছট (যেমন, বড়-ছট), উ॰ বাং ছোট,—হ্রস্বতম-ওকারান্ত। এই ক্ষুদ্র ক হইতেই আবার বিচিত্র পরিবর্ত্তনে আমাদের খাটা, কুচা—কুচ, ও খুড়া—খুড় হইয়াছে।

৫৮। কৃষ্ণবর্ণ-অর্থে কাল শব্দ সংস্কৃতে আছে বটে, কিন্তু বাঙলায় 'কাল জল' ইত্যাদি স্থলে আমরা যে শব্দটি প্রয়োগ করি, তাহা সংস্কৃত বা তৎসম নহে, ইহা তদ্ভব। সংস্কৃত কাল ক হইতে ইহা পূর্ব্বোক্তরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং সেই জন্যই হিং মাং গু॰ ও প্রাচীন বাং কালা শব্দ আছে (মাং 'ক্কা'), গু॰ কালু, কিন্তু কালাটু 'কালত্ব'।

৫৯। পরিমাণ-বাচক যত, তত, কত, এত প্রভৃতি শব্দেরও অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না। কারণ, এখানেও উপর্য্যুপরি দুইটি অকার ছিল। সং যাবৎ, তাবৎ, কিয়ৎ, ইয়ৎ, এতাবৎ, প্রাং যথাক্রমে জেত্তি অ বা জিত্তি অ, তেত্তি অ, বা তিত্তি অ, কেত্তি অ বা কিত্তি অ, এত্তি অ বা ইত্তি অ। ইহা হইতে জানা যায়, সং যাবৎ প্রভৃতি ক্রমশ *যাবত্ত ক, *জা অত অ ইত্যাদি হইয়া ঐ সমস্ত প্রাকৃত পদে পরিণত হইয়াছে। প্রাং জিত্তি অ ক্রমে জিত্ত অ (যথা, এত্ত অ, ভাস-প্রণীত চারুদত্ত, ২ অঙ্ক, Trivandrum Sanskrit Series, 1914. পৃ. ৪৬, ৪৮) হইয়া হিন্দীতে জিত্তা, এবং এইরূপে তিত্তা, কিত্তা, ইত্তা হইয়াছে। বাঙলার ধারায় প্রাং *জত্ত অ হইতে ক্রমশ জত (অথবা যত), এইরূপে তত, কত, এত, অত।

৬০। পূর্ব্বে বলিয়াছি (§ ৫৫), দুই অক্ষরের তদ্ভব বিশেষণের অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না। অতএব দুয়ের অধিক অক্ষর থাকিলে এ নিয়ম খাটে না। যথা, চিকন, (গ) (সং চিক্কণ), দীঘল (সং দীর্ঘ), পাতল (সং পত্র), নিটোল (সং নিস্তল, পালি নিত্তল), উবুড় (সং উৎপুট)। এগুলি সমস্তই তদ্ভব। ইহাদের মূল সংস্কৃতে শেষে একটিমাত্র অ থাকায়

১। মাং ভল পরও হয়। গু॰ যথা, ভলা ভণ, অর্থাৎ প্রশংসাবাদ, recommendation; সাধারণ বিশেষণ অর্থে ভলু। উ॰ ক্রিয়াবিশেষণে ভলা, অন্যত্র ভল।

তাহা গ্রস্ত হইয়াছে; সং চি ক্ক ণ হইতে বাং চি ক ন। সং চি ক্ক ণ ক হইতে প্রা০ চি ক্ক ণ অ, এবং ইহা হইতে হিং মা০ বা০ চি ক ণা। এই প্রকার সং দী র্ঘ হইতে বাং দী ঘ ল; কিন্তু দী র্ঘ ক হইতে দী ঘ লা। এইরূপ পা ত ল, পা ত লা। (তুলঃ—হেম০ ৮.২.১৭১, ১৭৩)।

৬১। তদ্ভব হইলেও পূরণবাচক এই কয়টি শব্দের অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না। যথা, দো জ (সং দ্বিতীয়, 'দো জ বর'); তে জ (সং তৃতীয়, 'তে জ বর') ; চৌ থ, বা চ উ থ (=চতুর্থ)। দ্বি তী য়, তৃ তী য়, চ তু র্থ যথাক্রমে প্রাকৃতে দু ই জ্জ (কুমারপালচরিত, ২.৬০), তি ই জ্জ (ষড়্ভাষাচন্দ্রিকা, ১.৩.৬৮, পৃ ৮০), চ উ থ, (চৌ থ, চ উ ট্ঠ; ঐ. ১.৩.৫, পৃ ৭১)। ইহা হইতেই বাঙলায় ঐ সকল পদ আসিয়াছে। এখানে গ্রস্ত না হইবার কোনো কারণ না থাকায় সাধারণ নিয়মে গ্রস্ত হইয়াছে। সং চ তু র্থ ক হইতে প্রা০ চ উ থ অ (কুমারপাল. ২.১৫), চ উ ট্ঠ অ, ইহা হইতে বাঙলায় চৌ ঠ', এবং মা০ চ বু থা, হিং পা০ চৌ থা। এখানে চ উ ট্ঠ অ শব্দের শেষে উপর্য্যুপরি দুইটি অকার থাকায় চৌ ঠ' পদের অ গ্রস্ত হয় নাই, কারণ, ইহা বস্তুত হ্রস্বতম ওকার।

আবার সংখ্যাবাচক শব্দসমূহের ১১ হইতে ১৮ পর্য্যন্ত শব্দগুলির অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না। যথা, এ গা র, বা র ইত্যাদি। এখানেও ঐ একই কারণ, ইহাদেরও অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দটির শেষে উপর্য্যুপরি দুইটি অকার রহিয়াছে। যথা—সং এ কা দ শ, প্রা০ এ কা র হ (ষড়্ভাষাচন্দ্রিকা, ৮৫পৃ., ১.৩.১০০), ইহা হইতে ক স্থানে গ হওয়ায় ও শেষের হলোপে ক্রমশ এ গা র অ, পরে আমাদের এ গা র', বস্তুত হ্রস্বতম ওকারান্ত। এইরূপ বা দ শ হইতে প্রা০ বা র হ (ঐ), প্রাচ্য হিন্দীতে ইহাই থাকিয়া গেল, অন্য দিকে তাহা হইতে বা র অ, ক্রমে ইহা বা০ উ০ বা র' (হ্রস্বতম-ওকারান্ত), ও০ বা র, এবং মা০ ও প্রতীচ্য হিং বা রা হইল। অন্যত্রও এই প্রকার।

৬২। প্রদর্শিত উদাহরণগুলিতে আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, তদ্ভব শব্দসমূহের মধ্যে যে-যে স্থলে অকার গ্রস্ত হয় নাই, সেখানে প্রায় সর্ব্বত্রই মূল সংস্কৃত বা প্রাকৃত শব্দের শেষে ক-কার যোগ করিয়া সেই ককারের লোপে তদন্তর্গত একটা অকার অতিরিক্ত দেখান হইয়াছে। যেমন, সং ম ধ্য শব্দে ক-যোগে ম ধ্য ক করিয়া তাহা হইতে প্রা০ ম জ্ঝ অ, বাং মে ঝ' করা হইয়াছে। এখানে মনে হইতে পারে, সর্ব্বত্র এরূপ ক যোগ করা হইবে কেন? ইহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, প্রাকৃত ভাষা ও তাহার ব্যাকরণ দেখিলে জানা যাইবে যে, এই ক-প্রত্যয়-যোগ তাহাতে কিরূপ প্রচুরভাবে চলিয়াছে। অপভ্রংশে ত আরো অধিকতরভাবে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বিক্রমোর্ব্বশীর চতুর্থ অঙ্কে, হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণের অপভ্রংশ পরিচ্ছেদে, এবং প্রাকৃতপৈঙ্গলের অপভ্রংশময় উদাহরণ-শ্লোকসমূহ দেখিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। প্রাকৃত ব্যাকরণকারেরাও ইহা বিধান করিয়া গিয়াছেন। দ্রঃ—হেম০ ৮.২.১৬৪ ; শুভ০ ২.১.১৯ ; ত্রিবিক্রম. ২.১.১৮ ; মার্কণ্ডেয়. ১৩.৫। কিরূপ পদে ক-প্রত্যয় হয়, দুই একটি উদাহরণ দিই, হেমচন্দ্র (ঐ) হইতেই তুলিতেছি। সং ই হ, প্রা০

ই হ য় (ই হ ক হইতে, অর্থাৎ ক প্রত্যয় করিবার পর তাহার লোপে সেখানে য় হইয়াছে); (সং আ শ্লে ষ্ট্ ম্, প্রা° আ লে ট্ ঠ্ অং (অর্থাৎ সং ০ আ শ্লে ষ্ট্ কং)। পাণিনিও এইরূপ ক-(অকচ্) প্রত্যয়ের বিধান করিয়াছেন (৫.৩.৭১), তাই সংস্কৃতে ত্ব য়া, ম য়া স্থানে যথাক্রমে ত্ব য় কা, ম য় কা ; ত্ব য়ি, ম য়ি যথাক্রমে ত্ব য় কি, ম য় কি। আবার প চ তি প্রভৃতি স্থানে প চ ত কি প্রভৃতিও হয়। হেমচন্দ্র আরো বলিয়াছেন (ঐ), একবার ক প্রত্যয় করিবার পরও আবার ক প্রত্যয় হইতে পারে ; যেমন সং বহু হইতে ব হু ক, প্রা° ব হু অ, আবার ক-প্রত্যয়ে ও তাহার লোপে ব হু অ অ। সকলেই জানেন, স্বার্থে ক-প্রত্যয় হইয়া থাকে। মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন (৪.৫১), স্বার্থে যদি কোন অন্য প্রত্যয়ও হইয়া থাকে, তবে তাহারো পর আবার ক প্রত্যয় হইতে পারে।

৬৩। প্রশ্ন হইতে পারে, প্রাকৃতে ককারের এরূপ আদর কেন ? সংস্কৃতের পাণিনিই ইহার উপযুক্ত উত্তর দিয়াছেন ; ক-প্রত্যয়-যোগে যে, কত ভিন্ন-ভিন্ন অর্থ হয়, তাহা তাঁহার অষ্টাধ্যায়ীতে (৫.৩.৭১—৮৭) বর্ণিত হইয়াছে। বার্ত্তিককারও স্থানে-স্থানে এ সম্বন্ধে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ক-প্রত্যয়-যোগে সংজ্ঞা, অজ্ঞাত, কুৎসিত, অনুকম্পা, অল্প, হ্রস্ব ইত্যাদি বিবিধ অর্থ প্রকাশিত হয়।১ বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ ক-প্রত্যয়ের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়।২ প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে যে পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছিল, লৌকিক সংস্কৃতে পাণিনির সময়ে তাহা বহু বিস্তৃতি লাভ করে, আবার প্রাকৃত ভাষাসমূহে তাহা আরো প্রসার লাভ করিয়াছে। আমাদের বহু বিশেষণ শব্দ এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। আবার স্থানে-স্থানে বিশেষ্যই থাকিলেও তাহার অর্থভেদ হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রাদেশিক ভাষাসমূহেও জানিতে পারা যায় যে, কোনো শব্দে ক প্রত্যয় করিলে বা না করিলে কিরূপ অর্থভেদ হইয়া থাকে। দুই-একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। তে ল বিশেষ্য, কিন্তু তে লা বিশেষণ। এখানে সং তৈ ল হইতে তেল, এবং তৈ ল ক হইতে তে লা ; ক-প্রত্যয়ে ইহা বিশেষণ হইয়াছে। গো ব র বিশেষ্য, কিন্তু গো ব রা ('গোবরা পোকা') বিশেষণ, যাহা গোবরে জন্মায়। এখানে ক-প্রত্যয়ের অবশিষ্ট অ-যোগে আ হইয়াছে। গো ব র্ধ ন কে যে, আমরা গো ব রা বলি, তাহাও এই প্রকারে ; গো ব র অংশের পর ক-প্রত্যয়ের অকার যোগ করিয়া দেওয়া হয়। মে ল বিশেষ্য, ইহার অর্থ 'মিলন', 'সাদৃশ্য' ; মে লা, ইহাও বিশেষ্য, কিন্তু ইহার অর্থ ভিন্ন 'বহু লোকে সম্মিলিত হইয়া যেখানে নানারূপ আনন্দ উপভোগ করে'। মে ল-শব্দে ক-যোগে মে ল ক হইতে মে লা হইয়াছে। বাঁ শ, ইহার অর্থ প্রসিদ্ধ, কিন্তু বাঁ শা 'বাঁশের ছোট চোঙ'—যাহাতে সাধারণত তেল প্রভৃতি তরল পদার্থ রাখা হয়। সং বংশ হইতে বাঁশ, আর বং শ ক (দ্রঃ—কাশিকা,

১। "অজ্ঞাতে কুৎসিতে বাল্যে তথা হ্রস্বানুকম্পয়োঃ।
উৎকর্ষার্থে চ সংজ্ঞায়াং কপ্রত্যয় উদাহৃতঃ।"

২। Macdonell's Vedic Gramm ar, 1910, p. 137.

ক. ৩,৮৭) হইতে বাঁশা।১ মারাঠীতে বংশ অর্থে বাঁস, কিন্তু বয়গার জন্য যে ছোট-ছোট বাঁশ ব্যবহৃত হয়, তাহা বাঁসা। অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাতেও এইরূপ আছে। শব্দের শেষে ক-যোগের বহুল প্রচার-সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, ইহাতেও যদি কেহ সন্তুষ্ট না হন, (যদিও তাঁহার হওয়া উচিত, এবং আমার বিশ্বাস, ধীরভাবে ব্যাকরণ ও ভাষা মিলাইয়া দেখিলে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন), তবে তাঁহার সন্তোষের জন্য গোটা-কত প্রচলিত বা সুপ্রসিদ্ধ উদাহরণ দিতেছি। ইহাদের দ্বারা জানা যাইবে, শেষে হয় ক, অথবা দকার প্রভৃতি অপর কোন তাদৃশ বর্ণ, যাহারা প্রাকৃতের সাধারণ নিয়মে লুপ্ত হইয়া থাকে (ক-গ, চ-জ, ত-দ, প-য-ব ; দ্রঃ—হেম° ৮.১.১৭৭), না থাকিলে শেষে আকার হয় না। যথা, চ ণ ক হইতে চানা ('ছোলা'), ক ণ্ট ক হইতে কাঁটা, ম স্ত ক হইতে মাথা, চ ম্প ক হইতে চাঁপা ; এইরূপ অনেক। এখানে মূল সংস্কৃত ম স্ত ক প্রভৃতি হইতে যে মা থা প্রভৃতি হইয়াছে, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আবার, পা র দ্ধ হইতে পা রা, হৃ দ য় হইতে (হি অ অ) হি য়া, গ র্দ ভ হইতে (গ দ্দ হ, গ দ্ধ অ) গা ধা, ইহাও সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। শেষে একটা অতিরিক্ত অ যে-কোনো প্রকারেই হউক, না থাকিলে শেষে ঐরূপ আকার হইতে পারে না। আলোচ্য পদসমূহে অকারের জন্য ককার-যোগ ভিন্ন অন্য কোনো গতিই নাই, এবং দেখাও যাইতেছে, তাহা ভাষা ও ব্যাকরণ উভয়েরই অনুমোদিত। ইহাতেও যদি কাহারো সন্তোষ না হয়, তবে তিনি নিজের মত প্রকাশ করুন, ঐ সকল শব্দের সমাধান করুন, আমরা আলোচনা করিয়া দেখি।

(২) পদমধ্যে

৬৩। দুয়ের অধিক-অক্ষর-বিশিষ্ট যে সকল শব্দের শেষে অকার ভিন্ন স্বর থাকে, ইহাদের (ক) উপান্ত্য বা (খ) তাহারও অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর অকার হইলে, এই অকার লুপ্ত হয়। যেমন, (ক), বা দ· লা ; পা গ· লী ; পা ত· লা ;২ (খ) না প· তি নী, মা ন· সি ক·, জ ম· কা ল, কা ক· লা স।৩

৬৪। ছো ট· কী, ব ড়· কী, মে জ· কী, সে জ· কী, ইত্যাদিও এই প্রকারে। এখানে

১। See Bhandarkar's Wilson Philological Lecture, pp. 158-159; Hoernle's Comparative Grammar of the Gaudian Languages, pp. 101-102.

২-৩। ঠিক এই নিয়মেই উপান্ত্য বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষরটি যদি শুদ্ধ স্বর হয়, তাহা হইলে তাহার মাত্রার হ্রাস হইয়া যায়, এবং সেই জন্য তাহার আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না (দ্রঃ—§ ২৪)। যেমন, পা ইঁ কা, পা ইঁ কি রি ; বা উঁ টি, শি উঁ লি, হা উঁ নি ; চ ওঁ ড়া, আ ওঁ ড়া, হা ওঁ দা।

এই নিয়মেই (§ ২৩, ক) দ্রুত উচ্চারণে বহু স্থলে উপান্ত্য অক্ষরের ব্যঞ্জনাশ্রিত স্বরের (প্রায় আ, ই, উ,) একবারে লোপ বা প্রস্তুতা দেখা যায়। যেমন, বা ঘা লা হইতে বা ঘ্· লা, জা না লা হইতে জা ন্· লা ; ছু টি তে হইতে ছু ট্· তে, ছু টি ল হইতে ছু ট্· ল[1] (এখানে অন্ত্য অ বস্তুত হ্রস্বতম ও), শ কু নি হইতে শ ক্· নি ; (গ ণে শ—গ ণে শ ক,—গ ণে শ অ—) গ ণে শা হইতে গ ণ্· শা, ম হে শা হইতে ম এ্· শা।

সহজেই প্রশ্ন হইতে পারে, এই মাত্র আমরা বলিয়া আসিলাম, ছো ট', ব ড়', মে জ', সে জ', ইত্যাদির অন্ত্য অকার বস্তুত হ্রস্বতম ওকার, এবং সেই জন্যই তাহা গ্রস্ত হয় না, কিন্তু ছো ট· কী প্রভৃতি স্থলে কিরূপে তাহা গ্রস্ত হইল? ইহার উত্তর এই যে, ছো ট· কী প্রভৃতি স্থলে ছোট, বড় ইত্যাদির অ বস্তুত হ্রস্বতম ওকার নহে; যদি ইহা ক্ষু দ্র ক, বা বৃ দ্ধ ক শব্দ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে ঐ অকার বস্তুত হ্রস্বতম ওকার হইতে পারিত; কিন্তু আলোচ্য স্থলে ইহারা ক্ষু দ্র, বৃ দ্ধ প্রভৃতিরই রূপ। ক্ষু দ্র ক শব্দের ক-লোপে ও অন্যান্য পরিবর্ত্তনে * ছু ট্ট অ হইতে ক্রমশ ছো ট'; কিন্তু ক-কার যদি লুপ্ত না হয়, আর অন্যান্য পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে ছো ট ক· পদ হইবে, এইরূপ ব ড় ক·, মে জ ক·, সে জ ক·; ইহার পর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-যোগে সাধারণ নিয়মে ছো ট· কী, ব ড়· কী, ইত্যাদি। হিন্দীতে পুংলিঙ্গে ছো ট· কা, ইত্যাদি হয়। এখানে সহজেই আবার প্রশ্ন হয়, এতাদৃশ স্থলে শেষের ককারটা লোপ হইবে না কেন? প্রাকৃতে ত এরূপ ককারের লোপ সাধারণ নিয়মেরই অন্তর্গত। ইহার উত্তর এই :—প্রাকৃতে সাধারণত ককার লোপের বিধান আছে সত্য, কিন্তু পৈশাচী প্রাকৃতে ককারের লোপ হয় না। প্রাকৃত ব্যাকরণে ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে ("ককারোচ্চারণং পৈশাচিকভাষার্থম্,"—হেম. ৮. ২. ১৬৪; লক্ষ্মীধর,—ষড়্ভাষা. ১৬০ পৃ.=ত্রিবিক্রম, ২. ১. ১৮)। তাই স· ব দ ন ক সাধারণ প্রাকৃতে হয় ব অ ণ অ, (অথবা ব য় ণ য়), কিন্তু পৈশাচীতে ব ত ন ক। প্রাচীন বৈয়াকরণিক বররুচি পৈশাচী প্রাকৃতের সম্বন্ধে যদিও বেশী কিছু বলেন নাই, তথাপি বলিয়াছেন যে, স· হ্র দ য় ক পৈশাচীতে হ ত অ ক (১০. ১৪)। বাঙ্‌লার সহিত মাগধী প্রাকৃতের বিশেষ যোগ আছে, ইহা সকলেই জানেন। মাগধী ও বাঙ্‌লার সর্ব্বপ্রধান মিল এই যে, মাগধীর ন্যায় বাঙ্‌লাতেও সাধারণত সর্ব্বত্রই তালব্য শ উচ্চারিত হইয়া থাকে। কিন্তু পৈশাচীরও প্রভাব ইহাতে বেশ আছে। প্রসঙ্গক্রমে একটা উল্লেখ করি। বাঙ্‌লায় মূর্দ্ধন্য ণকারের (উচ্চারণের) অভাব এই পৈশাচী প্রাকৃতেরই প্রভাবে। ইহাতে মূর্দ্ধন্য ণ একবারেই নাই (বররুচি, ১০. ৫; হেম. ৪. ৩০৬; শুভ. ৩. ৩. ১৮; ত্রিবিক্রম, ৩. ২. ৪৩)। অপভ্রংশেও দেখা যায়, স্থানে-স্থানে ক থাকে, স্থানে-স্থানে বা লোপ হয় (ক্রমদীশ্বর, অপভ্রংশপ্রকরণ, ৭১)। অতএব এই প্রাকৃতেরই নিয়মে কেবল বাঙ্‌লায় নহে, হিন্দী প্রভৃতিতেও স্থানবিশেষে ক থাকে, আবার থাকেও না। see Hoernle, p. 10।

৬৫। অন্ত্য স্বরের পূর্ব্বে য থাকিলে উপান্ত্য অ গ্রস্ত হয় না। যেমন, অ ভ য়া, অ পু য়া, বি জ য়া।

৬৬। যে সকল শব্দের অন্ত্য অ সাধারণ নিয়মে গ্রস্ত হইয়া থাকে, তাহাদের উত্তর তা—প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয় হইলে ঐ অকার গ্রস্ত হয় না। যেমন, পা ঠ ক·, কিন্তু পা ঠ ক তা; অ নু কূ ল·, কিন্তু অ নু কূ ল তা; এইরূপ সুন্দর', সু ন্দ র ত র, সু ন্দ র ত ম; জলা, জ লী য়, জ ল সা য়।

৬৭। টা, টি-প্রভৃতি প্রত্যয় বা বিভক্তির যোগে বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন হয় না, অর্থাৎ সাধারণ নিয়মে মূল শব্দটির অন্ত্য অকারের যদি গ্রস্ত হইবার কথা থাকে, তবে (ক) গ্রস্ত হয়, (খ) নতুবা হয় না। যথা, (ক) এ ক', এ ক' টা, এ ক' টু, রা ম' কে, শ্যা ম' কে। (খ) ক ত, ক ত টী, ছো ট, ছো ট টা। এইরূপ রা ম' ই, শ্যা ম' ই; ব ড় ই, ছো ট ই। কিন্তু তারিখ বুঝাইতে পাঁ চ ই, সা ত ই, আ ট ই, দ শ ই;—যদিও পাঁ চ', সা ত', আ ট', দ শ'। অন্যত্র—পাঁ চ' ই, সা ত' ই, ইত্যাদি। পাঁ চ ই, সাঁ ত ই প্রভৃতি মূলত প ঞ্চ মী, স প্ত মী (তিথি) প্রভৃতি হইতে হইয়াছে; পাঁ চ', সা ত', প্রভৃতির উত্তর ই যোগ করিয়া নহে। (Hoernle, pp. 126-127; যোগেশ বাবুর ব্যাকরণ, ৩য় অধ্যায়, ১৮৩—১৮৪ পৃ)। এই জন্যই অকার গ্রস্ত হয় নাই। সাদৃশ্য প্রসঙ্গে এখানে ইহা উল্লেখ করিতে হইল।

৬৮। সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী অকার গ্রস্ত হয় না। যেমন মা ন ব', কিন্তু মা ন ব ত্ব য়; কা ল', কিন্তু কা ল ক্ষে প; প ণ্ডি ত', কিন্তু প ণ্ডি ত ত্ব।

৬৯। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের সমাস স্থলে বিশেষ কোনো নিয়ম নাই। সংস্কৃত-প্রভাবের তারতম্যে কোথাও গ্রস্ত হয়, কোথাও বা হয় না। যথা, ব ন', ব ন' ক র', ('ব ন' ক র' আয়'); কিন্তু ব ন মা লা, ব ন প থ'। জ ল', জ ল' ক র; কিন্তু জ ল ধ র', জ ল নি ধি। ফ ল', ফ ল' ক র'; কিন্তু ফ ল দা ন', আবার ফ ল' দা ন' উচ্চারণও শুনা যায়।

৭০। জ গ ব ন্ধু, জ গ মো হ ন', এখানে প্রাকৃত উচ্চারণ-প্রভাবে জ গ শব্দের অ গ্রস্ত হয় নাই। প্রাকৃতে হসন্ত শব্দ নাই। ভ গ ব গ, ভ জ ক ট, ইত্যাদি স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। কেহ-কেহ ভ গ' ব গ', ভ জ' ক ট', উচ্চারণই করেন, তখন সাধারণ নিয়মেই কাজ হয়।

৭১। তদ্ভব বা দেশী শব্দের সমাসে বা দ্রুতোচ্চারণে সমস্যমান পদদ্বয় যদি একটিমাত্র শব্দের আকারে প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে সাধারণ নিয়মেই পূর্ব্ববর্ত্তী পদের অকার গ্রস্ত হয়। যেমন, মে জ দা দা হইতে মে জ' দা, সে জ দা দা হইতে সে জ' দা; ছো ট দা দা হইতে ছো ড' দা; ব ড় দা দা হইতে ব ড' দা; ছো ট ঠা কু র হইতে ছো ট' ঠা কু র; ব ড় ঠা কু র হইতে ব ট' ঠা কু র। এখানে মে জ', সে জ', ছো ট', ব ড' প্রভৃতি শব্দে যদিও অন্ত্য অকার বস্তুত হ্রস্বতম-ওকাররূপে উচ্চারিত হয়, তথাপি তাহাদের শেষে অপর একটি শব্দ যুক্ত হওয়ায় (যেমন, মে জ দা) ও তাহাতে সমগ্র শব্দটি একটিমাত্র পদরূপে পরিণত হইয়া পড়ায় দ্রুত উচ্চারণ হেতু মেজ-প্রভৃতির অকারটা হ্রস্বতম ওকাররূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে না; তাদৃশ অবকাশ বা ফাঁক পায় না।

৭২। এ কথা বলা বাহুল্য যে, পদ্যে এই সকল নিয়ম বৈকল্পিক; নিয়মানুসারে যেখানে অকারের গ্রস্ত হওয়া উচিত, পদ্যে স্থানবিশেষে তাহা হয়, আবার স্থানবিশেষে তাহা হয়-ও না।

৭৩। আর একটি কথা আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। আপনাদের মনে

থাকিতে পারে, পূর্ব্বের একটি পাঠে বলিয়াছি (ওকারতত্ত্ব, § § ১৩—১৪ ; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৪, ৩য় সংখ্যা, পৃ ১৮৮), প্রাতিশাখ্যকারগণের মতে সংস্কৃত ব র্ হিঃ শব্দের রকারে একটু অণুমাত্রিক অকার আছে। এই রকারকে একবারে হকারের সহিত যোগ করিয়া দ্রুতভাবে (যেমন আমরা করিয়া থাকি—ব হিঃ) উচ্চারণ করিলে তাঁহাদের মতে তাহা ঠিক হয় না। রকার ও হকারের মধ্যে সামান্য ঈষৎ একটু ব্যবধান থাকিবে, রকারের পর অণুমাত্রার অকার উচ্চারণ করিতে হইবে। মে ঘ ন্না, বা দ ন্না প্রভৃতি যে সকল স্থলে অকার গ্রস্ত হয়, সেখানেও অকারের একটু লেশ থাকে বলিয়া মনে হয়। আমরা মে ঘ্না, বা দ্না বলি কি ? আমি ঐ পাঠে একটা উদাহরণ দিয়াছিলাম, 'সে পথে আ স তে আ স তে (আসিতে আসিতে) পড়ে গেল', এখানে আ স তে-আ স তে পদের সকারে একটু অকারের আমেজ (অণুমাত্রিক অকার) আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহা না হইলে আ স্তে-আ স্তে (=ধীরে-ধীরে) হইয়া পড়ে। পা গ ন্না, বো গ ন্না (বক-অর্থে স ব ন্না কা হইতে, মালদহ-অঞ্চলে প্রচলিত, শু ব গলু—ব গ লো, মা ব গ ক্কা, হিং ব গ ন্না), ছা গ ন্না, এখানে গ-এর অথবা গ-এর সহিত ন্না র যেরূপ উচ্চারণ হইতেছে, তাহার সহিত গ্লা নি শব্দের গ-এর সহিত লা-এর উচ্চারণ তুলনা করিয়া দেখুন। এখানে মনে হইতেছে, বো গ ন্না, ছা গ ন্না র গকারে ঈষৎ-একটু অকারের যোগ আছে। বা ক ন্না এবং ক্লা ন্ত, ইহাদেরও উচ্চারণ তুলনা করুন। আবার ব জ রা (নৌকা) ও ব জ্রা ঘা ত, এখানেও অকারের উচ্চারণ লক্ষ্য করুন। এখানে ত সুস্পষ্টতই উভয়ের ভেদ বুঝা যাইতেছে, এবং ইহাও বুঝা যাইতেছে, ব জ রা র জ-এ একটু অকারের লেশ আছে। ছো ক রা ও আ ক্রা, আ ম রা ও আ ম্রা ত ক ইত্যাদি স্থলেও এইরূপ দেখা যায়। কিন্তু এখানে এই উচ্চারণ-ভেদের অন্য কারণ আছে। ব জ রা, ছো ক রা ইত্যাদি স্থলে একটিমাত্র জ বা ক উচ্চারিত হয়, কিন্তু ব জ্রা ঘা ত শব্দে যদিও একটিমাত্র জ লিখিত হয়, তথাপি বস্তুত আমরা উপর্য্যুপরি দুইটি জ উচ্চারণ করি, ব জ্ জ্রাঘাত। এইরূপ ছো ক রা শব্দে একটা ক, কিন্তু আ ক্রা বলিতে বস্তুত দুইটি ক, আ ক্ ক্রা। পাণিনিও এইরূপ স্থলে সাধারণত দ্বিত্বেরই বিধান করিয়াছেন ("অনচি চ")। অতএব এতাদৃশ স্থলে একটা সমাধান পাওয়া গেলেও, পা গ ন্না, ও গ্লানি প্রভৃতি শব্দে যে উচ্চারণ-ভেদ রহিয়াছে, তাহার সমাধান ত দেখিতেছি না। এখানে মনে হইতেছে, পা গ ন্না র গকারে অকারের লেশ আছে। কিন্তু কেবল তর্কের দ্বারা ইহা স্থির করা শক্ত ; কাহারো কানে হয় ত অকারের লেশ অনুভূত হইবে, কাহারো হইবে না। এই জন্য কেবল তাহার উপর নির্ভর না করিয়া যুক্তি অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। বা দ ন্না, মে ঘ ন্না প্রভৃতি শব্দের অকার যেরূপে গ্রস্ত হয়, পা হ্না কা, শি উ লি, চ ও ড়া প্রভৃতি শব্দের মধ্যবর্ত্তী স্বরের মাত্রা হ্রাসও সেই কারণেই হইয়া থাকে, ইহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। এখন শি উ লি প্রভৃতি শব্দের উকারাদির মাত্রা হ্রাসে যদি তাহার কিছু অবশেষ থাকে, তবে বা দ ন্না প্রভৃতিরও অকারের কিঞ্চিৎ অবশেষ থাকিবে, ইহা সহজেই মনে করা যাইতে পারে ; না

থাকিবার বিশেষ কোনো কারণ ত দেখা যাইতেছে না। তবে এটা ঠিক যে, শি উ লি প্রভৃতি স্থলে উকারের যতটুকু মাত্রা অনুভূত হয়, পা গ লা, মে ঘ লা প্রভৃতি স্থলে অকারের ততটুকু মাত্রার অনুভব হয় না, তাহা অপেক্ষা অনেক কম অনুভব হয়, হয় ত তাহার অর্দ্ধেক হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে ইহাকে অণুমাত্রা বলিতে পারা যায়। প্রাতিশাখ্যের ব্যাখ্যাকারেরা বলিয়াছেন, এই অণুমাত্রা ধরা যায় না—"ইন্দ্রিয়াবিষয়ো যোঽসাবণুরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।" কিন্তু তবুও তাঁহারা বলিতেছেন যে, তাহা আছে। ইহাতে মনে হয়, বিশেষজ্ঞেরই নিকটে ইহা ধরা পড়িত, সাধারণে ধরিতে পারিত না। তাই যদিও আমরা কেহ-কেহ এই গুপ্ত অকারকে কানে না ধরিতে পারি, তথাপি পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে তাহার সত্তাকে অস্বীকার করিতে পারি না। আমি এখানে প্রাতিশাখ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ইহাতে কেহ মনে করিবেন না, প্রাতিশাখ্যকারেরা সর্ব্বত্রই এইরূপ অনুমোদন করিয়া থাকেন। প্রাতিশাখ্যের মতে সাধারণত রকার বা লকারের সহিত উষ্ম বর্ণের যোগ হইলেই এইরূপ হয় ("রেফোষ্ম-সংযোগে রেফঃ স্বরভক্তিঃ" তৈ. প্রা.)। যেমন পূর্ব্বেই উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, ব র্ হিঃ, ব র্ ষ, ইত্যাদি। রকারের যোগে যদিও দ্বিত্বের সম্ভাবনা থাকে, তথাপি এতাদৃশ স্থলে দ্বিত্ব হইবে না, শিক্ষাকারেরা (যাজ্ঞবল্ক্য-শিক্ষা) ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদের এই মন্তব্যের সহিত ব জ্ঞা রা ও ব জ্ঞা ঘা ত শব্দের উচ্চারণ-ভেদ সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহার ঐক্য দেখা যাইতেছে। আপনারা এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। আমার এই শুষ্ক-নীরস আলোচনায় সম্ভবত আপনাদের সকলেরই ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে, এ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অদ্যকার মত এইখানেই আমার বক্তব্য শেষ করি।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

দ্রষ্টব্য—দীর্ঘ অ-কারের ধ্বনি-নির্দ্দেশ করিবার জন্য প্রবন্ধকার মহাশয় যে প্রকার মাত্রাযুক্ত অ-কার ব্যবহার করেন, সেইরূপ অক্ষর ছাপাখানায় না থাকায়, প্রথমে [অ৲] এই রূপ ব্যবহার করা হয়। পরে উহা প্রবন্ধকার মহাশয়ের অনুমোদিত না হওয়ায় [অ৳] ব্যবহার করা হইয়াছে। [অ৲] এবং [অ৳]—দুই রূপই দীর্ঘ অকারের ধ্বনিব্যঞ্জক—পাঠকগণ এই বিষয়ে একটু অবহিত হইবেন। পত্রিকাধ্যক্ষ।

২৪শ বার্ষিক, ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২৮শে মাঘ ১৩২৪, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৮, রবিবার

অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই, (সভাপতি), রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ, পি এইচ ডি, শ্রীমতিলাল ঘোষ, শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি, বি এ, শ্রীরায় সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, এম্ এ, বি এল্, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন এম এ, বি এল, শ্রীগুরুদাস সরকার এম এ, শ্রীশশিভূষণ সিংহ বি এ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় ব্যারিষ্টার, শ্রীরায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু এটর্ণি, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল্, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্, শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, শ্রীচারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ, শ্রীরায় বিনোদবিহারী বসু, শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী এম্ এ, শ্রীস্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুনীতিকুমার পাল এম্ এ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, কবিরাজ শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী, শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ এম্ এ, বি এল, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীমনোজমোহন বসু বি এল্, শ্রীপঞ্চানন মিত্র এম্ এ, শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্, শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীযদুনাথ সিংহ এম্ এ, শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ বি এ, শ্রীশশাঙ্কভূষণ সিংহ, শ্রীবিষ্ণুপদ রায় বি এ, শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ এম্ এ, শ্রীনবকুমার কবিরত্ন, শ্রীশ্রীজীব কাব্যতীর্থ, গোস্বামী শ্রীগোবর্দ্ধনলাল, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীপ্রতিভাকুমার সেন, শ্রীরাধারমণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীশীতলচন্দ্র রায়, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীঅমুকূলচন্দ্র বসু, শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র বি এ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম্ এ, ডাঃ শ্রীবারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্, শ্রীকালীকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীভবনাথ চৌধুরী, শ্রীসাতকড়ি অধিকারী এম্ এ, শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব বি এ, শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু, শ্রীসীতাংশুভূষণ মিত্র, শ্রীআশুতোষ দত্ত গুপ্ত, শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত, শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীজহরলাল বসু বি এল্, সেখ শ্রীহবিবর রহমন, শ্রীবিমলকান্তি ঘোষ এম্ এ, শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ, শ্রীহরিদাস সাহা, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীসতীন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীআশুতোষ চৌধুরী, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু, শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু, শ্রীচণ্ডীচরণ চন্দ্র,

শ্রীআনন্দমোহন পাল, শ্রীভূতনাথ দত্ত, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীমণীন্দ্রনাথ রাহা, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীতারকনাথ রায়, শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীতারিণীচরণ পাল, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র, শ্রীহরিচরণ মিত্র, শ্রীঠাকুরদাস বসু, শ্রীহীরালাল মিত্র, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ ধর, শ্রীউমাচরণ পাল, শ্রীসুশীলকুমার মিত্র, শ্রীচন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীরাধানাথ পাল, শ্রীকিশোরীচাঁদ দত্ত, শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীমন্মথনাথ মিত্র, শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দে, শ্রীঅনিলরঞ্জন দাসগুপ্ত, শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীবিষ্ণুপদ সরকার, শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমূল্যরঞ্জন রায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীঅজিতকুমার সরকার, শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ দাস, শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাস, শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল, শ্রীরমাপ্রসাদ বসু, শ্রীবিজনকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীচুনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুশীলচন্দ্র বাগচী, শ্রীরমণীমোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীকৃষ্ণমোহন সাহা, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাহা, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক), শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ (সহঃ সম্পাদক)।

আলোচ্য বিষয় – ১। স্থগিত ৪র্থ ও ৫ম মাসিক অধিবেশনের ও ২য় এবং ৩য় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যতীর্থ মহাশয়ের "অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ" নামক প্রবন্ধ। ৫। শোক-প্রকাশ—সার চন্দ্রমাধব ঘোষ, সার উইলিয়াম ওয়েডারবারণ, হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, সারদাপ্রসন্ন সরকার এম এ, অক্ষয়কুমার বসু বি এল, বিপিনকৃষ্ণ দত্ত, ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৬ বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্ মহাশয়ের সমর্থনে অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিবার আদেশ প্রদান করিলে, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—পরিষৎ সম্বন্ধে সংপ্রতি যে গোলযোগ চলিতেছে, তাহার মীমাংসার জন্য সভাপতি মহাশয় কয়েক জন ব্যক্তির উপর ভার অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা যে পর্য্যন্ত কোন মীমাংসায় উপনীত না হন, সে পর্য্যন্ত গত ৪র্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হওয়া উচিত নহে। সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, উক্ত কার্য্য-বিবরণ পাঠ অদ্য স্থগিত থাকুক।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—পরিষদের গোলযোগ মীমাংসার জন্য

সভাপতি মহাশয় কয়েক জন ব্যক্তির উপর ভার অর্পণ করিয়াছেন বটে ; কিন্তু তাহার সহিত এই কার্য্য-বিবরণ পাঠের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন,—পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত নহেন, এমন অনেক লোক এই সভায় উপস্থিত আছেন দেখিতেছি। তাঁহারা বোধ হয়, প্রবন্ধ শুনিবার জন্যই আসিয়াছেন। এই সকল ব্যক্তির সমক্ষে পরিষদের কোনও বিবাদের বিষয় আলোচিত হওয়ার আবশ্যকতা নাই এবং বিবাদী বিষয়ের আলোচনায় বহু সময় ব্যয় হইতে পারে। সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে অদ্য যে সকল নির্ব্বিরোধ বিষয় আছে, তাহাই প্রথমে আলোচিত হউক।

স্বামী শ্রীযুক্ত শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইহাতে সম্মত হইলেন।

২। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিবার আদেশ প্রদান করিলে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়াছেন জ্ঞাপন করিলে, তাঁহারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।—(নাম-তালিকা পরে দ্রষ্টব্য)

৩। তৎপরে শ্রীযুক্ত কিরণবাবু উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক ও পুথি প্রদাতৃগণের নাম পাঠ করিয়া উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। [পুস্তক-তালিকা পরে দ্রষ্টব্য]।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যতীর্থ মহাশয় তাঁহার "অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রবন্ধ-পাঠক মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি বলিলেন—প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার ভাষার সরলতায় অনেককেই আকৃষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ খুব সুচিন্তিত। এ জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র।

৫। শোক-প্রকাশ—সার চন্দ্রমাধব ঘোষ ও সার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ।—শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—দুইটি রত্ন আমরা হারাইয়াছি। প্রথম—সার চন্দ্রমাধব ঘোষ এবং দ্বিতীয়—সার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ। শেষোক্ত মনীষী সাহেব হইয়াও আমাদের জন্য যেরূপ কাজ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের ভাষা আমি খুঁজিয়া পাই না। সার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় তাঁহার উপার্জ্জিত অনেক অর্থ জীব-হিতের জন্য ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বাড়ীতে ছাত্র ও অন্যান্য লোকের জন্য একটি অতিথিশালা ছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অনেক গুপ্ত দানও ছিল। কায়স্থ-সমাজের তিনি একজন পরম-হিতৈষী ও কর্ম্মী ছিলেন।

হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ।—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এ, তত্ত্বনিধি মহাশয়

বলিলেন,—তাঁহার মত স্বাধীনচেতা লোক বড় দেখা যায় না। তিনি অমায়িক ও সরলচেতা লোক ছিলেন। তাঁহার এই স্বাধীন ও সরলচিত্ততা সাহিত্যেও বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সাহিত্য-সেবায় গতানুগতিকতা তাঁহার ছিল না।

পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলিলেন,—পূর্ণেন্দুবাবু পরিষদের একজন সহায়ক সদস্য ছিলেন। পরিষৎ-পত্রিকায় এবং রংপুর শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় তাঁহার অনেক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও পরিষদের জন্য একটি প্রাচীন তাম্রমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। আমি প্রস্তাব করিতেছি, তাঁহার মৃত্যুতে পরিষদের সহানুভূতি-সূচক প্রস্তাব তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।

এই সময় কোচবিহারনিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূর্ণেন্দুবাবুর বিধবা পত্নী এবং শিশু সন্তানগণের দুরবস্থার কথা বর্ণন করিয়া, তাঁহাদের জন্য সভার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ চুনীলাল বসু এম্ বি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন,—পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের অনাথ এবং দুস্থ পরিবারবর্গকে সাহায্য করিবার জন্য একটি ধন-ভাণ্ডার স্থাপিত হউক। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—এই প্রস্তাব কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে প্রেরণ করা আবশ্যক এবং শ্রীযুক্ত চুনীলালবাবু ইহাতে সম্মত হইলেন। এই প্রস্তাব সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করিলেন। সারদাপ্রসন্ন সরকার এম্ এ, অক্ষয়কুমার বসু বি এল্, বিপিনকৃষ্ণ দত্ত এবং গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে সভাপতি মহাশয় শোক-প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উহা গ্রহণ করিলেন।

বিবিধ।—অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জ্ঞাপন করিলেন যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ-মত উত্তরপাড়া সারস্বত-সম্মিলন নামক সভা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হুগলী শাখা-সভারূপে গৃহীত হইয়াছে।

তৎপরে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৩২৪ বঙ্গাব্দের সংশোধিত আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলে—উহা গৃহীত হইল।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় কার্য্য-বিবরণসমূহ পাঠ করিবার আদেশ প্রদান করিলে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ৪র্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ ছাড়া অপরাপর অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ সম্বন্ধে যখন কোন গোলযোগ নাই, তখন উহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হউক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে, সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে ৫ম মাসিক এবং ২য় ও ৩য় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

তৎপরে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় ৪র্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন।

এই বিবরণ পাঠের পর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন যে, এই বিবরণের মধ্যে আমি কয়েকটি স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন প্রস্তাব করিতে চাই। ১। ৪র্থ অধিবেশনের সভাপতি মহাশয় প্রথমে বলিয়াছিলেন যে, শ্রীযুক্ত হেমবাবুর প্রস্তাবের অন্তর্গত নামগুলি পঠিত হইবে কি না, সে সম্বন্ধে তিনি উপস্থিত সদস্যগণের মত লইবেন। কিন্তু তিনি পরে উপস্থিত সদস্যগণের মত না লইয়া নিজেই সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রস্তাবের অন্তর্গত নামগুলি পঠিত হইবে না। এই কথা কার্য্য-বিবরণীতে লিখিত হয় নাই। ইহাই আমার প্রথম আপত্তি।

সভাপতি মহাশয় উক্ত অধিবেশনের সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয়কে এ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য কি, জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন যে, তিনি ঠিক এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন কি না, তাহা তাঁহার স্মরণ নাই, হয় ত বলিয়া থাকিতেও পারেন। তিনি যে সকল কারণে নামের তালিকা-পাঠে আপত্তি করিয়াছিলেন এবং উহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হইবে, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে সভামধ্যে জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, ঐ বিষয় ঘটিয়া থাকিলেও কার্য্য-বিবরণীতে লিখিত হওয়া আবশ্যক নহে। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, সভাস্থলে অনেক কথাই হয়, সভাপতি মহাশয় হয় ত কথা-প্রসঙ্গে ঐ প্রকার কথা বলিতে পারেন, কিন্তু তিনি কোন রুলিং দেন নাই, পরে যখন রুলিং দেন, তখন তাহাই লিপিবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য—নচেৎ আগাগোড়া সমস্ত কথাবার্ত্তা লিখিতে হয়। এত খুঁটিনাটি করিয়া কার্য্য-বিবরণ লেখা কোথাও হয় না; মাত্র সিদ্ধান্ত-সকলই লিখিত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিলেন,—ইহা লিখিবার দরকার নাই। শ্রীযুক্ত রমেশবাবু বলিলেন,—আমি ইহা লেখা বিশেষ আবশ্যক মনে করি।

বহু বাদানুবাদের পর সভাপতি মহাশয় এ সম্বন্ধে ভোট গ্রহণ করিলেন। মাত্র ১২ বার জন সদস্য শ্রীযুক্ত রমেশবাবুর স্বপক্ষে এবং ১২ জনের অনেক অধিক সংখ্যক সদস্য ইহার বিপক্ষে মত দেওয়ায় ইহা গৃহীত হইল না।

২। শ্রীযুক্ত রমেশবাবু বলিলেন,—১ম "সভাপতি মহাশয়ের এই আদেশ অন্যায়" এইরূপ কথা আমি বলি নাই; এ ছত্রটি বাদ দেওয়া হউক। সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

২য়—আমি সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করিবার অনুমতি পাইলেও, আমি প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের রুলিং পাইবার প্রার্থনায় রুলিং দেওয়া হইল, ইহা লিখিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী বলিলেন,—শ্রীযুক্ত রমেশবাবুর এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে "পয়েণ্ট অব অর্ডার" (point of order) সংক্রান্ত এই কথা কয়টি "শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রবাবুর" এই শব্দগুলির পরে লিখিত হউক।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত রমেশবাবুর প্রস্তাব সংশোধন করিয়া বলিলেন,—"ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন" এই কথার পরে নিম্নলিখিত বাক্য সংযুক্ত করা হউক,—"এবং সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিতে উদ্যত হইলে, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় 'পয়েণ্ট অব অর্ডার' সম্বন্ধে এইরূপে লিখিত হউক।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুর এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত রমেশবাবু বলিলেন,—"সনির্ব্বন্ধ বিনীত অনুরোধ", ইহার অর্থ কি? "চঞ্চল ভাবে" এই অংশ উঠাইয়া দেওয়া হউক। ইহার পরে সভাপতি মহাশয় রায় চুনীলাল বসু বাহাদুরকে এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা বলিতে বলিলেন। তাহাতে রায় বাহাদুর বলিলেন যে, যদি প্রকৃত ঘটনা বলিতে হয়, তবে অনেক অসৌজন্যের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। সেই সব কথার উল্লেখ করিতে তিনি ইচ্ছা করেন না। অতঃপর সভাপতি মহাশয় এ সম্বন্ধে ভোট গ্রহণ করিলে, শ্রীযুক্ত রমেশবাবুর প্রস্তাবের স্বপক্ষে ৮ এবং বিপক্ষে তদতিরিক্ত বহুসংখ্যক ভোট হওয়ায় এই প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন,—"কার্য্য-বিবরণীতে সন্নিবিষ্ট করা হউক" এই অংশের পর "এবং তদনুসারে ঐরূপ করা স্থির হইল" ইহা লিখিত হউক।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—৪র্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণে আমার কথা ঠিক-মত লেখা হয় নাই। আমি তাহা ঠিক করিয়া লিখিয়া আনিয়াছি, ইহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হউক।

শ্রীযুক্ত হেমবাবুর লিখিত ৪র্থ মাসিক অধিবেশনের নিজ মন্তব্য গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় উহা গ্রহণের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ইহার প্রতিবাদ করিলেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় উক্ত অংশ পাঠ করিতে বলিলেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় উহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হইবার পক্ষে মত দিলেন। অবশেষে অধিকাংশের মতে উহা গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত সদস্যগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সংশোধিত ৪র্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইবে কি না

সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে উক্ত কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইল এবং স্থির হইল, অদ্যকার কার্য্য-বিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হউক।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে প্রস্তাবিত সদস্যগণের নাম-তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, সমর্থক—শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদস্য—এ, সি, চাটার্জ্জি বি এ, আই সি এস, সেক্রেটারি ইউ পি গবর্ণমেণ্ট, লক্ষ্ণৌ। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীনিত্যানন্দ সাহা বি এল, ছোট আদালতের উকিল, ৭।৪ বিনোদবিহারী সাহার লেন। প্রস্তাবক—শ্রীঅবতারচন্দ্র লাহা, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য—শ্রীকালীকৃষ্ণ রায়, ৪৩ আশুতোষ দের লেন। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরকেল, ৫৫ বলরাম দের ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ। প্রস্তাবক—শ্রীচিন্তাহরণ ঘটক, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ১০৩ চিংড়ীহাটা রোড, ইটালী। প্রস্তাবক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীবসন্তকুমার ঘোষ, ৬১ চড়কডাঙ্গা রোড, বেলেঘাটা। প্রস্তাবক—শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মোক্তার, বাজে প্রতাপপুর, বর্দ্ধমান। প্রস্তাবক—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীবিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী, ৯ কাস্তন দাসের লেন, বহুবাজার। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীরেবতীমোহন সেন বি এল, জজকোর্ট, ফরিদপুর। প্রস্তাবক—শ্রীওয়াহেদ হোসেন, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—মৌলবী শরাফৎ হোসেন, ৭।২ বৃন্দাবন পালের লেন। মৌলবী বদিয়ৎ রহমান বি এস সি, টেলার হোষ্টেল, ওয়েলিংটন স্কোয়ার। মৌলবী মোহাম্মদ আলী এম এস সি, বি এল, ১৪ চেৎলা হাট রোড। ডাঃ কে আহাম্মদ এল এম এস, তালতলা লেন। মৌলবী আজিজল হক্ বি এল, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। মৌলবী রিয়াজুর রহমান বি এ, আণ্টনীবাগান লেন। মৌলবী কে, এম, হেলাল, ১১ আণ্টনীবাগান লেন। মৌলবী নাসিম আলী এম এ, বি এল, মেয়র রোড, আলীপুর। মৌলবী আব্দুল গণি বি এল, ৯ হালসিবাগান রোড। মৌলবী আব্দুল গণি মোক্তার, মালদহ, ইংরেজবাজার। সৈয়দ গাজিয়ুল হক্ বি এ, ৮ মেডিকাল কলেজ ষ্ট্রীট। মৌলবী মহম্মদ ওয়াহেদুল্লাহ্ এম এ, ৮ মেডিকাল কলেজ ষ্ট্রীট। মৌলবী আমিনুদ্দিন আহম্মদ এম এ, বি এল, ৩ ইলিয়ট রোড। শ্রীপ্রমথলাল দত্ত বি এল, ১০৭।১ আহিরীপুকুর লেন। শ্রীপ্রবোধকুমার দাস বি এল, ২৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—

ঐ, সদস্য—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল, ২২ ক্যাণ্টোফার লেন, ইটালী। ডাঃ শ্রীশ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি, ৭ গোবর্দ্ধন দাসের লেন। ডাঃ শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ এম্ বি, ১ হেম করের লেন। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস বি এল, ১ গণেন মিত্র লেন। শ্রীবিপিন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী এম্ এ, ৯৩।১ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট্। শ্রীনারায়ণচন্দ্র বসু, ১৪।৪ জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীগোকুলদাস দে এম্ এ, ২৫।২ মোহনবাগান লেন। শ্রীরবীন্দ্রকুমার মিত্র বি এ, ১৯ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট। শ্রীবিনোদবিহারী দে, ২৮ ছুতারপাড়া লেন। শ্রীবিপিনবিহারী লাহা, ১৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্। শ্রীমনোরঞ্জন রায়চৌধুরী, ৫৩ সুকিয়া ষ্ট্রীট্। শ্রীকানাইলাল পাল এম এ, বি এল, ২৩২।২ অপার চিৎপুর রোড। শ্রীপশুপতিনাথ শাস্ত্রী এম এ, বি এল। ডাঃ শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ এম বি, ৯১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্। শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, ৫ রামপাল লেন, শোভাবাজার। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীশশাঙ্কশেখর সিংহ, ৪৪।১ জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট্। প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, সমর্থক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, সদস্য—শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৩৮ কালীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট্। প্রস্তাবক—শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীঅমূল্যচরণ দত্ত, ৩৮ ক্লাইব ষ্ট্রীট্। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীমন্মথনাথ সেন, সলিসিটর, বাগবাজার। শ্রীমণিলাল সেন, সলিসিটর। শ্রীপ্রিয়নাথ সেন, সলিসিটর। শ্রীচণ্ডীচরণ সেন সলিসিটর। শ্রীচন্দ্রনাথ মিত্র, জমিদার, ২০৩ আপার সার্কুলার রোড। জে, এন মিত্র ব্যারিষ্টার, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। ডাঃ শ্রীশরৎকুমার মল্লিক, এম ডি, ২৫ বিডন ষ্ট্রীট। শ্রীঅটলকুমার সেন, জমিদার, ১০ রাজেন্দ্র লেন। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মল্লিক, ২৮ রাধানাথ মল্লিকের লেন। শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, রায় বাহাদুর, ২৫ রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্। শ্রীদ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ১২ তেলিপাড়া লেন। শ্রীদুর্গাদাস ঘোষ বি এল, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্। শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ বি এল, ৩ চালতাবাগান লেন। শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১৭ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট্। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস বি এল, প্লিডার এস, সি, কোর্ট। শ্রীসুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কণ্ট্রাক্টর, ২৬ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, মারচেণ্ট, ৭।এ ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট্। শ্রীভূপেন্দ্রকুমার বসু এম এ, বি এল, ৩৭ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট্। শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্। এন্, হালদার, ষ্টার থিয়েটার। শ্রীচারুচন্দ্র শ্রীমানী বি ই, উল্টাডাঙ্গা। শ্রীসুপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী, ২৭ কলেজ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, সমর্থক—শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, সদস্য—শ্রীকালীচরণ সোম, এম এ, ৭৬ চক্রবেড়ে রোড, নর্থ। ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ এল্ এম্ এস্, ৪৬ নেবুতলা লেন। শ্রীপঞ্চানন সিংহ এম এ, বি এল, ১৪৭ রসারোড সাউথ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৬৫ বি পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর। শ্রীমনোরঞ্জন মল্লিক বি এল, ২ চক্রবেড়ে লেন, ভবানীপুর। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র বসু বি এল, ২৩।১ চক্রবেড়ে রোড। শ্রীসুরেন্দ্রমাধব মল্লিক এম এ, বি এল, ৪ বলরাম বসু ১ম লেন। মিঃ ধীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ৫৪ কাঁশারীপাড়া

রোড। শ্রীঋষীন্দ্রনাথ সরকার এম এ, বি এল। শ্রীসমরেন্দ্রকুমার দত্ত বি এল। হীরালাল সান্যাল। প্রস্তাবক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীঅনিলচন্দ্র গুপ্ত বি এ, বি এল, ৪৩ চাষাধোপা পাড়া ষ্ট্রীট্। শ্রীচণ্ডীদাস গুপ্ত বি এ, ৪০ চাষাধোপাপাড়া ষ্ট্রীট্। শ্রীসুধীরকুমার গুপ্ত বি এ, ৪২ চাষাধোপাপাড়া ষ্ট্রীট্। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, পার্ব্বতীচরণ ঘোষের ষ্ট্রীট্। শ্রীবিজেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল, ২০২ বহুবাজার ষ্ট্রীট্। শ্রীচুনীলাল সান্যাল এল্ এম্ এস্, হারিসন রোড। শ্রীসত্যভূষণ মুখোপাধ্যায়, ১ লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের গলি, পাথুরিয়াঘাটা। শ্রীসিদ্ধার্থকৃষ্ণ মজুমদার, ইশলামপুর, মুর্শিদাবাদ। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সেন রায় সাহেব, এম এ, বি এল, সম্বলপুর। শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল, ২ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট। শ্রীরাধিকালাল সাহা এম এ, বি এল, জোড়াবাগান, পুলিশ কোর্ট। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু বি এল, ঐ। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মৈত্র বি এল, ঐ। শ্রীহেমপ্রসাদ মৈত্র, ঐ। শ্রীকৃষ্ণধন মিত্র বি এল, ঐ। শ্রীকানাইলাল দত্ত বি এল, ১০০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু বি এল, ঐ। শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল, ২ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট। শ্রীনন্দগোপাল সান্যাল বি এল, ঐ। শ্রীশরৎচন্দ্র সান্যাল বি এল্, ঐ। শ্রীঅমরচন্দ্র ঘোষ বি এল, ঐ। মৌলভী মোসাহেবুদ্দিন আহম্মদ, উকীল, ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র গুহ, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি এল, ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এল, ঐ। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মিত্র বি এল, ঐ। শ্রীবিজয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, ২ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট। শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৩৭ কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট। শ্রীশশধর পরামাণিক বি এল, ছোট আদালত। শ্রীকেদারনাথ ভৌমিক বি এল, ২ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট্। শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ বি এল, জোড়াবাগান পুলিশকোর্ট। শ্রীযতীন্দ্রনাথ সোম এল এম্ এস, ৩৫ ময়ারপুর রোড। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জোড়াপুকুর লেন। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সাধু, উকিল, ২ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট্। শ্রীসরলচন্দ্র নাগ চৌধুরী বি এল্, ২ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট্। শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় বার-এট-ল, বার লাইব্রেরী, হাইকোর্ট। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল, ৪৬ মির্জাপুর ষ্ট্রীট্। শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত বি এল্, ১ রাজা গুরুদাস ষ্ট্রীট্। শ্রীকালীকৃষ্ণ গুপ্ত বি এল্, ছোট আদালত। প্রস্তাবক—শ্রীআশুতোষ ধর, সমর্থক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সদস্য—শ্রীবীরেশ্বর গুপ্ত, ১২৪।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ৬৫ কলেজ ষ্ট্রীট। শ্রীশশীন্দ্রচন্দ্র ধর, এম্ এস্ সি, প্রোফেসর ইউনিভারসিটি কলেজ। শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ২০ বেচুচাটার্জ্জি ষ্ট্রীট্। শ্রীকানাইলাল সাহা, এম্ এ, বি এল, উকীল, ঢাকা। শ্রীযোগেন্দ্রমোহন দত্ত বি এ, শাখারি বাজার, ঢাকা। শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন এম্ এ, মুরারিচাঁদ কলেজ, শ্রীহট্ট। শ্রীরসিকচন্দ্র বসু, মইষামুড়া, টাঙ্গাইল। শ্রীজীবনচন্দ্র তালুকদার এম এ, প্রোফেসর, ঢাকা কলেজ। শ্রীশরৎচন্দ্র দে বি এ, শিক্ষক ইষ্ট-বেঙ্গল ইনষ্টিটিউশন, ঢাকা। শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, হেড মাষ্টার, ভুবিলি স্কুল, ঢাকা। শ্রীচারুচন্দ্র গুহ, উয়ারী, ঢাকা। ডাক্তার শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত

এল এম এস, ঢাকা। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, ঐ। শ্রীতেজেন্দ্রনাথ বসু রায় চৌধুরী, এম এ, বি এল, উকিল, হাইকোর্ট। শ্রীপ্রশান্তভূষণ গুপ্ত এম এ, বি এল, উকিল, ঐ। শ্রীকুঞ্জলাল দাস এম এ, বি এল, উকিল, ঐ। শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, প্রোফেসর, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা। শ্রীবিনোদভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, হেড মাষ্টার, কুকুটিয়া, ঢাকা। শ্রীপ্রাণবল্লভ বসাক বি এ, এলবার্ট লাইব্রেরী, ঢাকা। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভদ্র, নয়াবাজার, ঢাকা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, ২৭ শিকদারপাড়া ষ্ট্রীট। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু এম বি, ঢাকা। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট। শ্রীহরমোহন দে, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত বি এল, উকীল। ঢাকা। শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল, মোক্তার, ঢাকা। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, প্লিডার, ঢাকা। শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ, ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বানার্জ্জি বি এল, ঐ। শ্রীতাপসচন্দ্র বানার্জ্জি বি এল, ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, বি এল, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র দাস, প্রোপ্রাইটর, ইষ্ট-বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ঢাকা। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার গুহ বি এল, প্লিডার, ঢাকা। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, ঐ। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গুহ বি এল, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এল, ঐ। শ্রীপণ্ডিতচন্দ্র দাস বি এল, ঐ। শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ বি এল, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার বি এল, ঐ। শ্রীঅমূল্যচরণ গুপ্ত বি এল, ঐ। শ্রীতারাপ্রসন্ন দাস বি এল, ঐ। শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, ঐ। শ্রীগগনচন্দ্র ঘোষ বি এল, ঐ। শ্রীশশিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল, ঐ। শ্রীমন্মথকুমার বসু বি এল, ঐ। শ্রীঅতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল, ঐ। শ্রীরেবতীমোহন ঘোষ বি এল, ঐ। শ্রীকরুণাময় সেন বি এল, ঐ। শ্রীঅন্নদাচরণ রায় বি এল, ঐ। শ্রীনগেন্দ্রকুমার সেন বি এল, ঐ। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত বি এল, ঐ। শ্রীজিতেন্দ্র-প্রসাদ সেন বি এল, ঐ। শ্রীঅম্বিকাচরণ নাথ বি এল, ঐ। শ্রীজয়ন্তকুমার বসু বি এল, ঐ। শ্রীপার্ব্বতীচরণ বসু মোক্তার, ঢাকা। শ্রীদিগেন্দ্রকুমার চন্দ, ঐ। শ্রীবীরেশ্বর সেন, জুট মার্চেন্ট, ফরিদাবাদ, ঢাকা। শ্রীভূপতিমুকুট ঘোষ, জুট মার্চেন্ট, ঐ। শ্রীবিনোদচন্দ্র বসাক বি এল, প্লিডার, ঢাকা। শ্রীহরিলাল ধর বি এল, ঐ। শ্রীঅবনীকুমার বসু, পটুয়া-টুলী, ঢাকা। শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, সূত্রাপুর, ঢাকা। শ্রীদীনেশচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়, জমিদার, ঐ। শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার, পটুয়াটুলী, ঢাকা। শ্রীপ্রিয়নাথ পাল, মার্চ্চেন্ট, উত্তর নবাবপুর, ঢাকা। শ্রীহরেন্দ্রকুমার কর, তালুকদার, বাসাবাড়ী লেন, ঢাকা। শ্রীনলিনীমোহন দত্ত বি এল, প্লিডার, ঢাকা। শ্রীসুধীরচন্দ্র সেন একাউন্টেন্ট, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, ময়মনসিংহ। শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সেন এম এ, এসিষ্ট্যাণ্ট হেড মাষ্টার, লোহাজঙ্গ হাই স্কুল, ঢাকা। প্রস্তাবক—কুমার শ্রীঅরুণচন্দ্র সিংহ, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, সদস্য—শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, মহাজনহাট, চট্টগ্রাম। শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ব্যারিষ্টার, কাঁশারিপাড়া রোড, ভবানীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, মহাজন-

হাট, চট্টগ্রাম। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায় বি এল, ৯৩ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, ৬০ চক্রবেড় রোড, নর্থ ভবানীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, সদস্য—শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ১।৫৭ মাত্রে রোড, মান্দ্রাজ। শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, ৫ কুমারটুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীশোকহরণ দাস গুপ্ত, ৬৮।২এ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট। শ্রীতিমিরহরণ দাস গুপ্ত, ১৬ চন্দ্রকান্ত চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, ভবানীপুর। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন, ঐ। শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন, শিক্ষক, গোপালগঞ্জ হাই স্কুল। শ্রীঅন্নদাচরণ গুপ্ত, ৫ ল্যান্সডাউন লেন। শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত, ১ সদর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, ৫ ল্যান্সডাউন লেন। শ্রীক্ষিতিমোহন দাস গুপ্ত, প্রোফেসর। শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন। শ্রীজিতেন্দ্রকুমার সেন, ৭২ ল্যান্সডাউন রোড। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। শ্রীযাদবচন্দ্র সেন, ৬ ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু, প্রোফেসর হোলকার্স কলেজ, ইন্দোর। শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস, রূপনাথ দাসের বাড়ী, ঢাকা। শ্রীইন্দুভূষণ বানার্জ্জি, এসিষ্ট্যাণ্ট প্রোফেসর, কলিকাতা ইউনিভারসিটি। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চাটার্জ্জি, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ঐ। শ্রীবিজয়কুমার সরকার, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু। শ্রীশ্রীশচন্দ্র সিংহ। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার। শ্রীবিজলীবিহারী সরকার। শ্রীমণীন্দ্রনাথ সিংহ। শ্রীমণীন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত। শ্রীকৈলাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, হাইকোর্ট। শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার। শ্রীইন্দুভূষণ রায়, হাইকোর্ট। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র। ডাঃ শ্রীবিমানবিহারী দে। শ্রীরামেশ্বরপ্রসন্ন সেন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন, জমিদার, বরিশাল। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন জমিদার, ঐ। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন জমিদার, ঐ। শ্রীগোপালচন্দ্র দাস গুপ্ত, উকিল, বরিশাল। শ্রীরাজেশ্বর দাস, ডেপুটী ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচার, বেঙ্গল। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায়, ইন্‌কাম ট্যাক্স এসেসর, ফরিদপুর। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সেন, চাউলপট্টি। শ্রীবিজয়চন্দ্র সেন, প্রোফেসর কটন কলেজ, গৌহাটী। শ্রীকালীপ্রসন্ন পিপলাই, উকিল, হাইকোর্ট। শ্রীবিশ্বেশ্বর সেন, সাব ডেপুটী, চাঁদপুর, কুমিল্লা। শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায় চৌধুরী, বরিশাল। শ্রীশচীন্দ্রকুমার রায়, প্লিডার, কুমিল্লা। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত, ভরদ্বাজহাট, নোয়াখালী। প্রস্তাবক—শ্রীরাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীবোধিসত্ব সেন, সদস্য—শ্রীমথুরানাথ মুখোপাধ্যায়, গোরাবাজার, বহরমপুর। শ্রীকালিদাস রায়, ঐ। কবিরাজ শ্রীমুকুন্দলাল সেন, ঐ। শ্রীজগদীশ্বর সেন, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ঐ। ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দত্ত, ঐ। শ্রীআব্দুল গণি বি এল, উকিল, ঐ। শ্রীগোকুলকৃষ্ণ ঠাকুর বি এল, ঐ। শ্রীবিজপদ সেন গুপ্ত, বি এল, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল, ঐ। শ্রীহরিদাস নন্দী, মোক্তার, ঐ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দোবে, ঐ। শ্রীশ্রীশচন্দ্র মৈত্র, ঐ। শ্রীফকিরচন্দ্র ঘোষ হেড ক্লার্ক, ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ড, ঐ। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারী, ট্রেজারার্স কালেক্টর, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র অফিস, বহরমপুর। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সেন, গোরাবাজার, বহরমপুর।

শ্রীহীরালাল সাহা, ঐ। শ্রীবনবিহারী দাস এম এ, লেক্‌চারার—কে, এন্ কলেজ, বহরমপুর। শ্রীদীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় এম্ এস্ সি, কলেজ মেইন হোষ্টেল, বহরমপুর। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বাগচি এম এ, প্রোফেসর কে, এন্ কলেজ, বহরমপুর। শ্রীযতীশচন্দ্র মিত্র এম্ এ, ঐ। শ্রীকমলাক্ষ দাস্ গুপ্ত এম্ এ, ঐ। শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, নিউ হোষ্টেল, বহরমপুর। শ্রীবাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বহরমপুর। শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত বি এ, কে, এন কলেজ, বহরমপুর। শ্রীহৃষীকেশ বসু, ঐ। শ্রীবঙ্গলাল রায় চৌধুরী, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীনীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ভট্টাচার্য্য পাড়া, ঐ। শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীতেজশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উকিলাবাদ, বহরমপুর। শ্রীফণিভূষণ রায়, কাদাই, বহরমপুর। শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ সিংহ চৌধুরী, জমিদার, মৃণ্ময়ী কুটীর, বহরমপুর। শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ বসু সর্ব্বাধিকারী, জমিদার, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীনরেন্দ্রকিশোর মুখোপাধ্যায়, উকিল, গোরাবাজার, বহরমপুর। শ্রীঅবনীকান্ত সান্যাল, বহরমপুর। শ্রীইন্দুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীবিভুদান বিশ্বাস, ঐ। শ্রীখগেন্দ্রবিহারী দত্ত, কাদাই, বহরমপুর। শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য বি এল, উকীল, বহরমপুর। শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, দি টেনারী, বহরমপুর। শ্রীশরদিন্দুনাথ রায় বি এ, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীরমাপতি ঘোষ এম এ, বি এল, উকিল, কাদাই, বহরমপুর। শ্রীরাধিকা প্রসাদ দত্ত, কাদাই, বহরমপুর। শ্রীপঙ্কজনাথ গুপ্ত বি এল, উকীল। শ্রীসুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় বি এল, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীকালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। একরাম উল হক্, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীভবণীমোহন রায়, উকিল, ঐ। শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ সেন বি এল, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায় বি এল, উকিল, গোরাবাজার, বহরমপুর। শ্রীঅন্নদা প্রসাদ চৌধুরী, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। মহম্মদ আব্দুস্সমদ, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীপ্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী বি এল, গোরাবাজার, বহরমপুর। শ্রীযুগলকিশোর হোর, বহরমপুর। শ্রীমণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, উকিল, বহরমপুর। শ্রীরামচন্দ্র তালুকদার, উকিল, ঐ। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন সিংহ বি এল, উকিল, ঐ। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, উকিল, বহরমপুর। শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ বাগচী, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ রায়, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকিল, সৈদাবাদ, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীমোহমোহন সেন বি এল, উকিল, কাদাই, বহরমপুর। শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায় বি এল, উকিল, বহরমপুর। শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী বি এল, উকিল, বহরমপুর। শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, বি এল, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীধীরাজচন্দ্র রায় বি এল, উকীল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীঅনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য মোক্তার, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীহেমচন্দ্র ঠাকুর, মোক্তার, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, মোক্তার, ঐ। শ্রীকৃষ্ণনাথ গুপ্ত, মোক্তার, গোরাবাজার, বহরমপুর। শ্রীপ্রমথনাথ মৈত্র, মোক্তার, বহরমপুর। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সরকার, মোক্তার, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীবনওয়ারীলাল গোস্বামী, মোক্তার, সৈদাবাদ, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীশ্যামাপদ গুপ্ত, মোক্তার, বহরমপুর। শ্রীবিজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী,

মোক্তার, বহরমপুর। শ্রীপ্রসাদদাস সেন গুপ্ত এম এস সি, বি ই, খাগড়া, বহরমপুর। ডাঃ শ্রীরামদাস পাঁড়ে এম, সি, পি, এস, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মার্চ্চেণ্ট, বাউখোলা, বহরমপুর। শ্রীঅনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, মোক্তার, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীরমানাথ মুখোপাধ্যায়, মোক্তার, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীযতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কান্দাই, বহরমপুর। শ্রীত্রিভঙ্গমোহন সেন, ডাক্তার, কোতোয়ালী রোড, বহরমপুর। শ্রীহেমলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীবিষ্ণুরথ সেন বি এল, উকিল, ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় এম এ, ১২ গুলুওস্তাগর লেন, কলিকাতা। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার, সদস্য—শ্রীপ্রিয়গোপাল দাস। কুমার শ্রীশরৎকুমার মিত্র বি এ, ৩৪। শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, বসুপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বোসপাড়া লেন। রায় সাহেব শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এডুকেসন ডিপার্টমেণ্ট, সিমলা। প্রস্তাবক—শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীমনোমোহন রায় চৌধুরী, বি এল, মুন্সীহাউস, বরাহনগর। শ্রীসুধীরঞ্জন রায় চৌধুরী বি এ, ৫৯ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। শ্রীমুকুন্দলাল রায় চৌধুরী বি এ, ঐ। শ্রীপ্রেমরঞ্জন রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, বি এস্ সি, এম এ, বি এল, ১০৩ কাঁশারীপাড়া রোড, ভবানীপুর। শ্রীপ্রিয়নাথ বিশ্বাস এম্ এস্ সি, ৮৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীশৈলেশনাথ রায় চৌধুরী বি এল, ঐ। শ্রীইন্দুভূষণ বিশ্বাস, বি এল, ভবানীপুর। শ্রীচারুচন্দ্র বসু এম এ, বি এল, অফিসিয়েটিং মুনসেফ, পটুয়াখালী। শ্রীকিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মুন্সীহাউস, বরাহনগর। শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু চৌধুরী, টাকী মিউনিসিপালিটী, টাকী। শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, কলুপাড়া। শ্রীবিজেন্দ্রনাথ বানার্জ্জি, মইরাডাঙ্গা। শ্রীউপেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি, ইণ্ডিয়ান আর্ট ষ্টুডিও। শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ বি এস্ সি, কুঠীঘাটা। শ্রীললিতমোহন বানার্জ্জি, বি এল, কুঠীঘাটা। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীনিত্যানন্দ সরকার। শ্রীসত্যভূষণ সিংহ। শ্রীনিতাইসুন্দর সিংহ, এম্ এ, হেডমাষ্টার জে, বি, ইন্‌ষ্টিটিউশন, বালীগঞ্জ। শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গোস্বামী। কবিরাজ শ্রীরাখালদাস কাব্যতীর্থ। কবিরাজ শ্রীআশুতোষ কাব্যতীর্থ। শ্রীখগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বসু বি ই। শ্রীঅভয়াপদ চাটার্জ্জি। শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ এম এ, বি এল। শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, ৬০।৩।১ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। শ্রীরামেন্দ্রনাথ সিংহ। শ্রীভোলানাথ ঘোষ। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ, বি এল। শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষ। শ্রীনিশিকান্ত বসু। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সিংহ। কুমার শ্রীসতীশকান্ত রায়। শ্রীগঙ্গাধর ঘোষ চৌধুরী। শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ রায়। প্রস্তাবক—শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, সদস্য—শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১ প্যারীমোহন পালের লেন। শ্রীদেবকীনন্দন নাথ বি এ, ২৮।১ বলরাম দের ষ্ট্রীট। শ্রীনগেন্দ্রলাল রায়, ২১ জোড়াপুকুর লেন। শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত, ৪০ চাষাধোপাপাড়া ষ্ট্রীট।

শ্রীখগেন্দ্রমোহন সিংহ, ১১২ পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া। শ্রীসত্যচরণ মিত্র, ৩২ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রস্তাবক—শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ, সমর্থক—শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সদস্য—শ্রীগোবিন্দগোপাল ঘোষ, ১৫৮ লোয়ার সারকুলার রোড। শ্রীনলিনীমোহন সিংহ, ঐ। শ্রীবিজয়গোপাল সিংহ, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র সিংহ, ঐ। শ্রীযাদবচন্দ্র ঘোষ হাজরা, ঐ। শ্রীপ্রফুল্লনাথ সিংহ, ১৪১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীনিত্যশরণ মুখোপাধ্যায়, ৩৫।২।১ অখিল মিস্ত্রী লেন। প্রস্তাবক—রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—রায় সাহেব শ্রীরসিকলাল রায়, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, শিয়ালদহ, গড়পার। শ্রীকেদারনাথ বসু, অখিল মিস্ত্রী লেন। শ্রীনলিনীকান্ত চাটার্জ্জি বি এল, উকিল। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকিল, বেলেঘাটা। শ্রীভোলানাথ চৌধুরী বি এল। শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ গুহ। শ্রীঅম্বুজকুমার চাটার্জ্জি। শ্রীঅন্নদাচরণ সর্দ্দার। শ্রীভোলানাথ দত্ত। শ্রীনিরঞ্জনকুমার শীল। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মিত্র, পাবলিক প্রসিকিউটর, আলিপুর। প্রস্তাবক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সমর্থক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—শ্রীনিশিকান্ত ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ। শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য। শ্রীরাধানাথ চক্রবর্ত্তী। শ্রীসত্যচরণ ঘোষাল। প্রস্তাবক—শ্রীশশিভূষণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীরাজকুমার ভড় এম এ, রিপণ কলিজিয়েট স্কুল। শ্রীসুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। শ্রীমন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ রায়। শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য। শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য। শ্রীপ্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ। শ্রীজগজ্জীবন ঘোষ। শ্রীবটকৃষ্ণ বসু। শ্রীমহিমচন্দ্র বসু। শ্রীমহিমচন্দ্র আঢ্য। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র দাস। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু। শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীশশিভূষণ চক্রবর্ত্তী। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীবেণীমাধব পাল। শ্রীনারায়ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। শ্রীশশধর মিত্র। শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীঅম্বুজাক্ষ ধর বি এ, ৩৮।৭ সুকিয়া ষ্ট্রীট। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৈত্র বি এ। শ্রীহরিশরণ মৈত্র বি এস সি। শ্রীসুধাময় চট্টোপাধ্যায়। শ্রীভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ। শ্রীঅতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী বি এ। শ্রীঅনাদিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস বি এ। শ্রীবিজয়চন্দ্র আচার্য্য বি এ। শ্রীকুমুদবন্ধু ঘোষ বি এ। শ্রীপবীকুমার সিংহ। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু। শ্রীসৌরেশচন্দ্র ঘটক বি এ। শ্রীনীললোহিত ভট্টাচার্য্য বি এ। শ্রীকালীপদ গাঙ্গুলী। শ্রীহরকালী বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীমহাদেব চক্রবর্ত্তী। শ্রীগোকুলকৃষ্ণ মজুমদার এম এস সি। শ্রীরসরাজ পাল। শ্রীদাশরথি পাঠক। শ্রীপ্রফুল্লকুমার মজুমদার। শ্রীশিবদাস মুখোপাধ্যায়। শ্রীঅতুলচন্দ্র দাস। শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন গুপ্ত। শ্রীলোকেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এস্ সি। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাহা বি এ। শ্রীশরৎচন্দ্র দাস। শ্রীনগেন্দ্রনাথ নন্দী। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এম্ এ। শ্রীসুধীরকুমার সেন গুপ্ত বি এ। শ্রীসুশীলকুমার সাহা। শ্রীহরিশ্চন্দ্র

লাহিড়ী এম এ। শ্রীশক্তিপদ কুণ্ডু। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়। শ্রীবীরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী বি এ। শ্রীপ্রমথনাথ বসু। শ্রীপশুপতি সিংহ। শ্রীহেমন্তকুমার মৈত্র। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার। শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল চৌধুরী। শ্রীআব্দুল আলী বিশ্বাস এম এ, হেড মাষ্টার। শ্রীধরণীধর দিন্দা এম এ, এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার। আলকেন্দ্রী সেরওয়ারিডী এম এ। এরসাদ হোসেন বি এ। শ্রীশচন্দ্র ঘোষ বি এ। শ্রীসীতারাম সিংহ রায় বি এ। বাদিওর রহমান য়িয়া বি এ। আমিরুদ্দিন আহম্মদ বি এ। আব্দুল লতিফ খন্দকার। আব্দুল আজিজ বি এল, গভর্ণমেণ্ট স্কুল, বারাকপুর। আব্দুল গণি বি এল, উকিল, কান্দী। প্রস্তাবক—শ্রীযদুনাথ সিংহ, সমর্থক—শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ, সদস্য—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মণ্ডল বি এ, ১৮ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্। শ্রীনরেশচন্দ্র ঘোষ বি এ, হার্ডিং হোষ্টেল। শ্রীমুকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ঐ। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৮৫ হার্ডিং হোষ্টেল। শ্রীঅমূল্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এম এ, ৮।৯ হ্যারিসন রোড। শ্রীরমাপ্রসন্ন সান্যাল বি এ, ঐ। শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র বি এ, ঐ। শ্রীদ্বারকানাথ মজুমদার, মিত্রভূম, কুরুমগ্রাম, বীরভূম। শ্রীজয়কুমার পাল বি এল, উকিল, পাঁচগাছিয়া, ত্রিপুরা। শ্রীহরিদাস মৈত্র বি এ, ১১৩ হার্ডিং হোষ্টেল। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায় বি এ, ৮।৯ হ্যারিসন রোড। শ্রীলালমোহন চক্রবর্ত্তী বি এ, ২৪ হ্যারিসন রোড। শ্রীঅক্ষয়-কুমার কুণ্ডু বি এ, ৮।৯ হ্যারিসন রোড। শ্রীঅতুলবিহারী রায় বি এ, ঐ। শ্রীক্ষিতিমোহন সান্যাল বি এ, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি এ, ঐ। শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় বি এ, ঐ। শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ৬৬ হ্যারিসন রোড। শ্রীঅনাদিচরণ সেন বি এ, ১৫৭ হার্ডিং হোষ্টেল। শ্রীরামবন্ধু পট্টনায়ক, ৩।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু এম এ। শ্রীপতিনাথ ঘোষ বি এস সি। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ। শ্রীযশঃপ্রকাশ মিত্র। শ্রীক্ষুদিরাম নাগ। শ্রীশিশিরচন্দ্র খাঁ। শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীতারাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দেব। শ্রীবীরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীতারাপদ বিশ্বাস। শ্রীযশোদাকুমার মোদক। শ্রীবিজয়কুমার দাস। শ্রীনকুলচন্দ্র সেন গুপ্ত। শ্রীসুরেশচন্দ্র নাগ। শ্রীশচীকান্ত দাস গুপ্ত। শ্রীনন্দলাল রায়। শ্রীউপেন্দ্রনাথ দে। শ্রীবৃন্দাবন সিংহ রায় বি এ। শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এস সি। শ্রীঅনিলকুমার আচার্য্য চৌধুরী। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দাস বি এ। শ্রীঅতুলচন্দ্র পাইন বি এ। শ্রীহৃষীকেশ মল্লিক। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রস্তাবক—শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী, সমর্থক—শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত, সদস্য—শ্রীজগদীশ বাজপেয়ী, উকিল, কান্দী, মুর্শিদাবাদ। শ্রীআশুতোষ বাজপেয়ী। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু। শ্রীজ্ঞানদা-প্রসাদ ত্রিবেদী। শ্রীঅভয়াপদ ত্রিবেদী। শ্রীবিষ্ণুপদ ত্রিবেদী। শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ মিত্র। প্রস্তাবক—শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার, সদস্য—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন এম এ, বি এল। শ্রীকামাখ্যাপ্রসন্ন বসু বি এল। শ্রীসুজরেন্দ্রনাথ বসু। শ্রীগুণেন্দ্রমোহন বসু। শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল। শ্রীযশোদাকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ। শ্রীতপকৃষ্ণ ঘোষ মৌলিক বি এ। সুরেশচন্দ্র সিংহ এম এ। শ্রীহারাণচন্দ্র ভাদুড়ী। শ্রীগিরিজা-

ভূষণ সিংহ বি এ। শ্রীসন্তোষকুমার ধর বি এ, ১ বাহুড়বাগান লেন। প্রস্তাবক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সমর্থক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—রায় শ্রীকুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, ২৩।৪ রায়বাগান ষ্ট্রীট। শ্রীবনবিহারী বসু, ৬।১২ বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীবটবিহারী বসু, ঐ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উষ্ট্রট-সাগর, ১৬।১এ বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, ৩২।১এ আনন্দ লেন। শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ, ২ আনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেন। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ, ৬ কৃষ্ণদাস পালের লেন। শ্রীমনোমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ, ২১ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, দরমাহাটা ষ্ট্রীট, নিমতলা। শ্রীজহরলাল মল্লিক, মল্লিকস্ লজ, মাণিকতলা। শ্রীঅর্দ্ধেন্দু-শেখর মুখোপাধ্যায় বি এ, ৩ গড়বড়ী রোড লেন, খিদিরপুর। শ্রীগোকুলচন্দ্র লাহা, ২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মল্লিক, ১৬৪ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীসুরেন্দ্র-কুমার দে এল এম এস, ৬ বলরাম দের ষ্ট্রীট। শ্রীশরচ্চন্দ্র মল্লিক, ৬১ অপার চিৎপুর রোড। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মল্লিক, ১৬৪ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীবিনোদলাল চক্রবর্ত্তী এম এস্ সি, ৫০।১ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মল্লিক, ১৫।১ সীতানাথ রোড, সিমলা। শ্রীচন্দ্রনাথ মিত্র, ২২৬ আপার সারকুলার রোড। শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র, ১০ উল্টাডিঙ্গি রোড। শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ, ৭৪ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। শ্রীহরিমোহন দে, ১৮ হরিতকীবাগান। শ্রীঝুলন-লাল বসু, ১২৯।১।৩০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১৮৫ আপার সারকুলার রোড। শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১১৫।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীনলিনীনাথ শেঠ, ৩ বাঁশ-তলা ষ্ট্রীট। শ্রীকালাচাঁদ বটব্যাল বি এ, ৬।১।১ বলরাম দের ষ্ট্রীট। শ্রীবেচারাম মল্লিক, ৩ ফিয়ার লেন। শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন বসু, ৮৬ মেছুয়াবজার ষ্ট্রীট। শ্রীসুধীরলাল বন্দ্যো-পাধ্যায়, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীআশুতোষ মজুমদার, ৫ বলরাম দের ষ্ট্রীট। শ্রীআশুতোষ বসু, ২২।২ ঈশ্বর মিল সেন। শ্রীহরিপদ দত্ত বি এ, ৬৫ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট। শ্রীশৈলেন্দ্র-মোহন দত্ত বি এ, ১১ ঘোষের লেন। শ্রীঅনিলনাথ বসু, ২২৮।১ আপার সারকুলার রোড। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মিত্র এটর্ণি, ১ রামরতন বসুর লেন। শ্রীসতীশচরণ লাহা, ২২৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীবলাইচন্দ্র সেন, ২৯ কলুটোলা ষ্ট্রীট। কুমার শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, ১০ হাজার-ফোর্ট ষ্ট্রীট। শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ, ৪৭ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীরায় বিনোদবিহারী বসু, সমর্থক—শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, সদস্য—শ্রীসুবোধচন্দ্র মিত্র, ১২ শিবনারায়ণ দাসের লেন। শ্রীতারিণীচরণ বসু, ১৫ কাঁটাপুকুর লেন। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩ হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১।১ নিকাশীপাড়া লেন। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২২৬ আপার সারকুলার রোড। শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দে, ৩৫।১ বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীকৃষ্ণলাল মিত্র, ৮৮ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীক্ষীরোদকৃষ্ণ বসু, ৮৬ গ্রে ষ্ট্রীট। শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, ৬ শ্যাম-পুকুর ষ্ট্রীট। শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস ঘোষ, ১৫২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীটিকমলাল সিং, ২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীশরদিন্দু মিত্র, ৪৩ বিডন রো। শ্রীবটকৃষ্ণ বসু, ১৯ বসুপাড়া লেন। শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি এ, ৩৪ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। শ্রীহেমন্তকুমার মিত্র, ঐ। শ্রীবসন্তকুমার

মিত্র, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র বি এ, ঐ। শ্রীকেদারনাথ মিত্র, ৩২ ভীম মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪ পশুপতি বসুর লেন। শ্রীআশুতোষ বসু, ১৯ বসুপাড়া লেন। শ্রীহরিদাস ঘোষ, ৬ বিশ্বকোষ লেন। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র, ৮৩ বলরাম দের ষ্ট্রীট। শ্রীবেণীমাধব ভড় বি এল, ৪৫।২এ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীমিহিরলাল দাস নন্দী বি এ, ২ ভৈরব চাটুর্য্যের লেন। শ্রীনলিনচন্দ্র গুপ্ত এটর্ণি, ৪৩ চাষাধোপাপাড়া। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, ৩৭ সোয়ালো লেন। শ্রীলক্ষ্মণদাস মল্লিক, ৩৬ সীতানাথ রোড। শ্রীপ্রিয়নাথ মল্লিক, মল্লিকস্ লজ, মাণিকতলা। কুমার শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ রায়, ২৪।১ দরমাহাটা ষ্ট্রীট। শ্রীঅমূল্যচরণ দত্ত এল এম এস্, ১৫ জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, সিমলা। শ্রীসুরথচন্দ্র দে, ৪৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীগণেন্দ্র-কৃষ্ণ মিত্র জমিদার, ১৯ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীরাজেন্দ্রলাল ঠাকুর, ৩।১ গোপীমোহন দত্তের লেন। শ্রীবিপিনকৃষ্ণ ঘোষ, ১৩ গোপীকৃষ্ণ পালের লেন। শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত, ৬১ বিডন ষ্ট্রীট। শ্রীনলিনচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীপ্রবোধকুমার দত্ত, সিমলাঘাট ষ্ট্রীট। অধ্যাপক শ্রীগুরুদাস গুপ্ত, বিদ্যাবিনোদ, ৬৩ সিমলা ষ্ট্রীট। শ্রীহরিচরণ বিদ্যারত্ন, ৫৬।৩ গ্রেষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, সমর্থক—শ্রীবিমলকান্তি ঘোষ, সদস্য—শ্রীগোপাল-লাল ঘোষ, ২ আনন্দচন্দ্র চাটুর্য্যের লেন। শ্রীবিজনকান্তি ঘোষ, ঐ। শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষ বি এ, ঐ। শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, ঐ। শ্রীসুনীলকান্তি ঘোষ, ঐ। শ্রীপরমানন্দ দত্ত, ঐ। শ্রীসত্যগোপাল দত্ত বি এ, ঐ। শ্রীফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৮।৮ বসুপাড়া লেন। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১৮।১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন। শ্রীশম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৪ কাটাপুকুর লেন। শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু, ১৮।১ হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীভূপতিভূষণ রায়, ৩৩ বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীবিজয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৩৪ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট। শ্রীমানসনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪ কাঁটা-পুকুর লেন। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী পোঃ। শ্রীতারাপদ সিংহ বি এ, ৮ সরকারবাড়ী লেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ মজুমদার এম এ, শঙ্কর ঘোষের লেন। শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার, ৭১।১ মুক্তাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীদীননাথ রায়, ৬ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন। শ্রীদিবাকর মিত্র, ৯ নবীন পালের লেন। শ্রীবিজলীবিহারী নিয়োগী বি এ, ১৯।এ বাগ-বাজার ষ্ট্রীট। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ৬৮।১ বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায় বি এ, ২।বি উল্টাডিঙ্গি লেন। শ্রীবন্ধুবিহারী ঘোষ এম এ, ১৩সি বাগবাজার ষ্ট্রীট; শ্রীকেশব-লাল রায় কবিরাজ, ৪১ ঐ। শ্রীলালমোহন ঘোষ, ১৩বি ঐ। শ্রীতারকনাথ চক্রবর্ত্তী, ৭২।২ ঐ। শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এম এ, ৭২।১ বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীরাসবিহারী দাস, ১৬ হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ, অমৃতবাজার পত্রিকা আফিস। শ্রীপীযূষ-কান্তি ঘোষ, ২ আনন্দ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট। শ্রীনাটুগোপাল দে সরকার, ১৭৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীসত্যচরণ নন্দী, ২৬ রামতনু বসুর লেন। শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথ বি এস্ সি, ৩৯ দেবনারায়ণ দাসের লেন। শ্রীনরেশচন্দ্র নাগ, ৯এ বিশ্বকোষ লেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস, ২৯ দুর্গাচরণ মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট, বাগবাজার। শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ, ২৫ দুর্গাচরণ মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—

শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য—শ্রীকুঞ্জবিহারী ঘোষ বি এল, এটর্ণি, ১৪ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট। শ্রীমোহিতকুমার সিংহ, ১৪ বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট। শ্রীকিশোরচন্দ্র ঘোষ এম এস সি, ১৪ গোপীকৃষ্ণ পালের গলি। শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু বি এ, ৭ রাজাবাগান ষ্ট্রীট। শ্রীউমেশচন্দ্র গুহ বি এল, ৩৭ সুকিয়া ষ্ট্রীট। শ্রীনৃসিংহপদ দত্ত বি এল, ৪ ইডেন হাঁসপাতাল রোড। শ্রীগোপালচন্দ্র দে এম এ, বি এল, ৩ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। শ্রীখগেন্দ্রনাথ দত্ত বি এল, ৭ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন। শ্রীকরালীচরণ বসু বি এল, ৩ করিস্‌চার্চ্চ লেন। শ্রীসুরেশচন্দ্র গোস্বামী বি এল, ২।১ এইচ হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ার। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল, ১০।২ নাথের বাগান ষ্ট্রীট। শ্রীছক্‌মল চোপড়া বি এল, ৪৭ খোংরাপটী, বড়বাজার। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু বি এল, ৫০ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট। শ্রীনিশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বি এল, ২৪ তেলীপাড়া লেন। শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুহ বি এল, ১০৪ কাঁসারীপাড়া রোড। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৩৮ পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন। শ্রীশশধর প্রামাণিক বি এল, ২৮২ আপার চিৎপুর রোড। শ্রীঅমরেন্দ্রচন্দ্র চন্দ এম এ, বি এল, ১১ সেকরাপাড়া, বহুবাজার। শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন এম এ, বি এল, ৩৮ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীসত্যকিঙ্কর মিত্র বি এল, ৬৫।৪ কলেজ ষ্ট্রীট। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মিত্র, উকিল, ৩বি শ্যাম স্কোয়ার পূর্ব্ব। শ্রীঅমরনাথ দত্ত বি এল, ৬৮ গড়পাড় রোড। শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী বি এল, ১৪ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৭।এ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম এ, ১৬ নন্দকুমার চৌধুরীর লেন। শ্রীহীরালাল চক্রবর্ত্তী, ৬৮।৫।১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীপাঁচকড়ি রায়, ৪০ গ্রে ষ্ট্রীট। শ্রীঅমূল্যরতন গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, রাজকুসুম, গোপালপুর পোঃ, বর্দ্ধমান। শ্রীরাধাশ্যাম মুখোপাধ্যায় বি এ, মলুটী পোঃ, সাঁওতাল পরগণা। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৭ বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট। শ্রীসত্যকিঙ্কর বিশ্বাস, ৩০ চুণাপুকুর লেন, বহুবাজার। শ্রীরামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ কালীপ্রসাদ দত্ত ষ্ট্রীট। শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ জমিদার, ২০ গিরিশ বিদ্যারত্নের লেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, ১৪ দাস লেন। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, ১৯।১ রাসবাগান ষ্ট্রীট। শ্রীগোপীনাথ সেন, ১ ডালহাউসি স্কোয়ার। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৬।১ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট। শ্রীনগেন্দ্রনাথ শেঠ, ১২৪।২ বলরাম দের ষ্ট্রীট। শ্রীকালীচরণ পাল, ৯৫ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীরুক্মিণীকান্ত পাল, ৪২ হরিতকীবাগান লেন। প্রস্তাবক—ডাঃ শ্রীবারিদবরণ মুখোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, সদস্য—শ্রীনৃত্যলাল দাস, ৪ রামধন মিত্র বাই লেন। শ্রীফণিলাল মিত্র, ৩।২ রামধন মিত্রের লেন। শ্রীসুবোধচন্দ্র গুপ্ত, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। শ্রীমণিলাল মিত্র, ঐ। শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ, ১০ ঐ। শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ৪ ঐ। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র, ১০৮।১ বলরাম দের ষ্ট্রীট। শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস ঘোষ, ৩২ গরাণহাটা ষ্ট্রীট। শ্রীরেণুপদ দে, ৮।১ কাটুয়াখুটী রোড, ভবানীপুর। শ্রীঅম্বিকাচরণ মৈত্র, ২৩ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, ১৮।২ নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট। শ্রীগোপীনাথ দত্ত, ১৫৯ এ আপার

চিৎপুর রোড। শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক, ২ শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, শ্যামপুকুর। শ্রীনৃসিংহ-চরণ চট্টোপাধ্যায়, ৪।১ শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, শ্যামপুকুর। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীশরৎচন্দ্র দেব, সদস্য—শ্রীঅখিলচন্দ্র পাকড়াশী জমিদার, স্থল, পাবনা। শ্রীপূর্ণ-চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ, হেড মাষ্টার, পাকড়াশী ইনষ্টিটিউসন, পাবনা। শ্রীসতীশচন্দ্র পাকড়াশী এম এ, ১৪ মদন মিত্রের লেন। শ্রীঅমলচন্দ্র মৈত্র বি এ, ৭৮এ কলুটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীক্ষীরোদ-লাল দে এম বি, ৭১ শোভাবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীরসিকরঞ্জন মৈত্র এব এ, C/o শ্রীমনোরঞ্জন মৈত্র, ডেপুটি পার্সন্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট, কমিশনর, চট্টগ্রাম। শ্রীগিরিজাকান্ত মজুমদার এম এ, ৫৮এ কলুটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ৪৬ মুরারিপুকুর রোড, ভবানীপুর। শ্রীরাধারমণ রায়, বি এ, ১৪ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীট। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, ১৩২এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। শ্রীঅশোককুমার ঘোষ, ৬০ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীমলিনবিহারী দত্ত, ১৬ ফকিরচাঁদ মিত্রের লেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ৬০ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীসুবোধকৃষ্ণ দত্ত, ১৪ পঞ্চানন ঘোষ লেন। শ্রীবিভূতিধর রায় চৌধুরী, ৫ বাদুড়বাগান রো। শ্রীসুরেশ-চন্দ্র মজুমদার বি এ, ৮৬।৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, উলি পোঃ, রঙ্গপুর। শ্রীবিনয়কুমার রায়, ৬০ হরিঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র, পঞ্চবটী কানন, মাণিকতলা। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মজুমদার, ৭ রাজা লেন। শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র বি এ, ঐ। শ্রীরাধাচরণ ঘোষ, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। শ্রীকালীচরণ ঘোষ, ঐ। শ্রীভূপতিকুমার দে, ১০ সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট। শ্রীভূতনাথ দে, ঐ। পি, ব্যানার্জ্জি, ৪১।১ শিবনারায়ণ দাস লেন। শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ পাল, শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন। শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার দে, ঐ। কবিরাজ শ্রীকালীপ্রসন্ন যোগবিশারদ, ২০১ মুক্তারাম-বাবুর ষ্ট্রীট। শ্রীসরসিজানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীপ্রকাশানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীপঞ্চানন ঘোষ, ১৯৭ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট। শ্রীভবানীপ্রসাদ সাহা, ১৮৪বি মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট। শ্রীগোপীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, আসানসোল, ই আই আর। শ্রীতারকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীঅনাথবন্ধু চক্রবর্ত্তী, ৪ ঝামা-পুকুর লেন। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৩৬ বীডন রো। শ্রীতুলসীকুমার নাগ, ১৪২ সুরমহম্মদ সরকার লেন। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায়, ৬৪ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট। শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪ নীলমণি সরকার লেন। প্রস্তাবক—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বসু, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়, গঙ্গানগর, মোকামটোলা পোঃ, বগুড়া। শ্রীআনন্দমোহন লাহিড়ী, ৯।১।১ আরপুলি লেন। শ্রীহুকড়িনাথ লাহিড়ী, ঐ। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ২৩ কাশু-লিয়া রোড, হাওড়া। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দাস, ৪৭ সার্পেণ্টাইন লেন। শ্রীবেচুলাল দাস, ১৮৫ বহুবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীইন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি এ, ৪৭।১ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ, পঞ্চবটীভিলা, মাণিকতলা। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু ঐ, গগনচন্দ্র ঘোষ, ঐ, শ্রীনীরোদকুমার দাস, ঐ, শ্রীহরিচরণ মিত্র, ঐ, শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য ঐ, শ্রীশ্যামাচরণ সরকার, ঐ, শ্রীঅমৃতলাল

ঘোষ, ঐ, শ্রীকালীকৃষ্ণ বিশ্বাস, ঐ, শ্রীঅজিতকুমার সরকার, ঐ, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দাস, ঐ, শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস, ঐ, শ্রীযোহিনীমোহন মজুমদার, ঐ, শ্রীলক্ষেশ্বর বরা, ঐ, শ্রীকামিনীকুমার দে, ঐ, শ্রীহেমচন্দ্র পাকড়াশী, ঐ, শ্রীললিতকুমার দত্ত, ঐ, শ্রীবিধুভূষণ আইচ্, ঐ, শ্রীসন্তোষ-কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ, শ্রীবিকাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ, শ্রীবীরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, শ্রীহৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়, ঐ, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, ঐ, শ্রীভবতারণ ভট্টাচার্য্য, ঐ, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়, ঐ, শ্রীসুশীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ, শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ঐ, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ঐ, শ্রীজিতেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ঐ, শ্রীশকুমার মুখোপাধ্যায়, ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীমতিলাল ঘোষ, সমর্থক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—শ্রীবিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, রিসড়া ষ্টেশন রোড, হুগলী। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৯২ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট। শ্রীশীতলদাস মুখোপাধ্যায়, ৪৭ মসজিদ-বাড়ী ষ্ট্রীট্। শ্রীদেবীদাস মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ৬০ হরিঘোষ ষ্ট্রীট্। শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীকালিদাস সরকার, মসিন্দা, এলেঙ্গা, ময়মনসিংহ। শ্রীক্ষেত্র-নাথ দাস, ঐ। শ্রীযামিনীমোহন ঘোষ, গৌরঙ্গী, ঘাটেশ, ময়মনসিংহ। শ্রীঅনাথবন্ধু সরকার, ঐ। শ্রীবসন্তকুমার দত্ত, ময়মনসিংহ। শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, ঐ। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মিত্র, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র নিয়োগী, গালগণ্ডা, পোঃ ঘাটাইল, মৈমনসিংহ। শ্রীকৃতান্তকুমার মিত্র, ঐ। শ্রীকালীপদ রায় চৌধুরী, ৫১ জয়মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীভুবনমোহন বসু, বি এ, ২ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার। শ্রীমোহিনীমোহন ভৌমিক, ৭ রাজা লেন। শ্রীপঞ্চানন পাল এস্ এ, ২ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৭ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট্। শ্রীচুণীলাল পাল বি এ, ৮ রাজা লেন। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ১৫ শিবনারায়ণ দাস লেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীরাখালচন্দ্র পাল, ৪৫ জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীলালবিহারী পাল, ঐ। শ্রীসুধাংশু-শেখর বসু, ৪৮ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। শ্রীহিমাংশুশেখর বসু, ঐ। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মিত্র, ৩৪ নন্দকুমার চৌধুরীর লেন। শ্রীসুধীরকৃষ্ণ পাল, ঐ। শ্রীমতীন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। শ্রীপ্রীতিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ১৫ শিবনারায়ণ দাস লেন। শ্রীরামগোপাল তরফদার, ঐ। শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র, ৩৪ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮।৩ শিবনারায়ণ দাস লেন। শ্রীহেমচন্দ্র সিংহ বি এস্ সি, ৫৫ হ্যারিসন রোড। শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ, বি এস্ সি, ঐ। শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায়, ঐ। শ্রীচুণীলাল সিংহ, ঐ। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র নাগ, ৯৩।২ বৈঠকখানা রোড। শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীমনোমোহন সিংহ বি এ, ২৫।২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীসুধাংশুমোহন সিংহ, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ। শ্রীপীতাম্বরচন্দ্র চৌধুরী, ২৪ হ্যারিসন রোড। শ্রীমোহিনীমোহন বল, ৫ সুবিয়া ষ্ট্রীট্। শ্রীসতীশচন্দ্র দে, ২১ বামাপুকুর লেন। শ্রীনীরোদরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ৪১ বামাপুকুর স্কোয়ার। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন বি এ, ১।১ এক্ রাধানাথ মল্লিক লেন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি এস্ সি, ৮৬।৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, ঐ। শ্রীশরৎকুমার চক্রবর্ত্তী, ১ বসাকদিঘী লেন। শ্রীউমেশচন্দ্র সিংহ, নগদা সিমলা পোঃ, মৈমনসিংহ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত, নিখলা পোঃ, মৈমনসিংহ। শ্রীভবহরি

চট্টোপাধ্যায়, ১ বসাক দিঘী লেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ লাহা, কৈজুরি পোঃ, টাঙ্গাইল, মৈমনসিংহ। শ্রীযশোদালাল লাহা বি এ, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রকুমার মিত্র, গলগণ্ডা, ঘাটাইল, মৈমনসিংহ। শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, বি এ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর। শ্রীপ্রমথনাথ লাহা, ৬৬ হ্যারিসন রোড। শ্রীতাপসচন্দ্র দোবে, বি এ, নলহাটী, বীরভূম। শ্রীশচন্দ্র বসু নিয়োগী বি এ, শাঙ্গলিপাড়া, ঘাটাইল, মৈমনসিং। প্রস্তাবক—স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, সমর্থক—শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার, সদস্য—শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, পঞ্চবটী ভিলা, মাণিকতলা। শ্রীঅমরচন্দ্র বিশ্বাস, ঐ। শ্রীবিজয়রতন গুপ্ত, ঐ। শ্রীপরেশনাথ গুপ্ত, ঐ। শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত, ঐ। শ্রীবৈদ্যনাথ বিশ্বাস, ঐ। শ্রীপ্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য্য, পঞ্চবটী ভিলা, মাণিকতলা। শ্রীগিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীমুক্তেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ। শ্রীভবতারণ বরাট, ঐ। শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীসিদ্ধেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীদ্বিপেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় আচার্য্য চৌধুরী, ঐ। শ্রীঅনিলকৃষ্ণ দাস গুপ্ত, ঐ। শ্রীসুধীরকৃষ্ণ সেন, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মণ্ডল, ঐ। শ্রীগোপালচন্দ্র বসু, ঐ। শ্রীহেমন্তকুমার হোম চৌধুরী, ঐ। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত, ঐ। শ্রীচিত্তরঞ্জন গুপ্ত, ঐ। শ্রীফণিভূষণ ঘোষাল, ঐ। শ্রীমৃগাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস, ঐ। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে, ঐ। শ্রীমুরারিভূষণ মল্লিক, ঐ। শ্রীমহেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীঅমরকৃষ্ণ রায়, ঐ। শ্রীভবতারণ ঘোষ, ঐ। শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীসিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীকাশীনাথ ঘোষ, ঐ। শ্রীরামলাল ভাদুড়ী, ঐ। শ্রীঅমূল্যরঞ্জন রায়, ঐ। শ্রীরুদ্রকান্ত ঘোষ রায়, ঐ। শ্রীকালী-মোহন দত্ত, ঐ। শ্রীসুশীলচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীবিনয়ভূষণ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র দে, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ঐ। শ্রীসরোজগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীগোবিন্দলাল সরকার, ঐ। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ধর, ঐ। শ্রীসুধেন্দুবিকাশ মজুমদার, ঐ। শ্রীপ্রাণহরি সাহা, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র বর্দ্ধন, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ঐ। শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার মজুমদার, ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজ-পতি, সমর্থক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, সদস্য—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসুমতী কার্য্যালয়। শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, ১৪ মটস্ লেন। শ্রীহরিপদ অধিকারী, ২২ মহেন্দ্র বসুর লেন। শ্রীদুর্গাচরণ ঘোষাল, মালিপাড়া, তালাণ্ডু, হুগলী। শ্রীসতীশচন্দ্র শাস্ত্রী, ২৪ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট্। শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৯ হর ঢোলের লেন। শ্রীহরিপদ কাব্য-স্মৃতিতীর্থ, সংস্কৃত কলেজ। শ্রীঅধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৬৬ বৌবাজার ষ্ট্রীট্। শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২ বি নবীন কুণ্ডুর লেন। শ্রীশ্যামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবডেপুটী কলেক্টর, আলিপুর, ২৪ পরগণা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ তরফদার, সাহাপুর, ২৪ পঃ।

শ্রীযোগজীবন সরকার, ৩ কুলবাগান, ইটালি। শ্রীসুরেন্দ্র কবিরত্ন, ১৬৬ বৌবাজার ষ্ট্রীট্। শ্রীবিধুভূষণ বিশ্বাস, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৬ সানগর রোড, কালীঘাট। প্রস্তাবক—শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, সমর্থক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সদস্য—শ্রীপতিতপাবন রায়, গয়ড়া, চন্দনপুরী পোঃ, খুলনা। প্রস্তাবক—ঐ, সমর্থক—শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদস্য—শ্রীহেমচন্দ্র নাগ চৌধুরী, ২৫ নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট্। প্রস্তাবক—ঐ, সমর্থক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সদস্য—শ্রীমন্মথনাথ রায়, ২০ ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তী লেন। শ্রীসতীশচন্দ্র দাস, ৯৩।৪ বীডন ষ্ট্রীট। শ্রীআমোদলাল মারিক, এল্ এম্ এস্, মেডিক্যাল অফিসার, দক্ষিণচাতরা, চেরিটেবল ডিস্পেন্সারী, গোবরডাঙ্গা পোঃ, ২৪ পরগণা। শ্রীসীতানাথ প্রধান, এম্ এস্ সি, অধ্যাপক মুরারীচাঁদ কলেজ, শ্রীহট্ট। শ্রীবিষ্ণুপদ রায়, দক্ষিণচাতরা, গোবরডাঙ্গা পোঃ, ২৪ পরগণা। প্রস্তাবক—ঐ, সমর্থক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—শ্রীশশিশেখর বসু, উকীল হাইকোর্ট, ২ গোবিন্দ বসুর লেন, ভবানীপুর। প্রস্তাবক—ঐ, সমর্থক—শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদস্য—শ্রীবিহারীলাল মণ্ডল, বাদুরিয়া, ২৪ পরগণা। প্রস্তাবক—শ্রীমন্মথমোহন বসু, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য—শ্রীঅমিতাভ বসু, ৪ গোকুল মিত্র লেন। শ্রীস্মরমোহন বসু, ঐ। শ্রীমারমোহন বসু, ঐ। শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি এ, ১৬ কালীদাস সিংহের লেন। শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, জমীদার, নিমতিতা। শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, অধ্যাপক, উত্তরপাড়া কলেজ, উত্তরপাড়া। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সিদ্ধান্ত এম্ এ, অধ্যাপক, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন এম্ এ, ঐ। শ্রীরজনীকান্ত দে, বি এস্ সি, এম্ এ, বি এল্, ঐ। শ্রীদীনবন্ধু মিত্র, জমিদার, ৬ দেবনারায়ণ বসু লেন। শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র বি এল্, ২২ ঘোষ লেন। শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ। শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীবিভূতিভূষণ মণ্ডল, ঐ। শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাভূষণ, এম্ আর এ এস্, ৬।২ কাঁটাপুকুর লেন। শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথ বি এস্ সি, ৩ দেবনারায়ণ দাস লেন। শ্রীদাশরথি হালদার, ৫৫ ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন, কালীঘাট। শ্রীজীবেন্দ্রলাল নাথ, ৩ দেবনারায়ণ দাস লেন। প্রস্তাবক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সমর্থক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—শ্রীপূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ৩৮।৮ বসুপাড়া লেন। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীবিষ্ণুপদ রায়, সদস্য—শ্রীজ্ঞানদাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত বি এ, ৭৩ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—স্বামী শুদ্ধানন্দ, সদস্য—এস্, রায়, ৩২ আমহার্ষ্ট রো। জে, ব্যানার্জ্জী, ১৫ রামকিষণদাস লেন। কে, এল্, নাগ, ১০ সিমলা লেন। পি, সি, রায় চৌধুরী, ১০ হরিপাল লেন। এ, টি, মিত্র, ৬।১০ চৌধুরী লেন। এম্, রায়, ২২ বি গড়পাড় রোড। এস্, সি, বসু, ৪৯ চাউলপটী রোড। কে, সি, গুপ্ত, ৩৫।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট। আর, কে, তপস্বী, পোঃ আরিয়াদহ। বি, সি, ঘোষ, ২০৫ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। এস্, কে, ভাদুড়ী, ৯২ গড়পাড় রোড। ডি, এন্, ভট্টাচার্য্য, ৫০ সুকিয়া ষ্ট্রীট। জে, বি, সেন-গুপ্ত, ২২ বিডন রো। শ্রীদেবেন্দ্র-

নাথ ভট্ট, ৫০ সুকিয়া ষ্ট্রীট। শ্রীহারাণচন্দ্র দে, ৯৭ কুমারটুলী ষ্ট্রীট। ইউ, সি, নাগ, ৩৭ পুলিশ হাঁসপাতাল রোড। এ, কে, দত্ত, ৩৭ আমহার্ষ্ট রো। ইউ, সি, চক্রবর্ত্তী, ৪ গোপাল বসুর লেন। এ, সি, দাশগুপ্ত, ২০০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। পি, বিশ্বাস, ৮৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। ডি, এন্, মুখোপাধ্যায়, ২ দর্জ্জিপাড়া লেন। শ্রীরাজকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৮ রাজা লেন। পি, এন্, দাস, ২৭ চাউলপটী রোড। এইচ, কে, দে, ৩ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য লেন। এস্, এল্, মুখোপাধ্যায়, ৭২ বলরাম দের ষ্ট্রীট। পি, বি, সরকার, ১২-১৩ এ বদরিদাস টেম্পল ষ্ট্রীট। সি, এল্, দত্ত, ৭৮ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। এম্, এম্, সেন, ৭ সুকিয়া ষ্ট্রীট। ঐ, সি, আহিকত, ৪ শেঠবাগান লেন, টালা। কবিরাজ শ্রীইন্দুনাথ সেন কবিরত্ন, ১৪৫ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীবিষ্ণুপদ রায়, সদস্য—শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ দত্ত, ৬৫ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীযামিনীকান্ত সর্ব্বজ্ঞ বি এ, ৬৩।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ বি এল্, উকীল, পুলিশ কোর্ট, ঐ। শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার, C/o বি, সরকার এণ্ড কোং, ১৬০ বহুবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীআশুতোষ আঢ্য, লোয়ার চিৎপুর রোড। শ্রীগিরীন্দ্রনাথ আঢ্য, ১৬ গোবিন্দচন্দ্র ধরের লেন। রায় শ্রীবিহারীলাল আঢ্য বাহাদুর, ১৭ গোবিন্দ ধরের লেন। শ্রীক্ষীরোদবিহারী পাল, ৮এ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য গলি। শ্রীচুনীলাল মুখোপাধ্যায়, হরিঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়, ২ হোগলকুড়িয়া গলি। শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, ১ হোগলকুড়িয়া গলি। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র, ৭০ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট। শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১২০ আপার সার্কুলার রোড। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, ৩৭।১ মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী লেন। শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর রায় চৌধুরী, ৭৭।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীবনওয়ারিলাল মুখোপাধ্যায়, হরিঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, নারিকেলবাগান। শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, লক্ষ্মীবিলাস পাবলিশিং কোং। কুমার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ লাহা, ৯৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। শ্রীহেমশশী ঘোষ, ট্রেণিং একাডেমী, চুঁচুড়া। শ্রীদীননাথ সেন বি এল্, উকীল, চুঁচুড়া। শ্রীগোকুলনাথ সেন বি এল্, ঐ। শ্রীচারুচন্দ্র পাল, দত্তের গলি, চুঁচুড়া। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল এম্ এ, বি এল, ৭৩ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীআশুতোষ দেব, ২০ গণেন্দ্র মিত্রের লেন। শ্রীসন্তোষকুমার মল্লিক, ১২ ড্যালহাউসী স্কোয়ার। শ্রীশম্ভুনাথ শীল, আরপুলি লেন। শ্রীঅনুকূলচরণ রায়, ১ মিশন রো। শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মেসার্স গ্রেহাম কোং। শ্রীআশুতোষ মিত্র বি এল্, ২০এ আতাবাগান লেন। শ্রীকমলাকান্ত শীল, ১৭ পঞ্চাননতলা লেন। শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ বি এ, ১৮ অক্রূর দত্তের লেন। শ্রীনরেশভূষণ দত্ত বি এ, ৪৫ মির্জাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৮ অক্রূর দত্তের লেন। শ্রীমণিমোহন শীল, ৪৭।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট। শ্রীনলিনচন্দ্র পাল বি এল্, ঐ। শ্রীঅশোককুমার সেন এম্ এ, ১০ যদুনাথ সেন লেন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৩ গঙ্গানারায়ণ দত্তের লেন। শ্রীগৌরমোহন শীল, ৪২ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট। শ্রীমনোমোহন পাঁড়ে, ১।১ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট। শ্রীমুক্তিচরণ সেন গুপ্ত, ১৮৫ আপার সার্কুলার রোড। রায় সাহেব

শ্রীঠাকুরদাস বসু, ৭৪ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন এম বি, ১৫০ গ্রে ষ্ট্রীট। শ্রীহৃদয়-নাথ দে, বেলেঘাটা। শ্রীনরেন্দ্র দেব, ৩ মুক্তারাম বাবুর লেন। শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ৭৪।১ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীরবীন্দ্রমোহন দত্ত এম্ এ, বি এল্, ৪ বাদুড়বাগান সেকেণ্ড লেন। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৪।১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীশরদিন্দুনাথ বসু, ১১ চোরবাগান সেকেণ্ড লেন। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীরায় বিনোদবিহারী বসু, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীগৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, এটর্ণী, ১০৮।১ বেনেটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ দত্ত, সলিসিটর, ৭৮।১ নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, জমীদার, ১৪২ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ ঘোষ, জমিদার, ১৩ শাঁখারীপাড়া রোড। শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, করেন্সী অফিস। শ্রীগণেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, জমীদার, ১৯ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীখগেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, ৪৯।২ বীডন রো। শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী, জমীদার, ১৯।১ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীমহিমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, ২০এ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, ২৯ ঐ। শ্রীঅপিমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, ২০ বি ঐ। শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, ২০ সি ঐ। শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, ৪৯।২ বিডন রো। শ্রীশচীন্দ্রনাথ ঘোষ, বি এল্, ১৬এ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীভবভূতি চট্টোপাধ্যায়, ৩৪ ঐ। শ্রীবিষ্পতি চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ বি এল্, ৬ ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট। শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, ১৭।১ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, হাইকোর্ট, অরিজিনাল সাইড, অর্ডার ডিপার্টমেণ্ট। শ্রীসুশীলচন্দ্র নিয়োগী, এম্ এ, বি এল্, ৫ হেষ্টিংশ ষ্ট্রীট। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, এটর্ণী, ৭১ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট। কবিরাজ শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ দেব, ৭৮ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, ৫১ মধুরায় লেন। শ্রীঅচলনাথ মিত্র, ৬ ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট। শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়, ব্যানার্জীপাড়া রোড, বালী। শ্রীগৌরচাঁদ রায় চৌধুরী, জমীদার, বারুইপুর। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সোম, ১২ রসিকলাল ঘোষের লেন। শ্রীনলিনীরঞ্জন বসু বি এ, ২৬ বৃন্দাবন বসুর লেন। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, রায় সাহেব বাজার, ঢাকা। শ্রীজগবন্ধু নাগ, অবসরপ্রাপ্ত ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, পোঃ সিলিমপুর, ঐ। শ্রীসুধীন্দ্ররঞ্জন ঘোষ, ভি, ঘোষ কুটীর, ঐ। শ্রীঅশ্বিনীকুমার ঘোষ, ভোলা, বরিশাল। শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কবিরত্ন, হরিনাভি, সোণারপুর, ২৪ পরগণা। ডাক্তার শ্রীখগেন্দ্রলাল সরকার, ৫৪ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীইন্দ্রনাথ শেঠ, ১১০ আপার সার্কুলার রোড। কবিরাজ শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর, ৭৮ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, ৩০ বসুপাড়া লেন। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি এ, ঐ। শ্রীবন্ধুবিহারী ধর, হাতিবাগান। শ্রীদাশরথি সিদ্ধান্ত, ষ্টেশন মাষ্টার, ফল্‌তা, ডায়মণ্ড হারবার। শ্রীরামতোষ সরকার, সাব রেজিষ্ট্রার, সারার হাট, পোঃ সারারহাট। শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, পুলিশ সাব ইনস্পেক্টর, ফল্‌তা। শ্রীনারায়ণদাস চক্রবর্ত্তী, পোষ্টমাষ্টার, ঐ। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু, ৫৫ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র, ৫।২ কাঁটাপুকুর লেন। শ্রীঅমৃতলাল রায় চৌধুরী, জমীদার, বারুইপুর, ২৪ পরগণা। শ্রীশিবদাস

রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীজিতেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীমণিমোহন রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীচুনীলাল রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীনীরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীহিরণলাল রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীতারাদাস রায় চৌধুরী, ৫৬ পদ্মপুকুর রোড। শ্রীজিতেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, উকীল, হাইকোর্ট। শ্রীহীরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, ৫৬ পদ্মপুকুর রোড। শ্রীধীরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, জমিদার, বারইপুর। শ্রীবিনয়কুমার মিত্র, ৫।২ কাঁটাপুকুর লেন। শ্রীরেবতীমোহন রায় চৌধুরী কাব্যতীর্থ, ৬ ওল্ড পোঃ আঃ ষ্ট্রীট। শ্রীজগচ্চন্দ্র পাল বর্ম্মা, ঐ। শ্রীগৌরালাল মিত্র বাচস্পতি, ৫৪ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট। শ্রীতারকনাথ দেববর্ম্মা, ৬।৪ চৌধুরীর লেন। শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, ১৮ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট। শ্রীকৈলাশচন্দ্র শিরোমণি, C/o পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ মিত্র শাস্ত্রী, ৮৯।১ গ্রে ষ্ট্রীট। শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু, ৫ হালদার লেন। শ্রীবিমলচন্দ্র মজুমদার, জি, ঘোষ কুটীর, ঢাকা। শ্রীনিশিকান্ত সরকার, ১৬২।৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত, জমিদার, দুর্গাপুর গ্রাম, পাংশা, ফরিদপুর। শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল, ২০ বসুপাড়া লেন। প্রস্তাবক—শ্রীযদুনাথ সিংহ, সমর্থক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদস্য—শ্রীহরেন্দ্রনাথ প্রামাণিক। শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়। শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীরাষপদ চক্রবর্ত্তী। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মৈত্র। শ্রীমাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। শ্রীজ্ঞানদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী। শ্রীঅমূল্যকুমার মৈত্র। শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ। শ্রীগিরীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। শ্রীসুরেশচন্দ্র মৈত্র। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মৈত্র। শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার মৈত্র। শ্রীঅক্ষয়কুমার ভাদুড়ী। শ্রীহেমচন্দ্র রায়। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সান্যাল। শ্রীঅমূল্যমোহন সান্যাল। শ্রীশচন্দ্র রাহা। শ্রীভোলানাথ রায় এম্ এ। শ্রীবীরেন্দ্রবিনোদ বড়ুয়া। শ্রীরামরঞ্জন গোস্বামী। প্রস্তাবক—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু, সমর্থক—শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত, সদস্য—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত। শ্রীকুমুদবন্ধু দত্ত। শ্রীহরিপদ মৈত্র। শ্রীদীনেশচন্দ্র মজুমদার। শ্রীপ্রমোদনাথ আচার্য্য। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র গোস্বামী। শ্রীবিমলাপ্রসাদ লাহিড়ী, শ্রীসরোজপাণি চৌধুরী, শ্রীশিশিরকুমার দাশগুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মজুমদার। শ্রীবীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ বি এ, শ্রীসরলকুমার দত্ত বি এ, শ্রীসরোজকান্তি দাশগুপ্ত, শ্রীকালী রায়, শ্রীপীতাম্বর চৌধুরী, শ্রীতুহিনশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাধানাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীধরণীশঙ্কর রায়, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীশচীন্দ্রনাথ ঘোষাল, শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর চৌধুরী, শ্রীনলিনীরঞ্জন সিংহ। প্রস্তাবক—শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র রায়, সমর্থক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীজগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবাবুলাল সিংহ, শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীশশিভূষণ সিংহ, শ্রীগোষ্ঠবিহারী সিংহ, খলিলুল হক্, সামসুদ্দিন, শ্রীকালীপ্রসাদ সিংহ, শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘটক, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র গুপ্ত বি এ, শ্রীবনবিহারী ঘোষ বি এ, শ্রীবেচারাম সিংহ, শ্রীপতিনাথ ঘোষ বি এস্ সি। প্রস্তাবক—শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ, সমর্থক—শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, সদস্য—শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রস্তাবক—শ্রীশীতলচন্দ্র রায়, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য—শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র, এল্ এম্ এস্, শ্রীবেণী-

মাধব চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসাক, শ্রীগুণেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত এম্ এ, বি এল্, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দত্ত বি এ, শ্রীসুধেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বি এ, শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এটর্ণি, শ্রীবিনয়কুমার বসু বি এ, লেফ্টেনেণ্ট শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, I. M. S, শ্রীমুনীন্দ্রচন্দ্র মিত্র বি এল্, শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র। প্রস্তাবক—শ্রীশশিভূষণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ মৌলিক বি এ, শ্রীকানাইলাল দাস বি এ, শ্রীঅমলাপদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এস্ সি, শ্রীরামরূপ মিত্র বি এ। প্রস্তাবক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সমর্থক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—শ্রীভূষণচন্দ্র দে, শ্রীহরিচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনিশিকান্ত ভট্টাচার্য্য, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, শ্রীঅমরকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীরাখালচন্দ্র নাগ বি এ, শ্রীমাণিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার, শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার আর, কিমুরা, পি এইচ্ ডি, শ্রীমধুসূদন কৌল শাস্ত্রী, এম্ এ। প্রস্তাবক—শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার, সদস্য—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসন্তোষকুমার ধর বি এ, শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী এম্ এ, বি এল্, শ্রীক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ বি, শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্। প্রস্তাবক—শ্রীপ্রসন্নকুমার চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, সদস্য—শ্রীজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু চৌধুরী, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅন্নদামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরমানাথ পালিত, শ্রীজহরলাল দত্ত, শ্রীঅন্নদাচরণ মল্লিক, শ্রীত্রিগুণভূষণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীআশুতোষ চৌধুরী, শ্রীনিরাপদ মুখোপাধ্যায় বি এ। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, সদস্য—দেওয়ান বাহাদুর শ্রীজ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী, কাব্যানন্দ, এম্ এ। শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ মিত্র। প্রস্তাবক—শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার, সমর্থক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদস্য—শ্রীসত্যপতি মুস্তফী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীমণীন্দ্রনাথ পালিত, শ্রীহর্ষদেব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরেন্দ্রনাথ বসু বি এ, শ্রীপুলিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীললিতমোহন মিত্র, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন সিংহ, শ্রীহরিনাথ কথক-শিরোমণি, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সোম এম্ এ, শ্রীদীননাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ বি, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীঅলকানন্দ বক্সী, শ্রীবৈষ্ণবচরণ সরকার, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন বি এ, শ্রীরাধাদামোদর বক্সী, শ্রীসুবিমলচন্দ্র দত্ত এম্ এ, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীরজনীকান্ত দত্ত, শ্রীরাজনীরঞ্জন বিশ্বাস এম্ এ, বি এল্, শ্রীরেবতীমোহন রায়, শ্রীঅচ্যুতচন্দ্র সরকার এম্ এ, শ্রীবলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায় বি এ, শ্রীসুধীরকুমার মিত্র, শ্রীবলাইচাঁদ দত্ত, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মিত্র, এম্ এস্ সি, শ্রীবিজয়বসন্ত বসাক, শ্রীতারকেশ্বরনাথ মিত্র, এম্ এ, বি এল্, শ্রীআশুতোষ বসু, শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ, শ্রীবিজেন্দ্রনাথ বসু। প্রস্তাবক—শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সমর্থক—শ্রীমৃণাল-

কান্তি ঘোষ, সদস্য—শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীনবীনচন্দ্র মিত্র, শ্রীকালীকৃষ্ণ ভদ্র বি এ, শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীবিহিরলাল রায়, শ্রীমাখনলাল রায়, শ্রীঅহিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভদ্র, শ্রীঅনঙ্গমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র বি এ, শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র সান্যাল, শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীদ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযোগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীহৃষীকেশ বসু, শ্রীসরলকৃষ্ণ বসু, শ্রীঅমূল্যচরণ মিত্র, শ্রীমোহিনীমোহন কর, শ্রীরমণীমোহন কর, শ্রীরজনীমোহন কর, শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবৈদ্যনাথ-নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরাধারমণ সরকার, শ্রীমনোমোহন দত্ত। প্রস্তাবক—শ্রীযদুনাথ সিংহ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীরমাপ্রসন্ন সিংহ, ৪৬।৭ হ্যারিসন রোড। শ্রীক্ষীরোদকুমার বসু, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়, হার্ডিং হোষ্টেল, কলুটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীনীরদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, রামপুর হাট, বীরভূম।

উপহৃত পুস্তকের তালিকা

প্রদাতা—শ্রীরামকমল সিংহ, ১ সংবাদ-প্রভাকর (খণ্ডিত), শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত, ২ অভ্র-পুষ্প, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, ৩ রবিয়ানা, ডাঃ শ্রীসুকুমার পাকড়াশী, ৪ সুনীতিকৌরক, ৫ মালিনী, ৬ জমিদার, ৭ দশচক্র, ৮ ভক্তি-সঙ্গীত, ৯ ধর্ম্মসমন্বয় বা পন্থা (১ম ও ২য় ভাগ), ১০ ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও শ্রীকৃষ্ণ, ১১ সীতারামের গীতাবলী, শ্রীক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত, ১২ ইস্‌লাম-ধর্ম্ম, শ্রীদৌলত আহাম্মদ, ১৩ কুন্দকলি, শ্রীসুশীলকুমার দে, ১৪ ঝরাফুল, শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার রায়, ১৫ বঙ্গদেশের বর্ত্তমান কৃষি ও বাণিজ্য, শ্রীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ১৬ অশ্রু, শ্রীসূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭ উদ্‌যাপন, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৮ তুলির লিখন, ১৯ মণি-মঞ্জুষা, ২০ হস্তিকা, ২১ অভ্র-আবীর, ২২ রঙ্গমল্লী, ২৩ চীনের ধূপ, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, ২৪ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—উত্তর খণ্ড, ২৫ সটীক শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়, ২৬ চন্দ্রবংশোদয় কাব্য, ২৭ নল-দময়ন্তী উপাখ্যান, ২৮ মাধব-মালতী নামক গ্রন্থ, ২৯ বত্রিশ-পুত্তলিকা, হিতবোধক কবিতা-সংগ্রহ, ৩০ শ্রীসারদা-মঙ্গল, ৩১ রসমঞ্জরী, ৩২ গুপ্তলীলা, ৩৩ জগন্নাথ-মঙ্গল, ৩৪ বিবর্ত্ত-বিলাস, ৩৫ বৃহৎ তরজার লড়াই—১ম খণ্ড, ৩৬ জানকী-বিলাপ, ৩৭ মালিনী, ৩৮ রোমিও এবং জুলিএটের মনোহর উপাখ্যান, ৩৯ যোগোপনিষদ্, ৪০ দুর্লভসার গ্রন্থ, ৪১ নিত্যদর্শন গীতা (বেণু-গান) ২য়—৫ম সংখ্যা, ৪২ সর্ব্বার্থপ্রকাশিকা, ১ম খণ্ড (৪র্থ—১১শ সংখ্যা), শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী, ৪৩ বেদ-সংহিতায় অদ্বৈতবাদ, শ্রীকিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়, ৪৪ কিশোরীমোহন-পদাবলী।

Librarian, Imperial Library—(1) Imperial Library Catalogue vol I. Part I. A. to L. 1917. Officer-in-Charge, Bengal Secretariat, Book Depot. —(2) Annual Report of the Department of Fisheries, Bengal, Behar and Orissa for the year ending 30th June 1917, (3) Annual Report of the

Agriculture Department, Bengal, for the year ending 30th June 1917. Director of Statistics.—(4) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, October 1917. (5) Statistical Tables relating to Bank in India with a Map, Introductory Memorandum and Banking Directory 1917. Director General of Archaeology in India—(6) Archaeological Survey of India, Annua. Report Part 1. 1915-16. Registrar, Calcutta University.—(7) Calcutta University Calendar Part II. 1917. Secretary, Indian Science Association.—(8) Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science Vol. III. Pt. VI, 1917. ডাঃ সুকুমার পাকড়াশী—(9) Soura Upasana. রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর—(10) Presidential Address. The All India Temperance. 14th Session 1917, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(11) A Sanskrit Composition and Translation. শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—(12) Poems Lay and Devotional.

২৪শ বার্ষিক, সপ্তম মাসিক অধিবেশন

১২ই ফাল্গুন ১৩২৪, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

রায় বাহাদুর শ্রীচুনীলাল বসু এম্ বি—(সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীগুরুদাস গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ, শ্রীসত্যচরণ বসু এম্ এ, শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক, শ্রীমন্মথনাথ রায়, শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সেন গুপ্ত, শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র বি এ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার এম্ এ, রায় শ্রীকুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীপঞ্চানন মিত্র এম্ এ, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোষ্ঠবিহারী সেন, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীশশাঙ্কভূষণ সিংহ, শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়,-(উত্তর পাড়া), শ্রীআশুতোষ দত্ত বি এস্ সি, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাল, শ্রীজানকীনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপদ্মাধর গুপ্ত, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরিদাস সাহা, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীপ্রতিভাকুমার সেন, শ্রীহরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅমলাপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচপলাপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীরাখালবন্ধু নিয়োগী, শ্রীকিশোরীচন্দ্র দত্ত, শ্রীবিপিনবিহারী দাস গুপ্ত, শ্রীজ্যোৎস্নাময় বসু, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী, শ্রীরাধারঞ্জন গোস্বামী, জি, এন্, চট্টরাজ,

শ্রীরমাপ্রসাদ বসু, শ্রীঅবতারচন্দ্র লাহা, শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল, শ্রীনিত্যানন্দ রায়, শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীসূর্য্যকুমার পাল, শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীভোলানাথ কোঁচ, শ্রীশশীন্দ্র-সেবক নন্দী, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

সপ্তম মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত একখানি কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড। ৫। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক "স্মৃতির প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ" নামক প্রবন্ধ পাঠ। ৬। বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু এম্ বি, এফ সি এস, আই এস্ ও মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বিগত ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ এখনও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয় নাই। সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, উক্ত কার্য্যবিবরণী পাঠ অদ্য স্থগিত থাকুক।

উপস্থিত সদস্যগণ এ বিষয়ে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ স্থগিত রহিল।

২। তৎপরে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় জানাইলেন যে, অদ্যকার প্রস্তাবিত সদস্য-সংখ্যা দেড় শতের অধিক; সমস্ত নাম পাঠ করিতে অনেক সময় আবশ্যক। এই জন্য তিনি সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে ঐ সদস্যগণের প্রস্তাবকর্ত্তা ও সমর্থনকারিগণের নাম পাঠ করিলেন এবং কে কত জন সদস্য প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা জানাইলেন। তৎপরে উক্ত প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। [নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।]

৩। তৎপরে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক সকল প্রদর্শন করাইলেন এবং তাহাদের নাম পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয় পুস্তক উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল। [উপহারদাতা এবং উপহার-প্রাপ্ত পুস্তকের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।]

৪-৫। তৎপরে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয়কে তাঁহার সংগৃহীত প্রস্তরখণ্ড প্রদর্শন করাইতে আহ্বান করিলে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবু উক্ত প্রস্তরখণ্ড প্রদর্শন করাইলেন এবং তৎসম্বন্ধে "স্মৃতির প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ-পাঠান্তে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—স্মৃতি প্রাচীন গ্রাম; উহা প্রায় বাঙ্গালার প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবু যে প্রস্তরখণ্ড পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন, তাহা কষ্টি-পাথর—আমি ইহা কিছু

পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। বোধ হয়, প্রস্তরখানি মোগল-সাম্রাজ্যের শেষ সময়ে প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। কেন না, ইহাতে যে কারুকার্য্যবিশিষ্ট জালী দেওয়া আছে, এই শ্রেণীর জালী মোগল-সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থাতেই প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। তবে আর একটি কথা আছে। মোগল-সাম্রাজ্যের সময়ে কষ্টি-পাথর বড় একটা সুলভ ছিল না। এই যে প্রস্তর-খণ্ড, ইহার তখনকার মূল্য হাজার টাকার কম হইবে না। সুতি গ্রামে এত টাকা মূল্যে এক খণ্ড প্রস্তর কিনিয়া তখন কে মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, জানি না।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয়কে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন যে, এ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছুই জানেন না এবং এই প্রস্তরখানি তিনি পূর্ব্ব হইতে দেখিয়া রাখেন নাই বলিয়া এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে অক্ষম।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আমি পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুকে ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়া প্রবন্ধটি প্রস্তুত করিয়াছেন এবং নানাবিধ ঐতিহাসিক এবং আনুমানিক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া সুতি গ্রামের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুকেও আমি ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি এই প্রস্তর সম্বন্ধে অনেক তথ্য আমাদিগকে শুনাইলেন। তবে তিনি এই প্রস্তরের প্রাচীনত্ব বিষয়ে কিছু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে এ সম্বন্ধে সকলে আলোচনা করিতে পারিবেন।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সদস্যগণের নাম

প্রস্তাবক—শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন, ৩৬ পুলিশ হস্পিটাল রোড। শ্রীকুঞ্জবিহারী রায়, ঐ। শ্রীসুনীলানন্দ সেন, ঐ। শ্রীমধুসূদন সিংহ, ঐ। শ্রীপ্রমথনাথ সোম, ঐ। শ্রীরাধাকান্ত সেন, ঐ। শ্রীজয়রাম পাল, ঐ। প্রস্তাবক—রায় বাহাদুর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীসুশীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৩৬ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট। রায় সাহেব শরৎকুমার রাহা, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব একসাইজ রেভিনিউ, কলিকাতা। শ্রীহেমন্তকুমার রাহা, ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার অব বেঙ্গল। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ্ পোঃ, কুমিল্লা। শ্রীমন্মথনাথ সেন, এটর্ণী, ৪৪ রায়কান্ত বসুর ষ্ট্রীট। কে, এল্, দত্ত, ১৬ ঐ। শ্রীপ্রবোধ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাব রেজিষ্ট্রার। খান বাহাদুর আমীন-উল্-ইস্লাম। শ্রীরমেশচন্দ্র

সেন, ডেপুটী কালেক্টর, ইন্‌কমট্যাক্স, কলিকাতা। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু, মল্লিক। শ্রীমণীন্দ্র-কুমার মিত্র। রায় সাহেব শ্রীতারাপদ ঘোষ, ডিষ্ট্রীক্ট সাব রেজিষ্ট্রার, আলিপুর। শ্রীকৃষ্ণধন মল্লিক, পটুয়াটোলা লেন। খান সাহেব সুলতান বক্‌স, ডিষ্ট্রীক্ট সাব রেজিষ্ট্রার। প্রস্তাবক —শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, সমর্থক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, সদস্য—শ্রীনন্দলাল মল্লিক, এটর্ণী, ৬ গুল্ড পোষ্টাপিস ষ্ট্রীট্। পি, এন্, মিত্র বি এ, ৯এ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত এটর্ণী, ৩৪ আহীরীটোলা ষ্ট্রীট্। শ্রীসুরেন্দ্রলাল পাইন, সলিসিটর, ৬৭ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। প্রস্তা-বক—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু বি এ, ৪২ ব্রীচ্‌রোড, চেৎলা। শ্রীভূপতিমোহন দাশ গুপ্ত বি এ, ভবানীপুর। শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ দত্ত, শিবহাটী, ২৪পঃ। শ্রীমণীন্দ্রনাথ বসু, জমিদার, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু এম্ এ, ১৬ বলরাম বসু ঘাট রোড। শ্রীভূদেবচন্দ্র রায় বি এল, ২৮ কাঁসারিপাড়া রোড। শ্রীকুমুদচন্দ্র রায় চৌধুরী, চাউলপটী রোড। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত, সদস্য—শ্রীনগেন্দ্র-নাথ মণ্ডল, ৮।৬ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট্। শ্রীরায় সন্তোষকুমার চৌধুরী, ৬৮ বীডন ষ্ট্রীট্। প্রস্তাবক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ, ৪৮।৩ রামতনু বসু লেন। শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ, বাড়ুলীকাটীপাড়া, খুলনা। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, শুভপাড়া, খুলনা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র, খুলগ্রাম, সিদ্ধিপাশা। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র, রাণীগঞ্জ কাছারী, জলপাইগুড়ি। প্রস্তাবক—রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সমর্থক—শ্রীপঞ্চানন মিত্র, সদস্য—শ্রীসতীনাথ ঘোষ বি এ, ১ হেম করের লেন। শ্রীনলিনীনাথ ঘোষ এম্ এ, বি এল, অধ্যাপক বঙ্গবাসী কলেজ। শ্রীদেবাশুনাথ চক্রবর্ত্তী, এম্ এ, বি এল, ঐ। শ্রীকালীপদ মিত্র এম্ এ, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র লস্কর, জমীদার, বেলেঘাটা। শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এস্ সি, ১৬ ষষ্ঠীতলা মেন রোড। শ্রীমোহিনীমোহন সাহা, ১২০ বেলেঘাটা মেন রোড। প্রস্তাবক— শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীহরিহরনাথ দে, জমীদার, বড়শূল, বর্দ্ধমান। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার, ১৪৯এ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্। শ্রীরামরঞ্জন দত্ত, হাজারীবাগ। শ্রীহরিদাস মজুমদার, বামনাবাদ পোঃ, মুর্শিদাবাদ। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯ ইডেন হিন্দু হোষ্টেল। প্রস্তাবক—ঐ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, সমর্থক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, সদস্য— শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৮ ছিদাম মুদির গলি। শ্রীসুরেশচন্দ্র সান্যাল বি এল, ৭৪।২ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট্। শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত, ৩এ শ্যামস্কোয়ার ইষ্ট। প্রস্তাবক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, সমর্থক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, সদস্য—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দে, জমীদার, ৪২ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট। শ্রীসুধীরেন্দ্রনাথ দে, ঐ। শ্রীপ্রভাতাংশু সেন, ব্যারিষ্টার, ৯৮ বেলতলা রোড। শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ১।১ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট। শ্রীসমরেন্দ্রনাথ দাস, দেওঘর। শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষ, রোহিণী পোঃ, সাওতাল পঃ। শ্রীপ্রমথনাথ বসু, C/১এস্ দাস কোং, দেওঘর। শ্রীরঙ্গলাল দত্ত, হরিমোহন বসুর লেন। শ্রীসমরেন্দ্রনাথ মিত্র, ২৩ গোবিন্দ ঘোষের লেন। রায় রাজেন্দ্রকুমার বসু বাহাদুর, অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ও সেশন জজ, দেওঘর। শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র, জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার, ই আই

আর, বর্দ্ধমান। অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, ৫ বাহির মির্জাপুর রোড। পণ্ডিত শ্রীকৃপারাম, নন্দীবাগান রোড, হাওড়া। শ্রীবিভূতিভূষণ সান্যাল, ৭ রামচন্দ্র মৈত্র লেন। শ্রীবাঁশরীলাল সরকার এম্ এ, বি এল, ২।৪ রামকৃষ্ণ লেন। প্রস্তাবক—শ্রীমন্মথনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীরাম-কমল সিংহ, সদস্য—শ্রীঅনাথবন্ধু দে, ১৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীঅলীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ৭০ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—শ্রীশান্তিপ্রিয় মল্লিক, ৮১ লোয়ার চিৎপুর রোড। শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস, বি এল, ৩ শিবু বিশ্বাসের গলি। প্রস্তাবক—শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—ডাঃ অমরনাথ ঘোষ, ষাঁড়পুর, মেদিনীপুর। শ্রীঅর্দ্ধচন্দ্র ঘোষ, ১২৪।২৩।২ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীরজনীরঞ্জন ঘোষ, চট্টগ্রাম। শ্রীমন্মথনাথ লাহিড়ী, আলমপুর, নদীয়া। শ্রীনগেন্দ্রনাথ পালিত, চট্টগ্রাম। শ্রীনরেন্দ্রমোহন কুণ্ডু, ঐ। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৪ ঘোষ লেন। প্রস্তাবক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন, সদস্য—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, ৮।১এ হরিপাল লেন। শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন, ১৬।১ জগন্নাথ দত্ত লেন। শ্রীললিতমোহন দাশ গুপ্ত, ১০ নারিকেলবাগান রোড। শ্রীপরেশনাথ সেন গুপ্ত বি এ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি এ, ৫৯এ অপার সার্কুলার রোড। শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র দেব গুপ্ত, ঐ। শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, ঐ। শ্রীসুধাংশুমোহন দাশ গুপ্ত বি এ, ঐ। শ্রীকামাখ্যাচরণ সেন, এম্ এ, ১০ নারিকেলবাগান রোড। শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত বি এল, ৩৫।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট। শ্রীরোহিণীকুমার সেন, ১২ আমহার্ষ্ট রো। শ্রীভূপতিমোহন সেন গুপ্ত, ৭২ গড়পাড় রোড। শ্রীললিতকুমার সেন, ৭৩ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীকান্তিচন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীবিজয়কুমার সেন, ঐ। শ্রীশচন্দ্র রায়, ৭৩ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, ঐ। শ্রীজ্ঞানদাপ্রসন্ন সেন, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র সেন, ঐ। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীবিধুভূষণ রায়, ঐ। শ্রীহেমন্তকুমার সেন, ঐ। শ্রীধীরেন্দ্রলাল সেন, ঐ। শ্রীচারুচন্দ্র মজুমদার বি এল, ফরিদপুর। শ্রীঅনন্তকুমার রায়, বি এল, ঐ। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, উকীল, ঐ। শ্রীকিরণচন্দ্র মজুমদার বি এ, ঈশান স্কুল, ফরিদপুর। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, উকীল, মাদারিপুর। শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন বি এ, গোপালগঞ্জ স্কুল। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়, উকীল, ৯৬।১ গ্রে ষ্ট্রীট। শ্রীশরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত, ২০ ঝামাপুকুর লেন। শ্রীসনোরঞ্জন রায় চৌধুরী, ফরেষ্ট কলেজ, ডেরাডুন। শ্রীনলিনীকান্ত রায় চৌধুরী, সাব রেজিষ্ট্রার, পটুয়াখালী। শ্রীশশিকান্ত রায় বি এল, উকীল, জজকোর্ট, বরিশাল। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, ৯৬।১ গ্রেষ্ট্রীট। শ্রীপরেশনাথ সেন, পুলিশ সাব ইনস্পেক্টর, খুলনা। শ্রীযতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, ২।১টি এরকুমার ঠাকুর স্কোয়ার। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, ঐ। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত, উকীল, বাগেরহাট, খুলনা। শ্রীললিতকুমার চক্রবর্ত্তী, ঐ। শ্রীশঙ্করমোহন দাশ গুপ্ত, হার্ডিঞ্জ হোষ্টেল। শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, কানুরিয়া, ফরিদপুর। শ্রীমন্মথনাথ সেন গুপ্ত বি এ, ঐ। শ্রীশশধর মজুমদার, বি এ, বি টি, শিলং হাই স্কুল। শ্রীনরেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, বাগেরহাট। শ্রীসতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত,

সনিটারি ইন্‌স্পেক্টর। শ্রীশরৎচন্দ্র মজুমদার, কেশিয়ার, কালীঘাট ট্রাম্‌ ডিপো। শ্রীহরিহর সেন গুপ্ত, পয়োগ্রাম, ফুলতলা, খুলনা। শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, বর্দ্ধমান। শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত বি এ, ৪৮।১ হ্যারিসন রোড। শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র দে, বেঞ্চ ক্লার্ক, জোড়াবাগান কোর্ট। শ্রীঅসিতারঞ্জন ঘোষ এম্‌ এ, বি এল, হাইকোর্ট। শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, ৫০ হালদার-পাড়া রোড। শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ, ২১০।২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীলালমোহন চট্টোপাধ্যায়, ২১ পদ্মপুকুর রোড। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর, ৺রজনীকান্ত বসুর বাটী, ঢাকা। শ্রীচন্দ্রশেখর সেন, উকীল, হাইকোর্ট। শ্রীবামাপদ সেনগুপ্ত, নন্দকুমার চৌধুরী ২য় লেন। শ্রীহরিপদ সেনগুপ্ত এম্‌ এ, শ্রীরামপুর কলেজ। শ্রীগিরীন্দ্রমোহন বসু, ১৪ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৬ কালীকৃষ্ণ লেন। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ১০ কাশী মিত্রের ঘাট লেন। শ্রীনিবারণচন্দ্র মিত্র, ৩২।১ আশুতোষ দে লেন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র, ঐ। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় এম্‌ এ, হাটখোলা। শ্রীশশধর রায় বি এ, ঐ। কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায়, ৮৫ বলরাম দে ষ্ট্রীট। শ্রীমন্মুতোষ সেন, ২২ কার্লাকর ষ্ট্রীট, বড়বাজার। শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়, ৮৫ বলরাম দে ষ্ট্রীট। শ্রীবিধুমোহন বসাক, মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্‌, জজকোর্ট, ঢাকা। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ৭ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায়। শ্রীঅমৃতলাল বরা চৌধুরী, ডেঃ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কাকিনারাজ, জলপাইগুড়ি। শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্‌, জজকোর্ট, বরিশাল। শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাস বি এল্‌, হাইকোর্ট। প্রস্তাবক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীশরদিন্দু রায় বি এ, বি ই, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, বীরভূম। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়, আশুতোষ দের লেন। শ্রীআনন্দচন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীগোপালচন্দ্র দাস, হেড ক্লার্ক, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ইলেক্‌ট্রিক্যাল ডিপার্ট-মেণ্ট, পি, ডব্লু, ডি, কলিকাতা। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—শ্রীগিরিজাশঙ্কর আচার্য্য, ড্রইং মাষ্টার, কুষ্টিয়া। শ্রীশ্রীশচন্দ্র জ্যোতীরত্ন, C|o গিরিজাশঙ্কর আচার্য্য, ঐ। শ্রীহৃষীকেশ মজুমদার বি এ, হেড মাষ্টার, কুষ্টিয়া হাই স্কুল। শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, শিক্ষক, ঐ। শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন, হ্যারিসন রোড। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ নন্দী, ৭।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীচিত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ১ সিমলা ২য় লেন। শ্রীতারাপ্রসাদ বাগচী, বিডন স্কোয়ার পোঃ। প্রস্তাবক—শ্রীমন্মথমোহন বসু, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—শ্রীঅপর্ণাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এম্‌ এস্‌ সি, অধ্যাপক, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ, ৪ কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার। শ্রীকালীধন চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি এল্‌, অধ্যাপক, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ। শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ এম্‌ এ, ৯৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ বি এস্‌ সি, ৫৪ বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এস্‌ সি, ২০ সরকার বাই লেন। শ্রীউরুক্রমদাস চক্রবর্ত্তী, এম্‌ এস্‌ সি, বি এল্‌, ৫৯ সি আপার সার্কুলার রোড। শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার, এম্‌ এ, বি এল্‌, ৭

বেচুলাল রোড, ইটালী। শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী বি এ, ৬০।৩।১ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। শ্রীনলিনীকান্ত চৌধুরী, শ্রীকালীকান্ত ভট্টাচার্য্য, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীআশুতোষ বেদজ্ঞ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, শ্রীঅম্বিকাচরণ চৌধুরী। প্রস্তাবক—শ্রীকিশোরীচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, সদস্য—শ্রীঅমৃতলাল বসু বি এল্, উকীল, বারাসত।

উপহারদাতা ও উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—কুমার শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা—১ যুক্তিকল্পতরু, শ্রীভূতনাথ দত্ত, ২ অভাগী, শ্রীরজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ৩ রমণী-দর্পণ, ডাঃ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ হালদার—৪ সনিদান শিশু-চিকিৎসা ও শৈশবীয় ভৈষজ্যতত্ত্ব।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র—(1) The Uncanny Cat in Asiatic and European Folk-beliefs, (2) A North-Indian Disease-Transferrence Charm and its Panjabi and Persian Analogues. (3) On a Case of Human Sacrifice and Cannibalism from the District of Nadiya, Bengal. (4) A Note on the Rise of a new Hindu Sect in Behar. (5) A Folk-tale of a new Type from North Behar and its variants Director of Statistics in India.—(6) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, November. 1917. Agricultural Adviser to the Govt. of India.—(7). Report on the Progress of Agriculture in India for 1916-17. Registrar, Dept. of Rev. and Agri. of India.—(8) Statements of the Co-operative Movement in India for 1916-17.

অষ্টম ও নবম মাসিক অধিবেশন

১৭ই চৈত্র ১৩২৪, ৩১শে মার্চ্চ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা

উপস্থিতি—

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ (সভাপতি)

শ্রীশ্রীনাথ সেন, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার এম্ এ, পি এইচ ডি, শ্রীপ্রতিভাকুমার সেন, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দে বি এ, শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার এম্এ, শ্রীরায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, পি আর এস্, শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীননীগোপাল গোস্বামী, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীশ্রীশচন্দ্র হালদার, শ্রীযতীন্দ্রকৃষ্ণ নিয়োগী, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকালীকৃষ্ণ রায়, শ্রীগৌরমোহন শীল, শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীসতীন্দ্রসেবক নন্দী,

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সেখ হবিবর রহমান মণ্ডল, শ্রীঅশোককুমার সেন, শ্রীসুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীযতীন্দ্রমোহন মল্লিক, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীঅমৃতগোপাল বসু, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, শ্রীচণ্ডীচরণ চন্দ্র, বি কে ভট্টাচার্য্য, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক)।

অষ্টম মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৩। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "শব্দকোষ-সমালোচনা"। ৪। শোকপ্রকাশ—(ক) মহেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী, (খ) প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এবং (গ) জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এল্ মহাশয়গণের পরলোক-গমনে। ৫ বিবিধ।

নবম মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়—প্রবন্ধ-পাঠ—১। মৌলবী মহম্মদ শহীদুল্লাহ এম এ, বি এল মহাশয়ের শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর "শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা" নামক প্রবন্ধ। ২। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত সভাপতি ও সহকারী সভাপতিগণের অনুপস্থিতিতে, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। প্রথমে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক ৬ষ্ঠ ও ৭ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। তৎপরে পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম পাঠান্তে, পুস্তকাদি প্রদর্শন করিয়া শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবও গৃহীত হইল।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক ও উপহারদাতার নাম

উপহারদাতা—শ্রীমোহিনীমোহন বসু, ১ স্নেহের স্মৃতি, শ্রীঅক্ষয়কুমার মৌলিক, ২ আটীয়া পরগণার ইতিহাস, শ্রীমনোরঞ্জন দাসগুপ্ত—৩ সূচনা, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪ মালঞ্চ, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—৫ প্রসাদী পদচ্ছায়া, শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা—৬ মহাভারতে অনুশীলনতত্ত্ব, শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার—৭ প্রাথমিক প্রতিবিধান, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ধর—৮ মহাকালী পঞ্চাঙ্গ, ১৯১৪ সংবৎ, শ্রীশ্যামলধন মুখোপাধ্যায়—৯ কবিতারত্নাকর, ১৮৩০।

Registrar, Calcutta University—(1). Calcutta University Calendar, Part 1. 1917. শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মল্লিক—(2) Sreegopal Basu Mullick Fellowship Lectures 1907-1908. Secretary, Indian Science Association. (3) Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, Vol III;

Pt. VII. 1917. Secretary, Smithsonian Institution—(4) New East African Plants, (5) Effect of Short Period Variations of Solar Radiation on the Earth's Atmosphere. (6) Recognition Among Insects. (7) Archaeological Investigations in New Mexico, Colorado and Utah. (8) Cambrian Geology and Paleontology IV. (9) Do. Do. Supdt. Govt. Printing, India,—(10) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, December 1917. (11). Patent Office Journal 1917. Supdt. Muhammedan and British Monument, Northern Circle,—(12) Annual Progress Report of the Superintendent, Muhammedan and British Monuments, Northern Circle. 1917. Officer-in-charge, Bengal Secott. Book Depot.—(13) Administration Report of the Excise Department in the Presidency of Bengal for the year1916-17. (14) Annual Progress Report on Forest Administration in the Presidency of Bengal 1916-17.

৩। প্রবন্ধপাঠ—(১) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অসুবিধা হওয়ায় তাঁহার "শব্দকোষ-সমালোচনা" নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত কিরণ বাবুর প্রস্তাবে ও অনুরোধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হইল। প্রবন্ধ-পাঠান্তে সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশ-চন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে ইহার আলোচনার সুবিধা হইবে। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি।

তৎপরে নবম মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় (২) মৌলবী মহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা নামক প্রবন্ধ পাঠের কথা উঠিলে প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত মহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব অনুপস্থিত থাকায় শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়কে এই প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু প্রবন্ধ পাঠ করিবার পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ ও ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়—শব্দকোষ সমালোচনা সম্বন্ধে কিছু বলিলেন ও প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন এবং বলিলেন যে, বঙ্গীয় শিক্ষিত মুসলমান-সমাজের অগ্রণী, সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে পণ্ডিত সাহিত্যিকের নিকট আমরা বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে অনেক আশা রাখি।

পরে শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু জানাইলেন যে, এই উভয় প্রবন্ধই পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। মৌলভী সাহেবকে তাঁহার বহু পরিশ্রমের সহিত লিখিত প্রবন্ধের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

এই উপলক্ষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, মৌলভী সাহেব এই প্রবন্ধে ভাষাজ্ঞানের প্রভূত পরিচয় দিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যেও তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর প্রবন্ধের আলোচনাকালে "মিশ্রি" শব্দটি মিশর দেশের সম্পর্কে আনার বিশেষ আবশ্যকতা দেখি না। মৌলভী শহীদুল্লাহ সাহেব কর্ত্তৃকও ঐ শব্দটি মিশ্র দেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া

নিরূপণ করার যৌক্তিকতা দেখি না। "মচ্ছণ্ডিকা", "মচ্ছণ্ডী" হইতে মিশ্রি হইতে পারে এবং সেইরূপ সিদ্ধান্ত কতকটা সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়।

৪। শোকপ্রকাশ—(ক) মহেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী, (খ) প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য ও (গ) জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এল্ মহাশয়গণের বিয়োগে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক শোক-প্রকাশ।

সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, আসুন, সকলে আমরা ইঁহাদের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ উদ্দেশে দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত ব্যক্তিগণের প্রতি যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা জ্ঞান করি এবং ব্যবস্থা থাকিলে আমি ইহাও প্রস্তাব করি যে, ইঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট শোকে সমবেদনাজ্ঞাপক পত্র পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রেরিত হউক।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া এই কয়েকটি কথা বলিলেন,—স্বর্গীয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত হইবার পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ না হইলেও বহু সাহিত্যিকের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহার "মিশরমণি" বা "ক্লিওপেট্রা" নামক নাটকখানির কথা অনেকেই জানেন। "Tank Angling in India" নামক তাঁহার রচিত আর একখানি পুস্তক মেসার্স থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। সৌখীন ইংরাজ মহলে এই পুস্তকখানি সাদরে গৃহীত হইয়াছে। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি লর্ড লিটনের "Last Day of Pompie" অবলম্বনে আর একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। নাটকখানি তদীয় সহপাঠী বন্ধু, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শীঘ্রই প্রকাশ করিবেন—এরূপ শুনা যাইতেছে। প্রমথবাবু একজন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। প্রথমে ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক ক্লাব ও পরে কলিকাতা ইভনিং ক্লাবএর সম্পর্কে তিনি বহু বার বহু কঠিন ভূমিকা নিপুণ ভাবে অভিনয় করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ইভনিং ক্লাবের তাৎকালিক স্থায়ী সভাপতি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় তাঁহার "চাণক্য" অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন। উক্ত উভয় ক্লাবেরই সম্পাদকপদে তিনি বহু দিন যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রমথ বাবুই প্রথম কলিকাতায় দেশী ক্ষুর, ছুরি ও কাঁচি প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য থান্ এণ্ড কোং নামক কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশীয় শিল্পের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখাইয়াছিলেন। তখনকার কালে স্কুল কলেজে বা পল্লীতে তাঁহার মত উৎসাহী ও কর্ম্মী যুবক বিরল ছিল। "ভারতবর্ষ" পত্র প্রকাশ আয়োজনে তিনিই প্রধান উদ্যোগী—বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অসুস্থতা-বশতঃ বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য সুদূর বুন্দেলখণ্ডে ছত্রপুর নগরে ইদানীং অবস্থান করিতেছিলেন। ছত্রপুরের মহারাজার সুযোগ্য দেওয়ান শীঘ্রই প্রমথবাবুর বিবিধ সদ্‌গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে উপযাচক হইয়া মহারাজার দরবার সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই

সুদূর কর্ম্মস্থলেই তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। প্রমথবাবু সচ্চরিত্র, উদার, অমায়িক, সরল ও আনন্দপ্রিয় লোক ছিলেন। ভগবান্ তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের হৃদয়ে শান্তি দান করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও সংক্ষেপে প্রমথবাবুর নাট্যানুরাগের এবং নাট্য-সাহিত্যালোচনার পরিচয় দান করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক
সভাপতি।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

৫ই চৈত্র ১৩২৪, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০ টা।

উপস্থিতি—

সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ (সুসঙ্গ), কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ (সুসঙ্গ), কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ এম্ এ, শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী দাশগুপ্ত।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্এ, শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্এ, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীগুরুদাস গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীসত্যচরণ বসু, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীশশিভূষণ সিংহ, শ্রীপঞ্চানন মিত্র, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্এ, শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্এ, শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সান্যাল, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীপ্যারীমোহন দেববর্ম্মা, শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীকালিদাস রায়চৌধুরী, ডাঃ শ্রীবারিদবরণ মুখোপাধ্যায়, মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন, শ্রীগগনচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীকুমারকৃষ্ণ দত্ত, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ, কবিরাজ শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত এম্এ, শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন এম্এ, বিএল্, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, রায়সাহেব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীবরদাদাস বসু, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীশিবকৃষ্ণ দে, রায় শ্রীকুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশিবেশচন্দ্র পাকড়াশী, শ্রীদেবপ্রসাদ সান্যাল, শ্রীরাধিকা-

প্রসাদ দত্ত, কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন কবীন্দ্র, শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্রীনলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচারুচন্দ্র বসু, শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, মৌলবী সাজ্জাদ আহম্মদ চৌধুরী, সেখ হবিবর রহমন মণ্ডল, শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ, শ্রীহেমন্তকুমার সেন, শ্রীহেমন্তকুমার সরকার, শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, ডাঃ শ্রীগোপালচন্দ্র সেন, শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে, শ্রীপ্রহাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীকেদারনাথ সেন, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম্‌এ, শ্রীশ্রীকান্ত বিশ্বাস, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীতারাপ্রসন্ন বাগচী, শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোষ্ঠবিহারী সেন, শ্রীভূপেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীতারকেশ্বর রায়, শ্রীশোকহরণ দাসগুপ্ত, শ্রীফণীন্দ্রকুমার বসু, শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রায় বিনোদবিহারী বসু, স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, ডাঃ শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীশ্যামাচরণ পাল, শ্রীঅমৃতগোপাল বসু, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ নন্দী, শ্রীশৈলেশনাথ বিশী, শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, শ্রীঅমরনাথ খাঁ, শ্রীগৌরমোহন শীল, শ্রীগণপতি সরকার, শ্রীঅশোককুমার সেন, শ্রীসুধাংশুপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস ঘোষ, শ্রীরাধাগোবিন্দ চৌধুরী, শ্রীহরিদাস মিত্র, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গোস্বামী, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ অধিকারী, শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামপ্রসন্ন সান্যাল, শ্রীশৈলেশচন্দ্র সান্যাল, শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন, শ্রীমনোজকুমার বসু, শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু, শ্রীচন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়, শ্রীগিরিশচন্দ্র দত্ত, শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীপ্রতিভাকুমার সেন, শ্রীশিশিরকুমার রায়, শ্রীতারাপদ সিংহ, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীআশুতোষ বেদজ্ঞ, শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার, শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীতারকনাথ রায়, শ্রীকালীকৃষ্ণ রায়, শ্রীকিশোরীচাঁদ দত্ত, শ্রীনরেন্দ্রপ্রসাদ বসু, শ্রীতারকেশ্বর গুহ, সীতানাথ ঘোষ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু, শ্রীসত্যব্রত দত্ত, শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন, শ্রীসত্যপ্রসাদ দত্ত, শ্রীসাতকড়ি রায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীসুশীলকুমার বসু, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এস্ সি চক্রবর্ত্তী, শ্রীসর্ব্বানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীহরিচরণ মিত্র, শ্রীহৃদয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীহীরালাল রায়, শ্রীহেমচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীহৃষীকেশ মুস্তফী, শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ, শ্রীঅনাদিচরণ সরকার, শ্রীঅনিলকুমার রায়, শ্রীঅমূল্যচরণ বাগচী, শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার, শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীঅন্নদাকুমার দত্ত, শ্রীঅনাথবন্ধু পোদ্দার, ইউ এন্ ঘোষ, শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস, শ্রীকালীচরণ রায়, শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ বিশ্বাস, শ্রীকালীকান্ত কাব্যতীর্থ, শ্রীকৃষ্ণমোহন সাহা, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত গুপ্ত, শ্রীচিন্তাহরণ আচার্য্য, শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীজহরলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী,

শ্রীনিকুঞ্জমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিতাইচরণ রায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, শ্রীনরেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র ধর, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র রায়, শ্রীগণপতি ঘোষ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র দত্ত, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র সাহা, শ্রীপরাণচন্দ্র পোদ্দার, শ্রীপরিমলচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রদোষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রায়, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিভু দত্ত, শ্রীবিজয়কুমার সরকার, শ্রীবিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিভূতিভূষণ রায়, শ্রীবিনয়ভূষণ রক্ষিত, শ্রীবঙ্কিমবিহারী পাইন, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সরকার, শ্রীবিজয়চন্দ্র মিত্র, শ্রীমহেশ্বরপ্রসাদ লাহা, শ্রীমণীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীমুরারিমোহন বসু, শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার, শ্রীযজ্ঞেশ্বর দত্ত, শ্রীরামেন্দুনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীরতিকান্ত মুকুল, আর, এন্ দে, এন্ ঘোষ, শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—সম্পাদক। শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদকগণ।

বহুমানাস্পদ সভাপতি স্যার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বিগত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে পারেন নাই। এই অধিবেশন সেই অভিভাষণ পাঠের জন্য আহূত হইয়াছিল।

যথাসময়ে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। এই মহামূল্য সারবান্ অভিভাষণটি যথাসময়ে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২৪শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যায় পুস্তিকাকারে গ্রথিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

পাঠান্তে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় বিশেষভাবে জগন্মান্য সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুনীলাল বসু
সভাপতি।

২৪শ, দশম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৯শে চৈত্র ১৩২৪, ১২ই এপ্রিল ১৯১৮, শুক্রবার,
অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

উপস্থিতি—

শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক (সভাপতি)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র বি এ, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীসেখ হরিবর রহমন মণ্ডল, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, রায় শ্রীবিনোদবিহারী বসু, শ্রীদেবপ্রসাদ সান্যাল, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীসুনীতি-

কুমার পাল, শ্রীবৈদ্যনাথ ঘোষ, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীবিপিনবিহারী দাসগুপ্ত, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীভোলানাথ কোঙর, শ্রীশশীন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীসূর্য্যকুমার পাল, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীগণেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" কিরণচন্দ্র দত্ত
} সহঃ সম্পাদকগণ

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুথি ও [illegible] পহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের "বর্ণমালার কথা" নামক প্রবন্ধ [illegible] মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৫। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সমর্থনে ও শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। প্রথমে সভাপতি মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিতে আদেশ প্রদান করিলে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় গত ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন এবং উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। তৎপরে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় নিম্নলিখিত পুস্তক এবং পুস্তক উপহারদাতৃ-গণের নাম পাঠ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে যথারীতি ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

উপহারদাতা ও উপহৃত পুস্তক

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১। জন্মান্তর-দম্পতি, শ্রীশ্যামাচরণ পাল—২। ঘুমন্ত ছবি, ৩। দলিয়া-বিবি, শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়—৪। আর্য্য-পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়-সমাজ, শ্রীআশুতোষ দত্ত গুপ্ত—৫। নীত্যাইক, ৬। জগৎরহস্য বা দার্শনিক মীমাংসা, (১-২ খণ্ড), শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত—৭। পাগলা রাধামাধব (১ম খণ্ড), ৮। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান-পদ্ধতি, ৯। শ্রীশ্রীযুতের পদ (২য় ভাগ), ১০। ন্যায়প্রবন্ধ, ১১। সর্ব্বমঙ্গলোদয়ম্, শ্রীবেঙ্কটেশনারায়ণ তিবারী—১২। আয়র্লণ্ডমে মাতৃভাষা (হিন্দী), শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত—১৩। নাম-রহস্য, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—১৪। চারু-স্মৃতি, শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ—১৫। শ্রীহট্টের ইতি-বৃত্ত—উত্তরাংশ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়—১৬। লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী, ১৭। শ্রীব্রহ্মস্তুতিঃ, ১৮। শ্রীশ্রুতিস্তুতিঃ, ১৯। শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ঃ, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—২০। ছেলেদের গোরা, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা—২১। ব্রাহ্মণ্য-সম্পদ্।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত—22. The Pedagogy of the Hindus. 23. An Analysis of Seeley's Introduction to Political Science, 24. A Course of Modern Intellectual Culture (1st. Edition), 25. Do (2nd. Edition), 26. True

Freedom, 27. Brahmanism and the Sudras, 28. The India of Aurangzib, 29. A Review and Criticism of Dr. James Ward's "Psychology", শ্রীআশুতোষ দত্ত গুপ্ত—30. Bhaskaracharya Officer in charge, Bengal Secott. Book Depot —31. Resolution Reviewing the Report on the Working of the District Boards in Bengal during the year. 1916—17, 32. Resolution Reviewing the Reports on the Working of the Municipalities in Bengal during the year 1916—17.

৩। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় তাঁহার "বর্ণমালার কথা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত-পরিচয়

"বর্ণমালার কথা" গোলাম আহমদ-রচিত একখানি প্রাচীন পুথি। ১২০৩ সালে কবি এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন। কবির নিবাস চৌরাশী পরগণার অন্তর্গত বারুইহাটী গ্রাম। পুথিখানি কবির স্বহস্ত-লিখিত। কবির পৌত্র শ্রীযুক্ত শরাফৎ হোসেন সাহেবের আনুকূল্যে পুথিখানি পাওয়া গিয়াছে। পুথির আকার ডিমাই ৮ পেজী পুস্তকের ন্যায়; পত্রাঙ্ক ৩৪, দেশীয় তুলট কাগজে লিখিত। পুথিখানিতে অ হইতে হ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অক্ষর ধরিয়া ধর্ম্ম এবং নীতি-বিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রবন্ধ-পাঠান্তে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এ সম্বন্ধে বলিলেন,—প্রথমে যখন আমি প্রবন্ধের নাম শুনি, তখন ভাবিয়াছিলাম, ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কোনও বিষয় শুনিতে পাইব। কিন্তু তাহা নহে, এ একখানি পুথির বিবরণ। তবে ইহাতেও আমার উপকার হইয়াছে, অনেক বিষয় আমি জানিতে পারিয়াছি। আমি প্রথমে গফুর সাহেবকে এ জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। পুথির মধ্যে প্রাচীন ভাষার প্রয়োগ তত নাই। পুথিখানি বাঙ্গালা হইলেও, ইহাতে আরবী ও ফারসী শব্দ যথেষ্ট ব্যবহার করা হইয়াছে। আরবী-ফারসী শব্দবহুল ভাষা যেথাই তখন প্রচলিত ছিল, এ কথা ঠিক নহে। তবে ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে ইহা ঠিক হইতে পারে এ পুথির মধ্যে এমন কোন বিশেষত্ব নাই, যদ্দ্বারা ভাষাতত্ত্বের বিচার করা যাইতে পারে। কেবল আরবী-ফারসী-শব্দবহুলতাই ইহার বিশেষত্ব। এই বইখানি ছাপা হওয়া উচিত। অতঃপর তিনি বঙ্গভাষা বিষয়ে অনেক কথার আলোচনা করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—এই বই যিনি লিখিয়াছেন, তিনি ধার্ম্মিক মুসলমান। আমি ইহা ছাপা হওয়া উচিত মনে করি।

৪। তৎপরে সভাপতি মহাশয় চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ সংবাদপত্রের সম্পাদক ও প্রথিতনামা সাহিত্যিক দীননাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট সহানুভূতিসূচক পত্র পাঠাইবার প্রস্তাব গৃহীত হইল।

পরিশেষে অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুনীলাল বসু
সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। **সূচী**—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈদ্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,
৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—**এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং**, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—৺কৈলাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড ব্রাদার্স

"পুষ্পল"

(ফ্লোরাল হেয়ার অয়েল

অননুকরণীয় কেশতৈল।

এই তৈল তরল হীরকের ন্যায় স্বচ্ছ ও তুষার-শুভ্র। ইহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল। স্নানান্তে মন-প্রাণ প্রফুল্ল করিবে। মসৃণ ঘন-কৃষ্ণ কেশদামের সৌরভে ও সুষমায় "পুষ্পলে"র পরিচয়। ব্যবহারে মস্তিষ্ক শীতল ও কেশের উৎকর্ষ সাধন করে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

"পার্ল পাউডার"

(সর্ব্বোৎকৃষ্ট টয়লেট্ পাউডার)

কতিপয় নির্দ্দোষ পদার্থ সংযোগে ইহা প্রস্তুত এবং অতি মনোরম গন্ধবিশিষ্ট। সবিশেষ কোমল চর্ম্মেও ইহা নির্ব্বিঘ্নে প্রয়োগ করা যায়। শিশুদের অঙ্গে মাখাইলে ঘামাচি হইতে পারে না। শরীরে আঠা বা তৈলাক্ত ভাব ইহা ব্যবহারে নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি প্যাক ৶০ আনা।

"কোল্ড ক্রিম্ অব্ রোজেস্"

শরৎকালের শেষে হেমন্তের শিশির-পাতের সঙ্গে সঙ্গেই গা, হাত, মুখ, একটু খস্-খস্ করিতে থাকে ও তার পরই ঠোঁট কাটিতে আরম্ভ হয়। কিন্তু আমাদের ক্রিম মাখিলে আর সে ভয় থাকে না। ইহার গন্ধ মধুর এবং ইহা মাখিবার পরই ত্বকের ভিতর প্রবেশ করে, উপরে তৈলাক্ত হইয়া থাকে না। মূল্য প্রতি টিউব ।৶০ সাত আনা।

"এণ্টিসেপ্‌টিক্ টুথ পাউডার"

ইহা ব্যবহারে দন্ত সুপরিষ্কৃত ও সুদৃঢ় হয় এবং মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস স্নিগ্ধকর সুগন্ধে সুরভিত হয়। দন্তরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। নূতন উপাদানে প্রস্তুত, নূতন ধরণের সুদৃশ্য কৌটা। মূল্য প্রতি কৌটা ।৶০ ছয় আনা।

"কার্ব্বলিক্ টুথ পাউডার"

প্রত্যহ ব্যবহারোপযোগী অতি উত্তম দন্তধাবন চূর্ণ। ইহার গন্ধ ও বর্ণ গোলাপের ন্যায়। মূল্য প্রতি কৌটা ৶০ তিন আনা।

নিম্নবঙ্গের মানচিত্র

(রেনেলকৃত ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের মানচিত্র হইতে অঙ্কিত।)

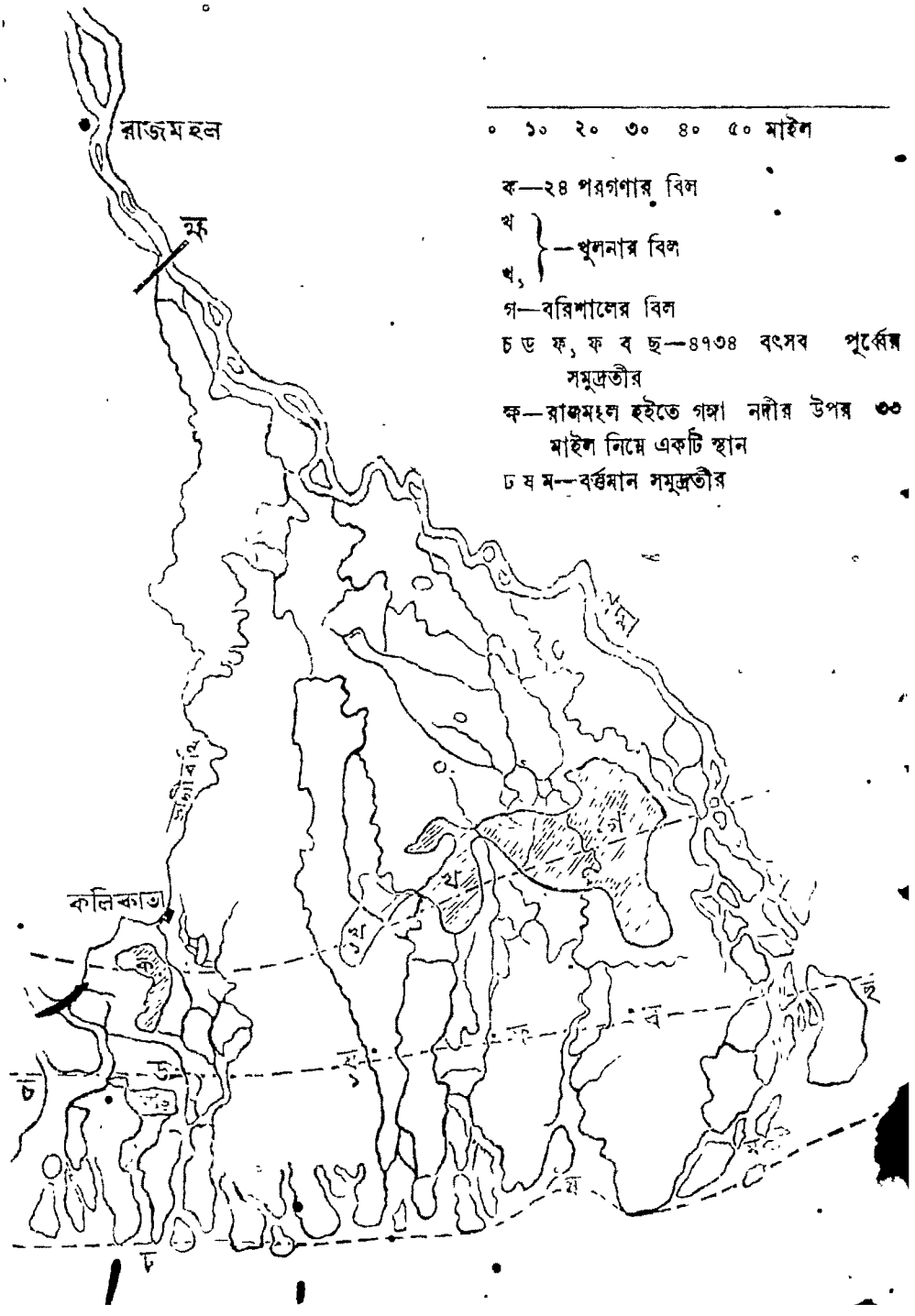

২য় সংখ্যা

নিম্নবঙ্গের বিল*

রেনেলকৃত ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্রে, ভাগীরথী ও পদ্মা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহে, "morasses" নামাঙ্কিত কতকগুলি স্থান আছে। এই morasses বা বিলগুলি বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা, খুলনা, বরিশাল ইত্যাদি জেলায় অবস্থিত। রেনেলকৃত ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্র অবলম্বনে অঙ্কিত ও এই প্রবন্ধ-সংলগ্ন মানচিত্রে পূর্ব্বোক্ত বিলগুলির ভিতর যেগুলি বড় বড়, ঐগুলি ক, খ, গ নামে চিহ্নিত করা আছে। উক্ত তিনটি বিল যে স্থান জুড়িয়া বর্ত্তমান, ঐ স্থান, দক্ষিণে অবস্থিত সমুদ্র-তীরের সহিত প্রায় সমান্তর। অর্থাৎ চব্বিশ পরগণার বিল হইতে সমুদ্র-তীর যতটা, খুলনা ও বরিশালের বিলদ্বয় হইতে সমুদ্রতীরও প্রায় ততটা। বরিশালের বিল, খুলনার বিল অপেক্ষা লম্বে ও প্রস্থে বড়। খুলনার বিল, চব্বিশ পরগণার বিলের সম্পর্কেও তাহাই। অর্থাৎ পূর্ব্ব-অঞ্চল হইতে পশ্চিম-অঞ্চলে আসিতে, বিলগুলি ক্রমে আয়তনে কমিয়া আসিয়াছে দেখা যায়। উক্ত তিনটি বিলের আরও বিশেষত্ব এই যে, বরিশাল ও খুলনার বিলদ্বয় দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অনেকটা সমান, কিন্তু চব্বিশ পরগণার বিল প্রস্থ অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে অনেক বেশী। বরিশাল ও খুলনার বিলের ও বিলের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের নদীগুলি অত্যন্ত আঁকা-বাঁকা ও বহু শাখা-প্রশাখা-যুক্ত। চব্বিশ পরগণার বিলের ও বিলের নিকটবর্ত্তী নদী বা খালগুলি ঐরূপ বাঁক ও শাখাযুক্ত নহে।

ফার্গুসন সাহেব গঙ্গাব্রহ্মপুত্র-পলিভূমি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।[১] তাঁহার প্রবন্ধে তিনি পূর্ব্বোক্ত ক, খ, গ বিলগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছুই লিপিবদ্ধ করেন নাই। তিনি তাঁহার প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—৪০০০ বা ৫০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রাজমহল বা রাজমহলের নিকটে সমুদ্র ছিল বা সমুদ্রের জোয়ার চলিত। ঐ প্রবন্ধের অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন,—ঐতিহাসিক কালে যে স্থানে বর্ত্তমান সুন্দরবন, ঐ স্থানে একটি বালিবন্ধ বা bar or barrier ছিল। ঐ বাঁধে জোয়ার ঘুরিয়া যাইত। এই বাঁধ ও বদ্বীপের চূড়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহ জোয়ারের জলমগ্ন জলাভূমি ছিল। ফার্গুসন সাহেবের উক্তিগুলি, পূর্ব্বোক্ত বিলগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে খাটাইতে গেলে বলিতে হয়, উক্ত জোয়ারের জলমগ্ন জলাভূমির ভিতর যে সকল নদী চলিত, সেই নদীর জল হইতে বিক্ষিপ্ত পলিরাশির সাহায্যে জলাভূমির বহু অংশ উচ্চ হইয়া উঠিল—যে স্থানগুলি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত, পলি-অভাবে নিম্ন রহিয়া গেল, তাহাই বিলে পরিণত হইল। আমি এ স্থানে একটি প্রশ্ন করিব—নিম্ন-বঙ্গ জুড়িয়া ক, খ, গ যে তিনটি বিল রহিয়াছে, তাহা সমুদ্রতীরের সহিত প্রায় সমান্তর না

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, বাঁকীপুর, দশম অধিবেশনে পঠিত।

১। On Recent Changes in the Delta of the Ganges by James Fergusson, April 1, 1863. Quarterly Journal of the G, S of London.

হইয়া, যে-কোনও ভাবে অবস্থিত নহে কেন? ফার্গুসন সাহেবের উক্তি অনুসারে এরূপ সামঞ্জস্য না থাকিবার কথা। সাহেবের উক্তি বিশেষ আলোচনার বিষয়। তিনি বলিয়াছেন,—৪০০০ বা ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজমহলে বা রাজমহলের নিকট সমুদ্র বা সমুদ্রের জোয়ার চলিত। ইহা ঠিক কি না, দেখা যাউক। "বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি, প্রায় ৪৭০০ বৎসর পূর্ব্বে খাড়িতে গঙ্গার মোহানা ছিল।[১] কলিকাতা হইতে খাড়ি প্রায় ৩২ মাইল দক্ষিণে।[২] খাড়ি হইতে সমুদ্রতীর প্রায় ৩৪ মাইল। তাহা হইলে ৪৭০০÷৩৪=১৪০ (প্রায়) বৎসরে ১ মাইল করিয়া স্থান গড়িয়া খাড়ি হইতে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইয়াছে।[৩] রাজমহল হইতে কলিকাতা ও খাড়ি হইয়া সমুদ্রতীর প্রায় ২৪৬ মাইল। তাহা হইলে—২৪৬×১৪০=৩৪৫০০ (প্রায়) বৎসর পূর্ব্বে রাজমহলে সমুদ্র-তীর ছিল। মোটামুটি ৩৪০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রাজমহল সমুদ্র-উপকূলে ছিল। সাহেবের নির্ণীত কাল ইহার সহিত মিলে না। সাহেব বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সুন্দরবন যে স্থানে, ঐ স্থানে একটি বালিবন্ধ বা bar or barrier ছিল। সুন্দর-বন পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা। তাহা হইলে তাঁহার কাল্পনিক বালিবন্ধও পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা ছিল। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সুন্দর-বনের দক্ষিণের দ্বীপগুলি পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা না হইয়া উত্তর-দক্ষিণে লম্বা হইল কেন? তাঁহার কাল্পনিক বালিবন্ধ যদি জলস্রোতে হইয়া থাকে, তাহা হইলে দ্বীপগুলিও ঐরূপে হওয়া উচিত, হইলে ঐ ভাবেই বিন্যস্ত হইবে। ইহা হইতে দেখা যায়, তাঁহার এ অনুমানও ঠিক নহে। অর্থাৎ বালিবন্ধ কখন ছিল না। তাহাতে জোয়ারও ঘুরিয়া যাইত না। এখন দেখা যাউক, সাহেবের জোয়ারের জলমগ্ন জলাভূমির অবশিষ্ট নিম্নভূমি যেরূপ ভাবে পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঐরূপ ভাবে বিলে পরিণত হইয়াছে কি না? এই জোয়ারের জলমগ্ন জলাভূমির অনেক বিশেষত্ব আছে, তাহা ক্রমে বলিব।

"বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে[৪] আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছি যে, প্রায় ৫৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে একটি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়। এই ভূমিকম্পের পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র রাজসাহীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছিল। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের এই মিলিত জলরাশি দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিক্‌দ্বয়ের ভিতর বহু মুখে বা পথে পরিণত হইয়া, সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছিল। উক্ত ভূমিকম্পের ফলে ব্রহ্মপুত্র রাজসাহী ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব-অঞ্চলে অবস্থিত বর্ত্তমান পথ লইল ও গঙ্গা পদ্মা-পথে প্রবাহিত হইল। পূর্ব্বের দক্ষিণ প্রবাহ

১। বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা;—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, অষ্টম অধিবেশনের বিবরণ, বর্দ্ধমান, বিজ্ঞান-শাখা—১২৫ পৃঃ।

২। ঐ, পৃঃ ১১৮।

৩। এই প্রবন্ধের গণিত-সম্বন্ধ-গুলি স্থূল ধরিতে হইবে। ভূতত্ত্বের এইরূপ বিষয়ে সূক্ষ্ম গণনা হয় না।

৪। বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা;—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, অষ্টম অধিবেশনের বিবরণ, বর্দ্ধমান, বিজ্ঞান-শাখা, পৃঃ ১১২।

শুষ্ক হইল। ভগীরথ ঐ পথে পুনর্ব্বার গঙ্গার কতক পরিমাণ জল চালিত করিলেন। ঐ জন্যই এই প্রবাহ এখন হইতে ভাগীরথী হইল। এই সকল বিষয় উক্ত প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মিলিত জলরাশি, রাজসাহী হইতে, দক্ষিণ ও পূর্ব্বদক্ষিণ দিক্‌দ্বয়ের ভিতর যে বহু মুখে সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছিল—তাহার ভিতর অনুমান হয়, তিনটি মুখ বা মোহানা প্রস্থে অত্যন্ত বড় ছিল। এই তিনটি মুখ বা মোহানা বা খাড়ি ক্রমে ক, খ, গ বিলে পরিণত হইয়াছে। ভূমিকম্পের পর গঙ্গার অধিক পরিমাণ জল পদ্মাপথে চালিত হওয়ায় ও ব্রহ্মপুত্র পূর্ব্ব-অঞ্চলে হঠিয়া যাওয়ায়, নিম্নবঙ্গের ভিতর দিয়া বহু নদী-পথে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মিলিত জলরাশি যাহা প্রবাহিত হইত, তাহা কমিয়া আসিল। নদীগুলির স্রোত কমিয়া গেল। এই অল্পতর স্রোতের জল হইতে পলি শীঘ্র বিক্ষিপ্ত হইয়া—নদীগুলির উপর দিব্ বা উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশগুলিকে মজাইয়া আনিল। উক্ত তিনটি বিস্তৃত মোহানায় প্রায় পলিশূন্য নদী-জল পৌঁছিতে লাগিল। আবার পূর্ব্ব-স্থান ত্যাগের পর গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের জল, যাহা দক্ষিণ-সমুদ্রে আসিতে আরম্ভ করিল, তাহার কিছু-অংশ জোয়ারের সময় সমুদ্র হইতে নদীপথে বদ্বীপের ভিতর উঠিতে লাগিল। এই জল হইতে বিক্ষিপ্ত পলি নদীগুলিকে ক্ষীণ ও অগভীর করিয়া আনিতে লাগিল। এইরূপে সমুদ্র-জল নদী-পথে প্রায় পলিশূন্য হইয়া পূর্ব্বোক্ত ক, খ, গ তিনটি পূর্ব্ব-মোহানা বা খাড়িতে পৌঁছিল। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত তিনটি মোহানা বা খাড়ির উপর ও নিম্নদিক্ উচ্চ হইয়া উঠিল ও খাড়িত্রয় অল্প পরিমাণ পলি পাওয়াতে ততটা উচ্চ না হইয়া বিলে পরিণত হইল। এইরূপে নিম্ন-বঙ্গের বহু বিল উৎপন্ন হইয়াছে। তবে সমস্তগুলিই নদীর খাড়ি ছিল না। অনেকগুলি দুইটি কিম্বা ততোধিক নদীর সঙ্গম-স্থল ছিল। কলিকাতার পূর্ব্ব ও পূর্ব্বদক্ষিণের লবণ-হ্রদ নামে খ্যাত বিলগুলি এই ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। তবে লবণ-হ্রদের উপরিভাগ গঙ্গার সহিত যুক্ত ছিল। গঙ্গা উলুবেড়িয়ার পথে চালিত করিবার পর, এই গঙ্গা হইতে লবণহ্রদের দিকে জলস্রোত কমিয়া গেল ও সহজে পলি পড়িয়া লবণ-হ্রদের উপর দিক্ মজিয়া আসিল। লবণ-হ্রদের উৎপত্তির বিষয় "বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।[১]

এখন ক, খ, গ বিলত্রয়ের আয়তন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। চব্বিশপরগণার বিল (ক) কেন বিস্তৃতিতে কম ও লম্বে অনেক বেশী, দেখা যাউক। পূর্ব্বোক্ত ৫৩৫০ বৎসর পূর্ব্বের ভূমিকম্পের অগ্রে, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলিত জলরাশির একটি প্রবল স্রোত ঠিক দক্ষিণে, বর্ত্তমান কলিকাতা হইয়া প্রায় খাড়ি নামক স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। এই পথে জলও বেশী চলিত, স্রোতও বেশী ছিল। এই কারণে নদী-গর্ভও গভীর ছিল। এই জন্য স্রোত-রাশির ভিতর বিন্যস্ত দ্বীপাবলি উত্তর-দক্ষিণে অত্যন্ত লম্বা হইয়াছিল ও কাছাকাছি গঠিত হইত

১। বঙ্গের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, অষ্টম অধিবেশনের বিবরণ, বর্দ্ধমান, বিজ্ঞান-শাখা—পৃঃ ১৩৩—১৩৪।

ও এই কারণেই আবার উপরের বা উত্তর দিক্ হইতে যে জল আসিতেছে, তাহার চাপে জল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-নদীর ভিতর বেশী চালিত হইত ও তীরভূমিতে জল উঠিত। এইরূপে ক্ষুদ্র শাখানদী পলি-বিক্ষেপের দ্বারা অগভীর করিয়া তুলিত ও তীরভূমি প্লাবনের জলের পলি পাইয়া উচ্চ হইয়া উঠিত। উক্ত দ্বীপগুলি উত্তর দক্ষিণে অত্যন্ত লম্বা হইত ও বিস্তারে অত্যন্ত কম থাকিত বলিয়া মোহানা ব খাড়ি ততটা প্রস্থে বড় হয় নাই। এই কারণে খাড়ি হইতে যে বিল হইল, তাহাও লম্বে বেশী হইল; কিন্তু প্রস্থে অত্যন্ত কম হইল। আর এই কারণেই বিলের ভিতরের নদী বাঁকশূন্য হইল। মোহানার নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র নদীগুলি ও তীরভূমি কিরূপে উচ্চ হইত, বলিয়াছি। ঐ কারণেই বিলের নিকটবর্ত্তী স্থানে বেশী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখা-যুক্ত নদী নাই। অধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা শীঘ্র মজিয়া গিয়াছে। এই বিলের নিকটস্থ স্থানসমূহ কেন বেশী উচ্চ, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্লাবনের জল হইতে পলি সংগ্রহ করিয়া উচ্চ হইয়াছে। খ ও গ বিলদ্বয় যে মোহানা হইতে হইয়াছে, ঐ দুইটি মোহানা দিয়া জল অনেক বেশী চলিত, কিন্তু স্রোত কম ছিল। এই কারণে নদীগর্ভ তত গভীর ছিল না। খ হইতে গ-তে বেশী জল চলিত, কিন্তু স্রোত কম ছিল। স্রোত অল্প ছিল বলিয়া দুইটিরই স্রোতের ভিতর বিন্যস্ত দ্বীপ প্রায় অণ্ডাকৃতি হইত ও দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত থাকিত। উপর হইতে জলের চাপ কম ছিল, এই জন্য মোহানার সহিত সংযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলিতে জল খুব বেশী প্রবেশ করিয়া তীর-ভূমি বহু দূর পর্য্যন্ত প্লাবিত করিতে পারিত না ও জলপ্লাবন হইলে ইহা বেশী ক্ষণ স্থায়ী হইত না। এই জন্যই অর্থাৎ যে কারণে দ্বীপগুলি অণ্ডাকৃতি হইত, ঐ কারণে খ ও গ বিলদ্বয় প্রস্থে ও দৈর্ঘ্যে প্রায় সমান ও আয়তনে চব্বিশ পরগণার বিল অপেক্ষা বড়। আর কম চাপে জল প্রবেশ করিত বলিয়া বিলের নদীগুলি বহু বাঁকযুক্ত। মোহানার সহিত যুক্ত শাখানদীগুলিতে কম চাপে জল প্রবেশ করে, এই নিমিত্ত এগুলিও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখা-যুক্ত ও বিস্তৃতিতে বড় ও ইহাদের তীরভূমি বেশী উচ্চ নহে। কারণ, প্লাবন কম হয় ও কম-ক্ষণস্থায়ী হয় বলিয়া তীরভূমিও উচ্চ নহে। "গ"তে "খ" অপেক্ষা স্রোত কম ও জল বেশী ছিল বলিয়া "গ"র আয়তন "খ" অপেক্ষা বড়। ঐ কারণে "গ"র নিকটবর্ত্তী নদীগুলি বেশী বাঁকপূর্ণ—তীরভূমি "খ"র তীরভূমি অপেক্ষা নিম্ন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কলিকাতার প্রায় ৩২ মাইল দক্ষিণে, খাড়ি নামক স্থানে ৪৭০০ বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্র-তীর ছিল। এখন দেখা যাউক, ঐ সময় চব্বিশ পরগণা, খুলনা ও বরিশাল জেলায় সমুদ্রতীর কোন্ কোন্ স্থানে ছিল। আমরা দেখিয়াছি, খাড়ি নামক স্থান হইতে সমুদ্রতীর প্রায় ১৪০ বৎসরে ১ মাইল হিসাবে গড়িয়াছে। রাজমহল হইতে গঙ্গা নদীর উপর ৩৩ মাইল নিম্নে একটি স্থান "ক" চিহ্নিত করা গেল। মোটামুটি এই স্থান হইতে ভাগীরথী উৎপন্ন হইয়াছে। "ক" হইতে কলিকাতা ও খাড়ি হইয়া সমুদ্রতীর প্রায় ২১৫ মাইল। "ক"র কাল তাহা হইলে প্রায় ২১৫ × ১৪০ = ৩০,০০ বৎসর অর্থাৎ প্রায় ৩০০০০ বৎসর পূর্ব্বে "ক" সমুদ্র-তীরে অবস্থিত ছিল। এখন—

(i) "ক্ষ" হইতে "ক"র মধ্যস্থান প্রায় ১৫৬ মাইল
(ii) "ক্ষ" হইতে "খ"র মধ্যস্থান প্রায় ১৫৩ মাইল
(iii) "ক্ষ" হইতে "গ"র মধ্যস্থান প্রায় ১৬০ মাইল

তাহার পর "ক্ষ" হইতে "খ"র মধ্যস্থান হইয়া সমুদ্রতীর প্রায় ২২৩ মাইল। আবার "ক্ষ" হইতে "গ"র মধ্যস্থান হইয়া সমুদ্র-তীর প্রায় ২৪৪ মাইল। তাহা হইলে "খ" রেখায় বা ক্ষ খ ষ রেখায় ৩০০০০÷২২৩=১৩৫ বৎসরে ১ মাইল হিসাবে সমুদ্রতীর গড়িয়া অগ্রসর হইয়াছে। আবাব "গ" রেখায় বা ক্ষ গ ম রেখায় ৩০০০০÷২৪৪=১২৩·৬ বৎসরে ১ মাইল হিসাবে সমুদ্র-তীর গড়িয়া অগ্রসর হইযাছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, "ক্ষ" হইতে কলিকাতা ও খাড়ি হইয়া বর্ত্তমান সমুদ্রতীর ৩০০০০ বৎসরে গড়িয়াছে। খাড়ি হইতে বর্ত্তমান সমুদ্রতীর ৪৭০০ বৎসরে গঠিত হইয়াছে। তাহা হইলে "ক্ষ" হইতে খাড়ি পর্য্যন্ত ৩০০০০—৪৭০০=২৫৩০০ বৎসরে গড়িয়াছে। এখন ২৫৩০০÷১৩৫=১৮৮ মাইল। অর্থাৎ "ক্ষ" হইতে "খ"র মধ্যস্থান "খ" হইয়া যে রেখা অঙ্কিত করা যায়, উহাতে "ড" বা খাড়ির সমসাময়িক সমুদ্রতীর "ফ"তে পড়িবে। কারণ, "ক্ষ" "ফ"=১৮৮ মাইল চিহ্নিত করা হইয়াছে। সেইরূপ ২৫৩০০÷১২৩=২০৬ মাইল। অর্থাৎ "ক্ষ" হইতে "গ"র মধ্যস্থান "গ" হইয়া যে রেখা অঙ্কিত করা যায়, উহাতে "ড" বা খাড়ির সমসাময়িক সমুদ্রতীর "ব"তে পড়িবে। কারণ, "ক্ষ" "ব"=২০৬ মাইল চিহ্নিত করা হইয়াছে। এখন ড, ফ, ব রেখার দ্বারা সংযুক্ত করিলে, আমরা নিম্নবঙ্গের ৪৭০০ বৎসর পূর্ব্বের সমুদ্রতীর মোটামুটি পাইব। এই সমুদ্রতীর বর্ত্তমান সমুদ্র-তীরের সহিত প্রায় সমান্তর। অর্থাৎ খাড়ি বা "ড" হইতে সমুদ্রতীর যতটা, "ফ" ও "ব" হইতে সমুদ্রতীর ততটা। এখন আমরা "ক", "খ", "গ" বিলত্রয়ের মধ্যস্থান, "ক", "খ", "গ"র কালনির্ণয় করিব। "ক্ষ" হইতে "ক" পর্য্যন্ত প্রায় ১৫৬ মাইল, "ক্ষ" হইতে "ক"র দিক্ ১৪০ বৎসরে ১ মাইল গড়িয়াছে, তাহা হইলে ১৫৬×১৪০=২১৮০০ বৎসর। এখন ৩০০০০—২১৮০০=৮৮০০ বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্রতীর "ক"তে ছিল। ঐরূপে "খ"তে ৩০০০০—(১৫৩×১৩৫)=৩০০০০—২০৬৫৫=৯৪০০ বৎসর পূর্ব্বে ও "গ"তে ৩০০০০—(১৬০×১২৩)=৩০০০০—১৯৬৮০=১০৩০০ বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্রতীর ছিল।

নিম্নবঙ্গের সমস্ত বিল, বিশেষতঃ "ক","খ","গ" বিলত্রয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। উৎপত্তির কারণ প্রায় একপ্রকার। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ভূমিকম্পে মাটি বসিয়া গিয়া বিল উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ভৌগোলিক ও ভৌতাত্ত্বিক সামঞ্জস্য রাখিয়া মাটি কিরূপে বসিতে পারে, তাহা চিন্তার বিষয়। যাটি বসিয়া বিল উৎপন্ন হইলে এতটা এই বর্ত্তমান সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইত না। বিশেষতঃ "ক", "খ" ও "গ"র স্থান বসিলে—ইহাদের নিকট-বর্ত্তী কোনও স্থান উন্নত হইত। কারণ "ক", "খ" ও "গ" অনেকটা স্থান জুড়িয়া অবস্থিত। যদি নিম্নে ফাট বা fault থাকে ও সেই ফাটে ফাটে বসিয়া থাকে, তাহা হইলে বিলগুলির, বিশেষতঃ "ক", "খ" ও "গ"র সীমান্ত-রেখা এরূপ সামঞ্জস্য রাখিয়া বক্র হইত না। কোথাও-

না-কোথাও রেখা সরল হইত। কেহ কেহ বলিতে পারেন, নিম্নের দিকে বালিআড়ি গঠিত হইয়া গভীর দহ ও মোহানাগুলিকে ক্রমে বিলে পরিণত করিয়াছে। সুন্দর-বনের দ্বীপের ভিতর এক স্থানে দেখিয়াছি, একটি ক্ষুদ্র দহের নিম্নে বালিআড়ি গঠিত হইয়া দহটি ক্ষুদ্র হ্রদে পরিণত হইয়াছে। ইহা ক্রমে বিলে পরিণত হইতে পারে। আমি চব্বিশ পরগণার "ক"-চিহ্নিত বিলের নিম্নের দিকে বা দক্ষিণে কোনও বালিআড়ি দেখি নাই। অতীতের কোনও বালিআড়িরও নিদর্শন নাই। কলিকাতার লবণ-হ্রদের নিম্নের দিকে বা দক্ষিণে কোনও বালিআড়ি নাই। নিম্নবঙ্গে বহু বিল আছে। এতগুলি বিল, বিশেষতঃ "ক", "খ", "গ" যদি নিম্নে বালিআড়ি পড়িয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিম্নবঙ্গে দুই একটি বড় বড় বালিআড়ি এখনও দৃষ্ট হইত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত

মন্তব্য—উক্ত প্রবন্ধের বৎসর-সংখ্যা গণনার গুণফল ও ভাগফল মোটা হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। ভূতত্ত্বের বৎসর হিসাবে সূক্ষ্ম গণনা অনাবশ্যক। সুন্দরবনের—এমন কি, দক্ষিণ-বঙ্গের—জমি subsidence দ্বারা বসিয়া গিয়াছে। লেখক মহাশয় বৎসর গণনাকালে এই subsidenceএর আনুমানিক হিসাব দেন নাই কেন, এই প্রশ্ন উঠিতে পারে।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য*

[২৩শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর পঠিতব্য]

১। "আমতা-আমতা ··· য্য, আঁ আঁ—হাঁ-হাঁ, তা-তা বোল, অনিশ্চিত বাক্য। আঃ করা।" 'আমতা-আমতা' শব্দের কোষধৃত এই অর্থ এবং ব্যুৎপত্তি আমাদের ঠিক বলিয়া মনে হইল না। কেহ কাহারও বিরুদ্ধে অসঙ্গত মিথ্যা বাক্য বলিলে, পাঁচ জনের সাম্‌নে প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে যদি তাহার সেই মিথ্যা কথা ধরাইয়া দেওয়া যায়, সে যে মিথ্যা কথা বলিয়াছে, ইহা যদি পাঁচ জনের সাম্‌নে সপ্রমাণ হয় এবং সেই প্রমাণের বিরুদ্ধে তাহার যদি কিছু বলিবার না থাকে, তবে মিথ্যাবাদী তখন তা-তা-তা-রূপ যে অসম্পূর্ণ বাক্য বলিয়া নিজের দোষ স্বীকার করে, তাহাকেই "আমতা-আমতা" বলা হয়। সুতরাং এই 'আমতা' শব্দের অর্থ 'স্বীকার' করা এবং প্রাকৃত স্বীকার-বাচক অব্যয় "আম" শব্দের উত্তর বাঙ্গালা 'তা' প্রত্যয়-যোগে শব্দটি উৎপন্ন।

২। "কয়েত" শব্দ সং কপিথ শব্দজ বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রা° 'কইথ' বা 'কইঠ' শব্দ হইতে আগত। কোষকার স্বীকার করিয়াছেন যে, "কপিথ—কইথ—কয়থ," কেবল 'কইথ' যে প্রাকৃত রূপ, ইহা তিনি স্বীকার করেন নাই। 'কইথ' হইতে 'কয়থ' নয়; কইথ—কএথ—কয়েথ।

৩। √'কর'। ইহা প্রা° হইতে আগত; সং √ কৃ হইতে নহে। প্রা° কর ধাতুর অনেক রূপের সহিত প্রাচীন তথা আধুনিক বাঙ্গালার অবিকল মিল আছে। যথা—প্রা° বা° করসি, প্রা° করসি। অনুজ্ঞায় বা°—কর, প্রা° কর। প্রা° করএ, প্রা° বা° করএ, ইহা হইতে আধুনিক করে। প্রা° করহ, প্রা° বা° করহ। প্রা° করিঅ, বা° করিআ, করিয়া প্রভৃতি। আরও অনেক দেখান যায়। কিন্তু এ প্রবন্ধের সে উদ্দেশ্য নহে।

৪। √"কহ"। প্রা° √কহ, ইহা হইতে বা° √ক। ইহা সংস্কৃত হইতে আসে নাই।

৫। "কাগ" শব্দ প্রাকৃত। সং কাক, বক প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য কএর উচ্চারণ প্রাকৃতে 'গ' হইয়া গিয়াছে এবং তাহাই বাঙ্গালায় আসিয়াছে। শব্দকল্পদ্রুম এবং অন্যান্য আধুনিক সংস্কৃত কোষে 'কাগ' শব্দকেও সংস্কৃত বলিয়া ধরা হইয়াছে।

৬। "কাছ, কাছা"। প্রা° 'কচ্ছ' শব্দজ। সং 'কক্ষ' বা 'কক্ষা' শব্দের সহিত ইহার সম্পর্ক দূরতর। অভিধানচিন্তামণি প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত কোষে "কচ্ছ" ও "কচ্ছা" শব্দ সংস্কৃত বলিয়া ধরা হইয়াছে; কিন্তু বস্তুতঃ ইহা প্রাকৃত। প্রথমতঃ সং 'কক্ষ' শব্দ প্রাকৃতে আসিয়া 'কচ্ছ' হইয়াছে, পরে 'কচ্ছ'ই আবার সংস্কৃত বলিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে ও কোষে চলিয়া গিয়াছে।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৪শ বার্ষিক, ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

৭। "কাজ"। প্রা° 'কজ্জ' শব্দ হইতে আগত, 'কার্য' হইতে নহে। কজ্জ—কাজ, কার্য—কারয।

৮। "কাঠ" প্রা° 'কট্ঠ' হইতে, স° 'কাষ্ঠ' হইতে নহে।

৯। পূর্ব্ববঙ্গে 'দাড়িকাঠ' অর্থে 'কাঠগড়া' শব্দ প্রচলিত আছে। কোষে শব্দটির এই অর্থ দেখিলাম না।

১০। "কাঠ-খড়ী"। ইহার ব্যুৎপত্তি স° 'কক্‌খটী' শব্দ হইতে করিবার কোন আবশ্যক নাই—'খটী' শব্দের প্রা° রূপ 'খড়ী', যে খড়ী কাঠের মত শক্ত, তাহাই কাঠ-খড়ী। 'কক্‌খটী' শব্দের অর্থ মাত্র 'খড়ী'।

১১। "কাণা"। চক্ষুহীন অর্থে 'কাণা' শব্দ প্রাকৃতে আছে। সুতরাং এটি প্রাকৃত হইতে গৃহীত, স° 'কাণ' শব্দ হইতে নহে।

১২। "কাপড়"। প্রা° 'কপ্‌পড়' শব্দ হইতে। স° কর্পট—পণ্ডিতদের তৈরী শব্দ কি না, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। কেন না, 'কপ্‌পড়' শব্দ দেশী প্রাকৃত বলিয়া কোন কোন প্রাকৃত বইএ লেখা আছে।

১৩। "কাহন" প্রা° 'কাহাবণ' শব্দ হইতে আগত, স° 'কার্ষাপণ' হইতে নহে। কোষকার কার্ষাপণ হইতে কাহন শব্দ আনিতে যাইয়া 'প' লোপ করিয়াছেন এবং 'ষ' স্থানে 'হ' করিয়াছেন। কিন্তু প্রাকৃত রূপে দেখা যায়, 'প' স্থানে 'ব' হইয়া পূর্ব্বের আকারের সহিত 'ব'এর লোপ হইয়াছে।—অবশ্য ইহা সাহিত্যের বাঙ্গালায়। পূর্ব্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় 'কাহোন'ও 'কাওন' শোনা যায়। সুতরাং সেখানে 'ব'এর লোপ হয় নাই; 'ব' স্থানে 'উ' এবং 'উ' স্থানে 'ও' হইয়াছে।

১৪। "কি"। প্রাকৃতে যখন অবিকল "কি" পাওয়া যাইতেছে, তখন সংস্কৃত হইতে স্বীকার করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। যথা—"কুলউ ণীব **কি** ভম্মউ ভম্মর।"—প্রা°পি°।

১৫। √"কিন"। কোষকার স° √ক্রী হইতে √কিন আনিয়াছেন। ক্রী ধাতু হইতে 'ন' পাওয়া যায় না, অথচ বাঙ্গালা, হিন্দী, ওড়িয়া প্রভৃতি প্রাকৃত-সম্ভব ভাষাসমূহে 'ন' দেখা যায়। তাই তিনি এই ভাবে 'ন' আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—"ক্রী—কীরি—কিনি।" ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি বলেন,—"হয়ত স° ক্রীণাতি পদ-সাদৃশ্যে কিন ধাতু।" কিন্তু প্রাকৃতে 'কিণ' ধাতু রহিয়াছে, তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই।

১৬। "কীড়া"। প্রা° "কীড়" শব্দ বাঙ্গালায় 'কীড়া' রূপ ধারণ করিয়াছে, ইহা স° কীট শব্দজ নহে।

১৭। "কুকুড়া"। প্রা° কুক্‌কুড়" শব্দ হইতে জাত, স° 'কুক্কুট' হইতে নহে। পূর্ব্ববঙ্গে দ্বিতীয় কএর বলবৃদ্ধিতে উচ্চারণ—'কুথ্‌ড়া'।

১৮। "কুচ্ছা, কুচ্ছিত" গ্রাম্য বা স° 'কুৎসিত' শব্দজ নহে। ইহা শিষ্ট প্রাকৃত শব্দ। তবে আধুনিক বাঙ্গালায় প্রায় গ্রাম্য হইয়া পড়িতেছে বটে।

১৯। "কুজ" স° 'কুব্জ' হইতে হয় নাই। প্রাচীন পদের "কুবজ" স° 'কুব্জ' হইতে উৎপন্ন। 'কুব্জ' প্রা° 'কুব্জ' শব্দের পরিণতি।

২০। "কুমার"। প্রা° "কুম্হার" বা "কুম্হআর" হইতে। স° 'কুম্ভকার' হইতে নহে। হিন্দী 'কুম্হার'।

২১। "কে"। স° 'কিম্' শব্দের 'কঃ' বা 'কা' রূপ হইতে বা° 'কে' কি করিয়া আসে, তাহা বুঝিলাম না। প্রাকৃতে ত 'কঃ' অর্থে "কে" প্রয়োগ রহিয়াছে। দ্রষ্টব্য—মৃঃ কঃ।

২২। "কেন"। প্রশ্নার্থক 'কেন' প্রা° 'কিণো' হইতে আগত, স° 'কিম্' শব্দের তৃতীয়ার এক বচনের 'কেন' পদ হইতে নহে। দ্রষ্টব্য—প্রা° প্রঃ, ৯ পঃ, ৯ সূঃ।

২৩। √"কাড়"। কোষকার হিংসা ও বিক্ষেপার্থক স° √ক হইতে বা°√কাঢ়, কাড় ব্যুৎপন্ন করিয়াছেন। ইহা ঠিক নহে। স°√কর্ষ, প্রা° √কড্ঢ়। স° কর্ষিত্বা, প্রা° কড্ঢিঅ। ইহা হইতে বাঙ্গালায় অনায়াসে √কাঢ় ও কাড় আসিতে পারে।

২৪। "কোদাল"। প্রা° 'কোদ্দাল' শব্দ হইতে আসা সহজ। অপভ্রংশ প্রাকৃতে 'কোদাল' শব্দও পাওয়া যায়।

২৫। "কোথা" স° 'কুত্র' হইতে আসে নাই, প্রা° 'কত্থ' হইতে। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'কথা'। "কথাতে শুনিছ তুহ্মি এ সব কাহিনী। কহিবা সকল কথা শুনহ হরিণী।"—মৃ° লু°, ৪৭ পৃঃ। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে আজকালও 'কথা' উচ্চারণ আছে।

২৬। "কোয়লা" স° কোকিল শব্দজ নহে, প্রা° "কোইল" শব্দ হইতে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কুয়িলী, ও° কোইলী।

২৭। √"কড়কা"। প্রা° "কক্খড়" (স° কর্কশ) হইতে। কক্খড়—কড়+ক, কড়কা। স° 'কটুকথা' হইতে নহে। কড়া মেজাজ, কড়া তামাক প্রভৃতি বিশেষণ-পদের 'কড়া' শব্দও উক্ত 'কক্খড়' শব্দ হইতে আগত।

২৮। "কৌড়ি, কড়ি"। প্রা° কবড্ড হইতে, স° কপর্দ্দ বা কপর্দ্দক হইতে নহে।

২৯। "খই" দেশী প্রাকৃত বা অনার্য্য শব্দ। ইহার স° "খদিকা" নাম আধুনিক এবং তৈরী। ত্রিকাণ্ডশেষ এবং শব্দকল্পদ্রুম—এই দুইখানি আধুনিক স° কোষ ব্যতীত অন্য কোথাও ইহার বড় একটা ব্যবহার দেখা যায় না।

৩০। "খড়" দেশী প্রাকৃত বা অনার্য্য শব্দ। আধুনিক স° কোষে সংস্কৃত বলিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

৩১। √খস। মোচনার্থক √ খস প্রাকৃতে রহিয়াছে, তাহাই বাঙ্গালায় আসিয়াছে। স° √স্খল হইতে ইহা জাত নহে। "খসিঅ লেহণীমগ্গে।"—গা° স° শ°।

৩২। স° √খাদ হইতে বাঙ্গালায় √ খা আসে নাই। প্রা° √ খা বাঙ্গলায় আসিয়াছে। প্রা° খা ধাতুর অনেক রূপের সহিত বাঙ্গালার মিল আছে। যথা—প্রা° খাই, খাউ, খামু। বাঃ খাই, খাউক, খামু প্রভৃতি।

৩৩। পরিখা-বাচক "খাই" শব্দ বাঙ্গালায় প্রাং হইতে আগত, সং 'খাত' বা 'খাতিকা' হইতে নহে। দ্রষ্টব্য—দে নাং মাং।

৩৪। "খাম" প্রাং "খম্ভ" শব্দ হইতে উৎপন্ন। সং 'স্তম্ভ' শব্দের সহিত ইহার সম্পর্ক দূরতর।

৩৫। "খিড়কি"। প্রাং "খড়ক্কী" হইতে আগত। সং সাহিত্য বা কোষে "খড়ক্কী" শব্দের প্রবেশ প্রাকৃত হইতে। শব্দটির মৌলিক অর্থ লঘুদ্বার, "বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগ" ইহার গৌণ অর্থ।

৩৬। √ "খুজ্জ"। দেশী প্রাকৃত বা অনার্য্য শব্দ "খোজ্জ" হইতে। মৌলিক অর্থ 'পথচিহ্ন', আজকাল 'অনুসন্ধান' অর্থে প্রচলিত। বিলোড়নার্থক সং √ খন্ড হইতে ইহার উৎপত্তি কল্পনা করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। আর এক কথা, কোষকার ইহাকে গ্রাম্য বলিলেন কেন? শিক্ষিত মহলে বা আজকালকার সাহিত্যেও ত ইহার ব্যবহার আছে।

৩৭। প্রাকৃতে খননার্থক √ খুড় রহিয়াছে। ইহা হইতেই বাঙ্গালায় 'খুড়' ধাতু আসিয়াছে। ইহা সং √ খুণ্ড হইতে জাত নহে।

৩৮। "খুদ" শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—"তণ্ডুলচূর্ণ বা গুঁড়া" এবং তদনুসারে সং "ক্ষোদ" শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা ঠিক নহে। পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র "তণ্ডুল-কণা" অর্থে "খুদ" শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং তদনুসারে সং ক্ষুদ্র, প্রাং খুদ্দ শব্দ হইতে ইহা জাত। কলিকাতা অঞ্চলেও "খুদ" শব্দের অর্থ "তণ্ডুল-কণা"। চাউল ঝাড়িলে যে গুঁড়া বাহির হয়, তাহার নাম "কুঁড়া" এবং চাউলের যে ছোট ছোট অংশ বা 'কণা', তাহার নাম "খুদ"। কোষকার ধর্ম্মমঙ্গল হইতে (কেহ দিত খুদ কুঁড়া কেহ শাক লাউ) খুদ শব্দের যে দৃষ্টান্ত তুলিয়াছেন, তাহার অর্থও "চাউলের গুঁড়া" নহে,—চাউলের কণা।

৩৯। "খেঙ্গরা" শব্দ সং "খিঞ্জির" শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন করা হইয়াছে। শব্দটি অর্ব্বাচীন সংস্কৃত। কোষে ইহার যে সকল অর্থ ধরা হইয়াছে, তাহার মধ্যে "খেংরা" অর্থ পাওয়া গেল না। কোন্ কোষ গ্রন্থে "খেংরা" অর্থে "খিঞ্জির" শব্দ রায় মহাশয় পাইয়াছেন, জানাইলে আমাদের সন্দেহ দূর হইতে পারে।

৪০। "খোড়ল" প্রাং "কোড়র" হইতে আগত। অপভ্রংশ প্রাং "খোড়র"। পূর্ব্ববঙ্গে খোড়ল।

৪১। "খোঁড়া, খোড়া"। দেশী প্রাং "খোড়" হইতে আসিয়াছে। "খোড়" শব্দ প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতে প্রবেশ করিয়াছে।

৪২। "গইরা, গহিরা, গহেরা" প্রভৃতি শব্দ প্রাং "গহির" শব্দ হইতে আগত। সং গভীর হইতে নহে।

৪৩। "গড়" শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—"পরিখা" এবং গড় শব্দ সংস্কৃত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা ঠিক নহে। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে "পরিখা" অর্থে 'গড়' শব্দের প্রয়োগ

পাওয়া যায় না।—সব জায়গায়ই 'দুর্গ' অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। 'গড়' শব্দ সংস্কৃতও নহে, দেশী প্রা° "গঢ়" হইতে আগত। যথা—"গঢ়ো দুর্গম্।"—দে° না° মা°। "গঢ়েত্তি দেশো দুর্গে।"—কু° চ। প্রাচীন সাহিত্যে 'দুর্গ' অর্থে 'গঢ়' ও 'গড়'—দুইএরই ব্যবহার আছে। যথা—"সুমেরু আস্মাক **গঢ়ে**।"—কৃ° কী°। "তাহাতে নির্ম্মাণ কৈল কনক লঙ্কাপুরী। **গঢ়** পরিখা তার লঙ্ঘিতে না পারি"—কৃ° রা°। "**গড়ের** বাহিরে কার কটকের রোল।"—ঐ। "**গড়ের** প্রাচীর জুড়, পাষাণি আর মরকত, নানা বৃক্ষ দেখে স্থানে স্থানে।"—হংসদূত। সংস্কৃত সাহিত্যে বা কোষে 'গড়' শব্দের প্রবেশ নিতান্ত আধুনিক এবং প্রাকৃত হইতে। প্রাচীন প্রামাণ্য স° কোষে পরিখাবাচক 'গড়' শব্দ পাওয়া যায় না। নিতান্ত আধুনিক শব্দরত্নাবলীতে 'পরিখা' অর্থে 'গড়' শব্দ ধৃত হইয়াছে। শব্দরত্নাবলীকার মথুরেশ আড়াই শ বছর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। দুর্গের সহিত পরিখার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বলিয়া পশ্চিম এবং পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানের অশিক্ষিত লোকেরা ভ্রমবশতঃ 'পরিখা' বা 'খাত' অর্থে 'গড়' শব্দ ব্যবহার করে এবং আজকাল ভদ্রলোকের মধ্যেও কোন কোন জায়গায় এই ভুল প্রবেশ করিয়াছে। বোধ হয়, এইরূপ কোন স্থানের লোক-ব্যবহার দেখিয়াই শব্দ-রত্নাবলীকার মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার উহাকে সংস্কৃত বলিয়া কোষে তুলিয়াছেন। শব্দকল্পদ্রুম, প্রকৃতিবাদ প্রভৃতি কোষগ্রন্থে শব্দরত্নাবলী হইতেই পরিখাবাচক 'গড়' শব্দ তোলা হইয়াছে। রায় মহাশয়ও বোধ হয়, শব্দকল্পদ্রুম দেখিয়াই উহাকে সংস্কৃত বলিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক এক-মাত্র শব্দরত্নাবলীর খাতিরে প্রাচীন বাঙ্গালার সমস্ত প্রয়োগ, দেশীনামমালা ও কুমারপাল-চরিতের মত গ্রন্থকে উপেক্ষা করা ঠিক নহে। "গড়-খাই" সহচর শব্দ নহে। গড়—দুর্গ, খাই—পরিখা।

৪৪। √ "গা"। প্রা° √ "গাঅ" হইতে আগত। স° √ গৈ হইতে নহে।

৪৫। গ্রাম-বাচক 'গাঁ' শব্দ প্রা° "গাম" হইতে উৎপন্ন।

৪৬। স° "গবী" হইতে 'গাই' শব্দ আনিয়া কোবকার নিজেই সন্তুষ্ট হন নাই। অথচ প্রা° "গাঈ" শব্দই যে বাঙ্গালায় আসিয়াছে, ইহাও তিনি স্বীকার করেন নাই। দ্রষ্টব্য—প্রা° স°।

৪৭। "গাছ" প্রা° 'গচ্ছ' শব্দ হইতে আগত। 'গচ্ছ' স° শব্দ নহে,—প্রাকৃত; পরবর্ত্তী কালে সংস্কৃতে প্রবেশ করিয়াছে।

৪৮। √"গাজ" প্রা° √ 'গজ্জ' হইতে উৎপন্ন। স° √ গর্জ্জ হইতে আসা অস্বাভাবিক। গজ্জ—গাজ; গর্জ—গরজ। 'গাজন' শব্দ সম্বন্ধেও আমাদের এই বক্তব্য।

৪৯। "গাঁঠি, গাঁঠ" প্রা°-'গণ্ঠী' শব্দজ। স° 'গ্রন্থি' হইতে নহে।

৫০। ভক্ষণার্থক স° √ গৃ হইতে বাঙ্গালা √ "গাড়" কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা ঠিক নহে। গর্ত্ত শব্দের প্রা° রূপ "গড্ড°; ইহা হইতেই বাঙ্গালা √ গাড় আসিয়াছে। √ গাড়া, গাড়া শব্দ—উভয়ই গড্ড হইতে।

৫১। "গাত" প্রা° "গত্ত" শব্দজ, স° 'গর্ত্তিকা' হইতে আগত নহে।

৫২। "গাহক···ঘ্য' (স° গায়ক, গাথক)। গায়ক। স্ত্রী° গাহকী, গাহকিনী (চণ্ডী: পদ্যে)।" এ অর্থ ঠিক হয় নাই। চণ্ডীদাসের যে পদে 'গাহক, গাহকী বা গাহকিনী' শব্দের ব্যবহার আছে, সেখানে ইহা "গায়ক" অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, "গ্রাহক" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,—

দোকান দাকান মেলিলা তখন
দেখিয়া **গাহকীগণ।**
ফহয়ে পশারী বহু দ্রব্য আছে
যে চাহে নিতে যে ধন॥*

৫৩। "গিমা" শাগ। স° গ্রীষ্ম শব্দের প্রা° রূপ "গিম্হ"। "গিম্হ" হইতেই "গিমা" শব্দ উদ্ভূত। 'গ্রীষ্মসুন্দরক' ইহার তৈরী স° নাম।

৫৪। "গো° সম্বোধনে। ইহা দেশী প্রা° হইতে আগত। স° 'অঙ্গ' হইতে নহে।

৫৫। "গোছা, গোছ" প্রা° "গোচ্ছ" বা "গোছ" হইতে আসিয়াছে।

৫৬। "গোটা···ণ (স° একটা হইতে। একটা—এগটা—গটা।" সংস্কৃত কোষ বা সাহিত্যে বিদ্যানিধি মহাশয় "একটা" শব্দ কোথায় পাইয়াছেন, জানাইলে বাধিত হইব।

৫৭। "গোঠ" প্রা° "গোট্ঠ" শব্দ হইতে আগত, স° 'গোষ্ঠ' হইতে নহে।

৫৮। "গোড়" শব্দটিকে সংস্কৃত হইতে আনিতে যাইয়া কোষকার "ঘুট, ঘুটি, ঘুটকা" ও "গোহির" প্রভৃতি শব্দ তুলিয়াছেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া স° কুপর (কূর্পর ?) শব্দের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রাকৃতে "পা" অর্থে "গোড়" শব্দ রহিয়াছে, তাহা তিনি তোলেন নাই। যথা,—"অহং তে মুণ্ডে **গোড়ং** দইস্সং।"—মৃ° ক°।

৫৯। "গোবর"। দেশী প্রা° "গোবর" হইতে বাঙ্গালায় আগত, স° 'গোবিট' হইতে নহে। 'গোবর' শব্দের মৌলিক অর্থ—শুষ্ক গোময়, করীষ। বাঙ্গালায় অর্থান্তর হইয়াছে।

৬০। "গোয়ালা, গয়লা"। প্রা° "গোঅলা" হইতে আসিয়াছে, স° 'গোপালক' হইতে নহে।

৬১। "গোরা, গোরী"। প্রা° গোরা, গোর, গোরি। এই প্রা° রূপই প্রাচীন বা আধুনিক বাঙ্গালায় বর্ত্তমান। স° 'গৌর' শব্দকে ইহার মূল বলিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

৬২। "গোরু, গরু"। ইহা স° "গৌঃ" হইতে জাত নহে। প্রা° "গোণ" শব্দ অপভ্রংশ প্রাকৃতে প্রথমার একবচনে "গোণু" হয়। এই "গোণু" হইতেই "গোরু" ও "গরু" হইয়াছে।

৬৩। "ঘড়া" প্রা° "ঘড়" শব্দ হইতে, স° ঘট হইতে নহে। 'ঘড়ী'—প্রা°।

* চণ্ডীদাসের পদাবলী, সা° প° সংস্করণ, ৭১ সংখ্যক পদ।

৬৪। "ঘরণী, ঘরিণী" প্রা০ "ঘরিণী" হইতে আগত, স০ 'গৃহিণী' হইতে নহে।

৬৫। √"ঘষ", প্রা০ √ঘস হইতে; স০ √ঘৃষ অনুকরণে আজকাল 'ঘ' হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালায় √ঘস পাওয়া যায়।

৬৬। "ঘা" প্রা০ "ঘাঅ" হইতে; স০ 'ঘাত' ইহার মূল নহে। প্রাচীন বাঙ্গালায় অবিকল "ঘাঅ" শব্দই পাওয়া যায়। যথা,—"দেখি বুকে **ঘাঅ** দিল রাহী।"—কৃ০ কী০।

৬৭। "ঘাঘরা, ঘাগরা" প্রা০ 'ঘগ্‌ঘর' হইতে। শব্দটি দেশী প্রাকৃত।

৬৮। "ঘাম" প্রা০ "ঘম্ম" শব্দ হইতে আগত। স০ 'ঘর্ম্ম' হইতে 'ঘরম্ম' হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

৬৯। "ঘি" প্রা০ 'ঘিঅ' হইতে উৎপন্ন, স০ 'ঘৃত' হইতে নহে।

৭০। "ঘোল" শব্দটি সংস্কৃত নহে—প্রাকৃত; পরবর্ত্তী কালে প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে। কোষকার 'ঘোলা' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—"ঘোল তুল্য আবিল। জল ঘোলা করা···কাদা উঠাইয়া ঘোলের মতন করা।" ইহা ঠিক নহে। প্রা০ √ঘোল অর্থ 'ঘূর্ণন'। ঘুরাইলে বা আলোড়ন করিলে কাদা উঠিয়া যে জল ময়লা হয়, তাহাকেই "ঘোলা জল" বলে। উহার অর্থ "ঘোল তুল্য আবিল" নহে। জল ঘোলান—অর্থ জল ঘুরাণ। নদীতে ঘোলা পড়া—অর্থ ঘূর্ণাবর্ত্ত পড়া। "ঘোলাই"—অর্থ "ঘোলের তুল্য আবিল করি" নহে, ঘোলাই—ঘূর্ণিত করি। এই 'ঘোল' হইতেই বা০ গোল বা √গুল আসিয়াছে। মাথা গুলিয়ে গেছে—অর্থ মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। চরকা ঘুরাইয়া ঘোল করিতে হয়, তাই ঘোলের নাম 'ঘোল'।

বঙ্গভাষার যাবতীয় শব্দই সংস্কৃত-ভব, কোষকার তাঁহার কোষে এই মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শব্দকোষ সমালোচনার উত্তরেও তিনি বলিয়াছেন যে, "অনেকে মনে করিতেন, বাঙ্গালা ভাষা দেশজ শব্দে পরিপূর্ণ। সংস্কৃতের পক্ষপাতী না হইলে তাঁহাদের দেশজ শব্দের অধিকাংশ যে সংস্কৃত-ভব, এই মত স্থাপন অসাধ্য হইত।"* এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতেছে এই যে, "সংস্কৃত" শব্দ তিনি কোন্ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন? আধুনিক সংস্কৃত কোষে হাত-নাগাত-গত শব্দ সংস্কৃত বলিয়া স্থান পাইয়াছে, তাহা সমস্তই যদি তিনি সংস্কৃত বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে আমাদের আর কিছু বলিবার নাই। অনেকেই জানেন, বাঙ্গালা ভাষার মত সংস্কৃত ভাষায়ও অন্যান্য বহু বৈদেশিক ভাষার শব্দ স্থান পাইয়াছে। বৈদিক সময়ের অনার্য্য জাতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, তাহার পরে অনেক বিদেশীয় জাতি বিভিন্ন সময়ে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহাদের ভাষার সহিত সংস্কৃতের আদান-প্রদান হইয়াছে। অবশ্য এই আদান-প্রদানের মধ্যে সংস্কৃত যাহা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা সে পড়িয়া-পিটিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছে বটে; কিন্তু ভাষাতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এই শ্রেণীর সংস্কৃত শব্দকে কেবল "সংস্কৃত" বলিলেই যথেষ্ট হইবে না, ইহার মূলও দেখাইতে হইবে। এ ত অতি দূরের কথা।

* সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ২৪শ ভাগ, ১ম সংখ্যা, ৬৮ পৃ, ২৩ প০।

সে দিনকার অপভ্রংশ প্রাকৃত হইতে যে সব শব্দ সংস্কৃতে গিয়াছে, যাহার সংস্কৃত রূপে এখনও প্রাকৃত বা দেশভাষার গন্ধ ভর্-ভর্ করিতেছে, তাহাকে ধরা তত শক্ত নহে। শব্দকোষ পড়িয়া বুঝিলাম, এই শ্রেণীর শব্দকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা সম্যক্‌ভাবে হয় নাই। অর্ব্বাচীন সংস্কৃত কোষে তিনি যে সব শব্দ পাইয়াছেন, তাহাকেই সংস্কৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যদিও ইহার অধিকাংশ শব্দ যে খাঁটি সংস্কৃত নহে, অন্য কোন ভাষা হইতে আগত, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষার যাবতীয় শব্দ যে সংস্কৃত-ভব, এই শ্রেণীর হালি সংস্কৃত শব্দ দিয়াই রায় মহাশয় তাহা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আধুনিক সংস্কৃত কোষগুলির হজমি শক্তির কথা এই জায়গায় একটু বলা আবশ্যক। অনেকেই জানেন, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্ব হইতে রাজা রাধাকান্তদেবের সময় পর্য্যন্ত এ দেশে অনেকগুলি সংস্কৃত অভিধান রচিত হইয়াছিল। এই সকল অভিধানে অধিকাংশ বাঙ্গালা শব্দেরই সংস্কৃত প্রতিরূপ পাওয়া যাইবে। যেমন—বাঙ্গালা খোস পাঁচড়ার সং 'খস', বাং খাগড়া, সং খগ্‌গড়, বাং খই, সং খদিকা, বাং গড়, সং গড়, ইত্যাদি। অবশিষ্ট যাহা বাকী ছিল, তাহা পুরণ করিয়াছেন—রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর। তাঁহার সংকলিত শব্দকল্পদ্রুমে হিন্দী "খানাপিনা" শব্দকেও তিনি সংস্কৃত করিয়া "খানপান" করিতে ছাড়েন নাই।* এই শ্রেণীর কোষ দেখিয়া বাঙ্গালার যাবতীয় শব্দকে সংস্কৃত-ভব বলিলে ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া তাহার মূল্য অধিক হয় বলিয়া মনে করা যায় না। আরবী, পারসী শব্দ বাঙ্গালায় অনেক আছে এবং তন্মধ্যে অনেক শব্দ খাঁটি বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে। এই সব শব্দকে কেবল বাঙ্গালা বলিয়াই যেমন বিদ্যানিধি মহাশয় ক্ষান্ত হন নাই, তাহার মূল আরবী, পারসী শব্দ দেখাইয়াছেন, তেমন সংস্কৃত শব্দের—অন্ততঃ অর্ব্বাচীন সংস্কৃত শব্দগুলিরও মূল দেখাইবার চেষ্টা করিলে ভাষাতত্ত্বের উপকার হইত। আশা করি, পরিশিষ্টে কোষকার এ সব কথা বিবেচনা করিবেন।

সময় ও সুবিধা হইলে শব্দকোষের অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

---

* খানপানং (ক্লী) কঠিনদ্রবদ্রব্যয়োর্গলাধঃকরণং। খানাপিনা ইতি হিন্দী ভাষা। যথা। সন্তোষেন হি তৃপ্যন্তি দেবাঃ সৎপুরুষাঃ পিতাঃ।—ইতরাঃ খানপানেন বাক্‌প্রদানেন পণ্ডিতাঃ।"

কামাখ্যা মন্দির*

আজ আমি আপনাদের সমক্ষে কামাখ্যা মন্দির সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে উপস্থিত হইয়াছি। ইতিহাসের কোন্ অতীত কালে, এই কামাখ্যা-পীঠকে এক মহা তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। যে দিন হইতে এই স্থান পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই যে এইখানে একটি মন্দির নির্ম্মিত ছিল, সেইরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, মন্দিরের মধ্যে উপাসনা-পদ্ধতি প্রথমে বৌদ্ধেরাই প্রচলিত করে, সেই জন্য হিন্দু দেবদেবীর মন্দির সব বৌদ্ধ প্রভাবের পরে হইয়াছে। এই মত কত দূর সমীচীন, তাহা আমি বলিতে পারি না। পীঠ-সৃষ্টির পৌরাণিক বিবরণ অনেকেরই জানা আছে। দক্ষযজ্ঞের পরে সতী-দেহকে ভগবান্ বিষ্ণু কিরূপে ছিন্ন-বিছিন্ন করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশে ক্ষেপণ করেন, তাহা কালিকাপুরাণে এবং অন্যান্য পুরাণেও বিশদভাবে বিবৃত আছে; কিন্তু এই সতীদেহের পৌরাণিক উপাখ্যানের বীজ গোপথ-ব্রাহ্মণেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে সহজে প্রতিপন্ন হয় যে, কামাখ্যা-পীঠ একটি অতি প্রাচীন পুরাণ-প্রসিদ্ধ ক্ষেত্র। ক্ষেত্রটি যেরূপ পুরাতন, কিংবদন্তী বিশ্বাস করিতে হইলে, তাহার মন্দিরও সেইরূপ প্রাচীন ছিল। এই ক্ষেত্রের উপর প্রথম মন্দির নরকাসুর নির্ম্মাণ করান। নরকাসুর ত্রেতা যুগের লোক ছিলেন। বশিষ্ঠ মুনিকে উপাসনার জন্য কামাখ্যা-মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেন নাই বলিয়াই এই দেশ বশিষ্ঠ-শাপগ্রস্ত হয় এবং তার পরেই বশিষ্ঠদেব, বিখ্যাত বশিষ্ঠাশ্রম স্থাপন করিয়া সেইখানে উপাসনা করেন। বশিষ্ঠ ঋষিও ভগবান্ রামচন্দ্রের কালের অর্থাৎ ত্রেতাযুগের লোক ছিলেন। সেই জন্যই বলি, জনশ্রুতির উপর বিশ্বাস করিতে হইলে কামাখ্যার প্রথম মন্দির নরকাসুর কর্ত্তৃক ত্রেতা যুগেই নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। প্রকৃত পক্ষে নরকাসুর কোনও মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন কি না, তাহা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারা যায় না। তবে য়ুআন্ চোয়াং যখন খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রাক্কালে এই দেশ পরিভ্রমণ করেন, তখন গৌহাটী নগরের চতুঃপ্রান্তে অসংখ্য হিন্দু দেবদেবীর মন্দির আছে বলিয়া যে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার ভিতর যে কামাখ্যামন্দির বর্ত্তমান ছিল, সেই বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। বাস্তবিক এই নগরের চতুষ্পার্শ্বে যে সব ছোট-বড় পাহাড় আছে, তাহাদের সকলের শিখরদেশেই মন্দির বা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। আপনাদের অনেকেই হয় ত জানেন যে, অল্প দিন হইল, কামরূপ অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষ হইতে আমি এবং আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মহাশয় কপাচল এবং শরণীয়া পর্ব্বতের শিখরে কোন অতীত কালের দুই দেব-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছি। এইরূপে ছোট-বড় সব পাহাড়ের মস্তকদেশে

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—গৌহাটী শাখার অধিবেশনে পঠিত।

মন্দির থাকিলে, সেই সময় নীলাচলের মত সুরম্য এক উচ্চ পাহাড়ের শিখরদেশে, কামাখ্যা-পীঠের মত চির প্রসিদ্ধ এক পীঠের উপর যে কোনও মন্দির ছিল না, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। সেই জন্য অন্ততঃ সপ্তম শতাব্দীতে যে কামাখ্যা-মন্দির বর্ত্তমান ছিল, তাহা আমরা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। বর্ত্তমান মন্দিরের নির্ম্মাতা কোচ-বিহারের মহারাজ নরনারায়ণ। তিনি তাঁহার ভাই শুক্লধ্বজকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করেন। সেই জন্য ইহা বলা যাইতে পরে যে, সপ্তম শতাব্দীতে যে মন্দির বর্ত্তমান ছিল, সেই মন্দির ভগ্ন হওয়াতেই কোচরাজ নরনারায়ণ এই মন্দির নির্ম্মাণের সুযোগ পাইলেন। আসামের ইতিহাসে দেখা যায় এবং জনশ্রুতিও তাহা প্রতিপন্ন করে যে, কালাপাহাড় একবার এই মন্দির ভূমিসাৎ করিয়াছিলেন। কালাপাহাড় বঙ্গদেশের নবাব সুলেমান কারাণির সেনানায়ক ছিলেন। সুলেমান কারাণি ১৫৬৩ খৃঃ অঃ হইতে ১৫৭২ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ শাসন করেন। মুসলমান-ইতিহাস রিয়াজসউস সালাতিন অনুসারে সুলেমান কারাণি ১৫৬৮ খৃঃ অঃ কোচ-বিহার আক্রমণ করেন। তাহা হইলে ১৫৬৮ খৃঃ অঃ পূর্ব্বে কালাপাহাড় কিরূপে এই মন্দির ভাঙ্গিতে পারে, তাহার মীমাংসা করা যায় না। আগেকার কামাখ্যা-মন্দির যে এক সময় ভগ্নাবস্থায় ছিল, তাহা মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে বিচ্ছিন্ন সুবৃহৎ খোদিত প্রস্তরখণ্ড-সমূহই ঘোষণা করিতেছে এবং কোচ-রাজার মন্দির পুনর্নির্ম্মাণও সেই বিষয়ে প্রমাণ প্রদান করিতেছে। তাহা হইলে পূর্ব্বকার মন্দির কিরূপে ভূতলশায়ী হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ নয়। কিন্তু খুব সম্ভব কালাপাহাড় ইহার জন্য দোষী নয়। এই দেশের অনেক মন্দির যে ভূমি-কম্প কর্ত্তৃক ভূপাতিত হইয়াছে, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই এবং পূর্ব্বতন কামাখ্যা-মন্দিরও সম্ভবতঃ ভূমিকম্পেই নষ্ট হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, বর্ত্তমান মন্দির যে কোচ-বিহারের রাজা নরনারায়ণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে, প্রস্তরফলকই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই প্রস্তর-ফলক হইতে জানা যায় যে, "তুরঙ্গ-গজ-বেদ-শশাঙ্ক-সংখ্যে" অর্থাৎ ১৪৮৭ শকাব্দে বা ১৫৬৫ খৃঃ অঃ মহারাজ নরনারায়ণ তাঁহার প্রিয় সহোদর শুক্লধ্বজ (যিনি আসাম বুরঞ্জীতে "চিলা রায়" নামে প্রসিদ্ধ) দ্বারা এই মন্দির নির্ম্মাণ করান। এই শিলালিপি বর্ত্তমান কামাখ্যা-মন্দিরের অভ্যন্তরে দেয়ালের গায়ে সুরক্ষিত আছে। এই শিলালিপি মন্দিরের ভিতর অন্ধকারে অবস্থিত বলিয়া তাহার প্রতিলিপি উদ্ধার করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। আমি আপনাদের অবগতির জন্য তাহার এক প্রতিলিপি এই স্থলে প্রদর্শন করিলাম। এই লিপি হইতে সার্দ্ধ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে অসমীয়া ভাষার অক্ষরমালার আকৃতি কিরূপ ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। শিলালিপির পাঠ এই,—

লোকানুগ্রহকারকঃ করুণয়া পার্থো ধনুর্ব্বিদ্যয়া
দানেনাপি দধীচি-কর্ণ-সদৃশো মর্য্যাদয়াম্ভোনিধিঃ।

নানাশাস্ত্র-বিচার-চারু-চরিতঃ কন্দর্পরূপোজ্জ্বলঃ
কামাখ্যাচরণার্চ্চকো বিজয়তে শ্রীমল্লদেবো নৃপঃ ॥
প্রাসাদমদ্রিদুহিতুশ্চরণাববিন্দভক্ত্যাকরোত্তদনুজো বরনীলশৈলে।
শ্রীশুক্লদেব ইষমুল্লসিতোপলেন শাকে ভুবঙ্গ-গজ-বেদ-শশাঙ্ক-সংখ্যে ॥
তস্যৈব প্রিয়সোদরঃ পৃথুযশা বীরেন্দ্রমৌলিস্থলী-
মাণিক্যং ভজমানকল্পবিটপী নীলাচলে মণ্ডনং।
প্রাসাদং মুনিনাগবেদশশভৃৎ শাকে শিলারাজিভিঃ
দেবীভক্তিমতাম্বরো রচিতবান্ শ্রীশুক্লপূর্ব্বধ্বজঃ ॥

অর্থাৎ যিনি করুণা-বিতরণে লোক-বান্ধব সূর্য্যের সদৃশ, ধনুর্ব্বিদ্যায় অর্জ্জুনের সদৃশ, দানে দধীচি এবং কর্ণের সদৃশ, মর্য্যাদায় সাগর সদৃশ, নানাশাস্ত্রালোচনায় যাঁহার চরিত্র সুন্দর হইয়াছে, যাঁহার উজ্জ্বল রূপ কন্দর্প সদৃশ, সেই কামাখ্যার চরণ-সেবক শ্রীমল্লদেব নৃপতি জয়যুক্ত হউন। তাঁহার অনুজ শ্রীশুক্লদেব, ১৪৮৭ শকাব্দে, মনোরম নীলাচলে, উল্লসিত প্রস্তরের দ্বারা, গিরিজার চরণারবিন্দে ভক্তিবশতঃ এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। তাঁহারই প্রিয় সোদর, বিপুল যশঃশালী, বীরেন্দ্রগণের মুকুট-মণি এবং যাচকদিগের কল্পবৃক্ষ, দেবীভক্তগণের শ্রেষ্ঠ শ্রীশুক্লধ্বজ নীলাচলে ১৪৮৭ শকাব্দে, শিলারাজি দ্বারা এই সুন্দর মন্দির রচনা করিলেন।

এখন এই মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অসমীয়া সাহিত্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহা আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। মহারাজ নরনারায়ণ যখন তাঁহার প্রিয় সহোদর শুক্লধ্বজের সাহায্যে আসাম, মণিপুর, জয়ন্তা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি দেশে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, তখন নরনারায়ণ এবং চিলারাই দুই জনেই কামাখ্যা দর্শন করিতে গেলেন,—

এহি বুলি আলোচিয়া রাজা মহামতি।
গোসানীর থানে হুয়ো চলিল সম্প্রতি ॥
নীল পর্ব্বতর মধ্যে মহারম্য স্থান।
ভগ্ন মঠচিহ্ন দেখিলন্ত বিদ্যমান ॥—(৪৯২ দরঙ্গরাজবংশাবলী, ৯৭ পৃঃ)

কিন্তু তখন মঠ নির্ম্মাণ করা হইল না। তাঁহারা গৌড়দেশ আক্রমণ করিতে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। গৌড়েশ্বরের সহিত নরনারায়ণের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে চিলারায় গৌড়েশ্বরের কাছে পরাজিত হইয়া বন্দী হন। তখন কারাগারে শুক্লধ্বজ কায়মনোবাক্যে কামাখ্যার চরণে আত্ম-নিবেদন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এই বার যদি তিনি দেশে ফিরিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে প্রথমেই তিনি কামাখ্যার মঠ-সংস্কার করাইবেন। মঠ সংস্কার না করিয়া যুদ্ধযাত্রা করা তাঁহার অতীব আত্মগ্লানির কারণ হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন,—

তযু মঠ না বান্ধিলো অবজ্ঞা করিলো।
এতেক শত্রুর হাতে বন্দীত পরিলো ॥—(৫১১, দ° ব°, পৃ° ১০০)

এই সময়ে গৌড়েশ্বরের মাতা সর্প-দংশন-জনিত অতি সঙ্কটাবস্থায় ছিলেন। নানা ঔষধ প্রয়োগেও তাঁহার কোনও উপকার হইল না। তখন মা কামাখ্যার নাম করিয়া চিলারাই মন্ত্রে ঝাড়িয়া গৌড়েশ্বরের মাতাকে বাঁচাইলেন। সেই জন্য চিলারাইকে মুক্ত করিয়া গৌড়েশ্বর বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন এবং তখন অবধি গৌড়েশ্বরের সঙ্গে কোচরাজাদের বহু কাল পর্য্যন্ত সদ্ভাব স্থাপিত ছিল।

চিলারায় বাড়ী ফিরিয়া গিয়াই ভায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মেঘামুকছুম নামক জনৈক বিচক্ষণ কারিগরকে আনাইয়া তাহাকে বলিলেন,—

শিলাকুটি সুভার বারই শিল্পকার।
চুনেরী সোণারী আরু কষার-কুমার॥—(৫৩৭ দরঙ্গরাজবংশাবলী, পৃ°১০৪)
অসংখ্য পদাতীগণ করি একঠাই।
বোলে নীলাচলে মঠ সজায়োক যাই॥—(৫৩৮ ঐ)

মেঘামুকছুম গিয়া প্রথমে সমস্ত মন্দির পূর্ব্বকার মত পাথর দিয়া রচনা করিবার মানস করিলেন এবং পাথর দিয়াই কাজ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সফলকাম হইতে পারিলেন না,—

প্রথমে শিলার মঠ নির্ম্মাণ করিলা।
এক রাত্রি থাকি সিতো খসিয়া পড়িলা॥—(৫৩৯ ঐ)
পুনরপি সেই মঠ নির্ম্মাণ করন্ত।
রজনী অন্তরে পুনু খসিয়া পরন্ত॥—(৫৪০ ঐ)

মেঘামুকছুম মহা বিপদে পড়িয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া তদ্গতচিত্তে দেবীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন এবং অনেক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া মহা আয়োজনে পূজা আরম্ভ করিলেন। মহামায়া মেঘামুকছুমকে স্বপ্নাদেশ করিলেন,—

দেবী বোলে পূর্ব্বে মঠ যবনে ভাঙ্গিলা।
আরু কলিযুগ আসি আপুনি মিলিলা॥
এতেকে শিলার মঠ নুহিকন্ত ভাল।
কুমারে পাণোক ইটা বান্ধি অগ্নিশাল।—(৫৪২ ঐ)
সেই ইটা আনি তঞি ঘৃতত ভাজিবি।
করাল পাগিয়া মঠ নির্ম্মাণ কবিবি॥
এহি বুলি মহেশ্বরী ভৈলা অন্তর্ধ্যান।
চেতন লভিয়া মেঘা ভৈলা দিব্য জ্ঞান॥—(৫৪৩ ঐ)

এই স্বপ্নাদেশের পর মেঘামুকছুম পাথরের মন্দির নির্ম্মাণ করার আশা পরিত্যাগ করিয়া, ইট দিয়াই মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। কামাখ্যা-মন্দিরের প্রত্যেকখানি ইট ঘৃতে ভাজা হইয়াছিল।

কুমার আনিয়া ইটা সাজাইবাক দিলা।
পাগিয়া ইটাক আনি ঘৃতত ভাজিলা॥
করাল পাগিয়া পুনু ভৈলা সাবধান।
মৃণ্ময় মঠ তবে করিলা নির্ম্মাণ॥—(৫৪৪ দরঙ্গরাজবংশাবলী, পৃ° ১০৬)
ছয় মাস মানে মঠ যেবে বান্ধা ভৈল্য।
তেবে নৃপতিক ঠাই দূতক পঠাইল্য॥—(৫৪৫ ঐ)

জনশ্রুতি আছে যে, কামাখ্যা-মন্দিরের প্রত্যেক ইট ১ রতি করিয়া সুবর্ণ দিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে শুনিয়া দুই ভাই পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং দুই ভাই মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য যাত্রা করিলেন।

বিধিমতে মঠক প্রতিষ্ঠা করাইলন্ত।
যতেক দক্ষিণা দিলা নাহি আদি অন্ত॥—(৫৪৬ ঐ, পৃ° ১০৬)
মহিষ ছাগল হংস মৎস্য পারাবত।
হরিণ কচ্ছপ বলি উপহার যত॥
পূজা করাইলন্ত চতুঃষষ্টি উপচারে।
সপ্ত দিন আছে দুই ভাই নিরাহারে॥—(৫৪৭ ঐ)
তিন লক্ষ হোম দিলা এক লক্ষ বলি।
সাত কুড়ি পাইক দিলা কহি তাম্র ফলি॥
সুবর্ণ রজত তাম্র কাংস্য পাত্রচয়।
অখণ্ড প্রদীপ উচর্গিলা মনোময়॥—(৫৪৮ ঐ)
দিনে দিনে পঠে হোম পূজা করিবন্ত।
প্রতিদিনে পাঞ্চ পুবা চাউল লগাইবন্ত॥
তিল ভূমি গ্রাম্য শস্য সমে উচর্গিলা।
তাল যন্ত্র শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্য সব দিলা॥—(৫৪৯ ঐ)
দণ্ড ছত্র সিংহাসন শ্বেত যে চামর।
উচর্গা করিলা নারায়ণ নৃপবর॥
ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞ নট ভাট তাঁতী মালী।
কুমার কহার বাটৈ ধোবা সালেই তেলী॥—(৫৫০ ঐ)
সোনারী কুসার হীরা কৈবর্ত্ত চমার।
মুচি আর হাড়ী আদি দিলা নিরন্তর॥
সাঙ্গোপাঙ্গে ধন দিলা পঁচিশ হাজার।
* * * * * ॥—(৫৫১ ঐ)

কামাখ্যার প্রকৃত মন্দির ছাড়া তাহাতে সংলগ্ন আর দুইটা নাট-মন্দির নির্ম্মিত হইয়া-

ছিল,—একটার নাম পঞ্চরত্ন, আর বড় হলের মত যেটি, তাহাকে নবরত্ন বলিত। পঞ্চরত্নের ভিতরেই এই শিলালিপি দেয়ালের গায়ে বসান আছে এবং পঞ্চরত্নের ভিতর, মহারাজ নর-নারায়ণ, শুক্লধ্বজ এবং মেঘামুকুচুমের প্রস্তর-মূর্ত্তিও খোদিত আছে। সমস্ত মন্দিরটি চারি দিকে ইটের প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই মন্দিরের গাথুনি কিরূপ দৃঢ়, তাহা ১৮৯৭ খৃঃ অঃ ভূমিকম্প স্মরণ করিলেই সহজে অনুমান করা যায়। সেই ভূমিকম্পে অনেক স্থানের মন্দির ভূপতিত হইলেও ৺কামাখ্যা-মন্দিরের কোনও হানি হয় নাই। আশা করি, এই মন্দির চিরদিন দণ্ডায়মান থাকিয়া কোচ-রাজদিগের কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে।

শ্রীহেমচন্দ্র দেব গোস্বামী

মন্তব্য—গেইট সাহেব তাঁহার আসামের ইতিহাস (E. A. Gait—*A History of Assam*, Calcutta, 1906) গ্রন্থে স্থানে স্থানে কামাখ্যা দেবীর ও কামাখ্যা-মন্দিরের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের ৫৬ পৃষ্ঠায় শুক্লধ্বজ কর্ত্তৃক মন্দির স্থাপন-বিষয়ক লিপির ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু মূল লিপিটি কোথাও দেওয়া হয় নাই।

এই প্রবন্ধলেখকের সংগৃহীত শিলালিপির নকল পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। পরে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, ঐ শিলালিপির আর একখানি ছাপ পাঠাইয়াছেন। দুই ছাপেরই স্থানে স্থানে অস্পষ্টতা আছে। রেফের চিহ্ন একটা স্থান ব্যতীত আর কোথাও দেখা গেল না। দুই ছাপ মিলাইয়া, লিপির পাঠ পংক্তি অনুসারে সাজাইয়া নিম্নে দিলাম।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

ওঁ লোকানুগ্রহকারকঃ কর্ক(র্ক)
ণয়া পার্থো ধনুর্ব্বিদ্যয়া দানে
নাপি দধীচিকর্ণ শ(স)দৃশো মর্য্যাদ
য়াম্ভোনিধিঃ। নানাশাস্ত্রবিচারচা
রু(রু)চরিতঃ কন্দর্পরূ[রূ]পাজ(জ্জ)লঃ কামা
খ্যাচরণার্চ্চকো বিজয়তে শ্রীমল্লদেবো
নৃপঃ॥ প্রাসাদমদ্রিদুহিতুশ্চরণা
রবিন্দভক্ত্যাকরোত্তদনুজো বরনীল
শৈলে। শ্রীশুক্লদেব ইমমুল্লসিতোপ
লেন শাকে তুরঙ্গগজবেদশশাঙ্কসংখ্যে [॥]

তস্যৈব প্রিয়সোদরঃ পৃথুযশা বীরেন্দ্রমৌলিস্থ
লীমাণিক্যং ভজমানকল্পবিটপী লীলাচলে য
ঙ্গুলং॥ প্রাসাদং মুনিনাগবেদশশভৃৎশাকে শিলারা
জিভিদে বীভক্তিমতাম্বরো রচিতবান্ শ্রীশুক্লপূর্ব্বধ্বজঃ॥

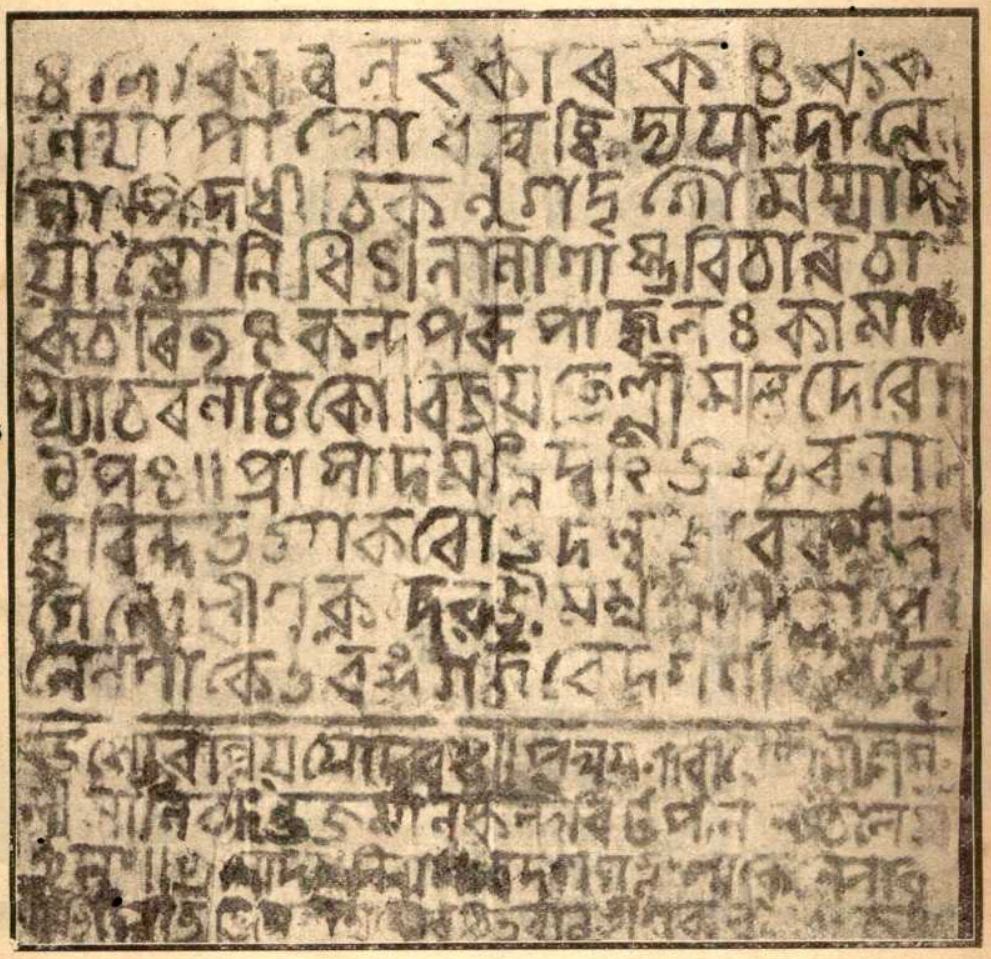

কামাখ্যা-মন্দিরের শিলালিপি

সুতীর পুরাবৃত্ত ও সৈয়দ মর্ত্তুজার আবির্ভাব-কাল*

একখানি ইংরাজী গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম যে, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানগণ কোনও পুস্তকের ছিন্ন পৃষ্ঠা কুড়াইয়া পাইলে, উহাতে তাঁহাদের পবিত্র গ্রন্থ কোরাণের অংশবিশেষ লিখিত থাকা সম্ভাবনায় সযত্নে তুলিয়া রাখিয়া থাকেন। মুদ্রা-যন্ত্রের প্রসাদে এখন আর পুস্তকাদির ছিন্ন পত্রের বড় অভাব নাই; কিন্তু প্রস্তরখণ্ডাদিতে উৎকীর্ণ লিপি প্রভৃতি পূর্ব্বাপেক্ষা আর সহজ-লভ্য নহে; তাই এখনও দেখিতে পাই, কোথাও আরবী বা পারসী-লিখিত প্রস্তরখণ্ড পাইলে, তাহাতে ভগবানের পবিত্র নাম লিখিত আছে জানিয়া, অজ্ঞ গ্রামবাসী মুসলমানেরাও সেগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকে;—স্বধর্ম্মাবলম্বী বা বিধর্ম্মী কেহই তাহাদের সরল প্রাণে ব্যথা দিয়া, এরূপ কোনও খোদিত লিপি কেবল ঐতিহাসিক গবেষণার ওজুহাতে স্থানান্তরিত করিতে সাহসী হয় না। তাই অদ্য আপনাদের নিকট একখানি অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব তোগ্‌রা-অক্ষর-খোদিত সুন্দর আরবী প্রস্তর-লিপির পরিবর্ত্তে এই কারুকার্য্যবিশিষ্ট কষ্টি-প্রস্তরখণ্ডমাত্র আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইহার চিত্র পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে। যে স্থানে প্রস্তরখানি পাওয়া যায়, তাহা মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত সুতী গ্রামের মুসলমান-পল্লীতে অবস্থিত। প্রাপ্তিস্থান সুতী থানা হইতে বড় অধিক দূরবর্ত্তী নহে। প্রস্তরখণ্ডটি দেখিলেই বুঝা যায় যে, উহা কোনও মস্‌জিদের খিলানে সংলগ্ন ছিল। মসজিদটি আর বর্ত্তমান নাই। যে সামান্য ইষ্টক-স্তূপের নিকট হইতে উহা সংগৃহীত হয়, তাহা বোধ হয়, সেই পবিত্র ধর্ম্ম-মন্দিরেরই ধ্বংসাবশেষ মাত্র। এই ইষ্টক-স্তূপের কয়েক রশি দূরেই পূর্ব্বোক্ত যে তোগরা লিপি-খানি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা বোধ হয়, এখনও বৃক্ষমূলেই সংলগ্ন রহিয়াছে। আমি তদানীন্তন সুতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী (এক্ষণে ইন্সপেক্টার) প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সাহায্যে উহার একখানি ছাপ তুলিয়া লইতে সমর্থ হই। পরে জঙ্গীপুর বালিয়া-ঘাটাবাসী মদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সৈয়দ আবুল ফজল সাহেব এবং জঙ্গীপুর স্কুলের সুযোগ্য মৌলবী ও হেয়ার স্কুলের প্রধান মৌলবী শ্রীযুক্ত খয়ের-উল-আনাম মহাশয়গণের সাহায্যে এই লিপির পাঠোদ্ধার ঘটে। নব পর্য্যায় বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকার ত্রয়োদশ খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যায় মল্লিখিত "Some Traditions about Sultan Alauddin Hossain Shah and Notes on Arabic Inscriptions from Murshidabad" নামক প্রবন্ধের চতুর্থ চিত্রে (Plate IV) এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধের পরিশিষ্টে এই শিলালিপির অবিকল প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে ইহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। (লিপির পাঠ "ক" পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

"পবিত্র পুরুষ (মোহম্মদ)—ভগবান্ যেন তাঁহার উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন—বলিয়াছেন

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্ব্বিংশ বর্ষের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

যে, ভগবানের জন্য যে ব্যক্তি মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন—ভগবান্ তাঁহার জন্য স্বর্গে সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। চাঁদমালিকের পুত্র মহানুভব মোকর্‌রব্ খাঁ مقرب خان—উভয় জগতে খ্যাতাপন্ন—বিজয়-শ্রীর জন্মদাতা—তাঁহার রাজ্য ও রাজত্ব ভগবান্ সুদীর্ঘ কাল রক্ষা করুন—সেখ সৈয়দ আস্‌রাফ-উল-হোসেনীর পুত্র আলা-উদ্-দুনিয়া ওয়াদিন সুল্‌তান্ আবুল মুজফ্‌ফর হুসেন সাহের রাজত্বকালে এই "জামি" মসজিদ হিজরী ৯০৯ সনে (খৃ অঃ ১৫০৩—৪ অব্দে) প্রতিষ্ঠা করেন।" ইহা ব্যতীত প্রস্তর-মধ্যস্থ উদ্গত অংশে আরও দুইটি ছত্র লিখিত আছে;—একটির অর্থ—"এই মস্‌জিদ্ যেন মৃত্যুর পর পুনরুত্থান-কাল (resurrection) পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে" এবং "খোরসেদের মজ্‌লিসের (বা 'মজ্‌লিস্ খোরসেদের') যেন শুভ পরিণাম ঘটে।" দক্ষিণভাগস্থ প্রথমোক্ত পংক্তির অর্থ লইয়া কোনও গোল নাই—কিন্তু বামপার্শ্বস্থ শেষোক্ত পংক্তির সূর্য্যবাচক "খোর্‌সেদ" শব্দ ও "মজ্‌লিস্" শব্দ কি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। Imperial Library গ্রন্থাগারের সহিত সংশ্লিষ্ট Bohair Library নামক আরবী ও পারসী পুস্তকাগারের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত খাঁ সাহেব আব্দুল মুক্‌তাদির মহাশয় "মজ্‌লিসে মাহ্ ও খোরসেদ" مه و خورشيد مجلس এইরূপ পাঠান্তর প্রস্তাব করেন। 'মজ্‌লিসে' শব্দের শেষাংশে "সিন" অক্ষরের উপরিভাগে م 'মিমে'র ন্যায় একটি অক্ষর দেখা যায়। কিন্তু মাহ্ শব্দের বক্রী অংশ ও 'ر' উয়াও অক্ষরের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত আবুল ফজল সাহেব ছাপ দেখিয়া লিপিটি যেরূপ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতেও مجلس خورشيد را عاقبت باخير باد ("মজলিসে খোরশেদরা য়াকেবৎ বাখায়ের বাদ") এইরূপই লেখা রহিয়াছে। প্রস্তাবিত পাঠের চন্দ্র ও সূর্য্যের মিলনজ্ঞাপক ছত্রটির প্রকৃত অর্থও ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম হয় না। ইহাতে কোনও জ্যোতিষিক ইঙ্গিত সূচিত হইয়াছে, কিম্বা "খোরশেদ" শব্দে "সুলতান্" এবং মাহ্ শব্দে তাঁহার প্রধানা রাজ্ঞী, কি প্রধান অমাত্য, কি মস্‌জিদ্‌নির্ম্মাতা মোকর্‌রব্ খাঁই উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহা স্থির করা সহজ নহে। আরবী লিপিতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত খাঁ সাহেব মৌলবী আব্দুল ওয়ালী মহাশয় "মজ্‌লিস্" শব্দটি খেতাবের ন্যায় সম্মানজ্ঞাপক বিশেষণ এবং "খোরশেদ" শব্দটি লিপি-খোদকের নাম বলিয়া অনুমান করেন। তাঁহার মতে লিপি-খোদক ভাস্কর এই ক্ষুদ্র পংক্তিতে নিজের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনা করিয়াছে। মৌলবী আব্দুল ওয়ালী সাহেব "মাহ্ ও খোরশেদ" এই পাঠান্তরের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার মতে م এর ন্যায় অক্ষরটি খোদকের অনবধানতাঘটিত বাটালির চিহ্নমাত্র।

কালাল্‌নবি মালল্লাহ্ قال النبي صلى الله প্রভৃতি শব্দগুলি মস্‌জিদ্-সংলগ্ন লিপিসমূহে প্রায়ই দেখা যায়। ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ-সম্পর্কীয় লিপিসূচনায় ইহা একরূপ সাধারণ পদ্ধতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিঃ ৮৮৫ অব্দের গৌড়ের ইউসুফ সাহার লিপি (J, A. S. B. 1873, Vol XLII P. 277), মামুদ সাহের লিপি (Ibid P. 289) এবং হুসেন সাহার ৯০৭ হিঃ অব্দের বাঁচাইন্ মস্‌জিদের

লিপি (Ibid P. 293), ৯১১ হিঃ মালদহ মস্‌জিদের লিপি (Ibid P. 294), ৯০০ হিঃ অব্দের খেরুল লিপি (J. A. S. B. (N. S) Vol XIII p. 148) এবং হুসেন সাহার পুত্র নসরৎ সাহার ৯৩০ হিঃ সনের মঙ্গলকোটস্থ লিপি প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। হিজরি ৮৮৪ অব্দের হজরৎ পাণ্ডুয়াস্থ ইউসুফ সাহের খোদিত লিপি ও মুর্শিদাবাদ বাবর-গ্রামের লিপির প্রথমাংশও এইরূপ। তবে প্রভেদের মধ্যে দেখা যায় যে, সুতী লিপির "بيت" "বইয়েতান্" শব্দের পরিবর্ত্তে দুর্গবাচক "قصر" "কস্‌রা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। হুসেন সাহার রাজত্বকাল (১৪৯৩ – ১৫১৯ খৃঃ অঃ) পাঠান-রাজত্বের পূর্ত্তকার্য্যের সুবর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। তৎকালে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে কূপ, জলাশয়, সেতু, বিদ্যালয়, সমাধিমন্দির, মস্‌জিদ্ ও দরওয়াজা باب প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। কলিকাতা যাদুঘরে, কোন অজ্ঞাত স্থানে প্রাপ্ত হুসেন সাহার আমলের যে তিনখানি প্রস্তর-লিপি রক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে আরবী ভাষায় ৯০৯ হিঃ অব্দে (খৃঃ অঃ ১৫০৩) একটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ এবং ৯১৬ হিঃ অব্দে (খৃঃ অঃ ১৫১০) পুষ্করিণী খননের কথা লিখিত আছে। স্বর্গীয় ব্লক্‌ম্যান্ (Blochmann) মহোদয় যথার্থই বলিয়াছেন,— "বাঙ্গলার অপর কোনও নৃপতির রাজত্বকালের এত অধিক প্রত্নলিপি পাওয়া যায় না। প্রাক্ মোগলযুগের মুসলমান নরপতিগণের স্মৃতি জনপ্রবাদ ও স্থানাদির নামে সংরক্ষিত হওয়া বড়ই বিরল, কিন্তু ধার্ম্মিক হুসেন সাহা সুলতানের কীর্ত্তি ব্রহ্মপুত্র হইতে উড়িষ্যা-সীমান্ত পর্য্যন্ত অদ্যাপি ঘোষিত হইয়া থাকে।"

শীলেট, বীরভূম, মাচাইন (ঢাকা), ধামরাই, সোণার গাঁও, বেহার, পাণ্ডুয়া, মুঙ্গের, গৌড়, মালদহ (৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৫) মান্দারণ (J. A. S. B. New Series Vol XIII p 134), খেড়ুর, বাবরগ্রাম, বালিঘাটা[১] সুতী (Ibid p. 148-149) ও নদীয়া শ্রীনগর (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৩শ ভাগ, ২৫৮ পৃঃ, পাদটীকা) প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপিসমূহে ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নবপ্রকাশিত ইতিহাস গ্রন্থে (বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ) হুসেন সাহার রাজত্ব-কালের যে সকল জন-হিতকর অনুষ্ঠানের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন স্থানে অন্যূন ২৫।২৬টি মস্‌জিদ নির্ম্মাণের বিষয় অবগত হওয়া যায়। যে যুগে স্থাপত্য-বিষয়ক এরূপ প্রচেষ্টা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সে যুগের স্থপতিগণ যে কারুকার্য্য-পরাঙ্মুখ ছিলেন, এরূপ ধারণার কোনও কারণ দেখি না। খিলান-সন্নদ্ধ এই অনতিবৃহৎ জালিকাটা প্রস্তর-খণ্ডটিই তাৎকালিক শিল্প-রুচির পরিচয় দিতেছে[২]। কয়েক বৎসর গত হইল, জঙ্গীপুরের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট,

১। এই ভগ্ন লিপিখানি এক্ষণে বন্ধুবর সৈয়দ আবুল কমল মহাশয়ের নিকট আছে। ইহার তারিখ ৯২১ হিঃ রবিঅল আউয়াল।

২। প্রবন্ধ-পাঠের পর প্রত্নতত্ত্ববিৎ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, এরূপ জালি-কাজ মোগল-যুগেই প্রায়শঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে, পাঠান-যুগের মস্‌জিদাদিতে দেখা যায় না। মোগল-যুগে—আরংজীবের রাজত্বকালে সুতীতে কয়েক বৎসর থাকিয়া স্বজ্ঞাবার সংস্থাপিত ছিল। সেই সময় বা তাহার পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত কোনও মস্‌জিদে হয় ত এই জালি-কাটা কষ্টি-প্রস্তরখানি সন্নিবেশিত হইয়া থাকিবে। কালের কুটিল গতিতে

সোদরোপম বন্ধু শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন মহাশয় আমাকে দহরপাহাড় গ্রামবাসী অন্নদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় নামক কোনও প্রবীণ ভদ্র মহোদয়ের রচিত একখানি হস্তলিখিত পুথি আনিয়া দেন। ইহাতে অনেক স্থানীয় প্রবাদ কবিতাকারে গ্রথিত ছিল। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এখন পরলোকে। তাঁহার সে পুথিখানি এখন কোথায় গিয়াছে, তাঁহার পুত্র তাহা বলিতে পারেন না। আমি গ্রন্থকর্ত্তার টীকা-টিপ্পনী প্রভৃতিতে স্থানীয় জনপ্রবাদ অবিকৃত আকারে রক্ষিত হইয়াছে দেখিয়া, উহা ভবিষ্যতে প্রয়োজনে আসিতে পারে মনে করিয়া, সংক্ষিপ্তভাবে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধে সেগুলি প্রামাণিক ইতিহাস-গ্রন্থাদির পোষকতা অনুযায়ী স্থানে স্থানে সুতীর পুরাবৃত্ত অনুশীলন-প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। সে জন্য পরলোকগত পুথি-রচয়িতা ও শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন মহাশয় উভয়েই আমার ধন্যবাদার্হ।

পূর্ব্বোক্ত হস্তলিখিত পুথির এক অংশে দেখিয়াছিলাম যে, উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণ সুতীর নিকট ভাগীরথী অতিক্রম করেন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কোথা হইতে এ সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, জানি না। এরূপ প্রবাদ আমার নিজ কর্ণগোচর না হইলেও, উহা একবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া উচিত মনে করি না। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র Antiquities of Orissa গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, উড়িষ্যার হিন্দু রাজগণের প্রভাব এক সময়ে হুগলীর নিকটস্থ ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণ বড়ই প্রবল হইয়া উঠেন। দ্বিতীয় নরসিংহদেবের তাম্রলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার পিতামহ প্রথম নরসিংহদেব (খৃঃ অঃ ১২৩৮—১২৬৪) শুভ্র গঙ্গা-প্রবাহ,রোদন-পরায়ণা রাঢ়ী ও বারেন্দ্রীয় যবনীগণের নয়নাঞ্জন-বিধৌতকারী অশ্রুজলের সহিত মিশ্রিত করাইয়া, বিস্ময়াপন্না নিস্তরঙ্গা গঙ্গাকে যমুনায় পরিণত করিয়াছিলেন (J. A. S. B. 1896, Copper-plate of Nrisingha Deva, II)।[১]

গঙ্গরাজগণের তাম্রশাসন হইতে ইহাও অবগত হওয়া যায় যে, তৎপূর্ব্বে অনন্তবর্ম্মা চোড় গঙ্গদেব (খৃঃ অঃ ১০৭৬-৭৭—১১৪৭-৪৮, শকাব্দা ৯৯৮—১০৬৯) গঙ্গাতটস্থ ভূভাগ হইতে কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ("গৃহ্লাতিস্ম করং ভূমে গঙ্গাগৌতমগংগয়োঃ" J. A. S. B. 1895. LXIV Pt. I, P. 138.)। চোড় গঙ্গা মন্দারের রাজাকে গঙ্গাতীরে পরাভূত করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন, ইতিহাসে এ কথারও উল্লেখ আছে (J. A. S. B.—1908. P. 110.)। অনঙ্গভীমের কন্যা চন্দ্রিকা দেবীকর্ত্তৃক ভুবনেশ্বরের বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক শিলালিপি হইতেও জানা যায় যে, চোড় গঙ্গ গোদাবরী হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া-

---

নূতন-পুরাতন সকল মস্‌জিদই ধ্বংসে প্রাপ্ত হইয়াছে এবং প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি ধ্বংসাবশেষ ক্রমশঃ স্থানান্তরে নীত হওয়ায় বিশেষজ্ঞের সাহায্য ব্যতীত এরূপ মাল-মস্‌লা চিনিয়া লওয়া সুকঠিন।

১। "রাঢ়াবরেন্দ্রযবনীনয়নাংজনাশ্রুপূরেণ দূরবিনিবেশিতকালিমশ্রীঃ। তদ্বিপ্রসন্তকরণাদ্ভুতনিস্তরঙ্গা গঙ্গাপি নূনমমুনা যমুনাধুনাভূৎ।"

ছিলেন। ("আগোদাস্তাদমরসরিতং যাবদেকো ভুবোভূৎ", Epigraphia Indica, Vol XIII. Pt. IV p 151.)। ৺গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাম্রলিপি প্রভৃতিব চর্চ্চা করিতেন বলিয়া শুনি নাই। তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রাম্য ইতিকথা-সংগ্রহে এই অপ্রমাণিত, সম্ভবতঃ জনপ্রবাদমূলক উক্তির ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু, তাহা সুধীবর্গ বিবেচনা করিবেন। সুতীর strategic অবস্থান হিসাবে এরূপ আক্রমণ সম্ভবপর হইলেও, কোনও উড়িয়া রাজা বঙ্গাভিযানকালে সুতী-তট পর্য্যন্ত বাস্তবিকই অগ্রসর হইয়াছিলেন কি না, তাহার যথাযথ ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করা দুরূহ।

সুতী ও তৎসন্নিকটস্থ দহরপাহাড়, মঙ্গলপুর, অরঙ্গাবাদ প্রভৃতি গ্রাম, মুর্শিদাবাদ হইতে রাজমহল হইয়া যে সুদীর্ঘ রাজপথ দিল্লী পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহার ঠিক পার্শ্বভাগেই অবস্থিত।[১] রাজমহল, সুতী বা আরঙ্গাবাদ হইতে প্রায় ২৮ মাইল হইবে।[২] শুনিতে পাই, পাঠান নরপতি প্রথম সেকেন্দর সাহ নিজ রাজত্বকালে (১৩৫৮ খৃঃ অঃ হইতে ১৩৯০ খৃঃ অঃ মধ্যে) এই সুবিস্তৃত বর্ত্মটি ছায়াতরু-সন্নিবিষ্ট করিয়া নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু কিংবদন্তী ব্যতীত ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। যে সেকেন্দর বিশাল আদিনা মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে অবশ্য এরূপ একটি সুদীর্ঘ রাজপথ নির্ম্মাণ করা কোন ক্রমেই অসম্ভব নহে।

কথিত আছে যে, হুসেন সাহার মাতৃদেবী এই রাজবর্ত্ম দিয়া শিবিকারোহণে গৌড়-গমন-কালে জনৈক তীবর রাজার অনুচরবর্গ তাঁহাকে "গৌড়-বাদশার মা। একবার নাচন দেখিয়ে যা॥" বলিয়া অপমানিত করে। ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় হুসেন সাহার জন্ম সম্বন্ধে তিনটি মতের উল্লেখ করিয়াছেন (গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ ১০২)। ইহার মধ্যে মুর্শিদাবাদ-প্রচলিত একটি মতানুসারে গৌড়েশ্বর হুসেন হিন্দু-রমণীর গর্ভজাত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সম্ভবতঃ সুলতান-জননীর পূর্ব্ব-জীবন উল্লেখেই তাঁহার নৃত্য-কলা-পারদর্শিতা সম্বন্ধে এই বিদ্রূপ-বাক্যগুলি প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। প্রবাদ-মতে হুসেন সাহা এ অপমান সহজে বিস্মৃত হয়েন নাই।

১। বাদশাহ সাহ আলমের আদেশক্রমে মেজর রেনেল এ রাস্তাটি মাপ করিয়াছিলেন। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫১৯ ক্রোশ (A.S.B. Memoir Vol III, no 3 Itinerary p. 196 & foot note) এই বিখ্যাত রাজবর্ত্ম গঙ্গার দক্ষিণ তীর ধরিয়া পাটনা পর্য্যন্ত গিয়াছে; পাটনা হইতে শোণ নদীর ধারে-ধারে দণ্ডনগর (Dandnagar) পর্য্যন্ত এবং সেখান হইতে নদী পার হইয়া সোজাসুজি (cross country) মোগলসরাই পর্য্যন্ত এবং তথায় গঙ্গা অতিক্রম করিয়া বারাণসী এবং বারাণসী হইতে গঙ্গার উত্তর তীর ধরিয়া এলাহাবাদ পর্য্যন্ত; এলাহাবাদে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া 'দোয়াব' ধরিয়া আগ্রা পর্য্যন্ত এবং আগ্রার যমুনা পার হইয়া অবশেষে দিল্লী আসিয়া পঁহুছিয়াছে।

২। রেণেল সাহেব যে মাপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, (op. cit. p. 196) তাহাতে অরঙ্গাবাদ হইতে রাজমহলের দূরত্ব ১৬ ক্রোশ অর্থাৎ ৩২ মাইল আন্দাজ হয়।

ক। মুর্শিদাবাদ হইতে দেওয়ানসরাই	৭ ক্রোশ
খ। দেওয়ানসরাই হইতে অরঙ্গাবাদ	১০ ক্রোশ
গ। অরঙ্গাবাদ হতে ফরক্কাবাদ (ফরক্কা)	৮ ক্রোশ
ঘ। ফরক্কা হইতে রাজমহল	৮ ক্রোশ

তাঁহার সৈন্যগণ নাকি তীবর-রাজের দুর্গ ও রাজপুরী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া তবে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল। ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও হুসেন-সাহা কর্ত্তৃক মুর্শিদাবাদ জেলার কোনও বিদ্রোহী তিওর বা তীবরজাতীয় জমিদার শাসন হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন (গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৪)।[১] সুতীর অনতিদূরস্থ—পুরাতন মঙ্গলপুর-সন্নিহিত জীয়ৎকুঁড়েই নাকি সেই তীবর বা রাজবংশী রাজার দুর্গ অবস্থিত ছিল। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়-রচিত মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের ১৮০ পৃঃ ও ১৯১৭ সালের J. A. S. B. পত্রিকায় (Vol XIII, no 3, P. 147) জীয়ৎকুড়ি বা জীবৎকুণ্ড-সংক্রান্ত জনপ্রবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং উপস্থিত এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় জীবৎকুণ্ড পুষ্করিণীর গর্ভস্থিত একটি অর্দ্ধ প্রোথিত দেবীমূর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নিমতিতার সুশিক্ষিত জমিদার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের সহিত আমি যখন জীয়ৎকুড়ি দেখিতে যাই, তখন কেবল প্রস্তর-নির্ম্মিত একটি দরজার সরদাল মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলাম। উহার গাত্রে বিভিন্ন ফলকে কতকগুলি দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। পল্লী সীমন্তিনীদিগের ভক্তির আতিশয্যে প্রস্তর-নিহিত চিত্রগুলি সিন্দুর-প্রলেপে অস্পষ্ট হইয়া উঠায়, আমরা কোন্‌টি কি মূর্ত্তি, তাহা স্থির করিতে পারি নাই। তবে আকৃতি দেখিয়া মনে হয়, এটি নবগ্রহ-প্রস্তর (architrave) হওয়াও অসম্ভব নহে। সুতী-সান্নিধ্যে হিন্দু-প্রভাবের অপর একটি চিহ্নের কথাও মনে পড়িতেছে। সুতীর পার্শ্ববর্ত্তী বন্দর ছাপঘাটীর মধুসূদন চৌধুরী নামক কোনও মহাজনের পাটের আড়তের প্রাঙ্গণে, খোদিত 'গণ' বা 'যক্ষ'মূর্ত্তিবিশিষ্ট একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। ইহা কোনও প্রস্তরময় চৌকাঠের পার্শ্বদেশ (door jamb), গ্রামের মধ্যে পুষ্করিণী-খননকালে পাওয়া গিয়াছিল। ১৩১৯ সালের 'সাহিত্য' পত্রিকার কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত (পৃঃ ৫৬৩) বাণনগর হইতে সংগৃহীত পাথরের চৌকাঠের চিত্রের সহিত এই প্রস্তর-খণ্ডের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। সুতী অঞ্চল মুসলমান-প্রধান বলিয়া এই সকল প্রাচীন হিন্দু স্মৃতি-চিহ্নের বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন।[২] শুনিতে পাই, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (সম্ভবতঃ ১৫১৬ খৃঃ অব্দে), রূপ গোস্বামী সংসার ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, চৈতন্যদেব রামকেলি নামক আধুনিক বৈষ্ণব তীর্থস্থানে গমনকালে সুতীতে গঙ্গাস্নান করিয়াছিলেন। চৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়ে রামকেলি গমনপ্রসঙ্গে দেখিতে পাই,—

১। শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল ওয়ালী মহোদয় J. A. S. B. পত্রিকায় জনৈক তীবর রাজা সম্বন্ধীয় অপর একটি জন-প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার সহিত দেবগ্রামের দেবল রাজা সংক্রান্ত প্রবাদেরই সৌসাদৃশ্য দেখা যায়।

২। খৃঃ ১৮৫৮ সালের আদমসুমারীতে হিন্দু জনসংখ্যা ৬১৬৩ এবং মুসলমান অধিবাসিগণের মোট সংখ্যা ২৮, ৪৯৯ জন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। (Major Tull Walsh প্রণীত মুর্শিদাবাদের ইংরাজী ইতিহাস দ্রষ্টব্য)।

"হেন মতে প্রভু সর্ব্ব জীব উদ্ধারিয়া।
মথুরায় চলিলেন ভক্ত-গোষ্ঠী লৈয়া॥
গঙ্গাতীরে প্রভু লইলেন পথ।
স্নান পানে গঙ্গার পুরিল মনোরথ॥"

—(শ্রীমৎ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ)

চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে মহাপ্রভুর তিন দিন রাঢ়দেশে ভ্রমণ এবং প্রভু নিত্যানন্দের শিক্ষা-মত কয়েক জন গোপ-বালক তাঁহাকে উল্টা পথ দেখাইয়া দিলে, গঙ্গাতীরস্থ সেই পথ অবলম্বন করিয়া নদীয়াভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা বেশ মনোজ্ঞভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গঙ্গা-ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল পবিত্র তীর্থরূপে বিবেচিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ৺গাঙ্গুলী মহাশয়ের পুথিতে শ্রীচৈতন্যের সুতীতীর্থে স্নানাদিবিষয়ক কিংবদন্তীর উল্লেখ আছে। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত দুইখানি সুবিখ্যাত বৈষ্ণবগ্রন্থে ও গোবিন্দ দাসের কড়চা প্রভৃতিতে এ কথার কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। জঙ্গীপুরবাসী বৈষ্ণবমতাবলম্বী কোনও ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, বৈষ্ণব-দিগের "ছয় ঘাট তীর্থ" সুতীর বন্দর ছাপঘাটিরই নামান্তর মাত্র। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সাহায্যে আমি যে কয়খানি বৈষ্ণব গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, তাহার কোথাও "ছয় ঘাট" তীর্থের নাম-গন্ধ নাই। ছাপঘাটির নাম-করণ সম্বন্ধে অন্য যে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহাই অধিক সমীচীন-বোধে এ স্থলে উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করিতেছি। মুসলমান-রাজত্বকালে "ছাপঘাটি" নাকি শুল্ক আদায়ের স্থান ছিল এবং সমরনীতি হিসাবে বন্দরটির সুবিধাজনক অবস্থান হেতু ইহা অনেক সময় "নওয়ারার আড্ডা" রূপে ব্যবহৃত হইত। শুল্ক আদায়ের ছাপযুক্ত রসিদ বা ছাড়পত্র দেওয়া হইত বলিয়াই সম্ভবতঃ ছাপঘাটি নাম সাধারণ্যে প্রচার হইয়া থাকিবে। সুতীর নিকটেই মোঙ্গলপুর বা পুরাতন মঙ্গলপুর। প্রবাদ এই যে, আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে মোগল সেনাপতি মুনিম (মুনাইম ?) খাঁ রাজমহলের যুদ্ধে পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া পুরাতন মোঙ্গলপুরে বাজার সংস্থাপিত করেন। ৺গাঙ্গুলী মহাশয়কর্ত্তৃক সংগৃহীত প্রবাদগুলির মধ্যে এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিয়াছিলাম। মোগল বা মোঙ্গলগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই গ্রামটির নাম নাকি 'মোঙ্গলপুর' হইয়াছিল। মঙ্গলপুরের নামোৎপত্তি কোনও eponymous রাজা মঙ্গল সেনের নামানুসারে হইয়াছিল, এরূপ কিংবদন্তীও শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। ষ্টুয়ার্ট (Stewart) রাজমহলের যুদ্ধের কথা কিছুই লেখেন নাই। তাঁহার ইতিহাসে দেখিতে পাই, মুনিম খাঁ পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে (হিঃ ৯৮০) টাঁড়া বা তাঁড়া[১] হইতে গৌড় নগরে গমন করেন

১। তাঁড়া নগরী বহু দিন হইল লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। উহা কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহা লইয়াই এখন মতভেদ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, তাঁড়া এখন নদীগর্ভে। ম'সিয়ে J. Bernoulli প্রণীত, ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে বার্লিন নগরে প্রকাশিত Description de L'Inde নামক গ্রন্থের memoire sur le carte de L'Inde

এবং বর্ষাকালের নানাবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও গৌড়ে রাজধানী পুনঃ সংস্থাপনোদ্দেশ্যে রাজ-কর্ম্মচারী ও সৈন্য-সামন্তদিগকে তাঁড়া হইতে গৌড়ে যাইতে আদেশ করেন (Stewart's Bengal, Sec. 5 p. 186—187 Ed. Bangabasi)। ভিন্সেণ্ট স্মিথ মহোদয় নব-প্রকাশিত "আকবর" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মুনিম খাঁ তাঁড়ায় ফিরিয়া আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

মোগল-সেনাপতির আদেশমত "বাজার" প্রতিষ্ঠাবিষয়ক এই প্রবাদটি সত্য বলিয়া বিবেচিত হইলে, বোধ হয়, গৌড় গমনের পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ উড়িষ্যার বিদ্রোহী পাঠানদিগকে বশ্যতা স্বীকার করাইয়া, সুতী হইয়া তাঁড়া যাইবার সময় মোঙ্গলপুর সংস্থাপিত হইয়া থাকিবে। ইহার পরবর্ত্তী কালে—প্রবাদমতে বাদসাহ আরংজীবের রাজত্ব-সময়ে পুরাতন মোঙ্গলপুর পরিত্যক্ত হইয়া নূতন মোঙ্গলপুর প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজস্ব-বিষয়ক কাগজ-পত্রাদি হইতে অবগত হওয়া যায়, মঙ্গলপুর সরকার উদুম্বর, চাবলা একব্বর নগরের অন্তর্গত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের প্রণীত আরংজীবের রাজত্ব-কালের ইংরাজী ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে ৮ই জুন তারিখে মোগল-সেনাপতি মিরজুমলা যখন সুতী স্কন্ধাবারে অবস্থিতি করিতেছিলেন, রাজকুমার মহম্মদ তখন দোগাছি শিবির হইতে পলায়ন করিয়া, পিতৃব্য সুজার কন্যা, নিজ বাগ্‌দত্তা পত্নী গুলরুখ বেগম (Princess Rosycheek)এর পাণিগ্রহণ করেন (Prof. J.N. Sarkar's Aurangzebe, Vol II p. 261)। ইহার পর সুজার লঘু সৈন্যদল ও নওয়ারার আক্রমণ-ফলে সুতী হইতে সম্রাটের সৈন্যদিগকে অপসৃত করিতে হয়। মিরজুমলা সুতীর নিকট গঙ্গা পার হইয়া উত্তর-পূর্ব্ব দিকে তাঁড়া অভিমুখে গমন করিবার যে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের গ্রন্থ হইতেই অবগত হওয়া যায়। (op. cit. Vol II p. 272)। পরে জঙ্গীপুরস্থ বালিঘাটার নিকটও যে সম্রাট্-শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল, উক্ত ইতিহাস-গ্রন্থে তাহারও উল্লেখ আছে (op. cit. vol II p. 265)। ইহার পর মিরজুমলা পুনরায় সুতী আগমন করেন এবং সুতী-সন্নিকটস্থ চিলামারির নিকট সুজার সৈন্যদলের সহিত (২৮শে

আখ্যাবিশিষ্ট তৃতীয় খণ্ডের ৫৮ পৃঃ হইতে তাঁড়ার নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগৃহীত হইল। তাঁড়া নগর (Chawaspur Tanda) ১৫৪০ খৃঃ অব্দের সন্নিকটে সেরসাহের রাজত্বকালে অল্প দিনের জন্য বাঙ্গালার রাজধানী হইয়াছিল (a e'te la capitale du Bengale pendant un court espace de temp sous le regne de Scher Schah vers l'an 1540). ইহা যে জেলা বা বিভাগের অন্তর্গত ছিল, সেই বিভাগের নামানুসারেই বোধ হয়, ইহার নামকরণ হইয়া থাকিবে। খৃঃ ১৫৮০ অব্দে আকবরের রাজত্বকালে তাঁড়া বাঙ্গলার রাজধানীরূপে সুপ্রতিষ্ঠ হয়। গৌড় এখন যে স্থানে বিদ্যমান, তাহার সন্নিকটেই রাজমহল যাইবার পথের উপর তাঁড়া নগর অবস্থিত ছিল। Bernoulli লিখিয়াছেন, "দুর্গ-প্রাকার ব্যতীত তাঁড়ার খুব সামান্য অংশই অবশিষ্ট আছে। (Il ne reste que tres peu de cette place, excepte la rempart) পাঠক স্মরণ রাখিবেন, ইহা ১৭৮৬ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বের কথা। কোন্ সময়ে তাঁড়া পরিত্যক্ত হয়, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে আরংজীব যখন বাঙ্গলা দেশ নিজ আয়ত্তাধীনে আনয়ন করেন, তখনও তাঁড়া বাঙ্গলার রাজধানী।

ডিসেম্বর তারিখে) তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। রাজমহল হইতে মোগল-বাহিনী যে সুতী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের গ্রন্থে একাধিক বার উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রায় বৎসরেকব্যাপী যুদ্ধের মধ্যে বা তৎপরবর্ত্তী কালে সুতী-পার্শ্বস্থ অরঙ্গাবাদ গ্রাম স্থাপিত হওয়া অসম্ভব নহে।

অরঙ্গাবাদ পূর্ব্বদেশান্তর ৮৮°২´ ও উত্তর অক্ষাংশ ২৪°২৭´ মিনিটে অবস্থিত। এরূপ একটি নূতন গ্রাম সংস্থাপনের কথা রাজ-ঐতিহাসিকগণ যে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন, ইহা অবশ্য ভরসা করা যায় না। এই সময়ে প্রেমসিংহ হাজারী নামক জনৈক ক্ষত্রিয় সেনানায়কের এই অঞ্চলে বস-বাস করার কথা গাঙ্গুলী মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত প্রবাদ-সংবলিত হস্তলিখিত কবিতা-পুস্তকে দেখিয়াছিলাম বলিয়া স্মরণ হয়। ইতিহাসে প্রেমসিংহের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না এবং এ সম্বন্ধে অপর কোন কিংবদন্তীও অবগত হইতে পারি নাই। প্রেমসিংহের বংশধর অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন মহাশয়ের সৌজন্যে নিম্নে ইহাঁদের একটি বংশলতিকা প্রদত্ত হইল ;—

প্রেমসিংহ হাজারি
|
শ্রীরাম সিংহ
|
মনসারাম সিংহ
|
হরভঞ্জন সিংহ
|
জগমোহন সিংহ
|
বেণীমাধব সিংহ (ইনি জীবিত রহিয়াছেন)

প্রেমসিংহ হইতে বেণীমাধব পর্য্যন্ত পাঁচ পুরুষের ব্যবধান মাত্র। এক এক পুরুষ গড়ে ৪০।৫০ বৎসর করিয়া ধরিলে ছয় পুরুষে প্রায় আড়াই তিন শত বৎসরের হিসাব পাওয়া যায়। মোটামুটি ২৫০ বৎসর ধরিয়া লইয়া বর্ত্তমান সন ১৯১৮ খৃঃ অঃ হইতে বাদ দিলে ১৬৬০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত পৌঁছে। আরংজীবের রাজত্ব-কাল (১৬৫৮—১৭০৭); সুতরাং বাদসাহ আলমগীরের রাজত্ব-কালে প্রেমসিংহ হাজারীর সুতী আগমন অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত ওয়ালস্ সাহেব ঔরঙ্গাবাদের পূর্ব্ব-গৌরবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ("Aurangabad···was at one time a town of some importance")। নূতন মঙ্গলপুর সংস্থাপন-কালে তথায় একটি সুন্দর স্নানাগার নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং স্থানে স্থানে গ্রাম-পার্শ্বস্থ পরিখাও সংস্কৃত হয়। একটি বৃহৎ "বাউলি" বা ইঁদারা এবং একটি সরাইও এই সময়েই নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। "বাউলি" এখনও রহিয়াছে, কিন্তু সরাইয়ের আর কোন চিহ্নই দেখা যায় না। প্রামাণিক গ্রন্থে এই সরাইয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই এবং গ্রাম-বৃদ্ধগণ এখনও স্থানটিকে পুরাতন সরাই বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। James Rennelএর সম-

সাময়িক ভৌগোলিক ও ইতিহাসবেত্তা মঁসিয়ে J. Bernoulli প্রণীত, পূর্ব্বোল্লিখিত Description historique et Geographique de L'Inde" গ্রন্থে দেখিতে পাই[১] (Tome I p. 450) যে, অরঙ্গাবাদের সরাই মোহানা সুতী হইতে মাত্র ১½ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।[২] (mohana Soti est une ville située sur la rive cotérieure du petit Ganges à 1m ½ de l'hotellerie d'aurengabad)। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীতেও এই hotellerie বা সরাইয়ের অস্তিত কিয়দংশ যে বিদ্যমান ছিল, এ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। পুরাতন সরাইয়ের নিকটেই ইমামবাজার নামক স্থান। ইহা এখন গ্রাম-সীমানারই অন্তর্গত। শুনিতে পাই, এই স্থানে বহুবিধ পণ্যদ্রব্যপূর্ণ বিপণিশ্রেণী ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মাধিকরণ অবস্থিত ছিল। কাজিপাড়া স্থানে নাকি মুসলমান বিচারকগণ বাস করিতেন এবং জল্লাদপুর শুনিতে পাই, জল্লাদদিগের বাসস্থানের জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমি জঙ্গীপুর অবস্থানকালে সুতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মহাশয়ের নিকট কয়েকখানি মিনা-করা (enamelled) ইষ্টক প্রাপ্ত হই; তাহার একখানি সাহিত্য-পরিষৎ সংগ্রহশালায় রক্ষিত হইয়াছে। শুনিয়াছিলাম, এগুলি সেই স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত। স্থানীয় মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিকট এই স্নানাগারের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।[৩] বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন স্নানাগার খনন-কালে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"Babu R—S—of Aurangabad utilised a few (of the enamelled bricks) in repairing an old brick wall. They were excavated out of the walls of the Bath which stood near Aurangabad M. E. School: remains can still be seen." এরূপ একটি সুন্দর প্রাচীন কীর্ত্তি গ্রামবাসিগণের অযত্নে নষ্ট হইয়া যাওয়া বড়ই দুঃখের কারণ, সন্দেহ নাই। একবার এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করায় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে আরও কয়েক টুকরা সুন্দর মিনা-করা ইষ্টক প্রাপ্ত হই। ইহার মধ্যে একটির পার্শ্ব-

১। M. Bernoullir পুস্তকখানি Father Tieffen-thaler, M. Perron ও Major Rennelএর গ্রন্থাদি অবলম্বনে লিখিত। জৈন দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থ-রচয়িতা শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের সৌজন্যে আমার Bernoullir মূল্যবান্ গ্রন্থখানি দেখিবার সুযোগ ঘটে।

২। Rennel সাহেবের বৃত্তান্ত হইতে স্পষ্টই দেখা যায়, মুর্শিদাবাদ হইতে দিল্লীর পথে অরঙ্গাবাদই দ্বিতীয় Stage বা মঞ্জিল। সতের ক্রোশ রাস্তা অতিক্রমের পর পথিশ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী ও সন্দেশবাহ প্রভৃতির জন্য এরূপ স্থানে 'সরাই' বা বিশ্রাম-ভবন নির্ম্মিত হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক বলিয়াই অনুমিত হয়

৩। শুধু সুতী বলিয়া নহে, অন্যত্রও মুসলমান হর্ম্ম্যাদির ধ্বংসাবশেষমধ্যে এরূপ স্নানাগার দৃষ্ট হইয়া থাকে। যশোহর খিৰ্জ্জা নগরে "নবাব বাড়ী" নামক প্রাসাদের সান্নিধ্যে "ইমারতী কার্য্য-খচিত" একটি চৌবাচ্চা বা স্নানাগার থাকার কথা অবগত হওয়া যায়। Westland সাহেব যশোহর বিবরক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"In front of this, and within the courtyard is a large masonry reservoir, which is said to have been a bath" (শ্রীযুক্ত মনীগোপাল মজুমদার বি এ মহাশয়ের লিখিত "খিৰ্জ্জানগরের ধ্বংসাবশেষ"—আর্য্যাবর্ত্ত, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯, পৃঃ ৫২)।

দেশে নাগরী "আ" অক্ষর লিখিত ছিল। ইহা স্থপতির সাঙ্কেতিক চিহ্ন (mason's mark) বলিয়াই অনুমিত হয়। ইষ্টকখণ্ডটি বহরমপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বর্গগত রেভারেণ্ড ই, এম্ হুইলার (Revd. E M. Wheeler) মহোদয়ের নিকট তৎপ্রস্তাবিত বহরমপুর কলেজ-সংশ্লিষ্ট সংগ্রহশালার জন্য প্রেরিত হয়। পরে ইহার আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। নাগরী সাঙ্কেতিক চিহ্ন দৃষ্টে মনে হয় যে, যে সৌধ-গাত্রে ইষ্টকখণ্ডটি সংলগ্ন ছিল, সেটি কোনও হিন্দু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির না হউক, অন্ততঃ স্নানাগার-নির্ম্মাতা শিল্পীটি হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

সুতীর সহিত "মর্ত্তুজা হিন্দ" বা বিখ্যাত পদরচয়িতা ও সাধক সৈয়দ মর্ত্তুজার স্মৃতি বিশেষ-ভাবে সংশ্লিষ্ট। গঙ্গাতীরে সতী দহের নিকট তাঁহার আস্তানা অবস্থিত ছিল। এই স্থানেই তিনি ও তাঁহার ভৈরবী, ব্রাহ্মণ-কন্যা আনন্দময়ী, সমাহিত হইয়াছিলেন। পাশাপাশি অবস্থিত গোর দুইটি এখন নদী-গর্ভে স্থান পাইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় তাঁহার মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখা, ৩য় পল্লব হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৺রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় "মুসলমান বৈষ্ণব কবি" নামক পুস্তিকায় (১৩০২ বঙ্গাব্দের সংস্করণে) পূর্ব্বোক্ত পদটি ব্যতীত আরও দুইটি পদ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্রজ-সুন্দর সান্যাল মহাশয় তাঁহার "সৈয়দ মর্ত্তুজা" নামক গ্রন্থে সর্ব্বসমেত ২৩টি পদ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে চট্টগ্রামে প্রাপ্ত পদ কয়টি মর্ত্তুজা হিন্দের রচিত কি না, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, অনেকের মতে মর্ত্তুজাই প্রাচীন মুসলমান কবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানীয়। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, প্রবাদ-মতে মর্ত্তুজা জঙ্গীপুর বালিঘাটায়[১] জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, পৃঃ ৩১১)। তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ হোসেন কাদেরী। নিখিলবাবু, মর্ত্তুজার জন্ম খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বলিয়া অনুমান করেন; কিন্তু একটি কারণে ইহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয়। রিয়াজুস্ সালাতিন্ গ্রন্থে সুতীতে শা মর্ত্তুজা হিন্দের সমাধির উল্লেখ আছে। (P. 311 l. 17 Ed. Bibliothica Indica.) مزار شاه مرتضى هندي سكن ১৭৪০ খৃঃ অব্দে গিরিয়ার যুদ্ধের সময় মহবৎ জঙ্গ আলীবর্দ্দীর সৈন্যদল মর্ত্তুজা হিন্দের সমাধি-স্থান বলিয়া খ্যাত সুতী মোহনার নিকটবর্ত্তী আওরঙ্গাবাদ হইতে বালকাটা (জঙ্গীপুরের অন্তর্গত বালিঘাটার) ময়দান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সুতরাং ১৭৪০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বেই যে সৈয়দ মর্ত্তুজা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার দুই বৎসর পরে ১৭৪২ খৃঃ অব্দে মর্ত্তুজার জামাতা—তাঁহার পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা আসিয়া, বিবির স্বামী সৈয়দ কাসেম বালিঘাটার

১। বালিঘাটা এক্ষণে জঙ্গীপুর রঘুনাথগঞ্জের উপকণ্ঠস্থ সামান্য পল্লীমাত্র। এই স্থানে খান-ই-মজলিস্ উলুগ্ সরফরাজ খাঁ কর্ত্তৃক (খৃঃ অঃ ১৪৪০) হিঃ ৮৪৭ অব্দে মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠাবিষয়ক একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। মুর্শিদাবাদের ইহাই বোধ হয়, মুসলমানযুগের প্রাচীনতম শিলালিপি J. A. S. B. (n. s.) vol xiii no 3 p. 151. Bernoullir গ্রন্থেও বালিঘাটার উল্লেখ আছে (p. 451 Tome I)।

বর্ত্তমান মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন।[১] পাঁচ ছয় বৎসর হইল, মর্ত্তুজার দৌহিত্রবংশের আবাস-বাটীর সন্নিকটে পথিপার্শ্বস্থ সমাধি হইতে বিচ্যুত একখণ্ড শিলা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই শিলাফলকে "বিশমল্লাহ রহমানে রহিম, লা এলাহা এল্লাল্লা মহম্মদ রসুলাল্লাহ—খোদা এক মহম্মদ রসুলাল্লাহ বর-হক সাহ হোসেনী গোলাম কাদেরী[২] সনাআলিফ ই সত্তা আরবাউন ১০৪৬ হিঃ"। (পরিশিষ্ট 'খ' দ্রষ্টব্য)। লিপির শেষ পংক্তিতে 'য়াকেবৎ বাখায়ের বাদ' অর্থাৎ মৃতের পরলোকে যেন শুভ পরিণাম ঘটে, এইরূপ লিখা আছে। তারিখের অংশটির ভালরূপ ছাপ না উঠায় ১০৪০ হিঃ (খৃঃ অঃ ১৬৩০-৩১) এরূপ পাঠও প্রস্তাবিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে নূতন ছাপ আনাইয়া খাঁ সাহেব আবদুল মুকতাদির মহাশয়ের যত্নে ১১৪৬ হিঃ, খৃঃ অব্দ ১৬৩৬ এই পাঠ স্থিরীকৃত হইয়াছে। লিপিলিখিত বৎসরেই সাহ সাহেব দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সৈয়দ হোসেন কাদেরী ও শাহ হোসেনী গোলাম কাদেরী অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। মর্ত্তুজার জন্ম খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ধরিলে তাঁহার পিতার মৃত্যুকালে (পূর্ব্বোল্লিখিত দুই বিভিন্ন পাঠ মতে)—তাঁহার বয়স ৮০ বা ৮৬ হইয়া পড়ে। দীর্ঘজীবী লোকের বয়স্থ পুত্র রাখিয়া পরলোক-গমন বিরল নহে; কিন্তু মৃত্যুকালে ৮০-৮৬ বৎসরের পুত্র বিদ্যমান থাকা সাধারণতঃ সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং মর্ত্তুজা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ-পাদে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই অনুমানই যথার্থ বলিয়া মনে হয়। নদীর ভাঙ্গনে মর্ত্তুজানন্দের সমাধি-বিলোপের সহিত আস্তানা-সন্নিধানে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক মেলাও লুপ্ত হইয়াছে। এখন আর সুতীতে সেরূপ ফকিরাদির সমাগম দেখা যায় না।

বোধ হয়, সৈয়দ মর্ত্তুজার জীবিতাবস্থাতেই—ফরাসী পর্য্যটক তাভার্ণিয়ে ১৬৬৬ খৃঃ অঃ ৬ই জানুয়ারি তারিখে লিখিয়াছিলেন যে, সুতী (Soutique) নগরের নিকট চড়া পড়িয়া জল অত্যন্ত অগভীর হওয়ায় বার্ণিয়ে (Bernier)কে রাজমহল হইতে কাশীমবাজার স্থলপথেই আসিতে হইয়াছিল।[৩]

১। সৈয়দ কাসেমের বর্ত্তমান বংশধরগণের মধ্যে জঙ্গীপুর লোকাল বোর্ডের মেম্বর শ্রীযুক্ত সৈয়দ আবুল ফজলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২। শাহ হোসেনী গোলাম কাদেরী সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সুফী মতবাদের শাখাবিশেষের সংস্থাপয়িতা সুবিখ্যাত 'সুফী' সেখ আব্দুল কাদের গিলানীর নামানুসারে তদীয় শিষ্য-প্রশিষ্যগণ আপনাদিগকে "কাদেরী" বা "আলকাদেরী" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ("The order of dervishes called after him the quadiris acknowledge him as founder". Beal's Oriental Biography p, 5.) আব্দুল কাদের গিলানী সাহেব খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে, খৃঃ অঃ ১০৭৮—১১৬৬ মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন।

৩। "On the 6th having arrived at a great town called Conapur at 6 cross from Rajmahal, I left M. Bernier, who went to Ka'simbazar & thence to Hughli by land because when the river is low one is unable to pass on account of a great bank of sand which is before a town called Soutique (Sooty or Sufi)*—Bernier's Travels in India. McMillian Ed. 1889 Vol I p. 125—26.

এই ঘটনার প্রায় ১২০ বৎসর পরে প্রকাশিত মশিয়ে Bernoulli প্রণীত গ্রন্থেও দেখিতে পাই যে, ভাগীরথী বা ছোট গঙ্গা বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে শুকাইয়া যায়; কেবল সুতী মোহনায় কয়েক স্থানে বদ্ধ জল মাত্র পড়িয়া থাকে (Hors la saison des pluies il est á sec, si ci n'est qu'il laisse quelques eaux stagnantes près de mohana Soti)। চড়া পড়িয়া নদীর মুখ বন্ধ হইয়া যায় বলিয়া তখন আর এ পথ দিয়া বড় গঙ্গায় প্রবেশ করা যায় না। (বোধ-সৌকর্য্যার্থ Bernoulli র গ্রন্থে প্রদত্ত সুতী মোহনার মানচিত্রের একখানি প্রতিলিপি এই প্রবন্ধের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল।) মানচিত্রের 'aqua stagnans' বা 'বদ্ধ জল' চলিত কথায় এ অঞ্চলে "ডামশ" বলিয়া পরিচিত। এই ডামশের ধারেই সৈয়দ মর্ত্তুজার দর্গাহ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। শুনিতে পাই, ডামশের দর্গাহ-সন্নিহিত অংশটি "সতীদহ" নামে অভিহিত হইত। বন্ধুবর নীলকান্ত সেন মহাশয় ছাপঘাটির পার্শ্ববর্ত্তী গোপালগঞ্জ গ্রামের হাজী দুর্ব্বাজ নামক কোনও বৃদ্ধের নিকট অবগত হইয়াছিলেন যে, বাল্যকালে এই ব্যক্তি 'ডামশ'-তটেই মর্ত্তুজানন্দ-আশ্রম অবস্থিত থাকিতে দেখিয়াছিলেন। তখন মর্ত্তুজার কোনও চেলা দরগাহের গদীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

ইহার পর খৃঃ ১৭৪০ অব্দে সরফরাজ ও আলীবর্দ্দীর সংগ্রাম পর্য্যন্ত ইতিহাসে সুতীর বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না। আলীবর্দ্দী খাঁ রাজমহল হইতে ফরাক্কায় ও পরে তথা হইতে সুতী ও বালিকাটা বা বালিঘাটা পর্য্যন্ত নিজ সৈন্য সন্নিবেশিত করেন এবং সরফরাজের বিশ্বস্ত সেনাপতি—জনপ্রবাদে "জিন্দাপীর" বলিয়া খ্যাত মহম্মদ গাউস খাঁ শত্রুপক্ষের শিবির-সংস্থাপনের কথা অবগত হইয়া সুতী পর্য্যন্ত ধাবিত হয়েন (নিখিলবাবুর মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ৫৯৩—৫৯৪ পৃঃ)। সুতরাং সুতীতে এ উপলক্ষ্যে অল্প-বিস্তর skirmish বা খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই। ইহার পর আলীবর্দ্দীর শাসনকালে (সম্ভবতঃ খৃঃ অঃ ১৭৪১-৪২ হইতে ১৭৪৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে) বর্গীর উৎপাতে সুতীর লোক বিপর্য্যস্ত হইয়া

Rennel সাহেবের Itinerary হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কাসিমবাজার হইতে সুতী পর্য্যন্ত 'ডাঙ্গা' রাস্তা পশ্চিম পথ (western road) নামে অভিহিত হইত। ইহার মোট দৈর্ঘ্য ৩৮ মাইল।

	মাইল	ফার্লং
কাসিমবাজার হইতে মুরাদবাগ—	৬	৩
মুরাদবাগ হইতে গয়সাবাদ—	৬	৬
গয়সাবাদ হইতে বেলিয়া—	৫	১
বেলিয়া হইতে মহম্মদপুর—	৪	১
মহম্মদপুর হইতে বালিঘাটা—	৭	"
বালিঘাটা হইতে সুতী—	৮	৫

(Memoirs A. S. B. Vol III, No 3 The Journal of Major James Rennel edt. H. D. La Touche p. 105)

রেনেল সাহেবের তত্ত্বাবধানে এ রাস্তাটির মাপ করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

স্থানে স্থানে গ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত মহারাষ্ট্রপুরাণে সুতী এলাকায় বর্গীর অত্যাচারের কোনও বর্ণনা না থাকিলেও, ৺গাঙ্গুলী মহাশয়ের হস্ত-লিখিত পুথিতে ইহার উল্লেখ দেখিয়াছি এবং মুখর জনপ্রবাদ এখনও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে।

ইহার পর মিরকাশিমের নিজামতীর সময় (১৭৬৩ খৃঃ অঃ) পুনরায় এ অঞ্চলে গোল-যোগ উপস্থিত হয়। ইংরাজদিগের সহিত কাটোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, মিরকাশিম হঠিয়া আসিয়া, সুতী-সান্নিধ্যে আলমপুর ও রায়াঁপুর নামক দুইটি গ্রামের মধ্যস্থিত আট মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ডে সৈন্য ও কামানাদি সংস্থাপিত করেন। ৺গাঙ্গুলী মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন যে, গ্রামদ্বয়ের নামকরণ নাকি নবাব সরফরাজ খাঁর বিশ্বাসঘাতক দেওয়ান রায় রায়াঁ আলমচাঁদের নামানুসারে হইয়াছিল। রায়াঁপুর সুতী থানার এলাকায় নিমতিতা ও আরঙ্গাবাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে—গঙ্গাতীরে অবস্থিত।১ ইংরাজ-সৈন্য জঙ্গীপুরের অদূরবর্ত্তী হুশা বা বাঁশলোই নামক ক্ষুদ্র-কায়া স্রোতস্বিনী অতিক্রম করিয়া নবাববাহিনী আক্রমণ করে। সুতীর নিকটবর্ত্তী কুণ্ডলিয়া গ্রামে নবাবের আর এক দল সৈন্য অবস্থিত ছিল এবং সুলতানপুর নামক অপর একটি গ্রামে কামানাদি রক্ষিত হয় (গাঙ্গুলী মহাশয়ের পুথি)। শুনিয়াছি, কিছু কাল পূর্ব্বেও কুণ্ডলিয়ায় ভূগর্ভ হইতে কামানের গোলা প্রভৃতি পাওয়া যাইত। সাদেক আলী নামক মীর কাশিমের কোনও রণকৌশলী সেনানায়ক পরিখা প্রভৃতি খনন করিয়া কামানগুলি সুকৌশলে বিন্যস্ত করেন; এই পরিখা অদ্যাপি সাদেক আলির "নালা" বা "দাঁড়া" নামে অভিহিত হইয়া থাকে (গাঙ্গুলী মহাশয়ের পুথি)। সুলতানপুর-সান্নিধ্যেই যুদ্ধের বেগ প্রখরতর হইয়া-ছিল বলিয়া শুনা যায়। সুলেখক ৺পূর্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় Mussaud of Murshidabad গ্রন্থে কাটোয়া হইতে হটিয়া আসার পর জয়-পরাজয় নির্দ্ধারক শেষ যুদ্ধের জন্য—প্রাকৃতিক ও মানবী কৌশলে সুরক্ষিত সুতীতেই মীরকাশিম কর্ত্তৃক নিজ সৈন্যদল একত্রিত করার কথা উল্লেখ করিয়া-ছেন। গিরিয়া হইতে সামান্য দূরে অবস্থিত এই যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখ-ভাগ যে রীতিমত গড়বন্দী করা ছিল, তাহা উক্ত গ্রন্থ হইতেই স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। ৺মজুমদার মহাশয়ের মতে ঘটনার কাল ১৭৬৩ খৃঃ অঃ, আগষ্ট মাস—ফল ইংরাজদিগের পরাজয়।২ ইংরাজী ভাষায় মুর্শিদাবাদের অন্যতম ইতিহাস-লেখক Major Tull Walsh সুতী-যুদ্ধের সময় ও ফলাফল

১। কথিত আছে যে, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি নরহরিদাস খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে জঙ্গীপুর মহকুমার রেঁয়াপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রায়াঁপুর ও রেঁয়াপুর অভিন্ন গ্রাম নহে। জঙ্গীপুরের সবডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কৈলাশপতি ঘোষ মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি, পামিশালা গ্রামের সন্নিহিত এই রেঁয়াপুর লালগোলা থানার অন্তর্গত।

২। "After his reverse at Catwa Mir Coshim resolved to fight his decisive battle—caused his army to assemble at Sutl. The position was strong naturally and artificially. The whole fort was covered by entrenchments. The village of Gliria lay about a mile from the scene of action. Here the English were defeated in August 1763.

অনুরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যুদ্ধ হইয়াছিল জুলাই মাসে। ইংরাজেরা নবাবের কামান ও রসদাদি কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং এই উপলক্ষে ১৫০ নৌকা চাউলও তাঁহাদিগের হস্তগত হয়। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বাঙ্গলার ইতিহাস—নবাবী আমলে" ১লা আগষ্ট তারিখে যুদ্ধ হওয়ার কথা লিখিত আছে (পৃঃ ৪১৯)। পূর্ণবাবু ও কালীপ্রসন্নবাবু উভয়েই মূল পারসীক গ্রন্থাদি ভালরূপই আলোচনা করিয়াছিলেন; সুতরাং এ সম্বন্ধে ইহাঁদিগের মতেই আস্থা স্থাপন করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা হয়। ইংরাজ-সৈন্য যে ক্ষুদ্র বাঁশলোই নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়া পরপারে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং যুদ্ধকালে ইহারা যে অনেকেই নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাহাও "নবাবী আমল" গ্রন্থে বর্ণিত আছে। উক্ত পুস্তকে এই সুতী-যুদ্ধ প্রসঙ্গে "সুতীর গড়বন্দী স্থানের"ও উল্লেখ দেখা যায়। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সেনানায়ক সাদেক আলীর রণদক্ষতার কথা লিপিবদ্ধ না করিলেও এতদ্‌বিষয়ক জনপ্রবাদ নিতান্ত মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। সুতীর যুদ্ধের প্রথম ভাগে ইংরাজেরা যে পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সংশয় নাই। জয়োদ্ধত মুসলমান সৈন্য সম্ভবতঃ পরিখাদি পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিলে পর, বিজয়-লক্ষ্মী বৃটিশ-বাহিনীর ক্রোড়স্থ হইয়া থাকিবেন। রসদাদি ও অস্ত্র-শস্ত্র সম্ভবতঃ এই সময়েই ইংরাজদিগের করতল-গত হইয়াছিল। ইহার পর মুর্শিদাবাদের cock-pit সুতীর রণপ্রাঙ্গণে ইতিহাসের কোনও নূতন অঙ্ক অভিনীত হয় নাই। ১৮৫৪-৫৫ অব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় সুতী এলাকার লোকেরা বড়ই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে মুর্শিদাবাদে, ভাগীরথীর দক্ষিণ ধারে সামরিক আইন (martial law) জারী করা হয়। (Buckland's Bengal under Lieutenant Governors, vol. I, p. 171)। তখন মহকুমা ছিল অরঙ্গাবাদে—আর হাকিম ছিলেন, পরবর্ত্তী কালের ছোট লাট সার্ এস্‌লি ইডেন (Sir Ashley Eden)। ইডেন সাহেব সাঁওতাল-বিদ্রোহের সময়—Special Commissioner এর সহকারিরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ইডেন সাহেবের চেষ্টাতেই মহকুমা অরঙ্গাবাদ হইতে জঙ্গীপুরে উঠিয়া আসে। বিদ্যোৎসাহী ইডেন সাহেব অরঙ্গাবাদে একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু স্থানীয় কুঠিয়ালগণের নাকি তাহাতে মত না থাকায়, সে অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। মুর্শিদাবাদ জেলায় বেসরকারী ইংরাজগণের অপর কোথাও বিদ্যালয় সংস্থাপন সম্বন্ধে আপত্তির কথা শুনা যায় না; সুতরাং মহকুমা স্থানান্তরিত হওয়াই এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার মুখ্য কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

শুনিতে পাই, সুতীর নিকট "ইংলিশ" নামক স্থান পূর্ব্বে অরণ্য-সঙ্কুল থাকায় হিংস্র ব্যাঘ্রাদির আবাসরূপে পরিগণিত হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ হইতে কৌজের অবসরপ্রাপ্ত নায়েক, সুবাদার প্রভৃতি সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে নাকি তথায় কয়েক সহস্র বিঘা জমি, বোধ হয় অস্থায়ী ভাবে লিখিয়া দিয়া, এই গ্রামটি পত্তন করান হইয়াছিল। ইংরাজরাজকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গ্রামের নাম "ইংলিশ" হইয়া থাকিবে। এই নামে অপর একটি গ্রাম করঞ্জা থানায়

এলাকাতেও অবস্থিত ছিল। তথায় রাজমহলস্থ বিদ্রোহী সাঁওতালদিগের সমাগম ঘটিয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। আনন্দচন্দ্র গাঙ্গুলী নামক জনৈক মোক্তার, সুতী থানার ইংলিশ গ্রামে সাঁওতালগণ উপস্থিত হইয়াছে, ভ্রমক্রমে এই কথা প্রচার করেন। অমূলক জনরব প্রচার করিয়া লোকের মনে ত্রাস (panic) উৎপাদনের জন্য তিনি ফৌজী আইনের কবলে আসেন, পরে Sir Ashley Eden মহোদয়ের অনুরোধে সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন।

সুতীর ইতিহাস অনুসরণ করিয়া আমরা প্রায় বর্ত্তমান যুগে উপস্থিত হইয়াছি। ইহার পর সুতীসংক্রান্ত অপর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা অবগত নহি। সুতরাং আপনাদিগের আর ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটাইয়া এইখানেই বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীগুরুদাস সরকার

পরিশিষ্ট

(ক)

সুতীগ্রামে প্রাপ্ত হিঃ ৯০৯, খৃঃ ১৫০৩-৪ অব্দে নৃপতি হোসেন সাহের রাজত্ব-কালে চাঁদ মালিকের পুত্র খাঁ মকর্‌রব খাঁ কর্ত্তৃক মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ-বিষয়ক প্রস্তর-লিপি।

قال النبي صلى الله عليه وسلم من بني مسجدًا لله بني الله له بيتًا في الجنة مثله في عهد السلطان المعظم المكرم علاؤ الدنيا و الدين ابي المظفر *

حسين شاه السلطان ابن سيد اشرف الحسيني خلد الله ملكه و سلطانه بني هذا المسجد الجامع خان معظم مقرب خان ابن چاند ملك في سنه تسع و ثمعماية

لايدوم الله تعالى هذا المسجد الى يوم القيامة

مجلس خورشيد را عاقبت بخير باد

পাঠান্তর—مجلس مه و خورشيد را عاقبت بخير باد

(খ)

অজীপুর বালিঘাটায় প্রাপ্ত সাহ হোসেনী গোলামকাদেরীর লিপি।

بسم الله الرحمن الرحيم ٥٥

لااله الاالله محمد رسول الله خداى يك محمد رسول الله برحق

حسيني غلام قادري صنه الف سته اربعون عاقبت بخير باد

এই পাঠ অবলম্বন করিলে লিপির কাল ১০৪৬ হিঃ, খৃঃ ১৬৩৬ অব্দ হয়।

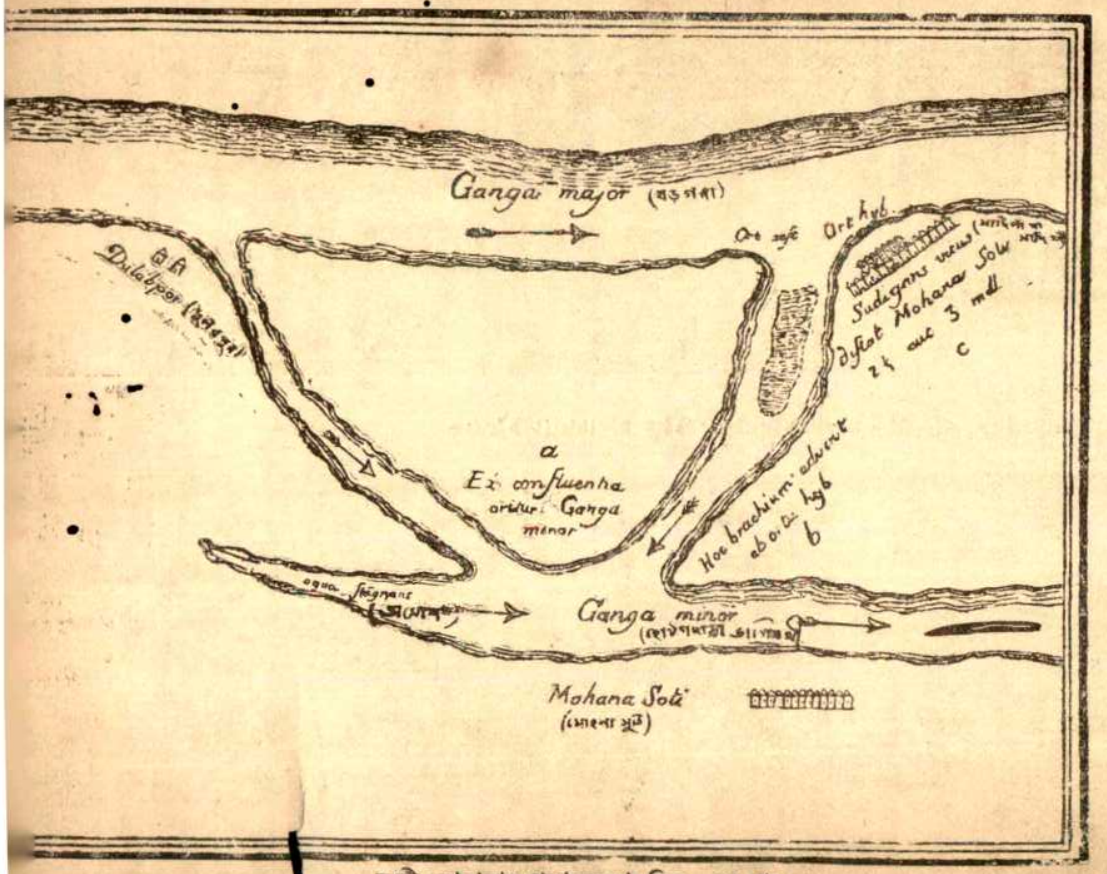

সুতী মোহানার পুরাতন মানচিত্র—৯৫ পৃঃ

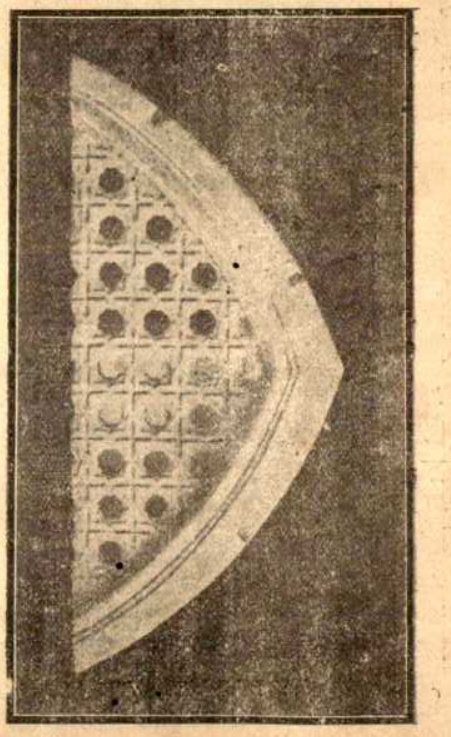

সুতী মস্‌জিদের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত জালিকাটা কষ্টিপাথরের চিত্র। (এক্ষণে

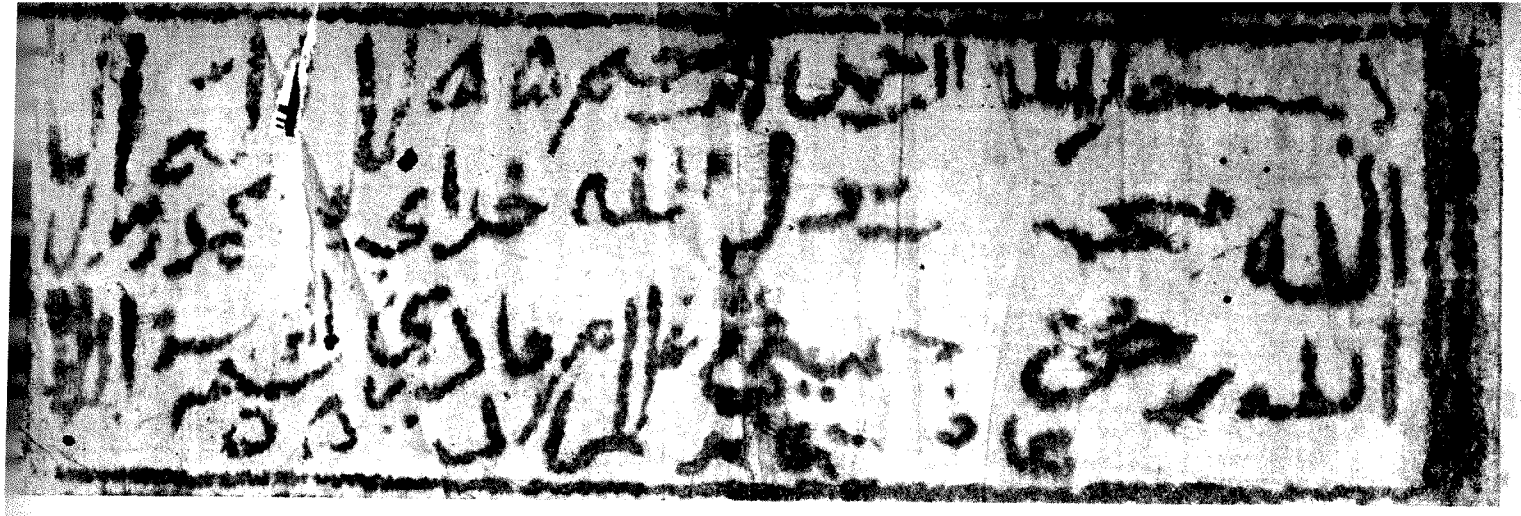

জঙ্গীপুর বালিঘাটায় প্রাপ্ত হোসেনী গোলাম কাদেরীর শিলালিপি

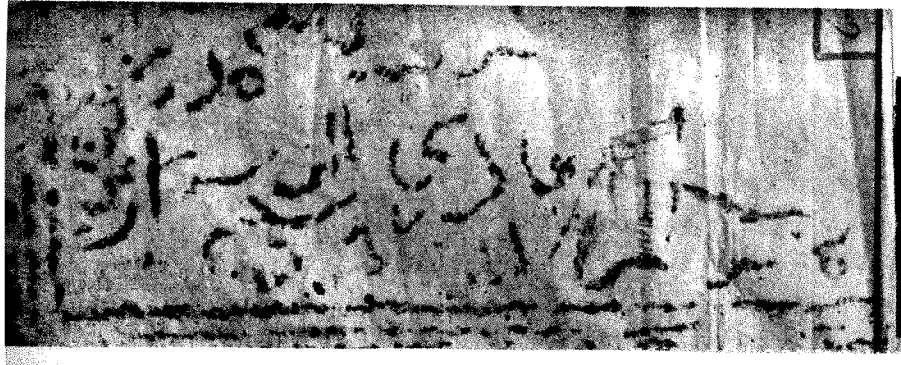

জঙ্গীপুর বালিঘাটায় প্রাপ্ত হোসেনী গোলাম কাদেরীর
শিলালিপির তারিখ-সম্বলিত অংশ

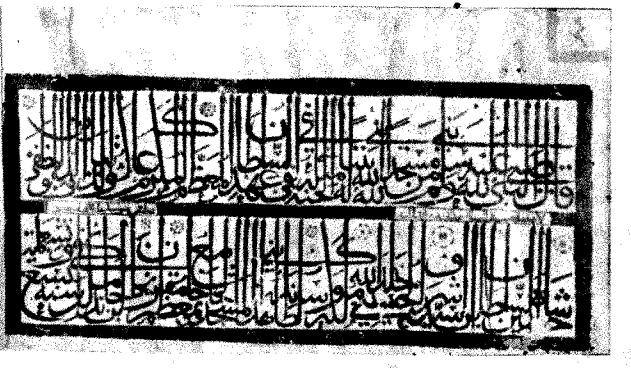

সুতীগ্রামে প্রাপ্ত খান মকর্‌রব খাঁ নির্ম্মিত মস্‌জিদ-
বিষয়ক শিলালিপি

তাপসী রওশন আরা

(আলোচনা)

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সন ১৩২৩ সালের ৩য় সংখ্যায় বিবি রওশনের চরিত বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। বিবি রওশনের নির্দ্দেশ অনুসারে এই স্থানে দিনে তারা দেখিয়া, তাঁহার পূত দেহ ভূমধ্যে সমাহিত করা হইয়াছিল বলিয়া, এই গ্রামের নাম দিনে তারা হইতে ক্রমে তারাগুণিয়া হইয়াছে। বিবি রওশন জাগ্রত দেবতা বলিয়া পূজিতা হইয়া থাকেন। লোকে তাঁহার নিকট মানসিক করে এবং উপকৃত হইয়া তাঁহার পূজা প্রদান করিয়া থাকে। বিবি রওশনের সমাধি-মন্দিরের সেবায়েৎগণ এই গ্রামে তাঁহার সমাধির নিকটেই বাস করেন, কিন্তু তাঁহারা বিবি রওশন সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাত করিয়া থাকেন, তাহা কেবল তাঁহাদিগের মনঃকল্পিত গল্প মাত্র; তাহাতে সত্যের সংশ্রব আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু প্রবন্ধকার আমাদিগের ঔৎসুক্যের সম্পূর্ণ তৃপ্তি-সাধন পক্ষে একটি বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি কোন্ প্রামাণ্য গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া রওশন-চরিত লিখিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে প্রবন্ধে জ্ঞাত করান নাই। আরও একটি প্রধান বিষয়ে তিনি ভ্রম-প্রমাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন নাই। সে বিষয়টি আমাদিগেরই পূর্ব্বপুরুষদিগের সম্বন্ধীয়। এই জন্যই তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বিবি রওশনের সমাধিকালের দিনে তারা হইতে তারাগুণিয়া গ্রামের নাম এবং বিবি রওশনের মাহাত্ম্য হইতে তারাগুণিয়ার গৌরব। অপর পক্ষে নাগচৌধুরী মহাশয়দিগের তারাগুণিয়ায় বাস এবং তাঁহাদিগের বহু মহৎ পুণ্য কার্য্যানুষ্ঠান ইহতেও তারাগুণিয়ার গৌরব। এই নাগচৌধুরীদিগের পূর্ব্বপুরুষ কলিকাতার দক্ষিণস্থ বোড়াল নামক গ্রাম হইতে আসিয়া এ স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ৺কেশবচন্দ্র নাগচৌধুরী; তাঁহার সহিত তদীয় অনুজ ভ্রাতাও আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এ স্থানে বাস না করিয়া যশোহর জেলার অন্তর্গত রাখালগাছি নামক গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল ৺বেদগর্ভ নাগ, তিনি চৌধুরী হয়েন নাই। তাঁহাদিগের পিতা বোড়াল নিবাসী ৺হরিহর নাগও চৌধুরী ছিলেন না। ৺কেশবচন্দ্র তারাগুণিয়ায় আসিয়া, স্বীয় ক্ষমতায় মহৎ কার্য্যসমূহ সম্পাদনপূর্ব্বক বংশপরম্পরাক্রমে চৌধুরী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺কামদেব হইতে তারাগুণিয়ার নাগচৌধুরি-বংশের বিস্তার। তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র ৺গুণানন্দ হইতে তারাগুণিয়ার নিকটবর্ত্তী আড়বালিয়া নামক গ্রামনিবাসী নাগ চৌধুরীদিগের বিস্তার হইয়াছিল। গুণানন্দ কোন বিশেষ কারণে তারাগুণিয়া ত্যাগ করিয়া, আড়বালিয়া গ্রামে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ৺কেশবচন্দ্র ভ্রাতার সহিত স্বর্গীয় হাঙ্গামাকালে বোড়াল ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র লেখক সেই পূর্ব্বপুরুষ

হইতে দশম পুরুষ অধস্তন। এই গ্রামে আমাদিগের বংশে ত্রয়োদশ পুরুষ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আড়বালিয়াতেও তাহাই। আবার অষ্টম পুরুষের লোকও এ গ্রামে বর্ত্তমান আছেন; তিনি লেখক হইতে সমধিক বয়ঃকনিষ্ঠ। প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিলে কেশব হইতে অষ্টম পুরুষে ২০০ এবং দশম পুরুষে ২৫০ বৎসর হয়। আলিবর্দ্দীর সময়ে এ দেশে বর্গীর হাঙ্গামা হইয়াছিল। তাহার সহিত আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষের এই গ্রামে আগমন-সময়ের যত নৈকট্য, গায়সউদ্দিনের সময়ের সহিত সে সময়ের তত নৈকট্য নয়। অধিকন্তু নানা-কারণে যখন দ্রুত বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে, তখন ১৬ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে সন্তান উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্রতি পুরুষ ২১ বৎসর ধরিলে ৮ পুরুষে ১৬০ বৎসর হয় ও ১০ পুরুষে ২০০ বৎসর হয়। ইহা আলিবর্দ্দীর সময়ের আরও নিকট। নাগ চৌধুরীদিগের বংশে ঐরূপ ঘটিয়াছিল। অতএব বিবি রওশনের এ গ্রামে বাসকালে নাগ চৌধুরীদিগকে উপদেশ দ্বারা সাবধান করিবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। সুতরাং বলিতে বাধ্য হইতেছি, প্রবন্ধকার এ সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তারাগুণিয়া গ্রামে আউট্ পোষ্ট আছে, প্রবন্ধকার এ কথা লিখিয়াছেন। আউট্ পোষ্ট ছিল বটে, এখন নাই; বহু কাল পূর্ব্বে উঠিয়া গিয়াছে। কেবল আউট্ পোষ্ট নহে, ৬২।৬৩ বৎসর পূর্ব্বে তারাগুণিয়ায় মহকুমা স্থাপিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে উহা এখান হইতে তুলিয়া লইয়া বসিরহাটে স্থাপিত করা হইয়াছিল।

শ্রীরাখালদাস নাগ

তাপসী রওশন আরা

(আলোচনার উত্তর)

বড়ই সুখের বিষয়, তারাগুণিয়া গ্রামের নাগচৌধুরীদিগের অন্যতম সুযোগ্য বংশধর শ্রীযুক্ত রাখালদাস নাগ মহাশয় আমার লেখা 'তাপসী রওশন আরা' শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া, এক পত্র লিখিয়াছেন এবং সেই পত্র বর্ত্তমান সংখ্যা পত্রিকায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

আমার প্রবন্ধের আলোচনা, এমন কি, বাদ-প্রতিবাদ হয়, ইহা আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুর এই কার্য্যে আমি সত্যই আনন্দিত হইয়াছি এবং সর্ব্বান্তঃকরণে আমি শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুর ধন্যবাদ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত রাখালবাবু আমার প্রবন্ধের প্রথম প্যারাগ্রাফ হইতে একাদশ প্যারাগ্রাফের প্রথমার্দ্ধ সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন, "কিন্তু প্রবন্ধকার আমাদিগের ঔৎসুক্যের সম্পূর্ণ তৃপ্তিসাধন পক্ষে একটি বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি কোন্ প্রামাণ্য গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া রওশন-চরিত লিখিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে প্রবন্ধে জ্ঞাত করান নাই।" রাখাল বাবুর এই অভিযোগটি সম্পূর্ণ সত্য। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, এ কারণ আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। পরন্তু আমি এক্ষণে তাঁহাকে জানাইতেছি যে, মৌলবী সৈয়েদ শাহ মোহাম্মদ কবির সাহেবের লিখিত বিখ্যাত 'তাজ্‌কেরাতল কেরাম' এবং 'তারিখ খোলাফায়ে আরব-ও-ইসলাম' নামক পারস্য ভাষায় লিখিত দুইখানি ঐতিহাসিক পুস্তক হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, তাপসী রওশন আরা শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথম হইতে একাদশ প্যারাগ্রাফের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত লিখিয়াছি।

শ্রীযুক্ত রাখালবাবু তাঁহার আলোচনা-পত্রের আর এক স্থানে, তারাগুণিয়া গ্রামের পুলিশ আউট-পোষ্ট সম্বন্ধে আমার আর একটি ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি যখন 'তাপসী রওশন আরা' প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তখন তারাগুণিয়া গ্রামে পুলিশ আউট পোষ্ট বিদ্যমান ছিল। কিন্তু প্রবন্ধটি ছাপা হওয়ার সময় বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যে উক্ত পুলিশ আউট পোষ্টটী উঠিয়া গিয়াছিল, সে সংবাদ আদৌ আমার জানা ছিল না। আমার এই প্রকার অসাবধানতার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।

আমার মূল প্রবন্ধের দ্বাদশ প্যারাগ্রাফের শেষাংশে, তারাগুণিয়া গ্রামের নাগ মহাশয়দিগের সম্বন্ধে যে উক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কিংবদন্তী মাত্র। কি কিংবদন্তীটি আমি আদৌ অবিশ্বাস করি নাই। কারণ, তারাগুণিয়া গ্রামে এবং নি স্থান-সমূহে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, নাগচৌধুরীদিগের পূর্ব্বপুরুষ যিনি প্রথম এখানে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি লোকমুখে, এই জাগ্রত পীর, দেবী রওশন আরার অলৌকিক

ক্ষমতাবলীর কথা অবগত হইয়া, তিন দিবারাত্রি, মক্‌বারা বা দর্গাস হত্যা দিয়া, শুভাশীর্ব্বাদের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হত্যার শেষ রাত্রির শেষ যামে তিনি এক স্বপ্ন দর্শন করেন এবং সেই স্বপ্নে তিনি বিশেষ ভাবে তিনটী কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে আদিষ্ট হন।—আমরা মূল প্রবন্ধে তাহা উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং এই স্থানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পত্রলেখক মহাশয় এবং বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী এই কিম্বদন্তীর উপর আস্থা স্থাপন করিবেন কি না, জানি না। কিন্তু আমি এই শ্রেণীর কিম্বদন্তীর উপর বরাবরই আস্থা স্থাপন করিয়া থাকি। আমার বিশ্বাস, যাঁহারা বলেন—'আস্থা নাই', তাঁহারাও আস্থা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তবে এ সম্বন্ধে মহাগ্রন্থ কোরাণ-মজিদ এবং হাদিসের একটি মাত্র শব্দের উল্লেখ না করিয়া নিরস্ত হইতে পারিতেছি না। কোরাণ এবং হাদিসে এই শ্রেণীর সাধু ও সিদ্ধ পুরুষদিকে 'লাই'মুতো' আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। কারণ, তাঁহারা যে বাস্তব পক্ষে অমর।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী

চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩২৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চতুর্ব্বিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া পঞ্চবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। নিম্নে চতুর্ব্বিংশ বর্ষের কার্য্য-বিবরণ বিবৃত হইল।

স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র

আলোচ্য বর্ষের ১৯শে ভাদ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের পরলোক-গমন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি স্মরণীয় ঘটনা। তাঁহার মৃত্যু পরিষদের পক্ষে যে কি প্রকার ক্ষতিজনক, তাহা যাঁহারা পরিষদের ইতিহাসের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত, তাঁহারা সম্যক্ অনুভব করিতেছেন। পরিষদের উন্নতির মূলে তিনি যে পরিমাণ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা না করিলে আজ পরিষৎ দেশ-দেশান্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিত কি না, সন্দেহ। তিনি একাধারে মাতৃভাষাসেবী, সমাজ-সংস্কারক ও ব্যবহারজীবি-রূপে এবং কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতিরূপে নানাভাবে মাতৃভূমির সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুদীর্ঘ আট বৎসর-কাল সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পরিষদের সকল কার্য্য পরিচালনা করিতেন। এই সময়ের মধ্যেই পরিষদের এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ সময় হইতেই বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পরিষৎ বার্ষিক সাহায্য পাইয়া আসিতেছেন। তিনি পরিষদের কয়েকটি শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়া পরিষদের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৩য় অধিবেশনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং রমেশ-ভবনের কমিটির সভাপতিরূপে—ইহার আরম্ভ হইতে রমেশ-ভবনের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত—উক্ত সমিতির নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩১৯ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত তিনি পরিষদের সভাপতি-পদ এবং ১৩২০ হইতে ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সহকারী সভাপতি-পদ অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। সহকারী সভাপতিরূপেও তিনি সাধ্যমত অবসর করিয়া পরিষদের কার্য্যে ও অধিবেশনাদিতে উপস্থিত থাকিতেন। যুগাধিক কাল ধরিয়া এইরূপ ভাবে পরিষদের নেতৃত্ব করিয়া তিনি পরিষদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিতৈষী বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। পরিষদের অন্যতম গ্রন্থ বিদ্যাপতির পদাবলী প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি বহন করিয়াছিলেন। ৭ই আশ্বিন তারিখে তাঁহার মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ জন্য পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র-নাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত।

স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মৃত্যুও আর একটি স্মরণীয় ঘটনা। যাঁহারা বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তক, স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয় তাঁহাদের অন্যতম। তিনি স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার পল্লীমাতার উন্নতি-সাধন-চেষ্টা সর্ব্বজন-পরিচিত। সাহিত্য-সাধনাই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত। তবে, তাঁহার সাহিত্য-সেবা—স্বদেশ-ভক্তি ও জাতি-প্রীতি চরিতার্থ করিবার প্রবল কামনার ফল-স্বরূপ ছিল। তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের ইতিহাস লিখিত হওয়া কর্ত্তব্য। তিনি তিন বৎসর পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৬ষ্ঠ অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক-গমনে গত ২১শে পৌষ, শনিবার পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করা হয়। তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর

গত বর্ষে ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণে বলা হইয়াছিল যে, স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের তৈলচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের ২৮শে পৌষ তারিখে পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের চিত্রখানি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার ভবনেই পরিষদের জন্ম ও জাতকর্ম্ম হয়। তিনি শৈশবে নিজ ভবনে পরিষৎকে স্থান, সাহায্য ও পরামর্শ দান করিয়া লালন-পালন করিয়াছিলেন। পরিষৎ তাঁহার চিত্র নিজ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া ধন্য হইলেন।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশন

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্যগণকে পরিষৎ মন্দির পরিদর্শন জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। তদনুসারে গত ৬ই ফাল্গুন তারিখে উক্ত কমিশনের সদস্য মিঃ পি. জে. হার্টগ, অধ্যাপক শ্রামসে মুর ও মাননীয় হর্ণেল সাহেব পরিষৎ পরিদর্শন জন্য আগমন করেন। এই উপলক্ষে পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, কলিকাতার কলেজগুলির দেশীয় অধ্যক্ষ, পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য, কলিকাতা ইউনিভার্সিটির তদানীন্তন ভাইস্ চ্যান্সেলার মহাশয়গণকে আহ্বান করা হইয়াছিল। পরিষদের চিত্রশালা, গ্রন্থাগার, পুথিশালা প্রভৃতি তাঁহাদিগকে দেখান হয়। পরিষদের

মাননীয় সভাপতি সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও কমিশনের সভ্যগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরিষদের কার্য্যাবলী দেখিয়া কমিশনের উক্ত সদস্যগণ বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন।

পরিষদে ধারাবাহিক বিশেষ বিশেষ বক্তৃতা

গত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল যে, পরিষদের জগন্মান্য সভাপতি মহাশয় তাঁহার নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিষয় পরিষৎ মন্দিরে ধারাবাহিক বক্তৃতা দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার আরও সঙ্কল্প ছিল যে, বঙ্গদেশের নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পরিষদে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা করেন। তদনুসারে তিনি কতিপয় বিশেষজ্ঞকে উক্তরূপে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহার আহ্বানে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ বক্তৃতা দিবার জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করেন।—শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, ডাঃ শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন বসু, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন, শ্রীযুক্ত অমরনাথ পালিত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মজুমদার প্রভৃতি। আলোচ্য বর্ষে বিগত ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় "মারাঠা অভ্যুদয়ের ইতিহাস" বিষয়ে, বিগত ১৯শে পৌষ তারিখে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় "ভারত-ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়" বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমাদের সভাপতি মহাশয় গত ৭ই চৈত্র তারিখে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে তাঁহার আবিষ্কারের বিষয় ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় "আহত উদ্ভিদ্" (Wounded plant)। এই শ্রেণীর বক্তৃতা দ্বারা দেশের ও মাতৃভাষার যে কত কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহা বর্ণনাতীত। পরিষৎ আশা করেন যে, বর্ত্তমান বর্ষে অন্যান্য বক্তৃগণ তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া মাতৃভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করিবেন। যাহাতে এই সকল বক্তৃতা স্থায়িভাবে সাহিত্যে রক্ষিত হয়, তজ্জন্য বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের উল্লিখিত প্রবন্ধ 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

বান্ধব

দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষে কেহ পরিষদের বান্ধব-শ্রেণীভুক্ত হইয়া পরিষৎকে গৌরবান্বিত করেন নাই। যাঁহারা পূর্ব্বে বান্ধব হইবেন বলিয়া আশা দিয়াছিলেন, তাঁহারাও আলোচ্য বর্ষে পরিষৎকে কৃপা করেন নাই। বঙ্গদেশে ধনবান্ ও মাতৃভাষানুরাগী মহানুভব ব্যক্তির অভাব নাই। এই সমস্ত লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের নিকট সম্পাদক এই সারস্বত আয়তনের সাহায্যকল্পে বান্ধব-পদ গ্রহণ জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ পরিষদের বান্ধব আছেন—(১) মাননীয় মহারাজ সার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, (২) রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর এবং (৩) মাননীয় মহারাজাধিরাজ সার শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর।

সদস্য

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে শ্রেণীভেদে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এইরূপ ছিল,—

বিশিষ্ট—১২, আজীবন—৬, অধ্যাপক—৩, সহায়ক—১৮, সাধারণ (কলিকাতা—৯৮৩+ মফস্বল—১৩৭৭,)—২৩৬০, মোট—২৩৯৯।

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে কলিকাতাবাসী ৯৮৩ জন সাধারণ সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ১ জন পদত্যাগ করিয়াছেন এবং ১৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ৬২৭ জন কলিকাতাবাসী পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৬ জন মফস্বলে গিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে মফস্বলের সাধারণ সদস্য-সংখ্যা ১৩৭৭ ছিল। তন্মধ্যে ২৬ জন পদত্যাগ করিয়াছেন, ১৭ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে, ১ জন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং ২৮৭ জন মফস্বলবাসী নূতন সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ২ জন কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং এক জনের মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতাবাসী সদস্যগণ-মধ্যে ২৪ জন মফস্বলে গিয়াছেন এবং মফস্বলবাসী ২৪ জন কলিকাতায় আসিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে কলিকাতার সাধারণ সদস্য-সংখ্যা ১৫৯৫ এবং মফস্বলের সাধারণ সদস্য-সংখ্যা ১৬১৯ দাঁড়াইয়াছিল এবং কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ সদস্য-সংখ্যা ৩২১৪ হইয়াছিল।

বিশিষ্ট-সদস্য

দুঃখের বিষয় যে, আলোচ্য বর্ষে কেহ নূতন বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই। পরন্তু অতীব দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, পরিষদের নিম্নোক্ত বিশিষ্ট-সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরলোক-গমন করিয়াছেন,—আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সার উইলিয়ম ওয়েডার বার্ণ এবং সার জর্জ বার্ডউড্। বর্ষারম্ভে বিশিষ্ট-সদস্য-সংখ্যা ১২ ছিল; এক্ষণে এই সংখ্যা ৯ হইল।

আজীবন-সদস্য

গত বার্ষিক অধিবেশনে সম্পাদক এক জনের নূতন আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণের সংবাদ দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে কেহ এই পদ গ্রহণ করেন নাই। মাতৃভাষার

সেবাকল্পে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দিয়া পরিষদের আজীবন-সদস্য হইতে পারেন, বঙ্গমাতার এইরূপ সুসন্তানের অভাব নাই। পরিষৎ সাগ্রহে এইরূপ মহানুভব ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা প্রার্থনা করিতেছেন। বর্ষারম্ভ হইতেই এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৬ রহিয়াছে।

অধ্যাপক-সদস্য

আলোচ্য বর্ষে কেহ নূতন অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই। এই শ্রেণীর সদস্য দ্বারা পরিষদের যে প্রভূত উপকার হইতে পারে, তাহা পূর্ব্ববৎসরে বিশেষভাবে আনান হইয়াছে। পরিষদের বিবিধ সাহিত্যিক কার্য্যে, বিশেষতঃ নানা রত্নের আকর সংস্কৃত-সাহিত্য হইতে দর্শনাদি বহু গ্রন্থ বঙ্গভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য অধ্যাপকগণের সাহায্য বিশেষভাবে আবশ্যক। পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোক-গমনে লালগোলার রাজা বাহাদুরের অর্থে পরিষৎ হইতে মাধ্বভাষ্যের অনুবাদ প্রকাশের কল্পনা সম্প্রতি স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। এই শ্রেণীর ও নানাবিষয়ের সাহিত্যিক কার্য্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংস্কৃত অধ্যাপকগণের সাহায্য পরিষদের বিশেষ প্রয়োজন। পরিষৎ আশা করেন যে, সংস্কৃত দর্শনাদি শাস্ত্রে পারদর্শী অধ্যাপকগণ পরিষৎকে উক্ত কার্য্যে সহায়তা করিবেন। আলোচ্য বর্ষে এই শ্রেণীর সদস্য ৩ জন ছিলেন।

মৌলবী-সদস্য

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ন্যায় আরবী ও পারসী ভাষার বহু অমূল্য রত্নরাজি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে স্থান লাভ করে নাই। ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। এই অভাব দূরীকরণের জন্য পরিষৎ মাদ্রাসা ও মখ্‌তবের আরবী-পারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বঙ্গভাষাভিজ্ঞ মৌলবীগণকে পরিষদের মৌলবী-সদস্যরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, নিয়ম প্রণয়নের পর এই তিন বৎসরের মধ্যে একটিও মৌলবী সদস্য পাওয়া যায় নাই। আলোচ্য বর্ষে কোন কোন সদস্য এই শ্রেণীর সদস্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ প্রস্তাব পরিষদের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুমোদিত না হওয়ায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহার নির্ব্বাচনের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই। সম্পাদক আশা করেন যে, আগামী বর্ষে এইরূপ সদস্য-নির্ব্বাচনে বঙ্গভাষানুরাগী মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ আমাদিগকে সাহায্য করিবেন।

সহায়ক-সদস্য

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে সহায়ক-সদস্য ১৮ জন ছিলেন। তন্মধ্যে সহায়ক-সদস্য-সংক্রান্ত নিয়মানুসারে ৬ জন সদস্যের স্থিতিকাল ৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাদের পুনর্নির্ব্বাচন প্রয়োজন-বোধে বিগত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহাদের নাম প্রস্তাব করেন। তদনুসারে তাঁহারা পুনরায় ৫ বৎসরের জন্য সহায়ক-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হেয়ার স্কুলের আরবী পারসী ভাষার শিক্ষক মৌলবী খয়রুল আনাম এবং উত্তরবঙ্গের সাহিত্যসেবী পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ও সহায়ক সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে সাধারণ সদস্য ছিলেন।

এইরূপে সহায়ক-সদস্যের সংখ্যা বর্ষমধ্যে ২০ হয়। কিন্তু আলোচ্য বর্ষমধ্যেই পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের পরলোক-প্রাপ্তি হওয়ায় এই সংখ্যা ১৯ হইয়াছে। সহায়ক-সদস্যগণ মধ্যে প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়, মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয়, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এবং ৺পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় পরিষদের গ্রন্থাদি সম্পাদন করিয়া, বিশেষ অধিবেশনের জন্য কবিতাদি লিখিয়া, পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া, অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে ও সদস্য-সংগ্রহ দ্বারা এবং শাখা-সমিতিতে কার্য্য করিয়া পরিষৎকে বিশেষ-ভাবে উপকৃত করিয়াছেন। পরিষৎ আশা করেন যে, অন্যান্য সহায়ক সদস্যগণও পরিষদের নানা বিভাগের কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, বর্ষশেষে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা শ্রেণীভেদে নিম্নলিখিত প্রকার দাঁড়াইয়াছে ;—বিশিষ্ট—৯, আজীবন—৬, অধ্যাপক—৩, মৌলবী—০, সহায়ক—১৯, সাধারণ (কলিকাতা—১৫৯৫, মফস্বল—১৬১৯)—৩২১৪, মোট—৩২৫১।

সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য যে সকল সদস্য নূতন সদস্য প্রস্তাব করিয়াছেন ও সদস্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

বার্ষিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে ১৬ই বৈশাখ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের সভাপতি সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ দার্জ্জিলিঙ্গে থাকায়, পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনে ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়। তৎপরে চতুর্ব্বিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-ফল বিজ্ঞাপিত হয় এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়-বিবরণ ও চতুর্ব্বিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়। তৎপরে আজীবন-সদস্য নির্ব্বাচন ও সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচন হয়। ৺পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ ও ৺মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৫টি পুরস্কার-প্রবন্ধের জন্য পদক ও পারিতোষিক বিতরিত হয়।

মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে ১০টি মাসিক ও ৪টি বিশেষ অধিবেশন হয়। নিম্নে এই অধিবেশন গুলির তালিকা প্রদত্ত হইল।—

প্রথম মাসিক অধিবেশন—২০শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার। প্রবন্ধ—(১) ভদ্রার্জ্জুন—শ্রীযুক্ত সুশীল-কুমার দে এম্ এ, বি এল্, (২) "লসং" ও "শক ও সম্বৎ"—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—৩১শে আষাঢ়, রবিবার। প্রবন্ধ—(৩) বাঙ্গালা শব্দকোষ সমালোচনার উত্তর—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর, (৪) আর্য্যভট—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—৩রা ভাদ্র, রবিবার। (৬) রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্। (৭) সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—১৪ই আশ্বিন, রবিবার। (৮) উত্তরচরিতের দ্বিতীয়াঙ্ক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামসহায় কাব্যতীর্থ। (৯) অঙ্কনামা—ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—২২শে পৌষ, রবিবার। (১০) আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—২৮শে মাঘ, রবিবার। (১১) অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ—শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যতীর্থ।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন—১২ই ফাল্গুন, রবিবার। (১১) সুতীর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন—১৭ই চৈত্র, রবিবার। (১৩) বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

নবম মাসিক অধিবেশন—১৭ই চৈত্র, রবিবার। (১৪) শ্রীযুক্ত যোগেশবাবুর শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা—মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্।

দশম মাসিক অধিবেশন—২৯শে চৈত্র, শুক্রবার। (১৫) বর্ণমালার কথা—ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী।

মাসিক অধিবেশনে প্রদর্শিত দ্রব্যাদি

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—(১) দনুজমর্দ্দনদেবের রৌপ্যমুদ্রা—প্রদাতা শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায়।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—(২) বিষ্ণুমূর্ত্তি—প্রদাতা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বাগচী বি এ।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—(৩) একটি প্রাচীন মুদ্রা—৺পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন—(৪) সুতীর ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত কারুকার্য্যবিশিষ্ট একখানি প্রস্তরখণ্ড—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ।

বিশেষ অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের চারিটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। পরপৃষ্ঠায় তাহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন—৭ই আশ্বিন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি এবং সহকারী সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশার্থ এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মন্মথ-মোহন বসু, শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত, ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ স্বর্গীয় মহাত্মার গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং নিম্নোক্ত মহোদয়-গণ এই উপলক্ষে রচিত তাঁহাদের শ্লোক ও কবিতা পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের কবিতাটি শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পাঠ করেন। মৃত মহাত্মার উপযুক্ত স্মৃতি পরিষৎ মন্দিরে রক্ষা করা সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—২১শে পৌষ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি এবং বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে অতুলকীর্ত্তি, বঙ্গসাহিত্যের নবযুগের অন্যতম প্রবর্ত্তক, স্বদেশ ও মাতৃভাষার একান্ত অনুরাগী, আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশার্থ এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় মৃত মহাত্মার বঙ্গ-সাহিত্যে প্রভাব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় ব্যতীত শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ ভড়, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এক জন গুণমুগ্ধ ভক্তের প্রেরিত কবিতা পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত এক কবিতা পাঠ করেন। মৃত মহাত্মার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিবার ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর অর্পিত হইয়াছে।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন—২৮শে পৌষ, শনিবার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বঙ্গ-সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক, স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এই বিশেষ অধিবেশন হয়। পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের গুণকীর্ত্তন করেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের লিখিত একখানি পত্র পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় সর্ব্বশেষে চিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন—৫ই চৈত্র

পরিষদের সভাপতি সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বিগত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ উপস্থিত হইয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে পারেন নাই। গত বার্ষিক অভিভাষণ পাঠের জন্য তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে এই তারিখে এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়। তিনি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। এই অভিভাষণ ২৪শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(ক) সাধারণ সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর*, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী*, রায় শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত যুগলকান্তি ঘোষ, ডাঃ শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

(খ) শাখা-পরিষদের প্রতিনিধিগণ

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায়, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ-পদ গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় তাঁহার স্থলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন এবং অন্যতম সহকারী সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার স্থলে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সভ্য রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির দুই জন সভ্যের পদ উক্তরূপে শূন্য হওয়ায় ঐ ঐ পদে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ২১টি সাধারণ ও ২টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল এবং এতদ্ব্যতীত ৩ বার পত্র-ব্যবহার দ্বারা (Meeting in circular) কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মতামত সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে অন্যান্য কার্য্যমধ্যে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলিও আলোচিত হইয়াছিল ;—

(১) গত বর্ষে গৃহীত মন্তব্য অনুসারে গত বর্ষের ৮ম-৯ম মাসিক অধিবেশনে যে সকল ব্যক্তির সদস্যরূপে নির্ব্বাচনে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় আপত্তি করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে শ্রীযুক্ত মন্মথবাবু আলোচ্য বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনে নিজে সদস্যরূপে নির্ব্বাচনের প্রস্তাব-কালে তাঁহার পূর্ব্ব-আপত্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সম্পাদক সেই সকল নির্ব্বাচিত সদস্যকে শ্রীযুক্ত মন্মথবাবুর মন্তব্য বিজ্ঞাপিত করেন।

(২) ৺সারদাচরণ মিত্র এবং ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য দুইটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

(৩) পরিষদের পুথিশালা ও ছাপাখানা-সমিতির নূতন নিয়মাবলী গঠিত হইয়াছে।

(৪) ছাপাখানা, পুথিশালা, পুস্তকালয় ও ছাত্রসভ্য সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(৫) কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় আগামী বৎসর পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশিত হইবে না স্থির হইয়াছে।

(৬) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন রেজেষ্টারী করার জন্য বাঁকীপুরের সাহিত্য-সম্মিলনের দশম অধিবেশনে গঠিত শাখা-সমিতি যে নূতন নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার আলোচনা এখনও শেষ হয় নাই।

আমরা গত বার্ষিক কার্য্যবিবরণের উপসংহারে বলিয়াছিলাম যে, (৭) "দেশীয় ভাষায় জ্ঞানের আদান-প্রদান না হইলে প্রকৃত জ্ঞান বিস্তার কখনই হইতে পারে না।" উচ্চশিক্ষা কোন্ ভাষায় দেওয়া হইবে, এই বিষয়ে শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে বর্ত্তমান কালে কিছু কিছু আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের মহামান্য রাজপ্রতিনিধি প্রাদেশিক শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণকে লইয়া যে পরামর্শ-সভা করেন, তাহাতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে,

বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষা দান করিলে ছাত্রগণের প্রকৃত শিক্ষার পক্ষে কি প্রকার বাধা-বিঘ্ন ঘটে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া সম্পাদকের প্রস্তাব মতে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে সদস্যগণকে এবং শিক্ষাবিভাগের কতিপয় অভিজ্ঞবর্গকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, বঙ্গভাষার সাহায্যে উচ্চশিক্ষা প্রচলনের প্রথা কি ভাবে প্রচলন করা যাইতে পারে এবং তাহাতে কি কি আপত্তি হইতে পারে ও তাহাদের সমাধান কি। তাহার উত্তরে তাঁহারা যে মন্তব্য দিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিবার জন্য এক শাখা-সমিতি গঠিত হয়। এই শাখা-সমিতি মন্তব্য দিয়াছেন যে, বঙ্গভাষার সাহায্যেই অচিরে উচ্চশিক্ষা প্রদানের প্রথা প্রবর্ত্তন করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট অনুরোধ করা হউক। তদনুসারে কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট পত্র প্রেরিত হইয়াছে। উক্ত শাখা-সমিতির মন্তব্যের সারাংশ পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

(৮) আলোচ্য বর্ষে বজেটে ৩০০৲ টাকা প্রবেশিকা আদায় হইবে ধরা হইয়াছিল। কিন্তু বর্ষশেষে ৯১১৲ টাকা প্রবেশিকা পাওয়া গিয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, উক্ত ৩০০৲ টাকার উপর যত টাকা প্রবেশিকা পাওয়া যাইবে, তাহা পরিষদের স্থায়ী তহবিলের দেনা শোধের জন্য ব্যয়িত হইবে এবং তদনুসারে কার্য্য হইয়াছে।

(৯) অন্যতম সহায়ক-সদস্য পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় নিঃস্ব অবস্থায় পরলোকগমন করায় তাঁহার দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহায্যকল্পে সদস্যগণের নিকট সাহায্য-প্রার্থনার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(১০) আরবী ও ফারসী বর্ণমালা বঙ্গভাষায় লিপ্যন্তর করিবার প্রণালী স্থির করিবার জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

(১১) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের ভোট সংগ্রহ জন্য যে পুস্তিকা সদস্যগণের নিকট বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দে, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী এবং শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মুস্তফী মহাশয়গণের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি একটি শাখা-সমিতির উপর ভার অর্পণ করেন। পরে উক্ত শাখা-সমিতির মন্তব্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে অনুমোদিত হয়। উহা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

(১২) বঙ্গভাষায় ডাক্তারী শিক্ষা দিবার অন্যতম উপায়স্বরূপ কলিকাতা ও ঢাকা নগরীতে বঙ্গভাষায় ডাক্তারি বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য দুইটি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে প্রেরিত হইয়াছিল। এই আবেদন মঞ্জুর না হওয়ায় এই বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, তাহা আলোচনা করিবার জন্য একটি শাখা-সমিতির নিকট পুনঃ প্রেরিত হইয়াছে। তাঁহাদের মন্তব্য অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই।

(১৩) পরিষদের নিয়মাবলীর এবং কার্য্যপ্রণালীর কিছু কিছু পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত

মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় সদস্য পরিষদের সভাপতি মহাশয়কে জ্ঞাপন করিলে, সভাপতি মহাশয় উল্লিখিত তিন জন সদস্যের উপর, কি কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহা প্রস্তাবাকারে লিখিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইবার জন্য বলেন। তদনুসারে তাঁহারা কতকগুলি নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া ও সংযোজন করিয়া সভাপতি মহাশয়কে দেন। সভাপতি মহাশয় সে সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়গণের মতামত চাহেন। ইহার পর সভাপতি মহাশয়ের আদেশ মত তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া ঐ সকল বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁহারা যে মত দেন, তাহা সামঞ্জস্য করিয়া সভাপতি মহাশয় উক্ত নিয়মাবলী আলোচনার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে অর্পণ করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন, আগামী পঞ্চবিংশ বর্ষের নূতন কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে এই সকল প্রস্তাব আলোচিত হইবে।

নিয়মাবলী সংস্কার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ও কতকগুলি প্রস্তাব দিয়াছেন। এই সমস্ত প্রস্তাব উক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে আলোচিত হইবে, স্থির হইয়াছে।

(১৪) মাননীয় বিচারপতি সার শ্রীযুত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব-মত স্থির হইয়াছে যে, পরিষৎ মন্দিরে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। তজ্জন্য পরিষদের সদস্যগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

(১৫) শ্রীযুত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত মনোবিজ্ঞান পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে স্থির হইয়াছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ ব্যতীত নিম্নলিখিত সদস্যগণ বঙ্গভাষায় উচ্চশিক্ষা দান সম্বন্ধে শাখা-সমিতিতে, ছাপাখানা-সমিতিতে, পুস্তকালয়-সমিতিতে, অনুমানিক আয়-ব্যয়-সমিতিতে, বঙ্গভাষায় ডাক্তারি-শিক্ষাদান সম্বন্ধে শাখা সমিতিতে সভ্যরূপে থাকিয়া এবং প্রবন্ধ-গুলির পরীক্ষকরূপে কার্য্য করিয়া পরিষদের কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। পরিষদের পক্ষ হইতে সম্পাদক তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুত নীলরতন সরকার, ডাঃ শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীযুত সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ডাঃ শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ কর, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রুদ্র, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।

কার্য্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ নিম্নলিখিত কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়াছিলেন,—

সম্পাদক— শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
" ললিতচন্দ্র মিত্র
" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
ধনাধ্যক্ষ— " প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
গ্রন্থাধ্যক্ষ— " সুশীলকুমার দে
চিত্রশালাধ্যক্ষ— " অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
" ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী
ছাত্রাধ্যক্ষ— " সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
পত্রিকাধ্যক্ষ— " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক— " উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

বিগত বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আলোচ্য বর্ষের জন্য চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ এই পদ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করায় শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় এই পদে নির্ব্বাচিত হন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সহিত কোন কোন বিষয়ে মতানৈক্য ঘটায় বর্ষশেষে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় সহকারী সম্পাদক-পদ ত্যাগ করেন। এই জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হইয়াছে।

সহকারী সম্পাদকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের উপর কার্য্যালয়ের সর্ব্ববিধ ভার অর্পিত ছিল। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর আয়-ব্যয়-বিভাগের, ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের উপর ছাপাখানা-বিভাগের, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর সাহিত্য-সম্মিলন এবং শাখা-পরিষৎ সংক্রান্ত কার্য্যের ও সমস্ত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-ভার এবং শ্রীযুত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের উপর পত্রিকা-পরিচালন-সমিতি এবং গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের কার্য্যভার অর্পিত ছিল।

শ্রীযুত হেমবাবু পরিষদের কার্য্যের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন, তাঁহার হস্তে পরিষদের কার্য্যালয়ের সর্ব্ববিধ কার্য্যভার বহু দিন ন্যস্ত ছিল। সে সময়ে তিনি পরিষদের জন্য রীতিমত পরিশ্রম করিয়া পরিষদের কার্য্য সম্পাদন করিতেন এবং অশেষ কল্যাণ চিন্তা করিতেন। তাঁহার পদত্যাগে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত। বর্ষশেষে তিনি কার্য্যভার ত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে অল্প কয়েক দিনের জন্য অন্য সহকারী সম্পাদক নিয়োগ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। অন্যান্য সহকারী সম্পাদকগণ পরিষদের জন্য যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা না করিলে সম্পাদকের পক্ষে পরিষদের বহু-বিস্তৃত

কার্য্যভার সম্পাদন করা একরূপ অসম্ভব হইত। ইঁহারা সকলেই পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। ধনাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় পরিষদের অর্থাদি রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিয়া পরিষৎকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুত সুশীল-কুমার দে মহাশয়ের চেষ্টায় পরিষদের গ্রন্থাগারের ও পাঠাগারের বিশেষ উন্নতি হই-য়াছে। সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশ-মত তিনি গ্রন্থাগারের সৌষ্ঠব বর্দ্ধনের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকার দুই খণ্ড—উপন্যাস ও গল্পের এবং কাব্য ও কবিতার তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ অনুগৃহীত। আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় বর্ষের প্রায় শেষাংশে কার্য্যভার গ্রহণ করায়, চিত্রশালার কার্য্য বিশেষরূপ অগ্রসর হইতে পারে নাই। আশা করা যায়, তাঁহাকে আমরা আগামী বর্ষে এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিব। আমরা আরও আশা করি, তিনি তাঁহার চিত্রশালা সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিষদের চিত্রশালাটি সৌষ্ঠবসম্পন্ন করিবেন। ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, ছাত্র-সভ্যগণের দ্বারা কি ভাবে পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা ছাত্র-সভ্যগণকে নানা ভাবে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে কতিপয় ছাত্র-সভ্য সাহিত্যিক অনুসন্ধান-কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন। পরিষৎ এই জন্য শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ-পদে নির্ব্বাচিত হইয়া আলোচ্য বর্ষে চতুর্ব্বিংশ ভাগের চারি সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার অধ্যক্ষতায় পরিষৎ-পত্রিকার বিশেষত্ব বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছাত্রাধ্যক্ষ-পদে থাকিয়াও পত্রিকা-সম্পাদনে পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়কে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। পরিষৎ পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

পরিষৎ মন্দির

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ছাদ সাময়িকভাবে মেরামত করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে ভাল-রূপ মেরামত করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। বর্ষার মধ্যেই যাহাতে এই কার্য্য শেষ করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত চিত্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পরিষৎ মন্দিরের গৌরব সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে ;—

১। স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের তৈলচিত্র

২। স্বর্গীয় পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের তৈলচিত্র

৩। স্বর্গীয় পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়ের তৈলচিত্র

প্রথমোক্ত ছবিখানি পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। দ্বিতীয়খানির জন্য চিত্রকরের

পারিশ্রমিক বাবদ পরিষৎ হইতে ২৫৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে; অবশিষ্ট ব্যয় সম্পাদক মহাশয় দিবেন। শেষোক্ত ছবিখানি শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ বি এল্ মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন; ইহা অতি জীর্ণ অবস্থায় থাকায়, পরিষদের কতিপয় হিতৈষী সদস্যের ব্যয়ে তাহার সংস্কার হইয়াছে। তৎপরে তিনি ইহা পরিষৎকে দান করিয়াছেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নের জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের স্বনামধন্য সভাপতি মহাশয়ের উদ্যোগে এবং অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টায় নিম্নলিখিত আসবাবগুলি প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রন্থাগারের জন্য দুইটি সুদৃশ্য বড় বড় আলমারী প্রায় ২৪০০৲ টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি সংরক্ষিত হইয়াছে। নীচের হলের মধ্যভাগে চিত্রশালার উল্লেখযোগ্য প্রস্তর-মূর্ত্তিগুলি গ্যালারীতে সংস্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতলের বক্তৃতা-মঞ্চের আয়তন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। চিত্রশালার দ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখিবার জন্য দ্বিতলের দক্ষিণ দিকের কুঠারীতে শো-কেস, র‍্যাক, আলমারী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে এবং তাহাতে চিত্রশালার বিবিধ দ্রব্যসম্ভার সাজান হইয়াছে। দ্বিতলের হলে ও বারান্দায় শ্রোতৃবৃন্দের বসিবার জন্য বেঞ্চও প্রস্তুত হইয়াছে। নির্জ্জনে পাঠ বা কোন বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য দ্বিতলের বারান্দার উপর দুইটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তৈলচিত্রগুলি সুশৃঙ্খলার সহিত সাজাইয়া রাখিবার জন্য দ্বিতলের পূর্ব্বদিকের বারান্দার রেলিংএর উপর কাঠের প্যানেলা করা হইয়াছে ও তাহাতে কতকগুলি চিত্র সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ছয়খানি বৈদ্যুতিক পাখা খরিদ করিয়া বক্তৃতা-মঞ্চে ও শ্রোতৃবর্গের বসিবার স্থানে খাটান হইয়াছে এবং আলো ও পাখার তারগুলি অভিশয় পুরাতন হওয়ায় সেগুলি বদল করা হইয়াছে। পরিষৎ মন্দিরের দ্বিতল ও নীচের হলে চূণকাম করা হইয়াছে। প্রায় ৬০০০৲ টাকায় উক্ত কার্য্যগুলি সম্পন্ন করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই টাকার মধ্যে এখনও ২০০০৲ টাকা দেনা রহিয়া গিয়াছে। এই সকল কার্য্য ব্যতীত আরও ২০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইলে সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশ-মত কাজগুলি শেষ করিতে পারা যাইবে। এই সমস্ত আসবাব দ্বারা পরিষৎ মন্দিরের কিরূপ সৌষ্ঠব বাড়িয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য সম্পাদক সদস্যগণকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন। এখনও যে সকল কার্য্য বাকী রহিয়াছে, তাহা সম্পাদনে সাহায্য করিবার জন্য পরিষদের দেশপূজ্য সভাপতি মহাশয় সকল সদস্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। সম্পাদকও এই জন্য সদস্যগণের নিকট ভিক্ষার্থী। আশা করা যায়, তাঁহারা আগামী বর্ষে এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে সাহায্য করিবেন।

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে ১৮০ খানি বাঙ্গালা পুস্তক, ২৬৭ খানি মুসলমানী বাঙ্গালা পুস্তক, ২০৭ খানি ইংরাজি পুস্তক, ১৬ খানি সংস্কৃত পুস্তক ও ২ খানি বিবিধ ভাষায় লিখিত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। মোট ৬৭২ খানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ইংরাজি, মুসলমানী বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও বিবিধ ভাষায় লিখিত পুস্তকগুলি এবং ১৫৩ খানি বাঙ্গালা পুস্তক উপহার-স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। পরিষদের হিতৈষী সদস্য, অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় ২৬৭ খানি মুসলমানী বাঙ্গালা পুস্তক উপহার দিয়াছেন। পরিষদের গ্রন্থাগারে এই শ্রেণীর পুস্তকের অভাব ছিল। ডাক্তার সাহেব এই অভাব পূরণ করিয়া পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে ৫ খানি দৈনিক, ৪৮ খানি সাপ্তাহিক, ৬ খানি পাক্ষিক ও ৮৩ খানি মাসিক পত্র ও পত্রিকা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছে। তদ্ব্যতীত কলিকাতা গেজেট, ইণ্ডিয়া গেজেট ও অন্যান্য গবর্মেণ্ট রিপোর্ট আদি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাময়িক পুস্তক যথাসময়ে গবর্মেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষ-গণের নিকট হইতে নিয়মিত ভাবে পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকার স্মিথ্‌সোনিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউ-শনের নিকট হইতে ১৮ খানি নানা বিষয়ের বৈজ্ঞানিক পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে। পরিষদের পক্ষ হইতে উক্ত ইন্‌ষ্টিটিউশনের কর্ত্তৃপক্ষগণকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

পরিষদের জগন্মান্য সভাপতি মহাশয়ের ইচ্ছায় ও চেষ্টায় গ্রন্থাগারের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। মন্দিরের নীচের হলের পূর্ব্বদিকের দুইটি কুঠরীর দেওয়াল ব্যাপিয়া বড় বড় দুইটি আলমারী প্রস্তুত হইয়াছে। পরিষদের পুরাতন আলমারীগুলি বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই সকল আলমারীর পুস্তক এই বড় আলমারী দুইটিতে রাখা হইয়াছে। দিন দিন গ্রন্থাগারের যেরূপ উন্নতি হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারের পুস্তক রাখিবার স্থান সংকুলানের জন্য বিশেষ চিন্তার কারণ হইবে। বেঙ্গল লাইব্রেরীর পুস্তকগুলি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় বাছিয়া দিয়াছেন, আগামী বর্ষে সেগুলি তালিকাভুক্ত হইবে। উক্ত আলমারী দুইটি প্রস্তুত করিবার জন্য ভূতপূর্ব্ব গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। পরিষৎ তাঁহার নিকট ও বসন্তবাবুর নিকট বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

বঙ্গের গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য স্বরচিত ও স্বপ্রকাশিত পুস্তকের এক একখানি দান করেন। অনেক গ্রন্থকার বা প্রকাশক এ বিষয়ে পরিষদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন না। আমরা আশা করি, বঙ্গদেশের এই প্রধানতম সাহিত্যালোচনার মন্দিরে তাঁহারা তাঁহাদের রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের এক একখানি করিয়া উপহার দিবেন।

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতি কর্ত্তৃক পুস্তকালয়-সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রস্তুত হইয়াছে। উক্ত নিয়মাবলী এক্ষণে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির বিবেচনাধীন রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুস্তকা-লয়-সংস্কার-সমিতির তিনটি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সমিতিতে এবং পুস্তকালয়-

সমিতিতে যাঁহারা সভ্যরূপে কাজ করিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়ের উপন্যাস ও গল্পের তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ষের শেষভাগে কাব্য ও কবিতার তালিকাও প্রকাশিত হইয়াছে। এই তালিকার অনেকাংশ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন। আগামী বর্ষে অন্যান্য বিষয়ক গ্রন্থের তালিকা মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হইবে।

পরিষদের পাঠাগার ছুটীর দিন ব্যতীত স্থানীয় সাধারণের ও সদস্যগণের জন্য বেলা ২টা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত খোলা ছিল।

পুথিশালা

অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের উপর পরিষদের পুথিশালার কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল। বর্ষের প্রথমে পুথিশালায় ৩৬৬৫ খানি পুথি ছিল। আলোচ্য বর্ষে ৬৪ খানি পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে, ১৮ খানি বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছে এবং ৬ খানি খরিদ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত শশীলাল দাস, শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দে, শ্রীযুক্ত বন্ধুবিহারী দে, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী প্রভৃতি মহাশয়গণ পুথি উপহার দিয়াছেন। বর্ষশেষে শ্রেণীভেদে পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে। বাঙ্গালা—২৪২১, সংস্কৃত—১০৭৭, অসমীয়া—১, ওড়িয়া—২, হিন্দী—২, পার্শী—১২, তিব্বতীয়—২৩৭ এবং ইংরাজি—১, মোট—৩৭৫৩।

আলোচ্য বর্ষের শেষ চারি মাস একজন অতিরিক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া সমস্ত বাঙ্গালা পুথির তালিকা করা হইয়াছে; মোট ২৯৯৬ খানি পুথির তালিকা হইয়াছে। পাতা মিলাইয়া প্রায় ৭৫০ খানি পুথির উদ্ধার করা হইয়াছে। এই সমস্ত পুথির মধ্যে ভূতডামর তন্ত্র (বাঙ্গালা মন্ত্রের পুস্তক) এবং একখানি নামহীন বাঙ্গালা জ্যোতিষের পুথি পাওয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পুথিশালার জন্য যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করেন, তজ্জন্য তিনি পরিষদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন।

মুসলমানী বাঙ্গালা

আলোচ্য বর্ষে মুসলমানী বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা ও অনুসন্ধান পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের উপর এই বিভাগের কার্য্যভার অর্পিত আছে। তিনি এই বিভাগের উন্নতির জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। ডাক্তার সাহেবের এই প্রকারের চেষ্টায় যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ-পদে নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করায়, বিগত আশ্বিন মাসে শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ-পদে নির্ব্বাচিত হন। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব-মত চিত্রশালার দ্রব্যাদি সুসজ্জিত করিয়া রাখিবার জন্য গ্যালারী, শো-কেস প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছে এবং দ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এই সকল কার্য্য শেষ করিতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত সময় অতিবাহিত হয়। এই জন্য চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয় চিত্রশালার দ্রব্যাদির বিবরণযুক্ত তালিকা প্রস্তুত করিবার সুবিধা পান নাই। এই তালিকা প্রস্তুত হইলে, সাধারণ দর্শকের পক্ষে দ্রব্যাদির পরিচয় জানিবার বিশেষ সুবিধা হইবে।

আলোচ্য বর্ষে তাড়াশের জমিদার শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় মহাশয় দনুজমর্দ্দনদেবের একটি রৌপ্য মুদ্রা উপহার দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত তারকনাথ ভট্টাচার্য্য, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল্ এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় কতকগুলি তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রা দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত তারকনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটি কম্বে উপহার দিয়াছেন। ফুলছরী-ষ্টীমার-ঘাটের হোটেলের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বাস মহাশয় কূপ খনন-কালে ১৪।১৫ হাত মাটীর নীচে ইহা পাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয় মুর্শিদাবাদ স্তূতীর ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত একটি প্রস্তর-খণ্ড উপহার দিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বাগচী বিএ মহাশয় একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি উপহার দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন ব্যারিষ্টার মহাশয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মহারাণীর বাঙ্গালা ঘোষণা-পত্র উপহার দিয়াছেন। উক্ত দ্রব্যাদির প্রদাতা-গণকে পরিষৎ বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

ছাত্র-সভ্য

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় ছাত্রাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। আলোচ্য বর্ষে ১৫ জন ছাত্র পরিষদের ছাত্রসভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। বর্ষের প্রারম্ভে ৪৯ জন ছাত্রসভ্য ছিলেন। বর্ষশেষে ৬৪ জন হইয়াছে। ছাত্রাধ্যক্ষ মহাশয় ছাত্রগণকে নানা বিষয়ে উপদেশাদি দিয়া, পরিষদের বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা মিউজিয়মে কতিপয় ছাত্র-সভ্যকে লইয়া গিয়া নানা প্রাচীন মূর্ত্তি ও অনুশাসনাদি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। পরিষদের পুরাতন ছাত্র-সভ্যগণ-মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ ও শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রবন্ধাদি রচনার দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেছেন—পরিষদেও তাঁহারা তাঁহাদের প্রবন্ধাদি পাঠাইয়া দিয়াছেন। নূতন ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন এবং তাঁহার আলোচনার ফল প্রবন্ধাকারে পরিষদে পাঠাইয়া-

ছেন। তিনি সম্প্রতি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছেন বলিয়া তাঁহার আরব্ধ কার্য্য বন্ধ আছে। ছাত্র-সভ্যগণ যাহাতে প্রাচীন বাঙ্গালা আলোচনা করিতে পারেন, তজ্জন্য পরিষদের পুথিরক্ষক মহাশয় সাহায্য করিবেন। কতিপয় ছাত্র, গ্রাম্য ব্রতকথা-সংগ্রহে এবং অসংস্কৃত ভৌগোলিক নাম সংগ্রহে ব্যাপৃত আছেন। যদি ছাত্র-সভ্যগণ উৎসাহের সহিত মাতৃভাষার অনুশীলন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা উত্তর-কালে দেশের প্রভূত সাহায্য করিতে পারিবেন। পরিষৎ এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে ছাত্র-সভ্যগণের চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল।

পুরস্কার

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত আটটি পুরস্কার ও পদক বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল ;—

পদক বা পুরস্কার	প্রবন্ধের বিষয়
১। হেমচন্দ্র স্বর্ণপদক	মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্য-সমালোচনা।
২। দীনবন্ধু মিত্র পুরস্কার (১০০৲)	বঙ্গীয়-নাট্যসাহিত্য ও দীনবন্ধু।
৩। রাধেশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি (২১৲)	এমার্সনের চিন্তাপ্রণালীর সহিত ভারতবর্ষীয় চিন্তাপ্রণালীর সম্বন্ধ।
৪। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)	নরহরি সরকারের জীবনচরিত্র।
৫। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্যচৌধুরী সুবর্ণ-পদক	—বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।
৬। রামগোপাল রৌপ্য-পদক—	স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কাব্যের সমালোচনা।
৭। শশিপদ রৌপ্য-পদক—	বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যহীনতার কারণ ও তাহার প্রতীকারের উপায়।
৮। ঠাকুরদাস দত্ত সুবর্ণ-পদক—	বঙ্গের পাঁচালি-সাহিত্য।

এই সকল বিষয়ে মোট ৪৯টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। ১ম পদক হেমচন্দ্র স্মৃতি-সমিতির উদ্বৃত্ত অর্থের সুদ হইতে দেওয়া হইতেছে। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই পদক পাইবেন স্থির হইয়াছে। এই বিষয়ে মোট ৪টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল।

২য় পুরস্কার—স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্রগণ প্রদান করিয়াছেন। এই পুরস্কারের জন্য প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলি এখনও পরীক্ষিত হয় নাই। এই বিষয়ে মোট ৬টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে।

৩য় বিষয়ে একটিমাত্র প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা পরীক্ষক মহাশয়কর্ত্তৃক পুরস্কার-যোগ্য বিবেচিত হয় নাই।

৪র্থ পুরস্কার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের

স্মৃতির উদ্দেশ্যে দান করিয়া থাকেন। এই পুরস্কারের জন্য ৪টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। কোন প্রবন্ধই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয় নাই।

৫ম বিষয়ের জন্য শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় সুবর্ণ-পদক দিয়াছেন। এই বিষয়ে ৫টি মাত্র প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। কোন প্রবন্ধই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয় নাই।

৬ষ্ঠ বিষয়ের জন্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এক রৌপ্য পদক দিবেন। কিন্তু এই বিষয়ে মাত্র একটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাও পরীক্ষক মহাশয়কর্ত্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত হয় নাই।

৭ম বিষয়ের জন্য দেবালয়ের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পদক দিয়াছেন। পরীক্ষক মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু মহাশয়কে পদক দিবার জন্য মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিষয়ে মোট ২৫টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল।

৮ম বিষয়ের জন্য শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বাগবাজার লক্ষ্মীনিবাস হইতে পদক দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ নাগ মহাশয় এই পদক পাইবেন স্থির হইয়াছে। এই বিষয়ে ৩টি প্রবন্ধ আসিয়াছিল।

যাঁহারা উক্ত পদক বা পুরস্কারের জন্য পরিষদের হস্তে অর্থ দান করিয়াছেন, পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং যাঁহারা কষ্ট স্বীকার করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুরোধক্রমে প্রবন্ধগুলি পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

স্মৃতি-রক্ষা

(ক) নবীনচন্দ্র স্মৃতি সমিতি—বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত জি কে মাল্রে মহাশয়কে কবিবরের মর্ম্মর-মূর্ত্তি নির্ম্মাণের ভার অর্পিত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে উক্ত মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছে এবং পরিষৎ মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইবে।

(খ) কাশীরাম স্মৃতি-সমিতি—এই স্মৃতি-সমিতির কার্য্য আলোচ্য বর্ষে বিশেষ কিছু অগ্রসর হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির তহবিলে ২৬৲ চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। স্মৃতি-সমিতিকর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে যে, কেশে পুষ্করিণীর সংস্কার সাধন ও উহার ঘাট বাঁধান হইবে এবং যে স্থানে বসিয়া কাশীরাম মহাভারত রচনা করিতেন, তথায় একটি দালান নির্ম্মাণ করা হইবে। এই পুষ্করিণীর স্বত্ব যাঁহাদের রহিয়াছে, তাঁহাদের অনেকেই স্ব স্ব স্বত্ব স্মৃতি-সমিতির হস্তে অর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। পুষ্করিণীর অন্যান্য শরিকগণের নিকটও স্বত্ব সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। মাননীয় মহারাজ সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই স্মৃতি-রক্ষার সাফল্যের জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

(গ) চণ্ডীদাস স্মৃতি-সমিতি—বীরভূম নান্নুরে চণ্ডীদাসের বাশুলীদেবীর মন্দির সংস্কার সম্বন্ধে কার্য্য আলোচ্য বর্ষে কিছুই অগ্রসর হয় নাই।

(ঘ) কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতি-সমিতি—ইতঃপূর্ব্বে ১৩২২ বঙ্গাব্দে কবিবরের একখানি তৈলচিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার জন্মস্থান সেনহাটী গ্রামে তাঁহার বসত-বাটীর দক্ষিণে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত হইয়াছে। আগামী আশ্বিন মাস মধ্যেই যাহাতে স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়, তাহার আয়োজন হইতেছে। যশোহর টাউন হলে কবিবরের এক তৈলচিত্র ও তাঁহার স্মৃতিফলক রক্ষিত হইবে এবং শুদ্ধ যশোহর জেলার নিমিত্ত একটি বৃত্তি বা পদক প্রদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

(ঙ) সখারাম গণেশ দেউস্কর—দেউস্কর মহাশয়ের চিত্র এখনও প্রস্তুত হয় নাই। যাহাতে বর্ত্তমান বর্ষে ইহা শেষ করিতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

(চ) মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—বিদ্যানিধি মহাশয়ের চিত্র এখনও প্রস্তুত হয় নাই।

(ছ) মীর মশারফ হোসেন—ইঁহার চিত্রও আলোচ্য বর্ষে প্রস্তুত করিতে পারা যায় নাই। (জ) মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, (ঝ) মিঃ লিণ্ডটার্ড, (ঞ) কৈলাসচন্দ্র সিংহ, (ট) রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, (ঠ) রাজা সার্ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, (ড) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, (ঢ) নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, (ণ) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ এবং (ত) চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—এই কয়েকজনের চিত্র প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। তজ্জন্য পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত আছেন। যাহাতে সত্বরেই ইঁহাদের চিত্রাদি প্রস্তুত করিয়া পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা বর্ত্তমান বর্ষে করিতে হইবে।

(থ) মনোমোহন বসু—ইঁহার যে চিত্রখানি পরিষৎ মন্দিরে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, তাহা ঠিক-মত হয় নাই বলিয়া চিত্রকর মহাশয়কে উহার সংস্কারের জন্য বলা হইয়াছিল। তিনি এ পর্য্যন্ত উহার কিছুই করেন নাই। ইতিমধ্যে স্বর্গীয় বসু মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয় তাঁহার পিতামহের একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। এই চিত্র বর্ত্তমান বর্ষে পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। সুতরাং আর কোন চিত্রের আবশ্যকতা নাই।

(দ) রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের চিত্র, শরচ্চন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় সংগৃহীত হইয়াছে—রায় বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র, হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস মহাশয় এই চিত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক মহাশয় পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। বর্ত্তমান বর্ষে এই চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। সমিতি কর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে যে, তিব্বতীয় মৌলিক অনুশীলন ও গবেষণার জন্য সময় সময় ১২৲ টাকা মূল্যের একটি রৌপ্য পদক দেওয়া হইবে।

(ধ) সারদাচরণ মিত্র স্মৃতি-সমিতি—কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, স্বর্গীয় মিত্র মহোদয়ের একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে এবং প্রতি বর্ষে একটি পদক দেওয়া

হইবে। এই জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে হইবে। উক্ত উভয় কার্য্যের উপযুক্ত অর্থের বেশী চাঁদা সংগৃহীত হইলে ৺মিত্র মহোদয়ের একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে।

(ন) অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-সমিতি,—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার উপর এই সমিতির কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির একটিমাত্র অধিবেশন হইয়াছে। আশা করা যায়, সত্বরেই ৺সরকার মহাশয়ের স্মৃতি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। স্মৃতি-সমিতিকর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে যে, ৺সরকার মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে বার্ষিক একটি পদক দানের ব্যবস্থা করা হইবে।

ব্যোমকেশ পারিবারিক সাহায্য-ভাণ্ডার

আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডারে মর্ব্বসমেত ৩১৪৲১০ টাকা আদায় হইয়াছে। গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ছিল ২৬৭৶৫। মোট ৫৮১৶১৫ টাকা হইতে মুস্তফী মহাশয়ের পরিবারে ৪৮৫৲ দেওয়া হইয়াছে এবং চাঁদা আদায় জন্য ১৮৸৶১০ মোট—৫০৩৸৶১০ ব্যয় হইয়াছে। বর্ষশেষে এই তহবিলে ৭৭৫ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। এখনও মুস্তফী মহাশয়ের পরিবার নিঃস্ব অবস্থায় রহিয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণও কার্য্যক্ষম হন নাই। আশা করা যায়, মুস্তফী মহাশয়ের হিতৈষী বন্ধুগণ এই দুঃস্থ পরিবারের দুঃখ মোচন জন্য অর্থ সাহায্য করিবেন।

এই সমিতির তত্ত্বাবধানে এবং পরিষদের সম্পূর্ণ ব্যয়ে স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয়ের একখানি পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে এই চিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইবে।

বিগত বার্ষিক কার্য্য-বিবরণমধ্যে জানান হইয়াছিল যে, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় ৺অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের চিত্র দান করিয়াছেন। এই বিষয়ে আমাদের কিছু ভ্রম হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে এই চিত্র প্রস্তুত বাবদ ১৪৷৶০ খরচ হইয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বাবু ১০৲ দিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ৪৷৶০ দিয়াছিলেন। এই জন্য উভয়েই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যে বিশেষ দক্ষতার সহিত পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা সদস্যগণ অবশ্যই অবগত আছেন। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় পত্রিকা-পরিচালন-সমিতির কার্য্যভার পাইয়াছিলেন। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিয়া-

ছিলেন। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পত্রিকা-সম্পাদনে পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়ের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। পত্রিকা-পরিচালন-সমিতির নির্ব্বাচিত অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্ষারম্ভে এই সমিতির সভ্যপদ গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করায়, তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। পরিচালন-সমিতির সভ্যগণ, শ্রীযুক্ত হেমবাবু ও শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুর নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ।

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্ব্বিংশ ভাগের চারি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজের দুর্ম্মূল্যতাবশতঃ পত্রিকার আয়তন কিছু খর্ব্ব করিতে হইয়াছিল। এই চারি সংখ্যা পত্রিকায় সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ ব্যতীত ১৯টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯টি প্রবন্ধ বিষয়-ভেদে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত :—

প্রাচীন সাহিত্য	৮
ভাষাতত্ত্ব	৬
ইতিহাস	৩
বিজ্ঞান	২
	১৯

প্রাচীন সাহিত্য

(ক) "আর্য্যভট"—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় এই প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, আর্য্যভট একখানি মাত্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করেন—তাহার নাম আর্য্যভটীয়—ইহাতে দশটি গীতিকাছন্দ এবং ১১৩টি আর্য্যাছন্দ—মোট ১২৩টি শ্লোক আছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ আছে। আর্য্যভটই জগতের মধ্যে প্রথমে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর দুই প্রকার গতি আছে—আহ্নিক ও বার্ষিক গতি। তিনি যে পৃথিবীর আহ্নিক গতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া পৃথিবীর একবার ঘুরিতে এক বৎসর লাগে—এ বিষয়ে প্রবন্ধ-লেখক আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধ-লেখক বলিয়াছেন যে, বরাহমিহিরই সূর্য্যসিদ্ধান্ত রচনা করিয়াছিলেন।

(খ) "আর্য্যভট সম্বন্ধে মন্তব্য"—নামক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার মজুমদার এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের 'আর্য্যভট' প্রবন্ধোক্ত কয়েকটি সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা, গ্রহগণের ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিমাণ নিরূপণ, সূর্য্যসিদ্ধান্ত বরাহ-মিহিরের রচনা, পৃথিবীর গ্রহণ এবং সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ মত সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা প্রচুর নহে ও সেগুলি আলোচনা-সাপেক্ষ, ইহা প্রবন্ধ-লেখক বলিয়াছেন।

(গ) "দ্বিজ রঘুনাথের সত্যনারায়ণের পুথি"।—প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় দ্বিজ রঘুনাথ-বিরচিত একখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালীর পরিচয় এই প্রবন্ধে

প্রদান করিয়াছেন। এই পাঁচালীর দুইখানি পুথি তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। একখানি ১২৪১, আর একখানি ১২৮৬ সালে লিখিত। পাঁচালী-রচয়িতা রঘুনাথ যে শতাধিক বৎসরের প্রাচীন কবি, তাহা সতীশ বাবু এই প্রবন্ধে প্রমাণিত করিয়াছেন এবং পাঁচালীখানি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।

(ঘ). জঙ্গনামা"।—প্রবন্ধ-লেখক ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলেন,—জঙ্গনামা মুসলমানদের একখানি ঐতিহাসিক এবং ধর্ম্মমূলক কাব্য এবং মুসলমানী বঙ্গভাষায় লিখিত। গ্রন্থের রচয়িতা মুন্সী মহম্মদ ইয়াকুব আলী ১০৭১ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১১০১ বঙ্গাব্দে তিনি এই কাব্য রচনা করেন। জঙ্গনামায় যে সকল বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, ইতিহাসের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মিল না থাকিলেও দশম হিজরীতে ফার্সী ভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক কাব্য "মোক্তল হোসেনের" সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। জঙ্গনামার লেখক যে মোক্তল হোসেনের কবির অনুসরণ করিয়াছেন, এ কথা তিনি নিজেও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ কারবালা-যুদ্ধের ঘটনা অবলম্বনে জঙ্গনামা গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। সিদ্দিকী মহাশয় এই সমস্ত ঘটনা প্রথমে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া শেষে জঙ্গনামা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া, পুথিখানির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সিদ্দিকী মহাশয় বলেন—এই উপলক্ষে তিনি জঙ্গনামার তিনখানি হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

(ঙ) "রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় নিধুবাবুর রচিত টপ্পা-গানসমূহের সংগ্রহ-গ্রন্থ "গীতরত্নের" পরিচয় এবং তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—নিধুবাবুর মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে ১২৪৪ সালে "গীতরত্ন" প্রথম মুদ্রিত হয়। তৎপরে ১২৫৭ এবং ১২৭৫ সালে যথাক্রমে ইহার দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অপরাপর অনেক গ্রন্থে যদিও নিধুবাবুর অনেক গান সংগৃহীত হইয়াছে, তথাপি তাহা গীতরত্ন অপেক্ষা প্রামাণিক নহে এবং তাহাতে এমন সমস্ত গান নিধুবাবুর নামে চালান হইয়াছে, যাহার প্রকৃত রচয়িতা নিধুবাবু নহেন। ইহার পর প্রবন্ধ-লেখক নিধুবাবুর জীবনী, তাঁহার গানের সমালোচনা, বঙ্গসাহিত্যে নিধুবাবুর স্থান প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

(চ) "ভদ্রার্জ্জুন" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয়, তারাচরণ শিকদার কর্ত্তৃক রচিত "ভদ্রার্জ্জুন" নামক নাটকের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রবন্ধলেখক বলেন—নাটকখানি ১৭৭৪ শকাব্দে, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রচিত। রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি মহোদয়গণের মতে ইহাই বঙ্গভাষায় ইংরাজী আদর্শে লিখিত সর্ব্বপ্রথম নাটক।

(ছ) "সমাচার-দর্পণ" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উক্ত সংবাদপত্রের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। প্রবন্ধলেখক বলেন, ১২২৫, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮১৮, ২৩শে মে, শনিবার সমাচারদর্পণের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সমাচার-দর্পণ

বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র বলিয়া সাধারণতঃ উল্লিখিত হয়। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল গেজেট নামক যে কাগজ বাহির করেন, তাহাই প্রথম সংবাদপত্র বলিয়া বোধ হয়। ইহার পর তিনি সমাচারদর্পণ হইতে অনেক কৌতূহলজনক বিষয় উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(জ) "সংবাদ-সাধুরঞ্জন" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উক্ত সংবাদপত্রের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন—উক্ত পত্রের সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইহার যে সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে, তাহার তারিখ—সোম বার, ১৫ই চৈত্র, ১২৬০ সাল; ২৭শে মার্চ্চ, ১৮৫৪ সাল।

ভাষাতত্ত্ব

(ক) "ঋকার-তত্ত্ব" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় 'ঋ' অক্ষর সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বৈদিক ভাষায় ঋকারের উচ্চারণ কিরূপ ছিল, পরবর্ত্তী লৌকিক সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃতেই বা ইহার উচ্চারণ কি আকার ধারণ করিয়াছিল এবং আধুনিক বাঙ্গালা প্রভৃতি ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় তাহা কিরূপে বর্ত্তমান আছে, বিবিধ প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রবন্ধে তাহা দেখাইয়াছেন।

(খ) "ঋ সম্বন্ধে মন্তব্য" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল্ মহাশয় বলিয়াছেন যে, 'রুক্ষ' শব্দ 'বৃক্ষ' শব্দের অপভ্রংশ নহে। উহার অর্থ 'দীপ্ত'। আলোচ্য প্রবন্ধে ইহার সপক্ষে তিনি আরও কয়েকটি কথা বলিয়াছেন।

(গ) "ঋ সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রত্যুত্তর" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "রুক্ষ", "বৃক্ষ" শব্দ হইতে আসিয়াছে, ইহার অনুমান এবং প্রমাণ যতটা দৃঢ়, উহার "দীপ্ত" অর্থ করিবার পক্ষে অনুমান বা প্রমাণ তত দৃঢ় নহে। এই মত প্রতিপন্ন করিবার জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় কয়েকটি যুক্তি এবং প্রমাণেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

(ঘ) "বাঙ্গালা শব্দকোষ সমালোচনার উত্তর"। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২৩শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাঙ্গালা শব্দকোষের সমালোচনা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ মহাশয় সেই সমালোচনার উত্তর প্রদান করিয়াছেন এবং প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বঙ্গভাষা, সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, শব্দকোষে এই মত অবলম্বন করিয়া তিনি ভালই করিয়াছেন।

(ঙ) "সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর উক্ত মতের দোষ দেখাইয়া দিয়াছেন এবং প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বঙ্গভাষা প্রাকৃতজ, ইহা বলা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই।

(চ) "আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টো-

পাধ্যায় এম্ এ মহাশয় মুসলমানদিগের ভারতে আগমন এবং তাঁহাদের দ্বারা আরবী, ফারসী, তুর্কী ও পুস্ত, এই চারি ভাষা আনয়নের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, এই চারি ভাষার মধ্যে ভারতীয় ভাষাগুলিতে ফারসীর ছাপ বেশী করিয়া পড়িয়াছিল। তুর্কী হইতে কতকগুলি কথা আসিয়াছিল মাত্র এবং পুস্তর কোন প্রভাবই ভারতীয় ভাষায় বিস্তৃত হয় নাই। আরবীর যাহা কিছু প্রভাব, তাহা ফারসীর ভিতর দিয়া। তুর্কী, পুস্ত ও ফারসী ভাষা মুসলমানগণ ও তাঁহাদের সহিত রাজকার্য্যাদি বিষয়ে সংপৃক্ত হইয়া এই দেশীয় লোকদের মধ্যে দিল্লী অঞ্চলে একটি মিশ্র ভাষায় পরিণত হয়—ইহাই উর্দ্দু বা হিন্দুস্থানী ভাষা। বাঙ্গালায় যে সকল আরবী ফারসী কথা পাওয়া যায়, তাহার অনেক উর্দ্দুর নিকট হইতে লওয়া হইয়াছে। লেখক বলেন যে, যে সকল আরবী ফারসী কথা একেবারে বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের বানান মূল ভাষার অনুযায়ী করিবার চেষ্টা সমীচীন হইবে না। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয়, ইতিহাস ও অন্যান্য পুস্তকে প্রাপ্ত মুসলমান নামের যথাযথ বাঙ্গালা বানান লইয়া। আরবী লিপিতে ২।৪টি অক্ষর যোগ করিয়া ফারসী, উর্দ্দু, তুর্কী ও পুস্তর লিপি। আরবী অক্ষর আরবেতর কাহারও দ্বারা সহজে উচ্চারিত হইবে না। এই হেতু কোন কোন আরবী অক্ষরের উচ্চারণ-বাহুল্য বা ধ্বনিবাহুল্য ঘটিয়া গিয়াছে। প্রবন্ধলেখক আরবী লিপির রীতি আলোচনা করিয়া ইহার বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎপরে একে একে আরবী অক্ষরগুলির জন্য তিনি যে যে বাঙ্গালা অক্ষর যেরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন-সংযোগে ব্যবহার করিতে চাহেন, তাহা নানা যুক্তির দ্বারা আলোচনা করিয়াছেন।

ইতিহাস

(ক) "মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ মহাশয় উক্ত জেলাস্থিত বড়নগরের কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের লিপির পরিচয় দিয়াছেন। এই সকল লিপি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং ৬৯ হইতে ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

(খ) "আসামের পত্র-পত্রিকা" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয়, আসাম প্রদেশে ইংরেজ-রাজত্বের প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত যত সংবাদপত্র প্রচারিত হইয়াছিল এবং এখনও যে সমস্ত সংবাদপত্র বর্ত্তমান আছে, তাহার একটি ধারা-বাহিক ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন।

(গ) "আসামের পত্র-পত্রিকা প্রবন্ধ সম্বন্ধে দুএকটি কথা"। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "আসামের পত্র-পত্রিকা" নামক প্রবন্ধে কয়েকটি বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল মহাশয় এই প্রবন্ধে সেই সকল সংশয় নিরাস করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বিজ্ঞান

(ক) "মগরাহাটের পশ্চিমের রাঙ মাটি" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত এম্

এস্ সি মহাশয় মগরাহাটের পশ্চিমে অবস্থিত চক্রদহের ভূতত্ত্ব এবং রাঙা মাটি সম্বন্ধে স্বীয় অনুসন্ধানের ফল বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন—মগরা-হাটের পূর্ব্ব-উত্তর এবং উত্তরে যে সকল লাল কর্দ্দমস্তর পাওয়া যায়, উহা গঙ্গার জল হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে যে সকল লাল কর্দ্দমস্তর দৃষ্ট হয়, তাহা দামোদর ও দামোদরের শাখা দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আরও অনেক কথার তিনি আলোচনা করিয়াছেন।

(খ) "ইউক্লীডের দ্বিতীয় স্বীকার্য্য"—এই প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত গণিত শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন। এই উদ্দেশ্যে সাহিত্য-পরিষৎ যে একটি পৃথক্ সমিতি স্থাপন করিয়াছেন, মাঝে মাঝে তাহার অধিবেশন হইয়া থাকে এবং যোগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ পঠিত এবং আলোচিত হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক ইউক্লীডের দ্বিতীয় স্বীকার্য্য (Second Postulate) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। যে কোন সীমাবদ্ধ সরল রেখাকে সরলভাবে যথেচ্ছ পরিমাণে বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে, ইহাই ইউক্লীডের ২য় স্বীকার্য্য। ইহা ইউক্লীডের স্বীকৃত সমতল প্রদেশেই বা সমতল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যোগেন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন যে, এরূপ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে এই স্বীকার্য্য আবদ্ধ না রাখিলেও চলিতে পারে। এই জন্য তাঁহাকে সমতল ক্ষেত্রের সহিত বর্ত্তুল ক্ষেত্রের সম্পর্ক আলোচনা করিতে হইয়াছে। সামতলিক ত্রিভুজের সহিত বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া কতিপয় প্রতিজ্ঞা স্থাপন করিতে হইয়াছে এবং অবশেষে ইউক্লীডের ঐ স্বীকার্য্যটিকে বার্ত্তুলিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে স্বীকার্য্যটি কিরূপ নূতন আকার ধারণ করিবে, তাহাও স্থাপন করিতে হইয়াছে।

ছাপাখানা-সমিতি

১৩২৪ বঙ্গাব্দ

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছাপাখানা-সমিতির কার্য্য বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বিশেষ দক্ষতার সহিত এই সমিতির কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে সমিতির মোট ৯টি অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে উপযুক্ত-সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হওয়ায়, ৪টি অধিবেশন স্থগিত হইয়াছিল।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়—এই পাঁচ জনকে লইয়া, আলোচ্য বর্ষের প্রথমে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকর্ত্তৃক এই সমিতি গঠিত হয়। পরে ২রা আশ্বিন তারিখের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ৮ম অধিবেশনে ছাপাখানা-সমিতির নূতন নিয়মাবলী গৃহীত হয় এবং তদনুসারে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত ব্যক্তিগণ ছাপাখানা-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েন। যথা—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ,

বি এল্, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

যখন সমিতির সদস্য-সংখ্যা ৫ জন ছিল এবং তিন জন সদস্য উপস্থিত হইলে কার্য্য সিদ্ধ হইত, তখন নিয়মিতভাবে সদস্য মহাশয়েরা উপস্থিত হইতেন। কিন্তু সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার পর হইতে পর-পর কয়েকটি অধিবেশন স্থগিত হইয়াছিল। বিশেষ প্রয়োজনে পত্র লিখিয়া, একবার সদস্যদিগের মতামত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

বিগত ১৩২৩ বঙ্গাব্দে এই সমিতির মোট ৯টি অধিবেশন হইয়াছিল; কিন্তু একটি অধিবেশনও স্থগিত হয় নাই। সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধিই বোধ হয়, এই প্রকার অসুবিধার প্রধানতম কারণ।

আলোচ্য বর্ষে সমিতিকর্ত্তৃক পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিগত ১৩২৩ বঙ্গাব্দে পত্রিকা প্রকাশিত হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে দুই বৎসরের পত্রিকা এক সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে।

পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি, বার্ষিক আয়-ব্যয়-বিবরণীতে যে যে পুস্তকের যত ফর্ম্মা করিয়া ছাপিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ছাপাখানা-সমিতি তন্মধ্যে কোন কোন পুস্তকের মুদ্রণ-কার্য্য দ্রুত সম্পাদন করিয়া, বজেটের অতিরিক্ত ফর্ম্মা ছাপিয়া পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু বজেটে ধৃত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। দুঃখের বিষয়, পাণ্ডুলিপির অভাবে, লেখমালাসূক্রমণী নামক পুস্তকের মুদ্রণ-কার্য্যে সমিতি আদৌ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বর্ষে সমিতির উপর অধিক পরিমাণে কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পত্রিকা ও মাসিক কার্য্য-বিবরণী মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার ভার এই ছাপাখানা-সমিতির উপর ন্যস্ত ছিল। ইহা ব্যতীত সমিতির অধিবেশনে গ্রন্থাবলী ছাপিবার বন্দোবস্ত, গ্রন্থের মূল্য নির্দ্ধারণ, ভিন্ন ভিন্ন ছাপাখানাসমূহের বিল পাশ, সত্বর মুদ্রণ-কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য উপায় নির্দ্ধারণ প্রভৃতি অনেক কার্য্যের সুব্যবস্থা হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির তত্ত্বাবধানে ১৩ খানি গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। পরিষদের মুদ্রাঙ্কণ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য এই সমিতির দ্বারাই সম্পাদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থ-প্রকাশ

১৩২৪ বঙ্গাব্দ

আলোচ্য বর্ষে ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের উপর গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়াছিল। এই বর্ষে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় গবর্মেণ্টের নিকট হইতে ১২০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু পরিষদের সভাপতি মহাশয়, গভর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে

উক্ত ১২০০৲ টাকা পরিষদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিকল্পে ব্যয় করিয়াছেন ও পরিষদের নিজ ব্যয়ে নিম্নোক্ত গ্রন্থ-সকল প্রকাশিত হইয়াছে,—

১। **ন্যায়দর্শন (বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ১ম খণ্ড)**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়কর্ত্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত এবং সম্পাদিত। মূল সূত্র, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, তাহার বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি ইহাতে আছে।

২। **নেপালে বাঙ্গালা নাটক**—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কর্ত্তৃক সম্পাদিত। নেপাল হইতে আবিষ্কৃত চারিখানি গ্রন্থ ইহাতে আছে—কাশীনাথকৃত বিদ্যা-বিলাপ, কৃষ্ণদেবকৃত মহাভারত, গণেশকৃত রামচরিত, ধনপতিকৃত মধবানল-কামকন্দলা।

৩। **শারদা-মঙ্গল**—মুক্তারাম সেন-বিরচিত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশা-রদ-সম্পাদিত। ইহাতে সংক্ষেপে চণ্ডিকা-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

৪। **গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস**—বাসুদেব ঘোষ-প্রণীত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ-সম্পাদিত।

৫। **জ্ঞানসাগর**—আলি রাজা ওরফে কানু ফকীর-প্রণীত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত। দরবেশী গ্রন্থ।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণ-কার্য্য চলিতেছে,—

১। **গোরক্ষ-বিজয়**—মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

২। **সর্ব্বসংবাদিনী**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

৩। **উদ্ভিদজ্ঞান**—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ মহাশয়-বিরচিত।

৪। **প্রাচীন পুথির বিবরণ**—শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

৫। **শ্রীকৃষ্ণবিলাস**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

৬। **পদকল্পতরু (২য় খণ্ড)**—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় সম্পাদিত।

আলোচ্য বর্ষে পাণ্ডুলিপির অভাবে লেখমালানুক্রমণী গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্য কিছুই হয় নাই।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের সর্ব্বরকমে মোট আয় ২৪২৯৭৬/৮, পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ২১৩১৫/৬, একুনে মোট জমা ২৬৪২৯১৷৶২। আলোচ্য বর্ষে মোট ব্যয় ২৬২০৪৶১১ হইয়াছে। বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত ২২৫৷৶৩ ছিল। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের ২১৬৭৬৷৶২ কোম্পানীর কাগজ ও ডাকঘরে মজুত আছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও পরিষদের মাসিক ব্যয়-নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত আয় এখনও হয় না এবং প্রতি বৎসরই ৺পূজার সময়ে এবং চৈত্র মাসে ঋণ করিতে হয়। যদিও সে ঋণ সময়-মত শোধ করা হয় বটে, কিন্তু সদস্য-গণ তাঁহাদের দেয় চাঁদা নিয়মমত দিলে এ ঋণের প্রয়োজন হয় না এবং বর্ষশেষে উদ্বৃত্তের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যায়।

স্থায়ী তহবিল

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে উক্ত তহবিল হইতে যে ঋণ লওয়া হইয়াছিল, তাহার কতকাংশ গত বৎসরে ও বর্ত্তমান বৎসরে পরিশোধ করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে বজেটের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চাঁদা আদায় ও ব্যয় করিতে পারিলে ৪।৫ বৎসরের মধ্যেই সমুদয় ঋণ শোধ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উক্ত তহবিলের এখনও ১৭৪২৫৲ টাকা প্রতিশ্রুত দান অনাদায় রহিয়াছে। এই দান পাওয়া গেলে তাহার সুদ খাতে পরিষদের সাধারণ তহবিলে প্রতি বৎসরে অন্যূন ৮৫৲ টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে। পরিষদের হিতকামী সহৃদয় দাতা মহাশয়গণকে এ বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। ভরসা করি, তাঁহারা অচিরে নিজ নিজ প্রতিশ্রুতি পূরণ করিয়া পরিষদের পুষ্টি সাধন করিবেন।

গৃহ-নির্ম্মাণ তহবিল

গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে প্রতিশ্রুত দানের মধ্যে এখনও ২৫১২৷৹ টাকা অনাদায় রহিয়াছে। এই টাকা যথাসময়ে পাইলে গৃহনির্ম্মাণের দেনা মিটাইবার জন্য স্থায়ী তহবিলে হস্তক্ষেপ করিতে হইত না। কিন্তু এই টাকা অদ্যাবধি অনাদায় থাকাতে স্থায়ী তহবিলের দেনা শোধ করিতে পারা যায় নাই। এতদ্ব্যতীত পরিষৎ মন্দিরকে সাধারণের সম্যক্ ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে তাহাতে জলের কল ও শৌচাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। এ সকল কারণে এই তহবিলে এখনও অন্যূন ৩৫০০৲ টাকা আবশ্যক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় জাতীয় অনুষ্ঠানের এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাব থাকা আমাদের জাতির গৌরবের বিষয় নহে।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

বহু কাল হইতে পরিষদের হিসাবে নানা কারণে অনেক জটিলতা আসিয়াছে। এই সকল জটিলতা পরিষ্কার করিতে আয় ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয়কে গত ২।৩ বৎসর ধরিয়া অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাঁহাদের এইরূপ ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতীত পরিষদের হিসাব এত সহজে পরিষ্কার হইবার আশা ছিল না। এ জন্য তাঁহারা বিশেষভাবে পরিষদের ধন্যবাদভাজন।

পরিশেষে বক্তব্য, পরিষদের হিসাব-বিভাগের কার্য্য এত অধিক যে, তাহা সুচারুরূপে পরীক্ষা ও পরিদর্শন করা একজন সহকারী সম্পাদকের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অথচ এই বিভাগের কার্য্যের উপরেই পরিষদের আর্থিক উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এ বৎসর পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অনেক বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন এবং তজ্জন্য কাজও অপেক্ষাকৃত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমবাবুর এই সহায়তার জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে হুগলী জেলার উত্তরপাড়া গ্রামে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নূতন শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের শাখা-পরিষৎগুলিতে নিয়মিতভাবে সাহিত্যাদি আলোচনা হইয়াছিল। পরিশিষ্টে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ হইতে শাখাগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ শাখায় কি ভাবে কার্য্য হইয়া থাকে, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। শাখাগুলির মধ্যে মীরাট-শাখায় স্থানীয় ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনা হইয়াছিল। গৌহাটী শাখা-পরিষদে ইংরাজরাজত্বের প্রাক্কালে আসামের অবস্থা, কামরূপের পূর্ব্বশিল্পকলা, কামাখ্যার মন্দিরের ইতিহাস প্রভৃতি স্থানীয় বিষয়ের অনুসন্ধান ও আলোচনা হইয়াছিল। চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি ও কর্ত্তৃপক্ষগণ চট্টগ্রামের মফস্বলের নানা পল্লীতে পরিভ্রমণ করিয়া, বঙ্গ-সাহিত্যালোচনায় দেশকে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা, পল্লী-পরিষৎ স্থাপনের চেষ্টা ও পাঠাগারাদি স্থাপনের জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন। নদীয়া শাখা-পরিষদের উৎসাহী সহকারী সম্পাদক এবং পরিষদের ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় নদীয়া জেলার নানা স্থানে ঐতিহাসিক ও শিল্প সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদির অনুসন্ধানে রত রহিয়াছেন। ত্রিপুরা এবং ভাগলপুর শাখায় রীতিমত সাহিত্যালোচনা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য শাখা-পরিষৎগুলি পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য কি ভাবে সম্পন্ন করিতেছেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে শাখা-পরিষৎগুলি এ বিষয়ে একটু বেশী মনোযোগী হইবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষের ৩০শে চৈত্র ও বর্ত্তমান বর্ষের ১লা বৈশাখ তারিখে ঢাকা নগরীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের একাদশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। দর্শন-শাখায়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যবেদান্ত-তীর্থ, ইতিহাস-শাখায়—শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত, সাহিত্য-শাখায়—শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এস্ মহাশয় এবং বিজ্ঞান-শাখায়—শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক এস্ সি ডি মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এম্ এ এবং সম্পাদক হইয়াছিলেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র এম্ এ। গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবগুলি ব্যতীত বঙ্গভাষার সাহায্যে উচ্চশিক্ষা দানের প্রথা প্রচলন করিবার জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে; এই প্রস্তাবের নকল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে। আগামী বর্ষে কোথায় সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। পরিচালন-সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ও শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ ঢাকায় গমন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু বিশেষ পরিশ্রম সহকারে সম্মিলনের কার্য্যাদি পরিচালন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

রমেশ-ভবন

১৩২৩ বঙ্গাব্দে ৫ই অগ্রহায়ণ রমেশ-ভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার পর, প্রতিষ্ঠা-সভায় শ্রীযুক্ত কে, বি, দত্ত মহাশয় যে ২৫০৲ সাহায্য দিবেন জানাইয়াছিলেন, তাহা আলোচ্য বর্ষে পাওয়া গিয়াছে। স্মৃতি-সমিতির সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের পরলোকগমন জন্য এই সমিতির কার্য্য বিশেষরূপ অগ্রসর হয় নাই।

মন্দির ব্যবহার

আলোচ্য বৎসরে সাহিত্য-সমিতের, সৎসঙ্গ সভার, চৈতন্য-সেবা সমিতির এবং প্রজাপতি সমিতির বৈঠক এবং অধিবেশনের জন্য পরিষৎ মন্দিরের হল ব্যবহৃত হইয়াছিল।

কলিকাতায় আলোচ্য বৎসরে জাতীয় মহাসমিতির যে অধিবেশন হইয়াছিল, তদুপলক্ষে ভারতের নানা স্থান হইতে আগত প্রতিনিধিবর্গকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য পরিষদে একটি সান্ধ্য সম্মিলন হইয়াছিল। এই উপলক্ষে প্রতিনিধিবর্গকে পরিষদের চিত্রশালার দ্রব্য-সম্ভার প্রদর্শিত হইয়াছিল। পরিষদের সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় প্রভৃতি মহাশয়গণ দ্রব্যাদি প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

গণিত-শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনা-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির তিনটি অধিবেশন হইয়াছিল। সমিতির অধিকাংশ সভ্যের সুবিধার নিমিত্ত রিপণ কলেজ-গৃহে এই অধিবেশনগুলি হইয়াছিল। রিপণ কলেজের গৃহ ব্যবহার করিতে দিবার জন্য কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত সীতেশচন্দ্র কর মহাশয় এই সমিতির সম্পাদক-পদ ত্যাগ করায়, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ মহাশয় এই সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে কয়েক জন নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সমিতি কর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত মহাশয়ের গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধগুলি ইংরাজিতে ও অন্যান্য ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া দেশীয় বিদেশীয় গণিতবিদ্-গণের নিকট এবং বিলাতের এই শ্রেণীর সমিতির পত্রিকায় প্রকাশ জন্য প্রেরিত হইবে। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রবাবুর আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল। তিনি অর্থ-চিন্তায় সময়ক্ষেপ না করিয়া যাহাতে একাগ্রচিত্তে তাঁহার মৌলিক গবেষণায় রত হইতে পারেন, এই সমিতি কর্ত্তৃক তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

আমরা আর একজন গণিতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির পরিচয় পাইয়াছি। ২৪ পরগণা বারাসতনিবাসী শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গণিতশাস্ত্রের মৌলিক গবেষণায়

জীবন উৎসৃষ্ট করিয়াছেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে স্থির হইয়াছে যে, গণিতশাস্ত্রের মূল-তত্ত্ব আলোচনা সমিতির এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রবাবুকে তাঁহার গবেষণার পরিচয় দিবার জন্য আহ্বান করা হইবে।

মৃত সদস্য ও সাহিত্যসেবিগণ

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩ জন বিশিষ্ট, ৩২ জন সাধারণ ও ১ জন সহায়ক সদস্যের মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহাদের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন ও তাঁহাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন।

বিশিষ্ট সদস্য

১। সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ—ইনি ভারতবর্ষে অবস্থানকালে ভারতবর্ষের নানা কল্যাণকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ভারতের উন্নতির জন্য তিনি বিলাতে গিয়াও অনেক সময় ব্যয় করিতেন। তিনি ভারতের নানা লোকহিতকর কার্য্যে নিজে অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

২। সার জর্জ্জ বার্ড উড্—ইনি ভারতেই জন্ম গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বোম্বাই প্রদেশে ও বোম্বাই নগরের নানা লোকহিতকর অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করিতেন। ভারতবর্ষের নানা বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি বোম্বাই নগরের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর সংস্কার সাধন করিয়া ও তাহাতে বহু দেশীয় ব্যক্তিকে সদস্যরূপে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিলাতে অবস্থানকালে তিনি ভারতবর্ষের শিক্ষাদি সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

৩। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল্—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ও অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের জীবনীর বিস্তৃত পরিচয় দিবার স্থান পরিষদের কার্য্যবিবরণ মধ্যে নাই। সংক্ষেপে তাঁহার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, তিনি বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম প্রবীণ ও প্রধান সেবক ছিলেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের বঙ্গদর্শনের সময় হইতে বর্ত্তমান সময়ের বহু সাহিত্যিক আলোচনায় তাঁহার কৃতিত্ব ছিল। সাহিত্য-সমালোচনায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বঙ্গদর্শনের অনেক গ্রন্থ সমালোচনা তাঁহারই লেখনী-প্রসূত। 'নবজীবন' ও 'সাধারণীর' সম্পাদকরূপে তিনি বঙ্গ-সাহিত্যালোচনা এবং বঙ্গভাষায় রাজনীতি চর্চ্চার সূত্রপাত করেন। তিনি ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক রচনা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হেমচন্দ্র, সনাতনী ও বৈষ্ণবধর্ম্মগ্রন্থ বঙ্গভাষায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

সহায়ক সদস্য

১। ৺পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ—ইনি উত্তরবঙ্গের একজন উদীয়মান সাহিত্যসেবী ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখায় এবং মূল পরিষদের পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়া-ছিলেন। তিনি বীরত্বে সাহিত্য সাধনা করিতেন। পরিষৎকে পুঁথি, মুদ্রা ও দশাবতারযুক্ত

তাম্রফলক দান করিয়াছিলেন। তিনি অতি নিঃস্ব অবস্থায় অল্প বয়সেই পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার নিঃস্ব পরিবারের সাহায্যকল্পে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে একটি সাহায্য-ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে ও সদস্যগণকে এই নিঃস্ব পরিবারকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

সাধারণ সদস্য

১। ৺অক্ষয়কুমার বসু বি এল্—কলিকাতা শ্যামবাজারের ইনি একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। নানা সৎকার্য্যের সহিত তাঁহার নাম সংসৃষ্ট ছিল। তিনি পরিষদের একজন হিতৈষী এবং প্রাচীন সদস্য ছিলেন।

২। ৺অসিতারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্—ইনি একজন সাহিত্যসেবী ছিলেন এবং পরিষদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।

৩। ৺ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক এম্ এ, এম্ ডি—ডাক্তার ইন্দুমাধব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন। তিনি দর্শন শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, কেমিষ্ট্রী, ফিজিওলজি ও বটানিতে এম্ এ ডিগ্রী পাইয়াছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যাক্‌ট্রিওলজিষ্ট ছিলেন। তিনি শেষ কয়েক বৎসর বঙ্গভাষা চর্চ্চার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'জাপান ভ্রমণ' ও 'চীন ভ্রমণ' নামক গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ পরিচিত। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেক প্রকাশিত হইয়াছে এবং অনেক অপ্রকাশিত রহিয়াছে। তিনি 'ইক্‌মিক কুকারের' সৃষ্টি করেন। তিনি ছাত্রগণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি বিবাহ-সংস্কার সম্বন্ধে কতকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন—সেগুলি ভারতের নানা ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

৪। ৺রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর,—ইনি পরিষদের একজন প্রাচীন সদস্য। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ইহাঁর শ্রদ্ধা ছিল। দেশের নানা সদনুষ্ঠানে তিনি একজন সহায় ছিলেন।

৫। ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—ইনি পরিষদের কার্য্যে ও অধিবেশনাদিতে যোগদান করিতেন। পরিষদে প্রায় আসিতেন ও সাহিত্যের রীতিমত চর্চ্চা করিতেন। ইনি অকালে পরলোক গমন করায় পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত।

৬। ৺কালীপ্রসন্ন মৌলিক—ইনি একজন পরিষদের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ দুঃখিত।

৭। ৺রায় গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর—কটকের কটক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌এর প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী ৺গৌরীশঙ্কর রায় মহাশয়ের নাম উড়িষ্যায় সকলেরই সুপরিচিত। তিনি বহু সদ্‌গ্রন্থ ওড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত করিয়া উক্ত ভাষার পুষ্টি সাধনে সহায়তা করিয়াছিলেন। গবর্মেণ্ট তাঁহার এবম্বিধ সৎকার্য্যের জন্য তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দান করিয়াছিলেন।

৮। ৺সার চন্দ্রমাধব ঘোষ—সার চন্দ্রমাধবের বিষয়ে বঙ্গবাসী মাত্রেই বিশেষরূপ অবগত

আছেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের জজের পদে বহু কাল কার্য্য করিয়াছিলেন। শেষে প্রধান বিচারপতির পদে উন্নীত হন। তিনি দেশের একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অনেক ছাত্রকে অন্নদান করিতেন। তিনি বিচারপতিরূপে সকলেরই প্রশংসা-ভাজন ছিলেন।

৯। ৺তীর্থবাসী সিংহ রায়—ইনি হুগলী হরিপালের একজন জমিদার ছিলেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইনি একজন বিশেষ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। নানা দেশ-হিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেন।

১০। ৺দীননাথ মুখোপাধ্যায়—ইনি 'চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। আলোচ্য বর্ষেই তিনি সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১১। ৺দীনেশচন্দ্র রায়—ইনি চট্টগ্রাম পরৈকোড়ার একজন জমিদার ছিলেন। অল্প দিন পূর্ব্বে ইনি পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন।

১২। ৺নিত্যানন্দ ঘোষ বি এল্—ইনি বাঁকিপুরে ওকালতি করিতেন। পরিষদের প্রতি ইনি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। দুঃখের বিষয়, ইনি অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন।

১৩। ৺সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, এল এল্ ডি, পি এচ্ ডি, সি আই ই। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া লাহোরে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন; তৎপরে পঞ্জাব চীফকোর্টের জজের পদে উন্নীত হন। পঞ্জাব হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি নাভা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে কার্য্য করেন। তিনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলার মনোনীত হইয়াছিলেন। পঞ্জাবে সকল প্রকার কাজেই এরূপ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, পঞ্জাবের লোকেরা তাঁহাকে তাঁহাদের আপনাদের লোক ও অন্যতম নেতা মনে করিত। তিনি নানা সৎকর্ম্মের সহায়তা করিতেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি মাঝে মাঝে পরিষদের অধিবেশনে আসিতেন।

১৪। ৺প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য—ইঁহার অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তিনি নিজে একজন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন, স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রতিষ্ঠিত ইষ্টুনিং ক্লাবে তিনি বহু বার অভিনয় করিয়াছিলেন। তিনি নাটককারও ছিলেন। 'মিশরমণি' নামক এক নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। Tank Aengling in India তাঁহার অন্যতর পুস্তক। 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্র প্রকাশে তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং বহু সাহিত্যিকের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন।

১৫। ৺বদরীদাস গোয়েন্‌কা বি এ। ইনি কলিকাতার জৈন সম্প্রদায়ের একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। বঙ্গভাষার প্রতি ইঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। কলিকাতার বহু সাধারণ হিতকর কার্য্যে তিনি যোগদান করিতেন। বঙ্গভাষা তাঁহার মাতৃভাষা না হইলেও তিনি এই ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি একজন পরিষদের হিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন।

১৬। ৺বিজয়কৃষ্ণ দাস গুপ্ত সাহিত্য-শাস্ত্রী—ইনি চট্টগ্রামের একজন উদীয়মান

লেখক ছিলেন। সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই নবীন সাহিত্যিকের অকালমৃত্যুতে বঙ্গভাষার একজন সেবকের অভাব হইল। কাশী শাখা-পরিষদে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

১৭। ৺বিপিনকৃষ্ণ দত্ত—ইনি জয়নগর মজিলপুরের অন্যতম জমিদার ছিলেন। বঙ্গ-সাহিত্যের ও পরিষদের প্রতি তিনি বিশেষরূপে আকৃষ্ট ছিলেন।

১৮। ৺বিভূতিভূষণ রায়চৌধুরী—ইনি পরিষদের একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। ইনি অতি অল্পবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

১৯। ৺বেণীমাধব সরকার এম্ এ। ইনি আগ্রা কলেজের একজন সুদক্ষ অধ্যাপক ছিলেন। সুদূর প্রবাসে থাকিয়া তিনি পরিষদের কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন।

২০। ৺ব্রজেন্দ্রকুমার বসু বি এল্—ইনি মুরশিদাবাদ বহরমপুরের একজন উকীল ছিলেন। অল্প দিন হইল, তিনি পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২১। ৺ব্রহ্মনাথ পাল চৌধুরী—ইনি রাণাঘাটের বিখ্যাত পাল চৌধুরী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার অকালমৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত।

২২। ৺ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—ইনি অল্প দিন হইল, পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিষদের কার্য্যে ইঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল।

২৩। ৺মহীন্দ্রমোহন চন্দ—অল্প দিন হইল, তিনি পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিষদের কার্য্যে ইঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল।

২৪। ৺পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী কাব্যতীর্থ—তিনি একজন বঙ্গভাষানুরাগী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার এক চতুষ্পাঠী ছিল। অল্প দিন হইল, তিনি পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন। মেদিনীপুর তাজপুর গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল।

২৫। ৺রবি দত্ত এম্ এ, ব্যারিষ্টার—ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। কলিকাতায় এবং বিলাতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া কলিকাতা ইউনিভার্সিটির অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি ইংরাজি ভাষায় কবিতা-পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। অল্প দিনই তিনি পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন এবং অতি অল্প বয়সেই তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে।

২৬। ৺শ্যামদাস মুখোপাধ্যায়—ইনি প্রায় দেড় বৎসর পরিষদের সদস্য ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি পরিষদের সকল কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন।

২৭। ৺সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল্—হুগলী পানিসেহালা গ্রামে ১৮৪৮ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার সময়ে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাবান্ ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি বি এল্ পাশ করিয়া হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০২ সালে অস্থায়িভাবে ও পরে স্থায়িভাবে হাইকোর্টের জজের পদে কার্য্য করেন।

বিচার-কার্য্যে তিনি যথেষ্ট নির্ভীকতা এবং তেজস্বিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি দীর্ঘ-কাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের ও সিণ্ডিকেটের সদস্য ও ঠাকুর আইনের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি দেশমধ্যে নানা শিল্পের ও কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। সমগ্র ভারতে একলিপি বিস্তারের জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন—এই উদ্দেশ্যে তিনি 'দেবনাগর' নামক এক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি "উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য" গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রমেশ-ভবন সমিতির সভাপতিরূপে তিনি 'রমেশ-ভবনের' ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কায়স্থ-সমাজের অন্যতম নেতা ছিলেন। পরিষদের জন্য তিনি যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করিতেন। পরিষদের শৈশবে তাঁহার ন্যায় উপদেষ্টা ও অভিভাবক না থাকিলে পরিষদের বর্ত্তমান উন্নতি অসম্ভব হইত, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। তিনি ভাগলপুরে সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহারই অর্থানুকূল্যে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলি পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

২৮। ৺সারদাপ্রসন্ন সরকার এম্ এ—ইনি একজন প্রবীণ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার অগাধ স্নেহ ছিল। তিনি জীবনের অধিকাংশ কাল বিহার অঞ্চলে কাটাইয়াছেন। তিনি পরিষদের বহু দিনের সদস্য ছিলেন।

২৯। ৺সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—ইনি অল্প বয়সেই লোকান্তরিত হইয়াছেন। পরিষদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষদের অধিবেশনাদিতে প্রায়ই যোগদান করিতেন।

৩০। ৺হরিদাস ঘোষ এম এ, বি এল্—ইনি অতি অল্প দিনই পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বৈদিক সাহিত্য বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরলোকগমন জন্য তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই।

৩১। ৺হরিধন চট্টোপাধ্যায়—ইনি পরিষদের একজন হিতৈষী সদস্য ছিলেন।

৩২। ৺হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ,—বীরভূম রায়পুর গ্রামে ইহাঁর নিবাস ছিল। মাননীয় সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ এবং ৺হেমেন্দ্রবাবু এক বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি দারবঙ্গ ও ময়ূরভঞ্জ রাজষ্টেটে সুখ্যাতির সহিত বহু কাল কাজ করিয়াছিলেন। তিনি 'প্রেম', 'আশি', 'বনফুল', 'নির্ব্বাণ' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'প্রেম' গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ।

উল্লিখিত পরিষদের সদস্যগণ ব্যতীত নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের পরলোকগমন হইয়াছে,—

১০। ৺কুলচন্দ্র দে—ইনি পূর্ব্ববঙ্গের একজন প্রথিতনামা কবি ছিলেন। বহু সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তিনি চাকার 'প্রতিভা'র নিয়মিত লেখক ছিলেন। পরিষৎ তাঁহার মৃত্যুতে বিশেষ দুঃখিত।

২। ৺কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়—ইহাঁর নিবাস ছিল—বাখরগঞ্জ মীরপুর গ্রামে। তিনি

আগ্রায় জীবনের অধিকাংশ কাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরূপে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইনি একজন প্রাণস্পর্শী জাতীয়-সঙ্গীত-রচয়িতা ছিলেন। অন্যান্য কবিতার মধ্যে "ভারত-বিলাপ" ও "যমুনা-লহরী" নামক দুইটি কবিতা রচনা করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যে অমরতা লাভ করিয়াছেন।

৩। ৺জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম এ, বি এল্—ইনি মবদ্বীপের দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র ও স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তিনি এক সময়ে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং বঙ্গবাসী, পতাকা ও নবপ্রভার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বঙ্গদর্শন, নব্যভারত, আর্য্যদর্শন, সাহিত্য, প্রবাসী প্রভৃতি সাময়িক পত্রে বহু চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগরে নদীয়া শাখা-পরিষদের সভাপতি ছিলেন এবং পূর্ব্বে মূল পরিষদের সদস্য ছিলেন।

৪। ৺প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়—ইনি মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি ডিটেক্‌টিভ বিভাগে কাজ করিতেন এবং তিনিই বঙ্গভাষায় প্রথম ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস-লেখক। 'দারোগার দপ্তর' প্রকাশ করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লেখার প্রবর্ত্তন করেন। তিনি পরিষদের প্রাচীন সদস্য ছিলেন।

৫। হেমন্তবালা দত্ত—বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে ইনি বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার কয়েকখানি কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি চট্টগ্রামের কবি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের সহোদরা ছিলেন।

উপসংহার

বর্ত্তমান বর্ষে সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যক্ষেত্রে কতিপয় সদস্য-মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মতদ্বৈধ ঘটায়, পরিষদের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু কিছু অশান্তির সূচনা দেখা গিয়াছিল। পরিষদের পক্ষে ইহা বিশেষ দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। ইহার ফলে সংবাদপত্রাদিতে নানাবিধ সত্যমিথ্যা-জড়িত ঘটনার কথা প্রকাশিত হয়। বার্ষিক কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-প্রসঙ্গেও প্রোক্ত মতদ্বৈধতার আভাস দেখা গিয়াছিল। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্যবিবরণ উপলক্ষ্যে এই বিষয়ের সামান্য পরিচয় যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে। আমাদের সভাপতি মহাশয় এই বিষয়ে উদাসীন নহেন। এই সকল মতভেদ দূর হইয়া, যাহাতে সদস্যদের মধ্যে কোন প্রকার অপ্রীতি না থাকে, তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি উভয় পক্ষের মতামত গ্রহণ করিয়া, নিজ মন্তব্য সহ কতকগুলি নিয়ম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাবগুলি এখনও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির বিচারাধীন আছে। আমরা আশা করি যে, অবান্তর বিষয়গুলির প্রতি অবধান না করিয়া, সদস্য মহাশয়েরা পুনরায় পরিষদের উদ্দেশ্য যে মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবা, তৎপ্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিবেন এবং মতদ্বৈধ ঘটায় যে অশান্তির সূচনা হইয়াছিল, তাহা অঙ্কুরেই দমন করিবেন। এখানে ইহা বলা

অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, উপরে লিখিত মতদ্বৈধতা ব্যাপারে পরিষদের কার্য্যপ্রসঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য বিষয় লইয়াও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ভাব কথঞ্চিৎরূপে যে পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টের কারণ যাহা হউক, সম্পাদক আশা করেন যে, আগামী বর্ষের কার্য্যবিবরণীতে ইহার প্রসঙ্গ লইয়া, তাঁহাকে যেন আর দুঃখ প্রকাশ করিতে না হয় এবং ইতিমধ্যেই যেন সর্ব্বপ্রকার অশান্তি ও অপ্রীতির কারণ বিদূরিত হইয়া যায়।

বর্ত্তমান সময়ে উচ্চ শিক্ষার বাহন কোন্ ভাষা হইবে, এই বিষয় লইয়া সর্ব্বত্র আলোচনা দেখা যাইতেছে। অনেকেই এখন মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন যে, দেশীয় ভাষা ভিন্ন বিজাতীয় ভাষার দ্বারা শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা সমীচীন নহে। কি উপায়ে এবং কি ভাবে দেশীয় ভাষার দ্বারা উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হইতে পারে, তজ্জন্য মনীষী মাত্রেই এখন চিন্তা করিতেছেন। শুনা যায়, ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে এই বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইতেছে। যাঁহারা ঐ কমিশনে মন্তব্য জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মাতৃভাষার সাহায্যে যাহাতে অচিরেই উচ্চশিক্ষা প্রদানের বিধি-ব্যবস্থা হয়, তদনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপন অবধি যে আশা আমরা হৃদয়ে অতি যত্ন সহকারে পোষণ করিয়া আসিতেছি, এখন সেই আশা ফলবতী হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছে দেখিয়া, আমাদের আর আনন্দের সীমা নাই বলিলেও চলে। কিছু দিন পূর্ব্বে যে কথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে লোকের নিকট উপহাস ও বিদ্রূপ ব্যতীত অন্য কিছু লাভ হইত না, এখন সেই কথা—মাতৃভাষার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার উচ্চশিক্ষার বিধি-ব্যবস্থার কথা—অনেক মনীষীর নিকট অবশ্য স্বীকার্য্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে। এই বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ে এক প্রকার মতদ্বৈধ নাই বলিলেও বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না। পরিষদের পক্ষে ইহা কম আহ্লাদের এবং গৌরবের বিষয় নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দেশের লোকের মতি-গতি এই দিকে পরিবর্ত্তন করিবার পক্ষে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন। কিছু পূর্ব্বে যাহা দুরাশা বলিয়া পরিগণিত ছিল, এখন তাহা অবশ্য পোষণীয় এবং তাহা ফলবতী করিবার পক্ষে সকলেরই যথাসাধ্য সাহায্য করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং বলিতে হইবে, আমাদের গন্তব্য প্রদেশ ও গন্তব্য স্থান আমাদের দৃষ্টিগোচরে আসিয়াছে। কিন্তু কার্য্য অনেক বাকী,—মাতৃভাষার দ্বারা উচ্চশিক্ষা প্রদান করিতে হইলে ইতিমধ্যে আমাদের অনেক কর্ত্তব্য আছে, অনেক সাধনা করিবার রহিয়াছে। পরমেশ্বরের অনুগ্রহে আমরা যেন তাহাতে পশ্চাৎপদ না হই; আমরা সকলে সমবেত হইয়া, আমাদের জাতীয় সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমরা যেন উদাসীন না থাকি; যাহাতে অচিরে আমাদের সকলের মাতৃ-স্বরূপিণী, আমাদের সর্ব্বারাধ্যা মাতৃভাষা তাঁহার নিজ গৌরবের আসনে আসীনা হইয়া, আমাদের দেশের শিক্ষাবিধাত্রী হইতে পারেন, তৎসম্পর্কে আমরা সকলে আমাদের যথা-সাধ্য কর্ত্তব্য সাধন ও পালন করিয়া, আমাদের জীবনকে আমরা ধন্য করি। জাতীয় ভাষার পুষ্টি ভিন্ন কোন জাতির কোন প্রকার উন্নতি হইতে পারে না। আসুন, আমরা সকলে আমাদের

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের
কার্য্য-বিবরণী

চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক অধিবেশন

২রা আষাঢ় ১৩২৫, ১৬ই জুন, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম বি, এফ সি এস্ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাক্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত কুমার রাধিকাভূষণ রায়, শ্রীযুক্ত রাজা দামোদরদাস বর্ম্মণ, শ্রীযুক্ত রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম এ, বি এল্, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এস্ সি, বারিষ্টার, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্ত ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম এ, পি এইচ ডি, শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত রায়, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি ঘোষ এম্ এ, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ, শ্রীযুক্ত অজরচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত অচ্যুতচন্দ্র সরকার এম্ এ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত মিশ্র বি এ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীযুক্ত দীননাথ সেন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত শিবনাথ বসু, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন মল্লিক, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বসাক, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত রামহরি ভড় বি এল্, শ্রীযুক্ত ভূদেশ্বর শ্রীমানী বি এল্, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, সেখ হবিবর রহমান মণ্ডল, শ্রীযুক্ত বামাচরণ মজুমদার, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার

মুখোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি রায়, শ্রীযুক্ত রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র মুখ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনাথশরণ ঘোষ, শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ফণিলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত কিশোরীচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ পাত্র, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীযুক্ত সরোজবন্ধু মিত্র, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বক্সী, শ্রীযুক্ত অমৃতগোপাল বসু, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন মিত্র, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক, শ্রীযুক্ত নৃসিংহপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন বি এ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বসু, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত বি এ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অন্নকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ রক্ষিত, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বনবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত নটবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দত্ত, শ্রীযুক্ত মণিলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব বি এ, শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রলাল নাথ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী রায়, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার পাল, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কোঁচ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত শশীন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম এ, বি এল্, (সম্পাদক)।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—(সহকারী সম্পাদকগণ)।

আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশন ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ। ৩। সভাপতির অভিভাষণ পাঠ। ৪। (ক) পঞ্চবিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। (খ) পঞ্চবিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সহকারী সম্পাদক, চিত্রশালাধ্যক্ষ এবং ছাত্রাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাব। ৫। পঞ্চবিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ জ্ঞাপন। ৬। পঞ্চবিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ। ৭। সাধারণ সদস্য-নির্ব্বাচন। ৮। সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচন। ৯। পুরস্কার ও পদক বিতরণ। ১০। শোকপ্রকাশ—(ক) মহারাজ

রণজিৎ সিংহ বাহাদুর, (খ) পরিষদের প্রথম সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং (গ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে। ১১। বিবিধ।

সভার প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন, —আমাদের জগন্মান্য সভাপতি আচার্য্য সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন দার্জ্জিলিং গিয়াছেন বলিয়া আজকার সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, আমাদের সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।

ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আমাদের বড়ই আনন্দের বিষয় যে, সাহিত্য-পরিষদের কতিপয় বিখ্যাতনামা সদস্য এ বার রাজসম্মানে বিভূষিত হইয়াছেন। ইহাঁদের এই রাজসম্মান-প্রাপ্তিতে সাহিত্য-পরিষৎ যে বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের রাজ-সম্মান-প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ করা হউক।

১। মাননীয় ডাঃ সার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী নাইট, ২। মাননীয় ডাঃ সার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার নাইট, ৩। রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর, ৪। সার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু, ও বি ই, ৫। শ্রীযুক্ত শ্রীমন্তকুমার দাশ গুপ্ত ও বি ই, ৬। কুমার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ এম বি ই, ৭। রায় শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর আই এস্ ও, ৮। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চাকী রায় বাহাদুর, ৯। শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুর, ১০। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, রায় সাহেব, ১১। শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র দাশ গুপ্ত, রায় বাহাদুর।

এই প্রস্তাব প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন যে, মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী গত ৪ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, বহু সময় দিয়া এবং বিস্তর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলারের কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার কার্য্যে অনেক বাধা-বিপত্তি পাইয়াছিলেন; অনেক অনুযোগ, গঞ্জনা, লাঞ্ছনা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে; কিন্তু তিনি প্রশংসা বা নিন্দা কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া, যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহা সম্পাদন করিতে প্রাণ-পণে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন বিষয়ে তাঁহার নিজের জিদ বজায় রাখিবার জন্য তিনি কখন চেষ্টা করেন নাই; সিণ্ডিকেটেই হউক বা সেনেটেই হউক, তিনি সকলকে পূর্ণভাবে সকল বিষয়েরই আলোচনার অবসর দিয়া সত্য নির্ণয় ও সত্য গ্রহণের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার নেতৃত্ব-কালের দুইটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—এই দুইটি ঘটনা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত করিবে, এরূপ আশা করা যায়। প্রথমটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সৈনিক-দল (University

Corpse) গঠন; অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া তাঁহার অধ্যবসায় ও কার্য্যকুশলতা-গুণে ইহা অবশেষে সাফল্য লাভ করিয়াছে। এই কার্য্যদ্বারা আমাদের জাতীয় গৌরব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমাদের জাতীয় জীবন নূতন ভাবে বিকসিত হইবার অবসর পাইয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয় কার্য্য, বাঙ্গালী ছাত্রকে ওকালতি, ডাক্তারি, কেরানিগিরি প্রভৃতি গতানুগতিক পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প শিক্ষা দিয়া, জীবিকা অর্জ্জন করিবার নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া। তাঁহার কর্ত্তৃত্বে সেনেটের শেষ অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এই সকল বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা এবং উপাধি দিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং এই প্রস্তাব এক্ষণে মাননীয় চ্যান্সেলার মহোদয়ের অনুমোদনের জন্য তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। আমরা আশা করি যে, চ্যান্সেলার মহোদয় এই সঙ্গত প্রস্তাব গ্রাহ্য করিবেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে অন্নক্লিষ্ট বাঙ্গালীর নানা উপায়ে অন্নের সংস্থান হইবে এবং দেশও সমৃদ্ধিশালী হইবে। দেবপ্রসাদ বাবু ছাত্রদিগের পরম বন্ধু—ছাত্রদের উন্নতিকল্পে যেখানে যে-কোন সদনুষ্ঠান হউক না কেন, তিনি আগ্রহের সহিত তাহাতে যোগ দিয়া থাকেন। দেশে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার যাহাতে কমিয়া যায়, তজ্জন্য তিনি এক জন প্রধান উদ্যোগী। তিনি কলিকাতা টেম্পারেন্স ফিডারেশন এবং এণ্টি-স্মোকিং সোসাইটীর সভাপতি; স্কুল ও কলেজে যাহাতে ধূমপান উঠিয়া যায়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চশিক্ষা দিবার প্রস্তাবের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী। তিনি আমাদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি; তাঁহাকে নাইট্ উপাধিতে ভূষিত করিয়া আমাদিগের সম্রাট্ মহোদয় বাঙ্গালী জাতিকে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে সম্মানিত করিয়াছেন।

মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকারের "সার" উপাধি-প্রাপ্তি সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, ডাক্তার সরকার বঙ্গদেশের চিকিৎসক-মণ্ডলীর অগ্রণী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতবিদ্য ছাত্র এবং যশস্বী সদস্য এবং বাঙ্গালার শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের গৌরবস্থল। কি শিক্ষা-ক্ষেত্র, কি চিকিৎসা-ক্ষেত্র, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্র, কি ব্যবসায়-ক্ষেত্র, সকল স্থানেই তিনি নিজের চরিত্র-বল, পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতা ও অসামান্য সৌজন্য-গুণে অত্যুন্নত স্থান অধিকার করিয়া আছেন। স্বীয় চেষ্টা, অধ্যবসায় ও উন্নত চরিত্র-গুণে মানুষ কিরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে, সার নীলরতন সরকার তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। কলিকাতা ক্যাম্পবেল্ স্কুল্ হইতে তিনি চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, আজ তিনি কি আর্টস্, কি মেডিসিন্, উভয় বিষয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিতে ভূষিত, বঙ্গদেশের একজন প্রসিদ্ধ সুবিজ্ঞ চিকিৎসক এবং বঙ্গ-ব্যবস্থাপক-সভার একজন সদস্য। এত কাজে ব্যস্ত থাকিলেও দেশের লোককে ব্যবসায়-বাণিজ্যের পথে লইয়া যাইবার জন্য তিনি দুইটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সে দিন মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চামড়ার ব্যবসায়ের সুখ্যাতি করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদানের তিনি পক্ষপাতী এবং চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষা

যাহাতে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে প্রদত্ত হয়, সে বিষয়েও তিনি বিশেষ উদ্যোগী। বেলগাছিয়া মেডিক্যাল্ কলেজ যাঁহাদিগের সাহায্যে ও ঐকান্তিক চেষ্টায় সংস্থাপিত হইয়াছে, তিনি তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান উদ্যোগী পুরুষ। এরূপ সুযোগ্য জনপ্রিয় ব্যক্তিকে উচ্চ সম্মানে অলঙ্কৃত করিয়া গভর্ণমেণ্ট প্রকৃত গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

তাজহাটের রাজা বাহাদুর আমাদের আজীবন-সদস্য। কুমার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ এবং অপরাপর সম্মানিত ব্যক্তিগণ আমাদের পরিষদের সভ্য এবং অকৃত্রিম হিতৈষী বন্ধু। তাঁহাদের সম্মানে আমরা বিশেষ ভাবে সম্মানিত হইয়াছি এবং তাঁহাদের সকলকেই আমাদের হৃদয়ের প্রীতি জ্ঞাপন করিতেছি।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

১। তৎপরে সভাপতি মহাশয় অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে গত মাসিক এবং বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি উক্ত কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

২। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় এবং পরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

৩। সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—মূল সভাপতি মহাশয় অনিবার্য্য কারণবশতঃ ও অসুস্থতা-নিবন্ধন আমাদের এই সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। দার্জ্জিলিঙ্গে তিনি নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। এই জন্য তাঁহার অভিভাষণও তিনি আমাদের নিকট পাঠাইতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার অভিভাষণ-পাঠ অদ্য স্থগিত থাকুক। পরে কোনও বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া এই অভিভাষণ পাঠের ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ১৩২৫ বঙ্গাব্দের জন্য যে সকল কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যথারীতি প্রস্তাবিত এবং সমর্থিত হওয়ার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহারা ১৩২৫ বঙ্গাব্দের জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।

সভাপতি—　　আচার্য্য স্যার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সমর্থক—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

সহকারী সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মাননীয় বিচারপতি স্যার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী

মাননীয় মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

মাননীয় মহারাজাধিরাজ স্যার শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর

রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর
শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

সম্পাদক— শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র
" ক্ষিরণচন্দ্র দত্ত
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

পত্রিকাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু

কোষাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু

গ্রন্থাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ছাত্রাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু

চিত্রশালাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(খ)। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে তাঁহার প্রস্তাব সভায় উপস্থাপিত না করায়, এ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা হইল না।

৫। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং যিনি যত ভোট পাইয়াছেন, তাহাও সভাস্থলে পাঠ করিলেন। (তালিকা 'ক' পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ শাখা-পরিষৎ হইতে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, শ্রীযুক্ত রাধা-কমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

৬। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন। এ সম্বন্ধে আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ যে মন্তব্য দিয়াছেন, তাহাও তিনি সভাস্থলে পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয় এই বিবরণী সভায় উপস্থিত করিবার সময় বলেন যে, পরিষদের আয়ের অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইতেছে। তাহার কারণ যে, অনেক সভ্যের চাঁদা বাকী রহিয়াছে—পরিষৎ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আদায় করিতে সমর্থ হইতেছেন না। ইহা তিনি বড় লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় মনে করেন। অন্য বিদ্বজ্জন-সভার সহিত তুলনা করিলে পরিষদের মাসিক চাঁদা যৎ-সামান্য মাত্র। এসিয়াটিক সোসাইটীর মাসিক চাঁদা ৩৲, পরিষদের মাসিক চাঁদা ॥০ মাত্র। পরিষৎ শুধু বঙ্গদেশে কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে নিজ কার্য্যগুণে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন; এরূপ দ্বিতীয় সভা বোধ হয়, এ দেশে আর কোথাও নাই। ইহার জন্য সভ্যগণ যদি মাসিক ॥০ হিসাবে সাহায্য করেন, তাহা হইলে যে বেশী স্বার্থত্যাগ করা হইল, তাহা তিনি মনে করেন না। অতএব তাঁহার সানুনয় প্রার্থনা এই যে, ভবিষ্যতে যেন সকল সভ্য যথা-সময়ে তাঁহাদের দেয় চাঁদা প্রদান করেন। অতঃপর কার্য্য-বিবরিণী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাবিত সদস্যগণের নাম পাঠ করিলেন এবং যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর ইহাঁরা সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। [সদস্যগণের নাম 'খ' পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য]।

৮। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সহায়ক-সদস্যরূপে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত বা পুনঃ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, এই সংবাদ শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপন করিলে সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে ইহাঁরা সহায়ক-সদস্যরূপে গৃহীত হইলেন,—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র-কুমার দত্ত, মৌলবী মহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ, মৌলবী নূর আহম্মদ।

৯। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষৎ কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত পুরস্কার-প্রবন্ধ-সকল এখনও পরীক্ষিত হইয়া উঠে নাই। কেবল তিনটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে পরীক্ষার ফল গত

কল্য পাওয়া গিয়াছে। তাহা এই,—শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য "হেমচন্দ্র স্বর্ণপদক", শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ নাগ "ঠাকুরদাস দত্ত স্বর্ণপদক" এবং শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু "শশিপদ-রৌপ্য পদক" পাইয়াছেন। সেই জন্য অদ্যকার সভায় এই পদক ও পুরস্কার-বিতরণ স্থগিত রহিল। আগামী কোনও মাসিক অধিবেশনে এই পদক ও পুরস্কার বিতরণ করা হইবে।

১০। শোকপ্রকাশ—(ক) দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—আজ আমি অতীব দুঃখের সহিত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছি। পরিষদের যখন প্রথম সৃষ্টি হয়, তখন ইনি পরিষদের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় যেরূপ একাগ্রতার সহিত পরিষদের সেবা করিতেন, পরিষদের প্রথম সৃষ্টি হইবার পর প্রথম সম্পাদকরূপে ইনিও সেইরূপ পরিষদের যথেষ্ট সেবা করিয়াছিলেন। ইহাঁর চেষ্টা এবং উদ্‌যোগে তখন পরিষদের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। অনেক দিন যাবৎ রোগ ভোগ করিয়া ইনি পরলোক-গমন করিয়াছেন। ইহাঁর মৃত্যুতে আমরা সকলেই দুঃখিত।

(খ) মহারাজ রণজিৎ সিংহ বাহাদুর—আপনারা সকলেই জানেন, মহারাজ রণজিৎ সিংহ বাহাদুর দেশহিতকর কার্য্যমাত্রেই কিরূপ উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। ইহাঁর হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। লাট-প্রাসাদে যে দিন সভা হয়, সেই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য ইনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গ কেহই ছিলেন না। ইহাঁর মত শান্ত, সদালাপী এবং দেশহিতৈষী ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। ইহাঁর মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

(গ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়—যে মহাত্মার নাম করা হইল, ইনি যদিও নিজে এক জন কৃতবিদ্য সাহিত্যিক ছিলেন না, তথাপি ইনি সাহিত্য-সেবিগণকে অনেক সাহায্য করিতেন। ইনি অনেক পূর্ব্বে হিন্দু হোষ্টেলের এক জন কর্ম্মচারী ছিলেন; পরে বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী নামক একটি পুস্তকের দোকান করেন। ইনি ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই; কিন্তু নিজের উৎসাহ এবং উদ্যমে শেষে পুস্তক-প্রকাশকগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। ইনি অতি খাঁটি লোক ছিলেন এবং পুস্তক-প্রণেতাদিগের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিতেন, তাহা আদর্শস্বরূপ। ইহাঁর ব্যবহারও অতি সরল ছিল। বঙ্গ-সাহিত্যের ইনি একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যের অনুকূলে ইনি অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাই ইহাঁর মৃত্যুতে আজ সাহিত্য-পরিষৎ শোকপ্রকাশ করিতেছেন।

(ঘ) ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত—ইনি ভারতের নানা বিষয়ে এক জন বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। বিস্মৃতিবশতঃ ইহাঁর নাম ইতিপূর্ব্বে করিতে পারি নাই, নচেৎ সর্ব্বাগ্রেই আমি ইহাঁর নামই উল্লেখ করিতাম। ইনি বাঙ্গলায় অনেক পাঠ্য পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশে

এমন কোন সংবাদপত্র প্রায় ছিল না, যাহার সহিত ইনি কোন-না-কোনরূপ সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। ইনি বয়সে, বিদ্যায়, কৃতিত্বে এবং অভিজ্ঞতায় এক জন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃতী। আমি প্রস্তাব করি, আপনারা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই সকল মহাত্মগণের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শোক-প্রকাশক প্রস্তাব গ্রহণ করুন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় জানাইলেন যে, স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র তিনি পরিষৎকে উপহার দিতে ইচ্ছা করেন। উপস্থিত সদস্যগণ কর্ত্তৃক সাদরে এবং ধন্যবাদের সহিত এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

পরিশেষে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুনীলাল বসু
সভাপতি।

পরিশিষ্ট—"ক"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩২৫ বঙ্গাব্দের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচনের ফল

*১।	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	২২১	১০।	শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র	৩০৬
*২।	„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৮৮৮	১১।	„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	৫৯১
৩।	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৮৭৯	১২।	„ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	৫৭৯
৪।	„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৭৯৬	*১৩।	„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৩৭
*৫।	„ রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর	৭৭৯	১৪।	„ রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র	৪৯৫
৬।	„ ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	৭৫৮	১৫।	„ মৃণালকান্তি ঘোষ	৪৮৭
৭।	„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৫৬	১৬।	„ রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন	৪৬৮
৮।	„ নগেন্দ্রনাথ বসু	৬৭৫	*১৭।	„ ললিতচন্দ্র মিত্র	৪২৭
৯।	„ মতিলাল ঘোষ	৬০৮	১৮।	„ মন্মথমোহন বসু	৪২৪

১৯।	শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৮৯	২৪।	শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার	৩৩৮
*২০।	„ কিরণচন্দ্র দত্ত	৩৮৫	২৫।	„ রমাপ্রসাদ চন্দ	৩৩৫
২১।	„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	৩৫৭	*২৬।	„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩১৮
২২।	„ বাণীনাথ নন্দী	৩৫৪	২৭	„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক	৩১৮
২৩।	„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩৪০			

পরিশিষ্ট—"খ"

নির্ব্বাচিত সদস্যগণের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীমন্তকুমার দাস গুপ্ত, সমর্থক—শ্রীবিরণকুমার সেন গুপ্ত, সদস্য—শ্রীশ্রীমন্ত সরকার বি এ, বি টি, এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার, জামালপুর, এইচ ই স্কুল, জামালপুর, ময়মনসিংহ। প্রঃ—শ্রীবসন্তকুমার সেনগুপ্ত, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস, মোক্তার, সন্দীপ, নোয়াখালী। প্রঃ—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, সঃ—ঐ, সদস্য—ডাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র মিত্র, পুরুলিয়া, মানভূম। প্রঃ—শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত, সঃ—কিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীনলিনীমোহন সেন চৌধুরী বি এল্, চিকন্দী, ফরিদপুর। শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভাওয়াল-রাজ বাসা, বাঙ্গালীটোলা, কাশীধাম। প্রঃ—স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, সঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীবরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, সন্তানকুটীর, অষ্টগ্রাম পোঃ, ত্রিপুরা। প্রঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীনলিনাক্ষ হোর, বেলডাঙ্গা, মুরশিদাবাদ। শ্রীকৃষ্ণরাও ইনামতি, অম্বিগেরী। প্রঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়, জনাই। শ্রীপ্রসাদকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১০ মদন মিত্রের লেন। শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়, ঐ। প্রঃ—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীকেদারেশ্বর দত্ত, ১০২ বীডন ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দে, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীকালীধন বাঁ, ১৭ হরলাল দের লেন। প্রঃ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়, এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরি, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন। প্রঃ—শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীসতীশচন্দ্র গোস্বামী, ২০৯ লোয়ার সার্কুলার রোড। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ১৯ ফারণ রোড, বালীগঞ্জ। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মৈত্র বি এ, ১০ ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট। প্রঃ—ডাঃ শ্রীসুকুমার পাকড়াশী, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীনন্দলাল বসু, ৫।৩ রাজনারায়ণ বিশ্বাসের লেন। প্রঃ—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক বি এ, ২২ শ্রীকৃষ্ণ লেন। শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন বি এ, ২৭ মদন বড়াল লেন। শ্রীনৃসিংহ-

---

'ক'—পরিশিষ্টের * চিহ্নিত ৭ জন কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং অবশিষ্ট ২০ জন কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

পদ দত্ত বি এল, ছোট আদালতের উকীল, ৪ ইডেন হস্পিটাল রোড। প্রঃ—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীহরিপদ দাস ঘোষ, ২০।১ শ্যামপুকুর লেন। শ্রীশচন্দ্র দাস গুপ্ত, জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের ৭ম মানের শিক্ষক, লোহজং, ঢাকা। প্রঃ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, সঃ—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সদস্য—শ্রীসিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, ৩ চার্ণক প্লেস, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, সঃ—ঐ, সদস্য—ডাঃ শ্রীপ্রমোদকুমার বিশ্বাস, পি এইচ ডি, চট্টগ্রাম। শ্রীজগৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মোক্তার, চট্টগ্রাম। প্রঃ—ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪২ আপার সার্কুলার রোড। শ্রীবনওয়ারীলাল রায়, পাঞ্জাব লেন, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীপ্রমথনাথ শীল, ১৪৭ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪।২ বীডন ষ্ট্রীট। শ্রীজহরলাল সিংহ, ২১২ দর্জ্জীহাটা ষ্ট্রীট। শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, ৩০ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সদস্য—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রক্ষিত, ৮৪ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীমৎ আর্য্যালঙ্কার ভিক্ষু, সদ্ধর্ম্মবাগীশ, ১ বুদ্ধিষ্ট টেম্পল লেন, বৌবাজার। শ্রীরমণীরঞ্জন সেন গুপ্ত, বিদ্যাবিনোদ, এম্ আর এ এস্, ঐ। প্রঃ—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীহরিধন কুণ্ডু, ১৯ নীলমণি মল্লিক লেন, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, সঃ—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদস্য—শ্রীবিনয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, ৮৮ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট। প্রঃ—ডাঃ শ্রীসুকুমার পাকড়াশী, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীপ্রবোধলাল মুখোপাধ্যায়, ২৬৭ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, শিবপুর। প্রঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীভূধরচন্দ্র মিত্র, ৫ নীলমণি সরকার লেন। প্রঃ—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪ সুকিয়া ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। **সূচী**—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ।৶০ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈদ্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,
৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—**এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং**, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—**গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্**, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখন তাহা পাইব না। কিন্তু এই প্রশ্নের আলোচনা আবশ্যক; তাই প্রসঙ্গ তুলিয়া রাখিলাম।"

রামেন্দ্র বাবু মুখবন্ধে চণ্ডীদাস-সমস্যার যে আভাস দিয়াছেন, উহার সমাধান করিতে হইলে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপি, ভাষা, আখ্যান-বস্তু প্রভৃতি বিষয়ের সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক হয়। লিপিতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু গ্রন্থের প্রারম্ভে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' পুথির হস্তলিপির আলোচনা করিয়াছেন; উহা দ্বারা গ্রন্থের উপাদেয়তা যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে। (রাখাল বাবুর মতে কৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিখানা সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের লিখিত।)

বসন্ত বাবু তাঁহার সম্পাদকীয় বক্তব্য ও টীকার অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য-পূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি গ্রন্থের আখ্যান-বস্তু, ছন্দ বা কবিত্বের সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনের মত অপরিচিত ও অনভ্যস্ত ভাষা ও ভাবপূর্ণ একখানা বৃহৎ গ্রন্থের গভীর আলোচনায় যে অবকাশ, পরিশ্রম, পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার প্রয়োজন, অধিকাংশ পাঠকেরই তাহা নাই; (সুতরাং অন্ততঃ সাধারণ পাঠকদিগের কৌতূহল উৎপাদনের জন্যও ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আখ্যান-বস্তু, ছন্দ, অলঙ্কার ও কবিত্বের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা করিলে গ্রন্থ-প্রকাশের উদ্দেশ্য অধিকতর সিদ্ধ হইত।) বসন্ত বাবুর ন্যায় প্রবীণ ও বিশেষজ্ঞ-সম্পাদক যে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই, আমাদিগের পক্ষে এ স্থলে সে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে যাওয়া দুঃসাহসের কার্য্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থখানি পাঠ করিতে যাইয়া আমরা উহার ভাষা, আখ্যান-বস্তু, ছন্দ ও কবিত্ব সম্বন্ধে যে সকল বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি, সে সম্বন্ধে কিছু না বলিয়াও পারিতেছি না। যদি আমাদের এই আলোচনা পাঠ করিয়া প্রাচীন সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকদিগের মধ্যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরও এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের পাঠ ও আলোচনায় ঔৎসুক্য জন্মে, তাহা হইলেই আমাদের পরিশ্রম সফল হইবে।

আমরা প্রথমে কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বসন্ত বাবু অদ্ভুত পরিশ্রম করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দাবলীর একটি প্রকাণ্ড সূচী গ্রন্থ-শেষে সংযোজিত করিয়াছেন; উহাতে প্রায় সকল শব্দেরই অর্থ ও প্রয়োগের পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে। তিনি টীকার অনেক স্থলেই ঐ সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি-প্রদর্শন ও তুলনার জন্য বিদ্যাপতি, মাধব কন্দলি, শঙ্কর দেব, গুণরাজ খাঁ প্রভৃতি মৈথিল, আসামী ও বাংলা প্রাচীন কবিদিগের গ্রন্থ হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন; উহা দ্বারা তাঁহার অসাধারণ গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বসন্ত বাবু কৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দ ও বর্ণ-বিন্যাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রাকৃত ও তজ্জাত শব্দ-সংখ্যাই অধিক; সংস্কৃত শব্দের ভাগ অতি অল্প। সেই হেতু বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালী কিছু বিচিত্র। ণ-কার ও স-কারের প্রয়োগ-বাহুল্য শৌরসেনী ভাষার প্রভাব সূচিত করিতেছে।" বসন্ত বাবুর এই উক্তিটির আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে পারি না। শৌরসেনী প্রাকৃতে ন-কারের স্থলে সর্ব্বত্র ণ-কার বিহিত হইয়াছে;—ন-কার কোথাও দেখা

যায় না। শৌরসেনী প্রাকৃতের এই নিয়মটি, উহার উচ্চারণের অনুরূপ, না কেবল একটা লেখার কায়দা, সে সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। ন-কারের উচ্চারণ অপেক্ষা ণ-কারের উচ্চারণ কঠিন; কঠিন হইতে সহজে যাওয়াই অপভ্রংশের সাধারণ নিয়ম। ব্যবহারেও তাহাই দেখা যায়। হিন্দী, মৈথিল ও বাংলা ভাষায় ণ-কার প্রায় সর্ব্বত্রই ন-কাররূপে উচ্চারিত হয়। কৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দ-সূচিতে ২৮০টি ন-কারাদি শব্দ আছে; কিন্তু ণ-কারাদি মাত্র ১৪টি শব্দ দেখা যায়। সেই ১৪টি ণ-কারাদি শব্দও আবার অনেক স্থলে ন-কারাদিরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের প্রায় সম-সাময়িক বিদ্যাপতির পদাবলীতে প্রায় সর্ব্বত্র ণ-কার স্থলে ন-কারের প্রয়োগ দেখা যায়; এ অবস্থায় চণ্ডীদাসের সময়ে যে কতকগুলি ন-কারাদি শব্দ কখনও ন-কারাদি, আর কখনও ণ-কারাদিরূপে উচ্চারিত হইত, এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। বাংলা-ব্যাকরণ রচিত হওয়ার পূর্ব্বে সংস্কৃতজ্ঞ লিপিকারগণও প্রায়ই শব্দের অক্ষর-বিন্যাসে হ্রস্ব-দীর্ঘ ও ষত্ব-ণত্বের দিকে দৃক্‌পাত করিতেন না। সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিকারও যে স্বেচ্ছাচার হেতুই ন-কার স্থলে ণ-কারের প্রয়োগ করেন নাই, ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? কৃষ্ণকীর্ত্তনে স-কার-বাহুল্যও যে কিয়ৎপরিমাণে লিপিকারের স্বেচ্ছাচার-জনিত, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, শ-কারাদি বহু শব্দই আমরা স্থানান্তরে স-কারাদিরূপে প্রযুক্ত দেখিতে পাই। এ স্থলে ইহাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, যাহা সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে স-কারাদি হইবে, তাহা প্রায় কোন স্থলেই শ-কারাদিরূপে প্রযুক্ত হয় নাই; কিন্তু যাহা শ-কারাদি হইবে—ঐরূপ 'শকতি', 'শর', 'শরণ', 'শলি', 'শাপ', 'শুন' প্রভৃতি বহু শব্দ 'সকতি', 'সর' ইত্যাদি স-কারাদিরূপে লিখিত হইয়াছে; সুতরাং লিপিকারের যে স-কারের উপর খুব ঝোঁক ছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইহা শৌরসেনী-প্রাকৃতের প্রভাব-জনিত কি না, তাহাই বিচার্য্য বিষয়। হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় স-কারের বাহুল্য দেখা যায়; উত্তর-পশ্চিম ও মিথিলার লোকেরা অদ্যাবধি শ-কারের পরিবর্ত্তে প্রায়ই স-কার উচ্চারণ করে। বাংলা-দেশের ব্যবহার উহার বিপরীত; বাংলা-দেশে স-কার প্রায় সর্ব্বত্রই শ-কারবৎ উচ্চারিত হয়। চণ্ডীদাসের বাস-স্থল বাংলার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ও মিথিলার সন্নিহিত বলিয়া, সেখানে প্রাচীন কালে শ-কার স-কারের মত উচ্চারিত হইত, ইহা অনুমান করিলেও করা যাইতে পারে। রাঢ়-দেশের অশিক্ষিত লোকের কথ্য ভাষায় এখনও 'সব', 'সকল' ইত্যাদি শব্দে স-কারের (ইংরেজি S অক্ষরের ন্যায়) প্রকৃত দন্ত্য উচ্চারণ শুনিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে বাংলা দেশে বোধ হয়, স-কারের এই দন্ত্য উচ্চারণেরই প্রাবল্য ছিল এবং উহা হইতেই বোধ হয়, প্রাচীন পুথিতে স-কারের এত বাহুল্য চলিয়া আসিতেছে। কি কারণে যে উহার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে এবং এখন প্রায় সমস্ত বাংলা-দেশে স-কারের দন্ত্য উচ্চারণ বিলুপ্ত হইয়া, উহা শ-কারবৎ উচ্চারিত হয়, তাহা ভাষা-তত্ত্বের একটি জটিল সমস্যা বলে হয়। হিন্দী, মৈথিল প্রভৃতি ভাষা অপেক্ষা আধুনিক বাংলা ভাষার উপর সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব অনেক বেশী—তাহা সকলেই জানেন। আমাদের মনে হয়, যখন হইতে সংস্কৃত

ব্যাকরণের দিকে বাংলা-ভাষার এই অতিরিক্ত ঝোঁক পড়িল, তখন হইতেই শৌরসেনী-প্রাকৃতের বর্জ্জিত শ-কারের পুনর্গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই শ-কারের (ইংরেজি Sh অক্ষরের ন্যায়) তালব্য উচ্চারণ ফিরিয়া আসিল। অপ্রচলিতকে চালাইতে হইলে একটু অতিরিক্ত, একটু অস্বাভাবিক চেষ্টার আবশ্যক হয়; সেই অস্বাভাবিক চেষ্টার ফলে ক্রমে সেই তালব্য উচ্চারণ স্থানে-অস্থানে প্রযুক্ত হইয়া স-কারের ন্যায্য অধিকারের মধ্যে অনধিকার-প্রবেশ করিয়া বসিল। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সময় হইতেই বোধ হয়, শ-কারের প্রভাব একটু একটু করিয়া বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল—কিন্তু তখন পর্য্যন্ত স-কারই প্রবল; তাই আমরা দেখিতে পাই, শ-কার কখনও স-কারের অধিকারে অনধিকার-প্রবেশে সাহসী হয় নাই; কিন্তু স-কার নিষেধ না মানিয়া, 'সকতি', 'সর', 'সরণ' প্রভৃতি বহু শব্দেই শ-কারের ন্যায্য অধিকারের মধ্যে অনধিকার-প্রবেশ করিয়া বসিয়াছে। স-কারের এই আধিপত্য যে শৌরসেনী-প্রাকৃতের প্রভাব ও কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনতার সূচনা করিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অন্যান্য প্রাচীন বাংলা-পুথি হইতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের বর্ণবিন্যাসের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, উহাতে স-কারের ন্যায় আ-কারেরও অনধিকার-প্রবেশের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। 'অকারণ', 'অঙ্গ', 'অচেতন', 'অতি', 'অধিন' প্রভৃতি প্রায় ৭০টি অ-কারাদি শব্দের পরিবর্ত্তে 'আকারণ', 'আঙ্গ', 'আচেতন' ইত্যাদি আ-কারাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; স্থানান্তরে আবার 'অকারণ', 'অঙ্গ' ইত্যাদি রূপ প্রয়োগেরও অভাব নাই। এইরূপ বিসদৃশ প্রয়োগের কারণ কি, বসন্ত বাবু সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। লিপিকার যে কেবল স্বেচ্ছাচার হেতু এতগুলি শব্দের আদ্যক্ষরের গোলযোগ করিয়া ফেলিয়াছে, ইহা কিছুতেই সম্ভব বোধ হয় না। অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই জানেন; সংস্কৃতে অ-কারের উচ্চারণ ঠিক বাংলা অ-কারের মত নহে; সংস্কৃত অ-কার আ-কারেরই হ্রস্ব-সংস্করণ; অর্থাৎ সংস্কৃত অ-কার একটু বেশী দীর্ঘ উচ্চারণ করিলেই আ-কার হয়। বাংলা অ-কারের উচ্চারণ অধিকাংশ স্থলেই অ-কার ও ও-কারের মাঝামাঝি,—কতকটা ইংরেজি (O) অক্ষরের মত। এ জন্যে বাংলা 'কলম্' শব্দটি সংস্কৃত-ধরণে উচ্চারণ করিলে, অনেকটা বাংলা 'কালাম্' শব্দের ন্যায় শুনায়। হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় অ-কারের এই প্রাচীন উচ্চারণ অদ্যাপি প্রচলিত আছে; কেবল বাংলা-ভাষায়ই উচ্চারণের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'অকারণ', 'অঙ্গ' প্রভৃতি প্রায় ৭০টি অ-কারাদি শব্দের আ-কারাদি প্রয়োগ দেখিয়া অনুমান হয়, সে সময় পর্য্যন্ত অ-কারের প্রাচীন উচ্চারণ সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয় নাই। শব্দের আদ্য অকার, উচ্চারণে বাঙ্গালা আ-কারের মত প্রতীত হওয়ায়, অনেক স্থলে আ-কার দ্বারা এবং সংস্কৃত বর্ণ-বিন্যাসের সাদৃশ্য হেতু অনেক স্থলে অ-কার দ্বারা লিখিত হইয়াছে। ইহা অ-কারের প্রাচীন ও আধুনিক উচ্চারণের সন্ধি-কালেরই সূচনা করিতেছে। অন্য কোন বাংলা পুথিতেই আমরা অ-কারের স্থলে এইরূপ আ-কারের প্রয়োগ পাই না; সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথি যে ঐ সকল বাংলা পুথির মধ্যে প্রাচীনতম, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, উহাতে এরূপ অনেক শব্দ পাওয়া যায়, যাহা সুদূর আসাম, উত্তরবঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্য ভাষায় চলিত আছে। এরূপ শব্দ-সাম্য দেখিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিখানা বুঝি আসাম, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গ ঘুরিয়া, ঐ সকল প্রদেশের কতকগুলি অপ-শব্দ সঞ্চিত করিয়া, বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, আসাম, উত্তরবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি বাংলার সকল প্রদেশের ভাষাই একই আকর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং পরবর্ত্তী সময়ে এই সকল ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, আদিম যুগে সেই পার্থক্য ছিল না—থাকিতেও পারে না। অতএব কৃষ্ণকীর্ত্তনের ব্যবহৃত শব্দ, ক্রিয়া ও কারক-বিভক্তির সহিত সুদূর আসাম, উত্তরবঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গের প্রচলিত অনেক শব্দ ও বিভক্তির সাদৃশ্য-দর্শনে কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার দেশান্তরে প্রচার হেতু বিকৃতি প্রমাণিত না হইয়া, বরং উহার অসাধারণ প্রাচীনতাই প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু তাঁহার 'বাঙ্গালা শব্দ-কোষ' নামক উৎকৃষ্ট গবেষণাপূর্ণ অভিধান গ্রন্থে রাঢ়ের প্রাচীন ও আধুনিক কথ্য ও লেখ্য ভাষার বহু শব্দই সন্নিবেশিত করিয়াছেন; কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্যবহৃত অনেক শব্দই উহাতে পাওয়া যায় না। বসন্ত বাবু এই শ্রেণীর অধিকাংশ শব্দের সম্বন্ধেই টীকায় নিপুণ আলোচনা করিয়াছেন; তাঁহার অনালোচিত কয়েকটি শব্দের সম্বন্ধে আমরা দুই চারিটি কথা বলিব।

চিতরে—'(চিৎ হইয়া, উত্তান ভাবে) ২।' পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্য-ভাষায় 'চিত্তর', যথা—'চিত্তর হইয়া পড়িল' ইত্যাদি। 'চিৎ' ও 'চিতর' শব্দের ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত।

আগুছিয়া—'(আগে আসিয়া, সম্মুখবর্ত্তী হইয়া) ২২৪।' পূর্ব্ব-বঙ্গে সম্মুখে আসিয়া পথ-রোধ করাকে 'আগোছা' বলে। বোধ হয়,—'অগ্রে সরিয়া' হইতেই 'আগুছিয়া' হইয়াছে।

টেটন—'(দুষ্ট, শঠ) ৭৭, ২১৭।' পূর্ব্ব-বঙ্গের কথ্য ভাষায় এই শব্দটির বহুল ব্যবহার দেখা যায়। সংস্কৃত 'ধৃষ্ট' শব্দের অপভ্রংশ 'টীট' শব্দের সহিত ইহার কোন যোগ আছে কি? 'টীট' শব্দটি বাংলা কোন কোন পুথিতে 'টীট' রূপে দেখা যায়।

সকালে—'(পূর্ব্বাহ্ণে, সত্বর) ১৪৯, ২১২।' 'সকাল' শব্দটি 'তৎ সম' শব্দ বলিয়াই বোধ হয়; ('কালেন সহ বর্ত্তমানং সকালং' বাক্য করিলে উহার মৌলিক অর্থ 'প্রভাত' বা 'পূর্ব্বাহ্ণ' নহে, উচিত সময় বা 'সত্বর' অর্থই প্রকাশ পায়। পূর্ব্ব-বঙ্গে 'সকাল' শব্দ 'সত্বর' অর্থেই প্রযুক্ত হয়।

তড় পথে—'(স্থলপথে) ১৬৭।' পূর্ব্ব-বঙ্গে 'তড়-পথে' ও 'তড়ে' উভয় শব্দেই 'স্থল-পথে' বুঝায়। 'তড়' শব্দটি সংস্কৃত 'তট' শব্দের প্রাকৃত-রূপ 'তড' শব্দের অপভ্রংশ।

জুড়িল—'(আরম্ভ করিল) ২৩৪। ৩৭৬।' সংস্কৃত 'যুট' ধাতু হইতে উদ্ভূত। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সূচীতে যে দুইটি প্রয়োগের উল্লেখ আছে, তাহার প্রথমটিতে 'নান্দ যশোদা মিলি

জুড়িল কান্দন' ও দ্বিতীয়টিতে 'না পাইয়া জুড়িল ক্রন্দনে' আছে। এইরূপ আরও প্রয়োগ দেখা যায়, যথা—'দামোদর জুড়িল নাচনে' ২৩৬ পৃষ্ঠা।' 'জুড়' ধাতুর এইরূপ রীতি-সিদ্ধ (Idiomatic) প্রয়োগ পূর্ব্ব-বঙ্গে খুব প্রচলিত আছে।

বিচারিআঁ—'(অন্বেষণ করিয়া) ২৯০।৩২২।' সংস্কৃত 'বিচার্য্য' (প্রাকৃত—বিচারিঅ) শব্দের 'বিচার করিয়া', 'আলোচনা করিয়া' অর্থ হইতেই 'অনুসন্ধান করিয়া, অন্বেষণ করিয়া' অর্থ উদ্ভূত হইয়াছে। এই অর্থে পূর্ব্ব বঙ্গে সর্ব্বত্র 'বিচরাইয়া' শব্দের ব্যবহার আছে।

বাঁহুক—'(বাঁক, ভার-যষ্টি) ১৬৮, ১৬৯।' পূর্ব্ব-বঙ্গে 'বাঁহুক' শব্দটির খুব প্রচলন ছিল; এখন অনেক স্থলে 'বাঁক' বলা হয়। ইহা বোধ হয়, প্রাকৃত 'ব্যাভাঙ্গী' শব্দেরই অপভ্রংশ। খুঁজিলে এইরূপ আরও অনেক শব্দ পাওয়া যাইবে। এই শ্রেণীর 'কলি,' 'কৈলী' ও 'কৌল' শব্দ তিনটি কৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্যবহৃত হইয়াছে। রাঢ়দেশের প্রচলিত ভাষায় ব্যবহার না থাকাতেই বোধ হয়, বসন্ত বাবু ঐ শব্দগুলির অর্থ-নির্ণয়ে ভুল করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে,—

(১) "আহ্মা শিশু না দেখিহ সুণ ল সুন্দরি রাধা
আহ্মে কলি ত্রিদশ ঈশরে।"—৮২ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন—"কলি—শূর, অশেষ বল-শালী।" 'কলি' শব্দের এইরূপ অর্থ কোন কোষে বা সাহিত্য-গ্রন্থে দেখা যায় না। কৃষ্ণকীর্ত্তনের অন্য স্থলে 'কলি-কাল' অর্থে 'কলি' ও 'কলী' শব্দের প্রয়োগ আছে; সে অর্থ এখানে খাটে না। পূর্ব্ব-বঙ্গে 'কৈল্' এই অব্যয় শব্দটি নিশ্চয়ার্থে গ্রাম্য-ভাষায় ব্যবহৃত হয়। যথা—'আমি কৈল্ যাব না' ইত্যাদি। 'আইজ্', 'কাইল্' প্রভৃতি কথ্য শব্দের রূপান্তর যেরূপ লেখ্য ভাষায় 'আজি' 'কালি' হইয়াছে, সেইরূপ 'কলি' শব্দটিও ঐ 'কৈল্' শব্দেরই রূপান্তর। 'কৈলী' শব্দে 'কৈল্' শব্দের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট; 'কৈল্' শব্দের শেষে একটি 'ঈ' (ই) যোগ করিয়া—'কৈলী' হইয়াছে; উহার অর্থ 'নিশ্চিতই'। ঐ-কার ও ঔ-কারের উচ্চারণের সাদৃশ্য হেতু অপভ্রংশে ঐ-কার স্থলে ঔ-কারের ব্যবহার বিরল নহে; সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'কলি', 'কৈলী' ও 'কৌল' শব্দ অভিন্ন বলিয়াই বিবেচনা হয়। বোধ হয়, 'সাকল্যে' শব্দের আদ্য 'সা' অক্ষরের বিলোপ দ্বারা 'সাকল্যে' হইতেই 'কুল্যে', 'কল্য,' (কলিয়) ও 'কলি' শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। 'কলি' শব্দের ব্যুৎপত্তি যাহাই হউক না কেন, উহার অর্থ যে 'সাকল্যে' বা 'নিশ্চিত', তাহাতে সন্দেহ নাই। 'আহ্মে কলি ত্রিদশ ঈশরে' বাক্যের অর্থ—আমি নিশ্চিত ত্রিদশ-ঈশ্বর।

(২) "মোর বোলেঁ তোহ্মে তার পাশক না আসিবে।
পাছে কলি কাহ্নাই বিরহ দুখ পাইবে॥"—৩৯৭ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু এখানে লিখিয়াছেন,—'কলি—'কালি' হইবে বোধ হয়।' অর্থের জন্য এরূপ পাঠ-বিভ্রাট-কল্পনা সঙ্গত নহে। এখানে 'কালি' পাঠের 'কল্য' অর্থই সংলগ্ন হয় কি? 'পাছে কৈল্' এই বাক্যাংশ পূর্ব্ব-বঙ্গের গ্রাম্য ভাষায় সর্ব্বত্র শুনা যায়। ইহার অর্থ 'শেষে নিশ্চিত'—'শেষে কল্য' নহে।

(৩) 'বারেক সুরতি মান না কর নিরাসে।
পাছে কৈলী না পাইবে দেব খষীকেশে ॥—৯৯ পৃঃ

বসন্ত বাবু এখানে লিখিয়াছেন,—'পাছে কৈলী—পশ্চাৎ করিলে, অবহেলা করিলে।' 'পশ্চাৎ' শব্দের 'অবহেলা' অর্থ ও 'কৈলী' শব্দের 'করিলে' অর্থ কোন মতেই সিদ্ধ করা যাইতে পারে না। 'পাছে কৈলী' ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের 'পাছে কলি' অভিন্ন ও একার্থক।

(৪) 'এভোঁ গোআলিণী ধর আহ্মার বচনে।
পাছে কৌল না পাইবে নন্দের নন্দনে ॥"—১২১ পৃঃ

বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন,—'কৌল—কোল, আলিঙ্গন।' 'নন্দনে' শব্দের অর্থ 'নন্দনের' না করিলে, এরূপ অর্থ সিদ্ধ হয় না। এখানে যে 'আলিঙ্গন' অর্থ সংলগ্ন হয় না, তাহা বলা বাহুল্য। 'পাছে কৌল' ২য় ও ৩য় উদাহরণের 'পাছে কলি' ও 'পাছে কৈলী' বাক্যাংশের সহিত অভিন্ন ও একার্থক।

আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দ ও বাক্যার্থ-নির্ণয়ে আরও যে কতকগুলি ভ্রম-প্রমাদ লক্ষ্য করিয়াছি, এ স্থলেই উহার উল্লেখ করিয়া, পরে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

(৫) 'আয়িলা দেবের সুমতি শুণী।
কংসের আগক নারদ মুণী ॥'—২ পৃঃ

বসন্ত বাবু 'সুমতি' শব্দের অর্থ 'সুমন্ত্রণা' লিখিয়াছেন। সুমতি শব্দের এরূপ অর্থে প্রয়োগ দেখা যায় না। কৃষ্ণকীর্ত্তনে এই শব্দটির আরও প্রয়োগ আছে, যথা—

"তোর মোর উভয় সমতী।"—১৮৭ পৃঃ
"মাহানিন্দ যাসি কেহ্নে শুণ হে গোআলী।
চিআইআঁ সমতী দেহ রাধা চন্দ্রাবলী ॥"—২৮৬ পৃঃ
"তোরে মো না এড়িবো দূতী ল।
বোলহ কাহ্নেরে রাধাক দেউক সমতী ল ॥"—৩০০ পৃঃ

উদ্ধৃত তিনটি স্থলেই (সংস্কৃত 'সম্মতি' শব্দ-জাত) 'সুমতি' বা 'সুমতী' শব্দের 'সম্মতি' অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। পরবর্ত্তী পদাবলী-সাহিত্যেও এই 'সমতি' শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে। ডাক্তার ফ্যালন্ তাঁহার প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী-ইংরেজী অভিধানে হিন্দী 'সুমতী' শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

(৬) "এবে দৈবকীঞ যত গর্ভ ধরিব।
পাপ দুঠ্ঠ কংসে তাক সবই মারিব ॥"—৩ পৃঃ

বসন্ত বাবু 'পাপ' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'পাপের প্রতিমূর্ত্তি'। বস্তুতঃ এখানে প্রতিমূর্ত্তি-কল্পনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। বিশেষণ 'পাপ' শব্দটি 'পাপিষ্ঠ' অর্থে সংস্কৃতে ও ভাষা-সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথম-পুরুষের ক্রিয়া-পদে 'ধরিব' ও 'মারিব' প্রয়োগ ঠিক পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গের গ্রাম্য ভাষার অনুরূপ।

(৭) "তে কারণে পদ্মা উদয়ে।
উপজিলা সাগরের ঘরে ॥ ল ॥ আল রাধা ॥"—৬ পৃঃ

(৮) "আইহনের মাঅ গুণী মনে।
ঝাঁট গিয়া পদ্মার থানে ॥ ল বড়ায়ি ॥
চাহি লৈল বুঢ়ীঅ মাই।
তার পিশি রাধাব বড়ায়ি ॥ ১ ॥"—৭ পৃঃ

বসন্ত বাবু (৮)এর উদাহরণের টীকায় লিখিয়াছেন, –"পূর্ব্ববর্ত্তী পদের 'পদ্মা উদর এবং সাগরেব ঘর' সম্বন্ধে আমবা নিঃসংশয় হইতে পারিয়াছিলাম না। আলোচ্য পদে 'পদ্মা' শব্দে কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারি নাই। পরম শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় উহাব নিম্নলিখিতরূপ সমাধান করিয়া দিয়া আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—'বৃষভানুর মাতার নাম পদ্মাবতী··· ··। পদ্মা শব্দটি বোধ হয় দুইটি পদে দুইটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; 'তেঁ কারণে·····সাগরের ঘরে'—সেই কারণে সাগর-নিলয়ে পদ্মকোষ-মধ্যে রাধিকার জন্ম হইল। লক্ষ্মী সাগবসম্ভবা, পদ্মালয়া, দুই ভাবই এই ব্যাখ্যায় ঠিক রহিল। 'আইহনের মাঅ গুণী মনে·····তার পিসী রাধার বড়ায়ি'— আয়ানের মাতা মনে বিচার করিয়া, শীঘ্র বৃষভানুর মাতা পদ্মাবতীর নিকট গিয়া' ইত্যাদি।" শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয় বাবুর প্রতিপাদিত অর্থ কৌশলপূর্ণ হইলেও উহার দ্বারা সমস্যার সমাধান হয় না। কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'রাধাবিরহ' নামক খণ্ডের "শত পল সোনা" ইত্যাদি পদে শ্রীবাধা বড়াইকে বলিতেছেন,—

"তথাঁ হোঁ চাহিআঁ যবেঁ না পাহ গোপালে।
তবেঁ সি চাইহ গিয়া ভাগীরথীকূলে ॥
তথাঁ হোঁ না পাইলে চাইহ সাগরের ঘরে।
সাগর গোআলে বাত পুছিহ সত্বরে ॥"—৩৪০ পৃঃ

বসন্ত বাবু ইহার টীকায় লিখিয়াছেন—"ভাগীরথীকূলে—'ভগীরথ কুলে' অর্থাৎ ভগীরথ-নামা (কোন) গোপ-গৃহে, এইরূপ অর্থ হইতে পারে। উপরে 'যমুনার কূলে' (পৃঃ ৩৩৯) বলা হইয়াছে।" পুনশ্চ "সাগরের ঘরে—পূর্ব্বে একবাব পাওয়া গিয়াছে (পৃঃ ৬)। এখানে আবার সা গ র গো আ ল বলা হইতেছে। ইনি কে?" তাহা হইলেই অক্ষয় বাবুর সমাধান থাকিল না। সাগর যে সমুদ্র বা সায়র (অর্থাৎ দহ) নহে, সম্ভবতঃ কৃষ্ণকীর্ত্তনের মতে রাধাব জনক—গোপবিশেষ হইবেন, উদ্ধৃত উক্তির দ্বাবা উহাই অনুমান হয়। সুতরাং এ অবস্থায় 'পদ্মা'ও 'পদ্ম' না হইয়া রাধার গর্ভধারিণী গোপীবিশেষই হইবেন। শ্রীরাধার জনক-জননীব পুরাণোক্ত নামের সহিত এই বৈষম্য বিচিত্র হইলেও, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে যখন শ্রীবাধার মাতাব নাম 'কলাবতী' ও পদ্মপুরাণে 'কীর্ত্তিদা' কথিত হইয়াছে বলিয়া বসন্ত বাবুই লিখিয়াছেন, তখন অপর কোন পুরাণ বা লৌকিক আখ্যায়িকা অনুসাবে শ্রীবাধার জনক ও

জননীর নাম পদ্মাবতী ও নাগর গোয়াল ছিল, চণ্ডীদাস উহাই গ্রহণ করিয়াছেন—এ
কবিলেই চলিতে পারে। এইরূপ অর্থ না করিলে উদ্ধৃত বাক্যগুলির সঙ্গতি
রক্ষা করা যায় না। আমাদের বোধ হয়, শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয় বাবু কৃষ্ণকীর্ত্তনের
লিখিত 'শত পল সোনা' ইত্যাদি পদটি দৃষ্টি করেন নাই, তাই ঐরূপ পরস্পর-
করিয়াছেন। দ্বিতীয় পহুমা অক্ষয় বাবুর বর্ণিত-রূপ রাধার পিতামহী হইলে, তাঁর
বড়াইর কি সম্পর্ক, তাহা অনুক্ত থাকায়, আয়ানের মাতা কি জন্য সেই পহুমার নিব
নিজের পিসীকে শ্রীরাধার সঙ্গিনী করার জন্য চাহিয়া আনিবেন, উহার কারণ বুঝ
কৃষ্ণকীর্ত্তনে বড়াই বুড়ীর যে সকল দূতী-কার্য্য ও শ্রীরাধার সহিত সখী-সুলভ চাপ
হইয়াছে, তাহাতে বড়াই বুড়ী আয়ানের মাতার পিসী না হইয়া, পহুমার অর্থাৎ
স্বীকৃত অর্থ-অনুসারে শ্রীরাধার মাতার পিসী হওয়াই অধিক সম্ভবপর বোধ হয়;
বড়াইকে আয়ানের মাতা ও আয়ানের হিতকাঙ্ক্ষিণী না হইয়া, শ্রীরাধারই হিতক
হিতকারিণী হইতে দেখা গিয়াছে। 'তার পিসী' বলিলে এখানে সঙ্গত অন্বয়
কোনরূপেই পহুমার পিসীকে না বুঝাইয়া, আয়ানের মাতার পিসীকে বুঝাইতে
কারণ, 'তৎ' শব্দ দ্বারা কাহাকেও সূচিত করা হইলে 'তৎ' শব্দের অব্যবহি
বিশেষ্য পদই সূচিত হইয়া থাকে। সুতরাং 'ঝাঁট গিয়া পহুমার থানে।...চাহি
মাই। তার পিসী রাধার বড়াই॥' বাক্যে যখন কোনমতেই 'তার' শব্দে 'বুড়ী'
বুঝাইতে পারে না, তখন উহা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পহুমাকে না বুঝাইয়া, কিরূপে যে
মাতাকে বুঝাইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। 'পহুমা' শব্দে রাধার জননী
কোন দিকেই কোন অসঙ্গতি থাকে না;—কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রধান দূতী বড়াই বুড়ীর ক
ও শ্রীরাধার সহিত রসের সম্পর্কটিও বেশ বুঝা যায়। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য,
কূলে' শব্দ দুইটির অর্থ কষ্ট-কল্পনার সাহায্যে 'ভগীরথকুলে' ধরিয়া লইয়া, বসন্ত
'ভগীরথনামা (কোন) গোপ-গৃহে' অর্থ করিয়াছেন, তাহাও সমীচীন বোধ
কৃষ্ণকীর্ত্তনে ভগীরথ-নামক কোন গোপের প্রসঙ্গ নাই; সুতরাং পাঠ-বিভ্রাট কল্প
উহার অপ্রাসঙ্গিক অর্থ করিয়া ফল কি? বৃন্দাবনের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহের বর্ণনায়
তীর অবশ্যই আসিতে পারে না; কিন্তু ব্রজমণ্ডলে ত মানস-গঙ্গা নামে এক
জলাশয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে বর্ণিত হইয়াছে। চণ্ডীদাস হয় ত মানস-গঙ্গার তীরকেই
কূল বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকিবেন।

(৯) "নলে ধরি কাহ্নাইর বচনে।
চলি ভৈল রাধিকার থানে॥ ল॥ ঞ॥"—১৫ পৃষ্ঠা।

বসন্ত বাবু 'চলি ভৈল' বাক্যের অর্থ লিখিয়াছেন—'গমন করিল, যাত্রা করিল
শব্দের 'গমন' অর্থ কোন প্রকারে করা গেলেও, 'ভৈল' শব্দের 'করিল' অর্থ ব্যাক
প্রয়োগ-সিদ্ধ নহে। আমাদের বোধ হয়, চণ্ডীদাস 'চলিত' অর্থেই 'চলি' শব্দে

করিয়াছেন। 'চলিত' শব্দের অপভ্রংশে 'চলিঅ' ও 'চলিঅ' শব্দের শেষাক্ষর-লোপে 'চলি' সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং 'চলি ভৈল' বাক্যের অর্থ—'চলিত হইল, প্রস্থিত হইল'।

(১০) "—মহাদাণী এত কালে শুণী
হেন আচারিজ বাণী।
তোর বাপ মাএ লাজ নাহি তাএ
শুণ দেব চক্রপাণী॥"—৩৭ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু টীকায় লিখিয়াছেন,—"আচারিজ—পা° ও প্রা° "আচরিয়"। আচার্য্য, ব্যবস্থাপক।" পুনশ্চ শব্দ-সূচিতে লিখিয়াছেন—"আচারিজ (আচার্য্য, দৈবজ্ঞ,) ৩৭।" সংস্কৃত 'আচার্য্য' শব্দের অপভ্রংশ 'আচারিজ' হইতে পারিলেও এখানে আচার্য্য, ব্যবস্থাপক বা দৈবজ্ঞ—ইহার কোন অর্থই সংলগ্ন হয় না। আমাদের মতে এই 'আচারিজ' শব্দটি 'আশ্চর্য্য' শব্দের অপভ্রংশ। সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃত-উক্তিতে 'আশ্চর্য্যং আশ্চর্য্যং' অর্থে 'অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং' দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত 'আশ্চর্য্য' শব্দের অপভ্রংশে 'আচ্চরিজ', 'আচারিজ' সহজেই সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং 'আচারিজবাণী' শব্দ দুইটির অর্থ 'আচার্য্যের কথা' নহে—উহার অর্থ—'আশ্চর্য্য কথা'।

(১১) "আহ্মা পরিহরিলে ভাল না পাইবে
পাছেঁত পাইবেঁ দুখে।
এ রূপ যৌবন পাছানা যাইবে
তুলি চাহা মোর মুখে॥ ৩॥"—৪০ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু টীকায় লিখিয়াছেন,—"পাছানা—চেনা, চিহ্নিত করা'; 'এ রূপ যৌবন' ইত্যাদি—তোমার এই রূপ যৌবন কেমন, তাহা জানা যাইবে, আমার প্রতি একবার মুখ তুলিয়া তাকাও।" বসন্ত বাবু শব্দ-সূচিতে লিখিয়াছেন—'প্রা° পচ্চহিআণ। প্রত্যভিজ্ঞান, চেনা)।' বস্তুতঃ সংস্কৃত 'প্রত্যভিজ্ঞান' শব্দের প্রাকৃত রূপ যে পচ্চহিআণ এবং উহা হইতেই যে হিন্দী 'পহিচানা' শব্দের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই 'পাছানা' সেই 'পহিচানা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কি? 'প্রত্যভিজ্ঞান' অর্থে 'পহিচানা' বা 'পাছানা' শব্দের প্রয়োগ বাংলা-সাহিত্যে আর দেখি নাই; কৃষ্ণকীর্ত্তনেও এই একটি মাত্র সন্দিগ্ধ প্রয়োগ আছে। আমাদের বিবেচনায় এখানে 'চেনা' বা 'জানা' অর্থ উত্তমরূপে সংলগ্ন হয় না। 'পাছানা' শব্দটিকে 'পাছা না' ধরিয়ে—'তোমার এই রূপ-যৌবন (মৃত্যুকালে) পাছা (পশ্চাৎ অর্থাৎ সঙ্গে) যাইবে না' অথবা—'তোমার এই রূপ-যৌবন (একবার চলিয়া গেলে) আর পাছে যাইবে না অর্থাৎ পাছে হাটিবে না—পাছে ফিরিয়া আসিবে না'—এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারে। তুলনা করুন,—

"ক্ষীণঃ ক্ষীণোঽপি শশী ভূয়ো ভূয়োঽভিবর্দ্ধতে সতম্।
বিতর প্রসীদ সুন্দরি যৌবনমনিবর্ত্তি তদাস্তু॥"—উদ্ভট শ্লোক

(১২) 'তার গোত মুণ্ডিলেক আন্ধার যৌবনে।
কিসকে বাখানে কাহ্ন মোর দুই তনে॥'—৪১ পৃষ্ঠা।

বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন—"গোত—প্রা° গোত্ত। গোত্র। মুণ্ডিলেক—'খুণ্ডিলেক' হইবে বোধ হয়। খুঁড়িল, খড়-দৃষ্টি দিল। তার গোত খুণ্ডিলেক ইত্যাদি—তার ঝাড়ে-বংশে আমায় কুচক্ষে দেখিল।"

প্রথমতঃ নিরুপায় না হইলে এইরূপ পাঠ-বিভ্রাট-কল্পনা সঙ্গত নহে। দ্বিতীয়তঃ 'খুণ্ডিলেক' পাঠের 'খুঁড়িল' অর্থ হইতে 'খর-দৃষ্টি দিল', 'কুচক্ষে দেখিল' অর্থ সহজে সিদ্ধ হয় না। তৃতীয়তঃ এইরূপ অর্থ করিলে প্রথম পংক্তির সহিত দ্বিতীয় পংক্তির বিশেষ যোগ বা প্রথম পংক্তির বিশেষ সার্থকতা থাকে না। আমাদের বিবেচনায় 'মুণ্ডিলেক'ই বিশুদ্ধ পাঠ। 'তার গোত' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয়ের সম্মিলিত অর্থ—'আমার যৌবন তাহার গোষ্ঠীকে মুণ্ডিত অর্থাৎ মস্তক-মুণ্ডন দ্বারা সূচিত গৃহত্যাগী করিয়াছে; (নতুবা) কি জন্য কৃষ্ণ আমার স্তন-দ্বয়কে বাখানিবে?' শ্রীরাধার এই ধ্বনি-গর্ভ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার যৌবন কৃষ্ণের গোষ্ঠীর সর্ব্বনাশ না করিয়া থাকিলে, কৃষ্ণ তাঁহার সতীত্ব-নাশ দ্বারা শত্রুতার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিবে কেন? 'তার গোত' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয়কে উৎকৃষ্ট ধ্বনির দৃষ্টান্ত গণ্য করা যাইতে পারে।

(১৩) "লোভেঁ নাভী তলে বসে তীন রূপ বলী।
উর শোভে বিপরীত রাম কদলী॥ ৩॥"—৪৮ পৃঃ।

বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন,—"লোভেঁ—প্রলুব্ধ করে বা লোভনীয়। নাভী—নাভি। তীন রূপ বলী—ত্রিবলী, উদরাদির মাংস সঙ্কোচ-জনিত রেখা-ত্রয়।"

'লোভেঁ' শব্দের 'প্রলুব্ধ করে' অর্থ আর কোথায়ও দেখা যায় না। এইরূপ অর্থ করিলে 'লোভেঁ' ক্রিয়ার কর্ত্তৃ-পদ 'নাভী' ও 'তলে' শব্দকে 'বসে' ক্রিয়ার অধিকরণ কল্পনা না করিয়া গত্যন্তর নাই; 'নাভী তলে' শব্দে 'নাভি-প্রদেশ' ও তদন্তর্গত নিম্ন উদর বুঝা গেলেও, শুধু 'তলে' শব্দে 'নিম্নে' অর্থাৎ 'নাভির নিম্নে' অর্থই প্রকাশ পায়। ত্রিবলী নাভির উপরে উদরেই দৃষ্ট হয়; মহাকবিরা উদরস্থিত ত্রিবলীরই বর্ণন করিয়াছেন; সুতরাং 'লোভেঁ' শব্দের এরূপ অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না। একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, 'বলী' শব্দটি এখানে শ্লিষ্ট—ইহা দ্বারা ত্রিবলীর রেখা ও দাতৃশ্রেষ্ঠ বলি-রাজ, উভয়ই বুঝা যায়। কৃষ্ণকীর্ত্তনের ২৭৪ পৃষ্ঠায় 'ধোঁপা পরতেখ মোর' ইত্যাদি শ্লেষালঙ্কারপূর্ণ পদে আছে—

"বলি বসে নাভীতলে পৃথু নিতম্ব যুগলে"

বসন্ত বাবু সেখানে 'বলি' ও 'পৃথু' শব্দের দুইটি অর্থই ধরিয়াছেন। এখানেও 'বলী' শব্দের সেইরূপ দুইটি অর্থই বুঝিতে হইবে। 'লোভেঁ' ইত্যাদি বাক্যের ত্রিবলী-পক্ষে অর্থ—'তিন রূপ-ধারী বলি অর্থাৎ ত্রিবলী (রম্য-স্থানে বাসের) লোভ হেতু নাভি-প্রদেশে বাস করিতেছে।' বলি-রাজের পক্ষে ধ্বনি-গম্য অর্থ—(অসুরদের পাতালে বাস হেতু ক্লিষ্ট হইয়া)

বলি-রাজ (সুন্দর নাভি-প্রদেশে অধিক স্থান অধিকার করিবার) লোভ হেতু মূর্ত্তি-ত্রয় ধারণ করিয়া বাস করিতেছেন।" দ্বিতীয় অর্থটি এ স্থলে প্রাসঙ্গিক নহে; কেবল 'বলি' শব্দের ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে; সুতরাং ঐ অর্থের অপ্রাসঙ্গিকতা দূর করার জন্য আলঙ্কারিকেরা এরূপ স্থলে 'বলি' (ত্রিবলী) বলির (বলি-রাজের) তুল্য--এইরূপ উপমা-ধ্বনি স্বীকার করিয়া থাকেন। 'বলি বসে নাভী তলে' ইত্যাদি বাক্যে 'বলি', 'পৃথু' প্রভৃতি রাজগণের নাম কৌশলে সন্নিবেশিত করাই কবির অভিপ্রেত; সুতরাং উভয় অর্থই প্রাসঙ্গিক বলিয়া সেখানে ধ্বনি না হইয়া, বাচ্যার্থের প্রাধান্য হেতু শ্লেষ-অলঙ্কারই ঘটিয়াছে। সদৃশ প্রয়োগ যথা—

"আক্ষিপসি কর্ণমঙ্কা ত্রিধৈব বদ্ধো বলিস্ত্বয়া মধ্যে।
ইতি জিত-সকল-বদান্যে তনু-দানে কিম্ন লজ্জসে যুবতি॥"—আর্য্যা-সপ্তশতী।

'লোভেঁ' শব্দটি কৃষ্ণকীর্ত্তনে অন্যত্রও এইরূপ 'লোভ হেতু' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা,—

"কি না লাভ লোভেঁ কাহ্নাই না চিহ্ন এখন।"—৫৭ পৃঃ।

বসন্ত বাবুর শব্দ-সূচীতে এই প্রয়োগের উল্লেখ দেখা গেল না।

(১৪) "শ্রবণে শোভএ তোর রতন কুণ্ডল।
কুচ যুগ শোভে যেহ্ন শ্রীফল যুগল॥
তথিত উপর শোভে হার মঞ্জরী।
তা দেখিআঁ প্রাণ রাধা ধরিতে না পারী॥"—৫৭ পৃঃ।

বসন্ত বাবু 'হার মঞ্জরী' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'মুক্তা-রচিত হার'। 'মঞ্জরী' শব্দের এরূপ অর্থ কোন কোষে বা কবি-প্রয়োগে দেখা যায় না। 'মঞ্জরী' শব্দের 'পল্লব', 'মুকুল', 'লতা' ইত্যাদি বহু অর্থ আছে; এখানে 'হার মঞ্জরী' শব্দের 'হার-লতা' অর্থাৎ 'হার-যষ্টি' অর্থ ই সংলগ্ন হয়।

(১৫) "আহ্মে আইহন গোআলী সব গুণেঁ আগলী শিশু মুখেঁ পরবত টালী।
তোবে বোলোঁ বনমালী বাপেঁ মাএঁ দিবোঁ গালী পন্থ ছাড় ভৈল এত বেলী॥
আহ্মা শিশু না দেখিহ সুণ ল সুন্দরি রাধা আহ্মে কলি ত্রিদশ ঈশরে।
সুন্দরি সরূপেঁ শুন বজর কত পরমাণ তার থাএঁ পরবত চুরে॥"—৮২ পৃঃ।

বসন্ত বাবু 'শিশু মুখে' ইত্যাদি পংক্তির অর্থ লিখিয়াছেন—"আমি বয়সে বালিকা হইলেও কথায় পাহাড় টলাইতে পারি—অর্থাৎ আমি কথা বলিতে জানি এবং তাহার গুরুত্বও আছে।" আমাদের বিবেচনায় এরূপ অর্থ সংলগ্ন হয় না; কারণ, পরবর্ত্তী কলিতে শ্রীকৃষ্ণ 'আহ্মা শিশু না দেখিহ' ইত্যাদি যে প্রত্যুত্তর দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিতেছেন—'আমাকে শিশু ভাবিও না' ইত্যাদি। সুতরাং শ্রীরাধার উক্তি 'শিশু মুখে' ইত্যাদি বাক্যের 'শিশু' শব্দের লক্ষ্য যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীরাধার 'শিশু মুখে' ইত্যাদি বাক্যের সঙ্গত অর্থ—'তুমি শিশু হইয়া মুখে পর্ব্বত টলাও, তোমাকে বলিতেছি' ইত্যাদি। 'আমি বালিকা

হইলেও কথায় পাহাড় টলাইতে পারি' এইরূপ পরিহাস-পূর্ণ উক্তি কুপিতা শ্রীরাধার মুখে সাজে না ; উহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুক্তিরও সঙ্গতি রক্ষা হয় না।

(১৬) "ষোল শত গোআলিনী জাইএ বিকে হাটে।
মাগু কিলে কিলাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা বাটে॥"—৮৫ পৃষ্ঠা
"কাহ্নাঞি দেখিয়া বড়ায়ি তোকেঁ লাগে ডর।
মাগু কিলে-মারো আজি যবেঁ করে বল॥"—১২১ পৃষ্ঠা
"ভার সম কর দধি যেহ্ন নাহি টলে।
দধি নঠ হৈলেঁ মারিবো মাগু কিলে॥"—১৭৭ পৃষ্ঠা
আহ্মে সখি সব বহুত কাহ্নাঞিতঁ
এক তোহ্মে এহা ঠারে।
মাগু কিলেঁ তোহ্মা কিলায়িআঁ কাহ্নাঞিঁ
নীব যমুনার নীরে॥"—২৪৯ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু কেবল প্রথম উদাহরণের টীকায় লিখিয়াছেন,—"মাগু—প্রাচীন সাহিত্যে স্ত্রী।" তিনি শব্দসূচীতে এই চারিটি প্রয়োগেরই পৃষ্ঠাঙ্ক দিয়াছেন। 'মাগু' শব্দটি কেবল প্রাচীন সাহিত্যে নহে, বর্ত্তমান সময়েও বাংলার নানা প্রদেশে গ্রাম্য ভাষায় 'মাউগ', 'মাইগ' ও 'মা'গ' রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার অর্থ যে 'স্ত্রী', সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। প্রকৃত জিজ্ঞাস্য এই, 'মাগু' শব্দটি উদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে কি ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে? ইহা কর্ত্তা, কর্ম্ম, সম্বোধন বা অন্য কোন্ বিভক্তির পদ? 'মাগু' শব্দটিকে পৃথক্ একটি শব্দ ধরিলে, এক সম্বোধনের পদ ব্যতীত আর কিছুই এখানে হইতে পারে না। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে পরিহাস করিয়া, 'মাগু' সম্বোধন করিয়াছেন, এইরূপ হাস্য-জনক অর্থ করা গেলেও, যেখানে 'কিলাইয়া মারিব', 'কিলাইয়া নিব' বলিলেই চলে, সেখানে 'কিলে কিলাইয়া মারিব' ইত্যাদি অর্থ-শূন্য পুনরুক্তির কি প্রয়োজন? আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বত্রই 'মাগু কিলে' সমাস-যুক্ত শব্দ-রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'মাগু-কিল' শব্দের 'মাগুর উপযুক্ত কিল', 'মাগুর অভ্যস্ত কিল' বা 'মাগুর প্রযুক্ত কিল'—নানা অর্থই করা যাইতে পারে। চণ্ডীদাসের সময়ে এ দেশে বোধ হয়, স্ত্রী-পুরুষের সাম্য-বাদের প্রাবল্য ছিল না ; সুতরাং 'স্ত্রীকর্ত্তৃক প্রযুক্ত কিল' অর্থটি অসম্ভব বলিয়া পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। আমাদের বোধ হয়, স্ত্রী নিরুপায় হইয়া স্বামীর যেরূপ কিল নীরবে সহ্য করে, চণ্ডীদাস 'মাগু কিল' শব্দে সেইরূপ কিলকেই বুঝাইতে চাহেন। ইহা চণ্ডীদাসের সৃষ্ট শব্দ, না তাঁহার সময়ে একটি প্রচলিত শব্দ ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই ; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, সে সময়ে 'মাগু-কিল' জিনিসটির খুব প্রচলন না থাকিলে, এরূপ-একটি নূতন শব্দের সৃষ্টি কোনরূপেই সম্ভবপর হইত না। সুতরাং চণ্ডীদাসের সময় বা সমাজ অন্য বিষয়ে যতই ভাল থাকুক না কেন, সে সময়ের স্ত্রী-বেচারীদের জন্য দুঃখ-প্রকাশ না করিয়া পারা যায় না।

(১৭) "কাঞ্চুলী ভাঁগিআঁ কুচে দিতেঁ চাহ হাথে।
হেন বুঝোঁ তোহ্মার কাটিলে লাগে মাথে॥"—১০৭পৃঃ
"দাণ চাহ মোবে আর কহ পাপ কথা।
হেন বুঝোঁ তোহ্মার কাটিলে লাগে মাথা॥"—১৮০ পৃঃ

বসন্ত বাবু দ্বিতীয় উদাহরণের কোন টীকা করেন নাই; কেবল প্রথম উদাহরণের 'লাগে' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'জোড়ে, লগ্ন হয়।' কৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দ-সূচীতে 'লাগে' শব্দের ১৯টি প্রয়োগের পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে; উহার কোথায়ও 'জোড়ে' অর্থে প্রয়োগ দেখা যায় না। বস্তুতঃ কষ্ট-কল্পনা ব্যতীত 'লাগে' শব্দের 'জোড়া লাগে' অর্থ সিদ্ধ হয় না। 'লাগে' শব্দের 'জোড়া লাগে' অর্থ স্বীকার করিলে অর্থ হইবে—(যে হেতু তুমি) আমার নিকট দান চাহিতেছ আর (নির্ভয়ে) পাপ-কথা কহিতেছ, (তাহাতে) এরূপ বিবেচনা করি, (তোমার) মাথা কাটিলে জোড়া লাগে; (নতুবা মাথা কাটা যাওয়ার ভয় থাকিলে ওরূপ কথা বলিবে কেন?) এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারিলে, উহা কৃষ্ণকীর্ত্তনের আর একটি উৎকৃষ্ট ধ্বনির দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য করা যাইত। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, চণ্ডীদাস 'লাগে' শব্দটিকে সেরূপ অর্থে এখানে প্রয়োগ করেন নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'লাগে' শব্দটি অন্যত্র 'উপযুক্ত হয়' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা—

"এথানক আইলা বড়ায়ি আহ্মার আগে।
মোর কাজ তোহ্মাত লাগে॥"—১৩ পৃঃ

বসন্ত বাবু এখানে 'তোহ্মাত লাগে' শব্দ দুইটির অর্থ লিখিয়াছেন—'তোমার যুক্ত হয়।' বলা বাহুল্য যে, ইহা ব্যতীত এখানে 'লাগে' শব্দের আর কোন অর্থ ই খাটে না। 'লাগে' শব্দটির এইরূপ প্রয়োগ—পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্য ভাষায় 'আমার খাওয়া লাগে', 'তোমার যাওয়া লাগে' ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্বদা শুনা যায়। আমাদের বোধ হয়, চণ্ডীদাস সেইরূপ অর্থে ই উদ্ধৃত বাক্য-দ্বয়ে 'লাগে' শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন। এ ভাবের কথা কৃষ্ণকীর্ত্তনে আরও আছে, যথা—

"যবেঁ পথে মোরে করিবি বল।
তবেঁ হৈবে তোর মাথাব ফল॥"—১১৩ পৃঃ

বসন্ত বাবু 'মাথার ফল' শব্দ দুইটিব অর্থ লিখিয়াছেন—"শিরশ্ছেদন, বধদণ্ড। ইংরাজিতে capital punishment." 'তবেঁ হৈবে' ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য যে 'শিরশ্ছেদন', তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু 'ফল' শব্দের 'ছেদন' অর্থ কোন কোবে বা কবি-প্রয়োগে দেখা যায় না। আমাদের বোধ হয়, এখানে একটু ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া অর্থ করিতে হইবে। 'ফল' ও 'লাভ' প্রায় একার্থক। যিনি দণ্ডের কর্ত্তা, তাঁহার পক্ষে তোমার মস্তক লাভ বা প্রাপ্তি ঘটিবে—ইহাই 'মাথার ফল' শব্দ দুইটির তাৎপর্য্য অর্থ বুঝিতে হইবে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধা, পদাবলীর রাধার ন্যায় 'অবলা' না হইয়া নিতান্ত 'প্রবলা' হইলেও, তিনি যে নিজের হাতে কৃষ্ণের মাথা

কাটিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, ইহা তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমার পরিচয় বলিতে হইবে। তিনি প্রথম উদাহরণের 'কাঞ্চুলী ভাঁগিআঁ, ইত্যাদি বাক্যের পরেই বলিতেছেন,—

"এবেঁ সে জাণিলোঁ কাহ্ন বাটৌআড় তোহ্মে।
কংস জাণাইআঁ তোক কাটাইব আহ্মে॥"—১০৭ পৃঃ

এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, কৃষ্ণের মাথা কাটিলে জোড়া লাগে, রাধার কথায় এইরূপ কোন আভাস পাইলে, ধৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণ সেই কথা ধরিয়া লইয়া, অন্যত্র যেরূপ বলিয়াছেন, এখানেও বোধ হয়, সেইরূপই বলিতেন—আমি ত্রিদশ-ঈশ্বর; সুতরাং অমর,—তোর রাজা কংস আমার কি করিতে পারে? কিন্তু তাহা না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে বলিতেছেন,—

"তোহ্মাক লাগিআঁ যবেঁ যাএ পরাণে।
তভোঁ তোর সঙ্গ রাধা নাহীঁ ছাড়ে কাহ্নে॥"

ইহা দ্বারাও আমাদের প্রস্তাবিত অর্থই সমর্থিত হয়।

(১৮) "ঘরের বাহির হৈতেঁ তেলিনি তেল বিচিতেঁ
কাল কাক রএ সুখান গাছের ডালে।
আঁগে সুনা ঘটে নারী হাঁছী জিঠিহো না বারী
চলিলোঁ তাহার উচিত পাওঁ ফলে॥"—১১৬ পৃঃ

"নাহিঁ বারে লোক সমাজে।
নাহিঁ তার দুষ্মি চৌখে লাজে॥"—২৪৭ পৃঃ

বসন্ত বাবু শব্দসূচীতে লিখিয়াছেন,—"বারী—(বারণ মানিয়া) ১১৬।" 'বারে—বাধা মান্য করে।' সংস্কৃত 'বারি' ধাতু হইতে উদ্ভূত 'বারণ' বা 'নিবারণ' শব্দের 'বারণ করা' অর্থ ছাড়া 'বারণ মানা', 'বাধা মানা' অর্থ কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে, বুঝিতে পারি না। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে অন্যত্র 'বারিআঁ' শব্দের প্রয়োগ আছে, যথা—

"ভল মন্দ কত লোক পথ মাঝে যাএ।
তাহাক বারিআঁ বোল বুলিতে জুআএ॥"—২৫১ পৃঃ

বিদ্যাপতিতে আছে,—

'নিমিখ নিবারি রহল দুঅ নয়না'।

'বারি' ধাতুর 'নিবারণ করা' অর্থ হইতেই 'বর্জ্জন করা', 'পরিত্যাগ করা' অর্থ আসিয়াছে; উদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে সর্ব্বত্রই 'বর্জ্জন করা' অর্থ বুঝাইতেছে; যথা—'হাঁছী জিঠি পর্য্যন্ত বর্জ্জন না করিয়া চলিলাম—তাহার উচিত ফল পাইতেছি।' 'শ্রীকৃষ্ণ এমন ধৃষ্ট যে, লোক-সমাজকে বর্জ্জন করে না,—অর্থাৎ লোকের চোখের উপরই নানা অসৎ কার্য্য করে।' 'ভাল মন্দ কত লোক পথের মাঝে চলে—তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া অর্থাৎ ছাড়াইয়া যাইয়া (গোপনীয়) কথা বলা উচিত হয়।' '(আমার) দুইটি নয়ন পলক বর্জ্জন করিয়া রহিল,—অর্থাৎ আমি অনিমিষ-নয়নে দেখিতে লাগিলাম।'

(১৯) "ছার তিরা বামা জাতী রাধে ল।
আল আহ্মাতে কর পরতয়।"—১২৯ পৃঃ

বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন—"বামা—সং 'বাম্র'। অধম, নীচ।" সংস্কৃত 'বাম' শব্দের 'প্রতিকূল' অর্থ প্রসিদ্ধ; সুতরাং 'বামা' শব্দে এখানে 'প্রতিকূল-আচরণ-কারিণী' অর্থ না করিয়া, অপ্রসিদ্ধ 'বাম্র' হইতে 'অধম', 'নীচ' অর্থ করার কারণ কি? একবার 'ছার তিরী' অর্থাৎ 'তুচ্ছ স্ত্রী' বলিয়া, আবার যখন 'বামা জাতী' বলা হইয়াছে, তখন স্ত্রী-জাতির স্বভাব-সুলভ প্রতিকূলতা-ভাবটি লক্ষ্য করিয়াই 'বামা জাতী' বলা হইয়াছে—এরূপ বিবেচনা হয়। সতীদের ত কথাই নাই, অসতীরাও লজ্জা হেতু বাহ্যিক প্রতিকূলতা না দেখাইয়া পারে না; সুতরাং জাতীয় স্বভাব বলিতে হইলে—এই প্রতিকূলতাই বিশেষ-ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। বোধ হয়, 'বামা' শব্দের উহাই মৌলিক অর্থ।

(২০) "মাথার মুকুট কাহ্নাঞি ভাঁগি জুলি জাএ।
যোড় হাথ করি কাহ্ন বোলো তোর পাএ॥"
"ছিণ্ডি জুলি জাএ কাহ্নাঞি সাতেসরী হারে।
আর নঠ না করিহ সব আলহারে॥"—১৩৩ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু টীকায় লিখিয়াছেন—"ভাঁগি জুলি,—ভাঙ্গিয়া চুরিয়া। ছিণ্ডি জুলি—ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া।" 'জুলি' শব্দের এইরূপ 'চুরিয়া' ও 'খুঁড়িয়া' অর্থ আর কোথাও দেখা যায় না। কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'ল' ও 'ণ' অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য বড় সূক্ষ্ম; সুতরাং পাঠোদ্ধারের সামান্ত অসতর্কতার জন্যই হউক অথবা লিপিকারের ভুলেই হউক, মুদ্রিত গ্রন্থের কয়েক স্থলে ল-কার ও ণ-কারের গোলযোগে পাঠ-বিভ্রাট ঘটিয়াছে। বসন্ত বাবু টীকায় এরূপ কয়েকটি ভুল সংশোধন করিয়াছেন, কিন্তু কয়েকটি থাকিয়া গিয়াছে। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের 'জুলি' উহার অন্যতম। 'জুলি' স্থলে শুদ্ধ পাঠ 'জুনি' হইবে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'জুণি', 'জুনি', 'জণি', 'জনি' ও 'জনী' শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে। উহার অর্থ সর্ব্বত্রই 'যেন না'। প্রাচীন হিন্দী গ্রাম্য-গীতে 'জনি' শব্দের স্থলে 'জিন্' রূপটি দেখা যায়, যথা—

"গরবা সেঁ জিন্ ডারো বৈঁধা।"—ইত্যাদি

বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রাচীন মৈথিল পুথিতে অধিকাংশ স্থলে 'জনি' শব্দের পরিবর্ত্তে 'জনু' দেখা যায়। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু বাংলা পদাবলীর সকল 'জনি' শব্দগুলিই 'জনু' স্থলে অপ-পাঠ বলিয়া ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নিষেধার্থক 'জনি' শব্দের প্রয়োগ তুলসীদাসী রামায়ণ, হিন্দী পদ্মাবত, সার গ্রিয়ারসন সাহেবের বিদ্যাপতির পদাবলী ও ডাক্তার ফ্যালনের হিন্দী অভিধান—সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়; সুতরাং তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। বাংলার পরবর্ত্তী পদকর্ত্তারা প্রায় সর্ব্বত্র 'জনু' শব্দটিকে 'যেন' অর্থে ও 'জনি' শব্দটিকে 'না, যেন না' অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনে নিষেধার্থক 'জনু' নাই, কিন্তু 'জুনি' আছে। 'জুনি' হইতে 'জুন্' ও স্বরের বিপর্য্যাস দ্বারা

'অনু' সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং পরবর্ত্তী পদকর্ত্তাদের প্রয়োগ অপেক্ষা চণ্ডীদাসের প্রয়োগের সহিত বিদ্যাপতির প্রয়োগের অধিক সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহাও কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনতার অন্যতম প্রমাণ। বসন্ত বাবু এই 'জনি' শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই। ডাক্তার হ্যালন সংস্কৃত, যন্ন (যৎ+ন) শব্দ হইতে 'জিন্' ও 'ঘনি' উদ্ভূত হওয়া অনুমান করেন। য-কারের উচ্চারণে কিঞ্চিৎ ই-কার উচ্চারিত হয়; সুতরাং 'যন্ন' হইতে 'জিন্' ও স্বর-বিপর্য্যাস দ্বারা 'জনি' হওয়া অসম্ভব নহে।

(২১) "চুম্বিল কপোলগণ আধর নয়নে।
বদনে বদন জুড়ি কৈল মধুপানে॥"—১৩৩ পৃষ্ঠা

'কপোলগণ' শব্দটিও ল-কার ও ণ-কারের গোলযোগের আর একটি দৃষ্টান্ত। কৃষ্ণকীর্ত্তনে আরও কয়েক স্থলে কপোলের কথা আছে; কপোল দুইটি বই তিনটি নহে; সুতরাং ঐ সকল স্থলে 'কপোল যুগল'ই দেখা যায়, যথা—

"কপোল যুগল তার মহুলের ফুল।"—৩২ পৃষ্ঠা
"কপোল যুগলে শোভএ তোর
বিচিত্র মণিকুণ্ডলে।"—৬০ পৃষ্ঠা
"কাহ্ন করিল চুম্বনে।
কপোল যুগ নয়নে।"—৩৮২ পৃষ্ঠা

আলোচ্য উদাহরণে 'কপোলগণ' হইল কি করিয়া? আমাদের বিবেচনায় 'কপোলগণ' স্থলে 'কপোল গল' প্রকৃত পাঠ হইবে। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে নয়নবৎ গলদেশও অন্যতম চুম্বন-স্থল বলিয়া উক্ত হইয়াছে; চণ্ডীদাসের কাম-সূত্র-পরিচয়ের অনেক নিদর্শন কৃষ্ণকীর্ত্তনে পাওয়া যায়; সুতরাং এখানে যে লিপিকারের প্রমাদ হেতুই এই পাঠ-বিভ্রাট ঘটিয়াছে—তাহা বেশ বুঝা যায়।

(২২) "মতি ভোলেঁ রাধিকার দশন রসনে।
বিসরী রাধার বোল চাপিল দশনে॥"—১৩৪ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু টীকায় লিখিয়াছেন,—"দশন—(১) দংশন, (২) দন্ত। রসন—রসনা, জিহ্বা। বিসরী—বিস্মৃত হইয়া। মতি ভোলেঁ রাধিকার ইত্যাদি—কানাই মনের বিহ্বলতাবশতঃ রসনাদি দংশন সম্বন্ধে রাধার নিষেধ-বাক্য বিস্মৃত হইয়া দন্ত দ্বারা তাঁহার জিহ্বা চাপিয়া ধরিলেন।"

জিহ্বা-দংশন অশ্রুতপূর্ব্ব বিষয়; ইহা বাৎস্যায়নেরও কল্পনায় আসে নাই। বস্তুতঃ বসন্ত বাবু 'দশন রসনে' শব্দ দুইটির যে 'দংশন', 'দন্ত' ইত্যাদি অর্থ লিখিয়াছেন—উহার কোন অর্থই এখানে খাটে না। কৃষ্ণকীর্ত্তনে ল-কার ণ-কারের গোলযোগের ন্যায় ব-কার র-কারেরও গোলযোগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে অনেক স্থানে 'র'এর মধ্যস্থলে একটি সরল রেখা আছে; 'র'এর নীচে বিন্দু কুত্রাপি নাই; সুতরাং

এরূপ স্থলে র-কারে ও ব-কারে যে সহজেই গোলযোগ ঘটিতে পারে, তাহা বেশ বুঝা যাইবে। আমাদের বোধ হয়, এখানে 'দশন বসনে' প্রকৃত পাঠ হইবে। সংস্কৃতে 'দশন-বসন' শব্দটি 'দন্তচ্ছদ' অর্থাৎ ওষ্ঠাধর অর্থে প্রসিদ্ধ। এখানে 'দশন-বসনে' শব্দের 'ওষ্ঠাধরে' অর্থ করিলে কোন অসঙ্গতি থাকে না। সদৃশ বাক্যও অন্যত্র আছে, যথা—

"আতিশয় না চাপিহ আধর দাঁতে।
সখি সব দেখিআ বুলিব দন্ত ঘাতে॥"—১৩৩ পৃষ্ঠা

আমরা ব-কার ও র-কারের গোলযোগের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করিব।

(২৩) "কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জবত্যা প্রতিপাদিতং।
অথাধিভবতো রাধা জগাদ জরতীমিদং॥"—৭৪ পৃষ্ঠা

কৃষ্ণকীর্ত্তনের মূলে 'অথাধি ভবতো' মুদ্রিত হইয়াছিল, বসন্ত বাবু 'সংশোধন'-পরিচ্ছেদে উহা সংশোধিত করিয়া 'অথাধিভবতো' লিখিয়াছেন; কিন্তু শ্লোকের অনুবাদস্থলে 'অথাধি-ভবতো' অংশের অর্থ লিখেন নাই। বস্তুতঃ 'অথাধিভবতো' পাঠের কোন অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের বোধ হয়, প্রকৃত পাঠ হইবে 'অথাধিভরতো'। উহার অর্থ—'অনন্তর আধি-ভর অর্থাৎ মানসিক ব্যথার প্রবলতা হেতু'।

(২৪) "নিপীয় বচনং সাধু জরতী মধুবিদ্বিষঃ।
রাধিকামধিকামর্ষরাধিকামাহ ভারতীং॥"—২৫৩ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু 'রাধিকাং' ইত্যাদি পংক্তির অনুবাদ করিয়াছেন,—'অধিকতর রুষ্টা রাধাকে এই কথা বলিলেন।' এই অনুবাদে 'অধিকামর্ষরাধিকাং' পদের 'রাধিকা' শব্দের অর্থ বুঝা যায় না। আমাদের বোধ হয়, এখানে 'রাধিকাং' স্থলে 'বাধিকাং' শুদ্ধ পাঠ হইবে। 'রাধিকাং' ইত্যাদি পংক্তির অর্থ—'অধিক ক্রোধহেতু বাধিকা অর্থাৎ পীড়াদায়িকা শ্রীরাধাকে এই কথা বলিলেন।'

র-কার ও ব-কারের গোলযোগে এইরূপ পাঠ-বিভ্রাটের দৃষ্টান্ত আরও কয়েকটি আছে; বাহুল্যবোধে আমরা উহার আলোচনা করিলাম না।

(২৫) "পসার পাষাঁ থোহ ডহরার মাঝে।
পাণি ফুটি সিঞ্চ তোহ্মে না করিহ লাজে॥"—১৫৩ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু 'পাণি ফুটি' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—'জলের ফুট বা বলক, (ছিদ্রমুখে) স্ফীত জল।' কৃষ্ণের এই বাক্যের প্রত্যুত্তরে রাধা বলিতেছেন,—

"নটক কাহ্নাঞি সুন মোর সত্য বাণী।
পসার পাষাইতেঁ নাঞ নাহিঁ ঠাঞি খানী॥
যমুনায় ঢেউ দেখী হালএ পরাণী।
কাঁর বাপেঁ সিঞ্চিবেক আধ নাঞ পাণী॥"

বলা বাহুল্য যে, আধ-মাও জলের মধ্যে ছিদ্রমুখে 'জলের ফুট বা বলক' লক্ষ্য করা অসম্ভব ; সুতরাং এখানে 'ফুটি' শব্দের ঐ অর্থ সঙ্গত হয় না। পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে কথ্য ভাষায় 'জল-টুকু', 'দুধটুকু' না বলিয়া, 'জলফুটি', 'দুধফুটি' বলা হয় ; কেবল অল্পপরিমিত তরল-পদার্থ বুঝাইতেই 'ফুটি' শব্দের প্রয়োগ হয় ; 'গুড় ফুটি', 'চিনি ফুটি' কখনও বলা হয় না। পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের গ্রাম্য ছড়ায় আছে,—

"কালা দেওা রে তুই মোর ভাই।
ফুট ফুটি পাণী দে ঝাঁপানি খেলাই।
আর ফুটি পাণি দে নায়্যা ঘরে যাই।"

আমাদের বোধ হয়, এখানেও 'জলটুকু' অর্থেই 'পাণি ফুটি' বলা হইয়াছে।

(২৬) "গোসাঞি সোঁঅরি কাহ্নাঞি ঝাঁট বাহ নাএ।
মঝ যমুনাত বহে খর বড় বাএ॥"—১৫৯ পৃঃ

কৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দ-সূচীতে বসন্ত বাবু 'গোসাঞি' শব্দের সাতটি প্রয়োগের উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই 'গোসাঞি' শব্দের 'প্রভু' অর্থ ধরা হইয়াছে ; কৃষ্ণকীর্ত্তনের—

"রাখোআল হর্তা তোর কংসের গোসাঞি।"—৪৩ পৃঃ
"বিরহে বিকল গোসাঞি তোহ্মে বনমালী।"—৩৫৪ পৃঃ

ইত্যাদি স্থলগুলিতে যে 'গোসাঞি' শব্দটি 'প্রভু' অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু 'গোসাঞি সোঁঅরি' ইত্যাদি বাক্যে 'গোসাঞি' শব্দটির অর্থ 'জগদীশ্বর'। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থলেই 'ঠাকুর-ঘর' ও 'ঠাকুরপূজার বামুন' অর্থে 'গোসাঞি ঘর', 'গোসাঞি পূজার বামন' বলা হয়। চণ্ডীদাসের সময়েও যে এরূপ প্রয়োগ বিরল ছিল না, 'গোসাঞি সোঁঅরি' বাক্যই উহার প্রমাণ।

(২৭) "আহ্মাতে লুবধ কাহ্নাঞি তোহ্মার মণে।
তে কারণে আইলা তোহ্মে আহ্মার গহনে॥"—১৮৪ পৃঃ

বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন,—"আহ্মার গহনে—আমার নিগ্রহ নিমিত্ত। গহন—দুঃখ, যাতনা।" আবার শব্দ-সূচীতে লিখিয়াছেন,—'গহনে—যাতনার নিমিত্ত বা পথে।' 'গহন' শব্দের 'পথ' অর্থ কোথে পাওয়া যায় না ; 'যাতনা' অর্থেও প্রয়োগ দেখা যায় না। উদ্ধৃত কলিটির পূর্ব্বের ও পরের কলিগুলিতে দেখা যায়, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভোগের আশায় প্রলোভিত করিয়া, তাঁহার দ্বারা নিজের দধি-দুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে 'বোঝার উপর শাক-আঁটি'র মত বড়াই বুড়ীর দধি-দুগ্ধের ভারও বহাইয়া লইতেছেন। এরূপ স্থলে অপ্রীতিকর—'আমার নিগ্রহ নিমিত্ত' অর্থ কোন মতেই সংগত হইতে পারে না। সংস্কৃত 'গ্রহণ' শব্দের অপভ্রংশে 'গহন' সহজেই সিদ্ধ হয়। 'গ্রহণ' শব্দের প্রসিদ্ধ 'স্বীকার' অর্থ ধরিলে 'আহ্মার গহনে' শব্দদ্বয়ের অর্থ হইবে, 'আমা কর্ত্তৃক গ্রহণ বা নায়ক-রূপে স্বীকারের জন্য।' 'কর্ত্তৃকর্ম্মণঃ কৃতি' এই প্রসিদ্ধ সূত্র অনুসারে কৃদন্ত পদের যোগে কর্ত্তায় বা কর্ম্মে ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রয়োগ সুসঙ্গত।

এখানে 'আমার' শব্দে কর্ম্মে ষষ্ঠী ধরিলে 'আমাকে গ্রহণ করিবার জন্যে' অর্থ হইবে। বল-পূর্ব্বক বা শ্রীরাধার অনিচ্ছা-সত্ত্বে তাঁহার গ্রহণ শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত নহে; সুতরাং এখানে দ্বিতীয় অর্থ অপেক্ষা প্রথম অর্থই অধিক সঙ্গত বোধ হয়।

(২৮) "লতা আম্ব কুশি আর পাকিল দ্রাক্ষা আপার
লতা জাম্বু শোভে চারি পাশে।"—২০৭ পৃঃ

বসন্ত বাবু 'লতা আম্ব কুশি আর' শব্দগুলির অর্থ লিখিয়াছেন—'লতাম্র এবং কোষাম্র।' 'কোশাম্র' নামক ফল-বৃক্ষ অভিধানে দৃষ্ট হইলেও 'আম্ব' শব্দটিকে দুই বার পাঠ করিয়া 'আম্ব কুশি' শব্দ দুইটির দ্বারা 'কোশাম্র' অর্থ সিদ্ধ করা যায় কি না, সন্দেহের বিষয়। ঐরূপ অর্থ যে দুরন্বয়-দুষ্ট, তাহা বলা বাহুল্য। এই পদটির সর্ব্বত্র ত্রিপদীর ১ম ও ২য় চরণের শেষে মিল (rhyme) রক্ষিত হয় নাই; সুতরাং 'কোশাম্র'ই চণ্ডীদাসের বিবক্ষিত হইলে তিনি 'লতা আম্ব কোশ আম্ব' না বলিয়া, কি জন্য যে এরূপ হেঁয়ালীর সৃষ্টি করিবেন, তাহা বুঝা যায় না। আমাদের বোধ হয়, এখানে 'কুশি আর' শব্দের অর্থ 'কুশিআর' অর্থাৎ 'কুশাইর' বা 'কুশারি' নামক ইক্ষু। রাধামোহন ঠাকুরের একটি পদে 'কুশারি' শব্দের উল্লেখ আছে, যথা—

"দেখ রাধা মাধব ধাবি।
রতি-রণ মান-বিরামক যৈছন
চরবণ তপত কুশারি॥"—পদকল্পতরু, ৪৫০ সংখ্যক পদ।

(২৯) "আয়র গোপী ফুল তুলিবাক
লাগিল ঝাঁটাল বনে।
গাছের পাত তাহাক ঝাপিলেক
না দেখিল একো জনে॥"—২১২ পৃঃ

বসন্ত বাবু টীকায় লিখিয়াছেন—"পা° 'ঝাটল'; 'গোলীসো ঝাটলো (ভবে)' অভি° প°। ঘণ্টা-পারুল।" চণ্ডীদাস ২০৫ পৃষ্ঠায় লিখিত 'একেঁ একেঁ ঋতুগণে' ইত্যাদি সুদীর্ঘ পদটিতে বৃন্দাবনের নানাবিধ তরু-লতার নাম দিয়াছেন; উহাতে 'ঝাঁটাল' তরুর নাম নাই। বৃন্দাবনে নানা সুগন্ধি পুষ্প-তরু থাকিতে এই গোপীটি ঘণ্টা-পারুলের বনে ফুল তুলিতে থাকিবেন কেন—ইহার তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। আমাদের বোধ হয়, এখানে 'ঝাঁটাল'—ঘণ্টা-পারুল নহে—'ঝাড়াল' অর্থাৎ ঘন ডাল-পালা-বিশিষ্ট বনকেই 'ঝাঁটাল বন' বলা হইয়াছে। 'গাছের পাত তাহাক ঝাপিলেক'—এই পরবর্ত্তী উক্তি দ্বারাও এই অর্থই সমর্থিত হয়। পদটিতে গোপীদের অপূর্ব্ব বিলাস-কৌশল বর্ণিত হইয়াছে। এই গোপীটি অন্যের অগোচরে কৃষ্ণ-সঙ্গ পাইবার উদ্দেশ্যেই পুষ্প-চয়নের ছলে ঝাড়াল বনে প্রবেশ করিয়াছিল; চতুর-চূড়ামণি কৃষ্ণ উহা লক্ষ্য করিয়াই—

"সে বনের মাঝে দেব দামোদর
মিলিলা দৈব ঘটনে।

পায়িল গোপী আপন মনে
চুম্বিল তার বদনে ॥"

(৩০) "শ্রীরাম রূপেঁ তোহ্মে বধিলে রাবণ।
এবেঁ উপজিলা কংশ বধের কারণ ॥ ৩ ॥
বুদ্ধ রূপ ধরিআঁ চিন্তিবেঁ নিরঞ্জন।
কলকী রূপেঁ তোহ্মে দলিবেঁ দুষ্ট জন ॥"—২৩৫ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু টীকায় লিখিয়াছেন—"পরবর্ত্তী পংক্তি-ত্রয় পুথিতে (পৃ° ১৩০।১।৬) এইরূপ—

"বুদ্ধরূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন ॥ ৩ ॥
কলকী রূপেঁ তোহ্মে দলিলে দুষ্ট জন।
এবেঁ উপজিলা কংশ বধের কারণ ॥"

কৃষ্ণকীর্ত্তন-পুথির পাঠ ঠিক রাখিলে শ্রীরামের পরেই বুদ্ধ, তার পরে কল্কি ও তার পরে কৃষ্ণের অবতার স্বীকার করিতে হয় এবং তাহাতে পুরাণ-বিরোধ ঘটে বিবেচনা করিয়া বসন্ত বাবু পুথির পাঠ উদ্ধৃতরূপে সংশোধিত করিয়াছেন। আবার তিনি সম্পাদকীয় বক্তব্যে লিখিয়াছেন,—"চণ্ডীদাসের উক্তি ভিত্তিহীন বলিয়া এক ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। হয় ত প্রচুর প্রমাণ-প্রয়োগ ছিল, কিন্তু তাহা আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছায় নাই।" আমাদের বিবেচনায় কৃষ্ণকীর্ত্তন-পুথির পাঠে কোন পুরাণ-বিরোধ নাই; বসন্ত বাবু চণ্ডীদাসের উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়াই ঐরূপ পাঠ-পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। 'এবেঁ' শব্দের অর্থ সকলের পরবর্ত্তী কাল নহে—উহার অর্থ বক্তা বলরামের সম-কাল। 'বুদ্ধরূপ ধরিআঁ' ইত্যাদি পংক্তি-দ্বয়ের 'চিন্তিলেঁ' ও 'দলিলেঁ' শব্দ দুইটির অতীত-কাল-বাচক বিভক্তির পরিবর্ত্তন করারও সঙ্গত কারণ নাই। আমাদের শাস্ত্র অনুসারে সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি ও অনন্ত। প্রত্যেক প্রলয়ের পরেই আবার অবিকল পূর্ব্ব-ক্রমানুসারে সৃষ্টি-ক্রিয়া ও অবতারাদির উৎপত্তি চলিতে থাকে। ইহা স্বীকার না করিলে অনেক স্থলেই শাস্ত্রোক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। সুতরাং পূর্ব্বেও শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ ও কল্কিরূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন মনে করিয়াই যে বলরাম 'চিন্তিলেঁ' ও 'দলিলেঁ' বলিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহের কারণ নাই। চণ্ডীদাসের যে এই অর্থই অভিপ্রেত, তাহার অপর প্রমাণ এই যে, তিনি ইহার পূর্ব্বপদে লিখিয়াছেন,—

"বলভদ্র থাণিএক শুণিলান্ত মণে।
মোহো পায়িল কাহ্নাঞি বিসরী আপণে ॥
পুরুব জাণাইআঁ আহ্মে করায়িউ চেতন।"—২৩৪ পৃষ্ঠা

বলা বাহুল্য যে, বসন্ত বাবুর সংশোধিত পাঠ অনুসারে বুদ্ধ ও কল্কি অতীত-অবতার না হইয়া ভবিষ্যৎ-অবতার হইয়া পড়েন; এরূপ স্থলে 'পুরুব জাণাইআঁ' ইত্যাদি উক্তি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? জয়দেবও তাঁহার প্রসিদ্ধ দশাবতার-স্তোত্রে কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, পরশু-রাম, শ্রীরাম, বলরাম,

বুদ্ধ ও কল্কি অবতারের বর্ণনায় সর্ব্বত্র বর্ত্তমানের ক্রিয়া-পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। কল্কি-অবতারের পক্ষে 'ভবিষ্যৎসামীপ্যে লট্' বলিয়া বর্ত্তমান-কালের ক্রিয়া-পদ সমর্থন করা গেলেও অন্য অবতারের পক্ষে তাহা খাটে না; সুতরাং সেখানেও অবতারগণের নিত্যত্ব স্বীকার না করিলে লট্ প্রয়োগ সমর্থন করা যায় না। চণ্ডীদাস তাঁহার বলরামের মুখ দিয়া বসন্ত বাবুর সংশোধিত পাঠের ন্যায় উক্তি বাহির করাইলে, তাঁহার শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ পাইত এবং 'এবেঁ উপজিলা' ইত্যাদি পংক্তিটি পূর্ব্বে বসাইয়া, পরে ভবিষ্যৎ বুদ্ধ ও কল্কি অবতারের বর্ণন করিলে 'সমাপ্ত-পুনরাত্তত্ব' নামক অলঙ্কার-দোষ ঘটিত।

(৩১) "তোর বাঁশী মোএঁ ঘসি না ঘাটো।
তাক হাথে করী দুধ না আউটোঁ॥"—২৪২ পৃষ্ঠা

"বাঁশী যবেঁ পাইএ তবে ঘসি ঘাটিএ
চারি চীর করি বা পোড়াইএ॥ ২॥"—৩২৫ পৃষ্ঠা

"একে দহ দহ ঘসির আগুণ
আরে কে না জাণে ফুকে॥"—৩৪৯ পৃষ্ঠা

কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'ঘসি' শব্দের এই তিনটি মাত্র প্রয়োগ আছে। বসন্ত বাবু ৩য় উদাহরণের 'ঘসির' অর্থ লিখিয়াছেন—'ঘুঁটের'; কিন্তু তিনি ১ম ও ২য় উদাহরণের 'ঘসি' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'ভক্ষ্য দ্রব্য, পিণ্ড'। অভিধানে সংস্কৃত 'ঘসি' শব্দের 'ভক্ষ্য দ্রব্য' অর্থ থাকিলেও উহার প্রয়োগ দেখা যায় না। 'ঘসি' শব্দের 'গোবরের ছোট ছোট পিণ্ড' অর্থ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অনেক স্থলেই প্রচলিত আছে। আমাদের বোধ হয়, চণ্ডীদাস ঐ প্রচলিত অর্থেই 'ঘসি' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। প্রথম উদাহরণে দুধ আউটার প্রসঙ্গে ভাত ঘাটা অর্থ সঙ্গত হইলেও, দ্বিতীয় উদাহরণে যেখানে বাঁশী চৌ-চীর করিয়া ইন্ধনরূপে ব্যবহার করার কথা হইতেছে, সেখানে ভাত ঘাঁটা অপেক্ষা উহাকে গোবরের পিণ্ড ঘাঁটায় নিয়োজিত করিলেই উপযুক্ত অনাদর প্রকাশ পায়। তৃতীয় উদাহরণে 'ঘুঁটে' অর্থই যে ঠিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ অবস্থায় 'ঘসি' শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ দ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায়, সন্দিগ্ধ অর্থ-কল্পনার কোন প্রয়োজন দেখি না।

(৩২) "বধিলোঁ পুতনা নারী।
তোহ্মে তিরীবধিআ মুরারী॥ ১২॥
মারন্তাক যে না মারে।
তার পাণী না লয়ে পীতরে॥ ১৩॥"—২৭৬ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু 'মারন্তাক' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—"বধযোগ্য, বধার্হ, 'ক' বিভক্তি-চিহ্ন।" কর্ত্তৃ-বাচ্যে শতৃ-প্রত্যয়ের অর্থে 'অন্ত' প্রত্যয় দ্বারা 'চলন্ত', 'ঘুমন্ত', 'বহন্ত', 'মারন্ত' ইত্যাদি পদ সিদ্ধ হয়। কদাচিৎ উহাদিগের আ-কারান্ত রূপও দেখা যায়, যথা—

"শেখর অভরণ কেল বহন্তা॥"—রায় শেখর, দণ্ডাত্মিকা পদাবলী।

এ স্থলেও 'মারিতে উদ্যত' অর্থেই 'মারন্তা' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। শুধু 'বধযোগ্য' বলিলে, কি জন্য বধ-যোগ্য—তাহা জিজ্ঞাসার অবসর থাকে; সুতরাং বধ-যোগ্যকে মারিয়াছি, শুধু ইহা বলিলে স্ত্রী-বধ-কারীর দোষ-ক্ষালন হয় না। 'আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্' এই প্রসিদ্ধ নীতি-বাক্য অনুসারে বধোদ্যত ব্যক্তির প্রাণ-সংহারই ধর্ম্ম, তাহা না করিলেই পাপ-ভাগী হইতে হয়। এই 'বধোদ্যত' অর্থ প্রকাশের জন্যই এখানে 'মারন্তা' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ অসঙ্গতি আমরা আরও কয়েকটি লক্ষ্য করিয়াছি, বাহুল্য-ভয়ে এ স্থলে উল্লেখ করিলাম না।* বসন্ত বাবু কৃষ্ণকীর্ত্তনের বহু শব্দেরই প্রাকৃত রূপ ও কারক ও ক্রিয়া-বিভক্তির বিশেষত্ব সুন্দররূপে প্রদর্শিত করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে বড় একটা বলিবার কিছু নাই; তবে কোন কোন স্থলে বিভক্তির অর্থ-নির্ণয়ে যে দুই চারিটি অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব।

(৩৩) "তোহ্মেত ভাগিনা কাহ্ন আহ্মেত মাউলানী।"—৭১ পৃঃ

"তোহ্মে বড়ায়ি বোলে চালে হআঁ যাবি পার।
আহ্মেত করিব তথা কৌণ পরকার॥"—১২৩ পৃঃ

"আহ্মেত না কৈল কিছু দোষে॥
মিছা রাধা কেহ্নে কৈলা রোষে॥"—২৫২ পৃঃ

এইরূপ বহু স্থলেই 'আহ্মেত' ও 'তোহ্মেত' শব্দের প্রয়োগ আছে; বসন্ত বাবু শব্দ-সূচীতে 'তোহ্মেত' শব্দের অর্থ 'তুমি ত' লিখিয়া, 'আহ্মেত' শব্দের অর্থ স্থলে লিখিয়াছেন—'ত' প্রথমার চিহ্ন। বস্তুতঃ এই সকল স্থলে 'আমি ত', 'তুমি ত' অর্থেই 'আহ্মেত', 'তোহ্মেত' ব্যবহৃত হইয়াছে;—এই 'ত'টি প্রথমান্ত শব্দের শেষে আছে বলিয়াই উহাকে প্রথমার চিহ্ন বলা যাইতে পারে না। ইহা সংস্কৃত অব্যয় 'তু' শব্দের অপভ্রংশ। যেখানে 'তু' অর্থাৎ 'কিন্তু' শব্দের অর্থ প্রকাশ পায় না—এরূপ স্থলে প্রথমান্ত পদের শেষে 'ত' থাকিলে উহাকে প্রথমার চিহ্ন মনে করা যাইতে পারে। আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনে এরূপ কোন প্রয়োগ লক্ষ্য করি নাই।

(৩৪) "দেবাসুরেঁ মহোদধি মথিল তোহ্মারে।"—৬৮ পৃঃ

"দেবাসুর মহোদধি মথিল কি তোরে॥ ঐ॥"—৬৯ পৃঃ

বসন্ত বাবু 'দেবাসুরেঁ মহোদধি' ইত্যাদি পংক্তির অর্থ লিখিয়াছেন,—"(কবির উক্তি) দেবতা ও অসুরে সমুদ্র মন্থন করিয়া তোমার উদ্ধার করিল।" দ্বিতীয় উদাহরণ প্রথমটির অনুরূপ বলিয়া বসন্ত বাবু উহার স্বতন্ত্র অর্থ লিখেন নাই; শব্দ-সূচীতেও এই 'তোহ্মারে' ও 'তোরে' শব্দ দুইটির উল্লেখ করেন নাই। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, 'মহোদধি' ও 'তোহ্মারে', 'তোরে' কোন্ বিভক্তির পদ? 'মথিল' ক্রিয়ার কর্ম্ম যে 'মহোদধি', তাহা সহজেই বুঝা যায়। তাহা হইলে 'তোহ্মারে' ও 'তোরে' কোন্ বিভক্তি হইবে? চাক্ষার্থক ধাতুর ন্যায় মন্থ বা মথ-ধাতু দ্বিকর্ম্মক নহে; সুতরাং 'তোহ্মারে' ও 'তোরে' কর্ম্মে দ্বিতীয়ার পদ স্বীকার

করা যায় না। 'মহোদধি' শব্দের 'মহোদধি হইতে' অর্থ করাও সঙ্গত নহে; কারণ, পঞ্চমী-বিভক্তি-লোপের উদাহরণ পাওয়া যায় না; সুতরাং এ স্থলে 'তোহ্মারে' ও 'তোরে' নিমিত্তার্থে চতুর্থী স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই। কবির অভিপ্রেত অর্থও তাহাই মনে হয়; কেন না, দেবাসুরে তোমার উদ্ধার করিল বলিলে, রাধা-রূপিণী লক্ষ্মীর রূপের মাহাত্ম্য ঠিক প্রকাশ পায় না; দেবাসুরে তোমার জন্য সমুদ্র মন্থন করিয়াছিল,—ইহা বলিলেই লক্ষ্মীর অনুপম সৌন্দর্য্যের মাহাত্ম্য ঠিক বলা হয়। এইরূপ নিমিত্তার্থে চতুর্থীর দৃষ্টান্ত পরবর্ত্তী পদাবলী-সাহিত্যেও পাওয়া যায়।

(৩৫) "দেহে বৈরি হৈল মোকে এ রূপ যৌবন।"—৫২ পৃঃ

বসন্ত বাবু শব্দ-সূচীতে এই 'মোকে' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—'আমায়'। 'আমায়' বলিলে দ্বিতীয়া বা সপ্তমী উভয়ই বুঝা যাইতে পারে। এ স্থলে যখন 'দেহে' অধিকরণে সপ্তমীর পদ রহিয়াছে, তখন বোধ হয়, দ্বিতীয়াই বসন্ত বাবুর অভিপ্রেত; এখানে সকর্ম্মক কোন ধাতুর প্রয়োগ নাই,—সুতরাং কর্ম্ম-কারকে দ্বিতীয়া হইবে কি প্রকারে? আমাদের মতে এখানেও 'কর্ম্মণা যমভিপ্রৈতি' বা 'ক্রিয়াগ্রহণমপি কর্ত্তব্যং' সূত্রদ্বয়ের কোন একটি স্বীকার করিয়া, 'মোকে' চতুর্থী-বিভক্তির পদ না বলিয়া উপায় নাই। চণ্ডীদাসের একটি প্রচলিত পদে এইরূপ অর্থে 'মোরে' শব্দটি কয়েক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা,—

"একে কাল হৈল মোরে নহলি যৌবন।
আরে কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোরে কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোরে যমুনার জল॥
আর কাল হৈল মোর রতন-ভূষণ।
আর কাল হৈল মোরে গিরি-গোবর্দ্ধন॥"—পদকল্পতরু, ৯৪৫ সং পদ।

এই পদটিতে 'মোর' ও 'মোরে' শব্দের প্রয়োগে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রক্ষিত হইয়াছে, অধিকাংশ লিপি-কার উহা লক্ষ্য না করায় চণ্ডীদাসের সকল সংস্করণগুলিতেই বটতলার মুদ্রিত পাঠের অনুকরণে 'মোরে' স্থলে সর্ব্বত্র 'মোর' পাঠ গৃহীত হইয়াছে। 'মোর' শব্দটি সম্বন্ধে ষষ্ঠী-বিভক্তির পদ; 'মোরে' শব্দটি চতুর্থী-বিভক্তির পদ; উহার অর্থ—'আমার পক্ষে'। বলা বাহুল্য যে, 'কদম্বের তল', 'যমুনার জল' ও 'গিরি-গোবর্দ্ধন' এই সকল পদার্থে শ্রীরাধার কোন স্বামিত্ব-সম্বন্ধ নাই; সুতরাং সেই সেই স্থলে 'মোরে' প্রয়োগ সমীচীন ও বৈশিষ্ট্য-সূচক হইয়াছে। 'নহলি যৌবন' অর্থাৎ 'নবীন যৌবন' বস্তুটিতে শ্রীরাধার স্বামিত্ব-সম্বন্ধ থাকিলেও, তাঁহার মনে যৌবনাভিমান নাই ও তিনি উহাকে বাঞ্ছনীয় মনে করেন না; সুতরাং সেই স্থলেও 'মোরে' প্রয়োগই সুসঙ্গত হইয়াছে। শ্রীরাধার অঙ্গ-স্থিত দৃশ্যমান 'রতন-ভূষণ' সুখকর না হইলেও, উহাদিগের স্বামিত্ব অস্বীকার করার ও গুরুজনের গঞ্জনার ভয়ে উহা পরিত্যাগ করার উপায় নাই বলিয়াই 'মোর রতন-ভূষণ' বলা হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের

'দেহে বৈরী হৈল মোকে' ইত্যাদি ঠিক 'একে কাল হৈল মোরে নহলি যৌবন' বাক্যের অনুরূপ।

কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থে এত অধিক সংস্কৃত শ্লোক আছে যে, উহার সম্বন্ধে কিছু না বলিলে চলে না। প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, চণ্ডীদাস ঐ শ্লোকগুলির দ্বারা পদাবলীর আখ্যান-বস্তুর সংযোগ রক্ষা করিয়াছেন,—সুতরাং ঐগুলিকে গ্রন্থের অপরিহার্য্য অংশ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। ইহা দ্বারা অনুমান হয় যে, শ্লোকগুলি চণ্ডীদাসের স্ব-রচিত। কৃষ্ণকীর্ত্তনে চণ্ডীদাসের সংস্কৃত সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়; সুতরাং তিনি যে নিজে শ্লোক-রচনায় অক্ষম ছিলেন এবং অন্যের রচিত শ্লোক দ্বারা নিজের গ্রন্থ পূর্ণ করিয়াছেন, এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। প্রাচীন কৃষ্ণ-যাত্রার অধিকারী যেরূপ স্থলে গান ছাড়িয়া, সুর টানিয়া, পয়ারে পরবর্ত্তী গানের অবতারণা বুঝাইয়া দিতেন, কৃষ্ণকীর্ত্তনেও ঠিক সেই স্থলেই সংস্কৃত শ্লোক আছে। এরূপ শ্লোকে যে কাব্য-সৃষ্টির অবকাশ খুব কম, তাহা বলা বাহুল্য। তথাপি শ্লোকগুলির প্রসাদ, মাধুর্য্য ও অনু-প্রাস-বাহুল্য দর্শনে চণ্ডীদাস যে সংস্কৃত-রচনায়ও অপটু ছিলেন না, ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। দুঃখের বিষয়, লিপি-কারের দোষে কোন কোন শ্লোকের পাঠ এত বিকৃত হইয়াছে যে, বসন্ত বাবু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বিশুদ্ধ পাঠের উদ্ধার করিতে পারেন নাই। বসন্ত বাবুর অসতর্কতা হেতুও পাঠোদ্ধারে ও বাংলা অনুবাদে কয়েকটি ভুল রহিয়া গিয়াছে; গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে উহা সহজেই সংশোধিত হইতে পারিবে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বহু প্রাকৃত ও অপভ্রংশ শব্দ থাকিলেও এবং বিদ্যাপতির পদাবলীর সহিত এ জন্য শব্দগত অনেক সাদৃশ্য দেখা গেলও, উহার ভাষা বিদ্যাপতির মৈথিলী এবং পরবর্ত্তী পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির তথা-কথিত ব্রজ-বুলি ভাষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণবিজয়, চৈতন্যভাগবত বা চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষা কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার ন্যায় সুপ্রাচীন না হইলেও, উহা কৃষ্ণকীর্ত্তনের সুপ্রাচীন বাংলারই স্বাভাবিক পরিণতি। পরবর্ত্তী পদকর্ত্তাদিগের তথাকথিত ব্রজ-বুলি যে বাংলার তৎকালের প্রচলিত ভাষা নহে, বিদ্যাপতির মৈথিল-ভাষার অনুকরণ-মাত্র, ইহা কোন রূপেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বসন্ত বাবু যে কি জন্য প্রাচীন পদাবলীর ভাষাকে তখনকার প্রচলিত ভাষা বলিয়াছেন, আমরা তাহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। বসন্ত বাবু তাঁহার সম্পাদকীয় বক্তব্যের ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—'কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন পদাবলীর ভাষা—ব্রজমণ্ডলের ভাষা*; অপরে কহেন, উহা মিথিলার 'বৃজ্জি' জাতির ভাষার অনুকরণ†। বস্তুতঃ উহার কোনটাই ঠিক নহে; তখনকার বাঙ্গালা ভাষাই ঐরূপ ছিল।'

স্বর্গ-গত ন্যায়রত্ন মহাশয় বা রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু যখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের

* বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব, (৩য় সংস্করণ) পৃ° ৪৮—৪৯।

† বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, (৩য় সংস্করণ) পৃ° ২২৬।

ইতিহাস রচনা করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদাবলী আবিষ্কৃত বা প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহারা প্রাচীন পদাবলী বলিতে নিশ্চিতই চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির প্রচলিত পদাবলীই বুঝিয়াছেন। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে দুই চারিটি প্রক্ষিপ্ত পদে ব্যতীত তথা-কথিত ব্রজ-বুলির ব্যবহার নাই। সুতরাং ন্যায়রত্ন মহাশয় ও দীনেশ বাবু যে গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্ত্তাদিগের ব্রজ-বুলি পদের ভাষার সম্বন্ধেই ঐ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ন্যায়রত্ন মহাশয় যে ব্রজ-মণ্ডলের ভাষার বিশেষ আলোচনা করিয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন,—এরূপ কোন প্রমাণ নাই। ব্রজ-মণ্ডলের ভাষা হিন্দী ভাষারই রূপান্তর। ব্রজের হিন্দীর সহিত মৈথিলীর যে সামান্য একটুকু সাদৃশ্য আছে, এই তথা-কথিত ব্রজ-বুলির সহিতও তদপেক্ষা অধিক সাদৃশ্য নাই। সুতরাং ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উক্তি সমর্থনযোগ্য নহে। দীনেশ বাবুর উক্তিটিতে আংশিক সত্য আছে। 'বৃজ্জি' নামক একটি জাতি বুদ্ধদেবের সময়ে বিহার প্রদেশে বর্ত্তমান ছিল। মিথিলাই তাহাদের আবাস-ভূমি ছিল কি না, আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি না। যদি মিথিলাতেই প্রাচীন 'বৃজ্জি' জাতির আবাস-ভূমি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও বুদ্ধদেব ও বিদ্যাপতির মধ্যে প্রায় দুই হাজার বৎসরের ব্যবধান হেতু 'বৃজ্জি' জাতির তৎকালীন ভাষার সহিত বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষার কতটুকু সাদৃশ্য ছিল, তাহা চিন্তার বিষয়। বিরুদ্ধ প্রমাণের অভাবে বুদ্ধদেবের সম-সাময়িক পালি-ভাষাকে 'বৃজ্জি' জাতির তৎকালীন ভাষার প্রায় সদৃশ বলিয়া ধরিয়া লইলে, বিদ্যাপতির মৈথিলীর সহিত উহার আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখা যায়। গোবিন্দদাস প্রভৃতির তথা-কথিত ব্রজ-বুলি বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষারই অনেকাংশে অনুরূপ; সুতরাং উহার সহিতও যে 'বৃজ্জি' বা 'পালি' ভাষার আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে,—ইহা বলাই বাহুল্য। এ অবস্থায় দীনেশ বাবু প্রাচীন পদাবলীর ভাষাকে বিদ্যাপতি প্রভৃতির মৈথিল ভাষার অনুকরণ না বলিয়া, কেন যে 'বৃজ্জি' জাতির ভাষার অনুকরণ বলিয়াছেন, তাহা আমাদের বোধ-গম্য হয় নাই। 'বৃজ্জি' জাতির সেই প্রাচীন পালি-ভাষাই পরবর্ত্তী দুই হাজার বৎসরের নানা অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়া বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষায় পরিণত হইয়াছে, ইহা বলাই যদি দীনেশ বাবুর উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সেই কথা স্বীকার করিলেও কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলায় 'বৃজ্জি' নামে কোন ভাষা প্রসিদ্ধ ছিল কি? যদি না থাকে, তাহা হইলে বিদ্যাপতির অনুকরণে রচিত বাংলা পদাবলীর 'ব্রজ-বুলি' বা 'বৃজবুলি' নামটির উদ্ভব হইল কিরূপে? শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুর বিদ্যাপতিতে বিদ্যাপতির একটি পদাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে; উহাতে দেখিতে পাই, বিদ্যাপতি তাঁহার ভাষাকে 'অ[illegible]। এই 'অবহঠঠ' কি ভাষা—নগেন্দ্র বাবু সে সম্বন্ধে [illegible] আমাদের বোধ হয়, এই 'অবহঠঠ' শব্দটি সংস্কৃত [illegible] ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী [illegible] বিদ্যাপতির

অপভ্রংশ ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। প্রকৃত কথা এই যে, যখন বিদ্যাপতিরও অন্ততঃ পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত মিথিলায় 'বৃজ্জি' নামে কোন ভাষা দেখিতে পাই না, তখন 'বৃজ্জি' ভাষার কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া 'ব্রজবুলি' বা 'বৃজবুলি' নামের উৎপত্তি যে অন্যত্র খোঁজাই সুবুদ্ধির কার্য্য, তাহা বলা বাহুল্য। আমাদিগের মতে 'ব্রজবুলি' বা 'বৃজবুলি' নামের উৎপত্তি-তত্ত্ব বিশেষ দুর্ব্বোধ্য নহে। এই ব্রজ-বুলি ভাষা বাংলার চলিত ভাষা নহে এবং ইহাতে ব্রজ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে দেখিয়া, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই ভাষার সহিত ব্রজের ভাষার কতটা সাদৃশ্য আছে, উহার বিচার না করিয়াই, ভ্রান্ত ধারণাহেতু এই কৃত্রিম ভাষাটির ব্রজ-বুলি (হিন্দী উচ্চারণে 'বৃজ্-বুলি') নাম দিয়াছিলেন; তদবধি উহা 'ব্রজ-বুলি' নামেই পরিচিত হইতেছে; ইহাকে সত্য সত্যই কেহ ব্রজ-ধামের ভাষা বলিয়া স্থির না করেন, সে জন্যও এখন আমাদিগকে সতর্ক থাকিতে হয়। বসন্ত বাবুর ন্যায় প্রবীণ ভাষাতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিও যে কি জন্য ন্যায়রত্ন মহাশয় ও দীনেশ বাবুর উক্তির ভ্রম প্রদর্শন করিতে যাইয়া, প্রাচীন পদাবলীর এই তথা-কথিত ব্রজ-বুলির সম্বন্ধে বিশেষ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া, প্রাচীন পদাবলীর ভাষা সম্বন্ধে এইরূপ একটি ব্যাপক-উক্তি করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি না। এই তথা-কথিত 'ব্রজ-বুলি' সম্বন্ধে অনেক পাঠকেরই নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়, এ জন্য খুব প্রাসঙ্গিক না হইলেও আমরা এখানে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম।

তার পরে বসন্ত বাবু কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"পাঠকগণ কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'দেখিলোঁ প্রথম নিশি' পদের ভাষার সহিত পদাবলীর 'প্রথম প্রহর নিশি' পদের ভাষা তুলনা করিয়া দেখিবেন, চণ্ডীদাসের ভাষা কিরূপ ভাবে বিকৃত বা রূপান্তরিত হইয়াছে। অপ্রচারহেতু কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় কীর্ত্তনিয়া বা পুথি-লেখকেরা কৃতিত্ব ফলাইবার সময় পান নাই।" শ্রীযুক্ত নীলরতন বাবুর সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক চণ্ডীদাসের পদাবলীর যে বৃহৎ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বেশীর ভাগ পদই ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত হয় নাই, কিন্তু তথাপি ঐ সংস্করণের প্রায় নয় শত পদের মধ্যে কেবলমাত্র 'প্রথম প্রহর নিশি' ইত্যাদি পদের সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'দেখিলোঁ প্রথম নিশি' ইত্যাদি পদের সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়াছে; তদ্ভিন্ন আর কোন পদেরই ভাষা কিংবা ভাবের এরূপ কোন সাদৃশ্য দেখা যায় নাই, যাহাতে উভয় পদ একজনের রচনা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, নীলরতন বাবুর সংগৃহীত ঐ 'প্রথম প্রহর নিশি' পদটি নবাবিষ্কৃত, তাহা পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় [redacted] বিস্তৃত পদাবলী পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই দেখিয়া [redacted] -লেখকেরা কৃতিত্ব ফলাইবার অবসর পায় [redacted] রহিয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রকাশের [redacted] লিপি-তত্ত্ব ও ভাষা-তত্ত্বের [redacted] তে পারিত

না যে, উহাতে চণ্ডীদাসের ভাষা ও ভাব অবিকৃত রহিয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে বসন্ত বাবুর আশ্বাস-বাক্য প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিলেও আসল সন্দেহের কারণ থাকিয়া যাইতেছে। যদি কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদাবলীই চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা হয়, তাহা হইলে চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত উৎকৃষ্ট পদাবলীর উৎপত্তি হইল কিরূপে? বসন্ত বাবু এ সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে কিছু বলেন নাই। তিনি কেবল লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণকীর্ত্তন কবির প্রথম বয়সের রচনা মনে করা যাইতে পারে।" চণ্ডীদাস প্রাচীন বয়সে আরও উৎকৃষ্টতর পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, সেইগুলিই সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া ক্রমে রূপান্তরিত হইয়াছে, বসন্ত বাবুর লেখার ভঙ্গীতে এইরূপই তাঁহার অভিমত বুঝা যায়। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর আভিজাত্য-গৌরব কিঞ্চিৎ রক্ষা করা যায় কি না, তজ্জন্য আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থখানা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াছি; কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনরূপেই ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সর্ব্বত্রই প্রবীণ-হস্তের পরিচয় বর্ত্তমান। উহার আখ্যান-বস্তু এরূপ যে, উহার সহিত চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর পূর্ব্ব-রাগ, মান, আক্ষেপ-অনুরাগ প্রভৃতি বিষয় কোনরূপেই খাপ খায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে 'দান-খণ্ড' ও 'নৌকা-খণ্ড' দুইটি সুবিস্তৃত পালা। উহার তিন চারিখানা পাতা পাওয়া যায় নাই,—তথাপি দান-খণ্ডে একশত এগারটি ও নৌকা-খণ্ডে ত্রিশটি পদ আছে। পদামৃতসমুদ্র বা পদকল্পতরুর সংগ্রহে চণ্ডীদাসের দান-খণ্ড বা নৌকা-খণ্ডবিষয়ক একটি পদও নাই। নীলরতন বাবুর সংস্করণে দানের ৪০টি ও নৌকা-খণ্ডের ৭টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। তুলনা করিয়া উভয় গ্রন্থের এই একই বিষয়ের পদাবলীর মধ্যে একটি পংক্তিও অভিন্ন বা অনুরূপ দেখা যায় নাই। পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাসের রাস-লীলার একটিমাত্র পদ আছে; উহার বর্ণনা ভাগবতের অনুরূপ। নীলরতন বাবুর সংস্করণে চণ্ডীদাসের রাস-লীলা-বিষয়ক ১৩৪টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল পদে প্রধানতঃ ভাগবতের বর্ণিত ক্রমই অনুসৃত হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে রাসলীলা নামে কোন বিষয়ই নাই। উহার বৃন্দাবন-খণ্ডে যদিও কৃষ্ণের সহিত অন্যান্য গোপীদিগের বিলাস বর্ণিত আছে, কিন্তু উহার অবস্থা ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভাগবতের রাস-লীলার বিবরণ সকলেই জানেন; সুতরাং উহার উল্লেখ অনাবশ্যক। পদকর্ত্তারা যে ভাবে পূর্ব্ব-রাগের বর্ণন দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-লীলার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে কালিয়-দমন, বস্ত্র-হরণ বা রাস-লীলার কোন অবসর নাই। ভাগবতের রাস-লীলা অতি প্রসিদ্ধ; উহা পরিত্যাগ করিলে পদাবলীর বর্ণিত ব্রজলীলার মাহাত্ম্যই কমিয়া যায়; বোধ হয়, এই কারণেই পদকর্ত্তারা রাসলীলার পদ রচনা করিয়া রস-শাস্ত্রের বর্ণিত পূর্ব্ব-রাগাদি লীলার সহিত উহার কোন স্বাভাবিক সংযোগ না থাকায়—রাস-লীলাটিকে একটা খাপ-ছাড়া অন্তরাস্তর লীলা-(episode) রূপে মাঝখানে স্থান দিয়াছেন। গোস্বামী-দিগের রস-শাস্ত্র-রচনার প্রায় দুই শতাব্দী পূর্ব্বে চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা করেন; সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে রস-শাস্ত্রোক্ত পূর্ব্ব-রাগ প্রভৃতি ক্রম না পাওয়াই স্বাভাবিক বটে। তিনি তাঁহার দান-খণ্ড, নৌকা-খণ্ড প্রভৃতি পালাগুলির প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যেই শ্রেষ্ঠ নাট্য-কাব্যের ধরণে

পাত্র ও পাত্রীদিগের উক্তি-প্রত্যুক্তি ও কার্য্য দ্বারা রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মান, বিরহ ও সম্মিলন ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সংস্কৃতের প্রাচীন কবিরা যেরূপ ধর্ম্ম উপাদেয়তা-বৃদ্ধির জন্য অনেক স্থলেই পুরাণকে কাটিয়া-ছাঁটিয়া লইয়াছেন, চণ্ডীদাসের কীর্ত্তনেও আমরা সেই স্বাধীনতা দেখিতে পাই। ভাগবতে আছে, আগে কালীয় দমন, বস্ত্র-হরণ, তার পরে রাস। কৃষ্ণকীর্ত্তনে পাইতেছি—আগে রাধার বিশেষ অনুরোধে গোপীদিগের সহিত কৃষ্ণের বৃন্দাবনে বিলাস ও উহার অঙ্গীয় জল-ক্রীড়ার অনুরোধে কালীয়-দমন জল-ক্রীড়ার আনুষঙ্গিক বস্ত্রহরণ। ভাগবতের বর্ণিত বস্ত্র-হরণের আধ্যাত্মিকতা কৃষ্ণকীর্ত্তনে মোটেই নাই; কিন্তু চণ্ডীদাসের এই সকল বর্ণনায় বিশেষতঃ বৃন্দাবন-খণ্ডের বন-বিহার অপূর্ব্ব কবিত্ব আছে, তাহার তুলনা কাব্য-সৌন্দর্য্য-প্রধান পদাবলী-সাহিত্যেও বৃন্দাবন-খণ্ডের বন-বিহার আমাদিগের মনে মহাকবি মাঘের বর্ণিত যাদব-রমণী রৈবতক-শিরে বন-বিহারের স্মৃতিই উদ্দীপিত করিয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের আখ্যা প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত পদাবলী হইতে এরূপ বিভিন্ন ও উহার ভাষা ও ভাব এরূপ যে, চণ্ডীদাসের অন্যান্য খাঁটি পদাবলী মুখে মুখে বিকৃত হইয়া ক্রমে ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত কোন মতেই মনে স্থান পায় না। মুখে মুখে বা পুথি-লেখক দোষে পদাবলী কতটা বিকৃত হইতে পারে, বিদ্যাপতির বহুতর পদে আমরা তাহার নিদর্শন পাইয়াছি; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, পূর্ব্বোক্ত 'দেখিলোঁ প্রথম নিশি' ও 'প্রহর নিশি' পদ দুইটি ব্যতীত আর বাকি নয় শত পদে আমরা একটুকুও সাদৃশ্য পাই না। বাঙ্গালীর হাতে পড়িয়া মৈথিল কবি বিদ্যাপতির যে দুর্দ্দশা না ঘটিয়া স্বদেশবাসীর হাতে পড়িয়া চণ্ডীদাসের তদপেক্ষা শতগুণ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে—ইহা যতই আশ্চর্য্য মনে হউক না কেন, প্রকৃতই যে প্ররূপ ঘটিয়াছে, তাহা আর গোপন রাখা চলিবে না। যে চণ্ডীদাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহার রচনার এরূপ-বিকৃতি কিসে সম্ভবপর হইল, তাহা একটি জটিল প্রশ্ন হইলেও উহার সমাধান অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের মনে হয় যে, মহাপ্রভুর প্রেম-ধর্ম্ম প্রচারের পর গোস্বামীদিগের দ্বারা যখন বৈষ্ণব-রস-শাস্ত্র রচিত হইল, তখন সেই রস-শাস্ত্রের পর্য্যায় সারেই ব্রজলীলা-পদাবলী রচিত হইতে থাকে। বিদ্যাপতি কোন পদাবলীর পালা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। তাঁহার নানা ভাবের বিচ্ছিন্ন পদাবলী সংগ্রহ করিয়া আমাদের পদ-সংগ্রহকারগণ যেখানে যেটি সাজে, সেখানে সেটি বসাইয়াছেন, কিন্তু চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রায় সর্ব্বত্র উক্তি-প্রত্যুক্তি-পূর্ণ নাট্য-কাব্য বলিয়া, উহার পদাবলিগুলিকে ভাবে বসানো সুবিধা মনে করেন নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার কাঠিন্যও বোধ হয়, অন্যতম কারণ ছিল। পরবর্ত্তী 'ব্রজ-বুলি' ভাষার প্রবর্ত্তনে বিদ্যাপতির ভাষার কাঠিন্য যে পরিমাণে অপনীত হইয়াছিল; কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার অনুকরণে—সেইরূপ কোন ভাষা হয় নাই; কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষাই স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের ফলে যখন চৈতন্যদেব

প্রভৃতির ভাষায় পরিণত হইল, তখন উহার সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার এত পার্থক্য দাঁড়াইল এবং রস-শাস্ত্রের বর্ণিত রস-পর্য্যায়ের সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের রস-পর্য্যায়ের এত বিরোধ দেখা গেল যে, সাধারণ শ্রোতাদিগের মনস্তুষ্টির জন্য চণ্ডীদাসের পদের ক্ষীণ ছায়া অবলম্বনে নূতন পদ রচনা করিয়া, তাহাতে আভিজাত্য-রক্ষার জন্য চণ্ডীদাসের ভণিতা যোগ করা ব্যতীত আর গত্যন্তর রহিল না। অবশ্য এই রূপান্তর-কার্য্যটি কত সময়ে, কত জনের হস্তে, কত ভাবে সংসাধিত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে না—কিন্তু এরূপভাবেই যে কবি-শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের পদাবলীর রূপান্তর ঘটিয়াছে, তাহা বেশ অনুমান করা যাইতে পারে। এ স্থলে আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে যেগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সেইগুলিতে আমরা চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনার নিদর্শন না পাইলেও এমন কিছু পাই, যাহা কৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই। বস্তুতঃ গীতি-কবিতার সারভূত ভাবোচ্ছ্বাস ও রসোদ্দীপনায় চণ্ডীদাসের প্রচলিত অনেক পদই যে কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদাবলী হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সত্য বটে, এই ভাবোচ্ছ্বাসের প্রাবল্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম-প্রচারেরই অন্যতম অপূর্ব্ব ও অসাধারণ ফল; কিন্তু চণ্ডীদাস যদি এ ভাবে পদাবলীর বনিয়াদ গাঁথিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী পদাবলী সাহিত্যের এই সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ ও উন্নতি সম্ভবপর হইত কি না, কে বলিতে পারে? কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা ও ভাবের বাহ্যিক পার্থক্যটাই এখন আমাদের চোখে বড় ঠেকিতেছে। আমরা উহার সহিত অধিক পরিচিত হইলে, কেমন করিয়া চণ্ডীদাসের সেই ভাষা ও ভাবই একটু একটু রূপান্তরিত হইতে হইতে আমাদের প্রচলিত পদাবলীর ভাষা ও ভাবে পরিণত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিব। শিক্ষার হিসাবে ইহার মূল্য কম নহে; সুতরাং আমরা এ সম্বন্ধে সুধী ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃক আরও গভীর ও বিস্তৃত আলোচনা বাঞ্ছনীয় মনে করি। কৃষ্ণকীর্ত্তনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, উহাতে রামী রজকিনীর কোন প্রসঙ্গ নাই এবং উহাতে 'রাগাত্মিক' পদাবলীর ভাবের কোন পদ পাওয়া যায় না; সুতরাং চণ্ডীদাসের কোন কোন 'রাগাত্মিক' পদ আধ্যাত্মিকতা ও কবিত্ব বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট হইলেও, উহা যে সহজিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত পদকর্ত্তাদিগের রচনা, তাহা বেশ বুঝা যায়। সহজিয়া-মত খুব প্রাচীন হইলেও, বাংলায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নব্য-সহজিয়া মত যে মহাপ্রভুর কিছু পরবর্ত্তী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সময়ান্তরে আমাদের এ সম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

আমরা এখন কৃষ্ণকীর্ত্তনের ছন্দ, অলঙ্কার ও কবিত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে (১) চৌদ্দ-অক্ষরী পয়ার, (২) বিষমাক্ষরী পয়ার, (৩) দশ-অক্ষরী পয়ার, (৪) এগার অক্ষরী একাবলী, (৫) লঘু-ত্রিপদী, (৬) দীর্ঘ-ত্রিপদী ও (৭) কয়েক প্রকার ভঙ্গ-ত্রিপদী—এই কয়েকটি অক্ষর-বৃত্তই ব্যবহৃত হইয়াছে। বিদ্যাপতির পদাবলী কিংবা বাংলার বৈষ্ণব কবিদিগের ব্রজবুলি-পদাবলীর ন্যায় কোথায়ও মাত্রা-চতুষ্পদী, মাত্রা-ত্রিপদী প্রভৃতি মাত্রা-বৃত্ত ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনের অক্ষর-বৃত্তে সর্ব্বত্র অক্ষর-সংখ্যার

(৩) দশ-অক্ষরী পয়ার, যথা—

"এক দিনে মনের উল্লাসে।
সখি সমে রস পরিহাসে॥
আগু গেলি সত্বর গমনে।
বড়ায়িক না করী যতনে॥ ২॥
বকুল তলাত গোআলী।
বড়ায়ির পন্থ নেহালী॥"—৯ পৃষ্ঠা

পুনশ্চ—"বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিণী॥ ৩॥
কাঠী সম বাহু যুগলে।
নাভি মূলে দুহ্ঁ কুচ লুলে॥"—৮ পৃষ্ঠা

প্রথম উদাহরণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ চরণের 'তলাত' ও 'পন্থ' শব্দের 'লা' ও 'প' অক্ষর গুরু পাঠ না করিলে ওজন রক্ষা হয় না। দ্বিতীয় উদাহরণের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে যদিও অক্ষর-সংখ্যা দশটি করিয়া আছে, কিন্তু সেখানে প্রথম উদাহরণের ৪+৬=১০ স্থলে ৫+৫=১০ অর্থাৎ যতির বিপর্য্যয় হওয়ায়, শুনিতে ত্রিমাত্রিক নবাক্ষরী মাত্রা-ছন্দের মত শুনায়। ৩য় ও ৪র্থ চরণে কিন্তু প্রথম উদাহরণের ন্যায় ৪+৬=১০ অক্ষরই আছে; কেবল ৩য় চরণের 'বাহু' শব্দের 'বা'-অক্ষরটি গুরু পাঠ করিতে হয়।

(৪) এগার-অক্ষরী একাবলী ছন্দ, যথা—

"আয়িলা দেবের সুমতি শুণী। কংসের আগক নারদ মুনী॥
পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ। বামন শরীর মাকড় বেশ॥"—২ পৃষ্ঠা

এই উদাহরণের ৩য় চরণের 'দাঢ়ী' শব্দের 'দা' অক্ষরটি গুরু পাঠ না করিলে ওজন রক্ষা হয় না। এই পদটির শেষ দুই পংক্তিতে কোনরূপেই ছন্দ রক্ষা হয় না, যথা—

"দেখিঞা কংসেত উপজিল হাস। বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥"

'বাসলী' শব্দের 'বা' অক্ষরটি গুরু ধরিলে ও 'গাইল' স্থলে 'গাল্য' পাঠ করিলে দ্বিতীয় চরণের ছন্দ কথঞ্চিৎ রক্ষা করা যায়, কিন্তু প্রথম চরণের ছন্দ কোনরূপেই রক্ষা পায় না।

(৫) লঘু-ত্রিপদী ছন্দ, যথা—

"তোর মুখে শুণী　　রাধিকার রূপ
আওর নব যৌবনে।
আহোনিশি দহে　　সকল পরাণ
আর থীর নহে মনে॥"—১৭ পৃষ্ঠা

পুনশ্চ—"আইস রাধা　　কহোঁ তোহ্মারে
কৃষ্ণের পাঁচ আবথা।

যিয়হ জয়েঁ তেহেঁ জরিলা
পাঠাইল তোহ্মা বেথাঁ॥"

দ্বিতীয় উদাহরণে কোন কোন অক্ষর দীর্ঘ উচ্চারণ করিলেও যতি-বিপর্য্যয় হেতু ছন্দ রক্ষা হয় না।

(৬) দীর্ঘ-ত্রিপদী ছন্দ, যথা—

"আল রাধা
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী তোএঁ দেব মুরারী মোএঁ
তোর মোর উচিত সেনেহা।
আল রাধা
তোহ্মাতে মজিল মন ভালে জাণে দেবগণ
ইথে কিছু নাহিঁক সন্দেহা॥
* * * *
তোর নাম চন্দ্রাবলী মোর নাম বনমালী
তোব মোর শোভএ মীলনে।
কাহ্নাঞিঁ পাইবি বড় পুনে এহা পরিভাব মনে
কেহ্নে তেজ হাথের রতনে॥"—৭০ পৃষ্ঠা

উদ্ধৃত উদাহরণের প্রথম চরণের 'দেব' শব্দের 'দে' অক্ষরটি গুরু পাঠ করিলেই ছন্দ রক্ষা হয়, কিন্তু 'কাহ্নাঞিঁ পাইবি' ইত্যাদি চরণের 'কাহ্নাঞিঁ পাইবি' স্থলে 'কাহ্নে পাবি' বা 'কাহ্নাই পাবি' পাঠ করিতে না পারিলে ছন্দ রক্ষা হয় না। ত্বরিত-পঠিত দুই তিনটি লঘু অক্ষরও একটি বলিয়া ধরা যাইতে পারে,—এই পিঙ্গল-সূত্রের বিধান অনুসারে 'কাহ্নাই' শব্দটিকে দ্বি-অক্ষর-মাত্রক ধরা যাইতে পারে, কিন্তু 'কাহ্নাঞিঁ' শব্দকে সেরূপ করা যায় না। আমাদের বোধ হয়, লিপিকার 'কাহ্নাঞি' লিখিলেও শব্দটি 'কাহ্নাই' বা 'কাহ্নায়' রূপেই উচ্চারিত হইত।

(৭) যে ত্রিপদীগুলি পূর্ব্বোদ্ধৃত লঘু ও দীর্ঘ-ত্রিপদী হইতে কিছু স্বতন্ত্র, উহাদিগকেই আমরা ভঙ্গ-ত্রিপদী নামে অভিহিত করিয়াছি। আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনে কয়েক প্রকারের ভঙ্গ-ত্রিপদী লক্ষ্য করিয়াছি, যথা—

(ক) "রাম কাজে হনুমন্তা। তেহেন আহ্মার দুতা।
ভাঁগিল নেহা পুণী যোড়াইতেঁ শকতা॥
যেখানে শুচী না জাএ। তথাঁ বাটিআ বহাএ।
সেহি দুতা মোর কোণ কার্জে চড় খাএ॥"—২৬ পৃষ্ঠা

এই ছন্দটি নূতন না হইলেও তৃতীয় চরণের সহিত ষষ্ঠ চরণের মিল (rhyme) না রাখিয়া প্রত্যেক তিনটি চরণের শেষে মিল রাখা নূতন কায়দা বটে। মূলতঃ ইহা (গ) উদাহরণের

ছন্দের সহিত অভিন্ন। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা কুত্রাপি এই প্রণালীর মিল দেখিতে পাই না।

(খ) "গোপীজন সঙ্গে আহ্মে ছহুন্নে বুলিলোঁ ল বিকে*জাওঁ মথুরার হাট।
মো কেহ্নে জাণিবো কাহ্নাঞি পথে মহাদাণী ল কাল ভৈল যমুনার বাট॥ ৭৮ পৃঃ

(গ) "আঠ চারি বরিষের বালা।
তোর মাথে শোভে ঘোড়া চুলা।
এহা বুঝী তেজহ কাহ্নাঞি আহ্মার পাশে।
তেজ মিছা মাহাদানে।
ঘর যাহা নিজ মানে।
বাসলী বন্দিয়া গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥"—৯৩ পৃষ্ঠা

(ঘ) "বোলে প্রবোধিতেঁ সুন বড়ায়ি ল বড় নটক কাহ্নাঞি।
ঘরক জাইতেঁ মোর সুন বড়ায়ি ল কিছু উপায় নাহাঁ॥"—১১৯ পৃষ্ঠা

পদাবলীর ছন্দের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া এ স্থলে চণ্ডীদাসের ব্যবহৃত রাগ-রাগিণী ও তালের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। চণ্ডীদাস গীতগোবিন্দের অনুকরণে সকল রাগ ও রাগিণীর সম্বন্ধেই 'রাগ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। হিন্দুস্থানী কালোয়াতেরা রাগিণী-গুলিকেও 'রাগিণী' না বলিয়া, চলিত কথায় 'রাগ' বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাই বলিয়া, গীত-গোবিন্দের পদগুলির পূর্ব্বে সংস্কৃতে যে কি জন্য 'ভৈরবী-রাগেণ গীয়তে' ইত্যাদি ও কৃষ্ণকীর্ত্তনে সংস্কৃতে "রামগিরী রাগঃ।" ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য বুঝা যায় না।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা এরূপ দুই একটি রাগ (রাগিণী ?) ও কয়েকটি তাল পাইয়াছি, যাহা আর কোথায়ও দেখা যায় নাই। এই রাগের বা রাগিণীর নাম 'ককু রাগ' ও 'শৌরী (সৌরী) রাগ'। এই 'ককু' শব্দের অপভ্রংশ 'কহু' বা 'কৌ'ই বোধ হয়, পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-পদাবলীতে 'কৌ রাগ' নামে খ্যাত হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনেও দুই একটি পদের পূর্ব্বেও 'কহু গুর্জ্জরী রাগঃ' আছে। কিন্তু 'শৌরী' বা 'সৌরী' রাগের নাম আর কোথায়ও পাই নাই। সেইরূপ 'ক্রীড়া', 'চিত্রক লগণী', 'লগণী', 'কুড়ুক্ক', 'প্রকীর্ণক', 'জয় জয়' ও 'রূপকথা' তালের নামও পরবর্ত্তী সাহিত্যে দেখি নাই। এই সকল তালের নাম লইয়া কোন কৌতূহলী পাঠক গবেষণা করিলে—অনেক তথ্য জানা যাইতে পারে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের কোন কোন পদের পূর্ব্বে চারি-পাঁচটি পর্য্যন্ত তালের নাম দেওয়া আছে; উহাতে বোধ হয়, একই পদের বিভিন্ন কলি বিভিন্ন তালে গাওয়ার প্রথা ছিল। প্রচলিত অনেক রাগের নামে বর্ণ-বিন্যাসের বৈচিত্র্য আছে, যথা—'রামকিরী' স্থলে 'রামগিরী', 'আহিরী' স্থলে 'আহের', 'ধানশ্রী' বা 'ধানশী' স্থলে 'ধানুষী', 'পাহাড়া' স্থলে 'পাহাড়ীআ' ইত্যাদি।

* বসন্ত বাবু 'বিকো' পাঠ ধরিয়া 'বিক্রয়ার্থ' অর্থ লিখিয়াছেন। 'বিকো' শব্দের আর প্রয়োগ নাই, 'বিকে' প্রয়োগ ২০।২৫টি আছে। বোধ হয়, 'বিকেই' প্রকৃত পাঠ হইবে।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে উপমা, রূপক, শ্লেষ প্রভৃতি অনেক অলঙ্কারই প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু উহাতে অলঙ্কার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-কাব্যোচিত ধ্বনি বা ব্যঞ্জনারই প্রাধান্য দেখা যায়। উহা হইতে উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনা-পূর্ণ বাক্য-সমূহ উদ্ধৃত করিলে, উহা দ্বারাই একটি প্রবন্ধ পূর্ণ করা যাইতে পারে; আমরা এই প্রবন্ধে সেই চেষ্টা করিব না। রসজ্ঞ পাঠক কৃষ্ণকীর্ত্তনের অপ্রচলিত ভাষা-পাঠের বিরক্তি কাটাইয়া, বসন্ত বাবুর টীকা ও শব্দ-সূচীর সাহায্যে কাব্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই বুঝিতে পারিবেন, কৃষ্ণকীর্ত্তন কিরূপ কাব্য-রসের অপূর্ব্ব ভাণ্ডার। আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা 'বস্তু-ধ্বনি', 'রস-ধ্বনি' ও 'অলঙ্কার-ধ্বনি'—প্রধানতঃ এই তিন প্রকার ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা স্বীকার করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনে এই ত্রিবিধ ধ্বনির উদাহরণ পাওয়া গেলেও, জয়দেবের গীত-গোবিন্দ কাব্যের ন্যায় ইহাতে রস-ধ্বনিরই প্রাধান্য দেখা যায়। গীত-গোবিন্দে বসন্ত-কালীন রাস, অভিসার, উৎকণ্ঠা, মান ও মানান্তে মিলন প্রভৃতি কয়েকটি লীলা মাত্র বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণের জন্ম, বাল্য-লীলা, রাধার অপূর্ব্ব রূপ-বর্ণন শ্রবণে তৎপ্রতি শ্রীকৃষ্ণের আসক্তি, বড়াইর দূতী-কার্য্যে নিয়োগ, দান-লীলা, নৌকা-বিলাস, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধা প্রভৃতির দধি-দুগ্ধের ভার-বহন, মথুরার পথে ছত্র-ধারণ, বৃন্দাবনে রাধার কৌশলে গোপীদিগের সহিত কৃষ্ণের বিলাস, উহার আনুষঙ্গিক জল-কেলি প্রসঙ্গে কালিয়-দমন, বস্ত্র-হরণ, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধার হার-অপহরণ, যশোদার নিকটে রাধার অভিযোগ, ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কন্দর্প-শর প্রহারে রাধার চেতনা-হরণ, রাধাকে অচেতন দর্শনে কৃষ্ণের বিলাপ, শ্রীহস্ত-স্পর্শে রাধার চৈতন্য-প্রাপ্তি, বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বংশী-বাদন, রাধা কর্ত্তৃক বংশী-অপহরণ, কৃষ্ণের খেদ, রাধা কর্ত্তৃক বংশী-প্রদান, রাধার বিরহ, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধার কৃত্রিম প্রত্যাখ্যান, রাধার খেদ, কৃষ্ণের সহিত রাধার মিলন ও নিদ্রিতা রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া কংস-বধার্থে কৃষ্ণের মথুরা-গমন ও মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট রাধার সংবাদ লইয়া বড়াইর গমন—বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তনে গীত-গোবিন্দ অপেক্ষা বিষয়-বৈচিত্র্য যে অনেক বেশী, তাহা বলা বাহুল্য। গীতগোবিন্দ উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক নাট্য-কাব্যের ধরণে গ্রথিত হইলেও, উহাতে নাটকীয় ঘটনা অপেক্ষা মহাকাব্যোচিত স্বভাব-বর্ণনারই একান্ত আধিক্য; কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে নাটকীয় ঘটনারই প্রাধান্য দেখা যায়। কবি রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াইর সরস ও সতেজ উক্তি-প্রত্যুক্তি দ্বারাই শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের ন্যায় সকল রস ও ভাবগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নাটকীয় উৎকর্ষে কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে অতুলনীয়; পরবর্ত্তী পদাবলী-সাহিত্যে আমরা যদিও গীতি-কবিতার সার-ভূত উদ্দীপনা ও রসোচ্ছ্বাসের অসাধারণ শ্রেষ্ঠতা দেখিতে পাই, কিন্তু উহাতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের সেই সরস, সতেজ ও সপরিহাস উক্তি-প্রত্যুক্তি—সেই নাট্য-প্রতিভার উৎকর্ষ কোথায়? চণ্ডীদাসের সময়টি বাংলার ইতিহাসে এক প্রকার অন্ধ-যুগ; কেন না, সে সময়ে বাংলার রাজ-নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা যে কিরূপ ছিল, তাহা প্রায় কিছুই জানা যায় না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ নাট্য-কারের আবির্ভাব যদি তৎকালীন সমাজের অসাধারণ কার্য্য-প্রবণতার অন্যতম নিদর্শন হয়, তাহা হইলে চণ্ডীদাসের

সময়ে বাংলা-সমাজ যে কার্য্য-প্রবণতায় মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ভাব-প্রবণ যুগ হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

কৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিখানা শেষ-ভাগে খণ্ডিত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মথুরা হইতে প্রত্যাগমন ও শ্রীরাধার সহিত মিলন উহাতে পাওয়া যায় নাই; কিন্তু বিয়োগান্ত উপসংহার সংস্কৃত-সাহিত্যে নিন্দিত বলিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনেও যে মাথুর-বিরহান্তে মিলন ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। মথুরায় বড়াইর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের—

"শকতী না কর বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে।
জাইতে না ফুরে মন নাম শুনী তারে॥
যত দুখ দিল মোরে তোহ্মার গোচরে।
হেন মন কৈলোঁ আর না দেখিব তারে॥"

ইত্যাদি প্রত্যাখ্যান-বাক্য দর্শনেই বোধ হয়, বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণের কথা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি আর গোকুলে ফেরেন নাই এবং পুথিও এইখানেই শেষ হইয়া থাকিবে।" এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ নাই; কবি রস-বৈচিত্র্যের জন্য অনেক স্থলেই এইরূপ কৃত্রিম প্রত্যাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। "শকতী না কর" ইত্যাদি পদটিকেও সেইরূপ কৃত্রিম প্রত্যাখ্যান বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণকীর্ত্তনে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের এত রস-বিলাসের পরে, তাঁহার মুখে 'যত দুখ দিল মোরে' ইত্যাদি উক্তি শুনিয়া না হাসিয়া পারা যায় না। ইহাকে কবি-গানের সখী-সংবাদের চাপানের ন্যায় একপ্রকার "চাপান" ছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় না। বড়াই ইহার পরবর্ত্তী পদে যে 'উতোর' গাহিয়াছিলেন, বোধ হয়, তার পরে শ্রীকৃষ্ণের 'ভারি-ভুরি' বেশী ক্ষণ টিকে নাই। তবে নীলরতন বাবুর সংগৃহীত পদাবলীতে যেমন মথুরায় কংসবধাদি লীলা সবিস্তারে বর্ণিত দেখা যায়, কৃষ্ণকীর্ত্তনে সেইরূপ ছিল কি না, সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। রাধা ও কৃষ্ণের যুগল প্রেম-লীলাই কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়, সুতরাং কবি জন্ম-খণ্ডের 'বিজয় নাম বেলাতে' ইত্যাদি একটিমাত্র পদের মধ্যে যেরূপ বাল্যলীলার নানাবিধ ঘটনা সংক্ষেপে সারিয়া দিয়াছেন, আমাদের বোধ হয়, মাথুর-লীলাও সেই ভাবেই শেষ করিয়াছেন; সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির মাথুর-লীলার পদগুলি পাওয়া যায় নাই বলিয়া বেশী আপশোষের কারণ নাই।

থিয়েটারী-ধরণের আধুনিক যাত্রা-গান প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে কৃষ্ণ-যাত্রা প্রচলিত ছিল, উহাতে বেশীর ভাগে কৃষ্ণ, রাধা ও বৃন্দা-দূতীর উক্তি-প্রত্যুক্তি গীতাবলী দ্বারাই পালা পূর্ণ করা হইত। আমাদের এখন বোধ হইতেছে, চণ্ডীদাসই এই কৃষ্ণ-যাত্রার আদি না হউন, একজন শ্রেষ্ঠ প্রবর্ত্তক। কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদাবলীর উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলি কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াইর বেশ-ধারী ব্যক্তিদিগের মুখে স্বতন্ত্র-ভাবে গীত না হইয়া, আধুনিক রস-কীর্ত্তনের পদের মত গীত হইলে, উহাদিগের বৈশিষ্ট্য যে রক্ষা পাইত না, তাহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে। মহাপ্রভুর সময়ে নাম-কীর্ত্তনের খুব প্রাবল্য ঘটিয়া থাকিলেও, সে

সময়ে আধুনিক ধরণের রস-কীর্তনের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না; কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যে শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণ কর্তৃক বৃন্দাবন-লীলা অভিনয়ের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহা দ্বারাও কৃষ্ণকীর্তনের পদাবলী আধুনিক রস-কীর্তনের ধরণে গীত না হইয়া—গীতি-নাট্যের ধরণে প্রাচীন কৃষ্ণ-যাত্রার ন্যায় গীত হইত, আমাদের এই অনুমানই সমর্থিত হইতেছে।) আজকাল দেখা যায় যে, কীর্তনিয়াগণ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক নানারূপ আঁখর দ্বারা পদগুলিকে পল্লবিত ও এক একটি কথার অসংখ্য পুনরাবৃত্তি করিয়া, ১০।১৫টি পদের দ্বারাই রস-কীর্তনের এক একটি পালা শেষ করিয়া থাকেন; ইহা লীলা-ধ্যানে নিমগ্ন প্রেমিক-ভক্তদিগের রুচিকর হইলেও, সাধারণ শ্রোতাদিগের পক্ষে বিরক্তি-জনক। কৃষ্ণ-কীর্তনের কোন কোন পালায় শতাধিক পদ আছে। উহার অধিকাংশ বাদ দিয়া গান করিলেও, আধুনিক ধরণে এক দিনে একটি পালা শেষ করা অসম্ভব মনে হয়। আঁখর না দিয়া ও কথাগুলির পুনরুক্তি না করিয়া যাহার যে গান, সে তাহা গাহিয়া গেলেই কৃষ্ণকীর্তনের গীতি-নাট্যের অভিনয় করা চলে। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে, কৃষ্ণকীর্তন সেই ভাবেই অভিনীত হইত। সাধারণ শ্রোতাদিগের হিতার্থে আধুনিক রস-কীর্তনের ধরণের পরিবর্তন ও প্রাচীন কৃষ্ণ-যাত্রার পুনঃ প্রবর্তনের বোধ হয়, সময় উপস্থিত হইয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমরা কর্তব্যের অনুরোধেই আজ বসন্ত বাবুর সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে কতকগুলি ত্রুটির উল্লেখ করিলাম, গ্রন্থের গুণের তুলনায় তাহা কিছুই নয়। বসন্ত বাবু আমাদিগের নিতান্ত শ্রদ্ধার পাত্র; তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্য আট শতের অধিক প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়া, বিশেষতঃ বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাসের বিলুপ্ত-প্রায় কৃষ্ণকীর্তনের সুপ্রাচীন পুথিখানা আবিষ্কার ও অপূর্ব গবেষণা ও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ টীকার সহিত মুদ্রিত করিয়া বাংলা সাহিত্যের যে বিশেষ উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি চির-কাল আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র থাকিবেন। প্রাচীন কোন বাংলা গ্রন্থের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। বিলাতে এইরূপ একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, উহা লইয়া একটা হৈ-চৈ পড়িয়া যাইত; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এত দিনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সম্বন্ধে কোন একটা আলোচনাও দেখিতে পাইলাম না। যাঁহারা প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে অনুরাগী—তাঁহাদের পক্ষে নানা কারণেই কৃষ্ণকীর্তনের ন্যায় গভীর-ভাবে আলোচনার সামগ্রী আর নাই। সুতরাং যাঁহারা কৃষ্ণকীর্তনের ভাষার সুপ্রাচীনতা-জনিত নূতনতায় বিরক্ত না হইয়া, বসন্ত বাবুর উৎকৃষ্ট টীকা ও শব্দ-সূচীর সাহায্যে উহার মধ্যে প্রবেশ করিবেন, তাঁহারা নানারূপ নূতন তত্ত্ব-লাভের সঙ্গে সঙ্গে একখানা অপূর্ব কাব্যের রসাস্বাদন করিয়া সকল পরিশ্রম সফল বোধ করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

"চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য

পরমশ্রদ্ধাস্পদ সুরসিক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের লিখিত "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" শীর্ষক সমালোচনা দেখিয়া যার পর নাই সুখী হইলাম। আজকাল এরূপ সমালোচনা দুর্লভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ যে সকল বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার বিবরণ করিয়া এবং টীকার কএক স্থলে ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বস্তুতই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' যোগ্যতর ব্যক্তির সম্পাদকতায় প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তাহা হয় নাই। আমাদের শক্তি-সামর্থ্যের উপর কতকটা অতিরিক্ত বিশ্বাস-বশে এবং কতকটা অভিনন্দিত কবিবার অভিপ্রায়ে পরিষদের তদানীন্তন সম্পাদক আচার্য্যপাদ শ্রীযুক্ত ত্রিবেদী মহাশয় উহার সম্পাদন-ভার আমাদেরই হাতে অর্পণ করেন। কার্য্যের গুরুত্ব বোধের অভাবে এবং চণ্ডীদাসের অপূর্ব্ব গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর সহিত স্বীয় নাম জড়িত দেখিবার প্রলোভনে আমরাও তখন উহাতে সম্মত হই। এ ক্ষেত্রে যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছে। 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এর একখানি মাত্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে; তাহাও আবার খণ্ডিত। পুঁথির লেখা ও ভাষা সুপ্রাচীন। গ্রন্থমধ্যে এমন অনেক শব্দ আছে, যাহা প্রচলিত কোন সংস্কৃত অথবা বাঙ্গালা অভিধানে পাওয়া যায় না। কাজেই যথাযথ পাঠ উদ্ধার করিতে পারিয়াছি এবং টীকাটি নির্ভুল হইয়াছে, এ কথা মোটেই মনে করি না। তবে শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুর সহিত সর্ব্বত্র একমত হইতে পারিয়াছি, তাহাও নহে।

ণ-কারের প্রয়োগ-বাহুল্য— প্রাকৃত ভাষায় ন, ষ ও শ-র স্থানে যথাক্রমে ণ[১], ঙ[২] ও স[৩] এবং কোন কোন প্রাকৃতে জ, ণ ও য-র স্থানে যথাক্রমে য[৪], ন[৫] ও শকারের[৬] উচ্চারণ হইত। ইহা অস্বীকার করিলে প্রাকৃত ব্যাকরণের বহু সূত্রই অর্থ-শূন্য হইয়া পড়ে। কঠিন ও সহজ শব্দ উর্দ্ধ, অধঃ; আলো, আন্ধার প্রভৃতির ন্যায় আপেক্ষিক সংজ্ঞা মাত্র। দেশ-ভেদে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন-বৈচিত্র্য প্রসিদ্ধ এবং অনুরূপ ক্রিয়াও স্বাভাবিক। এক সময়ে এক ব্যক্তির পক্ষে যাহা উচ্চারণ করা কঠিন, সময়ান্তরে তাহারই পক্ষে তাহা উচ্চারণ করা সহজ হইতে পারে। এক ব্যক্তির পক্ষে যে শব্দ উচ্চারণ করা দুঃসাধ্য, অপরের পক্ষে সেই

---

১ প্রা° প্র° ২।৪২; হে° চ° ৮।১।২৮-২৯; প্রা° স° ২।৪১

২ প্রা° প্র° ২।৩১; হে° চ° ৮।১।২৪৫; প্রা° স° ২।৩০

৩ প্রা° প্র° ২।৪৩; হে° চ° ৮।১।২৩০, ৮।৪।৩০৯; প্রা° স° ২।৪৪, ১৯।৩

৪ প্রা° প্র° ১১।৪; হে° চ° ৮।৪।২৯২

৫ প্রা° প্র° ১০।৫; হে° চ° ৮।৪।৩০৬; প্রা° স° ১৯।৪

৬ প্রা° প্র° ১১।৩; প্রা° স° ৩।৩; হে° চ° ৮।৪।২৮৮

শব্দ উচ্চারণ করা সুসাধ্য দেখা যায়। অপভ্রংশ ভাষার অন্যতম লক্ষণ উহা 'শৌরসেনীবৎ'।[১] মরাঠী, গুজরাটী ও ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষাতে ন-কারের স্থলে ণ-কারের প্রয়োগ লক্ষণীয়। সতীশ বাবু ণ-কারাদি ও ন-কারাদি শব্দের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনাদিস্থিত ণ-কারের প্রয়োগ লক্ষ্য করিলে হয় ত তাঁহার অভিপ্রায় অন্যরূপ হইত। বিদ্যাপতির পদাবলীতে প্রায় সর্ব্বত্র ণ-কার স্থলে ন-কারের প্রয়োগ দেখা যায় বলিয়া চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও সেইরূপ আশা করা যায় না এবং তাহার কারণও যথেষ্ট আছে। পরিবর্ত্তনের যুগে কতকগুলি ন-কারাদি শব্দ কখন ন-কারাদি, কখন ণ-কারাদি-রূপেও উচ্চারিত হইতে পারে। অপর, পূর্ব্বে সংস্কৃতজ্ঞ লিপিকারগণও শব্দের বর্ণ-বিন্যাসাদি বিষয়ে অসতর্ক ছিলেন, এই অজুহাতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর লিপিকারকে সবাসরী ভাবে স্বেচ্ছাচারী সাব্যস্ত করা সমীচীন কি? চণ্ডীদাসের সময়ে পশ্চিম-বঙ্গের এক প্রান্তে ণ-কারের উচ্চারণ থাকিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। পক্ষান্তরে উচ্চারণের অভাব কল্পনা করিলেও ণ-কারের এই প্রয়োগ-বাহুল্য শৌরসেনীর প্রভাব সূচনা করিতেছে, বলায় বাধে না।

আগুছিআঁ—আগু-আসিয়া=আগু'সিয়া হইতে আগুছিয়া হওয়া অধিক সম্ভব। পশ্চিমরাঢ়ে আগু শব্দ এখনও চলে। প্রাচীন বাঙ্গালাতে 'আগু পাছু' বিরল নহে। 'আগুসরি'ও পাওয়া যায়, যথা—

'আগুসরি যুদ্ধে এবে রাম রঘুপতি।
দেখিলেন রাবণের রথে হৈমবতী॥'—কৃত্তিবাসী লঙ্কা°।

টেটন—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ ও পুরুষোত্তম গজপতিকৃত দীপিকাচ্ছন্দ হইতে উদাহরণ সংগৃহীত হইয়াছে (পৃঃ ৪৭৬)। মাধব কন্দলির অযোধ্যাকাণ্ডে টেণ্টন, শঙ্কর দেবের উত্তরাকাণ্ডে তেণ্টন। ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা-প্রদেশে টেটোন। প্রা° 'টেণ্টা', কর্পূরমঞ্জরী, দেশী-নামমালা ৪।৩; অর্থ—জুআর আড্ডায় দুর্দ্ধর্ষ; ইহা হইতেই ধূর্ত্ত, শঠ প্রভৃতি অর্থ আসিয়া থাকিবে।

সকাল—উভয় বঙ্গেই সত্বর অর্থে সকাল শব্দ প্রচলিত। সুবেলা হইতে যেমন হিং সবেরা, সুকাল হইতে তেমন বাং সকাল, হিং সকার (বিনয় পত্রিকা), মং সকাক্ক। পূর্ব্বাহ্ন অনেক কাজের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া উহা সুকাল। সকাল ও সাঁকাল শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৫৫২, ৫৯৯)।

তড়পথে—হিং, মং, গুং প্রভৃতি ভাষায় 'তড়' শব্দ প্রচলিত। তড়পথে ও তড়াত শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৫৬৫, ৬০৮)।

জুড়িল—আরম্ভ অর্থে √জুড়া'র প্রয়োগ বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

বিচারিআ—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ ও মাধব কন্দলির কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড হইতে উদাহরণ সংগৃহীত হইয়াছে (পৃ° ৬২০-২১)।

১ ক্রে চ° ৮।৪।৩৪৬

বাঁহুক—বাঁহক শব্দের প্রাং 'ব্যাভাঙ্গী' টীকায় বলা হইয়াছে (পৃ· ৫৬৫)। পশ্চিম-রাঢ়ে 'বাঁক' শব্দ অপ্রচলিত নহে।

(১) **কলি**—H. H. Wilsonকৃত Sanskrit-English Dictionary, Sir M. Monier Williams প্রণীত S.-E. Dictionary এবং V. S. Apteএর সংস্কৃত-ইংরাজি অভিধানে কলি অর্থে 'a hero'; শব্দকল্পদ্রুমে 'শূর'; বিশ্বকোষে 'কলতে স্পর্দ্ধতে, শূর, বীর' পাওয়া যায়। 'মোএঁ গদা হাথে ধরোঁ। আজি দাপ চূর করোঁ।' এবং 'আহ্মা শিশু না দেখিহ' ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতে কলি শব্দের 'শূর' অর্থই সঙ্গত মনে হয়। 'সাকল্যে' এবং 'নিশ্চিত' শব্দের মধ্যে অর্থগত সাম্য কতটুকু অথবা আদৌ আছে কি না, সে বিষয়েই সন্দেহ।

(২) **কলি** ও (৩) **কৈলী**—সতীশ বাবুর অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে; কিন্তু বীরভূম অঞ্চলে 'কৈল্' শব্দের ব্যবহার আছে বলিয়া আমাদের স্মরণ হয় না।

(৪) **কৌল**—পূর্ব্ববঙ্গের নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত 'কৈল্' এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ ব্যবহৃত 'কৌল' শব্দ এক বলা যায় না। 'তিঅজ পহর নিশী মোঞ কাহ্নাঞিঁর কেঁলে বসী' (পৃ· ৩৩৪); এখানে কৌল শব্দের কি অর্থ হইবে?

(৯) **চাল ভেল**—মৌলিক অর্থ 'চলিত হইল বা গত হইল', সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু বর্ত্তমান idiomএ 'গমন করিল অথবা যাইতে উদ্যত হইল', হইবে না কেন? প্রাচীন পুঁথি হইতে আরও দুইটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল।

কন্যার নিকট হোন্তে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
চলি ভেলা সখীবর পরম নৈরাশ॥
—দৌলত উজীর-রচিত 'লায়লি-মজনু'।

চলি ভেল সখীবর ত্বরিত গমনে।
মানাইমু কিরূপে ভাবএ মনে মনে॥— ঐ।

(১৪) **হার মঞ্জরী**—Wilson-কৃত S.-E. Dictionary এবং Apteএর অভিধানে মঞ্জরী অর্থে 'a large pearl'; শব্দকল্পদ্রুম, বাচস্পত্য ও বিশ্বকোষে 'মুক্তা'।

(১৬) **মাগু কিল**—'মাগু' শব্দটি প্রাচীন সাহিত্যেই পাওয়া যায়। অবশ্য উত্তরবঙ্গে 'মাউগ' এবং বাঙ্গালা দেশের বহু স্থানে 'মাগ' শব্দ প্রচলিত। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় মাতৃবাচক পালি মা তু গা ম হইতে বাঙ্গালা 'মাগু' শব্দের উৎপত্তি অনুমান করেন। 'মাগু কিল' অর্থে স্ত্রীর প্রযুক্ত কিল বা তাহার অনুরূপ প্রহার। স্ত্রী কর্ত্তৃক প্রহৃত হওয়া স্বামীর পক্ষে মরণ অপেক্ষা অধিক, আরও কষ্ট—উহা কাহারও নিকট প্রকাশ করা যায় না। আমরা 'মেগের কিল গোড়ারি খেতে' শুনিয়াছি।

(১৭) **লাগে**—√লাগ্ বহু অর্থে প্রযুক্ত হয়। 'হেন বুঝোঁ তোহ্মার কাটিলেঁ লাগে

মাথে' বাক্যে 'লাগে' শব্দের 'জোড়া লাগে' অর্থ কেন হইবে না, বুঝিলাম না। 'যুক্ত হয়' হইতে 'জোড়া লাগে' অর্থও আসিতে পারে। অন্যত্র অন্য অর্থ হইবার আপত্তি কি? সতীশ বাবু বোধ হয়, উদ্ধৃত বাক্যটির 'তোমার মাথা কাটিলে (তবে) উপযুক্ত হয়, এইরূপ বিবেচনা করি' অর্থ করিতে চান।

মাথার ফল—বলা বাহুল্য, মর্ম্মার্থই লিখিত হইয়াছে। সোজাসুজি অর্থ করিতে পারিলে, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অর্থ করিবার প্রয়োজনাভাব।

(২০) **ভাঁগ জুলি ও ছিণ্ডি জুলি**—পুঁথি দেখিলাম, 'জুলি'ই আছে। লিপিকারের ভুল হইলেও যখন আমাদের চোখে পড়ে নাই, তখন ত্রুটি আমাদেরই। সতীশ বাবুর ধৃত পাঠই ঠিক। 'জুনী'ও 'জনী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৫৬১, ৫৮৬)।

(২১) **কপোলগণ**—আমাদেরই অনবধানতাবশতঃ পাঠ-বিভ্রাট ঘটিয়াছে। 'কপোল গল'ই হইবে।

(২২) **দশন রসনে**—লিপিকার-প্রমাদ, র'র পেট কাটা স্পষ্ট। 'দশন বসনে' পাঠই সঙ্গত। বাৎস্যায়নের কাম-সূত্রে না থাকিতে পারে, কিন্তু 'রসনা-দংশন' একটা অশ্রুত-পূর্ব্ব ব্যাপার নহে। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার বাড়ীপড়ার গল্পটি মনে আসিল।

(২৩) **অথাধিভবতো**—লিপিকার-প্রমাদ হইতে পারে। পুঁথিতে কিন্তু 'অথাধিভ-বতো'ই আছে।

(২৪) **রাধিকাং**—এখানেও পুঁথিতে ঐরূপই আছে।

(২৫) **পাণি ফুটি**—গুড় প্রস্তুত করিবার কালে আগুনের তাপে রস ঘন হইয়া, উহাতে এক প্রকার আবর্ত্তের উদ্ভব হয়, তাহাকে পশ্চিম-রাঢ়ে 'গুড় ফুইট' বলে। প্রবল বন্যার সময় নদী-জলে যে আবর্ত্ত দেখা যায়, তাহাকেও 'বানের ফুইট' বলে। আধ-নৌকা জলের 'জলটুকু' অর্থও সংলগ্ন হয় না। শ্যামদাসের মীনচেতনে—

পানি ফুটি থাকিতে যে নৌকা খেলে জলে।
যুজন কাণ্ডারি হৈলে কি করে উথালে॥

এখানে 'পানি ফুটি'র 'জলটুকু' অর্থ হয় কি?

(২৬) **গোসাঞি**—শব্দ-সূচীতে একটা অর্থই দেওয়া হইয়াছে। 'প্রভু' হইতে ভগবান্ অর্থ করা সহজ। রাঢ়ের পশ্চিমাঞ্চলে সূর্য্য অর্থে গোসাঞি শব্দের ব্যবহার আছে। 'গোসাঞি সোঁঅরি' ইত্যাদি বাক্যের সূর্য্যকে স্মরণ করিয়া অর্থাৎ (অ)বেলা লক্ষ্য করিয়া ইত্যাদি অর্থ করা যাইতে পারে।

(২৭) **গহন**—'গহন', 'গবন', 'গন' প্রভৃতি শব্দের মূল 'গমন' হইতে পারে। নিম্নে কএকটি উদাহরণ সঙ্কলিত হইল।

অবণাগবণে কাহ্ন বিমন ভইঈলা ?—চর্য্যা, ৭।৪

হনুমান বলে রাম কমললোচন।
তোমার কৃপায় আমার এক দণ্ডের গন॥—কৃত্তিবাসী লঙ্কাকাণ্ডের পুঁথি
এমন জানিলে যাইতাঙ অন্য গনে।
না জানিঞা এই পথে আইলাঙ গোপীগনে॥
—বৃন্দেশ কবি-রচিত নৌকাখণ্ডের পুঁথি
রাজপুর যাব আমি ভিক্ষার কারণ।
অনাহুত নহি আমি বলে দেহ গন॥—ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল

প্রাচ্য হিন্দীতে গমনার্থ 'গবন' শব্দের প্রয়োগ অবিরল। মৈথিল ভাষায় 'গওনা' বা 'গবনা' অর্থে দ্বিরাগমন। এখানে পথ অর্থ ই সংলগ্ন।

(৩০) **অবতার-গণনায় পারম্পর্য্য লইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন'এর সহিত পুরাণের বিরোধ**—সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি অনন্ত হইতে পারে। কিন্তু 'প্রত্যেক প্রলয়ের পরেই আবার অবিকল পূর্ব্বক্রমানুসারে সৃষ্টি-ক্রিয়া ও অবতারাদির উৎপত্তি চলিতে থাকে', এই মত কি সর্ব্ববাদিসম্মত? উহার অনুকূলে ও প্রতিকূলে অনেক কথাই শুনা যায়। সুতরাং সে সকলের আলোচনা ও সমাধান এখানে একপ্রকার অসম্ভব।

(৩৩) **আহ্মেত**—'তোহ্মে ভাগিনা কাহ্নাঞি আহ্মেত মাউলানী' (পৃ° ৭২, ৭৭), এখানে আহ্মেত'র ত কি সংস্কৃত অব্যয় তু'র অর্থ প্রকাশ করে?

পদাবলীর ভাষা—প্রাচীন বাঙ্গালা পদাবলীর ভাষা তৎকালপ্রচলিত ভাষা ভিন্ন কি হইতে পারে? গোবিন্দদাস-প্রমুখ মাত্র কএক জন পদকর্ত্তার ভাষা বিদ্যাপতির অনুকরণ। সমগ্র পদ-সাহিত্যের ভাষা তাহা নহে। সতীশ বাবুও বোধ হয়, তাহাই বলেন। আলঙ্কারিকের ভাষায় বলিতে গেলে, বাঙ্গালা পদ-সাহিত্য একটি প্রকাণ্ড মহীরুহ, আর গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদাবলী উহার অঙ্গে সজাতীয় 'পরগাছা'। কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস, পদাবলীর ভাষা তথা-কথিত ব্রজবুলি অথবা ঐরূপ একটা কিছু। স্বর্গীয় ভদ্র মহাশয় মহাজন-পদাবলী-সংগ্রহ পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"কবিদ্বয় * ব্রজলীলা বর্ণন করিয়াছেন। হিন্দী সে দেশের ভাষা, সুতরাং কবিতাকে প্রাকৃতিক করিবার জন্য ব্রজবোলী (হিন্দী) ব্যবহার করিয়াছেন। প্রত্যেক বৈষ্ণব গ্রন্থ-প্রণেতাই এ প্রয়াস পাইয়াছেন।" (পৃ° ২৭) কাব্যবিশারদ-সম্পাদিত বিদ্যাপতির উপক্রমণিকায় লিখিত হইয়াছে,—"বৃন্দাবন বা ব্রজের ভাষা স্বতন্ত্র, হিন্দীর ধাতু শব্দাদিও অন্যরূপ। ব্রজবুলি মৈথিলীরই নামান্তর।" (পৃ° ৸৹) ইহা হইতেও অনুমান করা যায়, পদাবলীর ভাষা সম্বন্ধে দেশের লোকের ধারণা কিরূপ।

চণ্ডীদাসের ভাষার রূপান্তর—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কৃষ্ণকীর্ত্তন'এর পুথি খণ্ডিত, ২২।২৩ খানা পাতা নাই। শেষের দিকেও খানিকটা নাই। ঐ অংশেও চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদের ২।৪টা ছিল না, নিঃসংশয়ে বলা যায় না; হয় ত ছিল। 'দেখিলোঁ প্রথম নিশি' ইত্যাদি পদ চণ্ডীদাসের ভাষার পরিবর্ত্তন দেখাইতে যথেষ্ট নহে কি? তাত সুসিদ্ধ হইল

কি না, জানিতে হইলে, এক হাঁড়ী ভাতের ২।১টা টিপিয়াই ত বুঝা যায়। যাহা হউক, আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

এক নিঃশ্বাসে আমাদের বক্তব্য শেষ করিতে হইল। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, সতীশ বাবুর কৃত শব্দার্থ ও ব্যাখ্যাদির কতক আমরা সাদরে গ্রহণ করিয়াছি, কিছু করি নাই বা করিতে পারি নাই। কএক স্থলে সন্দেহ জন্মিয়াছে। বাকী সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা অনাবশ্যক মনে হইয়াছে। সতীশ বাবু অনালোচিত বিষয়ের আলোচনা করিয়া এবং কতিপয় ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীবসন্ত রায়

* বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

ভ্রম-সংশোধন—পঞ্চবিংশ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকার "গৌড়ীয় পুরাবৃত্ত ও সৈয়দ মর্ত্তজার আবির্ভাবকাল" নামক প্রবন্ধের ৯৪ পৃষ্ঠার নবম ছত্রে "১১৪৬ হিজরী" স্থলে "১০৪৬ হিজরী" হইবে এবং ৯৩ পৃষ্ঠার ২২শ ছত্রে "Bibliothica Indica." স্থলে "Bibliotheca Indica." হইবে। এই ভ্রম প্রদর্শন জন্য প্রবন্ধ-লেখক আমাদের ধন্যবাদভাজন।

পত্রিকাধ্যক্ষ।

চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণের পরিশিষ্ট

শাখা-পরিষদের কার্য্য-বিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—বরিশাল-শাখা

ষষ্ঠ বর্ষের কার্য্যবিবরণ

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, বি এল—সভাপতি

„ দেবকুমার রায় চৌধুরী——সম্পাদক

এই শাখার বৎসর শ্রাবণ মাসে আরম্ভ হইত। মূল-পরিষদের ব্যবস্থানুসারে বৈশাখ মাসে বৎসরারম্ভের নিয়ম হওয়ায় এবং ১৩২৩ সালের অধিবেশন-সংখ্যার অল্পতাবশতঃ এইরূপ অবধারিত হয় যে, ১৩২৩ সালের শ্রাবণ হইতে ১৩২৪ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত ষষ্ঠ বর্ষ গণ্য হইবে। তদনুসারে এই বৎসরে সপ্তম বর্ষ আরম্ভ হইল।

এই বৎসর মোট ১২টি অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীযুত পরেশচরণ চট্টোপাধ্যায় বি ই মহাশয়-লিখিত "আত্মানুভূতি" ১ম ও ২য় অংশ, শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন বি এ মহাশয়-

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—ত্রিপুরা-শাখা

৬ষ্ঠ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী

আলোচ্য বর্ষে দুইটি অধিবেশন হয়। ইহাতে এই দুইটি প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হইয়াছে,—

১। ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্য—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাস বিদ্যার্ণব।

২। প্রাচীন কবি ভবানীদাস ও নরপতি জয়চন্দ্র—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত।

গত বৎসর সভ্যসংখ্যা ১০৪ ছিল। বর্ত্তমান বর্ষের তিন জন নূতন সদস্য লইয়া মোট সদস্য-সংখ্যা ১০৭ হইয়াছে। তন্মধ্যে ৺গঙ্গাকান্ত চৌধুরী মহাশয় পরলোকগমন করাতে পরিষৎ একজন শিক্ষানুরাগী সদস্য হারাইয়াছেন। উপস্থিত সভ্য-সংখ্যা ১০৬। আলোচ্য বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হইয়াছেন;—

মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা বাহাদুর—	সভাপতি
শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	সহকারী সভাপতি
„ বিজয়দাস দত্ত	
শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায়	সম্পাদক
শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্ত	

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—ভাগলপুর-শাখা

১৩২৪ সালের কার্য্য-বিবরণ

আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষৎ একাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়া দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে পুস্তকাগার সম্পর্কে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই স্থানে বিবৃত করা উচিত মনে করি। শাখা-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার লিখিত পুস্তক "দেবদাসের" আয় সাহিত্যের উন্নতিকল্পে শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে তাঁহার বিবেচনা-মত আয়ের সমস্ত বা কোন অংশ অত্রস্থ শাখা-পরিষৎ ও তৎসংশ্লিষ্ট পুস্তকালয়ের উন্নতিকল্পে ব্যয় করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়াছেন। গত বৎসর এই টাকা হইতে কিছু পুস্তক ও মাসিকপত্রাদি খরিদ করা হইয়াছিল।

আলোচ্য বৎসরে মাত্র তিনটি মাসিক অধিবেশন হয়;—

	লেখক	বিষয়
১।	শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র এম এ	বুদ্ধদেবের মহানির্ব্বাণ
২।	„ মেঘেন্দ্রলাল রায় বি এ	সাহজাহান
৩।	„ গিরিজাভূষণ মিত্র এম এ	কবি প্রমথনাথ ও তদানীন্তন নাট্যমঞ্চ

৺সারদাচরণ মিত্র এবং ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়দ্বয়ের মৃত্যুতে শোক-সভা হইয়াছিল।

শাখা-পরিষৎ এখনো ভাগলপুর ইন্‌ষ্টিটিউটের আশ্রয়ে রহিয়াছে। স্বতন্ত্র গৃহ-নির্ম্মাণের কোন ব্যবস্থাই এ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই। গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে ১৫০৲ টাকা মাত্র জমা আছে।

পরিশেষে আমরা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে, ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষগণকে ও শাখা-পরিষদের অন্যান্য হিতৈষী বন্ধুগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—মীরাট-শাখা

তৃতীয় বর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ

বিগত ২৫শে নভেম্বর মীরাটস্থ শ্রীশ্রী৺দুর্গাদেবীর মন্দির-বাটীতে মীরাট শাখা-পরিষদের ২য় বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু বি এ মহাশয় সভাপতির আসন

গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ তৃতীয় বর্ষের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু বি এ — সভাপতি।

" গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" হরিচরণ মুখোপাধ্যায় এম এ
" নবকৃষ্ণ রায় বি এ, এফ্ আর এস এল, (লণ্ডন) — সহকারী সভাপতি।

" অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যারত্ন, সাহিত্যভূষণ, তত্ত্বনিধি—সম্পাদক

" কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় বি এ
" নিত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় এম এসসি, এল এল বি
" সারদারঞ্জন দত্ত গুপ্ত বিদ্যারত্ন, বি এ
" নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ — সহকারী সম্পাদক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। উক্ত অভিভাষণে মীরাটের পুরাতত্ত্ববিষয়ক অনেক সারগর্ভ কথার অবতারণা করেন। মীরাট নামের উৎপত্তি, প্রাচীন কালে মুসলমান-রাজত্বের সময় মীরাটের ইতিবৃত্ত, মিরাটবাসীদিগের আচার-ব্যবহার, মুসলমানদিগের পুরাতন মস্‌জিদ (মকবারা) ও হিন্দুদিগের প্রাচীন দেবমন্দির ও মীরাটের পার্শ্ববর্ত্তী হস্তিনাপুর, পরীক্ষিৎগড় প্রভৃতি স্থানসমূহের পুরাকাহিনী, প্রবাসী বাঙ্গালীর পুরাকীর্ত্তি, "সারধানার" সমরু-বেগমের গির্জ্জা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করেন। তিনি উক্ত অভিভাষণে মীরাট ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহের প্রাণি-বৃত্তান্তেরও আলোচনা করিয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে মীরাট-শাখা-পরিষদের বিগত সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধাদি পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল,—

প্রথম অধিবেশন, ২৫শে নভেম্বর, ১৯১৭।

১। "মহামান্য ভারতসচিব মিঃ মণ্টাগো সাহেবের ভারত আগমন উপলক্ষ্যে" (কবিতা)। লেখক—শ্রীযুক্ত রাজকিশোর রায়।

২। "বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও গঠন"—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় অধিবেশন, ৩রা ফ্রেব্রুয়ারি, ১৯১৮।

১। "ভগবানের ব্রজবিলাস" কবিতা,—শ্রীযুক্ত রাজকিশোর রায়।

২। "আমাদের অবনতির কারণ"—শ্রীযুক্ত রাজকিশোর রায়।

তৃতীয় অধিবেশন, ৩রা মার্চ্চ, ১৯১৮।

শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে তিনি শাখা-পরিষদের সহকারী সভাপতি অধ্যাপক ৺হরিচরণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের অকালে পরলোক-গমনে শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "অধ্যাপক ৺হরিচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক-গমনে" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

তৎপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় বি এ, এফ্ আর এস্ এল (লণ্ডন) মহাশয় "৺হরিচরণ মুখোপাধ্যায়" শীর্ষক একটি আলোচনাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি উক্ত প্রবন্ধে প্রথমতঃ ৺হরিচরণ বাবুর বাল্যজীবন, বংশ-পরিচয়, ছাত্রজীবনের পরিচয় প্রদান করিয়া মীরাট কলেজে তাঁহার অধ্যাপনা-কার্য্যের বিশেষ বিবরণ প্রদান করেন। অতঃপর অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার কন্যা সুলেখিকা শ্রীমতী বীণাপাণি রায়-রচিত "মহাপ্রয়াণ" শীর্ষক কবিতা দ্বারা তাঁহার প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করেন। তৎপরে মীরাট কলেজের বি এস্ সি শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুক্ত টি, এন মাথুর "A tribute to Genius" শীর্ষক একটি ইংরাজী কবিতা পাঠ করিয়া অধ্যাপক হরিচরণ বাবুর মৃত্যুতে সমবেদনা প্রকাশ করেন। অতঃপর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয় প্রস্তাব করেন যে—

১। মৃত মহাত্মার আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করা হউক।

২। মূল-পরিষৎকে অধ্যাপক ৺হরিচরণ বাবুর অকাল-মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করা হউক।

প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমর্থিত ও গৃহীত হইল।

৪র্থ অধিবেশন, ২৪শে মার্চ্চ, ১৯১৮

আলোচ্য বিষয়—"সৃষ্টি-রহস্য"—শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন দত্ত গুপ্ত।

"প্রতাপের মৃত্যু-শয্যা" কবিতা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীললিতমোহন রায়
সহকারী সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—গৌহাটী-শাখা

১৩২৪ সালের কার্য্য-বিবরণ

৮ম বার্ষিক, ৭ম অধিবেশন, ২৯শে আষাঢ়, ১৩২৪।—উচ্চশিক্ষায় কি ভাবে বঙ্গভাষা প্রচলিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ক আলোচনা।

৮ম বার্ষিক, ১ম বিশেষ অধিবেশন, ১৮ই শ্রাবণ, ১৩২৪।—"বঙ্গভাষার ক্রমবিকাশ" সম্বন্ধে বক্তৃতা—বক্তা—বিক্রমপুরের ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

৮ম বার্ষিক, ৮ম অধিবেশন, ১লা ভাদ্র, ১৩২৪।—১। প্রবন্ধ—"অণু ও পরমাণু" (২য় প্রস্তাব), লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ। ২। প্রবন্ধ—"উপনিষদে উপাসনাতত্ত্ব", লেখক—শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।

৯ম বার্ষিক, ১ম অধিবেশন, ২৯শে ভাদ্র, ১৩২৪। ১। প্রবন্ধ—"কামাখ্যামন্দির", লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী ই, এ, সি। ২। প্রবন্ধ—"আলোয়ালের পদ্মাবতী", লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

৯ম বার্ষিক, ২য় অধিবেশন, ২০শে আশ্বিন, ১৩২৪। ১। প্রবন্ধ—"তন্ত্রে অদ্বৈতবাদ", লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ২। "পঞ্জিকা-গণনা", লেখক—শ্রীযুক্ত সিদ্ধিনাথ শর্ম্মা বি এস্ সি। ৩। "ঋগ্বেদে সোম ও চন্দ্র", লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ।

১ম বিশেষ অধিবেশন, ৩১শে আশ্বিন, ১৩২৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবর্ত্তী বেদান্ততীর্থ, এম্ এ মহাশয়ের শ্রীহট্ট গমনোপলক্ষে বিদায়-অভিনন্দন প্রদান। এই সভায় "বঙ্গভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রবর্ত্তনের উপায়" শীর্ষক সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য 'বনমালী রৌপ্যপদক' ঘোষণা করা হয়।

৯ম বার্ষিক, ৩য় অধিবেশন, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৪। ১। প্রবন্ধ—"অণু ও পরমাণু" (৩য় প্রস্তাব), লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

৯ম বার্ষিক, ৪র্থ অধিবেশন, ৭ই পৌষ, ১৩২৪। ১। প্রবন্ধ—"বৈদিক কল্পবাদ", লেখক—শ্রীসারদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি টি (সম্পাদক)। ২। প্রবন্ধ—"ভবানীদাসের রাধা-বিলাস", লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ। ৩। প্রবন্ধ—"স্বপ্ন ও জাগরণ", লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এ।

২য় বিশেষ অধিবেশন, ২৩শে পৌষ, ১৩২৪। "The Industrial Possibilities of Assam",—A lecture by Rai Saheb Aghore Nath Adhikari, Superintendent, Silchar Training School.

৯ম বার্ষিক, ৫ম অধিবেশন, ২৫শে ফাল্গুন, ১৩২৪। ১। প্রবন্ধ—"আউনাগা" (প্রথমাংশ), লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এল্ এম্ এস্। ২। প্রবন্ধ—"ইংরেজ-রাজত্বের প্রাক্কালে আমাদের শিক্ষা ও বাণিজ্য," লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩। প্রদর্শন—"কামরূপে এনামেলের কাজ," প্রদর্শক—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদক)।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন, ৫ই চৈত্র, ১৩২৪। মাননীয় বিচারপতি সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা।

৬ষ্ঠ অধিবেশন, ৭ই বৈশাখ, ১৩২৫। ১। প্রবন্ধ—"ঔরঙ্গজেবের পত্র", লেখক—শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন সান্যাল। ২। প্রবন্ধ—"আউনাগা" (শেষাংশ)—লেখক—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

শ্রীসারদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—চট্টগ্রাম-শাখা

১৩২৪ বঙ্গাব্দের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদের, মাসিক অধিবেশনে বাঙ্গালী পল্টন, গরীবের খাদ্য, পরিষৎ-প্রসঙ্গ বা খাঁটী কথা, আয়ুর্ব্বেদে বৈজ্ঞানিক আদর্শ, সংক্রামক ব্যাধি, সাতকানিয়ার সাহিত্যিকের সাভিমান স্মৃতি, কামনা, দুঃখবন্ধু শীর্ষক প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হইয়াছে এবং পঠিত প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনাও হইয়াছে। এই বৎসরে পরিষদের সাতটি বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বিভাগীয় কমিশনার মিঃ কে, সি, দে মহোদয়ের উদ্যোগে স্থানীয় সাহিত্য-পরিষৎ লাট সাহেব বাহাদুরকে একটি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পরিষদের হিতকামী সদস্য শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশচন্দ্র রঞ্জিত কবিরঞ্জন মহাশয় উক্ত অভিনন্দন-পত্রের রৌপ্যাধারের ব্যয় স্বয়ং বহন করিয়াছিলেন। প্রবীণ সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোক-গমনে এবং বিজয়কৃষ্ণ সাহিত্যশাস্ত্রীর অকাল-বিয়োগে পরিষদের সদস্যগণ শোকপ্রকাশ প্রস্তাব পরিগ্রহণ করিয়াছেন। পরিষৎ মন্দিরে রায় শরচ্চন্দ্র দাস সি আই ই বাহাদুরের প্রতিকৃতির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে মহাকবি নবীনচন্দ্রের স্মৃতি-সভায় যথারীতি অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়কে পরিষদের সদস্যগণ সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

চট্টলের স্থানে স্থানে পল্লী-পরিষৎ, পুস্তকাগার ও সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাইতেছি। ফটিকছড়ী সাহিত্য-সভায় পরিষৎ-সভাপতি শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয়কে এবং মধুরখিল সাহিত্য-সভায় এই অযোগ্য সম্পাদককে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করায় স্থানীয় পরিষদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে। পল্লী-সাহিত্য-সভার সহিত সাহিত্য-পরিষদের সংযোগ স্থাপনের আবশ্যকতা প্রমাণিত হইয়াছে।

সাতকানিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়-গৃহে চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ খাস্তগির এম্ এ, বি এল মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং উৎসাহী উকীল শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু চৌধুরী মহাশয় সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৩২৫ বঙ্গাব্দের সভাপতি—শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল্। সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মিত্র এম্ এ। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ খাস্তগির এম্ এ, বি এল্। শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত প্রমোদাকুমার বিশ্বাস পি এইচ ডি।

শ্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—নদীয়া-শাখা

১৩২৪ বঙ্গাব্দ

পৃষ্ঠপোষক—মিঃ এস্, সি, মুখার্জ্জি, আই সি এস, ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্, নদীয়া। মিঃ আর, এন, গিলক্রষ্ট, এম্ এ, প্রিন্সিপাল, কৃষ্ণনগর কলেজ। সভাপতি—নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত ক্ষোণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর। সহকারী সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বি এ, বিদ্যাবিনোদ, কাব্যকণ্ঠ। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ, কবিরঞ্জন, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্। সহকারী সম্পাদক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিহারীলাল তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, বি ই, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার। ধনাধ্যক্ষ—জমীদার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বর্ত্তমান বর্ষে ১৯২ জন ব্যক্তি পরিষদের সাধারণ সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে ১১টি [illegible]ক অধিবেশন, তিনটি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন এবং ৩টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

১ম বিশেষ অধিবেশন, ১৬ই বৈশাখ। আলোচ্য বিষয়—৺জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম এ, বি এল মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

১৭ই বৈশাখ, ১ম মাসিক অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়—১। "১৩২৩ সালের কার্য্যবিবরণী এবং হিসাবাদি প্রকাশ"—শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন। ২। "ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের উপদেশপূর্ণ পত্র-পাঠ।"—শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন। ৩। "নববর্ষ"—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন-গুপ্ত বি ই। ৪। "প্রাচীন ও মধ্য যুগের আদর্শ নগর"—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়—১। "পরিষৎ-শাখার নিয়মাবলী প্রকাশ"—শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন। ২। "একটি মকদ্দমার রায়—চলতি ভাষা বনাম সাধুভাষা"— শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ, কবিরঞ্জন। ৩। "জগৎ-জ্ঞান"—কবিরাজ শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২২শে জ্যৈষ্ঠ, বিশেষ অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়—পরিষদের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যবি এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের রাজকীয় কার্য্যে লাহোর গমন উপলক্ষে ১। "বিদায় কবিতা"—শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন। ২। "বিদায় প্রবন্ধ"—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি এ। ৩। "বিদায় কবিতা"—(সংস্কৃত) শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ শাস্ত্রী। ৪। সঙ্গীত"—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি ই।

২৯শে আষাঢ়, তৃতীয় অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়—১। কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ৺হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ। ২। "শোকোচ্ছ্বাস কবিতা"—শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন।

২৫শে শ্রাবণ, চতুর্থ মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—১। "প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে

জনশিক্ষা"—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার বি এ। ২। "আয়ুর্ব্বেদ 'পতন"—শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ শাস্ত্রী। ৩। "বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের আলোচনা"—শ্রীললিতমোহন ইন্দ্র বি এল্।

২৯শে ভাদ্র, পঞ্চম মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—১। অধ্যাপক শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত গুপ্ত এম এ মহাশয়ের ইংরেজিতে লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ—"ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যনিবাস"—শ্রীপ্রফুল্ল-কুমার সরকার বি এ ও শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। ২। "মুসলমান আমলে ভারতে সভ্যতা"—মৌলবী শ্রীআকবরুদ্দীন বি এ।

২৩শে আশ্বিন, বিশেষ অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়—১। সাহিত্যাচার্য্য ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ—প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ, কবিরঞ্জন। ২। বক্তৃতা—রায় শ্রীবিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর। অধ্যাপক শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ। ৩। শোকসন্তপ্ত শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের নিকট শোকলিপি প্রেরণ করা হয়।

উক্ত তারিখ ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন হয়। শ্রীপ্রযোধচন্দ্র দে আই সি এস, ডিষ্ট্রিক্ট জজ সাহেব মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আলোচ্য বিষয়—১। "নদীয়ার উটজ শিল্প"—শ্রীমান্ শিবচন্দ্র সিংহ রায় মহাশয় কর্ত্তৃক অনুদিত শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সরকার বি এ ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সরকার বি এ দ্বারা লিখিত। ২। "বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগের বঙ্গীয় সভ্যতা"—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি ই।

২৯শে অগ্রহায়ণ, অষ্টম মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—১। "বঙ্গসাহিত্য ও মুসলমান"—মৌলবী শ্রীআজিজুল হক বি এল্।

২৯শে পৌষ, নবম মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—১। "জীবনের মহত্ত্ব"—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ, কবিরঞ্জন।

২৭শে মাঘ, দশম মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—১। "কান্না"—শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্। ২। "মেঘনাদ-বধ কাব্যে সীতা ও সরমা"—রায় শ্রীদীননাথ সান্যাল বি এ, এম বি। ৩। "বর্ণমালা-সংস্কার"—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি ই।

২৯শে চৈত্র, একাদশ ও দ্বাদশ মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—১। "মেঘনাদ-বধ কাব্যের ছন্দ ও ভাষা"—রায় বাহাদুর শ্রীদীননাথ সান্যাল বি এ, এম বি। ২। "বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র"—শ্রীহরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। প্রদর্শন—গৌড়ের অনেকগুলি বিচিত্র নক্সা ও এনামেল-করা প্রাচীন ইষ্টক। সংগ্রাহক—মৌলবী শ্রীআজিজুল হক বি এল।

উল্লেখযোগ্য বিষয়।—আলোচ্য বর্ষে আমরা কয়েক জন সহায়ক সদস্যকে হারাইয়া বিশেষ উৎসাহহীন হইয়াছিলাম। ভগবৎকৃপায় নবাগত কয়েক জন সাহিত্য-বন্ধু আমাদের সহায়ক-সদস্যের পদ গ্রহণ করিয়া উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই পরিষৎ-শাখাকে অনেকগুলি পুস্তক প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। এ জন্য শাখা-পরিষৎ কৃতজ্ঞ। পরিষদের লাইব্রেরীর জন্য নদীয়ার অনেক হিতৈষী সাহিত্যিকের নিকট আমরা আমাদের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য জানাইয়াছিলাম। আশানুরূপ অর্থের অভাববশতঃ

আমরা পুস্তকাদি সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণনগর "রামগোপাল টাউন হলে" পরিষদের অধিবেশনের কার্য্যাদি হইয়া থাকে এবং কৃষ্ণনগর, মদনমোহন কলেজে সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় স্থাপিত রহিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে আয়—৭৯৲, ব্যয়—১৫।৶১০, উদ্বৃত্ত রহিয়াছে—৬৩৷৶১০।

শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন
সহকারী সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—উত্তরপাড়া (হুগলী) শাখা ও সারস্বত সম্মিলন

১৩২৪ বঙ্গাব্দের কার্য্যবিবরণ

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে কয়েক জন ছাত্রের উদ্যোগে সারস্বত সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ২০শে জুন ১৯১৭ তারিখে সারস্বত সম্মিলন গবর্ণমেণ্ট হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১ আইনানুযায়ী রেজেষ্ট্রী করিয়া লওয়া হইয়াছে।

সারস্বত সম্মিলনের উদ্দেশ্যের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যের কতকটা সৌসাদৃশ্য থাকায় এবং উহার উন্নত প্রণালীর কার্য্যাবলী দেখিয়া সম্মিলন সাহিত্য-পরিষদের শাখারূপে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হয়। পরিষৎ-কর্ত্তৃপক্ষ সারস্বত-সম্মিলনের পত্রানুসারে তাঁহাদের ২৩শে মাঘ, ১৩২৪ তারিখের ১০২৬।২৪ সংখ্যক পত্রে সম্মিলনকে হুগলী জেলার শাখা-সভা বলিয়া গ্রহণ করেন এবং নিম্নলিখিতরূপে ইহাকে নাম ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—উত্তরপাড়া (হুগলী) শাখা ও সারস্বত সম্মিলন।"

সদস্য

উত্তরপাড়া শাখা-পরিষৎ ও সারস্বত সম্মিলনের ১৩২৪ বঙ্গাব্দের সদস্য-সংখ্যা ৩৫ জন। ইহার মধ্যে সাধারণ সদস্য ৩৩ জন, পৃষ্ঠপোষক সদস্য ১ জন এবং সহায়ক-সদস্য ১ জন।

সম্মিলনের আর্থিক অবস্থা উন্নত না হওয়াতে ইহার আভ্যন্তরিক কার্য্য পরিচালনের নিমিত্ত কোন বেতনভোগী কর্ম্মচারী নাই। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যগণের উপরই ইহার সকল কার্য্যের ভার ন্যস্ত আছে। নিম্নলিখিত সভ্যগণ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য আছেন,—১। শ্রীললিতকুমার মুখোপাধ্যায়, সভাপতি। ২। শ্রীহরিহর মুখোপাধ্যায়, সহকারী সভাপতি। ৩। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ঐ। ৪। শ্রীশৈলভূষণ মুখোপাধ্যায়, ঐ। ৫। শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ৬। শ্রীআশুতোষ দত্ত বি এস্ সি, ৭। শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ পাল, ৮। শ্রীশশিভূষণ ঘোষ, ৯। শ্রীজহরলাল বসু বি এল, কাব্যতীর্থ।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে সম্মিলনের সর্ব্বসমেত ৩০টি অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন—১৪টি, ১৫টি সাধারণ ও ১টি বিশেষ অধিবেশন হয়। নিম্নে

সাধারণ অধিবেশনগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল। এই সভা শাখা-পরিষৎরূপে গৃহীত হইবার পূর্ব্বে ১২টি ও পরে ৩টি অধিবেশন হয়।

অধিবেশনের নাম ও তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রবন্ধ-লেখক
প্রথম অধিবেশন, ৯ই বৈশাখ, ১৩২৪	৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "কপালকুণ্ডলা"-চরিত্র	শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি এস্ সি " অহরলাল মুখোপাধ্যায়
দ্বিতীয় অধিবেশন, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪	"দ্বিজেন্দ্রলাল" "সমস্যা ও সমাধান"	" ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় " হরিহর মুখোপাধ্যায়
তৃতীয় অধিবেশন, ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪	সারস্বত-সম্মিলনের নিয়মাবলীর পরিবর্দ্ধন ও সংস্কার এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১ আইন অনুযায়ী সম্মিলন রেজেষ্ট্রী করন।	[সম্পাদক]
সারস্বত-সম্মিলনের নবম বার্ষিক অধিবেশন ৩১শে আষাঢ়, ১৩২৪	সারস্বত-সম্মিলন ও ইহার বিভিন্ন বিভাগের অষ্টম বর্ষের (১৯১৮-১৭) কার্য্য-বিবরণী ও আয়-ব্যয়ের তালিকা।	[মুদ্রিত হইয়া সাধারণ্যে প্রকাশিত হইল।]
চতুর্থ অধিবেশন, ১৩ই শ্রাবণ, ১৩২৪	"বঙ্গ-সাহিত্যে ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পঞ্চম অধিবেশন, ১৪ই আশ্বিন, ১৩২৪	সারস্বত-সম্মিলনের ত্রৈমাসিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ ও আলোচনা	[সম্পাদক]
ষষ্ঠ অধিবেশন, ২৮শে আশ্বিন, ১৩২৪	সাহিত্যাচার্য্য ৺ অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ ও সাহিত্যরথী ৺ সারদাচরণ মিত্রের স্মৃতিসভা।	[মৃত মহাত্মা দুই জনেই হুগলী জেলার অধিবাসী। তাঁহাদের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ ও তাঁহাদের পরিজনবর্গকে সম্মিলনের পক্ষ হইতে সহানুভূতি জ্ঞাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়]
সপ্তম অধিবেশন, ৮ই পৌষ, ১৩২৪	"বিমলা-চরিত্র" (দুর্গেশনন্দিনী)	শ্রীযুক্ত অহরলাল বসু বি-এল, কাব্যতীর্থ

অধিবেশনের নাম ও তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রবন্ধ-লেখক
অষ্টম অধিবেশন, ১৫ই পৌষ, ১৩২৪	(১) ত্রৈমাসিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ ও আলোচনা।	[সম্পাদক]
	(২) সারস্বত-সম্মিলনের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা-গঠন-প্রস্তাব।	"
	(৩) সারস্বত-সম্মিলনে চিত্রশালা স্থাপন।	"
	(৪) ২৪খানি প্রাচীন ও বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রা (রৌপ্য, তাম্র ও পিত্তল) প্রদর্শন।	[প্রদর্শক—শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়]
"ছাত্র-ভাণ্ডারে"র তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন, ১৭ই পৌষ, ১৩২৪	দ্বিতীয় বর্ষের কার্য্য-বিবরণী ও আয়-ব্যয়ের তালিকা প্রকাশ।	["ছাত্র-ভাণ্ডার" সারস্বত সম্মিলনের একটি বিশিষ্ট তহবিল। ইহাতে সংগৃহীত অর্থে দরিদ্র ছাত্রদের বিদ্যালয়ের বেতন ও পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করা হইয়া থাকে।]
"ভূষণচন্দ্র স্মৃতি-বাসর" ১২ই মাঘ, ১৩২৪	সারস্বত সম্মিলন ও ৺ভূষণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভূতপূর্ব্ব সভাপতি)	শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
নবম অধিবেশন, (পূর্ণিমা-মিলন।) ১৪ই মাঘ, ১৩২৪	"আয়েষা"-চরিত্র (দুর্গেশনন্দিনী)	শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র দত্ত চৌধুরী
"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ— উত্তরপাড়া (হুগলী) শাখার উদ্বোধন অধিবেশন, ৩রা ফাল্গুন, ১৩২৪	১। সম্পাদকীয় নিবেদন	[সম্পাদক]
	২। মনুর সময়ে যুদ্ধনীতি	শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু বি এল, কাব্যতীর্থ
	৩। আবৃত্তি-পরিচয়-প্রতিযোগিতা বিষয়—	
	(ক) "বসন্তের কোকিল"	১।২ প্যারা বঙ্কিমচন্দ্র
	(খ) "দুই বিঘা জমি"— রবীন্দ্রনাথ	[মূল-পরিষৎ হইতে উদ্বোধন-অধিবেশনে কলিকাতাস্থ দুই জন প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী যোগদান করিয়াছিলেন।]
	(গ) "শরৎ"—ঐ	
	(ঘ) "গঙ্গাস্তোত্রম্"— শঙ্করাচার্য্য	

অধিবেশনের নাম ও তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রবন্ধ-লেখক
দশম অধিবেশন, ১৯শে ফাল্গুন, ১৩২৪	"আবৃত্তি-পরিচয়" পুরস্কার বিতরণ।	[পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রগণ,— ১। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় ২। " সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ৩। " কালিদাস মুখোপাধ্যায় ৪। " গৌরীশঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় ৫। " রুক্মিণীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৬। শ্রীমতী রাণীবালা দেবী
একাদশ অধিবেশন, ১৭ই চৈত্র, ১৩২৪	১। ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণী পাঠ	[সম্পাদক]
	২। দুইটি বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রা প্রদর্শন (১টি রৌপ্য ও অন্যটি তাম্র)।	[প্রদর্শক—শ্রীশৈলভূষণ মুখোপাধ্যায়]

পুস্তকালয়

উত্তরপাড়া শাখা-পরিষৎ ও সারস্বত-সম্মিলন পুস্তকালয়ে ৩১শে চৈত্র, ১৩২৪ পর্য্যন্ত সংগৃহীত পুস্তকের মোট সংখ্যা ১১৬৮। ইহার মধ্যে বাঙ্গালা ৯১২ ও ইংরাজী ২৫৬ খানি।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অনুগ্রহ করিয়া পুস্তকালয়ে পুস্তক উপহার প্রদান করিয়া ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন,—শ্রীআশুতোষ দত্ত বি এস্‌সি, শ্রীশৈলভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় বি এ, শ্রীললিত-মোহন রায় চৌধুরী, শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীললিতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (লক্ষ্মীনিবাস, কলিকাতা), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির আনুমানিক মূল্য ১০০৲ টাকা হইবে।

নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রগুলি পুস্তকালয়ের জন্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে,—

(১) ভারতবর্ষ, (২) মানসী ও মর্ম্মবাণী, (৩) প্রবাসী, (৪) সবুজপত্র, (৫) ব্রহ্মবিদ্যা, (৬) অর্চ্চনা, (৭) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, (৮) দর্শক।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে মোট আয় ২৯৪৸৵১০ টাকা এবং ব্যয় ২৯০৷৶১৫ টাকা বাদে ৪৷৵১৫ টাকা উদ্বৃত্ত আছে।

সম্মিলনের নিজস্ব গৃহ না থাকাতে ভাড়াটিয়া বাটীতে অবস্থান করিতে হইতেছে। বাটী ভাড়া হিসাবে মাসিক ৭৲ টাকা এবং ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ২৷৷০ টাকা প্রদান করিতে হইতেছে।

বিগত বর্ষে সম্মিলন-মন্দির সংস্কার করিতে যাইয়া ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ২৬৲০ টাকা ঋণ পরিশোধ করা হইয়াছে। এখনও ২৫৲ টাকা ঋণ বাকী রহিল। মন্দির সংস্কারের জন্য যে টাকা ঋণ লইয়া অগ্রিম ব্যয় করা হইয়াছে, জমিদারবর্গ উহার জন্য মাসিক ভাড়া হইতে এক টাকা করিয়া প্রদান করিতেছেন। বক্রী ঋণ বর্ত্তমান বর্ষে (১৩২৫ বঙ্গাব্দে) পরিশোধ হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

১৫ই বৈশাখ, ১৩২৪
সারস্বত-সম্মিলন-মন্দির,
১৪৮ গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, উত্তরপাড়া।

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

গণিত-শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনা-সমিতির * সভ্যগণ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ (সভাপতি), ডাঃ শ্রীশ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পি এচ্ ডি, রায় শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু বাহাদুর এম্ এ, ডাঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মল্লিক এস্ সি ডি, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, ব্যারিষ্টার, শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ এম্ এ, ব্যারিষ্টার, শ্রীসত্যানন্দ বসু এম্ এ, বি এল্, শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীনিখিলনাথ মৈত্র এম্ এ, † শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীব্রজকিশোর রায় চৌধুরী এম্ এ, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, মিঃ ডি এন্ মিত্র বি এস সি, এল্ এল্ বি, পণ্ডিত শ্রীরাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ, শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ এম্ এ, শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীসত্যানন্দ বসু এম্ এ, বি এল্, শ্রীগোপালদাস চৌধুরী এম্ এ, শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, ডাঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত পি এচ্ ডি, শ্রীসুকুমার রায় চৌধুরী বি এস্ সি, শ্রীসীতেশচন্দ্র কর এম্ এ, শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ, শ্রীমেঘনাদ সাহা এম্ এস্ সি, শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার এম্ এ, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীশ্রীশচন্দ্র সেন এম্ এ, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ‡ শ্রীহেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ (সম্পাদক)।

বঙ্গভাষায় উচ্চশিক্ষা দান সম্বন্ধে সদস্যগণের মতামত আলোচনার জন্য গঠিত শাখা-সমিতির মন্তব্য

যে বিষয়ের আলোচনার জন্য এই শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহা সাহিত্য পরিষৎ-

* বর্ত্তমান বর্ষে এই সমিতির নাম 'গণিত-সমিতি' হইয়াছে।

† বর্ত্তমান বর্ষে এই সভ্য পরলোকগত হইয়াছেন।

‡ বর্ত্তমান বর্ষে ইনি এই সমিতির সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন।

সম্পাদক মহাশয়ের বিগত ৯ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের পত্রে বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহা সংক্ষেপে এই—

"উচ্চশিক্ষা বিস্তারের কোন প্রকার ক্ষতি না হয়, অথচ বঙ্গভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা যাহাতে রীতিমত হয় এবং ক্রমে ক্রমে যাহাতে বঙ্গভাষা পুষ্টি লাভ করিয়া পরিণামে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা প্রদানের উপযোগী হইতে পারে, ইহার জন্য আমাদের বর্ত্তমানে কি কর্ত্তব্য।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নটি পরিষদের সদস্যগণ এবং শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নিকট পাঠাইয়া তদ্বিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত আনিবার জন্য পত্র লেখায়, যে সমস্ত মহোদয়গণ সম্পাদকের প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ মন্তব্য পাঠাইয়াছেন, তাহা আলোচনার জন্য এক শাখা-সমিতি গঠিত হয়। শাখা-সমিতি উহা আলোচনা করিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

১। এই প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে প্রথমেই অবশ্য দেখা কর্ত্তব্য, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি করিতে গিয়া বাঙ্গালীর উচ্চশিক্ষার কোনরূপ অবনতি না হয়। কেন না, এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে যে, শিক্ষা বিষয়ে বঙ্গভাষার উন্নতি ইংরাজী শিক্ষার বাধাজনক হইতে পারে এবং যে সকল বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ইংরাজীতে লাভ করা যাইতেছে ও যাইতে পারে, সে সকল শিক্ষা সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বাধা হইতে পারে। কিন্তু এ আশঙ্কা অমূলক। যেহেতু ইংরেজী ভাষা শিক্ষার খর্ব্বতা করা উপস্থিত প্রস্তাবের একেবারেই অন্তর্গত নহে। ইংরেজী ভাষা এবং ইংরেজী সাহিত্যাদি শিক্ষা কেবল আমাদের বৈষয়িক নিত্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ জন্য প্রয়োজনীয় নহে। অধিকন্তু ইংরেজী ভাষা জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশ লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। বর্ত্তমান প্রস্তাব কেবল ইহাই চাহে যে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উচ্চশিক্ষা বাঙ্গালা ভাষাতেই দেওয়া হউক। তাহাতে কেহ কেহ এরূপ মনে করেন যে, সকল বিষয়েই ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা করিলে, সে ভাষা যে প্রকার আয়ত্ত হয়, অন্যান্য বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিয়া, কেবল সাহিত্য হিসাবে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দিলে সেরূপ না হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এ কথাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, বাঙ্গালীকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বাঙ্গালা ভাষাতে শিক্ষা দিলে ঐ ঐ বিষয় অল্প আয়াসে ও অল্প সময়ে শিক্ষা লাভ করিবে এবং তাহাতে যে শ্রম ও সময়ের লাঘব হইবে, তাহা শিক্ষার্থীর ইংরেজী ভাষা শিক্ষায় জন্য প্রযুক্ত হইতে পারে।

২। এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে, বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা ভাষাতে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া কত দূর সম্ভবপর এবং অদূর ভবিষ্যতে সেই প্রণালীর প্রসার কত দূর ও কি উপায়ে বিস্তার করা যাইতে পারে। এ কথা বলা বাহুল্য যে, কি নিম্ন, কি উচ্চ, সকল প্রকার শিক্ষাই যত দূর সাধ্য, শিক্ষার্থীর মাতৃভাষাতে দেওয়া উচিত। তাহা হইলেই বিষয় শিক্ষার আয়াসের উপর আবার ভাষা শিক্ষার আয়াস যোগ করিতে হয় না এবং শিক্ষার বিষয়ও বিশদভাবে

হৃদয়ঙ্গম হয়। তবে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত গ্রন্থাদি বাঙ্গালা ভাষায় বর্ত্তমান কালে পাওয়া যায় কি না, ইহা বিবেচ্য। যত দূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইহা নিঃসংশয়রূপে নির্দ্দেশ করা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বলবিজ্ঞান প্রভৃতি অর্থাৎ ইংরেজী সাহিত্য ভিন্ন আর সকল বিষয়েই বাঙ্গালা ভাষাতে আবশ্যকীয় গ্রন্থের কোনও অভাব নাই এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়ার পর ভাষা-বিভ্রাটের আর কোনও আশঙ্কা নাই। যেহেতু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, ইহা এক প্রকার বলা যাইতে পারে। মধ্য (Intermediate) পরীক্ষাতেও অধিকাংশ বিষয়েই আবশ্যকীয় গ্রন্থের অভাব নাই। আর যে যে বিষয়ের গ্রন্থের অভাব আছে, তত্তদ্‌বিষয়ের গ্রন্থের অভি সহজেই পূরণ হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সম্পূর্ণ বাঞ্ছনীয় এবং সে বাঞ্ছা পূর্ণ হইবার কোনও বাধা দেখা যায় না যে, বি এ, এম্ এ পরীক্ষার বিষয়ও এক দিন বাঙ্গালা ভাষাতে বাঙ্গালী শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। ৫ বৎসর পরেই বাঙ্গালা ভাষাতেই সমস্ত উচ্চশিক্ষার বিষয় অধীত হইবে—এই ঘোষণা কর্ত্তৃপক্ষ-কর্ত্তৃক একবার প্রচারিত হইলে, অল্প দিনের মধ্যেই সুযোগ্য গ্রন্থকারের লিখিত নানা বিষয়ের সদ্‌গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে রচিত হইবে।

৩। আর একটি বিষয়ে বক্তব্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা কেবল রচনা শিক্ষার জন্য এক্ষণে পঠিত হয়। সে নিয়মের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য উভয় বিষয়ই পঠিত হয় ও উভয় বিষয়েই পরীক্ষা হয়, ইহা প্রয়োজনীয়।

৪। এম্ এ পরীক্ষাতে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য, বঙ্গ-ভাষাতত্ত্ব এবং বঙ্গ-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রভৃতি পরীক্ষার বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি দ্বারা উচ্চশিক্ষা বিস্তারোপযোগী বক্তৃতা বঙ্গভাষায় প্রদানের প্রথা—যাহা আমাদের বর্ত্তমান মাননীয় বিচক্ষণ সুযোগ্য মাতৃভাষানুরাগী ভাইস চ্যান্‌সেলার মহোদয় প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, যাহাতে তাহা আরও অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করে, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
শ্রীহেমচন্দ্র সরকার
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত

চতুর্ব্বিংশ সাংবৎসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

১।	চাঁদা—		৯৫৪৪৷৷০
	সহর—	৪৮১৯৷৷০	
	মফস্বল—	৪৭২৫৲	
		৯৫৪৪৷৷০	
২।	প্রবেশিকা—		৯১১৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়—		৭৪৭৶৬
	গ্রন্থাবলী—	২৮৪৷৷০	
	পুস্তক—	৪৬২৷৷৶৬	
		৭৪৭৶৬	
৪।	পত্রিকা বিক্রয়—		৭৪৮/০
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়—		৯৩৲
৬।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ আদায়—		১১৪৪৶৪
৭।	এককালীন দান—		২১৭৭৲
	সাধারণ—	৪৫২৲	
	গবর্ণমেণ্ট —	১২০০৲	
	মিউনিসিপালিটী—	৫২৫৲	
		২১৭৭৲	
৮।	স্মৃতিসমিতি খাতে—		৪২।০
৯।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়—		৭৬৸/০
১০।	পদক ও পুরস্কার—		৭০৲
১১।	পোষ্টঅফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিসাবে জমা—		১৪৯১।০
১২।	হাওলাত আদায় জমা—		৪৬৫১৷৷০/৯
১৩।	হাওলাত জমা—		১৭২৪৲
১৪।	আমানত জমা—		৩২৭৷৷০
১৫।	বিবিধ আয়—		৫৪৯।৶১
			২৪২৯৭৸/৮

ব্যয়

১। গ্রন্থাবলী মুদ্রণ— ৩৯৮৯৫৯

সম্পাদন—	৮৩৪৲
কাগজ—	১০৬৬৸৶৬
মুদ্রণ—	১২৮৯৸৶৯
ছবি—	৯৩৷৷০
বাঁধাই—	১৭১৶৬
ডাক—	১৮৶৯
বেতন—	৪৮৪৶৩
গাড়ীভাড়া—	৪৷৶৬
বিবিধ—	২৬৸৬
	৩৯৮৯৫৯

২। পত্রিকা, পঞ্জিকা ও কার্য্য-বিবরণী মুদ্রণ— ২৬১১৷৷৸৶৬

কাগজ—	১০৬১৷৷৶৩
মুদ্রণ—	১০৩৬৶৯
ছবি—	১৭৬৷০
বাঁধাই—	৩০৪৷৷৬
বিবিধ—	৩৫৶০
	২৬১১৷৷৶৬

৩। পুস্তকালয়— ১৭৫৯৸৶৯

পুস্তক ক্রয়—	১৯৷৶৬
পুস্তক বাঁধাই—	১৬১৸০
আসবাব—	১১৯২৷৶৬
তালিকা-মুদ্রণ ব্যয়—	২৫৬৸৯
দপ্তর সরঞ্জামী—	৫০৷৷৶
বিবিধ—	৭৮৸৶০
	১৭৫৯৸৶৯
	৮৩৬০৷৷৸৶০

জের— ৮৩৬০৷৷৸৶০

৪। পুথিশালা— ২৫৷৷৸৶৬

পুথি খরিদ—	২৲
কিতা ও খেরো খরিদ—	১০৷৷০
পুথি বাঁধাই—	২৷৷০
বিবিধ—	১০৷৷৶৬
	২৫৷৷৸৶৬

৫। বিবিধ মুদ্রণ— ৫৭০৷৶৬

৬। চিত্রশালা— ২২৯৷০

৭। ডাক মাশুল— ১৮৪১৸৶৯

পত্রিকা প্রেরণের জন্য—	৮৮১৫৬
অধিবেশনের জন্য—	৮৮৩৷৶৩
সাধারণ পত্রাদির জন্য—	৭৭৷৷৶০
	১৮৪১৸৶৯

৮। মেরামত— ১০৭০৸৶৬

গৃহ—	৪৯৪৷৶৯
আসবাব—	৮৪৶৯
ছবি—	৫৩৶০
আলোক ও পাখা—	৪৩৯৶০
	১০৭০৸৶৬
	১২০৯৮৸৶৩

ব্যয়

জের—	১২০৯৮৸৶৩	জের—	১৯৩৪৬৷৯
৯। কমিশন—	১৩৪৶০	১৭। সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যয়—	৪৯৷৶৬
চাঁদা আদায় জন্য— ৯৪৷৶০		১৮। ছাত্র-সভ্যের পুরস্কার—	৪৷৶৬
পুস্তক বিক্রয় „ — ৩৷০		১৯। স্মৃতিরক্ষার ব্যয়—	২৯৩৲
বিজ্ঞাপন „ — ৩৬৲		২০। পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনের ব্যয়—	১১৷৶৯
	১৩৫৶০		
১০। মিউনিসিপাল ট্যাক্স্—	২৬২৲	২১। পুস্তক বিক্রয়ের খরচা—	৬৫৸৶৯
১১। ইলেকট্রিক আলোক ও পাখার বিল—	২৫০৸০	২২। গাড়ীভাড়া—	২১৪৸৬
		২৩। সেভিংস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিসাবে খরচ—	৫৫১৸৶১১
১২। ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া—	১২৩৷৶০	২৪। কোম্পানীর কাগজ খরিদ—	৫০০৲
১৩। „ পোষাক—	১৪৸৶৬	২৫। হাওলাত দাদন খরচ—	৩৬০৬৷০
১৪। দপ্তরসরঞ্জামী—	২৪২৷৶৩	২৬। হাওলাত শোধ—	২২৪৲
১৫। নূতন আসবাব—	২৩৪৪৸৶৯	২৭। আমানত শোধ—	৩০৮৷৶০
১৬। বেতন—	৩৮৭৪৷৶০	২৮। বিবিধ ব্যয়—	২৪৮৷৶৯
পুস্তকালয়— ৩৮২৲		২৯। পদক ও পুরস্কার—	১১৫৲
পুথিশালা— ৭০১৷৶৬		৩০। অভ্যর্থনার ব্যয়—	৬৪৶৬
সাধারণ আফিস— ২৭৯১৶৬		৩১। স্থায়ী তহবিলের দেনা শোধ—	৬০০৲
	৩৮৭৪৷৶০		
	১৯৩৪৬৷৯		২৬২০৶৶১১

কৈঃ—

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত—
সাধারণ তহবিল— ২১৩১৸৬
বিশিষ্ট ভাণ্ডার—
কোম্পানীর কাগজ মজুত— ১৯০০০৲
ডাকঘরে মজুত— ৩৮৫৭৷৶৩
কাশীরাম স্মৃতির কোষাধ্যক্ষের
হস্তে মজুত— ১৫৮৷৶০
মোট উদ্বৃত্ত— ২৫১৪৭৷৶৯

বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ তহবিলের
মোট আয়— ২১৩০৬৷৶৮
(বাদ ডাকঘর হইতে জমা)
৪৬৪৫৪৷৶৫
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ
তহবিলের ব্যয়— ২৪৫৫২৷৹
(বাদ কোম্পানীর কাগজ খরিদ ও
ডাকঘরে গচ্ছিত জন্য খরচ)
২১৯০২৶৫

উদ্বৃত্ত টাকার জায়—
(ক) সাধারণ তহবিল— ৪০৫৷৶৩
ডাকঘরে— ১৮০৷৹
কোষাধ্যক্ষের হস্তে— ২০৬৶৬
কার্য্যালয়ে ডাকটিকিট—১৯৶৯
৪০৫৷৶৩
(খ) বিশিষ্ট ভাণ্ডার— ২১৪৯৬৷৶২
কোম্পানীর কাগজ—১৩০০০৲
পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার— ৫০০০৲
টারমিনেবল্ ওয়ার লোন—
১০০০৲
ওয়ার বণ্ড— ৫০০৲
ডাকঘরে— ১৯৯৬৷৶২
২১৪৯৬৷৶২
২১৯০২৶৫

পরীক্ষায় দেখা গেল, হিসাব নির্ভুল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২০।২।২৫
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১।২।২৫
হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীচুনীলাল বসু
২৪শ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি, ২।৩।২৫
শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর—কোষাধ্যক্ষ, ২৪।২।২৫
শ্রীচুনীলাল বসু
সভাপতি, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি, ৫।৬।১৮
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
কোষাধ্যক্ষ, কাশীরাম-স্মৃতি
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সম্পাদক
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক, ২০।২।২৫
শ্রীরামকমল সিংহ,
প্রধান কর্ম্মচারী
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল,
হিসাব-রক্ষক, ২০।২।২৫

১২৩৪ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের আয়-ব্যয়ের স্বতন্ত্র হিসাব

বিবরণ	হাওলাত সমেত গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্ত্তমান বর্ষের আয়			মোট আয়	মোট ব্যয়	উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার জায়			
		চাঁদা বা দান ও পুস্তক বিক্রয়	সুদ আদায়	হাওলাত আদায়				কোম্পানীর কাগজ মজুত	ডাকঘরে মজুত	কোষাধ্যক্ষের হস্তে মজুত	সাধারণ তহবিলে হাওলাত
১। সাধারণ স্থায়ী তহবিল—	৯৯৩৫।৶৯	—	—	৬০০৲	১০৫৩৫।৶৯	—	১০৫৩১।৶৯	৬৫০৲	৬০১।৶১১	—	৩৪৩৩।৶১০
২। গ্রন্থপ্রকাশ লালগোলা স্থায়ী তহবিল—	১৩৮২৩৸০	৩১১।৶০	৬৯৩।৶০	—	১৪৯০১৸০	১১৪৯।৶৬	১৩৭৫০।৶৬	১৩০০৲	—	—	৭৫২।৶৬
৩। রজনীকান্ত স্মৃতি তহবিল—	১৬৸৶৩	—	।৶০	২২৷৶৯	৪০৲	১০৲	৩০৲	—	৩০৲	—	—
৪। কাশীরাম স্মৃতি তহবিল—	২১৫৶০	২৬৲	১৷০	—	২৪২৷৶০	—	২৪২৷৶০	—	২৪২৷৶০	—	—
৫। হেমচন্দ্র স্মৃতি তহবিল—	৩৭৫।৶৩	৩৶০	১১।০	১১২৲	৫০২৩	—	৫০২৩	—	৫০২৩	—	—
৬। গ্রন্থপ্রকাশার্থ বিনয়বাবুর দান—	২০৬০৲	—	৩০৲	—	২১২০৲	—	২১২০৲	—	৩২০৲	—	১৫০০৲
মোট—	২৬৪৯৩৸৩	৩৪০৷৹	৭৬৯৸০	৭৩৪।৶৯	২৮৩৪১৸০	১১৫৯।৶৬	২৭১৮২।৩	১৯৫০৲	১৯৯৩।৶২	—	৫৬৮৫৸৪

মন্তব্য—২য় দফা হিসাবে যে হাওলাত দেখান হইয়াছে, তাহা প্রকৃত দেনা নহে। হিসাব মিটান সাপেক্ষে ইহা হাওলাত দেখান হইয়াছে। ৬ষ্ঠ দফায় যে হাওলাত দেখান হইয়াছে, উহা ৬।৫।২৫ তারিখে শোধ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক, ২০।২।২৫

শ্রীচুনীলাল বসু, সভাপতি
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি। ৫।৬।১৮
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
কোষাধ্যক্ষ, কাশীরাম স্মৃতি।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
২০।২।২৫
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২১।২।২৫, হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী।
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক, ২০।২।২৫

ব্যোমকেশ পারিবারিক সাহায্য-ভাণ্ডারের আয়-ব্যয়-বিবরণ

(১৩২৪ সালের ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত)

আয়—		ব্যয়—	
গত বর্ষের জের—	৩১৪৲৬	সন ১৩২৪ সালে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ	
বর্ত্তমান বর্ষের আদায়—	২৬৭৲৩	বাবুর পরিবারবর্গকে সাহায্য দান—	৪৮৫৲
	৫৮১৲৯	বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত	
		মাসিক ৩৫৲ হিসাবে	
		সাহায্য দান— ৪২০৲	
		৺পূজার পূর্ব্বে দেনা	
		শোধের জন্য এককালীন	
		দান— ৫০৲	
		ফাল্গুন মাসে বাড়ী	
		পরিবর্ত্তন করিবার জন্য	
		এককালীন দান— ১৫৲	
			৪৮৫৲
		টাকা আদায় প্রভৃতি জন্য পাথেয়—	২৸৶৬
		ডাক টিকিট—	৷৩
		আদায়কারী লোকের বেতন—	২৲
		মোট—	৫০৩৸৶৯

শ্রীচুনীলাল বসু
বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি, ২।৩।২৫
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, ২১।২।২৫
হিসাব নির্ভুল,
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
১।৩।২৫

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত—কোষাধ্যক্ষ
১৮।৩।২৫

কৈ ঃ—

আয়—	৫৮১৲৯	
বাদ ব্যয়—	৫০৩৸৶৯	
উদ্বৃত্ত—	৭৭৷০	

জায়

ধনাধ্যক্ষের নিকট মজুত—	৭৪৷৶০
সহকারী সম্পাদকের নিকট—	২৷৶০
	৭৭৷০

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সহঃ সম্পাদক।
শ্রীচুনীলাল বসু
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভাপতি।
৫।৬।১৮

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

২৫শে আষাঢ় ১৩২৫, ৯ই জুলাই ১৯১৮, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ৭টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক (সভাপতি)

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার এম্ এ, শ্রীহারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীবিনয়কুমার সেন এম্ এ, শ্রীগুরুদাস গুপ্ত এম্ এ, শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সান্যাল এম্ এ, বি এল, শ্রীসীতানাথ প্রধান এম্ এ, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু বি এল্, শ্রীভৃঙ্গেশ্বর শ্রীমানী বি এ, এটর্ণি, শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, শ্রীহরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅবনীনাথ সরকার, শ্রীরবীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীচণ্ডীচরণ চন্দ্র, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রক্ষিত, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিশ্চন্দ্র সেন গুপ্ত, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীআনন্দচন্দ্র রায়, শ্রীকেদারনাথ সেন, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত শ্রীতারাপদ সিংহ, শ্রীলালচাঁদ, শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী, শ্রীকিশোরীচন্দ্র দত্ত, শ্রীগৌরমোহন শীল, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীপ্রতিভাকুমার সেন, শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীমণিলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীযদুনাথ সেন গুপ্ত, শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম এ, বি এল্, (সম্পাদক)।

আলোচ্য বিষয়—প্রথম বিশেষ অধিবেশন—২৫শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ৭টা। সভাপতি মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত ধারাবাহিক বক্তৃতামালার অন্তর্গত ৪র্থ (বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম) বক্তৃতা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ মহাশয় "শিবাজী ও ঔরঙ্গজেব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ মহাশয় তাঁহার "শিবাজী ও ঔরঙ্গজেব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দান করিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
সভাপতি।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

৩০শে আষাঢ় ১৩২৫, ১৪ই জুলাই ১৯১৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর আই এস ও, এফ সি এস্, এম্ বি (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এস্, শ্রীপ্রবোধকুমার দাস বি এস্, শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীসতীন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকিশোরীচন্দ্র দত্ত, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রক্ষিত, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ, শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ, শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু, শ্রীরামকমল সিংহ, ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী (সহকারী সম্পাদক)।

আলোচ্য বিষয়—দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—৩০শে আষাঢ়, ১৪ই জুলাই, রবিবার সন্ধ্যা ৬টার সময় পরিষদের ভূতপূর্ব্ব অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য, বঙ্গের কৃতি সন্তান, তিব্বতীয় ভাষা ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে এই বিশেষ অধিবেশন হইবে।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলেন,—রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অদ্যকার এই সভার আয়োজন। কিন্তু আমরা সভায় যে প্রকার লোক-সমাগমের আশা করিয়াছিলাম, তাহা হয় নাই, অতি অল্পসংখ্যক সভ্য অদ্যকার এই সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব অদ্য সভার কার্য্য স্থগিত থাকুক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের এই কথার উত্তরে ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর বলেন যে, সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আপনি এইরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন না। প্রথমে সভার কার্য্য আরম্ভ হউক। পরে আপনি যথানিয়মে প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন এবং আপনার সেই প্রস্তাব, উপস্থিত কোন সদস্য সমর্থন করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইতে পারে।

অতঃপর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে, অন্যতম সহকারী সভাপতি ডাঃ রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করেন। কিন্তু কেহই তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই। সভাপতি

মহাশয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাবের উত্তরস্বরূপে বলেন যে, যে পরিমাণ সদস্য অদ্য এই সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাতে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে বে-আইনী হয় না। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে, রায় ৺শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের তৈলচিত্র উন্মোচন-সভায় আরও অনেক অধিক লোক-সমাগম হওয়া উচিত ছিল। তবে বৃষ্টির জন্য এবং রামমোহন লাইব্রেরী, বিডন বাগান ও ভারত-সভা প্রভৃতি স্থানে অদ্য আরও কয়েকটি সৈনিক-সম্বর্দ্ধনা ও রাজনৈতিক সভার অধিবেশন হওয়ায়, এই সভায় সদস্য-সমাগম অল্পই হইয়াছে। পরন্তু গত বৎসর, রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের মৃত্যুর পর সাহিত্য-পরিষৎ একটি বিশেষ সভা আহ্বান করিয়া স্বর্গীয় মহাত্মার জন্য শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের এই সকল উক্তি শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সভ্যগণ, সভার কার্য্য পরিচালন জন্য মত প্রকাশ করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় মৃত মহাত্মার জীবনের অনেক ঘটনাবলীর আলোচনা করেন। বক্তা বলেন যে, এন্‌সাইক্লোপিডিয়া প্রভৃতি অভিধানে দাস মহাশয়ের নাম এবং গুণগ্রাম স্থান লাভ করিয়াছে। ইহা আমাদের পক্ষে কম শ্লাঘার কথা নহে। তিনি নির্ব্বাক্ কর্ম্মী ও সাধক ছিলেন। তাঁহার স্থান পূরণ করিতে পারেন, আমি বাঙ্গালা দেশে এমন একটি লোকও দেখিতেছি না। আমি তাঁহাকে যত দূর জানিতাম, তাহাতে দৃঢ়তার সহিত এ কথা বলিতে পারি যে, তাঁহার ন্যায় রাজভক্ত নির্ভীক কর্ম্মী পুরুষ প্রায় দেখা যায় না।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে বলেন যে, তাঁহার "সেণ্ট্রাল টিবেট-লাশা" পুস্তক যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই ৺শরচ্চন্দ্রের নিকট কৃতজ্ঞ। এরূপ মহাত্মার বাঙ্গালা দেশে জন্ম, বাস্তবিকই বাঙ্গালীর পক্ষে শ্লাঘার বিষয়, সন্দেহ নাই। "সেণ্ট্রাল টিবেট-লাশা" নামক পুস্তক, জগতের এক মহা অভাব মোচন করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন, মৃত মহাত্মার পূর্ব্ববঙ্গপ্রীতি অসাধারণ ছিল। চুঁচুড়ার সম্মেলনে পঠিত তাঁহার প্রবন্ধটি যখন আমি 'প্রতিভা' পত্রিকায় প্রকাশ জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, তখন তিনি ঐ প্রবন্ধটি আমাকে দিয়া বলিয়াছিলেন, 'প্রতিভা' পূর্ব্ববঙ্গের পত্রিকা, সুতরাং আবার প্রবন্ধ সেই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হওয়া উচিত।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়, রায় ৺শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র, কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম উকীল শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস মহাশয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ করেন। সভাপতি মহাশয় বলেন, শ্রীযুক্ত প্রবোধ বাবু নিজ ব্যয়ে মৃত মহাত্মার তৈলচিত্র পরিষৎকে দান করায় বাস্তবিকই তিনি পরিষদের ধন্যবাদার্হ। ইহা বলিয়া তিনি ৺দাস মহাশয়ের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন এবং সকলে দণ্ডায়মান হইয়া দাস মহাশয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

অতঃপর রংপুর শাখা-পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় এই সভার সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞাপিত হইল।

তৎপরে বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হয়।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
সভাপতি।

পঞ্চবিংশ বার্ষিক, প্রথম মাসিক অধিবেশন

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন শেষ হইবার পর এই দিন (৩০শে আষাঢ়, ১৪ই জুলাই, রবিবার) অপরাহ্ণ ৭টার সময় পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশন হয়।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে ডাঃ রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

আলোচ্য বিষয়—১। গত বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। নূতন সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। পদক ও পুরস্কার বিতরণ, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দেব বি এ মহাশয়ের "মহাকবি সঞ্জয়" নামক প্রবন্ধ, ৬। শোকপ্রকাশ—(ক) রায় শ্রীশচন্দ্র বসু বাহাদুর (এলাহাবাদ), (খ) কালীপদ বসু বি এল্ (মীয়াট) ও (গ) অখিলচন্দ্র রায় (বীরপাড়া) মহাশয়ের পরলোক-গমনে, ৭। বিবিধ।

১। প্রথমে গত বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়।

২। নূতন সদস্য-নির্ব্বাচন, (৩) পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং (৪) একটি পুরস্কার পদক (শশিপদ রৌপ্যপদক) বিতরণ হয়। শ্রীমান্ প্রভাতকিরণ বসু মহাশয় শশিপদ রৌপ্য-পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন (পরিশিষ্টে নূতন সদস্য-তালিকা এবং উপহার-প্রাপ্ত গ্রন্থতালিকা দ্রষ্টব্য।)

৫। প্রবন্ধ-পাঠ—অতঃপর শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দেব বি এ মহাশয়ের "মহাকবি সঞ্জয়" নামক প্রবন্ধের নিম্নোক্ত সারাংশ বর্ণন করেন,—

"এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে সঞ্জয়ের কবিত্ব সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা এবং স্থানে স্থানে তুলনামূলক সমালোচনা আছে। দ্বিতীয় ভাগে কবির প্রাচীনত্বের যথাসম্ভব প্রমাণাদি সংগ্রহের চেষ্টা করা হইয়াছে। শিলচর নর্ম্মাল স্কুলে সংরক্ষিত কাশীদাসী বনপর্ব্বের পুথির নিম্নলিখিত কয় পঙ্‌ক্তি লক্ষণীয়।—

পুণ্যকথা ভারতের পরম পবিত্র। অরণ্যেতে পুণ্যশ্লোক নলের চরিত্র॥
এ সব অমৃতকথা সমুদ্রলহরী। কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি॥
ব্যাস মহামুনি ইহা প্রকাশ করিল। তাঁহার দাসের দাস পাঁচালী রচিল॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি করি গীতছন্দ। সঞ্জয় চরণ পান হেতু মকরন্দ॥ (পত্র ৬৭)

প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় কবি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের অভিপ্রায়ও উদ্ধৃত করিয়াছেন। পরিশেষে গ্রন্থমধ্যে "লাউর" শব্দের উল্লেখ এবং কতকগুলি প্রাদেশিক শব্দের প্রয়োগ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া, কবিকে শ্রীহট্টবাসী বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।"

৬। অতঃপর এলাহাবাদের সেসন-জজ রায় শ্রীশচন্দ্র বসু বাহাদুর, মীরাটের কালীপদ বসু বি এল্, বীরপাড়ার অখিলচন্দ্র রায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়। মীরাট শাখা-পরিষদের সভাপতি স্বর্গীয় কালীপদ বসু মহাশয় সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় অনেক কথা বলেন। তিনি মীরাট শাখা-পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের প্রেরিত পত্র ও কালীপদ বাবুর জীবনী আলোচনাপূর্ণ একখানি ইংরেজী সংবাদপত্রের অংশবিশেষ পাঠ করেন এবং শ্রীশবাবু প্রভৃতির মৃত্যুতে যে পরিষৎ বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, তাহা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন,—শ্রীশবাবু প্রথমে সাবজজ এবং পরে সেসন-জজ হইয়াছিলেন। তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। এলাহাবাদের পাণিনি আফিস তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। এই আফিস হইতে শ্রীশবাবুর অনেক বই প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সকল বই পরিষদের কেনা উচিত। শ্রীশবাবু পাণিনির ইংরাজী অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। এই ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইবার পর ম্যাক্সমূলর বলিয়াছেন,—এই অনুবাদ যদি আমি আগে পাইতাম, তাহা হইলে বৃথা সময় নষ্ট করিতে হইত না। শ্রীশবাবু "সেক্রেড বুক্স্ অব দি হিন্দু সিরিজ" প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য ভারতসচিব মহাশয়, শ্রীশবাবুর ধন্যবাদ করিয়াছেন। তিনি প্রায় এক বৎসরকাল রোগ-শয্যায় শায়িত ছিলেন। প্রায় এক মাস হইল, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

অতঃপর ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ করার পর সভাভঙ্গ হয়।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
সভাপতি।

পরিশিষ্ট—(১)

২। সদস্য-নির্ব্বাচন,—

প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, প্রস্তাবিত সদস্য—কবিরাজ শ্রীপার্ব্বতীচরণ কবিশেখর, আসক লেন, ঢাকা। এম্, জি, সাওআরকর এম্ এ, এল্ এল বি, উকীল, আকোলা, বেরার। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ৩০।২ বীডন রো। প্রস্তাবক—চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ ধনস্তরী, সমর্থক—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, সদস্য—শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ বি এ, জে

ম্যাজিষ্ট্রেট, বনগ্রাম, যশোহর। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাবডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বনগ্রাম, যশোহর। প্রস্তাবক—ঐ, সমর্থক—শ্রীপ্রবোধকুমার দাস, সদস্য—শ্রীমুকুন্দবিহারী মল্লিক এম্ এ, বি এল্, ১৩ গোয়াবাগান লেন।

পরিশিষ্ট—(২)

উপহৃত পুস্তকের তালিকা

Officer-in-charge, Bengal Secth Book Depot—(1) Reports on Survey and Settlement Operations in Bengal for the year ending 30th Sept. 1917. —(2) Annual Report of the Archaeological Survey of India, Eastern Circle, for 1916-1917. Director of Statistics, India—(3) Statistics of British India, vol 1. Commercial, 1917. (4) Do. Do. vol. IV. Administrative, Judicial and Local Self Government. 1915-16. (5) Monthly statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, Jan. 1918. (6) Do. Do. February. 1918. Supt. Govt. Printing. India—(7) Annual Report of the Board of Scientific Advice for India, 1916-17. (8) Patent Office Journal, January to March 1918. Supdt. Archaeological, survey of India, Western Circle,—(9) Progress Report of the Archaeological Survey of India, Western Circle, for the year ending, 31st March, 1917. Surveyor General of India.—(10) General Report of the Survey of India, during, 1916-17. Director, Geological Survey of India. (11) Records of the Geological Survey of India, Vol, XLVIII. Pt. 3. 1917. (12) Do. Do. Do. Part 4, 1917. Supdt. Govt. Press, Madras. (13) A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Mss. in the Government Oriental Manuscripts Library, Madras. Vol. XX. Smithsonian Institution.—(14) Analytical and Critical Bibliography of the Tribes of Tierra Del Fuego and Adjacent Territory. (15) The Determination of Meteor-orbits in the Solar System. (16) Exploratioos and Fieldwork of the Smithsonian Institution in 1916. (17) Preliminary Diagones of New Mammals obtained by the Yate-National Geographic Society Peruvian Expedition. (18) New Rodents from British East Africa. (19) On the Occurence of Benthdesuns Atlanticus Goode and Bean on the Coast of British Columbia. (20) Water-vapor Transparency to Law Temperature, Radiation. (21) Cambrian Geology and Paleontology. Vol. IV. 1917. (22) Smithsonia Contribution to Knowledge, Vol. XXVII. 1911. (23) Do. Do. Vol. XXV. 1916. (24) Annual Report of the Smithsonian Institution—1916. শ্রীপূরণচাঁদ নাহার এম্ এ,—(25) An Epitome of

Jainism. Supdt. Govt. Printing India—(26) A Guide to Sanchi. (27) Statistics of British India Vol. V. Education, 1916-17.

প্রদাতা—শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, ১ তত্ত্বসন্দর্ভ, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ২ বাবু কি ? শ্রীভোলানাথ দত্ত, ৩ ডাকের কথা (১ম খণ্ড), শ্রীমন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪ শিক্ষাকোষ, শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫ মহাত্মা গৌরীকান্ত-বংশাবলী, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, ৬ মন্মথ কাব্য (খণ্ডিত), ৭ আর্য্যলহরী, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, ৮ দশম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন ও প্রদর্শনীর কার্য্য-বিবরণ, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৯ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের একাদশ অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ, শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন, ১০ ঐ ঐ সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ, শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত, ১১ ঐ ঐ ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১২ গিরিশ-গীতাবলী, ১৩ গিরিশচন্দ্র, শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ১৪ সবিতারাধনা, শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৫ কিস্‌মৎ।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

২৯শে ভাদ্র ১৩২৫, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৮, রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্ (সভাপতি)

শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল্, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ, মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্, শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ (এটর্ণি), শ্রীসিদ্ধেশ্বর চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব বি এ, শ্রীনিশিকান্ত চৌধুরী বি এ, শ্রীক্ষেত্রনাথ কাব্যকণ্ঠ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীনবকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীরাধাবিনোদ বিশ্বাস, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এ, পি এস্. শ্রীহরিহরনাথ দে, শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ মিশ্র, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীধ্রুবকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীভূতনাথ দত্ত, শুকুর মহম্মদ দেওয়ান, শ্রীআনন্দকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ হাজরা, শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন ঘটক, শ্রীরামকমল সিংহ। ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী (সহকারী সম্পাদক)।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ—মৌলবী মুহম্মদ শাহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের "আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর-সমালোচনা", ৫। শোক-প্রকাশ—(ক) কৃষ্ণলাল চৌধুরী (মালদহ), (খ) সতীশচন্দ্র বসু (ফুলতলা, খুলনা),

(গ) কুলদাকিঙ্কর রায় বি এল্ (কলিকাতা), (ঘ) গৌরমোহন শীল (কলিকাতা) এবং (ঙ) কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর মহাশয়গণের পরলোক-গমনে, ৩। বিবিধ।

ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সভাপতি মহাশয়ের আদেশে অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় গত প্রথম ও দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের এবং প্রথম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন। কার্য্যবিবরণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় নিম্নলিখিত ব্যক্তি-গণকে পরিষদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচনের প্রস্তাব পাঠ করিলেন,—

প্রস্তাবক—স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, সমর্থক—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, প্রস্তাবিত সদস্য—পণ্ডিত শ্রীতারাপদ বিদ্যাভূষণ, কাব্যব্যাকরণতীর্থ, দেবীপ্রসাদ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত, বারাকপুর। প্রস্তাবক—ঐ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য —শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র, ৬০ আমহার্ষ্ট রো। প্রস্তাবক—শ্রীমণীন্দ্রনাথ সাহা, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র, ১৪৮ আপার সার্কুলার রোড। প্রস্তাবক—শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীমাণিকলাল শেঠ, ২৫ রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীহীরালাল ঘোষ, ১৬।১ কলিন ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীপাঁচকড়ি চক্রবর্ত্তী, দেখুড়িয়া ইউ পি স্কুলের হেড পণ্ডিত, রামপুরহাট, বীরভূম। প্রস্তাবক—শ্রীসিদ্ধেশ্বর চৌধুরী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীকালীপদ মিত্র, জোড়াবাগান কোর্ট, ইণ্টারপ্রিটার, নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—মুনসী আবদুল করিম, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষ, এসিষ্টাণ্ট মাষ্টার, দুর্গাপুর হাই স্কুল, ভরঘাজ হাট, চট্টগ্রাম। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বি এল্, ই এম্ লাইব্রেরীর সম্পাদক, বালুরঘাট, দিনাজপুর। প্রস্তাবক—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীননীগোপাল জোয়ারদার বিদ্যাবিনোদ, স্মৃতিবেদান্তরত্ন, বি এ, হেড মাষ্টার, হরিণাবাগবাটী হাই স্কুল, বাগবাটী, সিরাজগঞ্জ। মৌলবী আবদুল হামিদ, সেক্রেটারী, আঞ্জুমানী মইমুন্ ইসলাম, কাউখালি, বরিশাল। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্ত, হেড মাষ্টার, মাণিকগঞ্জ স্কুল, মাণিকগঞ্জ। শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল, ১৬ কালিদাস পুতিতুণ্ডের লেন, কালীঘাট।

৩। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় উপহার-প্রাপ্ত পুথি ও পুস্তকগুলির তালিকা পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ করা হইল। (পুথি ও পুস্তকের তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

৪। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়

তাঁহার "আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর সমালোচনা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)।

সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেব আমার প্রবন্ধ আলোচনা করিয়া আমাকে বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন। ইংরাজী transliteration অর্থে অন্য কোন শব্দ না পাইয়াই আমি "লিপ্যন্তর" শব্দ প্রয়োগ করি। বন্ধুবরের প্রস্তাবিত "অনুলিখন" শব্দটি অতি সুন্দর হইয়াছে। আমি উহা সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতেছি এবং আশা করি, ইহা সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচলিত হইবে। তিনি আমার প্রবন্ধের যে যে বিষয়ে আমার সহিত একমত হইতে পারেন নাই, সেই সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চার কথা বলিতে চাই। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আমার অভিমত বিশদ করিয়া একটি প্রবন্ধে প্রকাশ করিব।

(১) আমার প্রবন্ধ রচনাকালে আরবী শিক্ষাশাস্ত্র (ইল্‌মু-ল্-কিরাঅৎ ব-ৎ-তজ্‌বীদ্) সম্পর্কীয় কোন গ্রন্থের সাহায্য পাই নাই, এই জন্য আমার আলোচনায় কতকটা ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে।

(২) কতকগুলি আরবী ধ্বনি বাঙ্গালা অক্ষরে নির্দ্দেশ সম্বন্ধে বন্ধুবর আমার সহিত একমত নহেন। আরবী শিক্ষাশাস্ত্রের বর্ণনা আলোচনা করিয়া একটি অক্ষর ভিন্ন অন্য অক্ষর সম্বন্ধে আমার মত পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক মনে করিতেছি না। তবে আমার প্রস্তাবিত অনুলিখন-রীতি নূতন হরফ না হইলে চলিবে না বলিয়া একটু জটিল হইয়া পড়িয়াছে, স্বীকার করি।

(৩) হম্‌জহের জন্য ['] চিহ্নের আবশ্যক আছে। অন্যথা [মা'] প্রভৃতি হম্‌জহ্-অন্ত শব্দ জানাইবার উপায় কি?

(৪) আরবীর সে ও জ্বাল অক্ষরের ধ্বনি যথাক্রমে ইংরাজী thion ও then শব্দের thএর মত। বাঙ্গালায় এই উষ্ম থ ধ ধ্বনির নির্দ্দেশ থ্ব ও ধ দ্বারা ভিন্ন অন্য প্রকৃষ্টতর উপায়ে হইতে পারে না।

(৫) আরবীর জোআদ অক্ষরের জন্য দ্ লেখা চলিতে পারে। তবে এই অক্ষর উষ্ম বলিয়া দ্ব লেখাই সমীচীনতর মনে করি। আরবী জো অক্ষরের জন্য য়্ লেখার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। তৎসঙ্গে য়ু ব্যবহারেরও প্রস্তাব ছিল। য়্ বোধ হয়, খুব সমীচীন হইবে না। আরবী শিক্ষাকারদিগের নির্দ্দেশ পাঠে এখন মনে করিতেছি, য়্ না লিখিয়া য়ু লেখাই উচিত। কারণ, জো ঘোষ-ধ্বনিদ্যোতক।

(৬) জীম অক্ষরের প্রাচীন উচ্চারণ গ্য বা ড জাতীয় ছিল, তাহা বন্ধুবরও স্বীকার করিতেছেন। আমি ইহার জন্য জ লিখিবার পক্ষপাতী, গ্যএর জন্য আমার নির্ব্বন্ধ নাই। তবে 'য' আমি সমীচীন মনে করি না।

(৭) অয়েন অক্ষর বিশেষ গুরু কণ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনি প্রকাশ করে, এই হেতু ইহার

কোন বিশেষ চিহ্ন থাকা উচিত। কেবল মাথায় বসান ['] কলায় চলিবে না মনে করি।

(৮) উষ্ম, বিবৃত, সংবৃত প্রভৃতি শব্দ আমি যে বিশেষার্থে ব্যবহার করিয়াছি, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণকারের মত-সঙ্গত।

এই সমস্ত বিষয় বক্তা উদাহরণ প্রভৃতি দেখাইয়া ও নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া বলেন—তাঁহার এই সম্বন্ধে বক্তব্য প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলেন,—"প্রবন্ধ-লেখক মৌলবী মহীউল্লাহ সাহেব ভাষাবিজ্ঞানে সুপণ্ডিত। বিশেষতঃ যাঁহার প্রবন্ধের উপর মৌলবী সাহেবের এই প্রবন্ধ, তিনিও ভাষাবিজ্ঞানে বিশেষ সুপণ্ডিত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং এই সভায় উপস্থিত আছেন এবং আমার পূর্ব্বে তিনি সরাসরিভাবে মৌলবী সাহেবের প্রবন্ধের একটু উত্তরও দিয়াছেন।

ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া আমি মৌলবী সাহেবের এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধের উপর কোন কথা বলিব না এবং আমার ততটা অধিকারও নাই। তবে মোটের উপর আমি ইহা বলিতে ইচ্ছা করি যে, যে বিষয়ের উপর এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, সে বিষয় লইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকবার আলোচনা করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদের বাল্য ও কৈশোরকালে মুসলমানের নামতত্ত্ব ও উচ্চারণতত্ত্ব লইয়া যে তিনটি প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, সে প্রবন্ধ তিনটি পাঠ করিলে তাহাতে আলোচ্য বিষয়ের একটু ক্ষীণ আভা দেখিতে পাওয়া যায়।

বিগত ১৩২৩ সালের পরিষৎ-পত্রিকায় আমি 'বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আরবী ও ফার্সী উর্দ্দু ভাষার শব্দ-লিখনপ্রণালী ও উচ্চারণবিধি" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, প্রকৃত প্রস্তাবে এতৎসম্বন্ধে সেই প্রবন্ধটিই সাহিত্য-পরিষদে প্রথম। শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু ও মৌলবী সাহেব যে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমি সে দিকে লক্ষ্য রাখি নাই। যাহা চালাইতে পারিব, যাহা চলিবে এবং যাহা লোকের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে, আমি সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম।

এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধের পাঠ শুনিতে এবং প্রবন্ধ পাঠ করিতে আগ্রহ হয় বটে, কিন্তু দেশের জনসাধারণ তাহা গ্রহণ করিবে কি না, গ্রহণ করিতে পারিবে কি না, তাহাও ভাবিতে হয়। বিশেষ সকল বিষয়ের আলোচনাই দেশ, কাল এবং পাত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হয়। মক্কার কারী তাঁহাদের মাতৃভাষা, আরবী ভাষা যে ভাবে উচ্চারণ করেন, কুফার কারী সে ভাবে করেন না। কুফার কারী যে ভাবে উচ্চারণ করেন, মিশরের কারী সে ভাবে করেন না। আবার মিশরের কারী যে ভাবে উচ্চারণ করেন, ভারতবর্ষের কারী সে ভাবে করেন না। ভারতবর্ষের কারীদিগের মধ্যে যে ভাবের

উচ্চারণপদ্ধতি প্রচলিত আছে, আমাদিগকে সেই পদ্ধতি বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। তাহা না করিলে আমাদিগের—ইংরাজীতে যাহাকে বলে "টোটাল ফেলিওর"—তাহাই হইবে।

অপর দেশের কথা জানি না। কিন্তু ভারতের কারীদিগের মধ্যে সুরাহ ফাতেহার শেষ শব্দের উচ্চারণ-পদ্ধতি লইয়া বিষম মাঁগামারি কাটাকাটি চলিতেছে। এ বিরোধ যে কোন কালে মিটিবে, তাহা ত বোধ হয় না। অক্ষরটিকে কেহ "দোয়াদ" বলেন এবং কেহ "জোয়াদ" বলেন। কিন্তু এ বাজারে 'ধ' আনিলে চলিবে না।

ইহা ব্যতীত ছাপাখানার দিকেও বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। হেনি ও তাষা প্রভৃত ফরাইবার অসার্থক গুরুভার যদি তাঁহাদের উপরে চাপান যায়, তাহা হইলে তাঁহারা যে এই মহৎ কার্য্যে পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধকতা করিবেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

প্রবন্ধ-লেখক পণ্ডিতযুগলের নেকনজর যদি প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে আমার প্রবন্ধটির প্রতি নিপতিত না হইয়া থাকে, তবে আমি তাঁহাদিগকে এবং পরিষদের সদস্যমণ্ডলীকে আমার প্রবন্ধটি পুনরায় পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

উপসংহারে আমি শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি। ইতিপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সাহিত্য-পরিষৎ একটি শাখাসমিতি গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে শাখাসমিতি যে এ পর্য্যন্ত কি করিয়াছেন, তাহা আমার জানা নাই। তবে সেই সমিতিকে আবার নূতন করিয়া গড়িয়া এ বিষয়ের একটি শেষ মীমাংসা হওয়া উচিত।"

৫। তৎপরে নিম্নোক্ত সদস্যগণের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করা হইল,—

(ক) ৺কৃষ্ণলাল চৌধুরী (মালদহ)　　(ঘ) ৺গৌরমোহন শীল (কলিকাতা)

(খ) ৺সতীশচন্দ্র বসু (ফুলতলা, খুলনা)　　(ঙ) ৺কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর (ঐ)

(গ) ৺কুলদাকিঙ্কর রায় বি এল্ (কলিকাতা)

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়—১। হরতনের নওলা। শ্রীসুখেন্দ্রলাল মিত্র—২। সুরলোকে বঙ্গের পরিচয় (১ম খণ্ড)। ৩। সাহানামা। ৪। সারতত্ত্বচিন্তামণি। ৫। ভারতবর্ষের ইতিহাস। ৬। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ৭। আরব্য উপন্যাস (১ম খণ্ড)। ৮। বিধান ভারত (২য় উল্লাস)। ৯। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা। ১০। মা ও ছেলে (১ম ভাগ)। ১১। ভিক্টোরিয়া-ভারতী। ১২। উপন্যাস-মালা। ১৩। মুক্তাহার (১ম ভাগ)। ১৪। ষট্‌কাল-সন্দর্ভ। ১৫। মার্টিন লুথারের জীবন-চরিত। ১৬। ললনা। ১৭। বিবিধ প্রসঙ্গ। ১৮। জীবন-গতিনির্ণয় (১ম খণ্ড)। ১৯। কবিতাকল্পলতিকা। ২০। কুমুদনাথ। ২১। মায়াবিনী। ২২। যামিনী। ২৩। শিশুপালন (১ম ভাগ)। ২৪। পীতাম্বর। ২৫। ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতি। শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী—২৬। তত্ত্বসন্দর্ভ। ২৭। বেদসংহিতায় অদ্বৈতবাদ। শ্রীপার্ব্বতীচরণ কবিশেখর—২৮। চারুদর্শন। শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ—২৯। মেঘদূত। শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী—৩০। সাধু-সঙ্গ। শ্রীমহাতাপচন্দ্র পাল—৩১। প্রেমময়ী। শ্রীরজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়—৩২। আমি (১ম খণ্ড)। মোহম্মদ লুৎফার রহমান—৩৩। সরলা। শ্রীক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত—৩৪। বনপাখী। শ্রীদুর্গাদাস পাত্র—৩৫। প্রকৃতির প্রতিশোধ। শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—৩৬। সবিতারাধনা। ৩৭। প্রবাসীর প্রত্যাগমন। ৩৮। নবীনের সংসার। শ্রীরাধা-বল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ—৩৯। হোরাবল্লভঃ। ৪০। বীজগণিতম্। ৪১। কোষ্ঠীপ্রদীপঃ। শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী—৪২। পাণিপথ। শ্রীপ্রমথ চৌধুরী—৪৩। বীরবলের হালখাতা। ৪৪। চার-ইয়ারী কথা।

পুথি

উপহারদাতা—শ্রীহীরালাল ঘোষ—১। রামায়ণ—আদিকাণ্ড। ২। ঐ—সুন্দরকাণ্ড। ৩। ঐ—লঙ্কাকাণ্ড। ৪। ঐ—উত্তরকাণ্ড। ৫। কাশীখণ্ড। ৬। উৎকলখণ্ড। ৭। মহাভারত—আরণ্য পর্ব্ব। ৮। ঐ—উদ্যোগপর্ব্ব।

Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot—(1) Reports on the Administration of Bengal, 1916-17.—(2) Progress of Education in Bengal, 1912-13 to 1916-17. Asst. Secretary, Govt. of The Punjab.—(3) Annual Progress Report of the Superintendent, Hindu and Buddhist Monuments, Northern Circle, for the year ending 31st. March. 1917. Secretary, Smithsonian Institution—(4) Meliaceae Centrali-Americanae Et. Panamenses.—(5) Descriptions of two New Birds from Haiti. Officer-in-charge, Bengal. Sectt. Book Depot.—(6) Supplement to the Progress of

Education in Bengal, 1912-13 to 1916-17.—(7) Report on Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies, 1917.—(8) Triennial Report on the Lunatic Asylums in Bengal for the years 1915, 1916, & 1917.—(9) Annual Report of the Royal Botanic Garden and the Gardens in Calcutta and of the Leoyd Botanic Garden, Darjeeling, for 1917-18.—(10) Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs for the year 1917.—(11) Administration Report on the Jails of the Bengal Presidency for the year 1917. Chief Inspector of Explosives in India.—(12) Nineteenth Annual Report of the Chief Inspector of Explosives in India being his Annual Report for the year ending 31st March, 1918. Director, Geological Survey of India. (13) A Bibliography of Indian Geology and Physical Geography with an Annotated Index of Minerals of Economic Value. Supdt. Govt. Press, Madras.—(14) A Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss, Govt. Oriental Mss. Library, Madras. Supdt. Govt. Press, Allahabad.—(15) List of Sanskrit and Hindi Mss. purchased by order of the Govt. and deposited in the Sanskrit College, Benares, during the year, 1916-17. Director of Statistics, India.—(16) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, April, 1918.—(17) Do. May, 1918.—(18) Statistical Tables showing for each of the years 1901-'02 to 1916-17, the estimated value of the Imports and Exports of India at the prices prevailing in 1899-1900 to 1901-'02, with an Introductory Memorandum. Officer-in-charge, Bengal Sectt, Book Depot. (19) Report on the Working of Hospitals and Dispensaries under the Govt. of Bengal for the year 1917.—(20) Report on the Third Wage Census of Bengal taken in December, 1916. Supdt. Govt. Monotype Press, Simla.—(21) Proceedings of All-India Conference of Librarians held at Lahore, 4th to 8th Jan. 1918. Officer-in-charge Bengal, Sectt, Book Depot.—(22) Statistics Returns with a brief note on Registration Department in Bengal. 1917. Supdt. Govt. Ptg. India.—(23) Patent Office Journal, April to June. 1918. Director of Statistics, India.—(24) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills. June, 1918. Director General of Archæology in India.—(25) Annual Report of the Archæological Survey of India, 1915 to 1916. Director, Geological Survey of India.—(26) Record of the Geological Survey of India, vol. XLIX. Part 1. 1918. Supdt. Govt. Printing, India.—(27) A Guide to Taxila.

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

৫ই আশ্বিন ১৩২৫, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯১৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪৷৷০টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই
সার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, সি আই ই
রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ

শ্রীঅমৃতলাল বসু, শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, মাননীয় রায় শ্রীরাধাচরণ পাল বাহাদুর, রায় শ্রীশ্রীনাথ পাল বাহাদুর, রায় সাহেব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্, শ্রীসিদ্ধেশ্বর চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার, শ্রীপুলিনবিহারী মিত্র, শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব বি এ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, শ্রীবিজেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বসু, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেব, শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅমূল্যকুমার দাস, শ্রীঅন্নদাচরণ দাস, শ্রীঅন্নদাকুমার দত্ত, শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু, শ্রীঅক্ষয়কুমার দাস, শ্রীঅজিতকুমার সেন, শ্রীআনন্দমোহন ঘোষ, শ্রীআশুতোষ পাল, শ্রীঅমৃতগোপাল বসু, শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন বিদ্যারত্ন, শ্রীঅরুণচন্দ্র নাগ, শ্রীঅজিতকুমার দে, শ্রীআবু সিরাজী, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল্, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, অধ্যাপক শ্রীমতিলাল বসু, অধ্যাপক ডাঃ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার এম্ এ, শ্রীজগবন্ধু মোদক, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ, শ্রীরামহরি ভড় বি এল্, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীললিতমোহন পাল, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীঅখিলচন্দ্র বসু, শ্রীঅজিতরঞ্জন মল্লিক, শ্রীঅনিলকৃষ্ণ দত্ত বি এ, শ্রীঅযোধ্যানাথ গোস্বামী, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীঅতুল্যকুমার দাস, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, উপেন্দ্রনাথ কোলে, শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত, ইউ সি মুখোপাধ্যায়, কে বি সেন, শ্রীকিরণচন্দ্র কর, কে সি ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকেশবচন্দ্র ভগ্ন চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সাহা, শ্রীকালীকুমার বসু, কে এস বিদ্যাবিনোদ, শ্রীকামিনীকুমার নাথ, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বসু, শ্রীকামাখ্যাচরণ যশঃ, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীগিরিশচন্দ্র দত্ত, শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য্য, শ্রীগণপতিভূষণ সিংহ, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস, শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীচুনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীচন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীজীবনকুমার রায়, অগদানন্দ বাজপেয়ী, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীতিমকড়ি

বিশ্বাস, শ্রীতারকনাথ রায়, ডি চৌধুরী, শ্রীদেবপ্রসাদ দত্ত, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী, শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়, শ্রীনীলমাধব সাহা, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এন্ চাটার্জি, শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীনীরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীনলিনচন্দ্র দাস, এন এন বিশ্বাস, শ্রীনলিন ঘোষ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেশচন্দ্র দাস, শ্রীনৃত্যগোপাল সরকার, শ্রীপ্রেমতোষ বসু, শ্রীপরেশনাথ বসু, শ্রীপঞ্চানন ঘোষ, শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু, শ্রীপান্নালাল দে, শ্রীপূর্ণেন্দুভূষণ রায় চৌধুরী, পি এন ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু, শ্রীপ্রমথনাথ নাগ, শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি এ, শ্রীপুলিনবিহারী তালুকদার, শ্রীবসন্তকুমার রায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এ, শ্রীবিজয়কুমার মিশ্র, শ্রীবিমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত, শ্রীবিপিনবিহারী বসু, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীভবেশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তী, শ্রীভুবনমোহন ঘোষ, শ্রীমাখনলাল পোদ্দার, শ্রীমনুজকুমার মজুমদার, শ্রীমন্মথনাথ বসু, শ্রীমধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমনোজনাথ ঘোষ, শ্রীমণিলাল বসু, শ্রীমদনমোহন দত্ত, শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য, এম সি গাঙ্গুলী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযোগেশচন্দ্র শীল, শ্রীযতীশচন্দ্র সেন গুপ্ত, শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীযতীশচন্দ্র বসু, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীরযেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, শ্রীরাধাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাধারমণ সাহা, শ্রীরামকেশব চক্রবর্ত্তী, শ্রীরমণীমোহন চৌধুরী, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীরাখালচন্দ্র গুহ বি এ, শ্রীরবীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীরমেশ ভৌমিক, শ্রীললিতমোহন সিংহ, শ্রীলোকেন্দ্রনাথ চন্দ্র, শ্রীললিতমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীশিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামাপদ নন্দী বি এ, শ্রীশৈলেন্দ্র সিংহ, শ্রীশচীন্দ্র সিংহ, শ্রীশরচ্চন্দ্র রুদ্র, শ্রীসিদ্ধেশ্বর দাস, শ্রীসুবোধকুমার বিশ্বাস, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুধন্বাকুমার সূর, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ধর, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীসুধীরচন্দ্র সিংহ, শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, শ্রীসুকুমার দে, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীসত্যরঞ্জন সরকার, শ্রীসন্তোষকুমার বসু, শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, শ্রীসারদাপ্রসাদ হাজরা, শ্রীসচ্চিদানন্দ সরকার, শ্রীসত্যচরণ বসু এম্ এ, এস কে চাটার্জি, এস কে বসু, শ্রীস্নেহলাল বসু, শ্রীহরিশ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীহরিদাস বিশ্বাস, শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত, শ্রীহরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীহরেন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রীহেমকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ
শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ
ডাঃ শ্রীআবদুল গফুর সিদ্দিকী
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।
} সহকারী সম্পাদকগণ

আলোচ্য বিষয়—পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ৺মনোমোহন বসু মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা।

পূর্ব্বনির্দ্ধারিত সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে মাননীয় ডাক্তার স্যার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে সুগায়ক শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র মহাশয়, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার-রচিত প্রথম সঙ্গীতটি গান করিলেন এবং সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে স্বর্গীয় মনোমোহন বসু মহাশয়ের পৌত্র শ্রীমান্ অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, তাঁহার স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলেন। এই সময় পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত হইলে, ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাঁহাকে সভাপতির আসন প্রদান করিলেন।

সর্ব্বপ্রথমে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন,—স্বর্গীয় মনোমোহন বসুর সহিত আমার বিশেষ আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। যে যুগে তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সে যুগ চলিয়া গিয়াছে। এখন বঙ্গ-সাহিত্যে নূতন যুগ আসিয়াছে। তখন বাঙ্গালা দেশে মাত্র চারি জন নাট্যকার প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন;—১ম ৺রামনারায়ণ তর্করত্ন, ২য় ৺দীনবন্ধু মিত্র, ৩য় ৺মনোমোহন বসু এবং ৪র্থ মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ৺দীনবন্ধু বাবুর রসিকতার ন্যায় তাঁহারও রসিকতা যে কম ছিল, তাহা নহে; 'রামাভিষেক' নাটকে তাহার নমুনা পাওয়া যায়। বঙ্গীয়-নাট্যশালায় রামাভিষেক নাটক এত অধিক রজনী অভিনীত হইয়াছিল যে, অন্য কোন নাটক তত অভিনীত হইতে দেখি নাই। তাঁহার "সতী" নাটকের শান্তি পাগ্‌লার অনুকরণে এখনও অনেক চিত্র অঙ্কিত হইতেছে। যে সময় তিনি "মধ্যস্থ" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, সেই সময় তাঁহাকে অনেকেই "মধ্যস্থ বাবু" বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার ক্রোধ ছিল না এবং কখনও কাহারও নিন্দাবাদ করিতেন না। সকল সাধারণ কার্য্যে মধ্যস্থ হইয়া সুপরামর্শ দিতেন। তিনি ভাল গান বাঁধিতে পারিতেন। মনোমোহন-গীতাবলীতে উহা প্রকাশিত আছে। মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী নাটকের গানগুলিতে ৺মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সুর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু মনোমোহন বাবু, তাঁহার নাটকের সমস্ত গানগুলি কোন শ্রুত সুরের অনুকরণে বাঁধিয়া দিতেন। হাপ্-আখ্‌ড়াই ও পাঁচালীর গান বাঁধিয়া, তখনই সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর লিখিয়া প্রতিবাদী দল কর্ত্তৃক সুরলয়যোগে গাওয়াইতেন। তাঁহার দেশহিতৈষিতার প্রবৃত্তি যথেষ্ট ছিল। ৺নবগোপাল মিত্রের সময়ে চৈত্র মেলায় অনেক দেশীয়, স্বদেশীয় কবিতা ও উক্ত মেলায় পঠিত অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া দেশবাসীকে—বিশেষতঃ তৎকালীন শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার

পৌত্রের স্বহস্তে অঙ্কিত তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। আমি এই পুণ্য-দিনে তাঁহার পুণ্য-কথা প্রচার করিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিলেন,—মনোমোহন বাবু একাধারে কবি, নাট্যকার, সমাজ-সেবক ও দেশহিতৈষী ছিলেন। মনোমোহন বাবু আর এক হিসাবে বাঙ্গালার শেষ 'কবি'। রামরাম বসু, হরুঠাকুর প্রভৃতি যে 'কবির গানে' চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, মনোমোহন বাবু সেই কবি-সম্প্রদায়ের শেষ। সাহিত্যের বিবর্ত্তের ও ক্রমবিকাশের কালে তিনি যে যুগের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই বর্ত্তমান যুগ প্রতিষ্ঠিত, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। মনোমোহন বাবু আমাদের সেই পূর্ব্ব-সম্পদে ধনী না করিয়া গেলে, বর্ত্তমান নাট্য-সাহিত্য এত দূর বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিত কি না, সন্দেহ। তিনি গুপ্ত-কবির শিষ্য ছিলেন। মাইকেল, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রভৃতি মনীষিগণ দেশাত্মবোধের আদি প্রচার-কর্ত্তা। দীনবন্ধুর নীলদর্পণের ও হেমচন্দ্রের ভারত-সঙ্গীতের দেশাত্মবোধের কথা কখনও বিলীন হইবার নহে। মনোমোহন বাবুর নাটকে দেশাত্মবোধের ভাব যথেষ্ট পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়াছিল। হরিশ্চন্দ্র নাটকের "দিনের দিন, সবে দীন, ভারত হ'য়ে পরাধীন"—গানে এক সময়ে সমস্ত বাঙ্গালা দেশ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত ও আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। মনোমোহন বাবুর বক্তৃতা করিবার ক্ষমতাও যথেষ্ট ছিল। ১২৭৬ সালে হিন্দু মেলায় ও তৎপরে চৈত্র-মেলায় তিনি প্রতি বৎসর একটি করিয়া বক্তৃতা দিতেন। উক্ত বক্তৃতাগুলি, "হিন্দুর আচার-ব্যবহার, সামাজিক প্রবন্ধ" এবং "বক্তৃতামালা" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেন। এক্ষণে উক্ত উভয় পুস্তকই দুষ্প্রাপ্য। আমি তাঁহার দেশাত্মবোধের বক্তৃতাগুলির অংশ-বিশেষ আপনাদের সমক্ষে পাঠ করিয়া শুনাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। (অতঃপর সুরেশ বাবু বক্তৃতামালা ও সামাজিক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ পাঠ করিলেন এবং সকলকে পুনঃ পুনঃ উহা পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন)। অতঃপর সুরেশ বাবু বলিলেন,—তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং বক্তৃতা করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না—তাঁহার আদর্শের অনুসরণেই তাঁহার ঋণ পরিশোধিত হইতে পারে।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—মনোমোহন বাবুর পুত্র মতিলাল বসু আমার বাল্যসখা। সেই জন্য আমি তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা দেখাইতাম। তাঁহার নাটক পাঠে আমি বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিতাম। আমার অনেক-গুলি নাটকে তাঁহার পথানুসরণও করিয়াছি। বাল্যকালে কথকতা, হাপ আখড়াই, পাঁচালীর গান শুনিয়াছিলাম; সেরূপ মনপ্রাণ-মাতানো গান আর শুনিতে পাই না। মনোমোহন বাবুর গানেও সেইরূপ মাদকতা ছিল। ইংরাজী সাহিত্য ৫০০ বৎসরে যাহা হইয়াছে, বাঙ্গালার সাহিত্য ৫০ বৎসরে উন্নতির পথে বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া সেইরূপটিই হইয়াছে। ইহা আমাদের শ্লাঘার কথা। মনোমোহন বাবু দেশ-ভাষার পুষ্টি-সাধনে যথেষ্ট সেবা করিয়া

গিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক নাটকখানি বাঙ্গালার নাট্য-সাহিত্য-জগতে অতুল কীর্ত্তি-স্তম্ভরূপে আবহমান কাল পর্য্যন্ত বিরাজমান থাকিবে। সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় ও যত্নে এরূপ একজন স্বভাব-কবি নাট্যকারের তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠা হইল। ইহাতে পরিষৎ স্বদেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হইলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন,—শ্রীযুক্ত সুরেশবাবু বলিয়াছেন, মনোমোহন বাবু একাধারে কবি, নাট্যকার, সমাজ-সেবক ও বক্তা ছিলেন। এ দেশে কবি না হইলে কবিকে চিনিতে পারা যায় না। আপনারা কবি, নাট্যকার, সমাজ-সেবক ও বক্তার বক্তৃতা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছেন। সুতরাং আমার বক্তৃতা না করাই উচিত ছিল। আমি শুধু তাঁহার সহিত সাহিত্য-পরিষদের কিরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহাই বলিতেছি। যে কয়জন মহাত্মা পরিষদের ধাত্রী বলিয়া পরিচিত, তিনি তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন। পরিষদের নিয়মাবলীর কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিশোধন করিবার জন্য যে এক্ষণে সদস্যগণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই নিয়মাবলী মনোমোহন বাবু সর্ব্বপ্রথম নিজে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পরিষৎকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। প্রথম কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি পরিশ্রম করিয়া, এই শিশু পরিষৎকে কিশোরবয়স্ক করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার "সতী" নাটক, "হরিশ্চন্দ্র" এবং "রামাভিষেক নাটক" যখন বোবাজারে অভিনীত হইত, তখন লোকে একেবারে শোকে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিত। বৈতনিক, অবৈতনিক থিয়েটারে হরিশ্চন্দ্র নাটক এত অধিক অভিনীত হইয়াছে যে, তৎকালীন অন্য কোন নাট্যকারের গ্রন্থ তত অভিনীত হয় নাই; তাহাতে নাট্যকারকে বিশেষ ভাবে ধন্য ধন্য করিতে হয়। ইহা আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা। উক্ত তিনখানি নাটকের বর্ণনা, ভাষা ও সাহিত্য চিরদিন অতি উচ্চ-স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। সাহিত্য-পরিষৎ এরূপ একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি-নাট্যকারের তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশেষ গৌরবান্বিত হইলেন।

অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বলিলেন,—এই চিত্রের প্রতিষ্ঠার সার্থকতা কি? তাঁহার গ্রন্থের পরিচয় পাইব কোথায়? পরবর্ত্তী কালে যাঁহারা সাহিত্য-সেবায় ব্রতী হইবেন, তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারের গ্রন্থ-পরিচয় এবং গ্রন্থকার দেশের ও দশের জন্য কি কি কাজ করিয়াছেন, কিরূপে তাঁহার রচনাবলী বঙ্গীয়-সাহিত্যে উচ্চ স্থান লাভ করিল ইত্যাদি বিষয়সমূহের বিবরণী তাঁহাদের জানিবার উপায় কি? বিলাতে Marlow, Beaumont & Fletcher ইহাদের খবর কেহ রাখে না। অনেকে সুশিক্ষিত হইয়াও ভাল গ্রন্থকারের সব বই না পড়িয়া কবিকে জানিতে পারেন। বিলাতে যেমন চিত্র-পটপ্রতিষ্ঠা-কালে, তাঁহার গ্রন্থের পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত তালিকা, গ্রন্থাবলীর প্রণয়ন-কাল এবং সাহিত্যে তাঁহার উচ্চ স্থান-লাভ ইত্যাদি নিদর্শনী-পত্র উক্ত চিত্রপটের সঙ্গে থাকে, আমার মতে আমাদেরও ঐরূপ ভাবে চিত্রের সঙ্গে লিখিয়া রাখিলে মন্দ হয় না। কবিবর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে

দেশমাতৃকার দুর্দ্দশা সন্দর্শনে এবং দেশের অভাব-অভিযোগ অনুভব করিয়া, স্বদেশের জন্য খাঁটী বাঙ্গালায় স্বাধীন-ভাবে যে সমস্ত হৃদয়োন্মাদিনী কবিতা ও গান রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গা-প্রজা সর্ব্বসাধারণে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছেন। কবিবরের আকুল-প্রার্থনা সফলতা প্রাপ্ত হউক। এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমে যদি রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, মনোমোহন প্রভৃতি কবিগণ এইরূপ গ্রন্থ রচনা করিতেন, তখন কি আমরা তাঁহাদের চিত্র-প্রতিষ্ঠা করিয়া পরিষদে রাখিতে পারিতাম, না এরূপ ভাবোদ্দীপক গ্রন্থরাজির পাঠ-লালসা পরিতৃপ্ত করিতে পারিতাম ? আমাদের পরম সৌভাগ্য, আমরা পূর্ব্বেই সে আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করিয়াছি। মানুষ, মানুষকে জীবনে-মরণে, শোকে-শান্তিতে সাহিত্যের ভিতর দিয়া মানুষ করিয়া তোলে; মনোমোহন বাবু স্বভাবসিদ্ধ নিজ গুণে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে, নাটকে, কবিতা-রচনায়, বক্তৃতায়, হাপ আখড়াই, পাঁচালী গানে স্বদেশের হিতার্থে নানান্ সৎকার্য্যের ভিতর দিয়া আমাদের মানুষ করিয়া গড়িয়াছেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব সুমধুর জীবন-চরিত কীর্ত্তন করিয়া আজ আমি কবিবরের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডাঃ শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—শ্রীযুক্ত বিপিন বাবু, সুরেশ বাবু প্রভৃতির বক্তৃতার পর, বক্তৃতা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া আমার পক্ষে নিতান্তই অন্যায়। তবে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে, আমি পরিষদের মুসলমান সদস্যদিগের পক্ষ হইতে কিছু বলিতেছি। আমি স্বর্গীয় বসু মহাশয়ের অনেকগুলি নাটক পড়িয়াছি। অনেক নাটকের অভিনয়ও দেখিয়াছি। নাট্যজগতে নাট্য-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে স্বর্গীয় গিরিশ বাবু অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন, মনোমোহন বাবুরও কাজ কম নহে। তিনি যে সমস্ত জাতীয় উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা এবং নাটকাবলী লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের মুসলমান-সমাজেও অতি যত্নের সহিত পঠিত হইয়া থাকে। অতীব আনন্দের কথা, আজ সেই মহাত্মার স্মৃতি রক্ষণার্থ জাতীয় অনুষ্ঠানের মূল সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দু-মুসলমানগণের ধন্যবাদার্হ হইলেন।

শেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—মনোমোহন বাবুর কথা আপনারা অনেকেই শুনিলেন। তিনি বক্তা ছিলেন; এ সভায় যাঁহারা বক্তা আছেন, তাঁহারা মনোমোহন বাবুর বক্তৃতা-শক্তির প্রশংসা করিলেন। তিনি নাটক লিখিতেন; অমৃত বাবু তাঁহার নাটকের সমালোচনা করিলেন। তিনি প্রবন্ধ রচনা করিতেন; যাঁহারা এখন প্রবন্ধ রচনা করেন, তাঁহারা তাঁহার গুণপনা ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমার বলিবার অল্পই আছে। যদিও ইচ্ছা করিলেই তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে ও ঘনিষ্ঠতা করিতে পারিতাম, কিন্তু আমার সে বিষয়ে বিশেষ সুযোগ হইয়া উঠে নাই। তবে এক দিন আমরা দুই জনে প্রায় দুই ঘণ্টা গল্প করিয়াছিলাম এবং তাঁহার সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তিনি অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয়

ছিলেন; অনেক ক্ষণ ধরিয়া তিনি হাফ আখড়াইএর উৎপত্তি ও স্থিতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। এখন যাঁহারা লেখক-বৃত্তি অবলম্বন করেন, তাঁহারা অনেক প্রকারে উৎসাহ পান; তাঁহাদের অর্থাগম ও খ্যাতি লাভের অনেক উপায় আছে। কিন্তু সেই সে কালে—যখন লোকে পড়িত ইংরাজী, পড়িত সেক্সপীয়ার, বাইরণ; রস পাইত স্কট ও ভিকুইনসিতে, তখন বাঙ্গালায় বই লেখা যে কি বিড়ম্বনা ছিল, এখনকার লোক তাহার ধারণাই করিতে পারেন না। কিন্তু সেই দুঃসময়েই মনোমোহন বাবু বাঙ্গালা লিখিয়া গিয়াছেন, কেবল দেশের হিতের জন্য; দেশকে দেশের কথা বুঝাইবার জন্য বাঙ্গালা লিখিয়া জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন যথার্থ দেশহিতৈষী ছিলেন। আসুন, আমরা তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহার প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে, তাহার কিছু পরিচয় দিই।

এই বলিয়া সভাপতি মহাশয়, সমবেত ব্যক্তিবৃন্দকে কবিবরের স্মৃতির উদ্দেশে দণ্ডায়মান হইতে বলিলেন এবং তিনি তৈল-চিত্রখানির আবরণ উন্মোচন করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় মনোমোহন বসুর পৌত্র, চিত্রকর, শ্রীমান্ অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসুকে সকলের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন ও তাঁহাকে তাঁহার পিতামহের আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিবার জন্য উপদেশ দিলেন।

তৎপরে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারী বাবুর রচিত শেষ সঙ্গীতটি শ্রীযুক্ত পুলিন বাবু গান করিলে, সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানানন্তর বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

৫ই আশ্বিন ১৩২৫, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯১৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা

মনোমোহন বসু মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইলে, তৃতীয় মাসিক অধিবেশন হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই অধিবেশনেরও সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের "কামরূপ হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপিসমূহ"। ৫। বিবিধ।

১। গত দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে, পরিষদের সাধারণ সদস্য-রূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নির্ব্বাচিত সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	১। শ্রীবিনায়কচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট, বুক ডিপো।
		২। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ হাজরা বি এল্ মুন্সেফ, পটুয়াখালি, বরিশাল।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	৩। শ্রীজগচ্চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মোক্তার, চট্টগ্রাম।
ঐ	রায় শ্রীচুনীলাল বসু	৪। মাননীয় রায় শ্রীরাধাচরণ পাল বাহাদুর ১০৮ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট।
রায় শ্রীচুনীলাল বসু	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	৫। কুমার শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর শোভাবাজার রাজবাটী

৩। নিম্নলিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে উপহারদাতৃগণকে পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীহরিদাস হালদার	১। কর্ম্মের পথে
শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ	২। বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় "কামরূপ হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপিসমূহ" নামক তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে এই প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ করিলেন এবং জানাইলেন যে, এই প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, স্বর্গীয় ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। আনুমানিক কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিলে উক্ত মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতে পারিবে। ভাস্করকে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে বলা হইয়াছে। নির্ম্মাণকার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। প্রোক্ত উদ্দেশ্যের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট এবং সহৃদয় বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যিনি যাহা দিবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং যথারীতি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে। সাহায্যের টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। ইতি—

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

পদক পুরস্কার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

পদক বা পুরস্কার	প্রবন্ধের বিষয়
১। রাধেশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি (২১৲)	এমার্সনের চিন্তাপ্রণালীর সহিত ভারতবর্ষীয় চিন্তাপ্রণালীর সম্বন্ধ
২। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)	নরহরি সরকারের জীবন
৩। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্যচৌধুরী সুবর্ণ-পদক—	বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান
৪। রামগোপাল রৌপ্য-পদক—	স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কাব্যের সমালোচনা
৫। শশিপদ রৌপ্য-পদক—	জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব
৬। ঠাকুরদাস দত্ত সুবর্ণ-পদক—	বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব

বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা এবং বিচারশক্তির পরিচয় থাকা চাই। পরিষদের নিযুক্ত পরীক্ষকগণের অনুমোদিত না হইলে কোন প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। প্রবন্ধগুলি বর্ত্তমান বর্ষের ১৫ই চৈত্র মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে, ২৪৩।১ অপার-সার্কুলার রোড, কলিকাতা ঠিকানায় পরিষৎ-সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ অপার-সার্কুলার রোড, কলিকাতা
২০শে পৌষ, ১৩২৫

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

৪র্থ অধ্যায়

আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর *

(সমালোচনা)

যাঁহারা আরবী ও পারসী লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহাদের অনেকেই আরবী ও পারসী শব্দগুলিকে বাঙ্গালা হরফে লিখিবার একটি বৈজ্ঞানিক নিয়মের অভাব অনেক দিন হইতে অনুভব করিতেছিলেন। আমার মনে হয়, ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনে আমি "আরবী ও পারসী গ্রন্থের অনুবাদের আবশ্যকতা এবং আরবী ও পারসীর অক্ষরান্তরীকরণ" সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করি, তাহা এই অভাব দূরীকরণের পক্ষে সর্ব্বপ্রথম উদ্যম। উক্ত প্রবন্ধ "প্রতিভা" পত্রিকায় ১৩১৮ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে ভ্রাতা আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব এই সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অবশেষে সুহৃদ্বর সুনীতি বাবু তাঁহার গবেষণাপূর্ণ "লিপ্যন্তর" প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সুনীতি বাবু তাঁহার প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ-গণের মতামত চাহিয়াছেন। আমি বিশেষজ্ঞ না হইলেও, প্রস্তাবিত বিষয়ের কিঞ্চিৎ অধিকারী। তাই এতৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।

'লিপ্যন্তর' শব্দের অর্থ অন্য লিপি। ইহা দ্বারা ক্রিয়া বুঝা যায় না। ক্রিয়ার্থ প্রকাশের জন্য 'লিপ্যন্তরণ' প্রভৃতি ভাবার্থ-প্রত্যয়-সিদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করা উচিত। লিপি অপেক্ষা অক্ষর শব্দ অধিক প্রসিদ্ধ। এই জন্য আমি 'অক্ষরান্তরীকরণ' শব্দ transliterationএর বাঙ্গালা প্রতিশব্দরূপে প্রয়োগ-প্রয়াসী হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমি "অনুলিখন" শব্দ প্রচলনের পক্ষপাতী। Translationএর যেমন 'অনুবাদ,' transliterationএর সেইরূপ 'অনুলিখন'। "অনুলিখন" শব্দটি যুক্তাক্ষর-বর্জ্জিত। সুতরাং বলিতে শুনিতে লাগিবে ভাল। সুধীগণ এ সম্বন্ধে বিচার করিবেন।

আরবীর "লিপ্যন্তর" বা "অনুলিখন" বলিতে আমরা যে আরবী বুঝিব, তাহা আধুনিক আরবী-জগতের কথোপকথনের আরবী ﻋﺮﺑﻰ নহে, কিংবা পারসী বা হিন্দুস্থানীতে প্রবিষ্ট আরবী নহে। মিস্র, হিযাজ, ই'রাক, শাম প্রভৃতি স্থানের কথিত আরবীর উচ্চারণ এক নহে। ভারতের লোকের বা স্থানের নামে যে আরবী শব্দ পাওয়া যায়, তাহা পারসীর (অর্থাৎ পারসী ভাষায় ব্যবহৃত আরবীর) ন্যায় উচ্চারিত হয়। আরবীর অনুলিখন বলিতে আমরা প্রাচীন আরবী বুঝিব। স্থানীয় উচ্চারণ-ভেদ সত্ত্বেও কুর্‌আন পাঠ-কালে ক্বারীগণ আরবীর যে উচ্চারণ করেন, আরবীর বাঙ্গালা অনুলিখন-পদ্ধতির বিচারকালে সেই উচ্চারণ স্বীকৃত হইবে। সুনীতি বাবুও প্রাচীন আরবীর উচ্চারণকে অনুসরণ করিয়াছেন। তবে ভারতীয় আরবী নাম বাঙ্গালা হরফে লিখিতে হইলে, প্রাচীন

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৫শ বর্ষের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

আরবী উচ্চারণ কিংবা আরবীর পারসীক উচ্চারণ অনুসরণ করিতে হইবে, তাহা সুনীতি বাবু কোথায় স্পষ্টরূপে লিখেন নাই। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত উচ্চারণই যে অবলম্বন করিতে হইবে, ইহাই বোধ হয়, তাঁহার অভিমত। এ বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমতাবলম্বী।

প্রাচীন আরবীর প্রকৃত উচ্চারণ হাধরাত মুহাম্মাদের সময় হইতে গুরু-শিষ্যপরম্পরাক্রমে এ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। প্রত্যেক নমাজে কুরআনের কোন এক অংশ পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কুরআন পাঠের জন্য উচ্চারণ-শাস্ত্র শিক্ষা করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। উচ্চারণের ব্যতিক্রম হইলে নমাজ সিদ্ধ হয় না, এই প্রকার বিধান থাকায় প্রত্যেক মুসলমান সাধ্যানুসারে উচ্চারণ শিক্ষা করিয়া থাকেন। ض অক্ষরের উচ্চারণ লইয়া ভারতীয় মুসলমানগণের মধ্যে যে প্রবল মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা এই উচ্চারণ-শিক্ষার প্রতি মুসলমানগণের তীক্ষ্ণ লক্ষ্য আছে বলিয়া। এক সময়ে হিন্দুগণের মধ্যে বেদ পাঠের জন্য শিক্ষাশাস্ত্র অবশ্য পঠনীয় ছিল। কিন্তু বেদ-চর্চ্চার অভাবে শিক্ষাশাস্ত্র একরূপ অনাদৃত অবস্থায় রহিয়াছে। মুসলমানগণের এখনও সেরূপ ঔদাসীন্য আসে নাই।

শিক্ষাশাস্ত্রকে আরবীতে ই'লম্-তজ্‌বীদ বলা হয়। কুরআনের বিধান—ওয়া রাত্তিলি-ল্‌কুরআনা তারতীলা—"এবং তারতীলের সহিত কুরআন পাঠ কর"—উহার তারতীল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কেহ হাধ্‌রাত আ'লীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "তারতীলের অর্থ অক্ষরসমূহের যথাযথ উচ্চারণ (তাজ্‌বীদ) এবং বিরাম-স্থান সকলের জ্ঞান।" কুরআনে তারতীলের আদেশ থাকায় উচ্চারণ শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করা হয়। যাঁহারা কুরআনের উচ্চারণ শিক্ষা করেন, তাঁহাদিগকে ক্বারী (পাঠক) বলা হয়। হাধ্‌রাত মুহাম্মাদ বলিয়াছেন, "অনেক ক্বারী আছে, যাহারা কুরআন পাঠ করে, অথচ কুরআন তাহাদিগকে অভিসম্পাৎ করে।" এই জন্য ক্বারীগণ অতি সাবধানে ই'লম্-তজ্‌বীদ শিক্ষা করিয়া থাকেন।

হাধরাত মুহাম্মাদের পারিষদগণ ধর্ম্মগুরুর প্রমুখাৎ কুরআন শিক্ষা করিতেন। হাধ্‌রাতের তিরোভাবের পরে অনুবর্ত্তিগণ পারিষদগণের নিকট কুরআন শিক্ষা করিতেন। এইরূপে খুলাফাএ রাশিদীনের (পাঁচজন সত্য খলীফার) সময় অতীত হইলে, সাধারণের মধ্যে অনেকে কুরআন পাঠে ভ্রম-প্রমাদ করিতে লাগিল। তখন মুসলমান-জগতের প্রধানগণ মক্কা, মদীনা, বস্‌রা, সিরিয়া এবং কুফা—ইস্‌লামের কেন্দ্রস্থল এই পাঁচ স্থানের ১৪জন ক্বারীকে সাধারণের কুরআন শিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত শিক্ষক বলিয়া-নির্দ্দেশ করেন। এই সমস্ত ক্বারীগণের মধ্যে কুফা-নিবাসী ইমাম আ'স্লিমের কুরআন পাঠপ্রণালী, তৎশিষ্য হাফ্‌স্, তৎপরে তৎশিষ্য, এইরূপ গুরু-শিষ্য-পরম্পরাক্রমে ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে। এখনও ভারতীয় ক্বারীগণ ইমাম আ'স্লিম পর্য্যন্ত আপনাদের গুরুর শৃঙ্খলা বর্ণন করিয়া থাকেন। ক্বারীগণের প্রতিষ্ঠা-পত্রে তাঁহাদের গুরুপরম্পরা বর্ণিত হইয়া থাকে।

ই'লমু-ত্‌তাজ্‌বীদ সম্বন্ধে আরবী ভাষায় শায়খ্‌ শাতিবী, ইমাম শায়খ্‌ যাজ্‌রী প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের রচনা প্রাচীন ও বিশেষ প্রসিদ্ধ। পারসী ভাষায় মারুসুত্‌-লক্বারী, মারুয়ুব্‌-লক্বারী প্রভৃতি এবং উর্দু ভাষায় জীনাতু-লক্বারী, সিরাযু-লক্বারী প্রভৃতি পুস্তক সুবিদিত।

প্রাচীন আরবীর উচ্চারণ নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে ক্বারীগণের এবং ই'লমু-ত্‌তাজ্‌বীদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থের আশ্রয় লইতে হইবে। সুনীতি বাবু ইউরোপীয় গ্রন্থকারগণকে অবলম্বন করিয়াছেন। এই জন্য কয়েক স্থলে, আমার বিবেচনায়, তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

যুক্তাক্ষর ﻻ বাদ দিলে আরবী বর্ণমালার অক্ষর-সংখ্যা ২৮টি। ইমাম সীবাবায়িহ্‌ ইহাদের ১৬টি উচ্চারণ-স্থান ج ش ى নির্দ্দেশ করেন। ইমাম খালীলের মতে উচ্চারণ-স্থান ১৭টি। ইমাম যাজ্‌রী প্রভৃতি অধিকাংশ এই শেষোক্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন।

১৭টি উচ্চারণ-স্থান এই :—

১। মুখ-গহ্বর, ا و ى যখন ইহারা স্বরবর্ণ থাকে। ইমাম সীবাবায়িহ ইহাদের পৃথক্‌ উচ্চারণ-স্থান স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ব্যঞ্জন অবস্থায় ইহাদের যে উচ্চারণ, স্বর অবস্থায় তাহাই।

২। কণ্ঠের নিম্নভাগ, ء , ه

৩। কণ্ঠের মধ্যভাগ, ع , ح

৪। কণ্ঠের উর্দ্ধভাগ, غ , خ

৫। জিহ্বামূল ও টাক্‌রা (uvula), ق

৬। জিহ্বামূল ও জিহ্বামধ্যের মধ্যবর্ত্তী স্থান এবং তৎসন্নিহিত তালু, ك

৭। জিহ্বামধ্য ও তৎসন্নিহিত তালু, ج , ش , ى (ব্যঞ্জন)।

৮। জিহ্বা-পার্শ্ব ও দক্ষিণ বা বাম-ভাগস্থ শ্বাদন্তের পশ্চাদ্বর্ত্তী পঞ্চ দন্তমূল; ض

৯। জিহ্বা-পার্শ্ব ও দক্ষিণ বা বামভাগস্থ শ্বাদন্তের ও তৎপার্শ্বস্থ দন্তের মূল। (ضاحك) , ل

১০। জিহ্বাগ্র, উপর পাটির সম্মুখস্থ দুই দন্তমূল, ن

১১। জিহ্বাগ্রের পৃষ্ঠভাগ ও উপর পাটির সম্মুখস্থ দুই দন্তমূল, ر

১২। জিহ্বাগ্র ও উপর পাটির সম্মুখস্থ দুই দন্ত, ط , د , ت

১৩। জিহ্বাগ্র ও নীচের পাটির সম্মুখস্থ দুই দন্তাগ্র, س , ز , ص

১৪। জিহ্বাগ্র ও উপরের পাটির সম্মুখস্থ দুই দন্তাগ্র, ظ , ذ , ث

১৫। অধরের পৃষ্ঠভাগ ও উপরের পাটির দুই দন্তের অগ্রভাগ, ف

১৬। ওষ্ঠদ্বয়, م , ب , و

১৭। নাসামূল, ن , م ; যখন হসন্ত হইয়া ইহাদের ইখ্‌ফা (اخفا) এবং ইদ্‌গাম (ادغام) অবস্থা হয়।

কণ্ঠকে উচ্চারণ-স্থানের প্রথম স্থান কল্পনা করিলে উচ্চারণ-স্থানের ক্রম হিসাবে আরবী অক্ষরগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে সাজাইতে পারা যায়—

(বাম হইতে দক্ষিণে পড়িতে হইবে)

ء ه ع ح غ خ ق ك ج
ش ى ض ل ن ر ط د ت
ص ز س ظ ذ ث ف و ب م

এই ক্রমের মধ্যে যে-কোন অক্ষর তাহার পূর্ব্বলিখিত অক্ষর হইতে উচ্চারণ-স্থান ক্রমে পরবর্ত্তী এবং পরলিখিত অক্ষর হইতে উচ্চারণ-স্থান ক্রমে পূর্ব্ববর্ত্তী।

উপরে যে উচ্চারণ-স্থান বর্ণিত হইয়াছে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া আরবী বর্ণমালা-গুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রধানতঃ ৮ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

১। কণ্ঠ— ا ء ه ع ح غ خ
২। জিহ্বামূল— ق ك
৩। তালু— ج ش ى
৪। দন্তমূল— ض ل ن ر
৫। দন্ত— ط ل ت ص ز س ظ ذ ث
৬। দন্তৌষ্ঠ— ف
৭। ওষ্ঠ— ب و م
৮। নাসামূল—কণ্ঠ্য বর্ণ ও ل ভিন্ন অন্য বর্ণের পূর্ব্বস্থিত হসন্ত ن এবং ب ও م এর পূর্ব্বস্থিত م

আরবীর শিক্ষাশাস্ত্রকার (صجوود) গণ উচ্চারণ-স্থান ভিন্ন বর্ণগুলি সম্বন্ধে কতিপয় গুণ (صفة) নির্দ্দেশ করেন। এই গুণগুলিকে সংস্কৃত শিক্ষাশাস্ত্রের ভাষায় প্রযত্ন বলা যাইতে পারে। তাযবীদ-শাস্ত্রে বর্ণমালার ৪৪টির অধিক গুণ স্বীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৭টি প্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট। ইমাম যাজ্‌রী এই ১৭টি গুণের পরিচয় দিয়াছেন। গুণগুলি যথা ;—

১। যিহ্‌র (উচ্চ শব্দ), কণ্ঠস্বর প্রথমতঃ আটক খাইয়া পরে উচ্চ হইয়া ধ্বনিত হয়। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলিকে মায্‌হূরাঃ বলা হয়।

২। হাম্‌স (নিম্ন শব্দ), কণ্ঠস্বর রুদ্ধ না হইয়া নিম্ন হইয়া ধ্বনিত হইতে থাকে। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলিকে মাহ্‌মূসাঃ বলা হয়। হাম্‌স যিহ্‌রের বিপরীত গুণ। এই অক্ষরগুলির সমষ্টি—

فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ

এতদ্ভিন্ন সমুদায় বর্ণ মায্‌হূরাঃ। সংস্কৃত শিক্ষাশাস্ত্রের রীতি অনুসারে মাহ্‌মূসাঃ বর্ণগুলিকে শ্বাস এবং মায্‌হূরাঃ গুলিকে নাদ বলা যাইতে পারে।

৩। শিদ্দাঃ—(কঠোরতা)। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলির নাম শাদীদাঃ। তাহার সমষ্টি

أَجِدُ قَطٍّ بَكَتْ

হসন্ত অবস্থায় এই বর্ণগুলির ধ্বনি রুদ্ধ হয়। এইগুলিকে অল্পপ্রাণ বলা যাইতে পারে।

৪। রিখ্‌বাঃ—(মৃদুতা)। শিদ্দাঃর বিপরীত গুণ। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলিকে বিখ্‌বাঃ বলা হয়। এইগুলিকে মহাপ্রাণ বলা যাইতে পারে।

৫। শাদীদাঃ ও রিখ্‌বাঃ বর্ণগুলির মধ্যবর্ত্তী বর্ণগুলিকে বায়্‌ন বা মধ্যবর্ত্তী বলা হয়। তাহার সমষ্টি لن عمر ইংরাজি উচ্চারণশাস্ত্র (Phonetics) মতে ইহাদিগকে তরল বর্ণ (liquids) বলা যাইতে পারে শাদীদাঃ ও বায়ন ভিন্ন সমুদায় বর্ণ রিখ্‌বাঃ।

৬। ইস্‌তি'লা'—(জিহ্বার উচ্চগতি)। যে সকল বর্ণ উচ্চারণ কালে জিহ্বা তালুর দিকে উচ্চ গতিপ্রাপ্ত, তাহাদিগকে মুস্‌তা'লিয়াঃ বর্ণ বলা হয়। তাহাদের সমষ্টি—خص ضغط قظ

৭। ইস্‌তিফাল—(জিহ্বার নিম্নগতি)। ইহা পূর্ব্বোক্তের বিপরীত গুণ। এই গুণ-বিশিষ্ট বর্ণকে মুস্তফিলাঃ বলা যায়। ইহাদের সংখ্যা ২১টি।

৮। ইত্‌বাক (জড়িত হওয়া)। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলির নাম মুত্‌বাক্বাঃ। এই বর্ণগুলি উচ্চারণকালে জিহ্বার কিয়দংশ উপরের তালুতে জড়িত হয়, এই জন্য ইহাদিগের এই নাম। ইহারা ظ ط ض ص

৯। ইন্‌ফিতাহ্—(মুক্ত হওয়া)। ইহাবা ইত্‌বাক্বের বিপরীত গুণ। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলিকে মুন্‌ফাতিহাঃ বলা হয়। ইহাদের সংখ্যা মুত্‌বাক্বাহ্‌ ভিন্ন অবশিষ্ট ২৪টি।

১০। ইজ্‌লাক্—(প্রান্ত হইতে নির্গত হওয়া)। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলিকে মুজ্‌লিকাঃ বলা হয়। এই গুলির সমষ্টি فر من كلب। ইহাদের মধ্যে ب ف م ওষ্ঠ প্রান্ত হইতে নির্গত হয়, এবং অবশিষ্টগুলি জিহ্বা-প্রান্ত হইতে উচ্চারিত হয়।

১১। ইস্‌মাত—(নীরব হওয়া)। ইজ্‌লাকের বিপরীত গুণ। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণ-গুলির নাম মুস্‌মিতাঃ। ইহাদের সংখ্যা মুজ্‌লিকাঃ ভিন্ন অবশিষ্ট সমুদায় বর্ণ।

১২। সাফীর (শিশ)। س ز ص এই বর্ণগুলি উচ্চারণ-কালে শিশের শব্দ হয়। এইজন্য ইহাদের নাম সাফীরাঃ(صفير); ইহাদিগকে ইংরাজি উচ্চারণশাস্ত্রের (phoneticsএর) মতে শব্দকারী বর্ণ (sibilant) বলা যাইতে পারে।

১৩। ক্বল্‌ক্বলাঃ—ইহাদের সমষ্টি قطب جد । ইহাদের উচ্চারণ সময়ে উচ্চারণ-স্থানে মৃদু কম্পন হয়। এই জন্য ইহাদের এই নাম। ইহাদিগকে অল্পপ্রাণ ঘোষ-বর্ণ বলা যাইতে পারে।

১৪। লীন (কোমল)। অন্তঃস্থ و ى ا

১৫। ইন্‌হিরাফ—(জিহ্বা উল্টান)। এই গুণবশতঃ ل ও ر কে মুন্‌হারিফাঃ বর্ণ বলা হয়।

১৬। তাক্‌বীর (দ্বিরুচ্চারণ) ; ر বর্ণের এই গুণ আছে। কিন্তু ইহা পরিহার্য্য। এই গুণ-বশতঃ ইহার নাম মুকার্‌রারাঃ।

১৭। তাফাশ্‌শী (বিস্তৃতি)। ش বর্ণের এই গুণ। ش উচ্চারণকালে শব্দ মুখমধ্যে বিস্তৃত হয়। এই জন্য ইহার এই নাম।

১৮। ইস্‌তিত্‌বালাত—(দীর্ঘ হওয়া)। ض বর্ণের এই গুণ। ض উচ্চারণ-কালে জিহ্বা ل এর উচ্চারণ-স্থান পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। এই জন্য ইহার নাম মুস্‌তাত্বীলাঃ।

১৯-২০। তাফ্‌খীম ও তার্‌ক্বীক্ব। কোন অক্ষরকে নিজ উচ্চারণ-স্থানে মোটা করিয়া উচ্চারণ করাকে তাফ্‌খীম ও সরু করিয়া উচ্চারণ করাকে তার্‌ক্বীক্ব বলে। ইহারা পরস্পর বিপরীত গুণ। মুস্‌তা'লিয়াঃ বর্ণ, স্থান-বিশেষে ر, এবং স্থানবিশেষে আল্‌লাহ্‌ শব্দের ل—এই বর্ণগুলির তাফখীম্‌ উচ্চারণ হয়।

সংস্কৃত বর্ণমালার সহিত তুলনা করিলে আরবী বর্ণমালাগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) যে বর্ণগুলি সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃতের সমান ধ্বনিবিশিষ্ট ; যথা— ا ب ت د ر س ك ل م ن ه و ى (২) যে বর্ণগুলি অধিকাংশে সংস্কৃতের সমান যথা— ج ش ل (৩) যে বর্ণগুলি কিয়দংশে সংস্কৃতের সমান ; যথা— ء ث ح خ ذ ز ص ض ط ظ ع غ ف ق

আরবী বর্ণমালাকে প্রধান্‌ প্রধান উচ্চারণ-স্থান ও গুণ অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করিলে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে,—

	শ্বাস অল্পপ্রাণ	শ্বাস মহাপ্রাণ	নাদ অল্পপ্রাণ	নাদ মহাপ্রাণ	শ্বাস তরল	নাদ তরল
কণ্ঠ		ه ح خ	ء	غ		ا ع
জিহ্বামূল	ك		ق			
তালু		ش	ج			ى
দন্তমূল				ض		ر ل
দন্ত	ت	س ص ث	د ط	ز ذ ظ		
দন্তৌষ্ঠ		ف				
ওষ্ঠ			ب			م و
নাসামূল						ن م

অনুলিখন-প্রণালী স্থির করিতে হইলে চারিটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য আবশ্যক,—(ক) আরবী প্রভৃতির ধ্বনিকে তাহার সদৃশ বা প্রায়-সদৃশ বাঙ্গালা ধ্বনি দ্বারা প্রকাশ, (খ) আরবী প্রভৃতির যে অনুরূপ বাঙ্গালা ধ্বনি স্থির করা হইবে, তাহাই সর্ব্বত্র ব্যবহার করিতে হইবে। ج এর জন্য যদি জ অনুরূপ ধ্বনি স্থির করা হয়, সর্ব্বত্র ج এর স্থানে অনুলিখন-প্রণালীতে জ ব্যবহার করিতে হইবে। এক স্থানে জ, এক স্থানে গ, এক স্থানে য ব্যবহার করিলে নিয়ম ভঙ্গ হইবে। (গ) প্রণালীটি কার্য্যে প্রয়োগ-যোগ্য হইবে। (ঘ) সহজ-বোধ্য হইবে।

উক্ত চারিটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমি যেখানে সুনীতি বাবুর সহিত একমত হইতে পারি নাই, সেইগুলি মাত্র নিম্নে আলোচনা করিতেছি।

ـَ ফাত্‌হাহ্‌ বা জবরের জন্য ā এবং ـَا এর জন্য ā, কিংবা ফাতহাহ্‌র জন্য ā, এবং ـَا এর জন্য ā লিখিলে মূল অনুযায়ী হয়। হিন্দী অকারের উচ্চারণ হ্রস্ব আ হইলেও সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অকারের উচ্চারণ তাহা নহে। অথচ আরবী ফাতহাহ্‌র উচ্চারণ হ্রস্ব আ। হ্রস্ব ও দীর্ঘ আকারে তফাৎ দেখাইবার জন্য হয় হ্রস্ব আকারে, নয় দীর্ঘ আকারে চিহ্ন দিতে হইবে। আরবীতে ـَ ফাতহাহ্‌ যুক্ত শব্দ ـَا যুক্ত শব্দ অপেক্ষা বেশী। এই জন্য হ্রস্ব আকে খালি রাখিয়া দীর্ঘ আর জন্য চিহ্ন ব্যবহার করা ভাল। অতএব আমি ـَ = a, ـَا ও آ=ā চালাইতে চাই।

ءَ আ ءِ ই ءُ উ—এই আ ই উ'র পূর্ব্বে কমা চিহ্ন দিয়া পাঠককে ধাঁধায় ফেলা হয় মাত্র। বাঙ্গালায় অনুলিখিত আরবী পাঠকালে পাঠকের স্মরণ থাকা উচিত যে, তিনি আরবী পাঠ করিতেছেন, বাঙ্গালা নহে। যেখানে আরবীতে একটি মাত্র উচ্চারণ আছে, যাহা বাঙ্গালার কোন এক অক্ষরের উচ্চারণের অনুরূপ, সেখানে আরবীর উচ্চারণ বাঙ্গালা ঐ অক্ষর দিয়া প্রকাশ করিলে যথেষ্ট। ঐ বাঙ্গালা অক্ষরকে ফুটকি, কমা, নিম্নরেখা কিংবা ঊর্দ্ধ-রেখা প্রভৃতি দ্বারা কুটিল করা সমীচীন নহে। তাহা হইলে অনুলিখন-প্রণালী প্রয়োগ-যোগ্য হইবে না এবং সহজ-বোধ্যও হইবে না। এই জন্য ف ح ء র জন্য যথাক্রমে আ, খ, ফ লিখিলে যথেষ্ট হইবে। নচেৎ ح এবং ل এর জন্য যদি জ এবং ল ব্যবহার করা হয়, তবে জ এবং লএর নীচেও ফুটকি দিতে হইবে। আরবী ح এবং ل এর উচ্চারণ ঠিক বাঙ্গালা জ এবং লএর উচ্চারণের মত নহে। আরবী ح মধ্য-তালু হইতে উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালা জএর উচ্চারণ-স্থান তাহার অনেক নিম্নে। আরবী ل কে উচ্চারণ করিতে হইলে জিহ্বাগ্রকে শ্বাদন্ত ও তাহার সংলগ্ন মুখগহ্বরের দিকের দন্ত—এই দুই দন্তমূলে আঘাত করিতে হয় এবং জিহ্বাগ্রকে কিঞ্চিৎ উল্টাইতে হয়। আরবী ل দন্তমূলীয়, বাঙ্গালা ল দন্ত্য।

হসন্ত হাম্‌জাহ্‌ প্রদর্শনের জন্য 'এপষ্ট্রফী' ব্যবহার করা যাইতে পারে; যেমন بَأْ বা'।

তাশ্‌দীদ সম্বন্ধে সুনীতিবাবু কিছু নির্দ্দিষ্ট করেন নাই। তাশ্‌দীদ দ্বিত্বচিহ্ন। অক্ষরের দ্বিত্ব আরবীতে নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে হইয়া থাকে,—(ক) দুইটি সম্পূর্ণরূপে সমান বর্ণের সন্ধিতে, যেমন رَبِّ (رَبْ بِ) غَفَّار প্রভৃতি। (খ) দুইটি সমজাতীয় বর্ণের সন্ধিতে, যেমন بَسَطْتَ كِدْتَّ , رَحْمَةً (رَحْمَةْ تَ) , مِنْ لَّدُنْ , مِنْ تَّحْتِهَا ; قُلْ تَّبِعَ (قُلْ تَ) ইত্যাদি। (গ) ل শব্দের ل এর সহিত শাম্‌সী অক্ষরের সন্ধিতে, যেমন الرَّحْمٰن , الطَّيْر ইত্যাদি। (ঘ) হসন্ত নূনের সহিত م ن ى এবং و এর সন্ধি। এরূপ স্থলে হসন্ত নূন সানুনাসিক হয়। যেমন مِنْ مَّال , مِنْ يَّشَاء مِنْ وَّاق , مِنْ نَّخِيل

(ক) প্রকারের দ্বিত্বস্থানে তাশদীদ-যুক্ত অক্ষরকে যুক্তাক্ষরে লিখিতে ভাল হয়। যেমন রাব্ব, ঘাফ্ফার ইত্যাদি। কিন্তু যে স্থলে দুইটি পৃথক্ শব্দের মধ্যে সন্ধি হয়, সেখানে দুইটি অক্ষর পৃথক্ রাখিতে কোন ক্ষতি নাই, যেমন رَبِّحَاتُ تَجَارَتُهُم রাবিহাত, তিযারাতুহুম্।

(খ) প্রকারের দ্বিত্বে আরবী লিখন-প্রণালী অনুসরণ করিয়া হসন্ত অক্ষর পৃথক্‌রূপে ও তাহার পরবর্ত্তী তাশদীদযুক্ত অক্ষরকে যুক্তাক্ষরে প্রকাশ করিলে ভাল হয়। যেমন বাসাত্-ত্তা, কিদ্ত্তা, মিন্ রাহ্মতি, মিন্লাহুন্ ও রুল্ রাব্বি।

(গ) প্রকারের দ্বিত্ব স্থানে ل যে বর্ণে পরিণত হয়, সেই বর্ণ ও তৎপরবর্ত্তী বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ লিখিলে ভাল হয়। যেমন আর্‌রাহমান, আত্-তীন ইত্যাদি। আর্‌রাহমান, আত্তীন লিখিলে اَلطِّيْن اَلرَّحْمٰن ইত্যাদি মনে বলিয়া সন্দেহ হইতে পারিত। আর্-রহমান, আর-তীন এইরূপে হাইফেন-যুক্ত পদ প্রয়োগ ঠিক নহে। এক স্থানে লুপ্ত অলিফকে হাইফেন দিয়া জ্ঞাপন করিয়া পুনরায় অন্য স্থানে আল্ ও তৎপরবর্ত্তী শব্দের মধ্যে বিয়োগ-চিহ্ন হাইফেন ব্যবহার করা বৈজ্ঞানিক প্রণালী-বিরুদ্ধ।

(ঘ) প্রকারের দ্বিত্বে সানুনাসিকত্ব জ্ঞাপনের জন্য হসন্ত ন এর জন্য, ঁ চন্দ্রবিন্দু লিখিয়া পরবর্ত্তী অক্ষরকে যুক্তাক্ষরে লিখিলে বুঝিবার সুবিধা হয়। যেমন মাঁ য়্যাশাঁউ, মিঁ শাঁলিন্, মিঁ ন্নাখীলিন্, মিঁ ব্বার্রাক্।

ث - ث س ص এই তিন অক্ষর মুশ্‌তাবাহ-স্‌স্‌ূত বা প্রায় এক প্রকার ধ্বনিযুক্ত। س ث এক মাত্র পার্থক্য যে س স্বাফীরাহ (sibilant), ث তাহা নহে। জিহ্বাগ্র উপর পাটির সম্মুখের দুই দন্তাগ্রে আঘাত করিয়া শিশধ্বনিবিহীন স উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিলে ث এর প্রকৃত উচ্চারণ হইবে। ث থ ও স এর মধ্যবর্ত্তী। হিব্রু ভাষায় ث অক্ষর নাই। আরবীর ث স্থানে হিব্রুর শীন অক্ষর দেখা যায়। যেমন আরবী ثوم হিব্রু שום আরবী ثلج হিব্রু שלג, আরবী ثلث হিব্রু שלש, আরবী ثم, আরবী ثمانية হিব্রু שמנה। অসুর-বাবীলিয় (Assyro-Babylonian) ভাষায়ও হিব্রুর ন্যায় শীন দেখা যায়, যথা আরবীয় اثنان হিব্রু שנים অসুর šina ثن, আরবী ثلث অসুর šalaš, আরবী ثمان অসুর šamna ইত্যাদি। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমি ث র অনুলিখনে স ব্যবহার করিতে চাই, এবং س এবং ص হইতে ইহার পার্থক্য করিবার জন্য স্ (নিম্নরেখ স) লিখিতে চাই। নিম্নরেখ স্ এর জন্য নূতন হরফ তৈয়ারী করিবার প্রয়োজন হইবে না।

ع—সুনীতি বাবু বলেন প্রাচীন আরবীর উচ্চারণে গ ছিল। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন, গ্রীক ও হিব্রু গ ধ্বনি আরবী ع দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল। সুনীতি বাবু معرب শব্দগুলি দ্বারা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বিদেশী শব্দ আরবীতে প্রবেশ করিয়া

আরবী রূপ ধরিলে তাহাকে معرب মুআ'র্‌রব বা আরবীকৃত শব্দ বলা হয়। মুআ'র্‌রব শব্দগুলিতে আরবীর অপরিজ্ঞাত বিদেশী ধ্বনির নিকটবর্ত্তী আরবী ধ্বনি দেওয়া হয়। গ ধ্বনির নিকটবর্ত্তী আরবী ধ্বনি ج হইতেছে, غ নহে। গ ও ج এর উচ্চারণ স্থান অতি নিকট। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আরবী ج এর উচ্চারণ তালুমধ্য, জ'র ন্যায় সম্মুখের দন্তপংক্তির নিকটবর্ত্তী তালু নহে। কিন্তু غ এর উচ্চারণ-স্থান মুখগহ্বরের নিকটবর্ত্তী কণ্ঠের শেষাংশ। غ হইতে ج পর্য্যন্ত আরবী অক্ষরগুলিকে গ সহ উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী সাজাইলে এইরূপ ক্রম হইবে—غ خ ق ك গ, ج। গ ج উভয়েই নাদ ঘোষ অল্পপ্রাণ হওয়ায় ج এর ধ্বনি গএব সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী, এই জন্য আরবীকৃত শব্দগুলিতে বিদেশী গ ধ্বনির স্থানে সাধারণতঃ ج লেখা হইয়াছে। কোন কোন স্থানে যেমন পারসী گنبد স্থানে جنبذ, 'গণেশ' স্থানে جنس, গ ধ্বনির স্থলে ك ও লেখা হইয়াছে। সুনীতি বাবুর তর্কপ্রণালী অনুসরণ করিলে অবশ্য বলিতে হইবে, আরবী ف এর উচ্চারণ প এর ন্যায়, যেহেতু গ্রীক, হিব্রু, পারসী, ও সংস্কৃত প ধ্বনির স্থানে আরবীকৃত শব্দগুলিতে সর্ব্বত্র ف লেখা হইয়াছে। কিন্তু কেহ বোধ হয় তাহা সাহস করিয়া এ পর্য্যন্ত বলিতে পারেন নাই। সুনীতি বাবুর দ্বিতীয় প্রমাণ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে বসরানিবাসী বৈয়াকরণ খালীল ইব্‌ন্ আহ্‌মাদ ج কে ك এর সমশ্রেণীস্থ বলিয়াছেন। আরবী ج যেমন পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, ك এর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী বর্ণ। সেই হিসাবে ج কে যদি ك এর সমশ্রেণীস্থ বলা হয়, তবে ج এব গ ধ্বনি থাকায় প্রমাণ হয় না। ج এর প্রকৃত উচ্চারণ হারূণবাত মুহাম্মাদের সময় কি ছিল, জানিতে হইলে প্রথমতঃ ই'লমু-ত্ তায্‌বীদেব সাহায্য লইতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ ক্বারীগণের উচ্চারণ লক্ষ্য করিতে হইবে, তৃতীয়তঃ যে ভাষায় জ ও গ উভয় ধ্বনিই আছে, সেই ভাষায় প্রাচীন আরবীর ج কোন্ অক্ষর দ্বারা লিখিত হইয়াছে, দেখিতে হইবে। ই'লমু-ত্ তায্‌বীদ অনুযায়ী ج এর উচ্চারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আল্‌জিরিয়া হইতে চীন ও সাইবিরিয়া হইতে জাভা পর্য্যন্ত সর্ব্ব স্থানের ক্বারীগণ ج কে জ এর ন্যায় উচ্চারণ করেন। এমন কি, উত্তর মিসর প্রভৃতি যে স্থানে এক্ষণে কথিত ভাষায় ج এর উচ্চারণ গ, সেই স্থানের ক্বারীগণও ج কে জএর ন্যায় উচ্চারণ করেন।

পারস্যের লোকেরা খ্রীষ্টিয় সপ্তম অষ্টম শতকে আরবী লিপি গ্রহণ করে। তাহারা কিন্তু গ স্থানে ج না লিখিয়া গ এর জন্য স্বতন্ত্র বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিল। ج এর গ ধ্বনি থাকিলে গ স্থানে ج লিখিয়া, জ এর জন্য স্বতন্ত্র অক্ষরের সৃষ্টি করিত। কিন্তু পারসীতে সর্ব্বত্র জ ধ্বনি স্থানে ج লেখা হইয়াছে। সুনীতি বাবু ج স্থানে গ কিংবা জ লিখিতে চান। আমার মতে গ একেবারেই চলিতে পারে না। জ'এ আপত্তি ছিল না। কিন্তু উর্দ্দু পারসী তুরকীতে ظ ض ز ذ এই চারি অক্ষরকেও জ দিয়া লিখিবার আবশ্যকতা থাকায়

পাঁচটী অক্ষরেব কাজ জ দ্বারা করাইতে হয়। এই পাঁচ জ এর পার্থক্যের জন্য ফুটকি নিম্ন-রেখা ইত্যাদি লইয়া বড় টানাটানি পড়িয়া যায়। এই জন্য আমি জ-কে ج এর একটিনি হইতে রেহাই দিতে চাই। আমার মতে ج এর জন্য য লিখিলে সুন্দর হয়। য'এর বাঙ্গালা উচ্চারণ ধরিলে ج স্থানে য হইতে কোন আপত্তি থাকে না। ইহাতে বিশেষ এক সুবিধা যে, যে সমস্ত বিদেশী ভাষায় জ ও z দুই উচ্চারণ আছে, তাহাতে জ উচ্চারণের জন্য য লিখিয়া, z উচ্চারণের জন্য জ লিখিলে, ফুটকি ইত্যাদির ব্যবস্থা ব্যতীত মোটামুটি বিদেশী উচ্চারণ বাঙ্গালায় প্রদর্শিত হইবে। এই মিতব্যয়িতা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইংরাজি ভাষায় ق এর জন্য কখন কখন q, c লেখা হয়।

غ—স্থানে সুনীতি বাবু গ্ব লিখিতে চান। আমার তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু যখন আরবীতে একটি মাত্র খ ধ্বনি দ্যোতক অক্ষর আছে, তখন অনুলিখনের খ-কে ফুটকি দিয়া দাগিবার আবশ্যক নাই। আরবী বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা হইলেও আববী যে আরবী, তাহা মনে রাখিলেই চলিবে। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বে হামজাহ্ প্রসঙ্গে বলিয়াছি।

ذ—সুনীতিবাবু ধ্ব লিখিতে চান। س এর সহিত ش যে সম্বন্ধ, ز এর সহিত ذ এর ঠিক সেই সম্বন্ধ। ز ও ذ সমুদায় গুণে এক, কেবল ز صفيره শিশ-বিশিষ্ট (sibilant) এবং ذ শিশ ধ্বনি-বিহীন। উপর পাটীর সম্মুখের দুই দন্তাগ্রে জিহ্বাগ্র আঘাত করিয়া শিশধ্বনি বিহীন ز উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিলে ذ উচ্চারিত হইবে। ذ ز উভয়ে মুশ্‌তাবাহ-সস্‌ত (প্রায় এক ধ্বনিবিশিষ্ট) হইতেছে। হিব্রু ভাষায় ذ অক্ষর নাই। আরবীতে যেখানে ذ দেখা যায়, হিব্রুতে সেখানে ז দেখা যায়; যথা আং ذئب হিং זאב, আং ذيب হিং זיב, আং ذيح হিং זיח, আং ذ হিং ז, আং ذهب হিং זהב, আং ذكر হিং זכר ইত্যাদি। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া ذ স্থানে আমি নিম্নরেখ জ্ লিখিতে চাই। ইহাতে ز র সহিত ذ এর সম্পর্ক বুঝা যাইবে। সুনীতিবাবু ذ কে ض এর নিকটবর্ত্তী ধ্বনি মনে করিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন।

ز র জন্য সুনীতি বাবু জ় লিখিতে চান। আমি কিন্তু বিদেশী শব্দের সাধারণ অনুলিখনে জ কে z ধ্বনির জন্য বাছিয়া রাখিতে চাই। এই জন্য জ-কে কোন পার্থক্য-বোধক চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করিতে চাহি না।

ض কে সুনীতি বাবু দ্ধ দ্বারা প্রকাশ করতে চাহেন। ذ কে ধ্ব দ্বারা প্রকাশ করায় ض এর জন্য ডবল ফুটকিযুক্ত দ্ধ প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমার মতে ض কে সুধু ধ দ্বারা অনুলিখিত করিলে চলে। ض এবং ধ সমান নহে, তাহা ফুটকি দিয়া না বুঝাইলেও চলে। ض মহাপ্রাণ, দ অল্পপ্রাণ। এই জন্য ض স্থানে দ চলিতে পারে না।

ظ—সুনীতি বাবু ঢ স্থানে দ্ধ ব্যবহার করিতে চান। দ্ধ প্রয়োগ সম্পূর্ণ আপত্তি-

জনক। ظ মহাপ্রাণ নাদ বর্ণ; ث মহাপ্রাণ শ্বাস বর্ণ। সুনীতি বাবু ظ এবং ث কে এক শ্রেণীস্থ মনে করেন। কিন্তু আরবী শিক্ষা-শাস্ত্র অনুযায়ী ف ص س ش ث خ ح ه এক শ্রেণীস্থ এবং ض غ ظ ذ ز এক শ্রেণীস্থ। ض এবং ظ মুশ্‌তাবাহ-সমসৃত। ظ কে নিম্নরেখ ধ্ব দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে।

غ—স্থানে সুনীতি বাবু [<] এই একটি নূতন হরফ আমদানি করিতে চান। আমি Royal Asiatic Societyর পদ্ধতি অনুসারে ['] চালাইতে চাই। এই চিহ্নের জন্য কোন নূতন চিহ্ন সৃষ্টির আবশ্যক হইবে না।

غ সুনীতি বাবু গ্ব লিখিতে চান। তাহাতে আমার আপত্তি নাই। আমি কিন্তু ঘ লেখার পক্ষপাতী। خ=খ সম্বন্ধে যে কথা, غ=ঘ সম্বন্ধেও সেই কথা।

ف সুনীতি বাবু ফ্ লিখিতে বলেন। তাহাতে আপত্তি নাই। আমার মতে খালি ফ লিখিলে চলিতে পারে।

و এবং ـُو স্থানে সুনীতি বাবু অব্, অও, ঔ—তিনটি রূপ লিখিতে চান তিনটি পাঠকের পক্ষে গোলমেলে বোধ হইবে। আমার মতে আও লিখিলে ভাল হয়। হসন্ত ্ স্থানে আমি ও লিখিতে চাই।

ه স্থানে সুনীতি বাবু হ্, বা ত্ লিখিতে চান। বিরাম স্থানে হ্ লেখা চলে। কিন্তু স্বরচিহ্ন যুক্ত হইলে ত্ লেখা উচিত। নচেৎ ইহাকে ت হইতে চিনা যাইবে না।

ـَا , ـَى সুনীতি বাবুর মতে অয়্ বা ঐ। আমার মতে আয়্। আ দ্বারা আরবী ـَ ; য় হ্রস্ব আকারত্ব সূচিত হইবে; ঐ-কারে য় লুকাইয়া পড়ে।

সুনীতি বাবুর অনুলিখন-রীত্যনুসারে চৌদ্দটি নূতন হরফের প্রয়োজন হইবে। আমার প্রস্তাব অনুসারে আটটির এবং ه র অনুলিখন ধরিয়া নয়টির। সুনীতি বাবু ه র জন্য কোন বাঙ্গালা হরফের প্রস্তাব করেন নাই। অথচ তাহার আবশ্যকতা রহিয়াছে।

সুনীতি বাবু আরবী অক্ষরগুলির উচ্চারণ বর্ণন করিতে উষ্ম বিবৃত প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণের কতকগুলি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু ঐ শব্দগুলি যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, সুনীতি বাবু সেই অর্থে ঐ শব্দগুলি প্রয়োগ করেন নাই। বিবৃত পঞ্চবিধ আভ্যন্তর প্রযত্নের অন্যবিধ। অ ভিন্ন স্বরসমূহের আভ্যন্তর প্রযত্ন বিবৃত। অকারের আভ্যন্তর প্রযত্ন সংবৃত। কিন্তু সুনীতি বাবু ব্যঞ্জনবর্ণগুলির বিবৃত ও সংবৃত ভেদ করিয়াছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে ব্যঞ্জন বর্ণগুলির মধ্যে স্পর্শ বর্ণগুলির আভ্যন্তর প্রযত্ন স্পৃষ্ট, অন্তঃস্থ বর্ণগুলির ঈষৎ স্পৃষ্ট এবং উষ্ম বর্ণগুলির ঈষদ্বিবৃত। বর্ণের বাহ্য প্রযত্নের বিবার ও সংবার স্থলে যদি সুনীতি বাবু বিবৃত ও সংবৃত শব্দদ্বয় ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিতে হইবে। ব্যাকরণ অনুসারে অঘোষ বর্ণ-মাত্রই বিবার এবং ঘোষ বর্ণমাত্রই সংবার। কিন্তু সুনীতি বাবু ঘোষ ও অঘোষ উভয়

শ্রেণীর বর্ণকে বিবৃত ও সংবৃত দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। সুনীতিবাবু বিবৃত সংবৃত অর্থে কি বুঝিয়াছেন বা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ব্যাকরণ অনুসারে শ, ষ, স, হ এই চারিটি বর্ণ উষ্ম। সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞা অনুসারে خ ظ ز ذ ض غ ف বর্ণগুলি উষ্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অথচ সুনীতি বাবু ইহাদিগকে উষ্ম বর্ণ বলিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি spirant শব্দের উষ্ম অনুবাদ করিয়াছেন। তাহা হইলে কিন্তু س ص ش ইহাদিগকে উষ্ম বলা যাইতে পারিবে না।

বৈজ্ঞানিক অনুলিখনের উপযোগী হরফ সকল ছাপাখানায় পাওয়া যাইবে না। কার্য্যকারিতার দিক্ হইতে দেখিলে অনুলিখনের একটি সাধারণ প্রণালীও চাই। বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ন্যায় ইহাতেও একটি অক্ষর দুই ধ্বনির জন্য প্রযুক্ত হইবে না। অথচ নূতন অক্ষর ব্যতীত যে কোন ছাপাখানার সাধারণ অক্ষর দ্বারা অনুলিখনের কার্য্য চলিবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ন্যায় ইহাতেও উচ্চারণের দিকে নজর থাকিবে। এই সাধারণ প্রণালীর জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালী হইতে বিভিন্ন ভাবে এই কয়েকটি নূতন প্রস্তাব আমি করিতে চাই। ـَ অকার, ا ā, আ, آ আঁ, যথা بَ ব, بَا বা। ث র জন্য ছ। ث ও ছ এর উচ্চারণগত বিশেষ পার্থক্য আছে। কিন্তু সমগ্র বঙ্গীয় মুসলমানগণের মধ্যে আরবী পারসী শব্দের s ধ্বনি জ্ঞাপনের জন্য ছ অক্ষর ব্যবহৃত হয়। عثمان ওছমান ثناء الله ছানাউল্লা, سلام ছালাম, مسلمان মোছলমান صابر ছাবের, صفات الله ছেফাতুল্লা صلح نامه ছোলেনামা—বাঙ্গালী মুসলমানগণ বহুকাল হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালা স এর শ উচ্চারণ সাধারণ হওয়ায় তাঁহারা বোধ হয় উচ্চারণের জন্য এই conventional ছ অক্ষর স্থির করিয়া লইয়াছেন। আমরা ث অক্ষরের জন্য মাত্র ছ-কে রাখিতে পারি। পড়িবার সময় ছ যে ث র সমান মনে রাখিলেই যথেষ্ট। ث স্থানে নিম্নরেখ স্ লিখিলেও চলিবে।

ح জন্য বড় অক্ষরের হ্ লিখিলে চলিবে। বাঙ্গালা দেশে ح কে বড় হে এবং ه কে ছোট হে বলিবার প্রথা আছে। এই প্রথা অনুসরণ করিয়া শব্দ বা লাইনের অন্য অক্ষরগুলি অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত বড় টাইপে হ্ লিখিলে ح বলিয়া বুঝা যাইবে। কিংবা নিম্নরেখ হ্ লিখিলে চলিবে। ص স্থানে স্ব লিখিলে চলিতে পারে। ص এর সহিত ঈষদুচ্চারিত w ধ্বনি, ব-ফলা দ্বারা সূচিত হইবে। দ্বিত্ব স্থলে স্ব্ব লিখিলে চলিবে। কেহ যদি ব-ফলা আপত্তিজনক মনে করেন, নিম্নরেখ ছ্ লিখিতে পারেন। ض এর জন্য ধ্ব বা ধ।

ط এর জন্য পূর্ব্বোক্ত কারণে ত্ব লিখিলে চলিতে পারে। ব-ফলা আপত্তিজনক মনে করিলে নিম্নরেখ ত্ লিখিলে চলিবে।

ظ এর জন্য ধ্ব বা ধ্।

ق এর জন্য বড় টাইপের ক্ক।

বাঙ্গালা দেশে ق কে বড় কাফ এবং ك কে ছোট কাফ বলার রীতি আছে। অন্যথায় ক।

ـُ =ও, ا =ওা, ـُو =ওু বা ভু, ـِ =ওি বা ভি।

আরবীর পারসী ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণ।

ফারসী ও উর্দুতে প্রবিষ্ট আরবী শব্দগুলি খাঁটি আরবী হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন রূপে উচ্চারিত হয়। এই জন্য ঐরূপ আরবী শব্দগুলির জন্য খাঁটি আরবীর অনুলিখন প্রণালী হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন অনুলিখন-প্রণালীর প্রয়োজন। মূল আরবী হইতে যে স্থলে কিছু ব্যতিক্রম আছে, তাহাই এই স্থানে প্রদর্শিত হইবে। বলা বাহুল্য, পারসী ও হিন্দুস্থানীতে আরবীর উচ্চারণ একই। ض এর জন্য আমি জ় লিখিতে চাই। সুনীতি বাবু ز র জন্য জ় লিখেন, এই জন্য ض এর জন্য ज़ এইরূপ বিদ্‌কুটে অক্ষরের প্রয়োজন হইয়াছে। ظ এর জন্য জ ज़ লিখিতে আমার আপত্তি নাই। ث ج ز ذ সম্বন্ধে পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

পারসী অক্ষরগুলির অনুলিখন সম্বন্ধে সুনীতি বাবুর সহিত আমার মতভেদ নাই। তবে ـِ – ی – যেখানে পুরাতন পারসীক কিংবা ভারতীয় উচ্চারণে মধ্যস্থল, সেখানে আমিও এ লেখাই পসন্দ করি, নব্য পারসী উচ্চারণ অনুসরণ করিয়া উ, ই লিখিলে বঙ্গীয় মুসলমানের কানে ভাল লাগিবে না।

তুর্কি ও পশতু ভাষা সম্বন্ধে আপাততঃ কিছু চর্চ্চা করিবার আবশ্যকতা দেখিলাম না।

বোধ-সৌকর্য্যার্থে সুনীতি বাবুর প্রস্তাবিত প্রণালী এবং আমার প্রস্তাবিত প্রণালী পাশাপাশি দেখাইতেছি,—

মূল অক্ষর	সুনীতি বাবুর প্রস্তাবিত প্রণালী	আমার প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিক প্রণালী	আমার প্রস্তাবিত সাধারণ প্রণালী
ا ِ ُ	'অ, 'ই, 'উ	আ, ই, উ	অ, ই, উ
ب	ব	ব	ব
پ	প	প	প
ت	ত	ত	ত
ث	থ্ [সঁ ফারসী]	স	ছ [স]
ج	জ [গ]	য	য
چ	চ	চ	চ
ح	হ্	হ্	হ্ (বড়টাইপে)
خ	খ্	খ	খ
د	দ	দ	দ
ذ	য্ [জ্ঁ ফারসী]	জ	জ
ر	র	র	র
ز	জ্	জ	জ
ژ	র্	ঝ	ঝ
س	স	স	স
ش	শ	শ	শ

মূল অক্ষর	সুনীতি বাবুর প্রস্তাবিত প্রণালী	আমার প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিক প্রণালী	আমার প্রস্তাবিত সাধারণ প্রণালী
ص	স	স	শ [ছ]
ض	য়, দ [ज़ ফারসী]	ধ [ज़ পারসী]	ধ্ব [ज़ পারসী]
ط	ত্ত	ত.	ত্ব
ظ	য়, জ্ঞ [ज़ পারসী]	ধ্ন [ज़ পারসী]	ধ্ব [ज़ পারসী]
ع ع ع	<অ, <ই, <উ	আ' ই' উ'	আ' ই' উ'
غ	ঘ্ন	ঘ	ঘ
ف	ফ	ফ	ফ
ق	ক্ক	ক্ক	[ক্ক, ক্ব]
ك	ক	ক	ক
گ	গ	গ	গ
ل م ن	ল, ম, ন	ল, ম, ন	ল, ম, ন
و	ৱ, ও	ৱ, ও	ও, ভ
ه	হ	হ	হ
ة	ত, হ	ত্, : (বিরাম স্থানে)	ত্, : (বিরাম স্থানে)
ی	য়	য়	য়
آ	আ	আঁ	আঁ
ا	আ	া	া
ء	<আ	আঁ'	আঁ'

ـِـُـ	ঈ, উ	ঈ, উ	ঈ, উ
ـَـُـ	এ, ও, [পারসীর মযহুল উচ্চারণ]	এ, ও [পারসীর মযহুল উচ্চারণ]	এ, ও [পারসীর মযহুল উচ্চারণ]
ـَـِـ	অয্ [ঐ]	আয়	অয়
ـَـُـ	অব্ [অও, ঔ]	আও	অও
ـِـ	ইব্	ইও	ইও
ـً	অন্, ইন্, উন্	আন্, ইন্, উন্ [ন্ ছোট টাইপে]	অন্, ইন্, উন্ [ন্ ছোট টাইপে]
ـَـِـُـ	অকার, ি, ু	া, ি, ু	অকার, ি, ু
ـَـ পারসী	অকার	অকার	অকার
ـبـ আরবী	ব	বা	ব
ـب পারসী	ব	ব	ব
ـبـ	বা	বাঁ	বা
ـبء	বা'	বাঁ'	ব'
ـبع	ব<	বা'	ব'

তুলনার সুবিধার জন্য আমরা প্রস্তাবিত প্রণালী অনুসারে সূরাতু-ল্ ফাতিহাঃর অনুলিখন দিয়া এই সমালোচনার উপসংহার করিতেছি।

বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

বিস্‌মি-ল্লাহি-র্‌রাহ্‌মানি-র্‌রাহীম। আল্ হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বি-ল্ আ'লামীন। আর্ রাহ্‌মানি-র্‌রাহীমি। মালিকি য়াওমি-দ্দীন। ইয়্যাকা না'বুদু ব্বা ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনা-স্ স্বিরাতাল্-ল্‌মুস্‌তাক্বীমা। স্বিরাতাল্-ল্লজীনা আন্‌আ'ম্‌তা আ'লায়্‌হিম্। ঘায়্‌রি-ল্ মাঘ্‌দূবি আ'লায়্‌হিম্ ব্বা লা-দ্‌দাল্লীন। আমীন।

সাধারণ প্রণালী।

বিস্‌মি-ল্লাহি-র্ রহ্‌মানি-র্ রহীম। আল্ হম্‌দু লিল্লাহি রব্বি-ল্ আ'লমীন। আর্ রহ্‌মানি-র্‌রহীমি মালিকি য়ওমি-দ্ দীন। ইয়্যাক ন'বুদু ও ইয়্যাক নস্‌তঈ'ন। ইহ্‌দিনা-স্ স্বিরাত্ব-ল্ মুস্‌তক্বীম স্বিরাত্ব-ল্লজীন আন্‌আ'ম্‌ত আ'লয়হিম্। ঘয়্‌রি-ল্ মঘ্‌দূবি আ'লয়্‌হিম্ ও লা-দ্‌দাল্লীন। আমীন।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা অনুলিখন

('আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর' প্রবন্ধ সমালোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য)

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ আমার 'আরবীও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর' প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়া আমায় বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃতে ও ভাষা-তত্ত্ব-বিস্তায় সুপণ্ডিত এবং আরবী ও ফারসী ভাষাদ্বয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় আছে; সুতরাং তিনি যে এ ক্ষেত্রে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ আনন্দের কথা।

বন্ধুবর তাঁহার প্রবন্ধে যে যে বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলিব। আমার প্রবন্ধ প্রকাশের পর বন্ধুবরের সহিত এই বিষয়ে আমার আলাপ হইয়াছিল। তাঁহার সহিত কথা কহিয়া আমি বিশেষ উপকৃত ও আনন্দিত হইয়াছি এবং দুই এক স্থলে আমার প্রস্তাবের অল্প পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক মনে করিতেছি। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না—তৎসম্বন্ধে আমার কৈফিয়ৎ নিবেদন করিব।

আমার প্রবন্ধ লিখিবার সময়ে, ইংরেজী transliteration শব্দের তেমন ভাল বাঙ্গালা প্রতিশব্দ পাই নাই; translation অর্থে 'ভাষান্তর' শব্দের বহুল প্রচলনের নজীর অবলম্বন করিয়া 'লিপ্যন্তর' শব্দ ব্যবহার করি, 'লিপ্যন্তর' অপেক্ষা ভাল কথা আমার মনে আসে নাই। এ বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের অভিমত গ্রহণ করি। 'লিপ্যন্তর' শব্দ আমি অগত্যা প্রয়োগ করি। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেব যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—'অনুলিখন' (বা 'অনুলেখন'), তাহা আমার ব্যবহৃত 'লিপ্যন্তর' শব্দ অপেক্ষা বিশেষ ভাবে উপযোগী হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, এই শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় চলিবে। শব্দটি যুক্ত-ব্যঞ্জন-বর্জ্জিত বলিয়া শ্রুতিমধুর, এবং শ্রবণমাত্রেই ভাব প্রকাশ করিয়া দেয়। মাতৃভাষার ভাণ্ডারে এই সুন্দর শব্দটি আনয়ন করিয়া, সুহৃদ্বর একটী অভাব দূর করিলেন, এই জন্য আমি তাঁহাকে অভিনন্দন করিতেছি।

ফার্সী বর্ণমালা আরবী বর্ণমালার রূপভেদ মাত্র; আরবী অনুলিখনের রীতি নির্দ্ধারিত হইলে ফারসী সম্বন্ধে বিশেষ কোনও গোল থাকে না। তবে ذ ز ض ظ এই চারি অক্ষরের ফারসী উচ্চারণ অনুযায়ী z বা জ ধ্বনি প্রকাশ করিব, অথচ মূল অক্ষরের পার্থক্যও জানাইব, বাঙ্গালা হরফের সাহায্যে এতটা করা সহজ-সাধ্য নহে, বিন্দু বা রেখা দিয়া নূতন হরফ বানাইতেই হইবে। এই বিষয়ে পরে একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

হজরৎ মুহম্মদের সময়ে আরব-জাতি আরব উপদ্বীপ, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-সিরিয়ায় ও কিছু পরিমাণে ইরাকে বাস করিত। আরবী ভাষার কেন্দ্র-ভূমি মধ্য ও উত্তর আরব-খণ্ড (নজ্‌দ্

প্রদেশ ও সিরিয়ার মরু); এই কেন্দ্র হইতে আরব জাতি তথা আরবী ভাষার চতুর্দ্দিকে প্রসার ঘটে। প্রাচীনতম আরবীর* নিদর্শন যাহা এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর। ইহার পূর্ব্বের কোন আরবী রচনা মিলে না। এই নিদর্শনটি হইতেছে একটি শিলায় উৎকীর্ণ অনুশাসন।

হজরৎ মুহম্মদের জীবিতকাল ৫৭৮—৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ; তাঁহার প্রচারিত ইস্লাম ধর্ম্মই আরব-জাতিকে উন্নত করে, এবং তৎপ্রোক্ত কোরান-গ্রন্থই আরবী ভাষার এক বিশেষ গৌরবের বস্তু। হজরৎ মুহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে 'জাহিলিয়াৎ' বা অজ্ঞতার যুগেও এখনকার মত আরব-দেশে নানা গোত্রীয় যাযাবর জনগণ বাস করিত; ইহারা একই ভাষা, সমাজ, ধর্ম্ম ও জাতীয় অনুষ্ঠানের সূত্রে বদ্ধ ছিল। আরবদেশ আকারে ভারতবর্ষ অপেক্ষা বড়; ইহার অনেক অংশ মরুময়, ইহার অধিবাসী লোকেরা বাধ্য হইয়া নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ করিয়া থাকিত। এই কারণে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের মধ্যে ভাষাভেদ অবশ্যম্ভাবী। বিশেষ যখন আবার হিম্য়ারী-ভাষী বহু লোক আরবী ভাষা গ্রহণ করে ও আরব হইয়া দাঁড়ায়, তখন প্রাচীনতম আরবীর শুদ্ধতা ও অবিকৃত অবস্থা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। এই সকল আরবী গোত্রের যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে যোদ্ধৃদের মধ্যে কবিতার আদর ছিল; সমগ্র আরব জাতির মধ্যে লড়াইয়ের কবিতা, শোকগাথা ও বিদ্রূপের কবিতার বিশেষ প্রচলন ছিল। প্রায় সকল বড় গোত্রে একজন করিয়া কবি থাকিতেন; তদ্ভিন্ন অনেক 'ভবঘুরে' কবি ছিলেন, যাঁহারা এক দেশ হইতে আর এক দেশে যাইতেন, ভিন্ন-গোত্রীয় লোকেদের কাছে নিজের কবিতা পাঠ করিতেন, এবং সকলের নিকটেই যথেষ্ট সমাদর লাভ করিতেন। ওকাজ্ বলিয়া মদীনা শহরের পশ্চিমে একটি স্থান প্রাচীন আরবজাতির সামাজিক ও ধার্ম্মিক জীবনের কেন্দ্র ছিল; প্রতি বৎসর এখানে একটি সমাজ বসিত, সকল আরব-গোত্রের লোক এখানে মিলিত হইত; এই সমাজে কবিরা নিজ নিজ কবিতা শুনাইতেন, যাঁহাদের কবিতা সমগ্র জাতির প্রতিনিধিরূপে সমাগত ব্যক্তিবর্গের নিকট আদরযোগ্য মনে হইত, তাঁহারা

---

* প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, আরবী ভাষা যে ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, তাহার নাম শেমীয় গোষ্ঠী। হিব্রু, সিরীয়, ফিনীশীয়, কিনানী, প্রাচীন অসুর-বাবিল, তথা আরবী, হিম্য়ারী ও আবিসিনীয়, এই কয়টি প্রধান শেমীয় ভাষা। ইহাদের মধ্যে হিব্রু-ফিনীশীয় ও অসুর-বাবিলের অতি প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়,—যিশু খ্রীষ্টের জন্মের দুই হাজার বছর পূর্ব্বের বাবিল ভাষায় লিখিত অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে, ও খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব এক হাজার বৎসরের লেখা বইয়ে ও শিলালিপিতে হিব্রুর নমুনা পাওয়া যায়। হিম্য়ারী ভাষা এক সময়ে পশ্চিম ও দক্ষিণ আরবে প্রচলিত ছিল,—এই ভাষার উৎকীর্ণ লিপি পশ্চিম ও দক্ষিণ আরবের পাহাড়ে পাওয়া গিয়াছে; লিপিগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীনগুলির কাল অনুমানিক ৮০০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব। হিম্য়ারী জাতি আবিসিনীয়দের কাছে পরাজিত হইয়া ক্ষীণবল হইয়া পড়ে, ও উহাদের অবশেষ ক্রমে আরবী ভাষা গ্রহণ করিয়া খাঁটি আরব হইয়া দাঁড়ায়। আরবী-ভাষা শেমীয় ভাষাগুলির মধ্যে সর্ব্বশেষ লিখিত ও সাহিত্যে গ্রথিত হইলেও, মূল শেমীয় রূপ এক আরবীতেই বিশেষভাবে রক্ষিত আছে।

পুরস্কার পাইতেন। প্রাচীন আরব-জীবনের এই দিক্ দিয়া আরব-জাতীয়ত্ব ও ঐক্য-জ্ঞান বিশেষভাবে পুষ্টিলাভ করিত। আরব কবিগণের হাতে ক্রমে, হজরৎ মুহম্মদের জন্মের পূর্ব্বেই, একটি সাহিত্যিক ভাষা দাঁড়াইয়া গেল; এই ভাষার ভিত্তি ভিন্ন আরব-গোত্রের মধ্যে প্রচলিত 'প্রাকৃত' আরবী ভাষাগুলি, কিন্তু ইহা 'প্রাকৃত' আরবীর মধ্যে যোগসূত্র-স্বরূপ এক সাহিত্যিক বা 'সংস্কৃত'-আরবী হইয়া দাঁড়াইল; প্রাকৃত আরবীর প্রাদেশিকতাকে অতিক্রম করিয়া সার্ব্বজনীন সাধু ভাষা বা আদর্শ ভাষা হইল। হজরৎ মুহম্মদ যখন কোরানে রক্ষিত উপদেশ ও আদেশাবলী প্রচার করেন, তখন তিনি এই সাধু আরবীকে উপেক্ষা করেন নাই। তাঁহার ভাষায় ও 'ইম্রু'উ-ল্-ক্বয়্স্ প্রমুখ 'জাহিলিয়াৎ'-যুগের অমুসলমান কবিদের ভাষায় পার্থক্য নাই; মুসলমান-পূর্ব্ব-যুগের কবিদের ভাষা সর্ব্বত্রই বিশুদ্ধ সাধু আরবীর নিদর্শন হিসাবে কোরানের আরবীর সদৃশ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

ইস্লামের প্রচারের পর কোরানের আরবীই আদর্শ বলিয়া মুসলমান আরব ও অন্যান্য জাতির সমক্ষে রক্ষিত হইল। লোকে আরবী ভাষায় কিছু লিখিতে গেলে এইরূপ আরবী ব্যবহারেরই প্রয়াস্ করিত। কিন্তু ওদিকে নানা আরবী গোত্রের মধ্যে যে 'প্রাকৃত' চল্‌তি আরবী ছিল, তাহার গতি অব্যাহত ভাবে চলিল। নানা আরবী-গোত্রীয় লোকেরা স্বদেশের বাহিরে সিরিয়ায় মিসরে, ত্রিপোলিতে, আল্‌জিয়রে, মোরোক্কোতে উপনিবিষ্ট হইল, সেই সকল স্থানের আদিম অধিবাসীদের সহিত মিশিয়া তাহাদিগকে আরবী-ভাষী করিয়া তুলিল, নূতন নূতন আরব-খণ্ডের পত্তন করিল। তাহাদের মুখের আরবী সাহিত্যের আরবী হইতে ক্রমে ক্রমে অনেক দূরে যাইয়া পড়িল। প্রাচীন আরবীর ব্যাকরণ সাহিত্যের আরবীতে, 'সাধু' আরবীতেই বদ্ধ রহিল, আর আরবে, মিসরে, সিরিয়ায় ও অন্যত্র কথাবার্ত্তার আরবীতে পুরান রূপের ভাঙ্গন ধরিল। আরব-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও মুসলমান-ধর্ম্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই 'সাধু' আরবী সৎসাহিত্যের ভাষা, এমন কি, পবিত্র ভাষা হিসাবে ফারসী, সিরীয় প্রভৃতি নানাদেশীয় মুসলমানগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইল। মুসলমান জগতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত যত বড় বড় বই লেখা হইয়াছে, সমস্তই হয় এই সাধু আরবীতে, না হয় ফারসীতে। অধুনা আরবী-ভাষী সমস্ত দেশে দুই প্রকার আরবী চলে, (১) সাধারণ আরবী, চল্‌তি আরবী, এবং (২) সাধু আরবী, 'নহু'বী' বা ব্যাকরণ-সঙ্গত আরবী। বাঙ্গালা দেশের সাধু-ভাষা বনাম চলতি-ভাষার মত সমস্যা মিসর সিরীয়া ও অন্যত্র আসিয়া পড়িয়াছে; সেখানেও আমাদের দেশের মত তিনটি দল দেখা যায়—প্রাচীন-পন্থী, মধ্যপন্থী ও আধুনিক পন্থী। বোধ হয়, মধ্য-পন্থীরাই এখন প্রবল, এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন না করিলে মিস্র ও সিরীয়ার দুই প্রকারের প্রাকৃত আরবী নূতন কবিয়া 'সাধু' বা সাহিত্যিক রূপ ধারণ করিয়া বসিত, মোরোক্কো হইতে পারস্য পর্য্যন্ত এক সাধারণ সাহিত্যিক আরবীর প্রচার থাকিত না। আমাদের দেশে সাহিত্যিক আরবীই চলে, প্রাকৃত আরবীর চর্চ্চার আবশ্যকতা বা উপ-

যোগিতা নাই। এদেশের মুসলমান নাম গুলি সাহিত্যিক আরবী অনুসারেই লিখিত ও উচ্চারিত হয়, আমাদের আলোচ্য আরবী অতএব সাহিত্যিক আরবীই হওয়া উচিত।

প্রাচীন সাহিত্যিক ভাষার উচ্চারণ লইয়াই আমাদের তর্ক—বাঙ্গালা অক্ষরের সাহায্যে সেই উচ্চারণ কতটা এবং কিরূপে জানা যাইতে পারা যায়। এখন, সাধু বা সাহিত্যিক ভাষা কাহারও ঘরোয়া ভাষা নয়; এই জন্য ইহার উচ্চারণ প্রদেশ-ভেদে বিভিন্ন, অথচ ব্যাকরণ সর্ব্বত্রই এক। আমাদের বাঙ্গালা সাধু-ভাষা যেমন পশ্চিম-বঙ্গে এক রকম করিয়া পঠিত হয়, আবার পূর্ব্ববঙ্গে আর এক রকম করিয়া। কিন্তু প্রাদেশিক উচ্চারণ-ভেদ থাকিলে স্থানবিশেষের উচ্চারণ শিষ্ট বলিয়া গৃহীত হয়, সর্ব্বত্র ইহার অনুকরণের চেষ্টা থাকে। প্রাচীন সাধু আরবী, আরবী-সাহিত্যের গৌরবের দিনে পারস্য হইতে স্পেন পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে অনুশীলিত হইত; বস্‌রা, বাগদাদ, কুফা, দমস্ক, মক্কা, মদীনা, বুলাক্ব, অল্‌জজ্জায়ির, কর্দোভায় একই ব্যাকরণ অনুসৃত হইত, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উচ্চারণ-পার্থক্য প্রাচীন কাল হইতেই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহা হইতেছে আরব-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির যুগের কথা; এই যুগে কোথাকার আরবীকে শিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করি, তৎসম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে। হজরৎ মুহম্মদ যে গোত্রোদ্ভূত, সেই গোত্রের উচ্চারণ ও তাঁহার উচ্চারণ একই ছিল অনুমান করা যাইতে পারে; হজরৎ মুহম্মদের সময়কার কুরয়শ্ গোত্রীয় আরবীর উচ্চারণকে শিষ্ট বা আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলে আমাদের চলিতে পারে।

প্রাচীন ভাষার ঠিক উচ্চারণটি জানা অসম্ভব; কেহ ত তাহা আমাদের জন্য গ্রামোফোনে ধরিয়া রাখে নাই। গুরু-পারম্পর্য্যেও উচ্চারণ অবিকৃত রাখা সম্ভব নহে; কারণ, মাতৃভাষায় যে উচ্চারণ-বিকৃতি নিরঙ্কুশ ভাবে চলিতেছে, তাহা অতি-বড় পণ্ডিতও অতিক্রম করিতে পারেন না। হজরৎ মুহম্মদের সময়ের আরবীর উচ্চারণ কি ছিল, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলি আমাদের প্রণিধান করা আবশ্যক। (১) আধুনিক আরবী-ভাষীর উচ্চারণ—প্রাদেশিক উচ্চারণ-নির্ব্বিশেষে। প্রাচীন আরবীর কতকগুলি বিশিষ্টতা এক প্রদেশে রক্ষিত আছে, হয় ত সেগুলি অন্যত্র লুপ্ত; এই জন্য সকল আরবী-ভাষী জাতির উচ্চারণ তুলনা করা আবশ্যক। (২) কোরান পাঠের পদ্ধতি যেমন ভিন্ন-ভিন্ন দেশে প্রচলিত আছে, তাহার আলোচনা। (৩) আরবী শিক্ষা-শাস্ত্রের আলোচনা। (৪) আরবী অক্ষরে বিদেশী নাম ও বিদেশী অক্ষরে আরবী নামের অনুলিখন-পদ্ধতির আলোচনা। (৫) আরবী ও সহজাত অন্য শেমীয় ভাষার উচ্চারণ-তত্ত্বের আলোচনা। প্রাচীন আরবীর উচ্চারণ নির্দ্ধারণের জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উপরিলিখিত পাঁচ প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। আমি মুখ্যতঃ তাঁহাদেরই মত অবলম্বন করিয়াছি। তবে এই সকল উপায়ের বিশেষ ভাবে আলোচনা করি নাই। বিশেষতঃ আমার আলোচনায় আরবী শিক্ষা শাস্ত্রের উল্লেখ না থাকায় ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। আরবী কইলমু-ৎ-তজ্‌বীদ ও কইল্‌মু-ল্-ক়িরা'আৎ-এর কথা পড়িয়া থাকিলেও, এ দেশে প্রচলিত ঐ বিষয়ে কোনও বইয়ের কথা আমার জানা ছিল না। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেবের

সহিত আলাপ করিয়া আমি সিবাজু-ল্-ক্বারী প্রভৃতি কতকগুলি প্রামাণ্য বইয়ের কথা শুনি, এবং সেগুলি সংগ্রহ করিয়া দেখিয়াছি। এই সকল বইয়ের মুখ্য বক্তব্যগুলি বন্ধুবর তাঁহার 'সমালোচনা' প্রবন্ধে বলিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ১৮০৫ সালে প্রকাশিত Lumsden এর বৃহৎ আরবী ব্যাকরণে আরবী শিক্ষাকারগণের উপদেশের সার-সঙ্কলন পাওয়া যাইবে। আরবী শিক্ষার আলোচনায় আমি বুঝিতেছি যে আরবী ظ ধ্বনিকে অঘোষ বলিয়া গ্রহণ করা আমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই—এই ظ অক্ষরের ধ্বনি মূল আদি শেমীয় ভাষায় অঘোষ ছিল, কিন্তু আরবীতে ঘোষ হইয়া দাঁড়ায়। অতএব ظ কে ظ্ব দিয়া লিখিলে ইহার আদি প্রাগ্-আরবী উচ্চারণ নির্দ্দেশ করা হয় বটে, কিন্তু আরবীর উচ্চারণের নির্দ্দেশ হয় না। আমি Brockelmannএর Semitische Sprachwissenschaft অনুসরণ করিয়া ظ্ব লিখি, এখন বুঝিতেছি, ظ্ব লিখিলে ঠিক হয় না। কিন্তু আমি বিকল্পে ज़ লিখিবারও প্রস্তাব করিয়াছিলাম।

আরবীর অন্যান্য ধ্বনি ও বাঙ্গালা অক্ষরে তাহাদের নির্দ্দেশের জন্য আমি যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলাম, আরবী শিক্ষা আলোচনা করিয়া ও বন্ধুবরের সমালোচনা পাঠ করিয়াও তদ্বিষয়ে আমার মত বিশেষ পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেছি না।

আরবী শিক্ষাকারগণ যেরূপ সূক্ষ্মতার সহিত আরবী ধ্বনির বিশ্লেষণ করিয়াছেন ও আরবী উচ্চারণের প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব, অতীব প্রশংসার্হ। প্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যে এক সংস্কৃতেই এরূপ সূক্ষ্ম ধ্বনি-বিশ্লেষ দেখা যায়। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেবের প্রবন্ধে বাঙ্গালী পাঠক ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন; আমার মনে হয়, আরবী শিক্ষা-শাস্ত্রের প্রণালী সম্বন্ধে শহীদুল্লাহ সাহেবের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় আর কেহ আলোচনা করেন নাই। সংস্কতের সহিত তুলনা করিয়া লেখায় এই আলোচনা অতীব উপযোগী হইয়াছে।

কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষার সংজ্ঞার সহিত আরবী শিক্ষার সংজ্ঞার তুলনায় দুই একটী বিষয়ে শহীদুল্লাহ সাহেবের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার কতকগুলি সংজ্ঞা আমি ঠিক কি ভাবে প্রয়োগ করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিব, কারণ শহীদুল্লাহ সাহেব তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন। প্রথমতঃ আধুনিক পাশ্চাত্য উচ্চারণ-তত্ত্ব (Phonetics) এর মতে ব্যঞ্জন বর্ণগুলির শ্রেণী-বিভাগ আলোচনা করা যাউক। কণ্ঠনালী হইতে বায়ু মুখ-গহ্বরে আসিয়া যদি কোথাও বাধা না পায়, জিভ যদি তালুতে স্পর্শ বা আঘাত করিয়া পথ-রোধ না করে, যদি মুখ-গহ্বর বিবৃত বা খোলা থাকে, তাহা হইলে স্বর-ধ্বনি বাহির হয়। জিহ্বার উচ্চ, নীচ বা মধ্য, কণ্ঠাভিমুখী বা দন্তাভিমুখী অবস্থান ভেদে অ, আ, ই, উ প্রভৃতি স্বরধ্বনি-ভেদ। আবার যদি জিহ্বা ঈষৎ স্পৃষ্ট অবস্থায় তালুর অংশবিশেষে থাকে, কিন্তু বায়ু-নিঃসরণ রুদ্ধ করে না, তাহা হইলে স্ববর্ণ ঋ ৯র উদ্ভব হয়। জিহ্বার অবস্থানের দিকে দৃষ্টি করিয়া ও মুখ-কোটরের উন্মুক্তত্বের দিকে দৃষ্টি করিয়া উচ্চারণ করিলে দেখা যাইবে যে ঋ, ৯ ভিন্ন স্বরবর্ণ-মাত্রেই বিবৃত। কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষাকারগণ হ্রস্ব অ-কার-ধ্বনিকে সংবৃত

বলিয়া গিয়াছেন। হ্রস্ব অ, দীর্ঘ আ-কারের সংক্ষিপ্ত রূপ—ইহাদের উচ্চারণে প্রযত্নের (quality) পার্থক্য নাই, পার্থক্য কেবল প্রলম্বিতত্বের (quantity)। বিবৃত দীর্ঘ ও হ্রস্ব কণ্ঠ্য স্বরের ধ্বনি যথাক্রমে বাঙ্গালা 'রাধা' শব্দের আকারদ্বয়ের ন্যায়; 'রা'এর আ ঝোঁকের জোরে দীর্ঘ, 'ধা'এর আ ঝোঁকের অভাবে হ্রস্ব। ইংরেজী artisic, art শব্দদ্বয়ে যথাক্রমে হ্রস্ব, দীর্ঘ, বিবৃত অ-আর ধ্বনি মিলে। প্রাচীনতম সংস্কৃতে অ-কারের ধ্বনি এইরূপই ছিল। পরে এই বর্ণের তথাকথিত সংবৃত উচ্চারণ আসিয়া যায়, অর্থাৎ অ-কারের উচ্চারণে 'রাধা' শব্দের ধা'র মত বিবৃত ধ্বনি না থাকিয়া ইংরেজী sun, her শব্দে যে দুই প্রকার হ্রস্ব ধ্বনি মিলে, সেইরূপ ধ্বনি আসিয়া পড়ে। এই উচ্চারণে কোনওরূপে জিহ্বা দ্বারা কণ্ঠবায়ুর নিঃসরণের পথ রুদ্ধ হয় না—কেবল বিবৃত উচ্চারণের সময় ঠোঁট যতটা বিস্তৃত থাকে ও জিহ্বা যতটা গলার দিকে যায়, ততটা বিস্তার ও অন্তর্মুখিতা থাকে না। এখানে সংবৃত মানে অবরুদ্ধ নহে; সংবৃত অর্থে checked, mixed বা half open.

বাঙ্গালা দেশে আমাদের মধ্যে এক সাধারণ বিশ্বাস এই যে, বাঙ্গালার বাহিরে অ-কারের বিবৃত উচ্চারণ বজায় আছে, আমাদের উচ্চারণ পুরাকালের সংবৃত উচ্চারণ। কিন্তু বস্তুতঃ বিবৃত উচ্চারণ ('রাধা'র ধা-এর মত) এক দ্রাবিড়ভাষী দক্ষিণী পণ্ডিতদের মুখ ভিন্ন অন্য কোথাও মিলে না। উত্তর ভারতের পণ্ডিতেরাই প্রাচীনকালের মত সংবৃত উচ্চারণ করেন। আমাদের বাঙ্গালায় হ্রস্ব অ প্রাচীন ধ্বনি হারাইয়া কণ্ঠৌষ্ঠ্য ও-কার সংস্পৃক্ত এক সম্পূর্ণ নূতনজাতীয় ধ্বনি গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে,—এই ধ্বনি একেবারেই সংবৃত অ-কার নহে।

কণ্ঠনালী হইতে নির্গমনকালে বায়ু যদি কোথাও জিহ্বা কর্তৃক রুদ্ধ হয়, এবং জিহ্বা যদি মুখমধ্যে বায়ুর অবস্থানকালে তালুর কোনও অংশে ঘা দেয় বা স্পর্শ করে, কিংবা নির্গমনকালে ওষ্ঠদ্বয় কর্তৃক বায়ু ব্যাহত হয়, তাহা হইলে ব্যঞ্জন বর্ণের উদ্ভব হয়। আবার প্রলম্বন-শীলতা ও তদভাব-নির্ব্বিশেষে ব্যঞ্জন বর্ণগুলির রূপভেদ হয়। কতকগুলি ব্যঞ্জন-ধ্বনিকে ইচ্ছামত প্রলম্বিত করা যায়; যেমন f, v, ইংরেজীর thin, then শব্দের th (then এর th এর উচ্চারণ-পার্থক্য জানাইবার জন্য dh লেখা যাইতে পারে), z, s, h প্রভৃতি; যথা—ifffffff··· ivvvvvvv··· ithththththth... idhdhdh··· izzzz··· issss··· ihhhhhh··· আবার কতকগুলিকে মোটেই প্রলম্বিত করা যায় না—একবারমাত্র উচ্চারণ করিয়াই থামিতে হয়—যেমন আমাদের ক, খ, গ, ড, ব, ধ, ইংরেজীর k, t, b, d প্রভৃতি ধ্বনি; যেমন ইক্, আখ্, আগ্, এড্, অব্, ইধ্ প্রভৃতি। দ্বিতীয় প্রকারের ব্যঞ্জন-ধ্বনিকে সংস্কৃতে 'স্পৃষ্ট' বর্ণ বলে, ইংরেজী নাম plosive (বা explosive)। প্রথম প্রকারেরর প্রলম্বন-সামর্থ্য-শীল ব্যঞ্জনধ্বনি সংস্কৃতে শ, ষ, স, হ ভিন্ন অন্য নাই; য় র ল ব* ঈষৎ স্পৃষ্ট 'অর্দ্ধস্বর',

* ব-জাতীয় ধ্বনি সাধারণতঃ তিন প্রকারের :—
(১) উ-কারের বিকার-জাত, অর্দ্ধস্বর—বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য বর্ণ, w.

ই উ ঌ ঋ-র ভেদ মাত্র। প্রলম্বনশীল ব্যঞ্জন বর্ণের ইংরেজী নাম continuant; জিহ্বাকে মুখ-বিবরের অংশের সহিত ঘর্ষণ করিয়া উচ্চারণ করা হয় বলিয়া অন্য নাম fricative বা affricate; শ্বাসের প্রলম্বন ও সংহরণের উপর এই জাতীয় ব্যঞ্জনের প্রলম্বন ও সংহরণ নির্ভর করে বলিয়া spirant: সাধারণতঃ ইংরেজীতে এই তিন নাম ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতে এই জাতীয় বর্ণচতুষ্কের নাম 'উষ্ম'। 'ঘৃষ্ট'-শব্দ দ্বারা affricate শব্দের অনুবাদ করিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন ঃ, ও বিসর্গের রূপভেদ 'জিহ্বামূলীয়' ও 'উপধ্মানীয়' (যথাক্রমে ফারসীর خ ও ওষ্ঠ্য f এর ধ্বনি)কেও উষ্ম বলা হয়। উষ্ম মানে বাষ্প, উত্তাপ, শ্বাস। ইংরেজীতে spirant বলিলে h, f, v, thin, then শব্দের th প্রভৃতির ধ্বনি বুঝায়; সংস্কৃতেও দেখিতেছি, spirantএর সহিত সমার্থক শব্দ 'উষ্ম' দ্বারা হ, জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয় বিসর্গ, এবং শ, ষ, স ধ্বনি নির্দ্দিষ্ট হয়।* প্রলম্বনশীল, শ্বাস চালিত ঘৃষ্ট ব্যঞ্জন-ধ্বনি জানাইবার জন্য উষ্ম শব্দের প্রয়োগ—সংস্কৃতে উষ্ম শব্দের প্রয়োগ হইতে অভিন্ন। সংস্কৃতে অবর্ত্তমান ঐ জাতীয় কতকগুলি বিদেশী ধ্বনি জানাইবার জন্য এই শব্দের ব্যবহার করায় বড় জোর এই প্রয়োগকে সংস্কৃত প্রয়োগের প্রসার বলা যাইতে পারে। এই জন্য সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার অন্য শব্দের অভাবে, spirant অর্থে 'উষ্ম' শব্দের ব্যবহারে কোনও আপত্তি হইতে পারে না। আরবীর ظ خ غ ف ض ش ذ spirant বা উষ্ম কি না, পরে বিচার করা যাইবে।

ব্যঞ্জন-বর্ণ-সম্পর্কে বিবৃত ও সংবৃত শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে শহীদুল্লাহ সাহেব প্রশ্ন করিয়াছেন। বিষয়টা একটু আলোচনা করা যাক্। কণ্ঠ-নালী হইতে বায়ু নিঃসরণ-কালে মুখ-বিবরে জিহ্বা-কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইলে ব্যঞ্জনধ্বনি উৎপন্ন হয়। কণ্ঠ হইতে বায়ু উপরে আসিবার পথে কণ্ঠ-নালীর অভ্যন্তরস্থ পেশীময় দ্বার (vocal chords) মধ্য দিয়া চালিত হয়; এই পেশীময় দ্বার যদি আকুঞ্চিত না থাকে, যদি খোলা থাকে, 'বিবার' অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে কেবল শ্বাস বাহির হইয়া মৃদু উচ্চারণ হয়। যেমন ক, চ, ট, ত, প, ঽ, f। কিন্তু পেশীগুলি যদি বায়ু-নির্গমনকালে দ্বারকে সঙ্কুচিত করিয়া দেয়, যদি সঙ্কুচিত হইয়া 'সংবার' অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে বায়ুকে জোর করিয়া, ঘা দিয়া, নিজ পথ করিয়া, বাহির হইয়া মুখকোটরে আসিতে হয়; এই ঘা দেওয়ার ফলে আওয়াজ আর মৃদু থাকে না, গম্ভীর 'ঘোষ' 'নাদে' পরিণত

(২) বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন-বর্ণ, প্রলম্বনশীল—অর্থাৎ দাঁতের সাহায্য না লইয়া ভ উচ্চারণ করিলে যে ধ্বনি দাঁড়ায়। হিন্দী মরাঠী ও পঞ্জাবীতে এই ধ্বনি আছে।

(৩) দন্তৌষ্ঠ্য ব্যঞ্জনবর্ণ, প্রলম্বনশীল, ইংরেজী v। সংস্কৃত শিক্ষাকারগণের মতে ব'র বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য ও দন্তৌষ্ঠ্য উভয়বিধ উচ্চারণ ছিল।

* স্বরাণামূষ্মণাঞ্চৈব বিবৃতং করণং মতং—পাণিনীয় শিক্ষা। শষসলাঃ উষ্মাণঃ—সিদ্ধান্তকৌমুদী। সর্ব্বে স্বরা ঘোষবন্তো বক্তব্যাঃ ইন্দ্রে বলং দধানীতি। সর্ব্বে উষ্মাণোঽগ্রস্তা অনিরস্তাঃ বিবৃতাঃ বক্তব্যাঃ প্রজাপতেরাত্মানং পরিদধানীতি—ছান্দোগ্য উপনিষৎ। (সর্ব্বে উষ্মাণঃ অগ্রস্তাঃ অন্তরপ্রবেশিতা অনিরস্তা অবহিরাক্ষিপ্তা বিবৃতাঃ বিবৃতপ্রযত্নোচ্চারিতাঃ প্রজাপতেরাত্মানাং পরিদধানি প্রবক্ষ্যামি—শঙ্করভাষ্য)। [বাচস্পত্য হইতে]।

হয় ; যেমন গ, জ, ড, দ, ব, z, v। দেখা যাইতেছে যে, ঘোষ ও অঘোষ বা নাদ ও শ্বাস (ইংরেজীর voice ও breath) বর্ণের পার্থক্যের মূল, ইহাদের আভ্যন্তর প্রযত্নকালে পেশীময় দ্বারের 'সংবার' ও 'বিবার'—অর্থাৎ আকুঞ্চন ও প্রসারণের অবস্থা। * সংবার ও বিবার হইতে গঠিত বিশেষণ-পদ 'সংবৃত' ও 'বিবৃত' শব্দদ্বয় যথাক্রমে ঘোষ ও অঘোষ ব্যঞ্জন-ধ্বনি অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্বরধ্বনির বর্ণনায় যে বিবৃত ও সংবৃত শব্দদ্বয়ের ব্যবহার, তাহা একটু আলাহিদা অর্থে। সংবার বিবার, সংবৃত বিবৃত, এইরূপ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় একটু গোলমালের কারণ থাকে, স্বীকার করি। কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণের উদ্ভব, স্বরবর্ণের উদ্ভব হইতে অন্যরূপ ; স্বরবর্ণ 'বিবৃত' অর্থে মুখ খোলা, জিভ দিয়া ঘা না দেওয়া, ও ব্যঞ্জনবর্ণ 'বিবৃত' অর্থে কণ্ঠ-নালীবদ্বার খোলা বুঝিলে তেমন গোলমালের সম্ভাবনা নাই। ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিকে বিশেষিত করিবার জন্য 'বিবৃত সংবৃত' শব্দের প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে সমর্থনযোগ্য। এ বিষয়ে আমি ইউনিভার্সিটী কলেজের নিরুক্ত ও প্রাতিশাখ্যের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতারাম শাস্ত্রী, বৈদিক ব্যাকরণের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পশুপতি শাস্ত্রী এম্ এ প্রমুখ কয়জনের অনুকূল মত পাইয়াছি।

'মহাপ্রাণ' বলিলে যাহা বুঝায়, আরবীর 'রিখ্ওয়হ্' ও ইংরেজীর affricate বলিলে তাহা বুঝায় না। মহাপ্রাণ অর্থে প্রাণ বা breath বা শ্বাসধ্বনি-যুক্ত স্পৃষ্ট বর্ণ ; খ, ঘ, ভ, থ, ধ কে যথাক্রমে কহ্, গহ্, বহ্, ৎহ্, দহ্ প্রভৃতিতে বিশ্লেষ করা যায়। এই বিশ্লেষের উপর নির্ভর করিয়া খ, ঘ, ধ প্রভৃতির রোমান অনুলিখন kh, gh; dh, উর্দু অনুলিখন ﮐھ ﮔھ ﺩھ ইত্যাদি। মহাপ্রাণের ইংরেজী হইতেছে aspirate, অর্থাৎ spiritus asper বা 'কর্কশ-প্রশ্বাস' বা 'হ্' ধ্বনিযুক্ত। aspirate বা মহাপ্রাণ বর্ণগুলি, প্রলম্বনশীল (অর্থাৎ continuant) বা উষ্ম নহে ; ইধ্, ইঘ্, ইভ্, এর ধ ঘ ভ-কে স্বেচ্ছামত চালাইয়া লইতে পারা যায় না। কিন্তু রিখ্ওয়হ্-বর্ণকে চালাইয়া প্রলম্বিত করা যায়—যেমন ...اِخْخْخْ ...اِغْغْغْ ...اِهْهْهْ ইত্যাদি। সুতরাং শহীদুল্লাহ্ সাহেব 'রিখ্ওয়হে'র প্রতিশব্দ যে 'মহাপ্রাণ' ধরিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে।

আরবী শিক্ষাশাস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনার আবশ্যক নাই। বন্ধুবর যে মখ্রারিজু-ল্-হুরূফ্ ও সিফাতু-ল্-হুরূফ্ مخارج الحروف و صفات الحروف অর্থাৎ বর্ণের উচ্চারণ স্থান ও ধ্বনিলক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—আধুনিক পাশ্চাত্য উচ্চারণতত্ত্বের সহিত সমালোচনা করিয়া দেখিবার স্থান ইহা নয়। তবে সংক্ষেপে এই কথা বলা যায় যে, আরবী শিক্ষাকারদের মধ্যে সময়ে সময়ে মতভেদ দেখা যায় ; এই মত-ভেদের

* "That the difference [of surds & sonants] depends upon the vivara (opening) or samvara (closure) (of the glottis), is also recognised by them"—Whitney, সংস্কৃত ব্যাকরণ ১৩ পৃঃ।

কারণ—তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের উচ্চারণ অবলম্বন করিয়াছেন। সংস্কৃত শিক্ষাকারদের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। স্থানে স্থানে তাঁহাদের কথা বুঝা যায় না। ث ط د ر এর মখ্‌রজ বা উচ্চারণ-স্থান কোনও মতে বিভিন্ন, কোনও মতে অভিন্ন। দ্বিতীয় মতে সকল-গুলিই দন্তমূলীয় (حروف اللثعية)। س ز ض এক মতে জিহ্বা ও নীচের পাটীর দাঁতের যোগে উচ্চারিত হয়, অন্য মতে এই ধ্বনিগুলি উপরের পাটীর দাঁতে ঠেকিয়া উচ্চারিত হয়, তৃতীয় মতে ইহারা দন্তমূলীয়। ظ কে কেহ ذ ث এর সহিত এক পর্য্যায়ের বর্ণ বলিতেছেন, —অর্থাৎ ইহার মখ্‌রজ হইতেছে "জিহ্বাগ্র ও উপরের পাটীর সম্মুখস্থ দুই দন্তাগ্র"; কিন্তু ইহার صفة বা গুণ হইতেছে, ইস্‌তিএল استعلا অর্থাৎ জিহ্বার উচ্চগতি— "উচ্চারণ-কালে জিহ্বা তালুর দিকে উচ্চ গতি প্রাপ্ত হয়"—অর্থাৎ ইহার গুণ বা প্রযত্ন অনুসারে ظ দন্ত্য বর্ণ নহে, দন্তমূলীয় বর্ণ। প্রকৃত পক্ষে ইহা দন্তমূলীয় বর্ণই—ইহা ض ص ط এর সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত—ইহাদের اطباق গুণ তাহাই প্রমাণ করে।

আরবী শিক্ষার صفات الحروف এর মধ্যে 'জিহর', 'হমস্', 'শিদ্দৎ' ও 'বিখ্‌রুৎ'— এই চারি প্রকার প্রযত্নের আলোচনা করা যাক্। 'জহর' অর্থে বড়-গলা করা, আরব বৈয়াকরণদের মতে শ্বাস রোধ করিলে জহর বা নাদ ধ্বনির উৎপত্তি হয়। জহর ধাতু হইতে জাত 'মজ্‌হুরহ্' অর্থে ঘোষ বা সংবার ধ্বনি। ظل قوربض اذ غزاجدد مطيع —এই বর্ণগুলি আরবী শিক্ষা-মতে ঘোষ বা মজ্‌হুরহ্। কিন্তু এখানে একটু কথা আছে। ق ও ط যেমন কানে শুনিয়াছি, ইহারা আমাদের ক ও ত-জাতীয় ধ্বনি, অঘোষ, একেবারেই ঘোষ-ধ্বনি নয়। প্রাচীন কালের আরবী হইতে গ্রীক লাটিন, ও লাটিন গ্রীক হইতে আরবী নামের অনুলিখনে দেখা যায় যে, ق এর অনুরূপ বর্ণ k বা c, এবং ط এর t; যেমন গ্রীকের Platon= افلاطون, Sokrates= سوقراط, Titus= تيطس, Loukas= لوقا, Tiberias= طبرية, Crete (Kreta)= اقريطس, Petros (Peter)= بطرس, Italy= ايطاليا, Cyprus (Kypros)= قبرس, Laodikea= لاودقية, Caesar= قيصر ইত্যাদি ইত্যাদি। মুৎঅর্‌ব করায় (বা বিদেশী শব্দের আরবী-করণে) k, t র জন্য বহু স্থলে ق ط লেখা হইয়াছে। আবার ك ت ও মিলে। প্রাচীন যুগের কণ্ঠ্য ق ও দন্তমূলীয় তালব্য ط কখনই ঘোষ-ধ্বনি হইতে পারে না। হিব্রুতে ইহাদের পরিবর্ত্তে ক্লোহ্ ও ত্সো' বর্ণ পাওয়া যায়। ق ও ط কে মজ্‌হুরহ্ বা ঘোষ বলিলে ইহাদের বিশিষ্টতা কতকটা নির্দ্দিষ্ট হয়—মজ্‌হুরহ্ শব্দকে এখানে ইংরেজী emphatic বা প্রবলরূপে উচ্চারিত অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ق অক্ষর আরবী-ভাষীদের মুখে এখন নানারূপে উচ্চারিত হয়। কোথাও বা ইহা অবিকৃত আছে, কোথাও বা তালব্যীকৃত, জ বা গ্‌-য়ে রূপান্তরিত

হইয়াছে; কাইরো-শহরে ইহা সাধারণতঃ গ-রূপে উচ্চারিত হয়, আবার মিসরের অন্যত্র ইহার উচ্চারণ হম্‌জের মত। বইরাক্কে ও আরবে ইহার উচ্চারণ সাধারণতঃ গ। এই বইরাক্কী ও আধুনিক আরবী প্রাদেশিক উচ্চারণ-ভেদ অবলম্বন করিয়া বোধ হয়, আরবী শিক্ষাকারগণ ق কে মজ্‌হুরহ্‌ বলিয়াছেন। ظ তদ্রূপ কচিৎ দ-রূপে—উচ্চারিত হয়, বিশেষতঃ তুর্কীদের মুখে, যেমন ظالم=দালম্; কিন্তু 'ত' বা 'ট'-জাতীয় দন্তমূলীয় উচ্চারণই সাধারণ। এই প্রাদেশিক ظ=দ উচ্চারণ ধরিয়াই বোধ হয়, ইহাকে মজ্‌হুরহ্‌ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

হম্‌স্‌ অর্থে গলা ছোট করা; হম্‌সকে বিবার বা শ্বাস প্রযত্ন বলা চলে, মহ্‌মুসহ অর্থে অঘোষ। এই বিচারে কোনও গোল নাই।

শদীদহ্‌ অর্থে স্পৃষ্ট; শদীদহ্‌ বর্ণগুলি প্রলম্বিত করা যায় না। রিখ্‌ওয়হ বর্ণগুলিকে প্রলম্বিত করা চলে—ইহারা spirant, continuant বা affricate, সংস্কৃত সংজ্ঞায় ইহাদের উষ্ম বলা উচিত, পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। কোনও ক্রমেই ইহাদিগতে মহাপ্রাণ বলা যায় না। আরবীতে মহাপ্রাণ বর্ণ নাই, তবে হলন্ত শদীদহ্‌ (স্পৃষ্ট বর্ণের) বর্ণের পর হ-ধ্বনি আসিলে মহাপ্রাণ ধ্বনির (বর্ণের নহে) সৃষ্টি হয় বটে। যেমন— سبحان 'সুবহান্‌' ও مجهور 'মজ্‌হুরহ্‌' শব্দ; এখানে ব+হ ও জ+হ মিলিয়া মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ভ' ও 'ঝ'এর সৃষ্টি করিয়াছে। এই মহাপ্রাণ ধ্বনিকে আরবী শিক্ষাকারগণ ঠিক-মতই আমল দেন নাই—কারণ, ইহা মিশ্র বিশ্লেষযোগ্য ধ্বনি। ث এর ধ্বনি উষ্ম, রিখ্‌ওয়হ, কিন্তু হলন্ত ث এর পর ـ or ـ থাকিলেই আমাদের মহাপ্রাণ থ-এর উদ্ভব হইবে।

অন্যান্য ث ف ওলিকে আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। যাহা হউক, আরবী শিক্ষাশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া ও সংস্কৃতের সহিত তুলনা করিয়া আরবী ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলিকে সাজাইলে, আমার প্রবন্ধের শ্রেণী-বিভাগ হইতে বিশেষ পার্থক্য হইবে না; কেবল পূর্ব্বে আমার এক জায়গায় ভ্রম হইয়াছিল,—ر ل কে দন্ত্য বর্ণ বলিয়াছিলাম, তাহা নহে, এগুলি দন্তমূলীয় বর্ণ।

আরবী ও সংস্কৃত ও আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষার সামঞ্জস্য করিয়া আরবী ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে সাজাইতে পারা যায়। এইরূপ সাজানতে কেবল বর্ণগুলির (organic production) ঔদ্ভবিক আভ্যন্তর প্রযত্নের দিক্‌ বিচার করা হইয়াছে, তাহাদের বাহ্য-প্রকাশ (acoustic expression)এর দিকে লক্ষ্য রাখা হয় নাই। অর্থাৎ ধ্বনিগুলি মুখের কোথায় উৎপন্ন হয়, সেই অনুসারে সাজান গিয়াছে, কানে কেমন শুনাইল, সেই অনুসারে নহে। যেমন س ص ইহাদের উচ্চারণ-স্থান আলাহিদা; কিন্তু কানে অনেকটা একরকম শুনায়; ইহাদিগের উচ্চারণ-স্থান ধরিয়া ইহাদিগকে যথাক্রমে 'বার্ত্ব' বা 'তালব্য', ও 'দন্ত্য' বা 'দন্তমূলীয়', এই দুই আলাহিদা শ্রেণীতে ফেলা উচিত; কিন্তু কানে শোনা

আওয়াজ ধরিলে উভয়কেই এক sibilant বা সঘোষ শ্রেণীতে ফেলা চলে। আরবী صفات পর্য্যায়ে organic ও acoustic পর্য্যায় জড়িত হইয়া আছে, ঔৎপত্তিক ও শ্রৌতিক বিচার আলাহিদা করা হয় নাই।

[১] কণ্ঠনালীর মধ্যে উৎপন্ন ধ্বনিসমূহ—

(ক) সংবারযুক্ত স্পৃষ্ট ধ্বনিদ্বয় ء ع (ব্যঞ্জন অলিফ্, হম্‌জহের সহিত অভিন্ন, আন্ত হম্‌জহ্ অলিফ্‌রূপে লিখিত হয়)।

(খ) সংবারযুক্ত ঘৃষ্ট ধ্বনিদ্বয় ه ح ;

আরবী শিক্ষার মতে, ইহাদের মধ্যে ء ه কণ্ঠনালীর নিম্নতম অংশে উৎপন্ন, এবং ح ع অপেক্ষাকৃত ঊর্দ্ধে। আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষার মতে ء ও ه এর উচ্চারণস্থান, ح ও ع অপেক্ষা উচ্চে ; ء ه glottal (কণ্ঠ-নালীতে উৎপন্ন) ধ্বনি, ح ع ও glottal, বা bronchial (গলনালীতে উৎপন্ন) ধ্বনি।

[২] কণ্ঠনালীর উচ্চতম অংশে (জিহ্বামূলে) উৎপন্ন ধ্বনি—

(ক) غ —সংবারযুক্ত ঘৃষ্ট।

(খ) ইউরোপীয় শিক্ষা মতে, বিবারযুক্ত স্পৃষ্ট ق এর ধ্বনিয় ও উচ্চারণ স্থান এই। আরবী শিক্ষা-মতে ق এর উচ্চারণ-স্থান আরও উচ্চে,—আলজিভের কাছে—ق ও ك কে حروف اللهوية বা আলজিভে বা তালুতে উৎপন্ন ধ্বনি বলে (Wright কৃত বৃহৎ আরবী ব্যাকরণ প্রথম খণ্ড উচ্চারণ পর্য্যায় দ্রষ্টব্য)। ق কে আবার مجهورة ঘোষবৎ বলা হইয়াছে। কিন্তু ق ঘোষধ্বনি নহে, ঘোষধ্বনি হইলে ইহার উচ্চারণ গ হইত। উপভাষা ভেদে হয় ত ق ঘোষ-ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছিল, এবং উপভাষার উচ্চারণ ধরিয়াই ইহাকে مجهورة বলা হইয়াছে।

[৩] জিহ্বামূলে ও আলজিভের উপরেই, তালুর কোমল অংশে উৎপন্ন ধ্বনি—

(ক) বিবারযুক্ত ঘৃষ্ট خ। আরবী শিক্ষাকারগণ ইহাকে কিন্তু غ ও ء ه ع এর মত حلقية অক্ষর বলেন। কিন্তু বিশুদ্ধ حلقية অক্ষর ء ه ح ع এর উচ্চারণে জিভের স্থান নাই, خ غ এর উচ্চারণে জিভকে উপরের দিকে তুলিতে হয়, তাই خ غ কে منطبقة বলে।

(খ) বিবারযুক্ত স্পৃষ্ট ك। ইহার উৎপত্তি-স্থান আজকালকার সিরীয় ও অন্য ভাষা আরবীতে আর একটু আগাইয়া তালুর কঠিন অংশে আসিয়া পড়ায়, ইহার 'চ' ধ্বনি শুনা যায়। ك কে لهوية বা তালব্য ধ্বনি বলে।

[৪] জিভের গোড়ার দিক্ ও তালুর কঠিন অংশের আরম্ভ স্থানে উচ্চারিত ধ্বনি—

(ক) সংবারযুক্ত স্পৃষ্ট নাদ ج = তালব্যীকৃত গ, গ্য। পরে উচ্চারণ-স্থান তালুর কঠিন অংশে বিশেষ করিয়া সরিয়া আসিয়া ও জিভের আগার দিক্ দিয়া উচ্চারিত হইয়া সাধারণ আরবীতে তালব্য জ ধ্বনির উৎপত্তি। মিসরে কিন্তু পুরাপুরি গ ধ্বনিই শুনা যায়।

[৫] জিভের আগার দিক্ দিয়া তালুর কঠিন অংশে উৎপন্ন—

(ক) বিবারযুক্ত ঘৃষ্ট শ্বাস— ش

(খ) সংবারযুক্ত ঘৃষ্ট নাদ— ي

[৬] জিভের আগার দিক্ চওড়া করিয়া বাম বা দক্ষিণ পার্শ্বের দন্তমূলে আঘাত করিয়া উচ্চারিত সংবারযুক্ত ঘৃষ্ট নাদ— ض

ইউরোপীয় শিক্ষার মতে কিন্তু ض এর উচ্চারণস্থান [৭] পর্য্যায়ের সহিত অভিন্ন, এবং ইহা (অন্ততঃ আধুনিক ভাষা আরবীতে) ظ ধ্বনির ঘোষ রূপ।

[৭] জিহ্বাগ্র-মুখ ও দন্তমূলের ঈষদুচ্চ অংশে (প্রাতিশাখ্যে বর্ণিত বর্ত্ম নামক স্থানে, apical region এ) উৎপন্ন ধ্বনি—

(ক) সংবারযুক্ত স্পৃষ্ট শ্বাস— ط (নাদ = ض)

(খ) বিবারযুক্ত ঘৃষ্ট নাদ— ظ

(গ) সংবারযুক্ত ঘৃষ্ট শ্বাস (উষ্ম)— ص

এই বর্ণগুলির উচ্চারণে জিভকে বিশেষ করিয়া সংযত করিয়া সজোরে বর্ত্মে আঘাত করিতে হয়। সাধারণতঃ এই ধ্বনির সম্পর্কে ঠোঁট বৃত্তাকার করিয়া উচ্চারণ করার দরুণ ব্ব বা w ধ্বনির আমেজ আসিয়া যায়। ض ধ্বনির পক্ষেও তাই। ط কে مجهور বা ঘোষ বলা হইয়াছে, مجهور অর্থে emphatic বুঝিতে হইবে। ط ظ ض ص —ইহাদের উচ্চারণে জিভ তালুতে ঠেকে বলিয়া ইহাদিগকে مطبقة বলে। এবং জিভ উপরে উঠে বা ভিতরের দিকে গতি নেয় বলিয়া مستعلية বলে غ ع ও এই পর্য্যায়ভুক্ত।

[৮] জিহ্বাগ্রমুখ ও দন্তমূল বা দন্ত—

(ক) বিবারযুক্ত স্পৃষ্ট শ্বাস— ت

(খ) সংবারযুক্ত স্পৃষ্ট নাদ— د

(গ) সংবারযুক্ত ঘৃষ্ট কর্কশ নাদ— ر ইহাকে مكرر বা ঘর্ষণযুক্ত বলা হয়।

(ঘ) সংবারযুক্ত ঘৃষ্ট কোমল নাদ— ل

(ঙ) বিবারযুক্ত স্পৃষ্ট নাসিক্য— ن [কণ্ঠ্য স্পর্শ বর্ণের পূর্ব্বে থাকিলে ن কণ্ঠ্য ও হয়]।

[৯] জিভের আগা চওড়া করিয়া দন্তমূলে বা দন্তে ঘর্ষণপূর্ব্বক জাত ধ্বনি—
(ক) বিবারযুক্ত উষ্ম শ্বাস— س
(খ) সংবারযুক্ত উষ্ম নাদ— ز

[১০] জিভের আগা চওড়া করিয়া দন্তাগ্রে ঘর্ষণপূর্ব্বক জাত ধ্বনি,—
(ক) বিবারযুক্ত ঘৃষ্ট উষ্ম— ش
(খ) সংবারযুক্ত ঘৃষ্ট উষ্ম— ژ

[১১] উপরের দন্তপঙ্‌ক্তি ও অধরে উৎপন্ন বিবারযুক্ত উষ্ম শ্বাস— ف

[১২] ওষ্ঠদ্বয়ে উৎপন্ন—
(ক) সংবারযুক্ত স্পৃষ্ট— ب
(খ) সংবারযুক্ত ঘৃষ্ট, বা অর্দ্ধস্বর— و
(গ) নাসিক্য— م

উচ্চারণ-স্থান বিচার করিয়া দেখিলে আরবী ধ্বনিগুলি (প্রাচীন যুগের উচ্চারণে) এই ১২ শ্রেণীতে পড়ে। ঠিক উচ্চারণটি কোথায় হইল, আর কানে কেমন শুনাইল—organic ও acoustic—এই দুই ভাবের বিচারে গোলমাল করিলে চলিবে না।

শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেব আরবী ধ্বনির বাঙ্গালা অনুলিখন বিষয়ে যে যে স্থলে আমার সহিত একমত হইতে পারেন নাই, এক্ষণে তাহা আলোচনা করিব। অনুলিখন-পদ্ধতি স্থির করিবার জন্য তিনি যে যে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত বলিয়াছেন, তাহা অতীব সমীচীন।

প্রথমতঃ ব্যঞ্জন বর্ণগুলি ধরা যাউক। ع ظ ذ ز ج ش —এই কয় বর্ণের অনুলিখন লইয়া শহীদুল্লাহ সাহেব আমার সহিত একমত হইতে পারেন নাই।

ث —ইহার উচ্চারণ একেবারে হুবহু ইংরেজী think thin, thank প্রভৃতি শব্দের th এর উচ্চারণ, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই th উষ্ম ধ্বনি, আমাদের মহাপ্রাণ থ নহে—ইহাকে যথেচ্ছ প্রলম্বিত করা যায়, কিন্তু আমাদের থ-কে তাহা করা যায় না। ইউরোপীয় বৈয়াকরণগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, আমিও আরবীভাষীর মুখে উচ্চারণ শুনিয়া বুঝিয়াছি, ث ও ইংরেজী think এর th এ কোনও তফাৎ নাই। গ্রীক নামে theta অক্ষর (th) থাকিলে, আরবী অনুলিখনে প্রাচীন কাল হইতেই ث ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; যেমন Pythagoras = فيثاغوراس, Corinth = كورنثوس, Timotheus = تموثاوس, Bithynia = بثينيه ইত্যাদি; ক্বচিৎ ت ও মিলে, যেমন Thessalonike = تسالونيكي। আরবী শিক্ষাকারগণের কানে ز س ص এক পর্য্যায়ের ধ্বনি, শ্বাসীয়হ্ বা sibilant ধ্বনি, ث এই শ্রেণীতে স্থান পায় নাই। এই ধ্বনি 'স' জাতীয় sibilant নহে। ث শ্বাসীয়হ ধ্বনির কাছাকাছি বটে, আবার ত-বর্গেরও কাছাকাছি। ইংরেজীর think, thing যেমন ফরাসী, জার্ম্মান ও অন্য বিদেশীয় মুখে কোথাও sink,

sing, কোথাও বা tink ting হইয়া পড়ে, তদ্রূপ আরবীর ث ও মিসরে ও উত্তর আফ্রিকায় ত, এবং তুর্কীস্থান ও পারস্তে স (s) রূপ ধারণ করিয়াছে। মিসরে ثلث কে তলাৎ, حديث কে হুদীৎ, ثاني কে তানী উচ্চারণ করে। عثمان উস্মান্ শব্দের বিকারে Osman, Ottoman। প্রাচীন আরবী মূল শৈলীয় ভাষার ধ্বনি ও ব্যাকরণ অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ রাখিয়া আসিয়াছে। হিব্রু, অসুর প্রভৃতি ভাষায় প্রাচীন কালেই মূল শৈলীয় ধ্বনিগুলিকে বিকৃত ও সুখোচ্চার্য্য করিয়া ফেলায় ث (th)এর জায়গায় ש (sh) দাঁড়াইয়া গিয়াছে। [আমাদের মুখেও আরবীর ث আর উষ্ম th নাই, sh হইয়াছে—যেমন ثالث থ্রালিথ্=সালিস (উচ্চারণে—শালিশ)]। বাঙ্গালায় উষ্ম থ্ নাই, আমরা মহাপ্রাণ থ দিয়া ইংরেজী th ধ্বনিকে নির্দ্দেশ করি; যেমন—থ্যাঙ্ক, থিওরি, বেথুন, সাউথ ইত্যাদি। আরবীর পক্ষেও তাহা করা ছাড়া উপায় নাই। সব দিক্ বিবেচনা করিলে বিন্দুযুক্ত থ্ ভিন্ন ث এর বিশুদ্ধ আরবীয় ধ্বনি জানাইবার কোনও উপায় নাই। স, বা ছ লিখিলে ঠিকটি হইবে না। বিন্দুযুক্ত থ্ এর অভাবে থালি থ লিখিলেও চলিবে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে, ইহা উষ্ম প্রলম্বনশীল থ, আমাদের মহাপ্রাণ থ নহে।

ذ এর ধ্বনি ইংরেজী this, then, though শব্দের th এর ধ্বনি—thin, thank এর th হইতে পার্থক্য জানাইবার জন্য অভিধানাদিতে অনেকে ইহাকে dh লিখেন। এই ধ্বনি উষ্ম দ্-এর ঘোষ রূপ—উষ্ম দ্ধ্। ইংরেজীর this, that যেমন বিদেশীর মুখে হয় dis, zat নয় dis dat এ পরিণত হয়, আরবীয় ذ ও তদ্রূপ পারস্তে ও তুর্কে জ্, মিসরে দ। বোম্বাই অঞ্চলে ইংরেজী the, this কে ধি, ধিস্ লেখে; আমরা লিখি থালি দ। কিন্তু ইহাত দ নয়, বরং ধ্-এর কাছাকাছি—জ্-ঘেঁষা ধ বলা যাইতে পারে। বিন্দুযুক্ত দ্ধ্ ছাড়া ইহার দন্ত্য উষ্ম ঘোষ স্বরূপটি জানাইতে পারা যায় না। বিকল্পে বা অভাবে ধ লিখিতে পারা যায়। হিব্রুতেও মূল ذ এর ধ্বনি বিকৃত হইয়া z-এ পরিণত হইয়াছে। দ্ধ্ লিখিলে ইহার বিশুদ্ধ আরবী ধ্বনি অনেকটা যথাযথ বোধিত হইবে, জ্ দ্বারা মোটেই হইবে না।

ق—ইহার প্রাচীনতম আরবী উচ্চারণ যে গ্ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ-মাত্র রাখি না। তবে হজরৎ মুহম্মদের সময় কুরয়শ্ গোত্রীয় আরবদের মধ্যে কি ছিল, তাহা জানা যায় না। আমার প্রবন্ধে আমি বলি যে, বোধ হয়, তখন তালব্যীকৃত 'গ' উচ্চারণই ছিল। (গ্য বা গ্জ জাতীয় উচ্চারণ, অর্থাৎ 'অঙ্ক' 'বিদ্যুৎ' প্রভৃতি শব্দ পুরাপুরি 'অঙ্জ' 'বিজ্জু' হইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই 'গ্' যেরূপ ভাবে উচ্চারিত হইতে, সেইরূপ; পরে তাহা হইতে এখনকার 'জ' উচ্চারণের উদ্ভব হইয়াছে)। শহীদুল্লাহ্ সাহেব স্বীকার করিতেছেন যে, আরবী শিক্ষার মতে ق এর মখ্রজ আমাদের আধুনিক 'ক'এর উচ্চারণস্থানের অনেক উপরে; 'গ' বর্ণের উচ্চারণস্থানের সন্নিকটে। সকল ভাষাতেই দেখা যায় যে, তালব্য ধ্বনিগুলি কণ্ঠধ্বনির বিকারজাত—কণ্ঠধ্বনি উচ্চারণ-স্থান ত্যাগ করিয়া তালুর দিকে আসিলেই তালব্যীকৃত, পরে পুরা তালব্য এবং এমন কি, আরও

সামনে আসিয়া পড়িয়া দন্ত্য হইয়া দাঁড়ায়। কণ্ঠ্য ক, গ হইতে তালব্যীকৃত ক্য গ্য (অর্থাৎ চ, জ-ঘেঁষা ক, গ), পরে তালব্য চ জ বা শ য়, এবং তৎপরে দন্ত্য চ্ জ্ (ts dz), সর্ব্বশেষে s, z—এইরূপ পরিণতি সর্ব্বত্রই দেখা যায়। সংস্কৃতের চ জ শএর উৎপত্তি এইরূপেই মূল কণ্ঠ্য ধ্বনির বিকারে ঘটিয়াছে, ভাষাতত্ত্বের ইহা এক সাধারণ কথা। একবার ভাঙ্গন ধরিলে আর গড়ন হয় না—একবার তালব্য হইয়া গেলে আর ফিরিয়া কণ্ঠ্যধ্বনি হয় না। প্রাচীন আরবীতে কোন কোন গোত্রীয় ভাষায় যে বিশুদ্ধ কণ্ঠ্য গ-ধ্বনি বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, আধুনিক আরবী ভাষাবিশেষে প্রাচীন গ ধ্বনি এখনও সংরক্ষিত রহিয়াছে। মিসরে جمادي جبّار جعفر —প্রভৃতি শব্দে ج এর উচ্চারণ গ; ج এর তালব্য জ-উচ্চারণ একেবারেই অজ্ঞাত। কুরয়শ-বংশীয়েরা ও অন্যান্য বহু গোত্রীয়েরা কোমল তালব্যীকৃত উচ্চারণ করিতেন, যে উচ্চারণের মধুর বঙ্গ আরবী শিক্ষাকারগণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আমি আমার প্রস্তাবে ج এর জন্য জ লিখিতে চাহিয়াছিলাম, তবে গ লিখিতেও আমার আপত্তি নাই। ইউরোপেও অনেকে g লেখেন। কিন্তু বাঙ্গালায় সর্ব্বত্রই যে 'গ' লিখিতেই হইবে, তাহা আমি বলি নাই। প্রাচীন শেমীয় ভাষায়ও 'গ' ধ্বনি ছিল; হিব্রু তাহা বজায় রাখিয়াছে; আরবীতে যেখানে ج পাই, হিব্রুতে সেখানে 'গিমেল' অক্ষর (=গ) মিলে। গ্রীক ভাষার গ ধ্বনির জন্য আরবীতে ج غ দুইয়ের প্রয়োগ দেখা যায়। শহীদুল্লাহ সাহেব গ্রীক কথার আরবী রূপের প্রতি তাদৃশ নির্ভর করিতে চাহেন না—তিনি বলেন যে, মুৎআরব করিবার সময়ে গ্রীক ধ্বনি আরবীতে না থাকিলে কাছাকাছি অন্য এক ধ্বনি দ্যোতক বর্ণ দিয়া কাজ সারা হইত। এই কথা সমর্থনের জন্য তিনি গ্রীকের প-ধ্বনির জন্য আরবীতে ف অক্ষরের ব্যবহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন; গ্রীক p র জন্য আরবীতে ف বা ب র ব্যবহার দেখিয়া কেহ বলিবেন না যে, ف বা ب র উচ্চারণ প ছিল—এইটুকু বলা যায় যে, ইহারা সমশ্রেণীক ধ্বনি—ওষ্ঠ্য ধ্বনি বলিয়াই p f b র অদল বদল বা একের জন্য আরের প্রয়োগ স্বাভাবিক। সেইরূপ গ্রীক g বা গ এর জন্য ج ও غ এর প্রয়োগ দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে সহজেই আসা যায় যে, g (গ), ج ও غ এর উচ্চারণ অনেকটা এক প্রকারের ছিল। ج غ পুরাতন আরবীতে এক কণ্ঠ্য পর্য্যায়ের ধ্বনি যদি না হইবে, তবে এক বিদেশী ধ্বনির জন্য ইহাদের অনিয়ত ভাবে প্রয়োগ থাকিবার কারণ কি? আবার গ্রীকেরা আমাদের ভারতীয় ভাষার নামে জ লিখিবার জন্য z বা di (=dy) প্রয়োগ করিয়াছে, কিন্তু আরবীতে আমাদের মত জ ধ্বনি থাকিলে কণ্ঠ্য গ বা g লিখিতে যাইবে কেন? ج এর পুরান উচ্চারণ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে দেরী লাগে না—ভাষাভেদে ইহা গ বা তালব্যীকৃত গ্য ছিল; তবে পূর্ব্বা আরবীতে ইহা শীঘ্র তালব্য 'জ' হইয়া পড়ে; পারসীকেরা যখন আরবী লিপি গ্রহণ করে, তখন তাহারা এই পূর্ব্বা উচ্চারণ ধরে বলিয়াই জীম্ অক্ষরকে

জ-দ্যোতক বর্ণ হিসাবে লয়, ও গ এর জন্য গাফ্ অক্ষর সৃষ্টি করে। পশ্চিমী আরবীতে (বিশেষতঃ মিসরে ও স্পেনে) ইহার 'গ' ধ্বনি বাহাল থাকে। বাঙ্গালায় ইহাকে 'জ' লেখাই ভাল। এ দেশে প্রচলিত উচ্চারণের বিরোধী হয় বলিয়া আমি ﻍ এর গ রূপ পরিহার করিতে প্রস্তুত। কিন্তু ﻍ কে 'গ' লিখিলে ভুল হয়, বিশুদ্ধ প্রাচীন আরবীর উচ্চারণের বিরোধী হয়, তাহা স্বীকার করি না।

শহীদুল্লাহ সাহেব ﻍ এর জন্য 'ঘ' লিখিতে চান। তিনি বাঙ্গালা ঘ অক্ষরকে কেবল ﻍ বা ɣ র ধ্বনি-নির্দ্দেশক করিয়া রাখিতে চান। তাঁহার প্রস্তাবের একটু যে সমীচীনতা নাই, তাহা নহে। ﻍ =য হইলে জএর বোঝা অনেকটা হালকা হয়। কিন্তু ﻍ =য লিখিলে, বাঙ্গালা বর্ণমালার ঐতিহাসিক পারম্পর্য্যের উপর একটু জুলুম করা হয়। শহীদুল্লাহ ও সিদ্দিকী সাহেবের মত আমিও বলি, দুই প্রকারের অনুলিখন-রীতি স্থিরীকৃত হউক, (১) 'বিজ্ঞান-সম্মত', (২) সাধারণ। (১) এ দুই চারিটা ফুটকী থাকিবে, যাহাতে জিনিষটি ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে যত দূর সম্ভব মূলানুযায়ী হয়; (২) এ ফুটকীর ব্যবহার একেবারে না থাকিলেই ভাল, যাহাতে সর্ব্বত্রই সহজে প্রযুক্ত হইতে পারে। দেবনাগরীতে ज=জ, ज़=ज़, z; বাঙ্গালায়ও সেইরূপই হওয়াই বাঞ্ছনীয়—জ = ﻍ, j; জ়=জ়, ज़, z. কিন্তু সর্ব্বত্র জ় হরফ মিলিবে না। সেই জন্য যদি একটি সরল প্রণালী সাধারণ্যে গৃহীত হইবার আশা থাকে, তাহা হইলে 'বিজ্ঞান-সম্মত' রীতিতে ﻍ=জ়, ﺝ =জ় লেখা হউক, এবং সাধারণ রীতিতে যদি য= ﻍ, জ= ﺝ সর্ব্বত্রই লেখা হয়, আমি সাদরে তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি।

ض —ইহা মূলে দন্তমূলীয় রিখ্ওয়হ বা উষ্ম ধ্বনি। ﺩ হইতেছে দন্ত্য উষ্ম ধ্ব; ض ধ্ব এর দন্তমূলীয় রূপ। ধ্ব—এইরূপ লেখা ছাড়া সহজ উপায় পাই নাই। দ লিখিলে অল্পপ্রাণ দএরই রূপভেদ মনে হইতে পারে, তাই দ অপেক্ষা মহাপ্রাণ ধ এর আশ্রয় গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু ধ্ব অক্ষর তৈয়ারী না করাইলে মিলিবে না। তাই অগত্যা বিকল্পে দ লেখারও প্রস্তাব করি। দ লিখিলে সাধারণ ভাবে বেশ চলিবে।

ظ এর জন্য যে ধ্ব লিখিয়াছিলাম, তাহা এখন দেখিতেছি, ঠিক হয় নাই; কারণ, প্রাচীন শেমীয় ভাষায় দন্তমূলীয় অঘোষ উষ্মধ্বনি হইলেও, আরবীতে ظ মজ্হুরহ্ বা ঘোষধ্বনি। ইহা দ, ধ্ব, য, জ় এই চার মিশ্র এক অপূর্ব্ব ধ্বনি। ইহার জন্য বিকল্পে যে ज़ (জ় এর বিকারে) লিখিতে চাহিয়াছিলাম, তাহাই সমীচীনতর। ज़ লিখিলে, ইহার ঘোষরূপ কতকটা প্রতিভাত হইবে।

ض ظ এর উচ্চারণ শহীদুল্লাহ সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন, আমার প্রবন্ধেও তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এখানে বাহুল্য করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার প্রস্তাব-মত ظ ط ض ص এর "বিজ্ঞান-সম্মত" অনুলিখন এই দাঁড়াইতেছে—য়, দ বা ধ্ব, ত়, জ়। এক

বিন্দু-যুক্ত 'ত'এ যখন কাজ চলিতে পারে, তখন তো'য় জন্য দুই-বিন্দু-দেওয়া হরফ আনিয়া লাভ কি? সাধারণ রীতির জন্য শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রস্তাবিত ব-ফলাযুক্ত বর্ণ ব্যবহার অতিশয় উপযোগী হইবে। ظ ط ض ص বর্ণগুলি দন্তমূলীয়; ইহাদের উচ্চারণে আবার একটু ও-কারের (ওষ্ঠ ধ্বনির) আমেজ আসিয়া যায়। তাই—আরবী নাম ظا ط ضاد صاد উচ্চারণে সোআদ, জোআদ, তোএ, জোএ, (অর্থাৎ তোআ জোআ) হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তাই ضالين য়াল্লীন্ শব্দ কানে 'দোআল্লীন'এর মত লাগে। এই অক্ষরচারিটির দন্তমূল প্রকৃতির পরিবর্ত্তে ইহাদের ওষ্ঠ্য ভাব জানাইলেও কাজ চলিবে—অন্তঃস্থ ব বা ব-ফলাযুক্ত অক্ষরে বেশ ভালই হইবে। তবে ঠিক শহীদুল্লাহ্ সাহেব যে যে অক্ষর ব্যবহার করিতে চাহেন, আমি তাহা চাহি না। ظ ط ض ص 'বিজ্ঞান-সম্মত' পদ্ধতিতে যদি স্ দ্ (য়্) ত্ জ্ঞ লিখি, তাহা হইলে সাধারণ পদ্ধতিতে যথাক্রমে স্ব দ্ব ত্ব জ্ঞ লিখিলেই অনুসৃতি রক্ষিত হয়। ق এর জন্য ক-ও তদ্রূপ বেশ চলিতে পারে। আশা করি, শহীদুল্লাহ্ সাহেব ظ ط ض ص এর উচ্চারণ বিচার করিয়া এইরূপ অনুলিখন অনুমোদন করিবেন। ق এবং ح এর জন্য ক, হ না লিখিয়া ক হ্ব, লিখিলেও চলিতে পারে; যদিও ح এর জন্য হ্ব লেখা ঠিক ধ্বনির উপযোগী হয় না।

আধুনিক ভাষা আরবীর উচ্চারণে আমাদের কাজ নাই। প্রাচীন আরবীই এ দেশে পড়া হয়, তাহার উচ্চারণই আমাদের দরকার। কিন্তু এখানে একটু কথা আছে। পারস্যে ও আমাদের দেশে যে সকল আরবী নাম চলিত আছে, তাহাদের উচ্চারণ ত খাঁটী আরবী ঢঙে করা হয় না। ভারতবর্ষের ও পারস্যের মুসলমান ইতিহাসে যে সকল রাজা ও অন্যান্য লোকের নাম পাওয়া যায়, সে গুলি বাঙ্গালায় লিখিতে গেলে কোন্ উচ্চারণ ধরিয়া লিখিব—খাঁটী আরবী বা পারস্য ও ভারতের? এই সকল রাজারাও নিজেদের নাম আরবী ঢঙে উচ্চারণ করিতেন না, কারণ তাঁহারা ত আরবী-ভাষী ছিলেন না; আমরা যদি ভারতীয় ও পারসীক মুসলমান নাম খাঁটী আরবী ঢঙের উচ্চারণ ধরিয়া বাঙ্গালায় লিখি, তাহা হইলে অনর্থক পণ্ডিতী ফলান হইবে। ঘিয়াসুদ্দীন, মুজফ্‌ফর, রেজাকে যিয়াগ্‌-দীন, মুজ্‌ফ্‌ফর রদা লিখিলে দুর্ব্বোধ্য হইবে। কিন্তু আরব দেশের সম্বন্ধে কোনও কিছু যখন লিখিব, যখন প্রথমযুগের আরব ইতিহাসের কথা বলিব, তখন যদি খাঁটী আরবী উচ্চারণ ধরিয়া লিখি, তাহা হইলে মন্দ হয় না। হয়ত খাঁটী আরবী রূপটী আমাদের কাছে একটু দুর্ব্বোধ্য ঠেকিবে; সেখানে বিকল্পে বা বন্ধনীর মধ্যে দেশী রূপটী দিলেও চলিবে। আবার যখন বাঙ্গালা হরফে আরবী বচন লিখিব, তখন বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণ নির্দ্দেশের চেষ্টা থাকা উচিত।

ظ ض ذ ث এর ফারসী ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণ ধরিয়া লিখিতে হইলে কি লিখিব? আরবী উচ্চারণে ث =থ্ব বা থ—ইহাতে কোনও গোল হয় না। ফারসী উচ্চারণে ث =স; কিন্তু س =স; স্ লেখা চলে না, কারণ, ص =স্। স্ স বা অন্য কিছু লিখিতে

হয়। তলায় দাগ কাটিলে বা বিন্দু দিলে, ্ ্ দিয়া লেখার অসুবিধা; তাই ش=শ, ইংরেজী Š এর অনুকরণে মাথায় ফুটকী-দেওয়া শ রূপেই লিখিয়াছিলাম। তদ্রূপ ذ কে স এর ঘোষ রূপ হিসাবে জ রূপেই লিখি। ظ এর জন্য ত জ পড়িয়াই রহিয়াছে; ض কে লইয়া মুস্কিলে পড়িতে হয়, অগত্যা জ লিখি। ض এর z উচ্চারণ জানাইতে গেলে কি করা উচিত, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। বাঙ্গালায় z-এর জন্য অক্ষর না থাকায় বড় মুস্কিল। আমি বলি ض ظ ز ذ —এই কয় হরফের ফারসী উচ্চারণের জন্য খালি জ লেখাই ভাল। আবশ্যক হইলে মূল শব্দ উদ্ধার করিয়া দিলে চলিবে। কিম্বা জ়, জ়, জ় ও জ় এর পরিবর্ত্তে অন্য কোনও বিশেষ চিহ্ন দেওয়া 'জ'এর ব্যবহার করা।

আমি যেখানে বিন্দু ব্যবহার করিয়াছি, শহীদুল্লাহ সাহেব দেখিতেছি সেখানে রেখা ব্যবহার করিতে চাহেন। রেখা দিলে আমার মনে হয় অক্ষরের পায়ের কাছে অনেকটা স্থান জুড়িয়া যায়, ্ ্ লেখার একটু অসুবিধা হয়। এ বিষয়টীও বিচার করা উচিত। দুই তিনটী ফুটকী দিয়া অক্ষর জটিল করা অপেক্ষা উপরে একটী ফুটকী দিলে বোধ হয় অক্ষরগুলি দেখিতে চক্ষুপীড়াকর হয় না।

ث এর জন্য ছ লেখা সমীচীন মনে করি না। পূর্ব্ব-বঙ্গের শিক্ষিত সমাজ ছ-এর s উচ্চারণ পরিহার করিয়াছেন, সাধারণ লোকেও শিক্ষার প্রচারের সঙ্গে ছ-এর এই বিকৃত উচ্চারণ পরিত্যাগ করিবে। ছ-এর উচ্চারণ অর্দ্ধবঙ্গময় তথা সমগ্র ভারতবর্ষে chh; পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণ ধরিয়া ছ-কে s এর প্রকাশক করিয়া লইলে পশ্চিমবঙ্গে বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা। এই জন্যই আরবী مسلمان قصّه পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করিয়া হিন্দুর মুখে, কেচ্ছা (kechchha) মোচোরমান। عثمان غياث حديث প্রভৃতি শব্দ আমরা 'হদীচ, ঘিয়াচ, ওচমান' পড়িতে চাহি না। হয় হুদীপ্, ঘিয়াপ্, ওউপ্‌মান, না হয় হুদীস্, ঘিয়াস্, ওউস্‌মান, না হয় বরং খালি স-যুক্ত রূপ।

ع —এঅয়ন্ এবং ء হমজ়হ্।

এঅয়ন্ অতি 'গুরুতর' কণ্ঠ্যধ্বনি—খালি ['] তে ইহার যথার্থ ব্যঞ্জনা হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষত যখন আমি হমজ়হকে ['] দ্বারা জানাইতে চাই। হমজ়হকে বাদ দিলে অনুলিখন-পদ্ধতি সম্পূর্ণ হইবে না—এই জন্য ইহাকে জানাইবার চেষ্টা করা উচিত। হমজ়হের উচ্চারণ মৃদু হইলেও ইহা আরবীর একটি বিশিষ্ট ঘোষধ্বনি—আমরা অকারণ ইহাকে ত্যাগ করি কেন? দেখিতেছি, এক অ্যাপস্ট্রফী দিয়া এঅয়ন্ ও হমজ়হ্ উভয়কেই শহীদুল্লাহ্ সাহেব জানাইতে চান। সেটা কি 'বিজ্ঞান সম্মত' হয়? بئر ماء (মা' বি'র) প্রভৃতি শব্দে স্পষ্ট হমজ়হের কণ্ঠ্যধ্বনি আসে—ইহাদিগকে বাদ দিলে চলে কি করিয়া? ['] যদি রাখা স্থির হয়, তবে হমজ়হ্ অপেক্ষা অতি গুরুতর ع এর জন্য কেবল এক ['] দিলে যথেষ্ট হয় মনে করি না। আমার প্রস্তাবিত [‘] টিকটী অ্যাপস্ট্রফীরই

পরিবর্দ্ধিত রূপ মাত্র। [২] অক্ষর যদি পছন্দ না হয়, অন্য কোনও বিশিষ্ট অক্ষর ব্যবহৃত হউক। অনেক সময়ে দেখা যায়, রোমান হরফে ছাপা আরবীতে আরবীর ع অক্ষরই ব্যবহৃত হইয়াছে—যেমন ʿomar, ʿothman, shaʿir, jamʿ; বাঙ্গালায় আমি ইহাও পছন্দ করি, যেমন ʿওমর, ʿওথ্‌মান, শাʿইর, জমʿ। [২] দ্বারা কিন্তু সহজেই কার্য্য-সিদ্ধি হয়—বাঙ্গালা ঞ-ফলা (্ঞ)কে উপরে বসাইয়া দিলেই হইল, কিম্বা বাঁকাইয়া বসান v অক্ষর, অথবা ব অক্ষরের মাথা ও ডাহিন দিকের দাঁড়ি কাটিয়া বসাইলেও চলে—যেমন ৱ। শহীদুল্লাহ্ সাহেব معرب انعمت عليهم প্রভৃতি শব্দকে মুআ'র্‌রব, আন্‌আ'ম্‌তা, আ'লায়্‌হিম্ লিখিয়াছেন। অর্থাৎ যেন ৎঅয়ন্ অক্ষর স্বরধ্বনির পরে আসে। কিন্তু তাহা ত নহে—তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে [']কে ব্যঞ্জন-দ্যোতক অক্ষর হিসাবে ধরিলে লেখা উচিত, মু'আর্‌ব, আন্'আম্‌তা, 'আলায়্‌হিম। ৎঅয়নের মত গুরু-গম্ভীর কণ্ঠ্য নাদধ্বনিকে যাহাতে বিশিষ্টরূপে লেখা যায়, আশা করি, শহীদুল্লাহ্ সাহেব ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

অন্যান্য ব্যঞ্জনধ্বনি সম্বন্ধে আমাদের উভয়ের কোনও মত-বৈষম্য নাই। কেবল ্ব স্থানে ভ লেখা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। ্ব এর v, w দুই উচ্চারণই আছে। খালি ব বা ও এ বেশ চলিবে। বাঙ্গালায় ভ-এর v উচ্চারণ দেখা দিলেও সাধারণতঃ ভ=bh; ভ=v দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনিদ্যোতক; ্ব কিন্তু ওষ্ঠ্যধ্বনি—দন্তৌষ্ঠ্য নহে। যদি এক ব এর দ্বারা কাজ চলে, অনাবশ্যক ভ-কে আনিয়া লাভ কি?

'ওা' পুরাণ বাঙ্গালার বর্ণবিন্যাসের অনুকূল, 'ওা'=wā সম্পূর্ণরূপে সমর্থন যোগ্য। কিন্তু শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রস্তাবিত 'ও' 'ঞি' কিছুতেই নহে। এই বর্ণ দুইটি দেখিলে বাঙ্গালী ধাঁধায় পড়িবে, এবং হয়ত 'ভু তি' পড়িয়া বসিবে।

ঃ—হা-তার সম্বন্ধে কেবল এই কথা লিখি—"আরবীর উচ্চারণ অনুসারে হ বা ৎ।" আমার মনে হয়, ঃ এর উচ্চারণ নির্দ্দেশের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। বন্ধুবর 'ত'রূপে উচ্চারিত ঃ কে ত্ব-লিখিতে চান। ইহাতে একটি নূতন অক্ষরের আবশ্যক হয়। ঃ অক্ষরের ত, ঌ এর রূপভেদ; তাহা ঃ মাথার সদুই বিন্দুতেই বুঝা যায়; উচ্চারণেও কোনও পার্থক্য নাই। সংযুক্ত পদে যেখানে উচ্চারিত হয়, সেখানে খালি ত-রূপে লেখাই যথেষ্ট মনে হয়—যেমন সুরতু-ল্‌ফাতিহ্‌হ। হা-তা-র জন্য ঃ লেখা ঠিক মনে হয় না।

ত্বো' অক্ষরের জন্য তিনি দুই-ফুটকী-ওয়ালা হরফ ত্ব ব্যবহার করিতে বলেন। ইহা তৈয়ার না করাইলে চলিবে না, আবার ইহাতে ্ব দেওয়া সহজ নয়। হা-তা-র জন্য খালি ত রাখিলে, এক-ফুটকি দেওয়া ত্ব দ্বারা ত্বো' অক্ষর বেশ জানান যায়।

তন্‌বীনের ন-ধ্বনি সাধারণ ন-ধ্বনি হইতে পৃথক্ নহে—ইংরেজীর অনুকরণে ইহাকে ছোট হরফে লিখিয়া সুবিধা কি? বিশেষ যখন তন্‌বীন্‌এর অবস্থান সম্বন্ধে নিয়ম আছে যে, পদান্তেই

তন্‌বীন বসে। তন্‌বীনের ন-এর সহিত ও মিন্ প্রভৃতি পদের ন-এর সহিত পরবর্ত্তী পদের আদ্য ব্যঞ্জনের সন্ধির বিষয় আমি অনবধানতা হেতু উল্লেখ করি নাই। বন্ধুবর যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণীয় মনে করি। তশ্‌দীদ সম্বন্ধেও আমি নির্দ্দেশ করি নাই—বন্ধুবর তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাও বিশেষ সমীচীন।

স্বরধ্বনি সম্বন্ধে শহীদুল্লাহ সাহেবের সহিত আমার মতভেদ ফৎহুহের বাঙ্গালা অনুরূপ লইয়া। আমি বলি, ফৎহুহের স্থলে অ লেখা, তিনি বলেন আ লেখা, এবং অলিফ্ মদ্দহএর জন্য আঁ লেখা। ফৎহুহের এর স্থলে অ লিখিলে বাঙ্গালা বানানের পুরাতন পদ্ধতি অনুসারেই হইবে—প্রাচীনের সহিত, তথা অন্য প্রান্তের বর্ণমালার সহিত সংযোগ রক্ষিত হইবে। সাধারণতঃ দেখা যায়, বাঙ্গালায় প্রবিষ্ট আরবী ফারসী শব্দে ফৎহুহের রূপ হইতেছে অ। যেমন—কদম, কবর, নজর, মোহম্মদ, কর্জ্জ, গজল, তকমা, তনখা, দরাজ, নহর, মতলব, কম, জলদী, তপদীল, দরিয়া, তম্বি, দস্তর, গরীব, নজীর, বকরীদ, হকীম, কবুল ইত্যাদি।

যেখানে ফৎহুহের স্থানে আ মিলে, সেখানে বিশেষ কারণ আছে। বিশেষ কারণ গুলি এই—

(১) আদ্য অ, পশ্চিমা ধরণে উচ্চারণ করিতে গিয়া ঝোঁকের মাথায় পড়ে বলিয়া আ হইয়া যায়। যেমন আচকান, আনার, আপসোস, আন্দাজ, আসল ইত্যাদি। [সংস্কৃত শব্দও বাদ যায় না, যেমন—আবস্থা, পুরাতন বাঙ্গালার আতি, আনুভব, আবশ, আনন্ত, আনল্ আন ইত্যাদি]।

(২) মধ্য অ-এর পরে দুই ব্যঞ্জন থাকিলে ও তাহাদের একটির লোপ হইলে, অ বহু স্থলে আ হয়, যেমন—চাঁদা, নাকরা, পালোয়ান, খাতা, দালাল, মামুদ।

(৩) অনুরূপ ধ্বনির দেশী বা ফারসী কথার প্রভাবে মধ্য অ কখন কখন আ হয়। ক্বচিৎ পশ্চিমা উচ্চারণের অনুকরণের চেষ্টাতেও এইরূপ হয়। যেমন—কামান, বাদাম, তামাম, জাহাজ, লাগাম, বাহাদুর, দামামা, হালুয়া।

(৪) এঅয়ন্ অক্ষর থাকিলেও হয়। যেমন—দাবী, মাল, বাদ, জমা, তালিম, কাবা (ঃদবদী, নবল্, বদ, জমব, তবলীম, কবহ)।

দেখা যাইতেছে যে, ফৎহুহের জন্য অ-কার লেখাই বাঙ্গালায় রুচিসঙ্গত। অন্যথা আ-কার লিখিলে উচ্চারণ বড়ই বিবৃত (broad) হইবার ভয় আছে। নজর-আলীকে নাজার আলী, হজরৎকে হাজরাৎ, কদম কে কাদাম; গরীব কে গারীব, গজল কে গাজাল লিখিলে কি ঠিক উচ্চারণটি জানান হয়? ফৎহুহের সাধারণ উচ্চারণ হইতেছে সংস্কৃতের সংবৃত অ-কারের উচ্চারণ। বাঙ্গালায় এই উচ্চারণ নাই, ইহার নিকটতম ধ্বনি হইতেছে অ-কারের ধ্বনি। অ-কার লিখিলে পারম্পর্য্যও বজায় থাকে,—সে দিকেও দৃষ্টি রাখা উচিত। আ লিখিলে ি, ী এর জন্য আঁ এই নূতন অক্ষরের আবশ্যক হইয়া পড়ে; অন্যথা আা—এইরূপ লিখিতে হয়।

তাহা ভাল দেখাইবে না। আ সর্ব্বত্র মিলিবেও না। এই সকল কারণে আমি ফৎহুহের জন্য অ লিখিতে চাই, শহীদুল্লাহ সাহেবের প্রস্তাবিত আ গ্রহণ করিতে পারি না।

শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব প্রস্তাব করেন যে, আরবীর অনুলিখন বেশী জটিল হইলে সাধারণ মুসলমান গ্রাহ্য করিবেন না—বটতলার পুস্তক-বিক্রেতাগণ যে মুসলমানী বহি ছাপাইয়া বিক্রী করেন, তাহার উপযোগী একটি সাধারণ সরল অনুলিখন-প্রণালী প্রচলন করা উচিত,—যাহাতে বিন্দুর বাহুল্য থাকিবে না, নূতন হরফ তৈয়ারী করার হাঙ্গাম থাকিবে না। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেবও দুই প্রকার রীতির প্রচলন বাঞ্ছনীয় মনে করেন। আমিও ইহাঁদের কথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। তদনুসারে আমার প্রস্তাবিত অনুলিখন-রীতি এখন এইরূপ দাঁড়াইতেছে। কেবল সাধারণ রীতির উপযোগী অক্ষর [ ] বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল।

কেবল আরবীর জন্য

স্বরবর্ণ— ـَ=অ; ـِ=ই; ـُ=উ; ـَا=আ; ـِي=ঈ; ـُو=ঊ; ـَيْ =অয় ['ঐ' ব্যবহারও চলিবে]; ـَوْ =অব [অও] ['ঔ' ও চলিবে]।

ব্যঞ্জনবর্ণ— ء, أ, ؤ (হমজহ)=' (আবশ্যক হইলে); ب =ব; ت =ত; ث =থ্ [থ]; ج =জ [য]; ح =হ্ [হ]; خ =খ্ [খ]; د =দ; ذ =ধ্ [ধ]; ر =র; ز=জ্ [জ]; س =স; ش =শ; ص =স্ [স]; ض =দ্, দ [দ]; ط =ত্ [ত]; ظ =জ্ [জ]; ع =এ; غ = ঘ্ [ঘ]; ف=ফ্ [ফ]; ق =ক্ [ক] বা [ক]; ك =ক; ل =ল; م =ম; ن =ন; و =ব [ব, ও], ه =হ, হ্; ة =ত, হ্; ي =য়।

(ـَا =ওা, বা; ـِ =বি; ـُ =ব্, উ)

ফারসী ও উর্দুর জন্য

স্বরবর্ণ— ي =এ, ঈ; و =ও, ঊ।

ব্যঞ্জনবর্ণ— پ =প; ٹ =ট; ڈ =ড্ [ড]; چ =চ; ژ =হ্ [হ], ڑ =ড়; ڎ =ঙ্ [ঙ্, জ]; ڒ =ড়; ڑ =ঝ্ [ঝ]; ص =স্ [স, শ]; ض =জ্ [জ্, জ]; ط =ত্ [ত, ত্ব]; ظ=জ্ [জ]; ک =গ।

উর্দুতে মহপ্রাণ ধ্বনি গুলি অল্পপ্রাণ বর্ণের সহিত হে-অক্ষর যুক্ত করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও, বাঙ্গালায় অনুরূপ মহাপ্রাণ বর্ণ খ ঘ ঢ ঢ় ভ প্রভৃতি দ্বারা লিখিত হওয়া উচিত।

[১] 'বৈজ্ঞানিক' ও [২] সাধারণ অনুলিখন-রীতির প্রয়োগ নিম্নে প্রদর্শিত করিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করি। আশা করি, এ বিষয়ে শীঘ্র একটা সর্ব্ববাদিসম্মত নিষ্পত্তি হইবে এবং সকলেই তাহা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন।

সূরা নসর।

[১] 'ইজা জা'অ নস্‌রু-ল্‌-লাহি ব-ল্‌-ফৎহু, ব র'অয়ত-ন্‌-নাস য়দ্‌ খুলুন ফী দীনি-ল্‌-লাহি 'অফ্‌ওাজান্‌; ফসব্বিহ্‌ বি-হুম্‌দি রব্বিক ব-স্তগ্‌ফিরহু; 'ইন্নহু কান তওওাবা।

[২] ইজা জা'অ নস্‌রু-ল্‌-লাহি ওঅ-ল্‌-ফৎহু, ওঅ র'অয়ত-ন্‌-নাস য়দ্‌ খুলুন ফী দীনি-ল্‌-লাহি অফ্‌ওাজান্‌; ফসব্বিহ্‌ বি-হুম্‌দি রব্বিক ওঅ-স্তগ্‌ফিরহু; ইন্নহু কান তওওাবা।

সূরা ফাতিহা।

[২] বি-স্‌মি-ল্লাহি-র্‌-রহ্‌মানি-র্‌-রহীম্‌।
অল্‌-হম্‌দু লি-ল্লাহি রব্বি-ল্‌-'অালমীন্‌।
অর্‌-রহ্‌মানি-র্‌-রহীম্‌।
মালিকি য়ওমি-দ্‌-দীন্‌।
ইয়্‌য়াক নঅবুদু, ওঅ'ইয়্‌য়াক নস্তঈন্‌।
ইহ্‌দিনা-স্‌-স্বিরাত্ব-ল্‌-মুস্তকীম্‌।
স্বিরাত্ব-ল্‌-লধীন অন্‌'অম্‌ত 'অলয়্‌হিম্‌,
ঘয়্‌রি-ল্‌-মঘ্‌দূবি 'অলয়্‌হিম্‌ ওঅ লা-দ্ব-দ্বাল্লীন্‌।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কামরূপের শিলালিপি*

কামরূপ কামাখ্যার কয়েকটি শিলালিপি ও তাম্রলিপি লইয়া আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছি। কামরূপের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ হইবার কারণ এই যে, প্রথমতঃ এ দেশ পৌরাণিক যুগ হইতে প্রসিদ্ধ; দ্বিতীয়তঃ ইহা তান্ত্রিকগণের প্রধান তীর্থস্থান; তৃতীয়তঃ আজন্ম শুনিতেছি, এ এক অপূর্ব্ব দেশ (হোমারের লোটাস ইটারের দেশের ন্যায়)। এ দেশে পুরুষ গেলে আর ফিরিতে চায় না; ইহা নাকি যাদুর দেশ। চতুর্থতঃ ইংরাজ আমলেই এ দেশ স্বাধীনতা হারাইয়াছে; হিন্দু রাজাদিগের কীর্ত্তিকলাপ উজ্জ্বলরূপে দৃষ্টি-গোচর হইতে পারে। পঞ্চমতঃ এ দেশের শিলালিপি বা তাম্রলিপি লইয়া বড় কেহ ঘাঁটাঘাঁটি করেন নাই; সম্ভবতঃ আমিই তৃতীয়। ষষ্ঠতঃ আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল, জমিদার মহাশয় এ দেশে জৈন লিপি সংগ্রহ করিবার সময় হিন্দু রাজাগণের প্রদত্ত শিলালিপি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। জৈন লিপি লইয়া ব্যস্ত থাকায় সেগুলির কিছু করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে আমার আগ্রহ আছে জানিয়া, তিনি তাঁহার আনীত লিপিগুলি আমায় দিয়া, সেইগুলির উদ্ধার করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারই প্ররোচনায় আমি সেইগুলি পড়িবার চেষ্টা করি; কিন্তু তাহাতে অসুবিধা ঘটিতে থাকায়, আসল লিপিগুলি দেখিবার ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া, আমি আমার কনিষ্ঠ ভগিনীপতি শ্রীমান্ আশুতোষ মিত্র ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কতীর্থ, এই তিন জন ১৩২৪ সালের ১১ই ফাল্গুন তারিখে যাত্রা করিয়া, ১২ই ফাল্গুন কামাখ্যাধামে পৌঁছাই। আসল লিপিগুলির সহিত মিলাইতে আমাদের অনেক ভুল সংশোধিত হইয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন; তাঁহার সাহায্য ব্যতীত আমার দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন হওয়া দুরূহ হইত। পূজনীয় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই মহাশয় এই লিপিগুলি অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখিয়া দেওয়ায়, এখন ইহা নির্ভুল হইয়াছে বলিয়া ধারণা।

লিপিগুলি দেখাইবার পূর্ব্বে কামরূপের কামাখ্যা দেবী সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিলে বোধ হয়, অসংলগ্ন হইবে না। আধুনিক কামরূপ আসামের অন্তর্গত একটি দেশ। কিন্তু যোগিনীতন্ত্রোক্ত সীমা এই,—

"করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্করবাসিনীম্।
উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিং করতোয়াস্তু পশ্চিমে।
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষু নদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে।
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২০শ বর্ষের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

কামরূপ ইতি খ্যাতং সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতম্।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণং দীর্ঘেণ শতযোজনম্॥"

এই করতোয়া নদী জলপাইগুড়ি ও পাবনার মধ্য দিয়া প্রবাহিতা। অতএব রংপুর, ঢাকা প্রভৃতি কামরূপের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। কলিকাতার ৪৫৮ মাইল দূরে নৈর্ঋত কোণে, ব্রহ্মপুত্র নদের উপরে নীলশৈল বলিয়া এক পর্ব্বত দেখা যায়। এই পর্ব্বতে সতীর অঙ্গ যোনি পতিত হইয়াছিল। এই জন্য এই স্থান ৫১ পীঠের অন্তর্গত একটি পীঠস্থান। এখানে দেবী কামাখ্যা নামে প্রকাশিতা। সাহিত্য-সংবাদ মাসিক পত্রিকার গত বর্ষের চৈত্র মাস হইতে "কামাখ্যায় দশ দিন" নামক প্রবন্ধে এই স্থান সম্বন্ধে কতকটা আলোচনা করিয়াছি। নীলশৈল বা কামাখ্যা পাহাড় নদীগর্ভ হইতে ৭০০।৮০০ ফুট উচ্চ হইবে। ইহার উপত্যকা-ভূমি দেড় মাইল হইবে। তাহাতে ৩৫০ ঘর লোকের বাস। হিন্দু ব্যতীত অন্য জাতি নাই। ইহারা কেহই জুতা পায় দেয় না বা মন্দিরের ত্রিসীমানায় জুতা আনিতে দেয় না। এই উপত্যকায় ছোট বড় ৭।৮টি ইটের মন্দির আছে। এক মন্দির ব্যতীত এখানে, গৌহাটীতে বা পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ইটের বাড়ী নাই। কারণ, প্রায়ই ভূমিকম্প হয়; এ জন্য ইটের বাড়ী টেকে না। কামাখ্যা পাহাড়ে দেবতার কোন মূর্ত্তি নাই। কারণ, তন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, মহাদেব বলিতেছেন,—

"ময়ি শৈলত্বমাপন্নে শিলায়াং যোনিমণ্ডলে।
সর্ব্বে শিলাত্বমগমন্ শৈলরূপাশ্চ নির্জ্জরাঃ॥"

এ দেশের মন্দিরগুলি বাঙ্গালার মন্দিরের ন্যায়। ইহাতে বাঙ্গালার প্রভাবই প্রকাশ পাইতেছে। এ অঞ্চলের মন্দিরগুলির প্রধান বিশিষ্টতা এই যে, দেবতার স্থান সমতল ভূমি হইতে কোথাও বা ৬।৭ ধাপ, কোথাও বা ১০।১২ ধাপ নীচে। সে স্থান গাঢ় অন্ধকারাবৃত; বায়ু প্রবেশেরও পথ নাই।

কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের অন্তর্গত জমি ১২।১৪ বিঘা হইবে। এই জমির চারি দিকেই প্রাচীর আছে। তন্মধ্যে সৌভাগ্য কুণ্ড নামক একটি পুষ্করিণী আছে। এইটিই পাহাড়ের উপরের বড় পুকুর। ইহার জল ফাল্গুন মাসেই ফুরাইয়া যায়। তখন লোকের অত্যন্ত জলকষ্ট হয়। যে দুই তিনটি স্বল্পসলিল ঝরণা আছে, তাহার জলে ও নীচে ব্রহ্মপুত্রের জলে অতীব কষ্টে বৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত এ স্থানের লোকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। দেবীর সিংহদ্বার পূর্ব্বমুখী। দক্ষিণ দিক্ ব্যতীত অন্য তিন দিকে দরজা আছে। উত্তরের দ্বারটি নিতান্ত সাধারণ। কামাখ্যা দেবীর পূজায় ছাগ, মহিষ, পায়রা বলি হয়। দেবীর মন্দিরের সঙ্গে দেবীর প্রতিমূর্ত্তি,—অষ্টধাতুনির্ম্মিত কামেশ্বর কামেশ্বরীর মন্দির, হরনাদির ঘর, নাটমন্দির ও দক্ষিণ পার্শ্বে ভোগের ঘর, এগুলি সব একলগ্ন। আদি-মন্দির ও অন্য মন্দিরাদিতে নামে মাত্র আলো যায়। মেজে সিমেণ্ট-করা নয়—স্যাঁতসেতে। ভাল হাওয়া খেলে না বলিয়া একরূপ গন্ধ পাওয়া যায়। দেবীর মন্দিরের নীচের চারিটি দেওয়াল চারখানি পাথরের; অন্য অংশ ইটের তৈয়ারী। কামেশ্বর ও কামেশ্বরীর মন্দিরের মধ্য দিয়া এই

মন্দিরের প্রবেশ-পথ। দরজা পশ্চিম-মুখী। এই দ্বার হইতে ১২।১৩ টি সিড়ি নীচে নামিলে তবে যোনিপীঠে আসা যায়। এ স্থান যেমন দুর্গম, তেমনই অন্ধকারাচ্ছন্ন। দুইটি তৈল-প্রদীপের আলোতে ইহার অন্ধকার কিয়ৎপরিমাণে দূর হয়। মন্দিরের মধ্যস্থান ৮ হাত স্কোয়ার। ইহার মধ্যে যোনিমুদ্রা এক হাত পরিসর। আর পূজক ও ভক্তবৃন্দের পূজার জন্য প্রায় দেড় হাত চওড়া স্থান ব্যতীত সমুদায় স্থান দেবী-অঙ্গ; সেখানে যাওয়া সকলেরই নিষেধ। যোনিমুদ্রার উপর পূজা করিতে হয়। এই যোনিমুদ্রার উপরে একটি স্বর্ণের মুকুট আছে। ইহা দক্ষিণমুখী। দাঁড়াইবার বা বসিবার স্থানের কিয়দংশ রৌপ্য-মণ্ডিত। বসিবার স্থান হইতে যোনি-স্থানটি এক হাত নীচে; ইহা একটি ঝরণাবিশেষ; ইহাতে সর্বদাই জল থাকে। ইহার সহিত সৌভাগ্যকুণ্ডের যোগ আছে এবং ইহার জল বাহির হইবার "গঙ্গা" নামক যে পয়ঃপ্রণালী দক্ষিণ দিকে গিয়াছে, উহা ভৈরবী-মন্দিরের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। যোনিকুণ্ডের পূর্ব্ব দিকে পৃথক্ পৃথক্ রৌপ্যমুকুটে ঢাকা মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী আছেন। মন্দিরটি তান্ত্রিক যন্ত্রের উপর নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। কামেশ্বর ও কামেশ্বরী উচ্চ মঞ্চোপরি পশ্চিম-মুখ করিয়া বিরাজমান আছেন। এই মন্দিরে, আদি-পীঠে, প্রবেশের দরজার বাম দিকে এক কোণে একটি কুলঙ্গীর মত স্থানে একটি ভোলা হরফের শিলালিপি আছে। ইহা কোচরাজ শুক্লধ্বজ ও মল্লধ্বজের শিলালিপি। ইহার শক ১৪৮৭, ইহাই সর্ব্বপ্রাচীন। প্রবাদ এই যে, এই শুক্লধ্বজ ও মল্লধ্বজ কামাখ্যা দেবীকে ইদানীং প্রকাশ করেন। তাঁহারা দুষ্টবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া দেবীর নৃত্য দর্শন করেন। এই জন্য তাঁহারা দুই জন ও তাঁহাদের সহায়ক পূজারী কেন্দুকলুই পাষাণ হইয়া যান। দেবী আরও শাপ দেন যে, রাজাদের বংশের কেহ কামাখ্যায় আসিলে নির্ব্বংশ হইয়া যাইবে। পাণ্ডারা বলেন যে, তদবধি আর কোচবিহারের রাজবংশ এখানে আসেন না।

এখানকার যত লিপি পাওয়া গিয়াছে, সবগুলিরই বাঙ্গালা হরফ। উক্ত শিলালিপি ব্যতীত নাটমন্দিরে একটি তাম্রলিপি ও একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। আদি-মন্দিরের কিছু দূরে পশ্চিম দিকে সংস্কারাভাবে জীর্ণপ্রায় অম্রাতকেশ্বরের মন্দির আছে। মন্দিরটি দক্ষিণদ্বারী। মন্দিরের মধ্যে একটি সুন্দর বাঁধান ঝরণা আছে। এই মন্দিরে প্রবেশের পথে, খিলানের পশ্চিম দিকের দেওয়ালে একটি শিলালিপি আছে। কামাখ্যা মন্দিরের পূর্ব্বদিকে কেদারেশ্বরের মন্দির আছে, তাহাতে একটি শিলালিপি পাওয়া গেল। মোট এই পাঁচখানি লিপি কামাখ্যা পাহাড়ে পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়ের নীচে পাণ্ডুষ্টেসনের অনতিদূরে পাণ্ডুনাথের মন্দির আছে। ইহাকে মন্দির বলা চলে না—ইহা টিনের ঘর মাত্র। এখানে তিনখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে দুইখানি বারাণ্ডায় গাঁথা আছে—এই দুইটি পড়া যায় না। আর যেটি আলগা দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়াছে, উহা পড়া গিয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের পর পারে অশ্বক্রান্ত। সেখানকার বিষ্ণুমন্দিরে একটি সুন্দর নারায়ণের অনন্তশয্যার মূর্ত্তি আছে। ২৬ বৎসর পূর্ব্বে যে ভীষণ ভূমিকম্প হয়, তাহাতে এখানকার দোলমঞ্চ

ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই দোলমঞ্চ তৈয়ারীর একটি শিলালিপি আছে। নাটমন্দিরের দেওয়ালে একটি কাল পাথরের সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। তাহার নীচে একটি ১৫ পংক্তির তোলা হরফের শিলালিপি আছে। উহা এমনই ভাঙ্গিয়াছে যে, তাহার উদ্ধার অসাধ্য। ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় বা দ্বীপ দেখা যায়। তাহার নাম উমানন্দ। শুনিলাম, ইহার মোট আয়তন ৪০ বিঘা। এখানে তিনটি শিবমন্দির আছে। দুইটি ভগ্নপ্রায়। আদি-মন্দিরটি ভাল আছে। তাহার অধিষ্ঠাতৃ দেবের নাম উমানন্দ ভৈরব। এখানকার পূজকদিগের নিকট তিনটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। আর একটি গহ্বরের সামনে একটি দুই পংক্তির হেঁয়ালি শ্লোক লিখিত আছে, তাহা এই,—

"শিবাগম্যং শিবাগম্যং শিবযোগং শিবাত্মকম্।
শিবগৌরী সদা সেব্যং শিবাশিবাশ্রয়ঃ শ্রয়ে॥ ১॥
দেবদেবীসুতস্যেয়ং শিবগৌরী সদাস্তু নঃ।
অনেকার্থমিদং বাক্যং সদা সাম্মুস্থিতিং প্রতি॥ ২॥ ১৬৮৫

ইহার অর্থ বুঝিতে পারি নাই। এইগুলি ব্যতীত পাণ্ডু হইতে কামাখ্যা ষ্টেসনে আসিবার পথে রেলিং দিয়া ঘেরা একটি শিলালিপি রহিয়াছে এবং শুনিলাম যে, কামাখ্যা ষ্টেসন হইতে পাহাড়ে উঠিবার পথে জঙ্গলের মধ্যে একটি শিলালিপি আছে। সময়াভাবে উহার সন্ধান করিতে পারি নাই। কামাখ্যা পর্ব্বত হইতে ১০।১২ মাইল দূরে বশিষ্ঠের আশ্রম বলিয়া একটি স্থান আছে। সেখানে একটি শিলালিপিও আছে। এতদ্ব্যতীত গৌহাটিতে অনেকগুলি মন্দির বর্ত্তমান, তাহার কয়েকটিতে শিলালিপি আছে। মন্দির ছাড়া অন্যান্য স্থানেও শিলালিপি আছে। এইগুলির অধিকাংশই সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে তেজপুরের একখানি শিলালিপি আছে। যেগুলি পূরণচাঁদ বাবু ও আমি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা এখন আপনাদিগকে এক এক করিয়া দেখাইতেছি।

১। কামাখ্যামন্দিরের মধ্যে তোলা হরফের প্রস্তরলিপি

[১] ওঁ লোকানুগ্রহকারকঃ করু- [২] ণয়া পার্থো ধনুর্ব্বিদ্যয়া দানে- [৩] নাপি দধীচিকর্ণসদৃশো মর্য্যাদ- [৪] য়াম্ভোনিধিঃ। নানাশাস্ত্রবিচারচা- [৫] রুচরিতঃ কন্দর্পরূপোজ্জ্বলঃ কামা- [৬] খ্যাচরণার্চ্চকো বিজয়তে শ্রীমল্লদেবো [৭] নৃপঃ॥ প্রাসাদমদ্রিদুহিতুশ্চরণা- [৮] রবিন্দভক্ত্যাকরোত্তদনুজো বরনীল- [৯] শৈলে। শ্রীগুরুদেব ইমমুন্নহিতোপ- [১০] লেন শাকে তুরঙ্গগজবেদশশাঙ্কসংখ্যে॥ [১১] তস্যৈব প্রিয়সোদরঃ পৃথুযশা বীরেন্দ্রমৌলিস্থ- [১২] লীমাণিক্যং ভজমানকল্পবিটপী নীলাচলে ম- [১৩] ণ্ডলং॥ প্রাসাদং মুনিনাগবেদশশভৃৎশাকে শিলায় [?] [১৪] ভিত্তির্দেবীভক্তি- মতাম্বরো রচিতবান্ শ্রীগুরুপূর্ব্বধ্বজঃ॥

অনুবাদ

দয়াহেতু সকল লোকের অনুগ্রহকারী, ধনুর্ব্বিদ্যায় পার্থস্বরূপ, যিনি দানে দধীচি ও কর্ণসদৃশ, মর্য্যাদায় সমুদ্রস্বরূপ, নানা শাস্ত্রচর্চ্চায় যাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল, রূপে কন্দর্পসদৃশ, কামাখ্যাদেবীর শ্রীচরণসেবক মল্লদেবনামক নরপতি জয়যুক্ত হইতেছেন।

তাঁহার অনুজ শুক্লদেব, অদ্রিদুহিতার চরণপদ্মে ভক্তিহেতুক শ্রেষ্ঠ নীলপর্ব্বতে ১৪৮৭ শকে উৎকৃষ্ট মহত্ত্বযুক্ত প্রস্তর দ্বারা এই প্রাসাদ করিয়াছেন। তাঁহারই প্রিয় সহোদর, অতিযশস্বী, বীরেন্দ্রবর্গের মস্তকের মাণিক্যস্বরূপ ও সেবকগণের কল্পবৃক্ষ সদৃশ, কামাখ্যাদেবীর ভক্তবৃন্দের শ্রেষ্ঠ, শুক্লধ্বজ, নীলপর্ব্বতে ১৪৮৭ শকে প্রস্তরসমূহ দ্বারা মনোহর দেবীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

মন্তব্য—গেট সাহেবের "হিষ্ট্রী অফ আসাম" পুস্তকের ৫৬ পৃষ্ঠায় এই লিপির ইংরাজি অনুবাদ আছে। [এই শিলালিপির বিশেষ বিবরণ ২৫শ ভাগ, ২য় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধের লেখক মহাশয় ৯ম ছত্রে "ইমমুল্লসিতোপলেন" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় তৎপরিবর্ত্তে "ইমমুন্মহিতোপলেন" পাঠ গ্রহণ করিতেছেন। আমরা উভয়ের প্রদত্ত ছাপ মিলাইয়া দেখিলাম, এই স্থলটি এতই অস্পষ্ট যে, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।—পত্রিকাধ্যক্ষ]

২। শ্রীকামাখ্যাদেবীর নাটমন্দিরের তাম্রফলক

[১] ৮৭ ভূপালশ্রেণিমৌলিপ্রকরমধুকরাকীর্ণপাদারবিন্দঃ কামাখ্যাপ্রাদপদ্মার্চ্চনজনিত- মহোদ্দীপ্তশুদ্ধান্ত- [২] রাত্মা। শ্রীগৌরীনাথসিংহো নৃপকুলতিলকো দানকল্পদ্রুকল্পো বিখ্যাতা- খণ্ডলীরাম্বয়নলিনকুলো- [৩] দ্দামধামার্ক তুল্যঃ॥ কোদণ্ডার্জ্জিতবাহুদণ্ডদলনপ্রত্যর্থিগুপ্তে- ষ্কনজ্বালাজালকরালকালকবলো[২]পূর্ব্বঃ [৪] প্রতাপাননঃ। তদ্ধূমাকুলবৈরিবৃন্দললনা- লোলাশ্রুধারাহবির্দ্রব্যাপাদিতহেতিকোটিবিলসন্নাস্তে তদীয়ঃ [৫] সদা॥ দোর্দ্দণ্ডপ্রবলপ্রতাপ- নিকরপ্রোদ্দীপ্তদাবানলো দগ্ধানেকবিপক্ষকক্ষনিচয়ঃ সঙ্গ্রামভীতিপ্রদঃ। [৬] যন্নামশ্রবণাৎ সহস্রনয়নঃ প্রাপ্নোতি শঙ্কাং জগত্যাশ্চর্য্যঃ পর এষ এব মহতাং বাচ্যঃ কিমন্যো গুণঃ॥ যঃ পিত্রা [৭] রাজ্যভারোদ্বহননিপুণতাং বীক্ষ্য রাজ্ঞে [জ্যে] নিযুক্তঃ সাম্রাজ্যে নীতিশাস্ত্রামলগহনমতি- র্লোকরক্ষাপ্রবীণঃ। [৮] লক্ষ্মীসিংহাখ্যভূপাত্মজগুণনিকরগ্রামবিশ্রামধামা বীরস্তাদৃঙ্ নরেন্দ্রো নিখিলগুণনিধির্নাস্তি নাসীন্ন ভাবী॥ [৯] এতস্যৈব প্রতাপবহ্নিনিচয়ে স্বাত্মাভিমানোৎসুকাশ্চণ্ডাদ্রি- দ্বিরহা যদা সলভতাং প্রাপ্তা দ্বিষৎকর্ম্মণা। অঙ্গী- [১০] কৃত্য তদা সলক্ষকবলিং দাতুং সুধীরাগ্রণীঃ কামাখ্যাপ্রমদোৎকটায় হৃদয়ং প্রাধাদ্বিষাং নাসনে॥ শ্লাঘ্যং ল- [১১] ক্ষবলিং শুভায় মহতে শ্রীস্থ [স্থ] র্দ্ধি [র্য্য] নারায়ণঃ শক্তঃ সাধয়িতুং প্রতিশ্রুতমিদং কো মন্ত্রিণাং মে ভবেৎ। ইত্যালোচ্য [১২] মুহুর্মুহুঃ স্বগুরুণামাত্যেন চৈবাদিশদ্ধারাবংশসমুদ্ভবং সুবিভবং শ্রীমদ্ধৃৎফুল্লনং॥ গাম্ভী- র্য্যৌদার্য্যধৈ- [১৩] র্য্যৈর্জ্জিতজলধিরয়ং পালিতাশেষলোকো ভেদাদ্যৈর্ব্বেদসংখ্যৈরতিশয়বলিভি-

স্তৈরুপায়ৈরখণ্ডৈঃ। শৌর্য্যৈঃ [১৪] সংগ্রামযজ্ঞেঽর্জ্জুন ইব বিপুজিৎ কীর্ত্তিতাতুল্যকীর্ত্তির্দ্রে দৃক্-সংদৃশ্যমানো নৃপবরসচিবো নৈব পূর্ব্বং ন পশ্চাৎ ॥ [১৫] প্রখ্যাতে ডুরবাকুলে ক্ষিতিতলে জাতো মহাধার্ম্মিকঃ শ্রীমান্‌শ্রীবড়ফুক্কনো হরপুরোনাথাভিধানঃ কৃতী ॥ [১৬] প্রাগ্‌জ্যোতিঃপুরমেত্য চা-[ছা]গমহিষৈঃ পারাবতাদ্যৈর্ব্বলিং দেব্যৈ লক্ষমিতং বিধিচ্য হি হৃকুদ্রাজ্ঞো নৃপাঙ্গীকৃতং ॥ [১৭] লোকানুগ্রহতৎপরামলমতির্ন্নে তা প্রজানাং সদা কামাখ্যাং শ[স]ততং নিধায় হৃদয়ে নিত্যাং সুরৈঃ সেবিতাং। বর্ণাকা- [১৮] শমুনিক্ষপাকরমিতে শাকে শুভেঽহ্নি মুদা প্রারভ্যাদিনং স লক্ষকবলিং প্রাদাপয়ৎ ফুক্কনঃ॥ সক ১৭০৪ ॥

অনুবাদ

ভ্রমরস্বরূপ ভূপতিগণের মস্তক-সমুদায়, যাঁহার চরণপদ্ম ঢাকিয়া রাখিয়াছে, যাঁহার অন্তরাত্মা কামাখ্যাদেবীর পাদপদ্ম পূজার ফলে অত্যন্ত উদ্দীপ্ত ও বিশুদ্ধ, শ্রীগৌরীনাথ সিংহ দানে কল্পবৃক্ষস্বরূপ বিখ্যাত, আখণ্ডলবংশরূপ পদ্মের মহাতেজস্বী সূর্য্যতুল্য।

ধনুর্দ্ধারণ করিয়া যাহাদের বাহুদণ্ডের দলন সম্পাদন করিয়াছেন, এতাদৃশ বিপক্ষগণ-রূপ শুষ্ক কাষ্ঠমধ্যে শিখাসমূহে অতিভীষণ কৃতান্তের কবলস্বরূপ, তাঁহার (গৌরীনাথ সিংহের) অপূর্ব্ব প্রতাপবহ্নি সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা সেই প্রতাপবহ্নির ধূমে আকুল বৈরিগণ-ললনাদিগের চঞ্চল অশ্রুধারাস্বরূপ হবির্দ্রব্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া খড়্গাগ্রে বিলাস পাইতেছে।

যাঁহার বাহুদণ্ডের প্রবল পরাক্রম উদ্দীপ্ত দাবানলস্বরূপ, অনেক অনেক বিপক্ষদল যাহাতে দগ্ধ হইয়াছে ও যিনি সংগ্রামে অতিভয়ানক, যাঁহার নাম শুনিয়া ইন্দ্রও শঙ্কিত হন; ইহাই জগতে আশ্চর্য্য, এ অপেক্ষায় মহদ্‌গুণ আর কি বলা যাইতে পারে।

যিনি রাজ্যভারবহনে অতিশয় নিপুণতা দেখিয়া পিতৃকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, যিনি রাজ্যশাসনে ও নীতিশাস্ত্রে নির্ম্মল বুদ্ধিসম্পন্ন, লোক রক্ষা করিতে অতিশয় প্রবীণ, লক্ষ্মীসিংহ নামক নরপতির পুত্র, গুণ-সমুদায়ের একমাত্র বিশ্রামস্থান এতাদৃশ বীর নরপতি নাই, ছিল না ও হইবে না।

নিজ অভিমানে অধীর হইয়া প্রচণ্ড শত্রুবর্গ যখন ইহাঁর প্রতাপ-অনলের পতঙ্গস্বরূপ হইয়া পড়িল, তখন এই ধীরবর বীরচূড়ামণি কামাখ্যা দেবীর প্রমোদ বৃদ্ধির জন্য লক্ষ বলি দিতে অঙ্গীকার করিয়া শত্রুনাশ করিতে একাগ্রচিত্ত হইলেন।

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ, মহাশুভের কারণ এই প্রতিশ্রুত লক্ষ বলিদান সম্পন্ন করিতে আমার মন্ত্রিবর্গের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে, ইহা নিজ গুরু ও অমাত্যের সহিত বার বার আলোচনা করিয়া দ্বারাবংশোদ্ভব বিশেষ বৈভবশালী বৃহৎ ফুক্কনকে আদেশ করিলেন।

যিনি গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ দ্বারা সমুদ্রকেও জয় করিয়াছেন এবং যিনি সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড, এই অখণ্ড উপায়চতুষ্টয় অবলম্বন করিয়া সমস্ত প্রজাবর্গ পালন করিয়া

থাকেন, সংগ্রামে যিনি অর্জ্জুনের ন্যায় বলবান্ ও যাঁহার অনন্তসদৃশ কীর্ত্তিপুঞ্জ লোকমধ্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে, এতাদৃশ রাজমন্ত্রী পূর্ব্বেও দেখা যায় না, পরেও দেখা যাইবে না।

ধরাতলে বিখ্যাত দুরবাকুলে প্রাদুর্ভূত হইয়া, মহাধার্ম্মিক কার্য্যকুশল শ্রীমান্ হরপুরনাথ নামক বড়ফুকন, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে আসিয়া নরপতির হিতার্থে সুরগণ-সেবিত কামাখ্যা দেবীকে সর্ব্বদা হৃদয়ে চিন্তা করিয়া, প্রজাবর্গের হিতকামনায় ১৭০৪ শকে শুভ দিনে আরম্ভ করিয়া প্রতি দিন ছাগ, মহিষ ও পারাবত প্রভৃতি করিয়া মহারাজার অঙ্গীকৃত এক লক্ষ বলি অর্পণ করিলেন।

৩। কামাখ্যামন্দিরের নাটমন্দির প্রস্তর-লিপি

শ্রীরাম

[১] ৺৭ স্বস্তি কামাখ্যাচরণাম্বুজার্চ্চনপরো ধ· [২] র্ম্মেণ ধর্ম্মোপমো রূপেণাল্পিত-পঞ্চশায়ক- [৩] মদঃ স্বর্দ্ধেশ[স্বর্গেশ]বংশোদ্ভবঃ। দিক্‌চক্রক্রমণপ্র- [৪] বীণবিকসৎ স্কন্দোল্লসৎ সদ্‌যশাঃ শ্রীবাজে- [৫] শ্বরসিংহভূপতিরবো ভূলোককল্পদ্রুমঃ॥ যো [৬] ভূপানতমৌলিরঞ্জবিলসৎপাদারবিন্দদ্বয়ো ভূ- [৭] ভৃন্নীতিলতৌঘনূতনঘনঃ কোদণ্ডবিদ্যার্জ্জুনঃ। [৮] পারাবারগভীর ঊর্জ্জিততরাদিত্যপ্রতাপো মহাদোর্দ্দ· [৯] ণ্ডাতিপ্রচণ্ডবৈরিনিবহ-প্রোদ্দামদাবানলঃ॥ তস্যা- [১০] জ্ঞা দধদাদরেণ শিরসি স্বর্দ্ধা[স্বর্গা]বরোহাবধিস্বর্দ্ধেশা [স্বর্গেশা]- [১১] শ্বয়ভূপসেবিদুরবাবংশ্যোগ্রনীলাচলে। কামাখ্যা- [১২] ঙ্ঘ্রিপরায়ণো দশরথঃ শ্রীযুদ্‌বৃহৎফুকনঃ কামাখ্যোৎস· [১৩] বমন্দিরং ক্ষিতিবসুস্বাদেন্দুশাকে- [১৪] করোৎ॥১৬৮১॥

অনুবাদ

কামাখ্যাদেবীর চরণপদ্ম অর্চ্চনে তৎপর, ধর্ম্মকার্য্যে মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মস্বরূপ, যিনি রূপে কন্দর্পেরও সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন, যিনি দিক্‌ভ্রমণে প্রবীণ এবং যাঁহার যশোরাশি প্রফুল্লভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া কার্ত্তিকেয়ের যশোরাশির অনুকারী হইয়াছে, সেই ইন্দ্রবংশীয় নরপতিগণের অগ্রগণ্য, শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর সিংহ পৃথিবীতে কল্পবৃক্ষের স্বরূপ।

যাঁহার চরণপদ্মদ্বয় নরপতিগণের আনত মস্তকের পদ্মদ্বারা বিলাস প্রাপ্ত হইতেছে এবং নব মেঘ যেমন জলসেক করিয়া লতাদিগকে উজ্জীবিত করে, সেইরূপ অন্যান্য নরপতিগণের নীতিরূপ লতাকে যিনি উজ্জীবিত করিয়াছেন ও যিনি ধনুর্ব্বিদ্যায় অর্জ্জুনের সদৃশ, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র সদৃশ, সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী, বাহুদণ্ডের প্রতাপে অতি প্রচণ্ড শত্রুবর্গের মধ্যে যিনি প্রচণ্ড দাবানলস্বরূপ, সেই মহারাজের আজ্ঞা সমাদরে শিরোধার্য্য করিয়া স্বর্গবংশের প্রথমাবধি স্বর্গবংশীয় নরপতিগণের সেবক—দুরবাবংশীয় শ্রীদশরথ বৃহৎফুকন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীলপর্ব্বতে কামাখ্যা দেবীর চরণপরায়ণ হইয়া ১৬৮১ শাকে কামাখ্যা দেবীর উৎসবমন্দির অর্থাৎ নাটমন্দির প্রস্তুত করিলেন।

মন্তব্য—শ্রীশ্রীকামাখ্যাদেবীর নাটমন্দিরের উত্তর দিকের দ্বারের পার্শ্বে দেয়ালে একটি সিংহবাহিনীমূর্ত্তি আছে। তাহার নীচে একটি প্রস্তরলিপি এবং উহার ঠিক নীচেই তাম্রলিপি। এই লিপি দুইটি সম্বন্ধে গেট সাহেব Report on the Progress of Historical Research in Assam এর ৮ পৃষ্ঠায় প্রস্তরলিপি সম্বন্ধে ও ১৫ পৃষ্ঠায় তাম্রফলক সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ৮ পৃষ্ঠায় প্রস্তরলিপিটির প্রাপ্তিস্থান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, উহা দুর্গামন্দিরে পাইয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে, This temple has been built on the Nilachala Hill and consecrated to the Goddess Durga etc. এখানে Temple of Durga না হইয়া Natamandir of Kamakhya হওয়া উচিত। এই প্রস্তরফলকের উপরের সিংহবাহিনী মূর্ত্তি দেখিয়াই গেট সাহেব দুর্গামন্দির বলিয়া ধারণা করিয়া থাকিবেন।

৫। অম্রাতকেশ্বর

[১] ৺ স্বস্তি নৃপবৃন্দবন্দিতপদদ্বন্দ্বারবিন্দবিপক্ষ- [২] পক্ষক্ষয়তীক্ষ্ণনানায়ুধবৃন্দদি-গঙ্গনাসনয়ন- [৩] স্তনহারাকারস্ফারযশোমণ্ডলপ্রলয়কা- [৪] জ্বলপ্রবলানলতুল-প্রতাপাপগুলনিরস্ত- [৫] রবিস্তবিতরণবিড়ম্বিতপীর্ব্বাণক্রমকলা- [৬] কলাপকরম্বি-তনয়চয়স্তবকৃতবাক্প- [৭] তিনীতিক্রমভূচক্রশক্রবংশাবতংস সেবমানস্য- [৮] নগণ-মানসরাজহংসশ্রীশ্রীমত্সূর্য্য[স্বর্গ]দেবপ্র- [৯] মত্তসিংহনৃপেন্দ্রাণাং চারুচরণসরোরুহরো- [১০] লম্বগুণগ্রামাভিরামধনীতিতিরস্কৃতমহাম- [১১] ত্রিকদম্বস্পর্দ্ধা[স্বর্গী]বতারাবধি সর্য্য-[স্বর্গ]রাজসেবিকু- [১২] লকাননপঞ্চাননশ্রীযুক্তরুণতুরবাবৃহত্তনু- [১৩] রুকনস্তরেন্দ্রাজ্ঞয়া শ্রীশ্রীঅম্রাতকে[শ্ব]রস্য [১৪] মঠমিমমরচয়ৎ গুনগুনগুনাব্ধিশাকে—১৬৬৬—

অনুবাদ

যাঁহার চরণকমল সমুদায় নরেন্দ্র কর্ত্তৃক বন্দিত, বিপক্ষ বিনাশ করিবার জন্য যিনি বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করেন ও যাঁহার যশোরাশি দিক্‌সুন্দরীদিগের স্তননয়নের হার প্রভৃতির আকার ধারণ করিয়া প্রলয়ান্ধকারের বিনাশী প্রবল অনলস্বরূপ এবং যিনি পরাক্রমে ইন্দ্রতুল্য, অনবরত ধন বিতরণ করিয়া যিনি কল্পবৃক্ষস্বরূপ হইয়াছেন ও নীতি-কৌশলে যিনি পৃথিবীতে বৃহস্পতির নীতিরও অতিক্রম করিয়াছেন এবং যিনি ইন্দ্রবংশের শিরোমণি, সেবকবৃন্দের মানসরাজহংস, সেই স্বর্গদেব শ্রীযুক্ত প্রমত্তসিংহ নৃপবরের চরণপদ্মের ভৃঙ্গ, অশেষ গুণে বিভূষিত এবং যাঁহার নীতিচাতুর্য্যে সমুদায় মন্ত্রিবর্গ তিরস্কৃত হইয়াছে ও স্বর্গরাজের প্রাদুর্ভাব হইতে স্বর্গরাজ্যের সেবককুলস্বরূপ অরণ্যের সিংহ, এতাদৃশ শ্রীযুক্ত তরুণ তুরবা বৃহৎ তনু, সেই নরেন্দ্র অর্থাৎ প্রমত্তসিংহের আজ্ঞায় ১৬৬৬ শাকে শ্রীঅম্রাতকেশ্বরের এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

মন্তব্য—এই অম্রাতকেশ্বরের মন্দির সংস্কারাভাবে এত অল্প দিনে অত্যন্ত জীর্ণ-শীর্ণ হইয়াছে। মন্দিরটি দক্ষিণদ্বারী, ইহার দরজায় সংলগ্ন একটি খিলান আছে। ঐ খিলানের পশ্চিম দিকের

দেয়ালে প্রস্তরের উপরি এই লিপি আছে। এই স্থানটি অত্যন্ত অন্ধকারময়, ছাদের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় একটু আলো লাগিয়া থাকে; সেই জন্য পড়িতে পারা গেল। এই মন্দিরটি একটি ঝরণার উপর; ঝরণাটি মন্দিরের উত্তর দিকের দেওয়ালে সংলগ্ন। ইহারই দক্ষিণ ভাগে একখানি বৃহদাকার প্রস্তর আছে, এই প্রস্তরের উপর ফুল বিল্বপত্র দিয়া পাণ্ডারা পূজা করে, অনেক ফুল বিল্বপত্র পড়িয়া আছে। ঐ প্রস্তরখানির পশ্চিম দিকে একটি শিবলিঙ্গ ছিল, এখন তাহার পীঠটামাত্র আছে। এই ঝরণার জল বেশ স্বচ্ছ, ঝরণাটি একটি চৌবাচ্চার মত। এই ঝরণারই পশ্চাৎভাগে পূর্ব্ব দিকে আর একটি ঝরণা আছে। সে ঝরণাটিতে ঐ শিবমন্দিরের ঝরণা হইতেই জল আসিয়া জমে। এই ঝরণার উপরে একটা করকেট দিয়া ছাদ করিয়া দিয়াছে। জল পরিষ্কার, কোনও গন্ধ নাই, বেশ পান করিবার উপযুক্ত। ইহাতে আমরা একগাছি বেশ বড় ছড়ি ডুবাইয়া দেখিলাম, তলাইয়া গেল, মাটি পাইল না, তাহাতে বোধ হয়, বেশ গভীর। ইহা কামাখ্যা-মন্দিরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত, কামাখ্যামন্দির হইতে পাঁচ মিনিটে যাওয়া যায়। রাস্তাটা বাঁকা-চুরা। এই রাস্তাটি ব্রহ্মপুত্রে গিয়া মিলিয়াছে। রাস্তার দক্ষিণ দিকে এই মন্দির। এই মন্দিরেরই দক্ষিণ পশ্চিম দিকে উচ্চ একটি পাহাড়ের উপর এবং ঐ পূর্ব্বোল্লিখিত রাস্তার বাম দিকে অভয়ানন্দ তীর্থস্বামীর অসম্পূর্ণ আশ্রম। এখন স্বামীজী এখানে নাই। শুনিলাম, আশ্রমটি সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় গিয়াছেন। আশ্রমে তাঁহার ভৈরবী আছেন। ভৈরবীটি বারান্দায় কাঁথা সেলাই করিতেছিলেন। তিনি আমাদের আসিতে দেখিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং আমাদিগকে বসিবার জন্য অভ্যর্থনা করিলেন। ঘরের ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া একখানি টুল বাহির করিয়া দিলেন, উহা তাঁহাদের ভক্ত একজন মালাধারী কৃষ্ণকায় বৈষ্ণববেশী ব্যক্তি, আমাদিগকে বসিবার জন্য দিলেন এবং বাহিরে অন্যান্য চৌকি মোড়া যাহা ছিল, দিলেন। পরে ভৈরবীটি ঘরের মধ্য হইতে জারমান্ শিল্‌ভারের ডিপে করিয়া পান দিয়া অতিথিসৎকার করিলেন এবং আমাদের সম্মুখে বাহির না হইয়া ঘরের মধ্য হইতে কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন,—এই আশ্রমে এখনই ৬২ হাজার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। আশ্রমের এখন কিছুই পাকাপাকি হয় নাই। কারণ, এখানে জন-মজুর ও দ্রব্যাদি অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য। অনেক অনুরোধের পর একবার মাত্র ঘরের দরজার বাহিরে আসিয়া মাত্র ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। ইহাঁর পরিধেয় গেরুয়া বসন, বাম হস্তে একগাছি শাঁখা দেখা গেল। একটু ঘোমটা ছিল, এক ঝলকে মুখখানা দেখা গেল। মুখখানি গোলগাল, মোটা-শোটা গড়ন। সম্ভবতঃ কায়স্থ-ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে নয়। রংটা ময়লা, শ্যামাঙ্গী, বিশেষ সুশ্রী নয়, একটু পরদানবিশ। স্বামীজির পূর্ব্বকার ভৈরবীর দেহান্তে ইনি স্বামীজির সঙ্গে জুটিয়াছেন; বয়ঃক্রম, ১৮ হইতে ২০।২১ বৎসরের মধ্যে, কথা-বার্ত্তায় বিলক্ষণ কায়দা আছে। এই আশ্রমে ব্রাহ্মণ বিধবাদিগের পূজা-আহ্নিক ও হবিষ্যাদির স্থান প্রস্তুত হইয়াছে। কায়স্থ ও বৈদ্য বিধবাদিগের ঐরূপ স্থান এখনও প্রস্তুত হয় নাই। এখন তিনটি ঘর সম্পূর্ণ হইয়াছে, আর একটি ঘরের কেবল এক দিকের কাঠের দেওয়াল প্রস্তুত

করিতে বাকী আছে। পশ্চিম দিকের ঘরেই ভৈরবী আছেন। এই আশ্রমে যে কোনও ব্যক্তি বিনা ভাড়ায় থাকিতে পারে। এই আশ্রমের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অল্প নীচে একটি ঝরণা আছে। ২৩শে ফেব্রুয়ারী, রাত্রি ১২টা; আমরা পূর্ব্বদিন বৈকালে আশ্রমে গিয়াছিলাম। গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টের ৭ পৃষ্ঠায় এই লিপির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

৫। কামাখ্যা কেদারেশ্বরের প্রস্তর লিপি

[১] ৮৭ স্বস্তি শ্রীশ্রীসৌ- [২] মারেশ্বররাজেশ্ব [৩] রসিংহনৃপাজ্ঞ- [৪] য়া তরুণছর- [৫] বাবৃহৎফুল্ল- [৬] নেন শ্রীকেদা- [৭] রলিঙ্গোপরি- [৮] মঠোঽয়মকারি [৯] রামমুনিরসেন্দু [১০] সাকে ১৬৭৩।

অনুবাদ

শ্রীসোমারেশ্বর রাজেশ্বর সিংহ নরপতির আজ্ঞায় তরুণ ছুরবা বৃহৎ ফুল্লন কেদারেশ্বর শিবলিঙ্গের উপর ১৬৭৩ শক সম্বৎসরে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন

মন্তব্য—কেদারেশ্বরের মন্দিরের দ্বারে চৌকাটের নীচে এই শিলালিপি আছে। এই কেদারেশ্বরের মন্দিরটি ছোট, পশ্চিমদ্বারী। এই মন্দিরের সম্মুখে প্রাচীরের মধ্যে কম্পাউণ্ড প্রায় পাঁচ বিঘা। এই কম্পাউণ্ডের বহির্ভাগে পশ্চিম দিকে একটি বিস্তীর্ণ ময়দান আছে। এই ময়দানে উপস্থিত দ্বারবঙ্গনিবাসী মহারাজা দুই শত লোক সমভিব্যাহারে বাস করিতেছেন। শুনিলাম, শ্রীশ্রীকামাখ্যা দেবীর কৃপায় মহারাজের পুত্র হইয়াছে, সেই জন্য মহারাজা মানসিক করিয়াছিলেন যে, স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে লইয়া মায়ের মন্দিরের নিকট বাস করিবেন সেই মানসিক পরিশোধ করিবার জন্য আসিয়াছেন।

৬। পাণ্ডুঘাটের বিষ্ণুমন্দিরের শিলালিপি *

১। ৮৭ শ্রীমন্মল্লনৃপাত্মজস্য কৃতিনঃ শক্রধ্বজস্যাত্মজে
২। বীরে শ্রীরঘুদেবভূপতিকুলোত্তংসে কলানাং নিধৌ
৩। দুর্গাদত্তবরেণ শাসতি গুণগ্রামাভিরামে মহীং
৪। তস্যামাত্যগদাধরস্য বচসঃ স্নেহানুকূলাদপি ॥
৫। শ্রীপাণ্ডুনাথস্য পুরে নির্ম্মাতিঃ প্রাসাদস্য নির্ম্মিতবান্ মনোজ্ঞং
৬। পয়োনিধিবিষ্ণুপদেকতানঃ সাকে দ্বীপব্যোমরসেন্দুসংখ্যে ॥

অনুবাদ

শ্রীমান্ মল্লরাজের পুত্র কৃতী শক্রধ্বজ, তাঁহার পুত্র, নৃপকুলের চূড়ামণি, কলাশাস্ত্র-নিপুণ রঘুদেব, দুর্গাদেবীর বরে গুণ সমুদায়-যুক্ত হইয়া পৃথিবীর শাসনকর্ত্তা হইলে, তদীয় মন্ত্রী

* এই মন্দিরকে পাণ্ডুনাথের মন্দিরও বলে।

গদাধরের বাক্যে স্নেহানুকূল্যপ্রযুক্ত শ্রীপাণ্ডুনাথের পুরীতে নির্ম্মাণকারী বিষ্ণুচরণে একাগ্রচিত্ত হইয়া ১৬০৭ শকে এই সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন।

মন্তব্য—গেট সাহেবের রিপোর্টে এই লিপি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। এই প্রাসাদ এখন নাই। কোথায় যে ছিল, তাহাও জানা যায় না। এখানে যে আর দুইখানি লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা পড়া গেল না। এই রঘুদেবের নাম কোচ রাজাদিগের মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে History of Assamএর ৩৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, ১৫৮১—১৫৯৩ A. D. ইহা হইতে এই লিপির শকের সহিত মিল হয় না।

৭। অশ্বক্রান্তার শিলালিপি

[১] স্বস্তি শ্রীশ্রীসুরগন্ধ- [২] র্ব্বরন্দবন্দিতগীতনৃ[৩]ত্যবাদ্যমঙ্গলপ্রীত্যৎ[৪]সুক-মায়ামর্দ্দনজনা[৫]র্দ্দনদেবদোলান্দোল[৬]নবিনোদবিলাসায় [৭]মহারাজাধিরাজশ্রী[৮]-শ্রীসিবসিংহনৃপাজ্ঞ[৯]য়া জনার্দ্দনপদপঙ্কজ [১০] পরায়ণশ্রীমদনুজ[১১]হুরবাবৃহৎফুক্কনেন [১২] জনার্দ্দনগিরৌ ফল্‌গু[১৩]ৎসবদৌলোয়মকারি . [১৪] ত্রিনয়ননয়নাব্ধিতর্ক-[১৫] শশভৃচ্ছাকে ১৬৪৩ ॥

অনুবাদ

মহারাজাধিরাজ শ্রীশিবসিংহ নরপতির আজ্ঞায় জনার্দ্দন দেবের পাদপদ্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত অনুজ হুরবা বৃহৎ ফুক্কন, দেব-গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক বন্দিত, গীত-নৃত্য-বাদ্য-মঙ্গলধ্বনিতে প্রীতিযুক্ত, মায়ামর্দ্দন শ্রীজনার্দ্দন দেবের দোলযাত্রা বিনোদের জন্য জনার্দ্দন পর্ব্বতে ফল্‌গুৎসবের নিমিত্ত দৌল অর্থাৎ দোলমঞ্চ ১৬৪৩ শাকে নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

মন্তব্য—গেট সাহেবের রিপোর্টের ৬ পৃষ্ঠায় ইহার উল্লেখ আছে।

৮। বিষ্ণুর নাটমন্দিরের প্রস্তর-লিপি

১। ৮৭ যদ্ধেবস্ত জনার্দ্দনস্ত নিকটে সিদ্ধাভিষেকো * *

২। [ৎস] বঃ শ্রীবিষ্ণো [:] * পয়া * শিখরে তৎসম৮

৩। * * দনে * সনন্দো * বেদিতপদদ্বন্দ্বা *

৪। * * স্ব * শী * শি * * *

৫। * * দণ্ড বিদার্জ্জ

[ইহার পর ৬—১৫টি লাইন আছে, কিন্তু তাহা পড়া যায় না]

মন্তব্য—অশ্বক্রান্তের বিষ্ণুমন্দিরের নাটমন্দিরের দেওয়ালে একটি সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। তাহার নীচে উক্ত শিলালিপি, রেক্ত টাইপে, অক্ষরগুলি প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টের ৬ পৃষ্ঠায় একটি শিলালিপি সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার শক ১৬৪২। তাহাতে প্রকাশ যে, রাজা শিবসিংহের আদেশে তরুণ হুরবা বড়ফুকন একটি

জনার্দ্দনের মন্দির তৈয়ারী করেন। আমার বোধ হয়, আমাদের এই লিপির কথাই গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়া থাকিবেন। আর গেট সাহেব ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রিপোর্ট লিখিয়াছেন। হয় ত তাহার পর ঐ লিপিটি ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকিবে। কেন না, কোন ভাঙ্গা লিপি সম্বন্ধে গেট সাহেব কিছু বলেন নাই।

৯। উমানন্দের পথে দক্ষিণ দিকের গুহার প্রস্তর-লিপি*

১। শিবাগম্যং শিবাগম্যং শিবযোগং শিবাত্মকং।
২। দেবদেবীসুতস্যেয়ং শিব গৌরী সদাস্তু নঃ।
শিব গৌরী সদা সেব্যং শিবা শিবাশ্রয়ঃ শ্রয়ে।১।
অনেকার্থমিদং বাক্যং সদা সান্নিধ্যিতং প্রতি।২।

॥ ১৬৮৫ ॥

মন্তব্য—গেট সাহেবের রিপোর্টে কোন স্থানে এ সম্বন্ধে উল্লেখ নাই।

১০। উমানন্দের তাম্রশাসন

প্রথম পিঠ

উমানন্দ গোসাঞি দেব।

[১] স্বস্তীন্দ্রবংসো[শো]ত্তপলপূর্ণচন্দ্রঃ শ্রীকান্তপাদাম্বুজমত্তভৃঙ্গঃ। বিচ্ছ[দ্যু]রত্নমির- [২] য়রত্ন-বন্ধ্যাঃ শ্রীচন্দ্রকান্তাদিকসিংহভূপঃ॥ ক্ষিতিপপটলশীর্ষোত্তংশসম্লীলরত্নভ্রমরকু- [৩] ল-বিরাজদ্রক্তপাদারবিন্দঃ। সুরতরুবরলক্ষ্মীপার্দ্ধিবিশ্রাণনালিস্তহিন- [৪] কিরণকীর্ত্তিঃ কামজিৎকায়কান্তিঃ। উমানন্দদেবায় প্রদীপস্বতদা- [৫] য়কাঃ। নরাঃ প্রদত্তাঃ পুণ্যার্থং শ্রীপূর্ণানন্দমন্ত্রিণা॥ তেনায় [৬] প্রার্থিতো রা- [৬] জ্ঞা কৃতৈষা তাম্রপত্রিকা। দেবস্বরক্ষণার্থায় প্রাদদত্ পুণ্যহেতবে তে নরাঃ [৭] কামরূপীয়বি[বী]রমল্লরঘুমল্লয়োঃ। স্বকার্য্যসিদ্ধিতঃ তাভ্যাং মুদা সা মন্ত্রিনে- [শো] [৮] পিতাঃ॥ এতদ্বিবরণং কামরূপদেশর বতরাও বরকায়স্থ ও চৌধা- [৯] রি ও পটোবারি ও তালুকদার ও ঠাকুরিয়া ও গয়রহ সকলে ও সাবধানে [১০] জানিব বনভাগপুরদনায় চান্দ কুচিগ্রামর বিরমল্লর সুমল্লর সুমল্ল এই দুই [১১] ভায়েকক্ কুঞ্জেশঞা রাজমন্ত্রি শ্রীপূর্ণনন্দ বুঢ়া গোহাঞি দেবে শ্রীশ্রী৺ বলে [১২] জনাই বুজর বড়ু বা পতাবাবে সেই দামই দিয়া স্বকীয় বহুতা আর্থেইকেই [১৩] পোবাকে শ্রীশ্রী৺৺র স্থান তনিতে ঘৃতর প্রদীপ লগাবলৈ ঘৃতধনিকৈল্যান- [১৪] র নিমিত্তে উৎসর্গ করি দিবর জন্তে শ্রীশ্রী৺ তজনালত শ্রীশ্রী৺ দেবে এই মানুহকে [১৫] শ্রীবুঢ়া গোহাঞি দেবক তাম্রপত্র করাই দিলে এই মানুহরে নাম কটাকুলত্ কোচ জয়না- [১৬] রায়ণ। ভায়েক রামনাথ। চানা। দয়া। মুঠত ১টা এষেনিতে দিবশে বা সময়ত প্র- [১৭] দীপলে ঘৃত ৫ টকার দরে মাহে কত হয় ৶ীত ১৸৶ সের এয়ে

* ব্রহ্মপুত্র হইতে উমানন্দ উঠিতে ডানি দিকে একটি গুহার উপর প্রস্তরের লিপি।

সেরত হয় ২২॥ সের এই মা- [১৮] মানুহকে খাজপরগণার কুচিয়া মৌজর কলাকুচি গ্রামর উবার দলনিমাটি দিএ আরে হদ্দপুবে [১৯] খট্‌বাটারির আহতগচ্‌ পশিমে গাধ বারটা তিরহহকা উত্তরে কমাবর জানর বুর দখীনে ডর- [২০] ডুরবিয়া বিলর উত্তর পার এই মাটিকে এই মানুহে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করি ঘিউ সোধাই থাকি- [২১] ব ইহার করকাটন বেঠ্‌ বেগার চোর চিনানা ধুমুচি মারেচাজনকর জবক্ষার চৌকী হাট ঘাট ফাট [২২] ঘন খত রাজডণ্ড ব্যতিরেক সর্ব্ববাধ পরিত্যাগ হইল ইহাত কোনো জনে অন্যথা ন করিব ইতি [২৩] সক ১৭৩৪ মাস জৈষ্ঠস্য ১৬ অসৌ মহীন্দ্রঃ সমযাচতেদং কৃতাঞ্জলি-র্ভাবিক্ষিতীন্দ্রবর্গান্‌ [২৪] ময়া প্রদত্তো ঘৃতদীপ এষঃ শিবায় পাল্যো কৃতিভির্নরেন্দ্রৈঃ—॥

দ্বিতীয় পিঠ

১। শ্রীশ্রীউমানন্দ গোসাঞির ঠাই
২। ১৭১৫ শকর মাঘর ৬ দিন জোয়াত বৃঁহস্পতি বারে
৩। ৺দেবর আজ্ঞা থারঘরিয়া কুকানে কৈদিচেহি ৺ত্‌ ব্যজনা
৪। আইকুঞ্জি ৺কর্ম্মত উৎসর্গা করি দিয়াইছে ঢেকিয়াল কুকনর
৫। ভাগয় মোচাগিরর কুড়ির বাসুগড়িয়াক দর্য্যিবাবে দিলে
৬। পুত্র পৌত্রাদিক্রমে সচ্ছন্দ সেবা খাটি দর্য্যিবন কড়ি থাকিব
৭। ইহতে কোনো জনে বিরোধ আচরিব না পাই ইতি

অনুবাদ

ইন্দ্রবংশরূপ কমলিনীর বিকাশক পূর্ণচন্দ্র এবং শ্রীকান্ত-চরণপদ্মের মধুমত্ত ভৃঙ্গ, চন্দ্রকান্ত-সিংহ নামক নরপতির নীতিরূপ রত্নলতার সম্পর্কে বিদূর পর্ব্বতের প্রান্তভূমি একান্ত সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। যাঁহার চরণ, প্রণাম-সময়ে নরপতিগণের মুকুটস্থিত নীলকান্ত মণির সংযোগে, রক্তপদ্মে ভ্রমর-মালা উপবেশন করিলে যেরূপ শোভা হয়, তাদৃশ শোভা ধারণ করিয়া থাকে এবং যাঁহার রাজ্যে দানশালা-সমুদায়, অর্থীদিগের অভিলষিত দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া কল্পবৃক্ষের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে এবং যাঁহার কীর্ত্তিজ্যোৎস্না চতুর্দ্দিক্‌ ধবলিত করিয়াছে, যাঁহার সৌন্দর্য্যে কন্দর্পও পরাজিত হইয়া যায়, তাঁহার মন্ত্রী পূর্ণানন্দ, পুণ্য লাভের জন্য, শ্রীউমানন্দদেবের ঘৃতপ্রদীপ দান করিবার নিমিত্ত কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিলেন এবং মন্ত্রীর প্রার্থনায় মহারাজ, উমানন্দ দেবের দেবোত্তর রক্ষা করিবার মানসে এই তাম্রশাসন প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। যে সমস্ত লোক নিযুক্ত করিলেন, তাহারা কামরূপের বীরমল্ল ও রঘুমল্লের তরফের লোক ছিল। নিজের কার্য্য সিদ্ধির জন্য উহাঁরা ঐ সমস্ত লোকদিগকে মন্ত্রীর হস্তে অর্পণ করিয়া দিলেন।

এই রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া ভাবি রাজাদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, আমি

শিবের মন্দিরে এই ঘৃতপ্রদীপ দিবার ব্যবস্থা করিলাম। হে কৃতী রাজগণ! আপনারা ইহা রক্ষা করিবেন। শক ১৭৩৪

মন্তব্য—এখানকার লোকে 'চ'কে 'স' এবং 'স'কে 'হ' উচ্চারণ করে। গেট সাহেবের রিপোর্টে কোন স্থানে এ সম্বন্ধে উল্লেখ নাই।

১১

শ্রীরাম

[১] স্বস্তি সমরসীমনিস্সীমভীমপরাক্রম শ্রীশ্রীসত্যমানন্দপদাব্জমধুকর- [২] শ্রীশ্রীসিব-সিংহনৃপাজ্ঞামুত্তমাঙ্গে নিধায় তৎপ্রেষাধানবিধানপ্রধানসেনা- [৩] পতিতরুণদুববাবৃহৎ-কুকনেন ৺পৃত্যার্থং ৺প্রত্যহঃ পূজার্থং শশধর [৪] রসযুগলশশাঙ্কশাকে দেবোত্তর-নিবন্ধতাম্রপত্রিকেয়ং বিস্তীর্ণা।

৫।	ব্রাহ্মণ বড় দেউরি	৬	ভোগর থালধরা	১	উতপন্ন		
৬।	ভাগবতি	১	ভণ্ডারকাথ	১	জামির কাটল	১৬১॥	
৭।	নিলকণ্ঠ পাঠক	২	মুদিয়ার	১	× ×	×	
৮।	মহিম্ন পাঠক	২	ভাণ্ডারি	২	× ×	×	
৯।	রুদ্র পাঠক	২	মলিরা	৪			
১০।	প্রার্থিব সিবপূজারি	১	গাথির অনা	২	নিজ পাইক নাম ভকত		
১১।	সুপকারক	২	কহার	॥০	পং বড়ভাগ গিরি		
১২।	দৈবজ্ঞ	১	ধোবা	।০	মৌ সোনাপুর	৩৮৫	সচং
		১৬	ডারমরা	১	রাই পাটর		৬॥
			দর্থি	।০	মানয়া ২।		৯ সচং
১৩।	শূদ্র সেবাইত	১২৯৸০	থরিভারি	২	ধনুকার		৩৸
১৪।	আঠপরিয়া	৪	চোতলা সড়া	১	ওর গোয়াল		২॥
১৫।	বটাধর	১	কুমার	২	পং ক্ষেত্রি		
১৬।	ছতর ধরা	১	তেলিয়া	২॥০	মৌং হাথিঅনা	৮॥	৮ সং
১৭।	চামর ধরা	২	সাডা	১	কলাকুচির	১৩	৯ ফং
১৮।	ডণ্ডধরা	৪	দিহদার	১	মৌং ধোবাটারির		৮
১৯।	তুম্বলধরা	১	ঠাকুরিয়া	৭	পং বঙ্গেশ্বর		
২০।	চোপধরা	১	খাতোবাল	১০	মৌং ডালেজর	১৮	১৪
২১।	পাখাধরা	১	গরখিবা	১	মৌং চাঙ্গেষারীর		১৭৸
২২।	পদপাঠক	১	বাডিচোরা	৩	পং কোমরভাগ		
২৩।	ধূপবটা	১	ধানভড়ারি	১	মৌং পানিম্বাসিকং	১৮	৮ সং

২৪। লাড়ুবন্ধা	১	ধানবলা	২		
২৫। চুলিয়া	২	হাতি মাউত	১	মৌং বোরোকারবাং	২০ ৫
২৬। তুবরি	২	সলিয়া	১	মৌং চন্দ্রপুরর	২।
২৭। পানিতোলা	১	যাহি	৬		
২৮। ঢুলিয়া	২		১০৬॥০	এই ১৩ গ্রাম দরবস্ত জলজমি পচরিয়া গাং ১৩৲ টকা জমা	
২৯। দগড়িয়া	১	লিক চৌবত্ত ফুং	১৩	বাকে গাঞ্চর	
৩০। কালিয়া	১	দলৈব	৫	পাইক	৪॥
৩১। দবাদারি	১	মজুনদার জগতা	১॥	এই তক তেওা সকল কুনির মালি	
৩২। সিংহাদারী	১	সেবা-যলোবা	১	দিব	
৩৩। ওঝাপালি	৮	দেউরির	১	খাত	২ খন
৩৪। গায়ন বায়ন	১২	ভড়ারকাথ	১॥		
৩৫। লস্কর	১	মদিয়ার	॥		
			২৪৮		

অনুবাদ

সমস্ত সমরভূমিতে যাঁহার ভীমের ন্যায় পরাক্রম ও যিনি শ্রীউমানন্দদেবের চরণপদ্মের ভৃঙ্গ, সেই শিবসিংহ নরপতির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মহারাজের একান্ত প্রীতিপাত্র, প্রধান সেনাপতি তরুণ দুরবা বৃহৎ কুক্কন, ঈশ্বর প্রীতির কামনায় প্রতিদিন পূজার জন্য ১৬৩১ শাকে দেবোত্তর রক্ষার মানসে এই তাম্রশাসন প্রদান করিলেন।

মন্তব্য—এই তাম্রশাসন ১০॥০ ইঞ্চি চওড়া ও ১৭॥০ ইঞ্চি লম্বা।

১২

শ্রীশ্রীউমানন্দ

[১] ৺৭ স্বস্তি শ্রীচ্যবদ্বন্দবন্দিতক্রিপুরারিচরণারবিন্দযুগলাঁজমৌলেন্দ্রায়মানাখণ্ডলবংশোত্তংশমহারাজাধিরাজ- [২] শ্রীমৎশ্রীগৌরীনাথসিংহস্যাপালপরমপ্রেমাস্পদসৌর্য্যধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যোদার্য্যাদিগুণনিকরোপেতস্বকুল- [৩] সায়সপ্রকাশকৈকাহস্কর প্রভু শ্রীযুতরুণসন্দিকৈর্বৃহৎকুক্কণেনাত্মতরিকার্থং শ্রীশ্রীউমানন্দপ্রীতয়ে [৪] স্বস্বক্রীতদত্তভূসংস্থাপিতস্ববিত্তক্রি[ক্রী]তদৈবজ্ঞস্য পুত্রপৌত্রাদিক্রমেণ শ্রীশ্রীউমানন্দভরণসম্ভার্জ্জনোপলেপনা- [৫] খণ্ডপ্রদীপজ্বালনদণ্ডবল্লমস্কাররূপপ্রাত্যহিককর্ম্মসম্পাদকপ্রমাণায় তাম্রপত্রিকেয়ং প্রদত্তা ॥ [৬] শ্রীযুত স্তেকাঞ্জনাসন্দিকৈ বড়ফুক্কনস্য— [৭] কামরূপ দেশর বড়ুবাও বরকায়স্থ

ও চৌধারি ও পটোরারি ও তালুকদার ও ছান্দরিয়া আলো সকলে [৮] সাবধানে জানিব পাতিদরঙ্গ পরগনার বজরাই তালুকর বিহদিয়া গ্রামর কলাগনক ১ ভাই [৯] খরা ১ বিরধন ১ মন্মথ ১ মুছত ১ পাইক আরেপোচ গাঞঁতরোপিত মাটি ৪ পুড়া বড়ি ২ পুরা [১০] এই মাটি মানুহকনারানি ৪৩ রুপলৈয়া ৮দেবত চৌধারিপটোরারি রাজ সকলে ও বিকি- [১১] লে এখন সেই ভূমি মনুষাক্ আথন্ধশলার্থে কুকনদেব শ্রীশ্রীঠাইত দওবৎ অখণ্ড প্রদীপ লগাবর [১২] কারণ উশর্গ করি তৈল্যর কারণ নারাণি ৯০ রুপপিত্তলর লীপাধার ১ উৎসর্গি সেই মনুষ্যর হাত্ত স- [১৩] মর্পিলে এই রুপর বাটি বৎসরি ২২॥ রুপর তৈল কিনি রর্ত্তিদিবা প্রদীপ জলাই কুকন ৮দেবর কুসল [১৪] চিন্তি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগাকরি থাকিবই হারকর কাটল পদপঙ্কজ বেদবেগার ১৫ চোরচিনালা ধুমসি মাড়েসা সর্ব্বথাব পরিত্যাগ হৈল ইহাত কোন জনে অন্তথা না চরিব ইতি ১৭০৭ সক [১৬] মাহমায় বত্তির নিবন্ধ দিপাধার ১গচ আতে রাত্রুন্দিবা লাগে তেল ॥ সের মাহে লাগে [১৭] ১৫ সের বৎসরত লাগে ১৮০ সের আধেলির ৮ সেরর দরে লাগে রুপ ২২॥ এই রুপর ব্যাজ [১৮] গো ৮ সেবাত কালিবঝাবর নিত্তে কিনি দিয়া মানুহপুরপার পরগণার সেমন রোন চৌধারি [১৯] চন্দর পাটোরারি মন্মথসন্না কিয়া ঠাকুরিয়া রাজেবিকে বাটেগাঞঁর চানাতুরা। গোং [২০] ভাই স্বধমন্। প্রতেক রামনাথ। হরিনাথ। রঘুনাথ। ভক্তিজা চিরিনাথ। স্বঠত ১॥ [২১] আতেরুপ ৬০ টকা সেরর তলে কিনি দিয়া মাটিতুহরা গাঞঁত উবার রোরাতি [২২] মাটি ৪ পুড়া আতেরুপ ১৬টকা কুকুরিয়া গাঞঁতবড়ি ১॥ পুড়া আতে রুপ ৬ টকা।

দ্বিতীয় পিঠ

১।	সোনর পদ তোলা			কিনি দিয়া মানুহ মাটি পাতিদরঙ্গ পরগণার
২।	চন্দ্র	১	১১	রামেচর চৌধারি বিদ্ধ বজরাই দুই তালুকদার
৩।	ফুল	১	॥	ঠাকুরিয়া রাজে সকলোবিকে বিহদিয়া পাঞর
৪।	পিত্তলর			উবার গণককণা। ভাই খরা। বিরধা।
৫।	গচা	১	৫শে	মন্মথ। মুঠত ১ পাইক আতে রুপ ৩০ টকা
৬।	তেলর			থাকে সেবার তলে কিনি দিয়া মাটি লোচগাঞঁত
৭।	টেকেলি	১	২	উবার বোবতি ৪ পুড়াবাড়ি ২ মুঠত ৬ পুড়া
৮।	বেহি	১	৫৬	আতে রুপ ১০ টকা
৯।	কলাশ	১	৪	
১০।	রুপর ফুল	১	২	

অনুবাদ

স্বস্তি। স্বর্গবাসী দেবগণেরও বন্দনীয় ও ত্রিপুরারি মহাদেবের চরণপদ্মদ্বয় যাঁহার মস্তকের চন্দ্রস্বরূপ হইয়াছে, সেই আখণ্ডলবংশের শিরোমণি মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রীগৌরী-

নাথ সিংহ এই নরপতির অত্যন্ত প্রীতিপাত্র এবং পরাক্রম, ধীরতা, গাম্ভীর্য্য ও উদারতা প্রভৃতি বহু গুণের আধার এবং যিনি নিজ কুলকমলিনীর প্রকাশে সূর্য্যস্বরূপ ও প্রভুত্বশালী শ্রীযুক্ত তরুণসন্দিক বৃহৎকুক্কন, ইনি গন্ধর্ব্বলোক-প্রাপ্তি কামনায় শ্রীশ্রীউমানন্দ দেবের প্রীতির নিমিত্ত নিজ অর্থে ক্রয় করিয়া, পশ্চাৎ দান করিয়াছিলেন যে ভূমি, তাহাতে স্থাপিত অথচ স্বীয় অর্থে ক্রীত দৈবজ্ঞের সম্বন্ধে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে শ্রীশ্রীউমানন্দ ঠাকুরের গৃহ সম্মার্জ্জন, উপলেপন, দীপ প্রজ্বালন, দণ্ডবৎ নমস্কাররূপ দৈনন্দিন কার্য্য-সম্পাদনকারী ব্যক্তির প্রমাণস্বরূপ এই তাম্রপত্রিকা প্রদান করিলেন।

মন্তব্য—গেট সাহেবের রিপোর্টে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। লিপিখানি ১৩।০″ ইঞ্চি লম্বা ও ১০॥০″ ইঞ্চি চওড়া।

১৩

শ্রীরাম

[১] স্বস্তি শ্রীহরগৌরীপদারবিন্দমকরন্দ- [২] সন্দোহবিলীনমনোমধুকরপ্রবর [স্য ।] [৩] স্বরশিবনীরকপরমকরুণাবরুণা- [৪] ময়স্য শুভযশোরাশিমণ্ডিতাশেষমেদি- [৫] নীমণ্ডলস্য বাসববংশাবতংশশ্রীশ্রীমত্- [৬] শিবসিংহভূপালকস্য নিদেশতঃ তদীয়- [৭] সেনাপতিবর- সকলসংসারমঙ্গলাগাঃ- [৮] হারকৈলাশকাশকার্পাসহিণ্ডীরপিণ্ডমু- [৯] জ্জ্বলকীর্ত্তিমণ্ডল- মণ্ডিতাশেষদিগ্দিগ- [১০] ন্তরালেন শ্রীকেশবপদপঙ্কজভৃঙ্গব- [১১] রেণ শ্রীমদ্দিহিংসীয়- বরফুক্কনেন প্রাগ্জ্যো- [১২] তিষপুরপ্রত্যগ্দ্বারং স্বর্ণপ্রনেষ্টকাদিনির্ম্মিতং আ- [১৩] য়ামতো দ্বিপঞ্চাশদধিকশতধনুমিতপ্রাচীরং [১৪] দ্বিবিংশত্যধিকদ্বিশতধনুমিতপরিখাদিভি- [১৫] রলঙ্কৃতমাসীত্ বেদবিশিখবেদাঙ্কশশং- [১৬] র শাকে ১৬৫৪ মার্গশীর্ষে।

১৪ (বশিষ্ঠাশ্রম)

শ্রীরাম

[১] ৮৭ স্বস্তি নিস্সীমভীমপরাক্রমপ্রবলবৈ- [২] রিবলপ্রলয়কালানলসম্পূর্ণগুণগ্রামৈ- [৩] কধামতরভবানীপদারবিন্দমকরন্দম- [৪] ধুকরশক্রকুলকুসুদে[মে]ন্দুশ্রীশ্রীমদ্রাজরা- [৫] জেশ্বরসিংহনিদেশেন্দ্রনীলাবলম্বিমৌ- [৬] লিতদীয়চরণচারণচক্রবর্ত্তিকুন্দাবদাত- [৭] কীর্ত্তিসমরবীরপারাবারগম্ভীরবিদ্যা- [৮] বিদ্যোতিতান্তঃকরণশ্রীগোবিন্দপদার্চ্চনে [৯] সর্ব্ববর- বাহিনীপতিশ্রীমদনুজদুরবা- [১০] বৃহৎকুক্কণাম্বুজশ্রীমত্তরুণদুরবাবৃহৎকু- [১১] ক্কণতনুজ- শ্রীমদ্ধরথাভিধেয়সেনা× [১২] × ব নিষ্ঠাবর্ত্তিপাবাপরি × × × [১৩] নিকরতর্ক- নাগরসেন্দুশকাব্দে ১৬৮৬।

মন্তব্য—গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টের ৮ পৃষ্ঠায় ইহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

১৫

[১] ৺৭ স্বস্তি স্মরহরচরণচারণবৈরিবারণ- [২] দারুণপঞ্চানন প্রতাপতপনমৃপনিক- [৩] রশিরোরত্ননীতিরত্নরত্নাকরশশধর প্র- [৪] বরযশোনরবাসববংশাবতংশ শ্রীশ্রী- [৫] মত্স্বর্গ-নারায়ণরাজেশ্বরসিংহ-নরেশ্ব- [৬] রাণামাদেশতস্তন্মন্ত্রিপ্রবর প্রাগ্জ্যোতিঃপু- [৭] রাশেষ-সেনানায়কষশোজিতসুধাকরা- [৮] রাতিতিমিরমিহিরস্বর্গাবতারাবধি স্বর্গ- [৯] নরেশ-সেবিবংশবিভূষণশ্রীমত্তরু- [১০] ণতুরবাবৃহৎফুল্লনো বিচিত্রচিত্রা- [১১] চলালয়নব-গ্রহাত্মকশিবোপরি [১২] নবরত্নাখ্যমঠনিমমচীকরদ্বেদা- [১৩] ত্রিরসেন্দুশাকে ১৬৭৪৷৹৷

অনুবাদ

স্বস্তি। কন্দর্পবিনাশকারী মহাদেবের চরণের স্তুতি-পাঠক ও শত্রুরূপ হস্তীর পক্ষে যিনি সিংহস্বরূপ, প্রতাপে সূর্য্যসদৃশ, নরপতিগণের মস্তকের রত্নস্বরূপ যে নীতিরত্ন, তাহার রত্নাকর অর্থাৎ অগাধ সমুদ্র, যশোজ্যোৎস্নায় চন্দ্রের ন্যায় যিনি দিক্‌সমুদায়কে আলোকিত করিয়াছেন, অত্যন্ত যশস্বী, বাসববংশের শিরোরত্ন, স্বর্গের নারায়ণ শ্রীযুক্ত রাজেশ্বরসিংহ নৃপতির আদেশে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অসংখ্য সৈন্যের নেতা, যাঁহার যশে চন্দ্র পরাজিত ও শত্রুরূপ অন্ধকারমধ্যে যিনি প্রখরকিরণশালী সূর্য্যস্বরূপ, স্বর্গাবতার পর্য্যন্ত স্বর্গীয় নরপতিগণের সেবায় অধিকারী যে বংশ, তাহার অলঙ্কার শ্রীযুক্ত তরুণ দুরবা নামে বিখ্যাত বৃহৎ ফুল্লন, বিচিত্র-চিত্রযুক্ত পর্ব্বতস্বরূপ গৃহমধ্যে নবগ্রহরূপী শিবলিঙ্গের উপর নবরত্ন নামক এই মঠ ১৬৭৪ শক-বৎসরে নির্ম্মাণ করিলেন।

১৬

[১] স্বস্তীশাবঙ্কুচরণাম্বুজলুব্ধভৃঙ্গঃ সূত্রামগোত্রকুমুদাবলিপূর্ণচন্দ্রঃ। শ্রীমন্মহীন্দ্রকমলেশ্বর-সিংহভূপো বিশ্রাণনব্রজবিনিন্দিতকল্পবৃক্ষঃ [২] নৃপনিকরকিরীটোদ্দীপ্তসদ্রত্নদামদ্যুতিবিসর-বিরাজদ্রক্তপাদাম্বুজাগ্রঃ। হরহিমকরকীর্ত্তিঃ কামসৌন্দর্য্যমূর্ত্তিঃ স্বনয়চরমনীষী দণ্ডিভূ- [৩] দেব-তোষী॥ কামরূপারিঘাতেন লোকস্য স্থিরতাকৃতিং। গেন্ধেলাখ্যায় বীক্ষ্যাদাদ্রাম প্রতাপ-বল্লভং॥ তস্মৈ মহীং মনুষ্যঞ্চ কৃতাসৌ [৪] তাম্রপত্রিকাং। শ্রীবৃহত্ফুল্লকণায়াদাত্সন্দি × বংশজন্মনে॥ এতদ্বিষয়ং কামরূপদেশর বড়ুবা ও বড়কায়স্থ ও চৌধারি ও পটো- [৫] বারি ও তালুকদার ও চান্ধরিয়া অগয়রহ সকলে ও সাবধানে জানিব সন্দিকৈবৎসর শ্রীগেন্ধেলা বড় ফকনে কামরূপ [৬] গুবাহাটি বস্রো খলদেশর স × নিবারন করি দেশ সুস্থির করা অপোহত শ্রীশ্রী৺৺বেপ্রতপিবল্লভ নামদি দোহতপরা [৭] হরদণ্ড চৌধারির মাটি ১১০ পুরাবহতা মানুহ ১২৮টা তিনিপোরা সহিতে তাম্রপত্র করি দিলে আরে নাওকচাকচারি ম- [৮] হল গরগপার দেহিয়াল তালুকর মৌজে—

	বঙ্গা	। জিবন	। মটবাকোং ।
৯।	জিকরির মদনাকৈবর্ত্ত	। সোনা	। দাহিয়া ।
	কংসরাই কোং	। টিলাধোবা	। মবগ্রাম ।
১০।	চিরাম	। অনিরাকৈ০	। গোরাকং ।
	ঘুটলাই	। বিনন্দ	। পানা
১১।	গোবর্দ্ধন	। স্বজা	। হরিধন ।
	কিনাকলতা	। ৩ জবজকলিতা	। ১২৬
১২।	ভকতদাহ	। জিবন	। পাটয়া ।
	চান্দরাই	। বানা	। নাথদ্ধচিখাতর
১৩।	কানু	। রাম	। যামরগাঞ্চর ।
	মণি	। ফরিঙ্গা	। বোপিতমাটি ৬০
১৪।	হৈরাম	। ডুরিয়াকৈবর্ত্ত	। জবরাকলি ।
	হরিধনকৈ	। রামা	। পুরানাম বরম্ভা
১৫।	বিহিলা	। ভগিযাকোচ	। রঙ্গা ।
	আপা	। কদমা	। গপরঙ্গনাত
১৬।	টবাকোচ	। সোনারবাই	। গোপাল ।
	বিহিলা	। ভোগো	। বোপিতমাট ২০
১৭।	ঘটটইসালৈ	। পটেষ্বকৈ০	। পোরা ।
	চামরাইকং	। টেরিয়া	। পুয়াথ ।৩ প

১৮। রঙ্গনাত রোপিত ২০ পুরাসুচত ১০০ মহলপরঙ্গনার বরিযাটি ৬ পুরাবারি ৪ পুরা সর্ব্ব সুচভ [১৯] আবেশ্রীপ্রতাপবল্লভ বড় ফুকনে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করি শ্রীশ্রী৺৺র কুসলবাঞ্চি থাকিব [২০] ইহার করকটল পদপঞ্চক বেঠবেগার চোর চিনালা ধুমুচি মারেচা জলকর যবক্ষার চৌকী [২১] হাটঘাট ফাঁট দানখুত রাজ ও দণ্ড ব্যতিরেক সর্ব্ববাব পরিত্যাগ হইল ইহাত [২২] কোনো জনে অন্যথা না করিব ইতি সক ১৭২২—

১৭

শ্রীরাম

[১]৺৭ স্বস্তি দুর্ব্বারসংসারবিস্তারকারাগারনিকারনি প্র [২] চণ্ডরতর ভক্লেশর মহেশ্বরচরণচারণ প্রধ্যা... [৩] ম ... ... দান স ... ন কর্ম্মার ... ন মাননx রাম ধা [৪] ম মচ্ছোদ্ধ ... সমগ্র সংগ্রাম গ্রা ... ... শো জড় স ধা [৫] ধাম সম্মুর্ত্ত হা ... ি ...দু... প্র...ড...[৬] প্রশস্ত সমস্তা ... [৭] ৩ত্ত ... ব ... [৮] সুদ...ক রক্ষণ বি ... ণ... [৯]

ক্ষহ্ন য় ধক্ষ তীস্ত্র ··· [১০] শায়ক স ··· স ··· [১১] বধি স্বর্গ না ··· ··· [১২] বৃহৎ কুক্কনেন ··· [১৩] মহে ঘর ··· ···

মন্তব্য—এই শিলালিপিটি গৌহাটির শুক্লেশ্বরের মন্দিরের। লিপিটির তোলা হরফ। অধিকাংশ অক্ষর ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, ইহা কত শকে লিখিত হইয়াছে এবং কোন্ রাজার আমলে হইয়াছে, জানিবার উপায় নাই। গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টের ৭ম পৃষ্ঠায় শুক্লেশ্বরের মন্দিরের শিলালিপির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, ১৬৬৬ শকে রাজা প্রমত্তসিংহের আদেশে তরুণ হুরবা (বৃহৎ কুক্কন) একটি মন্দির তৈয়ারী করিয়া শুক্লেশ্বরের নামে উৎসর্গ করিয়া দেন। আমার বোধ হয়, ইহাই সেই লিপি হইবে। এখন হরফগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

১৮

[১] ৺৭ স্বস্তি প্রচণ্ডকোদণ্ডকাণ্ডয়- [২] মদণ্ডদণ্ডিতপ্রকাণ্ডারিমুণ্ডম- [৩] ণ্ডলীমণ্ডিত-ভূখণ্ডাখণ্ডলপ্রবল- [৪] যশোজিতসুধাধামকামাভি- [৫] রামধামাধিপাধিকধামস্থ- [৬] ত্রামগোত্রামন্দসিন্ধুশশধরনৃ- [৭] পনিকরশিরোদামশ্রীশ্রীমৎস্ব- [৮] র্গদেবরাজেশ্বরসিংহ-নরেশ্বরা- [৯] ণাং চরণপুষ্করমধুকরমন্ত্রিপ্র- [১০] বরযশোজিতশারদশশধর- [১১] নিজ-বীর্য্যনির্জ্জিতরিপুনিকরস্ব- [১২] র্গনৃপবর্গসেবিবংশবিভূষণশ্রী- [১৩] যুক্তরুণহুরবাবৃহৎ-কুক্কনে- [১৪] ন গ্রহাশ্রয়াখ্যপুষ্করিণীবরখা- [১৫] নি বাণাব্ধিরসেন্দুশাকে ১৬৭৫ ॥

অনুবাদ

যমদণ্ডের ন্যায় প্রচণ্ড ধনুর্দ্দণ্ডে দণ্ডিত প্রবল শত্রুগণের মুণ্ডসমূহে আচ্ছন্ন ভূমণ্ডলের ইন্দ্র, যশের দ্বারা যিনি সুধাংশুকেও জয় করিয়াছেন, কন্দর্প-সুন্দর, অতি তেজস্বী, সুত্রামা-গোত্ররূপ অগাধ সমুদ্রের পূর্ণচন্দ্র, নরপতিগণের মস্তকের মাল্যস্বরূপ, স্বর্গের দেবতা শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর-সিংহ নরপতির শ্রীচরণ-পদ্মের ভৃঙ্গ, প্রধান মন্ত্রী, যাঁহার যশঃপ্রভাবে শারদ চন্দ্র নিষ্কৃত এবং যিনি নিজ বীর্য্যে শত্রু-সমুদয়কে পরাজিত করিয়াছেন, সেই স্বর্গ-নরপতিগণের সেবক শ্রীযুক্ত তরুণ হুরবা বৃহৎ কুক্কন, ১৬৭৫ শকে এই গ্রহাশ্রয় নামক পুষ্করিণী খনন করিলেন।

মন্তব্য—গেট সাহেব ইহার সম্বন্ধে রিপোর্টে কিছুই উল্লেখ করেন নাই।

১৯

[১] ৺৭ স্বস্তি সমস্তলোকাশ্লোকশোকরোকবিমোক- [২] বিপুলজনার্দ্দনচরণচারণ-চতুরচতুরুদধি- [৩] মেখলমহীমণ্ডলাখণ্ডলপ্রচণ্ডাখ প্রতাপমার্ত্তণ্ডখণ্ডি- [৪] তপ্রচণ্ডারিত-মিশ্রমণ্ডলপাণ্ডরাখণ্ডযশঃশ্রীখণ্ডমণ্ডিত- [৫] জগদদ্ভুতবিবিধবিত্তবিতরণবিড়ম্বিতাময়ক্রমপ্র- [৬] ণাবজ্ঞাতবাক্পতিনীতিক্রমরামবামনশঙ্কমল- [৭] ন্ত শ্রীশ্রীমত্স্বর্গদেবপ্রমত্তসিংহ-নৃপেন্দ্রপাদপদ্ম- [৮] : উপদায়মানমানধনবিপক্ষপক্ষক্ষয়ক্ষতী- [৯] ক্ষকৌক্ষেয়কশায়ক-

মহামহিমামাত্যনায়কসমর- [১০] সীমনিস্সীমভীমবিক্রমনিশ্রমদুর্দ্দমদমনযমষাড়্গু- [১১] ণ্যষণ্মুখোপমঃ স্বর্গাবরোহাবধি স্বর্গনরেশসেবিবং- [১২] শাবতংশশ্রীমত্তরণহুরবাবৃহৎ- ফুক্কনস্তরয়ে- [১৩] ন্নিদেশতঃ শ্রীশ্রীজনার্দ্দনদেবস্ত শোভনতর- [১৪] নমিদমরচয়ত্॥ রসরসরসেন্দু শাকে ১৬৬৬॥

অনুবাদ

সমস্ত লোকের শোক-দুঃখ-সমুদায়কে যিনি বিনষ্ট করিয়া থাকেন ও জনার্দ্দনের চরণ-সেবায় সুনিপুণ, সসাগরা ধরামণ্ডলে যাঁহার প্রতাপ-সূর্য্য প্রচণ্ড শত্রুরূপ অন্ধকাররাশি বিনষ্ট করিয়াছে, পাণ্ডবদিগের ন্যায় যাঁহার কীর্ত্তি, যিনি নানাবিধ রত্নরাশি বিতরণ করিয়া কল্পবৃক্ষকেও তুচ্ছীকৃত করিয়াছেন এবং ধীশক্তি দ্বারা যিনি বৃহস্পতির নীতিকেও তুচ্ছ করিয়াছেন, যে রাম, বামন প্রভৃতি স্বর্গের দেবতা, (পৃথিবীতে) শ্রীযুক্ত প্রমত্তসিংহ নৃপাধিরাজ নরপতি, তাঁহার চরণ-সেবক, যাঁহার সম্মানই একমাত্র ধন, যিনি বিপক্ষ-সৈন্যের বিনাশকারী, ৭ধারায় একান্ত অনুরক্ত, ভীমের ন্যায় যাঁহার পরাক্রম ও যিনি দুর্দ্দান্ত শত্রুগণের দমনে কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় পরাক্রমশালী, সেই স্বর্গাবতার পর্য্যন্ত স্বর্গীয় নরপতিগণের সেবকবংশের শিরোমণি শ্রীযুক্ত দুরবাবৃহৎফুক্কন, নিজ নরেন্দ্রের আদেশানুসারে ১৬৬৬ শাকে জনার্দ্দন দেবের এই সুন্দর তোরণ রচনা করিলেন।

মন্তব্য—গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টের ৭ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন এবং "তোরণ" স্থানে "মন্দির" বলিয়া বসিয়াছেন।

২০

প্রথম পিঠ

[১] ৺৭ স্বস্তীন্দ্রবংশোৎপলপূর্ণচন্দ্রঃ শ্রীকান্তপাদাম্বুজমত্তভৃঙ্গঃ। বিষ্ণু[দু]রভূমির্গররত্নবন্যাঃ শ্রীচন্দ্রকান্তাদিকসিংহভূপঃ॥ ক্ষিতিপপ- [২] টলশীর্ষোত্তংশসন্নীলরত্নভ্রমরকুলবিরাজদ্রক্ত-পাদারবিন্দঃ। সুরতরুবরলক্ষ্মীস্পর্দ্ধিবিশ্রাণনালীস্তহিনকিরণকীর্ত্তিঃ কামজি- [৩] ত্কায়কান্তিঃ। ধরঙ্গনামদেশস্ত ষট্সহস্রান্তবালগান্ মনুজান্ বম্মহি[হী]পালো দাদয়ং পুণ্যবৃদ্ধয়ে॥ পত্তমারাখ্য-গ্রামন্ত [৪] স্ববংশানুজ্ঞানবে। মরুদ্গনেতি পূর্ব্বস্থ গোশাঁ ইতি শ্রুতায় বৈ দ্বিজোত্তমায় গৌরীশপদাব্জভক্তিশালিনে। এতদ্বিবরণং দরবা দেশর [৫] রাজা ও চহরিয়া ও বড়া ও হাজরকিয়া ও সইকিয়া ও বঙ্গ ও গায়র সকলে ও সাবধানে জানিব শ্রীশ্রীপদ্মরিয়া সতুজনা ৺৺দেবে [৬] শ্রীশ্রী৺দেবলৈ শ্রীযুত রাজমন্ত্রি পূর্ণানন্দ বুঢ়া গোহাঞি দেবর দ্বারাই জনালত্ শ্রীশ্রী৺দেবেপদর শিষ্যযো হাজারবভিংতটা গোট [৭] পাইক খবি পক্ষে জানি বড় নিমিত্তে শ্রীশ্রী৺৺দেবক পুণ্যার্থে তাম্রপত্র করি দিলে [৮] এই মানুহর নাম গোহাঞি দিপলালি শয়েকর বংশ কচিয়া শয়েকর— [৯] হাজারক সর্ব্বাহাচুবুরিয়া খিরোকমারর ঘরর কৈ জিত

নলডায় করিব— [১০] সয়েকক কলালহ করয় ঘরয় থিয়ো—। বকমর ঘরর মনপতি দানেতি ছুভাই

১১। চিরাম দত্তরা ছুই ভাই কং ॥ পাণিমল তাং লাহন ॥ বংশাকুচিয়া শয়েকর

১২। তারে ভতিজা কড়ফর ভাল ॥ ভতিজকে পুরক /১ জিতমল বড়ার করিব

ছুভাই বকমর ঘরর মনপতিদানেতি ছুভাই

১৩। কাঅর হাজারয় বত্তাববিয়া/১ থটর হাজারর ঘারকলিতা হাজারর

১৪। শয়েকর হাথিবত্তার ঘরর ভুক্কতা বরিয়া সয়েকর। চপেরালিশ থাকিব

১৫। তমুর পুত্তেক কঁলাথুপুকা ॥ সোনাপুর গ্রামর হালোবার ঘরর

ছুভাই

১৬। পেয়ব ঘরর সুরথ কেকেঁটু ॥ দয়ালত্তং ঘরর দয়াল। সোনারাই ইনক্কলিতা

ছুভাই

১৭। কলিতা হাজারর ভাংকলিয়া সেনাপ্রাম্মাথ ৮ আচিয়া বড়িয়া হাজারর /১ ছুভাই

মহিমাহাজরয় থেকেরা বরিয়া পুরকর কুলার ঘররং

শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণ দেব শ্রীচন্দ্রকান্ত সিংহ নরেশ্বরাণাং। বড় মণি জে চাকেং টাবৈর ঘরর রণুমহামল কোচ ॥/১ মুহে ৬ পাইকর গামাটি ৫৬

দ্বিতীয় পিঠ

[১] শ্রীশ্রী৺৺দেবে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করি শ্রীশ্রী৺দেবক আশীর্ব্বাদ করি [২] থাকিব ইহার কর কটন পদপঙ্কজ বেঠ বেগার চোর চিনান। ধুমুচি [৩] মারেচা জলকর জবক্ষার চকি হাট ঘাট ফাট দানখত রাজদণ্ড [৪] ব্যভিবেক সর্ব্ববাব পরিত্রাণ ইহাতে কোন জনে অন্যথা [৫] না চরিব ইতি শক ১৭৩৮ ॥০॥ [৬] অসৌ মহীন্দ্রঃ সময়াচতেদং কৃতাঞ্জলির্ভাবিনরেন্দ্রবর্গান্ ॥ [৭] ময়া প্রদত্তা দ্বিজবৃত্তিরেশা [যা] পাল্যা ভবদ্ভিঃ কৃতিভিঃ কৃতজ্ঞৈঃ ॥

অনুবাদ

ইন্দ্রবংশস্বরূপ কুমুদের পূর্ণচন্দ্র, শ্রীকান্ত অর্থাৎ নারায়ণের চরণ-পদ্মের মধুমত্ত ভৃঙ্গ, সেই পর্ব্বতের উচ্চ ভূমির উপর নীতিরূপ রম্ভলতার ফল চন্দ্রকান্তমণিস্বরূপ চন্দ্রকান্ত সিংহ নরপতি। যাঁহার রক্তবর্ণ চরণ নরপতিগণের মস্তকের মুকুটস্থিত নীলকান্ত মণির সংযোগে ভ্রমরশ্রেণী-সংযোগে রক্তপদ্মের সৌন্দর্য্যের ন্যায় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া থাকে এবং যাঁহার দানপ্রভাব কল্পবৃক্ষের সমান, যাঁহার চন্দ্রসদৃশ কীর্ত্তি, যিনি লাবণ্য দ্বারা কন্দর্পকেও পরাজিত করিয়াছেন।

মন্তব্য—এই তাম্রলিপি সম্বন্ধে গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টে কিছুই বলেন নাই।

ইহা চন্দ্রকান্তসিংহদেবের সিলযুক্ত। এইরূপ আর একটি উমানন্দের পাণ্ডার নিকট পাইয়াছি। দুই চারিটি সংস্কৃত শ্লোকের মিল আছে। সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে শক নাই। কিন্তু আসামী ভাষায় যেখানে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ১৭৩৮ শক লিখিত হইয়াছে।

২১

শ্রীরাম

[১] ৺৭ স্বস্তি সমস্তসামন্তচক্রচূড়ামণিমরীচিম- [২] ঞ্জরীরাজিরাজিতপদপল্লবকন্দর্প-দর্পদলনকলে- [৩] বরদিগ্দন্তাবলাবলীকর্ণতালাস্ফালমরুন্মূর্ত্তিত- [৪] প্রবলপ্রতাপানলবিবিধ-দানসন্তানবিনিন্দিতকল্পপাদপ- [৫] জ্যাঘোষঘোরধ্বনিতশরকুলিশসম্পাতজর্জ্জরিতারি- [৬] বরকলেবরহরহাসকৈলাশকাশসঙ্কাশপরি- [৭] পাণ্ডরাণ্ডমণ্ডযশঃশ্রীণণ্ডমণ্ডিতব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডস্য- [৮] শৌর্য্যোদার্য্যমর্য্যাদাদয়ানয়নিচয়রত্নরত্নাকরশক্রবংশাব- [৯] তংসসোমারেশ্বরস্বর্গদেবশ্রীশ্রীমৎ-শিবসিংহমহীমহে- [১০] দ্রশো[দ্রাণা]মাদেশমনুআত্যাধীনস্তদীয়পদদ্বন্দ্বারবিন্দম- [১১] ন্দমকরন্দ-তুন্দিলমধুব্রতমন্ত্রিগণগণনাগ্রগণিতদুর্ব্বা- [১২] রবৈরিবারণদারণপঞ্চাননমহাসেনসমানস্য [১৩] আদিপুরুষাণাং স্বর্গাবতরণসময়গৃহীততপোদান- [১৪] জসমাগতদুরবাকুলকমলদিনকরশ্রীমত্ত- [১৫] রুণদুরবাবৃহৎফুল্লণ × দেব × × × কারদু [১৬] × মিত্তাকারাবষিষ্ঠা × × এ দরবারমন্দির [১৭] জয় নাম দক্ষিণদ্বারমিদমিষ্টকাদিভিরচায়- [১৮] রদ্গগনণ্ডণণ্ডণেন্দু শাকে ॥ ১৬৬০॥

অনুবাদ

সমস্ত প্রধান নরপতিচক্রের চূড়ামণির কিরণ-সমুদায় দ্বারা যাঁহার পদপল্লব সুরঞ্জিত ও যাঁহার শরীর-সৌন্দর্য্যে কন্দর্প লজ্জিত ও দিগ্‌গজসমূহের কর্ণাস্ফালনের বায়ু দ্বারা যাঁহার প্রবল প্রতাপানল নৃত্য করিতেছে, যাঁহার বহু প্রকার রত্নরাশি-দানের প্রভাবে কল্পবৃক্ষ নিন্দিত হইয়াছে, যাঁহার ধনুষ্টঙ্কারের ঘোরতর শব্দযুক্ত বজ্রসদৃশ বাণে শত্রুপক্ষের কলেবর জর্জ্জরিত হইয়াছে, যাঁহার কাশ-কৈলাস ও হরহাসসদৃশ শুভ্র যশঃস্বরূপ চন্দনচ্ছটায় ব্রহ্মাণ্ড বিভূষিত এবং শৌর্য্য, ঔদার্য্য, মর্য্যাদা-গুণে পরিবর্দ্ধিত নীতি-সমুদায়স্বরূপ রত্নরাশির সমুদ্র, শক্র-বংশের শিরোভূষণ স্বর্গের যিনি সোমারেশ্বর দেব, পৃথিবীর শ্রীযুক্ত শিবসিংহ ক্ষিতীন্দ্র, সেই মহারাজের আদেশানুসারে তাঁহার পাদপদ্মের মধুপানে পরিপুষ্ট এবং মন্ত্রিবর্গের গণনায় অগ্রগণ্য, বৈরিকরীন্দ্র-বিদারণে পঞ্চানন এবং কার্ত্তিকেয়তুল্য আদি-পুরুষদিগের স্বর্গ হইতে আসিবার সময় অনুষ্ঠিত দান ও তপস্যার পুণ্যে জন্মিয়া যিনি দুরবাকুল-পদ্মের বিকাশক সূর্য্যস্বরূপ হইয়াছেন, সেই তরুণ দুরবাবৃহৎ ফুল্লন ইষ্টকাদি দ্বারা দরবার-মন্দিরের জয়াখ্য এই দক্ষিণ দ্বার ১৬৬০ শকাব্দে রচনা করিয়াছেন।

২২

[১] স্বস্তি সকলকলা না [কল্যাণা] লিঙ্গিতকলেবরবিবিধবিদ্যাবিদ্যোতি- [২] তান্তঃকরণ [স্তঃকরণ] কলিকলুষবিনির্ম্মুক্তকমনি[নী] ঘণ্ডগ্রামাভিরাম [৩] প্রতাপোজ্জ্বল[জ্জ্ব]লগজবাজি-

সেনাধিপঃ পরম[ধৈর্য্যমর্য্যা [দা]সৌ[শৌ] [৪] র্য্যগাস্তি[স্তী]র্য্যপার-বারঃ শ্রীব [ম] ত বঙ্গরাজ-জনমেজানি শ্রীবৃহৎফু- [৫] ক্কন ... ... বিবিধশস্ত্রাদিগজবাজিসেনাপতিপ্রারম্ভ [সি] দ্ধি [৬] ... ... রো [রা]জচন্দ্রবন্ধুরপি[ণি]চন্দ্রচক্রে নিভৃত গুত্তর সানী ... ...

মন্তব্য—লিপিখানি ভাল করিয়া পড়া যায় নাই, কাজেই বোঝা গেল না। গেট সাহেবের রিপোর্টে ইহার উল্লেখ নাই।

২৩

শ্রীরাম

[১] স্বস্তি শ্রীস্বেষ্টদেবপদদ্বন্দ্বারবিন্দসেবক প্রজারিপুকুল- [২] নাস[শ]কসকলগুণাগার-গাম্ভীর্য্য শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণ- [৩] সি[শি]বসিংহমহীপালতচ্চরণচারকমন্ত্রি প্রবরশ্রীমত [৪] দুরবা-বংশোদ্ভবতরুণবৃহৎফুল্লনদত্তব্রহ্মোত্তর- [৫] তাম্রশাসনপত্রিকেরং—

[৬] ৮৭ কায়রুপদেসর বড়ুবা বড় কায়স্থ ও ছৌধারি [৭] পটোবারি ও অন্ধকদার ছান্ধরিয়া আলো- [৮] সকল সাবধানে জানবা গজেসর পরগ- [৯] নার গন্ধ ঘোষায়র-রোর্ণ ৩০৫ ছরাবড়গ [১০] ই মৌর ৫ পুরী সলি পবারা ৪৪ ছরাবরি [১১] বাড়ি ৪ ছরা-ভঙ্গার গররা পুর্ব্ব ১০ ছরা [১২] বরি বাটি অপরা কদিয়া অনিষ্টা পরাভবা [১৩] ৭ ঘর ৮৮ পুণ্যে বাচা দুই প্রমাণিক ব্র- [১৪] ক্ষোত্তরতাম্রফলিকা য দিয়াগল ইহাবর ব [১৫] কাটল পদপঙ্কজ বেচবেগার চোরচিদা [১৬] লাধর সিয়া তজজল বকায় কারী গ- [১৭] ক্ষসরবার পরিখা গড়েল দুঁহাতকালোজ [১৮] লেক্ষ ... বৎসরে ১৬৬২ পুষ- [১৯] সুদি পলাসুরী ২০

মন্তব্য—সোয়ালগুচিতে যাইবার রাস্তা পাণ্ডু হইতে, নৌকায় পশ্চিম দিকে যাইতে হয়, যাইতে ২ ঘণ্টা, আসিতে ৪।৫ ঘণ্টা লাগে। গেট সাহেবের রিপোর্টের ১৪ পৃষ্ঠায় যে তাম্র-ফলকের কথা আছে, তাহাতে ৫৭ পুরস জমি হরি ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দেওয়া গেল বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ঐ নাম বা অত জমির কথা কিছু দেখিলাম না। ইহা সেই লিপি কি না, বুঝিতে পারিলাম না। তবে রিপোর্টের শকের সঙ্গে ইহার শকের মিল আছে।

২৪

[১—৫] [৬] ... ... বতংশ শ্রীশ্রীম ... সিংহ নরেন্দ্র পাদপদ্ম... [৭—৮] [৯] ... ... কুলাবতংশ শ্রীমদনুপপ্রবর [১০] ফুল্লণ ... ... তরুণ দুরবা [১১] শ্রীমদ্বৃহৎফুল্লন-স্তন্নিদেশতঃ শ্রী [১২] ম মেড়পুরস্থ প্রাসাদমিমমরচয়ন্নসবসুরসেন্দুশাকে।

মন্তব্য—ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এই লিপি পড়া গেল না। ইহার শক ১৬৮৬ থাকায় রাজেশ্বর-সিংহের প্রদত্ত কিছু হইবে বলিয়া বোধ হয়।

২৫

শ্রীরাম

[১] ৮৭ স্বস্তি করকলিতকঠোরকোদণ্ডথণ্ডক্ষিপ্তকাণ্ডবিদীর্ণ-[২]বিপক্ষপক্ষবক্ষঃপ্রকটকপাট-প্রা [প্রো]দ্গতরুধিরধারাদিগ্ধ- [৩]- ভূভাগভর্গভদ্রকালীচরণসমর্চ্চনৈধিততেজঃপুণ্যকীর্ত্তিনীতি-[৪] বিদগ্ধধৈর্য্যসারমারমনোরমমূর্ত্তিনিখিলক্ষ্মাপালকিরীট- [৫] কোটিজুষ্টপাদপীঠবিবিধবিত্তবিশ্রাণনতুলিতদেবদ্রুম- [৬] শ্রীশ্রীমত্‌স্বর্গদেবপ্রমত্তসিংহসৌমারপীঠ- [৭] পুরন্দরাণামাদেশত-ত্তচ্চরণনলিনপরাগরাগিস্বর্গীব- [৮] রোহাবধিস্বর্গনরেন্দ্রচরণসেবারুচিরুচিরপুরত্রয়কম- [৯] লতরণিতরুণশ্রীযুতগদাধরবৃহৎফুক্কনেন [১০] শ্রীশ্রীকামাখ্যামহাদেব্যাঃ পাশানা[ষাণা]দিময়-মঠো- [১১] য়[ং] নিরমায়ি ঋষিরসতর্ক্কসুধাংশুশাকে ১৬৬৭

অনুবাদ

যাঁহার করধৃত অতি কঠিন যে ধনুঃ, তাহা হইতে বিক্ষিপ্ত বাণদ্বারা বিদীর্ণ যে বিপক্ষপক্ষীয় বক্ষঃস্থলস্বরূপ বিস্তীর্ণ কপাট, তাহা হইতে বিনির্গত রক্তধারায় আচ্ছাদিত ভূমিতে ভদ্রকালীর চরণ-পূজায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে তেজ যাঁহার, এতাদৃশ পুণ্যকীর্ত্তি, নীতিচতুর, ধৈর্য্যশালী, কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর এবং যাঁহার পাদপীঠ সমস্ত নরপতিগণের কিরীটাগ্রদ্বারা সেবিত, যিনি নানাবিধ ধন দান করিয়া কল্পবৃক্ষের সমান হইয়াছেন, এরূপ স্বর্গের দেবতা, সৌমারপীঠের ইন্দ্র (মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্য) যে শ্রীযুক্ত প্রমত্ত সিংহ—তাঁহার চরণপদ্মের রেণুরঞ্জিত, স্বর্গের সোপান পর্য্যন্ত যে স্বর্গ-নরেন্দ্রের চরণ-সেবা, তাহাতে কান্তিপুঞ্জ দ্বারা অত্যন্ত সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে যে ত্রিভুবনের পদ্ম-সমুদায়, তাহার (বিকাসক) সূর্য্য অথবা তরুণ সূর্য্য শ্রীযুক্ত গদাধর বৃহৎ-ফুক্কন কর্ত্তৃক ১৬৬৭ শাকে শ্রীকামাখ্যা দেবীর এই পাষাণাদিময় মন্দির নির্ম্মিত হইল।

মন্তব্য—কালিয়াবারের পাষাণময় কামাখ্যা-মন্দির। এ সম্বন্ধে গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টের ৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ভাষা সম্বন্ধে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা লিখিয়াছেন। আমি ত সংস্কৃত ব্যতীত বাঙ্গালা দেখিলাম না।

২৬

[১] ... ... পুষ্করমধু [২] ... ... রঙ্গীকৃতভূ-রিনৃ [৩] প ... ... সুধাকরকরকলি- [৪] ত কা ... ... বত্ শর-জর্জ্জরিতারিব- [৫] য় বাসববংশার্ণবশশধরধরণীমণ্ডলাধ- [৬] ণ্ডলাখণ্ডপ্রতাপরাজা-ধিরাজশ্রীশ্রীমত্‌প্রমত্ত- [৭] সিংহস্বর্গদেবানামাজ্ঞয়া তদীয়পদপদ্মোজম- [৮] ধুকরপ্রতাপদিন-করস্বর্গাবতারাবধি স্বর্গ- [৯] রাজসেবিবংশাবতংশশ্রীযুতগদাধরতরুণ- [১০] দুরবাবৃহত্-ফুক্কনঃ শ্রীশ্রীদুর্গামহাদেব্যা ম- [১১]- ঠমিনমচীকরত্ তুরগরসরসেন্দু[শা]কে ১৬৬৭।

২৭

শ্রীরাম

[১] ৴৮ স্বস্তি নিখিলক্ষ্মাপালচিত্র[টকোটীরনি[২]ঘৃষ্টবিশিষ্টপাদপীঠতলগৌরীচারুচরণচারণ- [৩] আনন্দসন্দোহাস্খলিতহৃদয় ... ... নিচয়পারাবার [৪]তুষার-বিমলঘনস্যাবারণ বিবৃতদিগ্‌বারণ [৫]কালানলসমুজ্জ্বলপ্রবল-প্রতাপানলজ্বালাজাস ... ... জটা- [৬]লমহীমণ্ডলবিতন্যমানমহাদানসন্তানবি- [৭] নির্জ্জিতকল্পপাদপঃ করকলিতশ- [৮] রাসনপ্রসারিতপ্রখরতরশরনিকর- [৯] ধর্জ্জন্নীকৃতারাতিবারুলেবরকন্দরা- [১০] সারমধ্যমার্কিকন্দর্প ... ... কলেবর [১১] বৃন্দান দুর ... ... শশধর শীতারবিন্দ [১২] ... ... নারায়ণ [১৩] ... ... কর মহামতিপ্রবরস্তদীয়াদি- [পুরুষ] [১৪] ... স্বর্গাবতার ... [১৫] কথলদিনকরস্তদীয় [১৬] বিপক্ষপক্ষ ... সদয় সুধারস শ্রীযুতচরণদ্বে- [১৭] ববীরস্য চরণপঙ্কেরুহে ... ... রুচির [১৮] ... ... রাধাকৃষ্ণ [১৯] ... ... জয় লা[মা]ধবোত্তরপরমমঠপ্রবর অমুনা] মাধবোত্তরপরমোদারমিদং পাষাণা- [২০] দিভি[ঃ] ব্যরচয়ৎ নবরন্ধ্রারসেন্দু শাকে।

২৮

[১] স্বস্তি সদ্বক্ কুস- [২] লকলাকলিতকলে- [৩] বয়নাগুণগ্রা- [৪] ম্যবিশ্রাম-ধামপ্রবল- [৫]প্রতাপানলতাপিত[৬]পর- [চু]ড়ামণিসে[দে] ধরশ্রীশ্রী- [৭] স্বর্গনারায়ণ-দেববসমস- [৮] মরবিজয়িন [৯] শ্রীশুলারিগোসাই [১০] নাথিদে গোসাই ॥ বড়-ফুক- [১] ন লায়স নিবাই ॥ বাম [১২] বাসি মা রুবি শরু ণ দারুণি [৩] লেঙ্গল ॥ সক ১৫৩৮

মন্তব্য—ইহা কি, বুঝিতে পারিলাম না। গেট সাহেবের রিপোর্টে ইহার উল্লেখ নাই।

শ্রীগণপতি সরকার

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

২২শে অগ্রহায়ণ ১৩২৫, ৮ই ডিসেম্বর ১৯১৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সভাপতি)

রায় শ্রীচুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব বি এ, মিঃ আর রহমন্ খান, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এ, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীবিশ্বেশ্বর সরকার, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীনাথচন্দ্র বিশ্বাস বি এল্, শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামকমল সিংহ। ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী ও শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক)।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল এম এস মহাশয়-লিখিত "পাহাড়ী জাতির মধ্যে অন্নোৎপাদনের উপায়" নামক প্রবন্ধ, ৫। শোক-প্রকাশ—(ক) কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস, (খ) অধ্যাপক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম্ এ (মীরাট), (গ) অধ্যাপক নিখিলনাথ মৈত্র এম্ এ (কলিকাতা), (ঘ) রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর (মেদিনীপুর), (ঙ) জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ (কাটোয়া), (চ) কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি (কলিকাতা), (ছ) রাধিকামোহন সেন এম্ এ, বি এল্ (বহরমপুর), (জ) রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা) এবং (ঝ) কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়গণের পরলোক-গমনে। ৬। বিবিধ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভার কার্য্যারম্ভ হইবার পূর্ব্বে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, দেশপূজ্য সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক-গমন অদ্য পরিষদের গত ১৭ই অগ্রহায়ণ তারিখের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নিম্নোক্ত মর্ম্মে চারিটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ১ম প্রস্তাবে মহাত্মার পরলোক-গমনে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি শোক-প্রকাশ করেন এবং সমিতির সমবেদনা-জ্ঞাপক পত্র তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে জ্ঞাপন করেন। ২য় প্রস্তাবে সমিতির সেই দিনকার সমস্ত কার্য্য মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ স্থগিত রাখা হয় ও পরিষদের কার্য্যালয় তৎপরদিন বন্ধ রাখা হয়। তৃতীয়

প্রস্তাব দ্বারা মৃত মহাত্মার জন্ত পরিষদের শোক প্রকাশার্থ সত্বরে পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং চতুর্থ প্রস্তাব অনুসারে, উক্ত প্রস্তাবগুলির প্রতিলিপি ৺বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। এবং এই সকল প্রস্তাব-সম্বলিত পরিষদের সমবেদন-জ্ঞাপক পত্র উক্ত দিবসের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুরের স্বাক্ষরে ৺গুরুদাস বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হয়। তদুত্তরে শ্রীযুক্ত হারাণ বাবু যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাও পঠিত হইল।

তৎপরে তৃতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল এবং তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হইয়া গৃহীত হইল।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপহারপ্রাপ্ত বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজি পুস্তক ও হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির উপহারদাতৃগণের নাম ও উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকাদির তালিকা পাঠ করিলেন। রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের সমর্থনে উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয়-লিখিত "পাহাড়ী জাতির মধ্যে অগ্ন্যুৎপাদনের উপায়" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ জানাইলেন এবং বলিলেন যে, বেদে উল্লেখ আছে যে, অরণি মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করা হইত। এই প্রবন্ধ হইতে সেই প্রথার অদ্যাপিও প্রচলন আছে জানা গেল।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় বলিলেন,—ডাক্তার সরসীলাল সরকার এখন চট্টগ্রাম পার্ব্বত্যপ্রদেশের সিভিল্ সার্জ্জন্। সেখানে পাহাড়িয়ারা কিরূপে অগ্নি উৎপাদন করে, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহার জন্ত আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার যে প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমি সমর্থন করিতেছি।

মানুষ যে কোন্ সময়ে প্রথম অগ্নি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব-কাল হইতেই সে প্রাকৃতিক উত্তাপ ও অগ্নির সহিত পরিচিত। সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বজ্রাগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা শিশু মানবের মনে বিস্ময় ও ভয় উৎপাদন করিত। আদি মানব এই সকল প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে দেবতার অধিষ্ঠান কল্পনা করিত।

প্রাচীন কালের মানুষের নিকট অগ্নি উৎপাদন এতই কঠিন ছিল যে, তাহারা অগ্নি স্থায়ি-

ভাবে সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিত। মিশর, গ্রীক্, রোম, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন কালের সমস্ত সভ্য দেশে অগ্নি-সংরক্ষণ ধর্ম্ম-সাধনের অঙ্গীভূত ছিল। পারসীকেরা যখন প্রথমে ভারতবর্ষে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, তখন তাঁহারা নিজ দেশ হইতে যে অগ্নি আনয়ন করিয়াছিলেন, আজিও তাহা তাঁহারা যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছেন। আমাদের বেদপন্থী সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরা চিরদিন অগ্নি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। কোরিয়া দেশে আজিও প্রতি গৃহে অগ্নি সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

প্রাচীন কালে সকল দেশেই অগ্নি দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। পারসীকেরা অগ্নির উপাসক। অগ্নি হিন্দুর একজন প্রধান দেবতা। হোমের প্রথম হবিঃ অগ্নির প্রাপ্য। অগ্নি সাক্ষী করিয়া হিন্দুর বিবাহ হইয়া থাকে।—অগ্নি-পরীক্ষা দ্বারা অপরাধী ব্যক্তির দোষ বা নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত হইয়া থাকে। রমণীকুল-শিরোমণি সীতা দেবীকেও ভাগ্যদোষে অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল।

সকল প্রাচীন জাতির মধ্যে প্রবাদ আছে যে, দেবলোক হইতে অগ্নিকে চুরি করিয়া মর্ত্ত্যে আনয়ন করা হইয়াছিল। গ্রীক পুরাণে বর্ণিত আছে যে, প্রমিথিয়স্ (Prometheus) প্রথমে সূর্য্যলোক হইতে পৃথিবীতে অগ্নি লুক্কায়িত ভাবে আনয়ন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাকে দেবতাদিগের হস্তে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। অনেক পণ্ডিতের মত এই যে, গ্রীক্‌গণ ভারতবর্ষ হইতে এই উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বৈদিক যুগে প্রাচীন ঋষিগণ অরণি মন্থন (কাঠে কাঠে ঘর্ষণ) করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন। "মন্থন" কথা হইতে "প্রমন্থন" এবং "প্রমন্থন" হইতে গ্রীকেরা "প্রমিথিয়স্" দেবতার নাম সৃজন করিয়াছেন।

ইলেক্ট্রিসিটি (Electricity) ব্যতীত আর যে-কোন প্রকারে অগ্নি উৎপাদন করা হউক না কেন, তাহা রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলমাত্র। যখন কাঠ, কয়লা, তেল, বাতি, গ্যাস্ প্রভৃতি যে-কোন পদার্থ দগ্ধ হইয়া অগ্নি উৎপন্ন হয়, তখন এই সকল পদার্থের মধ্যে যে অঙ্গার ও হাইড্রোজেন থাকে, তাহারা বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া দগ্ধ হইতে থাকে এবং এই রাসায়নিক সম্মিলনের ফলস্বরূপ উত্তাপ ও আলোক উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাপ ও আলোক দুইটি একই শক্তি, একই কারণে দুইটির উৎপত্তি। কারণের উগ্রতার প্রভেদে কখন একটি, কখন বা অপরটি উৎপন্ন হয়।

দেশালাই আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে পৃথিবীর সকল জাতিই ঘর্ষণ বা ঘাত-সাহায্যে অগ্নি উৎপাদন করিত। এখনও অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। লৌহ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে লোকে পাথরে পাথরে আঘাত অথবা শুষ্ক কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিত। লৌহের আবিষ্কারের পর চকমকি ও লৌহখণ্ড অগ্নি উৎপাদনের জন্য সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইত। ডাক্তার সরসী বাবু চট্টগ্রামের পাহাড়ী জাতির মধ্যে প্রচলিত যে প্রথার বিষয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন, তাহা ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদনের

একটি উপায়। বাঁশ খুব শক্ত, তাহার উপর খাঁজ কাটিয়া অপর এক খণ্ড বংশ সেই খাঁজের মধ্যে ক্রমাগত আগুপিছু চালাইলে ঘর্ষণহেতু এত অধিক উত্তাপ উৎপন্ন হয় যে, তৎসাহায্যে শুষ্ক বংশখণ্ড জ্বলিয়া উঠে। এই প্রবন্ধটি কৌতূহলপ্রদ ও উপাদেয় হইয়াছে। তজ্জন্য প্রবন্ধ-লেখক বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ।

তৎপরে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে এই প্রবন্ধের জন্য এবং শ্রীযুক্ত চুনী বাবুকে এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনার জন্য ধন্যবাদ জানাইলেন। তিনি বলিলেন যে, বেদে অরণি-মন্থনের উল্লেখ আছে—অরণি-মন্থন অর্থে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ। ব্রাহ্মণগণ অগ্নি রক্ষা করিতেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে গৃহস্থগণ বিবাহ-সময়ে যে অগ্নি স্থাপন করিতেন, তাহা জ্বালিয়া রাখিতেন এবং সেই অগ্নিতেই তাঁহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইত। সাগ্নিকগণও যাবজ্জীবন অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিতেন। ইহাই ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্যের কারণ।

তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্য-রূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। নির্ব্বাচিত সদস্যগণের মধ্যে অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় ১৭৯ জন সদস্য নিজে প্রস্তাব করিয়াছেন। এই জন্য ডাক্তার সাহেবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। (তালিকা পরে দ্রষ্টব্য)।

শোক-প্রকাশ—নিম্নোক্ত সাহিত্যসেবী ও পরিষদের সদস্যগণের পরলোক-গমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় শোক প্রকাশের প্রস্তাব করিলেন,—(ক) গোবিন্দচন্দ্র দাস, (খ) অধ্যাপক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম্ এ (মীরাট), (গ) অধ্যাপক নিখিলনাথ মৈত্র এম্ এ (কলিকাতা), (ঘ) রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর (মেদিনীপুর), (ঙ) জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ (কাটোয়া), (চ) কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি (কলিকাতা), (ছ) রাধিকামোহন সেন এম্ এ, বি এল্ (বহরমপুর), (জ) রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা); (ঝ) কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী (কলিকাতা)।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ৺কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় সম্বন্ধে জানাইলেন যে, স্বর্গীয় কবি চিরদিন দারিদ্র্যের মধ্যে কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্য অর্থ-সংগ্রহের নানা উপায় অবলম্বিত হইলেও নানা বাধায় সে সকল চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কবির "ও ভাই বঙ্গবাসী" ও "ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা" ইত্যাদি কবিতা দুইটি পাঠ করিয়া এবং কবির শেষ লেখা পত্র একখানি পাঠ করিয়া বক্তা তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ৺গোবিন্দ দাস বাঙ্গালা দেশের উচ্ছ্বাস বাঙ্গালা ভাষায়—খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতেন। তাঁহার স্বভাব অতি অমায়িক ছিল। তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার কবিতাগুলি বাঙ্গালার প্রাণের কবিতা—উহাতে সংস্কৃত কিম্বা ইংরাজির গন্ধ নাই। তাঁহার কবিতা সকলকে তিনি পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় স্বর্গীয় অধ্যাপক নিখিলনাথ মৈত্র এম্ এ মহাশয় সম্বন্ধে বলিলেন,—আমি যাঁহার স্মৃতির পূজা করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াছি, তিনি হয় ত সকলের নিকট তেমন পরিচিত ছিলেন না ; পরিচিত না হওয়াই তাঁহার চরিত্রের বিশেষ গুণ ছিল। অধ্যাপক নিখিলনাথ মৈত্র ভারতী দেবীর একজন মৌন সাধক ছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহারাও সকলে ভাল করিয়া জানিতেন না। যাঁহারা তাঁহাকে না জানিতেন, তিনি তাঁহাদের চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া বাণীর সেবা করিতেই ভালবাসিতেন। সেই সরল শিশুর মত মুখখানি দেখিয়া, সেই সদা হাস্যময় ভাব দেখিয়া অনুমান করা যাইত কি যে, তাহার অন্তরালে বহুভাষাবিৎ, বহু শাস্ত্রাভিজ্ঞ পাণ্ডিত্য যত্নে সঞ্চিত হইয়া আছে ? তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরেজি ভিন্ন আরও অনেকগুলি ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ফরাসী, লাটিন, জার্ম্মাণ, ইটালীয়, অষ্ট্রীয়, স্পানীয়, পারসী, উর্দ্দু, গুজরাটী, মারাঠী, উড়িয়া, তেলেগু, তামিল ও গ্রীক্ ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। আমার বোধ হয়, স্বর্গীয় হরিনাথ দের পরে এত বড় বহুভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের মধ্যে আর কেহ ছিলেন কি না, সন্দেহ। তিনি শুধু বহু ভাষাবিৎ বলিয়াই খ্যাতি লাভ করেন নাই, তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যও আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন-শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল। তিনি গণিত-বিদ্যায়ও কৃতবিদ্য ছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত গণিত-শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনা-সমিতি তাঁহারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক, বহু ভাষাবিৎ, গণিতজ্ঞ, প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি অতি অল্প বয়সে মারা গিয়াছেন। বিধাতা যদি তাঁহাকে পূর্ণ বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিবার অবকাশ দিতেন, তবে তাঁহার দ্বারা বঙ্গের কেন, ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল হইত, ইহাই আমার বিশ্বাস। তাঁহার বিদ্যত্তা পণ্ডিত-সমাজে উপেক্ষিত হয় নাই। তিনি হুগলী কলেজ হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজে আনীত হন, তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য। পরে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকতা পরিত্যাগ করেন—কেন, সে কথা নাই বলিলাম ;—যখন তিনি অন্যের আকাঙ্ক্ষিত সে পদ পরিত্যাগ করিলেন, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডাকিয়া লইল। কিন্তু তিনি সে পদও কিছু দিনের মধ্যে পরিত্যাগ করিলেন। পরে বারাণসীর হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করেন। সেই সম্মান লইয়াই তিনি চলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু এত পাণ্ডিত্যের গৌরব, সেই শিশুর ন্যায় শান্ত সরল হৃদয়ে একটুও অভিমানের মলিন রেখাপাত করিতে সমর্থ হয় নাই। এত বিনয়, এত উদারতা, এত আত্ম-বিস্মৃতি আমি খুব কমই দেখিয়াছি। সংসারে অনেক লোকের সহিত মিশিতে মিশিতে এমন দুই একজন লোক কদাচিৎ কখনও দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের নিকট আপনাকে বড়ই ক্ষুদ্র, বড়ই তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। নিখিল বাবু সেই রকমের একজন লোক ছিলেন ; তাঁহার সম্মুখে অবিনয় শান্ত হইয়া আসিত, অভিমান দূরে পলাইত, মস্তক অবনমিত হইত।

তাঁহার দানশীলতার কথা না বলিয়া আমার এই অতি সামান্য স্মৃতি-নিবেদন শেষ করিতে পারিতেছি না। তাঁহার বেশভূষা বিষয়ে অসাধারণ অমনোযোগিতা ছিল। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত না যে, তাঁহার প্রতি কমলার বিন্দুমাত্রও কৃপা আছে। তিনি বেশ-বিন্যাসে কিছু ব্যয় করিতেন না, কিন্তু যেখানে দরিদ্র, নিরাশ্রয় সাহিত্যসেবীর সন্ধান পাইতেন, সেখানেই মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেন। তিনি অনেক সাহিত্যসেবীকে মাসিক বৃত্তি দিয়াছেন, অনেককে অর্থ সাহায্য করিয়া বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, অনেকের পরিবার প্রতিপালন করিয়াছেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা এই দানের জন্য সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতেন। কিন্তু মৃত্যু পর্য্যন্ত নিখিল বাবু এই দানশীলতার দ্বারা সাহিত্যসেবী তথা সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দানের বিষয় অপর কেহই জানিত না। তিনি দানধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন—তাঁহার দান বিজ্ঞাপনের জন্য ছিল না, সত্য সত্যই সৎকার্য্যে অহঙ্কারশূন্য হইয়া অন্যের অজ্ঞাতসারে তিনি দান করিতেন।

তাঁহার জ্ঞান ও হৃদয়ের পরিচয় দেওয়া এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব এ উভয়কে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার ন্যায় সচ্চরিত্র, সাধু হৃদয়বান্ পুরুষ বেশী দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সংসর্গে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, সেরূপ সরল, উদার, মহান্ ভাবে অনুপ্রাণিত, স্বার্থ-সম্পর্কশূন্য, বালকোচিত প্রফুল্লতা আমাদের মধ্যে অতি বিরল। তাঁহার পুণ্য-চরিত্র স্মরণ করিয়া আজ তাঁহার জন্য সাহিত্য-সেবকদিগের যে শ্রদ্ধাপূর্ণ সংকল্প, সেই সংকল্প আপনাদের সমক্ষে আমার ক্ষুদ্র শক্তির মত ভাষায় উপস্থাপিত করিলাম।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বলিলেন যে, ৺নিখিল বাবুর সম্বন্ধে যাহা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু বলিলেন, তদ্ব্যতীত তিনি একজন উৎকৃষ্ট দাবা খেলোয়াড় ছিলেন—দাবা খেলা শিখিবার জন্য তিনি রুষীয় ভাষা আয়ত্ত করেন। তিনি একজন champion player ছিলেন। তিনি সঙ্গীত-শাস্ত্রেও বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে বলেন যে, লোকটা এল—কাজ খুঁজে পেল না। তিনি জীবিত থাকিলে দেশের অনেক কাজ করিয়া যাইতে পারিতেন। বাঙ্গালোরে, মহীশূরে ও কলিকাতার রিপণ কলেজেও তিনি অধ্যাপকের পদ লইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, ৺মৈত্র মহাশয় অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় চিত্রবিদ্যার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি সাধারণের সহিত বাক্যালাপকালে অত্যন্ত হাসিয়ার হইয়া কথা বলিতেন। তাঁহার হৃদয় হিমালয়ের ন্যায় মহৎ ছিল।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, তিনি দাবা খেলা সংশ্রবে তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি Chess Associationএর স্থাপয়িতা ছিলেন। এই সভার জন্য তিনি ৭।৮ শত টাকার নানা ভাষার পুস্তক নানা দেশ হইতে আনাইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, তিনি নানা সৎকর্ম্মের ন্যায় বিবিধ ধর্ম্ম-

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

২৮শে পৌষ ১৩২৫, ১২ই জানুয়ারী ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, শ্রীরেবতীমোহন সেন, শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীউমেশচন্দ্র রায়, শ্রীবিজয়কুমার বসু, শ্রীকালীকৃষ্ণ ভাদুড়ী, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীসতীন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীতারকনাথ রায়, শ্রীকালীকৃষ্ণ রায়, শ্রীশিশুপদ দাস, এস, কে, চাটার্জ্জি, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম্ এ, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীতারকদাস ঘোষ, শ্রীনিখিলপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীমণিমাধব দে, শ্রীপঞ্চানন পাল, শ্রীবৈদ্যনাথ কর, শ্রীবিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীজিতেন্দ্রনথ রায় চৌধুরী, শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র কুণ্ডু, শ্রীনগেন্দ্রনাথ পাল, শ্রীশচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, এস্, এম্, চাটার্জ্জি, সি, সি, বানার্জ্জি, শ্রীরমেন্দ্রনাথ মিত্র, এ, সি, নাগ।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী
কিরণচন্দ্র দত্ত } সহকারী সম্পাদকদ্বয়।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত "আলোচনা", (খ) মুন্‌শী নজির আহমদ সাহেব-লিখিত মৌলবী মহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের "বাঙ্গালা শব্দকোষ আলোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য" এবং (গ) পণ্ডিত শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা", ৫। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত ৪র্থ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

২। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, বর্ত্তমান অধিবেশনে নূতন সদস্যরূপে কাহারও নাম প্রস্তাবিত হয় নাই।

৩। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক-সকলের নাম এবং উপহারদাতৃগণের নাম পাঠ করিয়া, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল। (পুস্তকের তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

৪। (ক) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত "আলোচনা" নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ-লেখক এই প্রবন্ধে পরিষৎ হইতে প্রকাশিত "প্রাচীন পুথির বিবরণ" গ্রন্থের ছয়খানি পুথির বিবরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধ-পাঠান্তে বসন্তবাবু বলিলেন,—প্রাচীন পুথি সম্বন্ধে অনেকেই বড় একটা আলোচনা করেন না। প্রাচীন পুথির কথা দূরে থাক, প্রবন্ধ-লেখক তাহার বিবরণ লইয়া যে এতটা মাথা ঘামাইয়াছেন এবং এই আলোচনাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

(খ) তৎপরে মুনশী নজীর আহ্‌মদ মহাশয়ের লিখিত "আলোচনা" প্রবন্ধটিও শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় পাঠ করিলেন। মৌলবী মহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়, পরিষৎ-পত্রিকায় "বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধোক্ত 'আউল' এবং 'আনাড়ী' শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নজীর আহ্‌মদ মহাশয়, শহীদুল্লাহ্ মহাশয়ের সহিত একমত হইতে না পারিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধ-পাঠান্তে বসন্তবাবু বলিলেন,—কোনও একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রধান সহায়—যুক্তি ও প্রমাণ, ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনেও এ কথা ভুলিলে চলিবে না। Indo European ভাষাসমূহে অনেক শব্দের রূপ প্রায় এক। প্রাকৃত-সম্ভব ভাষাসকলের মধ্যেও শব্দগত সাদৃশ্য বিলক্ষণ; আর তাহাই স্বাভাবিক। সেই জন্য কোন দুই ভাষার মধ্যে কেবল শব্দ-সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া কোন একটি ভাষার শব্দবিশেষকে অপরটি হইতে গৃহীত বা জাত বলা যুক্তির বিরোধী। আকুলার্থক "আউল" শব্দ প্রাকৃতে বহুল প্রচলিত। বাঙ্গালা ভাষাও প্রাকৃত-সম্ভব। এ স্থলে উহাকে আরবী শব্দ বা ধাতু হইতে উদ্ভূত বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়ও মূল প্রবন্ধের ফুট নোটে শব্দটি প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। 'আনাড়ী' শব্দটিও আরবী হইতে আসিয়াছে মনে হয় না। প্রাকৃত 'অণ্ণাণী' হইতে বাঙ্গালা 'আনাড়ী' হওয়াই অধিক সম্ভব। মারাঠীতে "অড়াণী" শব্দ প্রচলিত—অর্থ অজ্ঞানী। বাঙ্গালী আনাড়ী ও মারাঠী 'অড়াণী' শব্দের মূল অভিন্ন বোধ হয়। কাজেই এ বিষয়ে প্রবন্ধলেখকের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। তবে আরবী পার্সীর বহু শব্দ যে বাঙ্গালায় প্রবিষ্ট হইয়াছে, ইহা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। যাহা হউক, এইরূপ আলোচনার জন্য প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় সর্ব্বথা ধন্যবাদার্হ।

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—বর্ত্তমান প্রবন্ধটি অতি সংক্ষিপ্ত এবং পাঁচটি ফার্সী অক্ষরে লেখা শব্দ প্রবন্ধকার ইহার মধ্যে দিয়াছেন। বসন্ত বাবু এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আনাড়ী শব্দ আরবী হইতে আসিয়াছে বলিয়া আমারও মনে হয় না। 'আউল' শব্দ সম্বন্ধেও আমার সন্দেহ আছে। নজীর আহমদ মহাশয় যে সব কারণ

পিতার কথা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা নিতান্ত প্রয়োজন। পল্লীগ্রামের ডাক্তারদিগের মধ্যে প্রায় প্রতি শতকরা ৯৯ জন তাঁহার মেটিরিয়া মেডিকা পড়িয়া ডাক্তার হইয়াছিল। পরিষৎ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় ডাক্তারী শিক্ষা প্রচলন করিবার জন্য গবর্মেণ্টের সহিত যে সকল পত্র-ব্যবহার হইতেছে—তাহা স্বর্গীয় ডাক্তার করেরই প্রস্তাবমত হইতেছে। বঙ্গেশ্বর উডবার্ণ বেলগেছের মেডিক্যাল স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করেন। সে সময় ডাক্তার কর যে সব কথা বলিয়াছিলেন, তাহা উডবার্ণ সাহেব গ্রাহ্য করিয়াছিলেন। তিনি একজন নিষ্কাম সাধক ছিলেন—সেরূপ এখন আর একজনও দেখা যায় না। তিনি কাজ চাহিতেন, নাম চাহিতেন না। বেলগেছিয়া মেডিক্যাল কলেজ তাঁহার অমর-কীর্ত্তি। আমি আগামী কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে, ডাক্তার করের জন্য একটি বিশেষ শোক-সভার প্রস্তাব উপস্থিত করিব এবং আমার আশা আছে যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবেন না।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—পরিষৎ, ডাক্তার করের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। তিনি তাঁহার স্বর্গীয় পিতার একখানি তৈল-চিত্র ও তাঁহার রচিত সমস্ত পুস্তক পরিষৎকে উপহার দিয়া গিয়াছেন। আমিও তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। আমি ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালায় প্রাক্‌টিকাল কেমিষ্ট্রী লিখি—তাঁহারই প্ররোচনায় ও উৎসাহে ঐ বই লিখিয়াছিলাম। তৎপূর্ব্বে বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে বই লিখিবার চেষ্টা খুব কমই ছিল। তাঁহার সৌজন্যে, উৎসাহে ও যত্নে আমি "ফলিত রসায়ন"ও লিখিয়াছিলাম।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়, উদীয়মান সাহিত্যিক অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরলোক-গমনের বিষয় বিজ্ঞাপিত করেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি সনাতন ধর্ম্ম-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। উক্ত স্কুলটি সংপ্রতি এফিলিয়েটেড্ (affiliated) হইয়াছে। স্কুলের প্রথমাবস্থায় যে সকল দুরবস্থা ছিল, সেগুলির সংস্কার করিয়া তিনি স্কুলটিকে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তিনি বোলপুরে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ছিলেন। তিনি আমেরিকা গিয়াছিলেন এবং তথাকার সভ্যতা সম্বন্ধে পুস্তক লিখিবেন বলিয়াছিলেন। অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সাময়িক রাজনৈতিক বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়েও তিনি সুন্দর লিখিতে পারিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গভাষার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুনীলাল বসু
সভাপতি।

প্রস্তাবিত সদস্য—

প্রস্তাবক—শ্রীদামোদর চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, প্রস্তাবিত সদস্য—শ্রীসতীশচন্দ্র দে এম্ এ, আন্দুল রাজ, আন্দুল মৌরী, পোঃ হাওড়া। কুমার শ্রীসুরথনাথ মিত্র, ঐ, ঐ। শ্রীনলিনবিহারী কুণ্ডু চৌধুরী, জমীদার, ঐ। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, ৭২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল, সন্দীপ, নোয়াখালী। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীযুক্ত রঙ্গনাথ দেব গোস্বামী, পুরী। প্রস্তাবক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীসুরেশচন্দ্র বাকচি। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, বি এল্, উকীল, কুষ্টীয়া, (নদীয়া)।

উপহৃত পুস্তক-তালিকা—

Secretary, The Bengal Publicity Board (1) War Pamphlets No. 1 (2) Do. No. 2 (3) Do. No. 6 (4) Do. No. 9 (5) Do. No. 10 (6) August the Fourth (1918) (7) Blood and Treasure (8) The Montagu Chelmsford Proposals for Indian Constitutional Reform 1918 (9) The Charactor of the British Empire (10) Comrades in Arms (11) War Lecture's Hand Book (12) Sketch Map of Eastern Russia and Western Siberia Derector, Geological Survey of India (13) Records to the Geological Survey of India Vol. XLLX, Part II, 1918. Officer in Charge, Bengal Secretariat Book Depot. (14) Report on Inland Emigration, for the year ending 30th June 1918. Secretary, Smithsonian Institution (15) Teton Sioux Music. শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে মজুমদার—(16) America Through Hindu Eyes,

শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, (১) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মিলনীর ৩য় অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ (চট্টগ্রাম)। সম্পাদক, জ্ঞানমণ্ডল, (২) বিহারীকী সতসঈ। সেক্রেটারী, বেঙ্গল পাবলিসিটি বোর্ড, (৩) ৪ঠা আগষ্ট, (৪) কথোপকথন।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত সদস্যগণের নামতালিকা পাঠ করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহারা সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। শ্রী[illegible] গণে[illegible]যুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয়, উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির নাম এবং উপহারদাতৃগণের নাম পাঠ করিলে, সভাপতি মহাশয় উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

৪। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সমালোচনা" নামক প্রবন্ধের সারাংশ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, সমগ্র প্রবন্ধ পাঠ না করিলে প্রবন্ধের বিস্তৃত সমালোচনা করা অসম্ভব। প্রবন্ধ ২৫শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে—২।৩ দিন মধ্যেই সকলে দেখিতে পাইবেন। প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু যে সকল আপত্তি করিয়াছেন, তাহার উত্তরও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় লিখিয়াছেন এবং এই উত্তরও উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। প্রবন্ধ-লেখক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার ও উচ্চারণ প্রভৃতির যে খুটি-নাটির আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে হইলে প্রবন্ধটি আগাগোড়া পড়া উচিত।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রবন্ধে সমস্ত কথাই বলিয়াছেন, অদ্যকার সভায় তাঁহার আর বলিবার কিছুই নাই।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্পাদন করিয়া এবং সাহিত্য-পরিষৎ এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় এই শ্রেণীর প্রয়োজনীয় গ্রন্থ অতি অল্পই আছে। বসন্ত বাবু শব্দের ইতিহাস-সঙ্কলনে অসাধারণ গবেষণা ও পরিশ্রম করিয়াছেন। সেই জন্য এই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন একখানি অমূল্য গ্রন্থরূপে পরিগণিত। শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুও এই বিভাগে কাজ করিতেছেন। গুণীর গুণ গুণবান্‌ই বুঝেন—এই জন্যই তিনি উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন।

৫। শোক-প্রকাশ—সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—স্বর্গীয় ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়কে সকলেই জানেন। তিনি দেশের জন্য এমন একটা ভাল কাজ করিয়া গিয়াছেন, যাহা এক সময়ে কোনরূপে সম্ভব বলিয়া বোধ হয় নাই—তিনি তাঁহার একার চেষ্টাতেই তাহা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা তাঁহারই প্রাণপাত চেষ্টার সুফল। কলিকাতা নগরীতে ৩০।৩২ বৎসর পূর্ব্বে ২।৩ জন ছাত্র লইয়া ডাক্তার কর একটি মেডিক্যাল স্কুলের সূচনা করেন। তখন

সেই স্কুলে বাঙ্গালা ভাষায় ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। আমি তথায় রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতাম। সেই স্কুল সম্প্রতি বঙ্গদেশে একটি দ্বিতীয় কলেজে পরিণত হইয়াছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া গৃহীত (affiliated) হইয়াছে—এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেশের সাধারণের ডাক্তারী শিক্ষার পথ [redacted] হইয়াছে। তিনি উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ডাক্তার [redacted] কর বঙ্গদেশে ও বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি ডাক্তারী চিকিৎসা-শাস্ত্রের [redacted]-বিদ্যার এক অমূল্য গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বই পড়িয়া অনেকে ডাক্তার হইয়াছেন। ইংরাজী পাঠ্য-পুস্তকে যে সকল তত্ত্ব সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত আছে, তিনি সেই সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার কর সেই বাঙ্গালা 'মেটিরিয়া মেডিকা'র বহু সংস্করণ করিয়া, তন্মধ্যে নূতন চিকিৎসা-তত্ত্বসমূহ সন্নিবেশিত করিয়া, পুস্তকখানিকে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াছেন। প্রেস্‌ক্রপশন্-বুক, খাদ্য সম্বন্ধে পুস্তক, রোগি-পরিচর্য্যা ও 'মেডিসিন' সম্বন্ধে ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের নিজের বই আছে। প্রত্যেক পুস্তকেই তিনি নবাবিষ্কৃত সমস্ত তত্ত্বই সন্নিবেশিত করিয়াছেন। চিকিৎসা-শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলন করিবার জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। আমি তাঁহার নিকট হইতেই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় পুস্তক ছাপাইবার উৎসাহ ও উপদেশ পাইয়াছিলাম। ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশের একজন প্রকৃত কর্ম্মীর অভাব হইয়াছে। তাঁহার সৎকর্ম্মে নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও নিঃস্বার্থ কর্ম্ম দেশের লোকের পক্ষে অনুকরণীয়। আমি তাঁহার জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিকট পরিষদের সমবেদনা-সূচক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব করিতেছি।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, ডাক্তার কর মহাশয়ের কীর্ত্তি-কলাপ সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার তিনি অনুমোদন করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—আমি ডাক্তার কর মহাশয় সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলে নিজের দিক্ হইতে পাপগ্রস্ত হইব। তিনি আমার গুরু ছিলেন। আমি তাঁহার কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুলের একজন ছাত্র ছিলাম। প্রথমে উক্ত স্কুল বহুবাজার ষ্ট্রীটে ছিল; তথা হইতে বিবিরবাগান ট্রাম ডিপোর কম্পাউণ্ড যেখানে আছে, সেখানে উঠিয়া আসে। প্রথমে তিনটি ক্লাস ছিল। তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পরিশ্রম করিতেন—ছাত্রগণকে জাতিধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সন্তানের ন্যায় দেখিতেন। বাড়ীতে নিজ ধর্ম্ম পালন করিতেন—বাহিরে মানুষের মত ব্যবহার করিতেন। তিনি সদা প্রফুল্ল ছিলেন। অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ও আমার গুরু। ডাক্তার করের নিকট নোট লিখিয়া পড়িবার আবশ্যক হইত না—তাঁহার লেক্‌চার শুনিয়াই পড়ার কাজ হইত। তাঁহার

সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানকে সাহায্য করিতেন। বিবেকানন্দ সোসাইটীর তিনি Life Member ছিলেন। নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উদ্দেশে দানে তিনি নিজ নাম প্রকাশ করিতেন না। নাম না দিয়া তিনি পুণ্যকাজ করিতেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তিনি ৺নিখিল বাবুর সম্পর্কে দুই বার আসিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ষ্টেট স্কলারশিপের প্রার্থী হইয়া বিলাত যাইবার প্রস্তাব তাঁহার নিকট উপস্থিত করেন। তিনি সংস্কৃত কি পড়িয়াছেন, জানিতে চাহিলে, তিনি যে সকল গ্রন্থের নাম করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহার স্কলারশিপের ব্যবস্থা করিয়া দেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন কারণে তাঁহার বিলাত যাওয়া ঘটে নাই। পুনরায় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যাইতে পারেন কি না, তাহার জন্য তাঁহার নিকট একবার আসেন। কিছু দিন পরে জানিতে পারা গেল যে, উক্ত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার স্বর্গীয় পিতা ৺উপেন্দ্রচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ও উচ্চ অঙ্কের গ্রাজুয়েট ছিলেন। ৺নিখিলবাবু অত্যন্ত ধীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার মৃত্যুতে মর্ম্মাহত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জানাইলেন যে, মৃত্যুকালে ৺নিখিলবাবুর বয়স ৩২ বৎসর পূর্ণ হয় নাই।

তৎপরে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে স্থির হইল যে, ৺নিখিলবাবুর পরিবারবর্গের নিকট তাঁহার পরলোকগমনে পরিষদের সমবেদনা-জ্ঞাপক পত্র লেখা হউক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ৺রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুরের সম্বন্ধে বলিলেন যে, তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন; ইংরাজি জানিতেন না। তাঁহার এক লক্ষ টাকা আয় ছিল। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ উড়িষ্যার রাজার মৃত্যু হইলে অন্য ব্যক্তি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজপদ গ্রহণ করিতেন বলিয়া তাঁহাদের প্রহরাজ উপাধি হয়। তিনি একজন জমিদার ছিলেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি টোল করিয়া নিজে বেদান্ত ও কাব্য শিক্ষা দিতেন। তিনি একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। মণ্টেগু স্কীম সম্বন্ধে Orthodox Communityএর পক্ষ হইতে তিনি সাক্ষ্য দেন। তিনি বহু সাহিত্য-সেবীকে সাহায্য করিতেন। গবর্মেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দিয়াছিলেন।

জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের মৃত্যুতে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ৺জ্যোতিঃপ্রসাদ বাবুর দুই পা ছিল না—তাহা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত উদ্যোগী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কাটোয়ার 'প্রসূন' সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকতা করিতেন এবং স্থানীয় বহু কার্য্যে উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। পরিষদের কাশীরাম দাসের স্মৃতি-রক্ষা-সমিতির তিনিই অন্যতম প্রবর্ত্তক ছিলেন। তিনিই উদ্যোগী হইয়া স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণ জন্য প্রায় এক লক্ষ ইষ্টক প্রস্তুত করাইয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তিনি স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্য দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় বলিলেন যে, ৺দুর্গা-নারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় তিন বৎসরকাল পরিষদের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি সেই সময় তাঁহার সহিত এক সঙ্গে কাজ করিয়াছিলেন। শেষকালে তিনি উন্মাদের মত হইয়া পড়ায় পরিষদের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। নিজ চিকিৎসা ব্যবসায় ব্যতীত পরিষদের জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করিতেন। এত পরিশ্রমই তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গের প্রধান কারণ। তিনি পরিষৎপত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদে অস্থিবিদ্যা সম্বন্ধে স্যাসন্যাল কলেজে—পরিষদের এক অধিবেশনে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। পত্রিকায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরে হর্ণেল সাহেব Hindu Osteology সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন। ৺দুর্গানারায়ণ বাবুর প্রবন্ধের সহিত এই প্রবন্ধের কোন প্রকার প্রভেদ নাই। অতঃপর তিনি ৺দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের একখানি প্রতিকৃতি পরিষৎ-মন্দিরে স্থাপন জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, ৺দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ই প্রথম পরিষদের অধিবেশনে Scientific Experiment দ্বারা প্রবন্ধোক্ত বিষয় বুঝাইয়া দেন। 'ছোট চান্দর' প্রবন্ধ এইরূপ Experiment দ্বারা বুঝাইয়াছিলেন। তিনি পরিষদের আয়-ব্যয়-বিভাগের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াও চারি দিকে নজর রাখিতেন। তিনি কথাবার্ত্তায় ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করিতেন না। প্রথম সাহিত্য-সম্মিলনে—কাসিমবাজারে যাইবার পথে ট্রেণে প্রতিনিধিগণের নিকট হইতে বাক্যের সহিত ইংরাজি কথা বলায় কিছু পয়সা জরিমানা আদায় করিয়াছিলেন। প্রাচীন পুথির প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। পরিষৎকে অনেক গ্রন্থ তিনি দান করিয়াছিলেন। তিনি গরীব রোগীকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিতেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদে ৺দুর্গানারায়ণ বাবুর সঙ্গে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার সহিত তিনি বহু দিন একযোগে পরিষদে কাজ করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী এবং হিসাব সম্বন্ধে খুব কড়া লোক ছিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন যে, ৺রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজন নাট্যকার ছিলেন। চরিত্র-চিত্রণে তিনি নিপুণ ছিলেন। ইংরাজি মূল গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় নাটক লিখিতেন—কিন্তু তাঁহার নাটকে ইংরাজি ভাব প্রকাশ হয় নাই—বাঙ্গালার ভাবেই নাটক লিখিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত বহরমপুরের গবর্ণমেণ্ট উকীল ৺রাধিকামোহন সেন এম এ, বি এল, মীরাট কলেজের অধ্যাপক ৺হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম এ ও পরিষদের প্রাচীন সদস্য কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কিছু কিছু বিবরণ দিলেন।

প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমি সমর্থন করি। গুরুদাস বাবু একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। তাঁহার সহিত আমার গত ২২ বৎসরের পরিচয়। তিনি যে আজ নাই, ইহা আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। অন্য ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না; সেই জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন। তাঁহার বিনয় অসাধারণ ছিল এবং সাহিত্য-পরিষদের তিনি অনেক উপকার করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। আমি উক্ত প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছি।

এই সময় সভাপতি মহাশয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারক, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রীযুক্ত এইচ্ অনাগরিক ধর্ম্মপাল মহাশয়কে কিছু বলিতে বলায়, তিনি বলিলেন যে, আমি বাঙ্গালা ভাষায় কিছু বলিতে অক্ষম; তজ্জন্য দুঃখিত। পরে ইংরাজী ভাষায় দুএক কথায় যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই,—আমি পরলোকগত মহাত্মাকে কোন ইংরাজি গৌরবে ভূষিত আখ্যা দিয়া সম্ভাষণ করিতে চাই না, তাঁহাকে আমি 'ব্রাহ্মণ গুরুদাস' বলিয়া সম্ভাষণ করিতে চাই। তিনি যে একজন আদর্শ ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সম্মান। তাঁহার উদার ব্রাহ্মণত্বের ভাবে তিনি সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়া আদর্শ মনুষ্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্যে আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় বলিলেন,—আমরা আজ যে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের স্মৃতির পূজার জন্য উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহার তুলনা বাঙ্গলায় বিরল। আমাদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় তিনি যে সব উপদেশ দিতেন, তাহা অমূল্য। সেই ঋষির হৃদয় দেশের চিন্তায় কিরূপ স্পন্দিত হইত, তাহা তাঁহার লিখিত বহু পত্রাবলী হইতে জানা যায়। তিনি দেশের নেতা ছিলেন। তিনি অমরধামে গিয়াছেন—বিশ্বজননী তাঁহার আত্মাকে শান্তি দান করুন।

অতঃপর ডাঃ আবদুস গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে অনেক কথা আপনারা শুনিয়াছেন; আমি আর বিশেষ কি বলিব। ১৯০৫ সালের শেষে তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তখন হইতেই জানি, তিনি একজন আদর্শ বাঙ্গালী। ভগবান্ বাঙ্গলা দেশের গুরুদাসকে নিয়াছেন, আবার বোধ হয়, অন্য দেশের গুরুদাস গড়িতেছেন। এই সময়ে তিনি একটি ফারসী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া গুরুদাস বাবুর জীবনের আদর্শের পরিচয় দিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—গুরুদাস বাবু খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন, ব্রাহ্মণের আদর্শ ছিলেন, ব্রাহ্মণের যেরূপ সত্ত্বগুণ প্রধান হওয়া উচিত, তিনি সেইরূপ ছিলেন। তাঁহার প্রতিকৃতি রাখিবার কথা হইয়াছে। যদি হয়, তবে হাইকোর্টের পোষাকে নহে, খাঁটি ব্রাহ্মণের পোষাক-পরা প্রতিকৃতি পরিষদে রাখা উচিত।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আমার আর কিছু বলিবার নাই। ৫০ বৎসর ধরিয়া

সার গুরুদাসকে দেখিয়া আসিতেছি। তিনি সব স্মৃতিসভাতেই যাইতেন। আজ পঞ্চাশ বৎসর পরে তিনি নাই। তাঁহার বিয়োগে এই সভায় আমরা আজ তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি ৩য় প্রস্তাবটি পাঠ করিলেন এবং সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উহা গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশ্রীনাথ সেন
সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

২১শে পৌষ ১৩২৫, ৫ই জানুয়ারী ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীরামহরি ভড় বি এল্, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীসরলকুমার বসু, শ্রীশ্যামাচরণ পাল, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীপান্নালাল মল্লিক, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পাল, শ্রীপ্রমথনাথ শীল, শ্রীহরিপদ ঘোষ, শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার, শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীঅনন্তকুমার তলাপাত্র, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীসূর্য্যকুমার পাল, শ্রীভোলানাথ কোঁচ, শ্রীশশীন্দ্রসেবক নন্দী। ডাঃ শ্রীআবদুল গফুর সিদ্দিকী (সহকারী সম্পাদক)।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সমালোচনা" নামক প্রবন্ধ, ৫। শোক-প্রকাশ—ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের পরলোকগমনে, ৬। বিবিধ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় গত

শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া শোক-প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব করিলে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুনীলাল বসু
সভাপতি।

পরিশিষ্ট—উপহৃত পুস্তক তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১ মোহিনী বিদ্যা। শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু ২ জানবিবি। শ্রীরামেশ্বর দে ৩ পূর্ণযোগ। শ্রীহৃষীকেশ দত্ত ৪ পিতৃবিলাপ কাব্য ও বিবিধ কবিতা। ৫ সত্যপথ বা সত্যনারায়ণের ব্রতকথা। শ্রীআশুতোষ চৌধুরী ৬ উগ্রক্ষত্রিয়-পরিচয়। শ্রীস্বামী যোগবিমল ৭ ঠাকুরের কথা। শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা ৮ শোণিতাঞ্জলি। সেখ হবিবর রহমান মণ্ডল ৯ কনোজকুমারী। শ্রীশশিভূষণ বসু ১০ ভক্ত-চরিতমালা। Agricultural Adviser Government of India ১১ মৌমাছি-পালন। Officer-in-charge, Bengel Sect Book Depot. ১২ ভারত-পরিদর্শন। শ্রীগম্ভীরধ্বজ সাহা ১৩ চন্দ্রশেখর উপন্যাস। ১৪ ভারতীয় শাসন প্রবন্ধ সম্বন্ধীয় সুধারোকা আবেদন-পত্র।

Secretary, Smithsonian Institution :—(1) Meliaceae Centrali-Americanae Et Panamenses. (2) Descriptions of Two New Birds From Haiti. (3) Recent Discoveries Attributed to Early Man in America. Officer-in-Charge, Bengal Secretariat, Book Depot. (4) Supplement of the Progress of Education in Bengel 1912-13, to 1916 17. (5) Report on Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies, 1917. (6) Triennial Report on the Lunatic Asylums in Bengal, for the years 1915, 1916 and 1917. (7) Annual Report of the Royal Botanic Garden and the Gardens in Calcutta and of the Lloyd Botanic Garden, Darjeeling, for 1917-18. (8) Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs for the year 1917. (9) Administration Report on the Jails of the Bengal Presidency for the year 1917. (10) Report on the Working of Hospitals and Dispensaries under the Government of Bengal for the year 1917. (11) Report on the Third Wage Census of Bengal taken in December, 1916. Officer-in-Charge, Bengal Secretariat Book Depot. (12) Statistical Returns with a Brief Note of the Registration Department in Bengal, 1917. (13) Fifty-sixth Annual Report of the Govt. Cinchona Plantation and Factory in Bengal for the year 1617-18.

(14) Report on Sanitation in Bengal for the year 1917. (15) Annual Statistical Returns and Short Notes on Vaccinations in Bengal for the year 1917–18. (16) Report on Police Administration in the Bengal Presidency, 1917. (17) Report on the Administration of the Salt-Department in Bengal, during the year 1917–18. (18) Bengal District Gazetteers—Malda, 1818. (19) Bengal Gazetteer—Backerganj, 1918. (20) Report of the Agricultural Depot. Bengal, 1917–18. Chief Inspector of Explosives in India. (21) Nineteenth Annual Report of the Chief Inspector of Explosives in India Being the Annual Report for the year ending 31st March 1918. Director, Geological Survey of India. (22) A Bibliography of Indian Geology and Physical Geography with an Annotated Index of Minerals of Economic Value. Director, Geological Survey of India. (23) Record of the Geological Survey of India, vol. XLIX, Part I, 1918. Supdt. Govt. Press, Madras. (24) Annual Report of the Archæological Department, Southern Circle, Madras, for the year 1917-18. Under Secy. to the Govt. of Bengal, Appointment Dept. (25) Report of Indian Constitutional Reforms (2 Copies). Director General of Observatries. (26) Report on the Administration of the Meteorological Department of Govt. of India in 1917-18. Registrar, Calcutta University. (27) Calcutta University Minutes, Part VIII. 1916. (28) Do. Part I 1917. রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর (29) The Milk Supply of Calcutta, Its Hygenic, Commercial and Social Aspects, (30) Some Practical Hints to Improve the Dietary of the Bengalis. Supdt. Archæological Survey of India, Frontier Circle. (31) Annual Report of the Archæological Survey of India, Frontier Circle 1917-18. Curator, Govt. Book Depot. Burma. (32) Report of the Superintendent, Archæological Survey, Burma, for the year ending 31st March 1918. Supdt. Govt. Press, Madras. (33) A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras. Supdt. Govt. Press, Allahabad. (34) List of Sanskrit and Hindi Manuscripts Purchased by order of Govt. and Deposited in the Sanskrit College, Benares, during the year 1916-17. Director General of Archæology in India. (35) Annual Report of the Archæological Survey of India, 1915-16. Supdt. Govt. Printing India. (36) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, April 1918. (37) Do—Do May, 1918. (38) Do—Do June, 1918. (39) Statistical Tables showing for each of the years 1901-02. to 1916-17 the Estimated Value of the Imports & Exports of India at the Prices Prevailing in 1899-1900 to 1901-02 with an Introductory Memorandum. Supdt. Govt. Printing, India. (40) Proceedings of the All India Conference of Librarians,

held at Lahore, 4th, 8th January 1918. (41) Patent Office Journal April to June 1918. (42) A Guide to Taxila. (43) Report of the Chief Inspector of Mines in India for the year ending 31st December 1917. (44) The Astronomical Observatries of Jai Singh. (45) Patent Office Journal, July to September 1918. (46) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, July 1918. Secy. Indian Science Association. (47) Copper in Ancient India. Supdt. Govt. Press Madras. (48) Sanskrit Manuscripts in the Govt Oriental Manuscripts Library, Madras vol. XXIX, 1918. (49) Do. vol. XXIII, 1918. (50) Annual Report on Epigraphy for 1917-18. Manager, Govt. Monotype Press, Simla. (51) Annual Return of Statistics Relating to Forest Administration in British India for the year 1916-17. শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (52) Report of the Vivekananda Society for the year 1917.

উপহৃত পুথির তালিকা—

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ১ গীতগোবিন্দ, ২ কেশবমঙ্গল, ৩ বৈষ্ণব-বিধান, ৪ প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, ৫ রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড, ৬ মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৭ ঐ, শান্তি-পর্ব্ব, ৮ কালিকাপুরাণ, ৯ কামাখ্যাতন্ত্র, ১০ কুলার্ণবতন্ত্র, ১১ আচার-চিন্তামণি, ১২ উগ্রতারা-সহস্রনাম, ১৩ প্রশ্নবিনোদ, ১৪ জ্যোতিষসার, ১৫ সংস্কৃতস্যমুক্তাবলী, ১৬ সময়প্রদীপ, ১৭ জাতদীপক, ১৮ চৈতন্য-চন্দ্রামৃত, ১৯ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু, ২০ পদ্মপুরাণ, ২১ গুরুগীতা। শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়—২২ আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসা।

প্রস্তাবিত সদস্য-তালিকা—

প্রস্তাবক—শ্রীগোপালদাস চৌধুরী, সমর্থক—ডাঃ শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী, সদস্য—শ্রীশ্রীমন্ত সরকার, বি এ, বি টি, জামালপুর, মৈমনসিংহ। প্রঃ—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—রেভারেণ্ড জি, সেন্‌জেলিন, ৫২ ট্যাংরা রোড। প্রঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীহৃষীকেশ দত্ত, আড়ংপাড়া, সাগরদাঁড়ি পোঃ, যশোহর। প্রঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ ঘোষ, ৩৫।১ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, ৩৫।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীশরচ্চন্দ্র ভাদুড়ী, ১৮ গড়পাড় রোড। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র বি এ, এটর্ণী, ২৩ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীনলিনচন্দ্র দাস সরকার, ১০এ নলিন সরকার ষ্ট্রীট। প্রঃ—ডাঃ শ্রীআবদুল গফুর সিদ্দিকী, সঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীআশুতোষ রায়, উকীল, বর্দ্ধমান। শ্রীযামিনীকুমার খাস্তগীর, ঐ। শ্রীরাজবল্লভ মুখোপাধ্যায় ঐ। শ্রীসারদাপ্রসাদ উকীল, ঐ। শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরজনীকান্ত কুণ্ডার, ঐ। শ্রীযদুশ্যাম বসু,

ঐ। শ্রীদুর্গাদাস নন্দী, ঐ। শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীপ্রভাতরঞ্জন মিত্র, ঐ। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনলিনাক্ষ দাস, ঐ। মৌলবী গোলাম মাইউদ্দিন, ঐ। মৌলবী বদরে আলম, ঐ। গোলাম মুর্ত্তজা, ঐ। মৌলবী আবদুল খালেক, ঐ। মৌলবী আবদার গণি, ঐ। মৌলবী আজিজুর রহমন, ঐ। মৌলবী নসিরুদ্দিন আহমদ, ঐ। মৌলবী মোহাম্মদ ইয়াকুব, ঐ। শ্রীযামিনীরঞ্জন সেন, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রকুমার রায়, ঐ। শ্রীরাখালচন্দ্র দাস, ঐ। শ্রীকালাচাঁদ মজুমদার, ঐ। শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, ঐ। শ্রীমণীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ঐ। শ্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী, ঐ। শ্রীশ্যামসুন্দর চৌধুরী, ঐ। শ্রীপ্যারীমোহন চৌধুরী, ঐ। শ্রীক্ষেত্রনাথ চৌধুরী, ঐ। শ্রীআশুতোষ চৌধুরী, ঐ। শ্রীকরুণাময় নাগ, ঐ। শ্রীবসন্তকুমার কুণ্ডু, ঐ। শ্রীশ্রীমোহন সিংহ, ঐ। শ্রীমনোহর সামন্ত, ঐ। শ্রীবিধুভূষণ শিকদার, ঐ। শ্রীকানাইলাল ঘোষ, ঐ। শ্রীনিবারণচন্দ্র হুই, ঐ। শ্রীবিনোদলাল ঘোষ, ঐ। শ্রীযদুনাথ হাজরা, ঐ। শ্রীভবানীপ্রসাদ নন্দী, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নন্দী, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র হাটী, ঐ। শ্রীশিবচরণ দত্ত, ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল দত্ত, ঐ। শ্রীসন্তোষকুমার রায়, ঐ। শ্রীকুলদানন্দ রায়, ঐ। শ্রীনিত্যানন্দ রায়, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীভোলানাথ রায়, ঐ। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীগৌরপদ রায়, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার, ঐ। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরকার, ঐ। শ্রীগীননাথ বসু, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রমোহন বসু, ঐ। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বসু, ঐ। শ্রীবিনোদবিহারী বসু, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু, ঐ। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র মিত্র, ঐ। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। শ্রীরমণেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, ঐ। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বোষাল, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ঐ। শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীদিবাকর ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরমাপ্রসাদ আইচ, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীপাঁচুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীননিলাল চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীগিরীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীভগবতী মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীশিবরাম মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীপূর্ণানন্দ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজ্ঞানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীতারাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীশরৎকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীমৃগাঙ্কলাল মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীভূধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, ঐ। শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজ্ঞানানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজগদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীবনওয়ারীলাল হাটী রায় বাহাদুর, ঐ। শ্রীহৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজগবন্ধু

হাজরা, মোক্তার, বর্দ্ধমান। শ্রীরাজেন্দ্রলাল হাজরা, ঐ। শ্রীউমেশচন্দ্র দে, ঐ। শ্রীপ্রসন্ন-কুমার সরকার, ঐ। শ্রীহরিনারায়ণ ঘোষ, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ঐ। শ্রীঅক্ষয়কুমার মিত্র, ঐ। শ্রীনিকুঞ্জলাল চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীহৃষীকেশ চট্টো-পাধ্যায়, ঐ। শ্রীভবানীদাস মজুমদার, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ঐ। শ্রীনিত্যানন্দ মজুমদার, ঐ। শ্রীচারুচন্দ্র বসু, ঐ। শ্রীহরিদাস ভঞ্জ, ঐ। শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীশশিভূষণ চৌধুরী, ঐ। শ্রীজয়গোপাল চৌধুরী, ঐ। শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীসত্যকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীআশুতোষ মণ্ডল, ঐ। শ্রীবামন-দাস ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘটক, ঐ। মুন্সী মোহাম্মদ আজিম, ঐ। মুন্সী সুরল হাফিজ, ঐ। মুন্সী খলিলুর রহমন, ঐ। মুন্সী সৈয়েদ রাহাত আলী, ঐ। মুন্সী গোলাম কাইউম, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীমুনীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, ঐ। শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, ঐ। শ্রীগগনচন্দ্র মিত্র, ঐ। শ্রীমন্মথনাথ বসু, ঐ। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সরকার, ঐ। শ্রীমুনীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরামগতি রায়, ঐ। শ্রীমণীন্দ্রনাথ রক্ষিত, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীসাতকড়ি সা, ঐ। শ্রীপঞ্চানন পাল, ঐ। শ্রীমধুসূদন উপাধ্যায়, ঐ। শ্রীঅভয়পদ চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাজিয়া, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, ঐ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীঅতুলচন্দ্র আদিত্য, ঐ। শ্রীক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীবৈদ্যনাথ রায়, ঐ। শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরমাপতি ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীজগৎপতি ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীকেশবচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীআনন্দচন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দত্ত, ঐ। শ্রীমহিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীশ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র কুণ্ডার, ঐ। শ্রীচন্দ্রশেখর দাঁ, ঐ। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীরাখালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রনাথ খণ্ডাইত, ঐ। প্রঃ—আবদুস করিম, সঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীযতীন্দ্র মোহন বিশ্বাস এল্, টি, পোঃ রাঙ্গামাটী, চট্টগ্রাম। প্রস্তাবক—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—মোজাফ্ফার আহমদ, ৩ গুমঘর লেন। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ, ট্রেনিং কলেজ, মোরাদপুর, পাটনা। শ্রীশক্তিশরণ সিংহ এম্ এ, বি এল্, উকীল, সিউড়ী। প্রস্তাবক—শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীযশঃপ্রকাশ মিত্র, বাদুড়বাগান রো। প্রস্তাবক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সমর্থক—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সদস্য—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ৬০ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীমীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রোড। প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীসত্যশরণ চক্রবর্ত্তী, ৭ কাঁটাপুকুর লেন। শ্রীহরকুমার চক্রবর্ত্তী, ৭ কাঁটাপুকুর লেন। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীহিরণকুমার রায় চৌধুরী, সাউথ্ সুবার্বন কলেজ, ভবানীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীমন্মথমোহন বসু, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীনারায়ণচন্দ্র পাল, ৩৬ আশুতোষ

দেব সেন,। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীমন্মথমোহন বসু, সদস্য—শ্রীকেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, ২২ লক্ষ্মী দত্ত সেন। শ্রীমৃণালকান্ত বসু এম্ এ, বি এল্, ৭৫।সি, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট, শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২৫শে অগ্রহায়ণ ১৩২৫, ১১ই ডিসেম্বর ১৯১৮, বুধবার, সন্ধ্যা ৬টা।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি (সভাপতি)

শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীললিতমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীআশুতোষ বেদজ্ঞ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, শ্রীকণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ, শ্রীনলিনীমোহন নিয়োগী, কবিরাজ শ্রীনৃত্যগোপাল বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত শ্রীঅক্ষয়-কুমার শাস্ত্রী, শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅমৃতলাল দত্ত, কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন. কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ কাব্যতীর্থ, কবিরাজ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীসত্যচরণ লাহা, শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় কবিভূষণ, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কাব্যতীর্থ, কবিরাজ শ্রীতারাচরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীআনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, ডাঃ এন্, কে, বসু, শ্রীশিবচন্দ্র দেব বি এ, শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনবীনকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীগঙ্গাচরণ সাহা, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সাহা, শ্রীপ্যারী-মোহন খাঁ, শ্রীবঙ্কিমবিহারী ঘোষাই, শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব মৈত্র, শ্রীশ্যামাচরণ মৈত্র, শ্রীবলাইচাঁদ সাহা, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস, পণ্ডিত শ্রীভুবনমোহন সাঙ্খ্যতীর্থ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅতুল-চন্দ্র দাস, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীখগেন্দ্রনাথ ঢোল, শ্রীমোজাম্মেল হক কাব্যকণ্ঠ, শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমাধবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বিশ্বাস, অধ্যাপক কে কালকোপি, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীগিরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনিবারণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ
কিরণচন্দ্র দত্ত } সহকারী সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্যনির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। বক্তৃতা—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদার-নাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক "অন্তর্বায়ু বা শারীরিক সমীরণ" সম্বন্ধে বক্তৃতা, ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক বস্তির উপযোগী যন্ত্রাদি প্রদর্শন, ৬। বিবিধ।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণের অনুপস্থিতিতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথ-

মোহন বসু এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ও উপস্থিত সকলের অনুমোদনে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌এ, পি এচ্ ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। ২২শে অগ্রহায়ণ তারিখের মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ লিখিত না হইয়া উঠায় উহা পঠিত হইল না।

২। নিম্নলিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির নাম বিজ্ঞাপিত করিয়া সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণবাবু উপহারদাতাগণকে পরিষদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ দানের প্রস্তাব করিলেন ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৩। নিম্নলিখিত কয়েকটি নাম প্রস্তাবিত ও যথারীতি সমর্থিত হইলে ঐ ঐ নামধেয় ভদ্র মহোদয়গণ পরিষদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৪। তৎপরে সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পণ্ডিত শ্রীকেদারনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় অন্তর্বায়ু বা শারীরিক সমীরণ নামক বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। আলোচ্য বিষয়টির বিবৃতির পূর্ব্বে পণ্ডিত মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা করিয়া সাধারণ-বোধগম্য ভাষায় আয়ুর্ব্বেদোক্ত বায়ু, তাহার বিভিন্ন নাম ও জীবদেহে তাহার নানা কার্য্য ও স্থান ইত্যাদি বিষয় প্রাঞ্জল ভাবে বুঝাইতে লাগিলেন। উক্ত ভূমিকার প্রধান বিষয় এই যে, শুভক্ষণে দেশে নব জাগরণ সমুপস্থিত হইয়াছে। ইহার প্রধান উপাদান স্বদেশ-প্রীতি—এই স্বদেশ-প্রীতি নানা দিকে অগ্রসর—সমাজনীতি, রাজনীতি ও বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষ হিতসাধনে প্রকাশিত হইতেছে। সংস্কৃত সাহিত্যক্ষেত্রে এই নবজাগরণের, এই স্বদেশ-প্রীতির প্রথমোন্মেষ দেখা দিয়াছে—সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ, সংস্কৃত মহামণ্ডল প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ও উদ্যোগ চলিতেছে—বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মাচার্য্যগণও স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উন্নতি সাধনে, প্রচার ইত্যাদির দ্বারা তাহাদের পুষ্টিসাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন। বড়ই আশার কথা, বড়ই আনন্দের কথা, এই ভাব-মন্দাকিনীর ধারায় স্নাত হইয়া আমাদের ভারত-মাতা আবার তাঁহার লুপ্ত শ্রী ধারণ করিয়া জগন্মান্যা হইবেন। এই নবজাগরণে আমাদের অতি আদরের আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রও নূতন উদ্যমে অনুশীলিত হইয়া তাহার পূর্ব্বগৌরব সুপ্রতিষ্ঠ করিবে। এই প্রাগ্‌ভাব—এই আশার বাণী শুনিয়া ভাগীরথীর পুনরাগমন অবশ্যম্ভাবী বোধ হইতেছে। দেশে শঙ্খধ্বনির আবশ্যক—ঐ ভাব-ধারাকে সমস্বরে আহ্বান করা আবশ্যক। তাঁহার শেষ কথা—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"।

দুই ঘণ্টাব্যাপী এই বক্তৃতাকালে কাব্যতীর্থ মহাশয় বিষয়টিকে সাধারণ-বোধ্য করিবার জন্য নানা মানচিত্রাদি ও যন্ত্রাদি প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত সকলকেই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

পরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় এই বক্তৃতা শুনিয়া প্রথমে কাব্যতীর্থ মহাশয়কে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং এই উপলক্ষ্যে বলিলেন যে, তাঁহার

বিশেষ অনুরোধ যে, তিনি অন্যান্য প্রচলিত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-শাস্ত্রগুলির উপর কটাক্ষপাত না করিয়া, তাহাদের গুণগুলি গ্রহণ করেন এবং একযোগে কার্য্য করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথটি নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার প্রদর্শিত যন্ত্রগুলির দ্বারাই ইহা সপ্রমাণ হইবে যে, তিনি অন্যান্য চিকিৎসার ব্যবস্থাগুলির উপর অমনোযোগী হইলে ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই।

তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের গভীর গবেষণা ও পরিশ্রম-লব্ধ এই প্রবন্ধ বা বক্তৃতা পাঠের জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ করেন এবং বলেন যে, কাব্যতীর্থ মহাশয় দেশের নানা ক্ষেত্রের নবজাগরণের সহিত সুর মিলাইয়া তাঁহার প্রিয়তম শাস্ত্র অধ্যাত্ম-তত্ত্বপূর্ণ আয়ুর্ব্বেদের দিকে জনসাধারণের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমুৎসুক হইয়া আজ এই বাণী প্রতিষ্ঠানে দণ্ডায়মান—উহা সফল করিতে হইলে তাঁহাকে ও তাঁহার ন্যায় সুধী আয়ুর্ব্বেদ অনুশীলনকারী পণ্ডিতগণকে এই ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রের সম্যক্ প্রচার ও প্রসারের জন্য ঋষি-জনোচিত ত্যাগের সহিত এই ভাবে জনসাধারণের নিকট বোধগম্য ভাষায় এইরূপ বহু চিত্র ও যন্ত্রাদি প্রদর্শন করিয়া ইহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে অগ্রসর হইতে হইবে এবং এই শাস্ত্রোক্ত ঔষধাদির জন্য গাছ-গাছড়া, লতা-গুল্ম প্রভৃতি নিজেরা উপস্থিত থাকিয়া দেশে আজ্ঞাইয়া লইতে হইবে—নিজেরা ঔষধাদি প্রস্তুত করিয়া উহার সাফল্যের দিকে যত্নপরায়ণ হইতে হইবে, তবেই আশা পূর্ণ হইবে।

শেষে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের আজকার সভা একটি বড় সভা। প্রায় ২৷৷০ ঘণ্টাকাল আমরা চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের এই বক্তৃতা শুনিয়া ও যন্ত্রাদি দেখিয়া বহু উপকার পাইলাম—সেই জন্য বক্তা মহাশয়কে আমি বহু ধন্যবাদ দিতেছি।

তিনি আয়ুর্ব্বেদের একজন একনিষ্ঠ সাধক হইলেও প্রাচীন ও বর্ত্তমানের সামঞ্জস্য করিয়া নানা চিত্রাদি ও যন্ত্রাদির সাহায্যে তাঁহার বক্তৃতাটিকে আরও মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন, ইহা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না। ইহা ঠিক বটে যে, পাশ্চাত্য চিকিৎসা অন্তর্মুখ, অন্তর্দর্শন ও যোগাদি সাহায্যে বহু তথ্য ঋষিরা আবিষ্কার করিতেন। বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু-শাস্ত্রের ইহা একটি বিশিষ্টতা, হিন্দুরা যোগবলে তমঃ ও রজঃ নাশ করিয়া সত্ত্বগুণের প্রাধান্য লাভ করিতে চায়। তবে তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবতারণার জন্য দেশের পূর্ব্ব-প্রচলিত অনুষ্ঠান ও ব্যবস্থাগুলির প্রতি মনোযোগী হইবার জন্য বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, আমার বোধ হয়, নিম্ন আলোচ্য শাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য মাত্র। বায়ু, পিত্ত, কফ প্রভৃতির কথা ইংরাজ ডাক্তারেরা স্বীকার করেন না, তাহাতে কি এল গেল, আমরা যাহাতে তাহাদের এই সকল বিষয় বুঝাইতে পারি এবং নূতন নূতন আবিষ্কার দ্বারা আয়ুর্ব্বেদকে আরও জনসাধারণের শ্রদ্ধেয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারি, তাহাই

করা উচিত। এ কথা কেহই বলিতে পারেন না যে, ইহার আর উন্নতি নাই। শেষে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ করিলে, রাত্রি ৯টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুনীলাল বসু,
সভাপতি।

পরিশিষ্ট—উপহার-প্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব, ১ শ্রীমন্ত বা বিপদ্-তারিণী ব্রতকথা। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ২ রীতি।

Officer-in-charge Bengal Sectt. Book Depot. 1. Annual Report of the Department of Fisheries, Bengal, Behar and Orissa, for the year ending 31st March 1918. Under Secretary, Govt. of Bengal, P. W. D. 2. The Annual Progress Report of the Superintendent, Mahomedan and British Monuments, Northern Circle, for the year ending 31st March, 1918.

প্রস্তাবিত সদস্য

প্রস্তাবক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন, বি এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩২৫, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯১৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ (সভাপতি)

শ্রীবাণীনাথ নন্দী, পণ্ডিত শ্রীগীষ্পতি কাব্যতীর্থ, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম এ, বি এল্, মৌলবী এম এ রসিদ, মৌলবী আবদর রহিম, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক্, সেখ হবিবর রহমন মণ্ডল, শ্রীগিরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীহরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীআনন্দচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসতীন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বেশ্বর সরকার, শ্রীকালীকুমার বসু, অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ, শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমণিমাধব দে, এস, কে, চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅশ্বিনীকুমার মজুমদার, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীমধুসূদন পাল, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস, শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীহরিদাস মিত্র, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদকদ্বয়।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের "মুসলমানী সংবাদপত্রের ইতিহাস" নামক প্রবন্ধ, ৫। বিবিধ।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ নকল হইয়া উঠে নাই বলিয়া পঠিত হইল না।

২। নিম্নলিখিত নামগুলি যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ ঐ ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (নামের তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৩। নিম্নলিখিত তালিকানুযায়ী পুস্তক ও পুস্তকপ্রদাতৃগণের নাম শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে পরিষদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৪। অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় তাঁহার "বঙ্গের মুসলমানী সংবাদপত্রের ইতিহাস" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে প্রথমে মৌলবী আব্দর রহিম মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধে অনেক কথা আছে, কিছু কিছু ত্রুটিও আছে। দুই এক স্থলে দুই একটি অবান্তর আলোচনা হইয়াছে। প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্ব্বে আমরা একবার দেখিলে ভাল হয়।

মৌলভী মোজাম্মেল হক্ মহাশয় বলিলেন, এই প্রবন্ধের জন্য ডাঃ সিদ্দিকী মহাশয়কে আমি ধন্যবাদ দিতেছি। ইহা একটি বহু দিনের অভাব পূর্ণ করিয়াছে। এই ইতিহাসের চর্চ্চা করা মুসলমান সাহিত্যিক মাত্রেরই আবশ্যক। শুধু মুসলমান-সমাজের তরফ হইতে নহে, বঙ্গ-সাহিত্যসেবী-মাত্রেরই পক্ষ হইতে আমি সেই অভাব পূরণের জন্য ডাঃ সিদ্দিকী মহাশয়কে পুনরায় ধন্যবাদ করিতেছি। কয়েকটি সংবাদপত্রের নামোল্লেখ হয় নাই; যেমন মুন্সী মইজ-দীন-প্রকাশিত "প্রচারক", বরিশাল হইতে প্রকাশিত "ভারত-সুহৃৎ" ও "Moslem Chronicle" ইত্যাদি। প্রবন্ধ প্রকাশের সময় আর একবার অনুসন্ধান করিয়া লইলেই চলিবে।

শ্রীযুক্ত আবদুল রসিদ সাহেব প্রবন্ধ-লেখককে বিশেষরূপে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—আমি এই বিষয়ে অনভিজ্ঞ; তবে জানিতে ইচ্ছা আছে। প্রবন্ধ হইতে অনেক বিষয় জানিয়াছি। বহু পরিশ্রমে, সাহিত্যের একটি বিভাগে ইতিহাস সংগ্রহের জন্য আমি প্রবন্ধ-লেখককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি। ত্রুটি আছে, থাকিতে পারে—কারণ, এই বিষয়ে ইহাই প্রথম প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে

অনেকেই ইহার সাহায্য করিতে পারিবেন এবং এই ভাবে পরিপুষ্ট হইয়া কালে ইহা এক বিশিষ্ট ইতিহাসরূপে গৃহীত হইবে।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন,—বঙ্গের মুসলমানী সংবাদপত্রের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক বন্ধুবর ডাঃ সিদ্দিকী মহাশয় পরিষদেরই একটি কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিলেন; তজ্জন্য আমি পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। পরিষদের অকৃত্রিম সুহৃৎ ও একনিষ্ঠ হিতৈষী ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের প্রয়োচনায় তিনি এই অতি প্রয়োজনীয় ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া একটি যথার্থ অভাব পূরণ করতঃ ইতিহাস-সাহিত্য পুষ্ট করিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইতিপূর্ব্বে মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় অন্যান্য পুথির বিবরণের সহিত মুসলমান-লিখিত বহু বাঙ্গালা পুথির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। সহযোগী ডাঃ সিদ্দিকী মহাশয় ৪৮খানি মুসলমান পত্রের ইতিহাসের বিবরণ সর্ব্বপ্রথমে সংগ্রহ করিতে যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা ও মুসলমান-সমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। ৩০।৪০ খানি পত্র লিখিয়াও সহানুভূতি পাওয়া দূরে থাক, সময়ে সময়ে কোন উত্তরই পান নাই। সুখের বিষয়, এই বিষয়ে তাঁহাকে আর অধিক আক্ষেপ করিতে হইবে না। কারণ, এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলেই ইহার ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা ও দোষ-গুণের আলোচনা-প্রসঙ্গে বহু তথ্য আবিষ্কৃত হইবে এবং তাঁহারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

শেষে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় বলিলেন,—আমি বাঙ্গালা পুথি নাড়াচাড়া করি; দুই চারিখানি মুসলমানী পুথিরও আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু মুসলমানী সংবাদপত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সৌভাগ্য ও সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। ডাক্তার সাহেবের সুলিখিত প্রবন্ধে আমরা অনেক নূতন কথা জানিতে পারিলাম। তজ্জন্য আমি প্রবন্ধ-লেখককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি।

তৎপরে সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—বহু পরিশ্রম, বহু অনুসন্ধানে এই প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে; তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে এই প্রবন্ধ-লেখককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহের যেমন চেষ্টা, সামাজিক ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টাও তেমনি। এই ৪৮ খানি সংবাদপত্রের ইতিহাস-সংগ্রহে—যদিও কয়েকখানির অকাল-মৃত্যু হইয়াছে, অনেক সামাজিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। প্রবন্ধ-লেখক আর একটি ভাল কাজ করিয়াছেন, এই সঙ্গে তিনি সংবাদপত্রগুলির নীতি বা Policyর ইতিহাসও কিছু কিছু দিয়াছেন; উহাতে সমসাময়িক মুসলমান-সমাজের ভাবের ইতিহাস গ্রথিত হইয়াছে—এইটা আমি একটা প্রধান আবশ্যক মনে করি। নানা ভাষায় প্রচারিত মুসলমানী সংবাদপত্রের কথাও তিনি কিছু কিছু উল্লেখ করিলে মন্দ হইত না। কিন্তু তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার ইতিহাস সম্পূর্ণ নহে। তবে যে তিনি এ বিষয়ের প্রথম উদ্যোক্তা, সে বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিলে, তিনি বহু সম্মান পাইবার যোগ্য।

পুনরায় আমি ডাঃ সিদ্দিকী মহাশয়কে তাঁহার এই বহু অনুসন্ধান-লব্ধ প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে প্রবন্ধ-সংগ্রহকর্ত্তা ডাঃ সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—বঙ্গীয় মুসলমান-সম্পাদিত ইংরাজি সংবাদপত্রের দুই একটা নাম বাদ আছে, তাহা অবশ্য ত্রুটি মনে করি। কিন্তু আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে, আমার নোট-বহিখানির দুই তিনটি পাতা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় এই প্রকার ত্রুটি ঘটিয়াছে। এ ত্রুটি পরে সংশোধন করিবার ইচ্ছা আছে। বাঙ্গালী মুসলমানদিগের উর্দ্দু ও ফার্সী পত্রিকাগুলির নামই আমি উল্লেখ করিয়াছি। পশ্চিমাঞ্চলবাসী মুসলমানদিগের দ্বারা পরিচালিত এবং কলিকাতা হইতে প্রকাশিত উর্দ্দু পত্রিকাগুলির নাম আমি ইচ্ছাপূর্ব্বকই পরিত্যাগ করিয়াছি। যে তালিকা আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ বাঙ্গালী মুসলমানদিগের কীর্ত্তির তালিকা।

শেষে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিশেষ দুঃখিত অন্তঃকরণে বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, ময়মনসিংহ জেলার সুবিখ্যাত সাহিত্যিক, ভারতভ্রমণ-লেখক, নানা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, শীকার-দক্ষ জমিদার ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের ও কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক ও, এস্, অচ্যুতরাও মহাশয়ের অকালমৃত্যু হইয়াছে। তজ্জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত এবং তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, ইহাঁদের আত্মীয় জনগণের প্রতিনিধিকে শোকে সমবেদনা জানাইয়া পত্র প্রেরণ করা হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং হীরেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুনীলাল বসু
সভাপতি।

পরিশিষ্ট—প্রস্তাবিত সদস্য-তালিকা—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীযুক্ত দামোদরদাস খান্না, ১৭ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ ভাদুড়ী, ১৮ গড়পাড় রোড। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন, সাবডিভিসন্যাল অফিসার, বসীরহাট।

উপহৃত পুস্তক-তালিকা—

উপহারদাতা—শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়,—১ স্বদেশের হিতকথা, ২ আর্য্যশিক্ষা, ৩ ভারত-রমণী, ৪ বঙ্গমহিলা, ৫ রসাবিষ্কারবৃন্দক, ৬ শ্রীজয়দেব, ৭ গৃহসুকুর। আবদুল হামিদ—৮ তাপস-গীতি। Director, Agricultural Research Institute, Pusa. 9 Scientific Report of the Agricultural Research Institute, Pusa 1917-1918.

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

(সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত।)

২০শে পৌষ ১৩২৫, ৪ঠা জানুয়ারী ১৯১৯, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ, (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রেভাঃ এ ধর্ম্মপাল, সার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি আই ই, এম এ, ডি এল্, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম বি, এফ সি এস্, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ ডি, শ্রীযুক্ত স্বামী আর, সিদ্ধার্থ, শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীহেমচন্দ্র সরকার এম্ এ, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীইন্দুভূষণ দে মজুমদার, শ্রীকুমুদবন্ধু দাসগুপ্ত বি এ, শ্রীবিজয়লাল দত্ত, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্, কবিরাজ শ্রীহেমচন্দ্র সেন কবিরত্ন, কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ কাব্যতীর্থ, ডাঃ শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, কুমার শ্রীক্ষিতীন্দ্র দেবরায়, শ্রীরাধানাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীঅক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, শ্রীনরেন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী, শ্রীপান্নালাল মল্লিক, শ্রীপ্রিয়লাল মল্লিক, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীভূপতিচরণ কাব্যতীর্থ, শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, স্বামী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী, স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কবিরঞ্জন, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভি, এস, মুদ্‌লেয়ার, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীপঞ্চানন মিত্র এম্ এ, পি চক্রবর্ত্তী এম্ এ, শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ, শ্রীকানাইলাল দাস এম্ এ, শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এল্ এম্ এস্, শ্রীগোপালদাস চৌধুরী এম্ এ, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্, শ্রীসত্যচরণ বসু এম্ এ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন বি এ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত বি এ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র বি এ, কবিরাজ শ্রীকিশোরিমোহন গুপ্ত কাব্যতীর্থ, এম্ এ, শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, শ্রীশশাঙ্কভূষণ সিংহ বি এ, শ্রীচুনীলাল পাল বি এ, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম্ এ, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র পাইন বি এ, বি টি, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীএ [illegible]নাথ দে, শ্রীকালীকুমার বসু, শ্রীদ্বিজপদ মিত্র, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপা[illegible] শ্রীতারাপদ সিংহ, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীকুমুদ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমাণিকলাল শেঠ, [illegible]মুদনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন ঘটক, শ্রীনটবর দাস, শ্রীনীহাররঞ্জন দাস, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীআশুতোষ জানা, শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার রায়, শ্রীজগবন্ধু রায়, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীসুকুমার লাহিড়ী, শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, শ্রীইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ কর গুপ্ত, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাইতি, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীরাধাকান্ত গোস্বামী, মৌলবী আবজাদ্ হোসেন খাঁ,

শ্রীসুশীলগোপাল বসু, শ্রীঅমৃতগোপাল বসু, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীললিতমোহন পাল, শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদীনেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ বসু, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীতারাপদ বিদ্যাভূষণ, শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীমন্মথ লাহিড়ী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীমণিমোহন সেন, শ্রীননীলাল মিত্র, শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিচরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীমণিমাধব দে, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, মৌলবী আবু ইসমাইল সিরাজি, শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীচারুচন্দ্র রায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশরৎচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীদুলালচন্দ্র মিত্র, শ্রীপুলিনেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুশীলকুমার রায়, শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র রায়, শ্রীদুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমৃগাঙ্কদাস চৌধুরী, শ্রীবসন্তকুমার দত্ত, শ্রীমণিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীগোকুলচন্দ্র রায়, শ্রীবঙ্কিমবিহারী গুপ্ত, শ্রীসুরেশচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীগোপেশ্বর দত্ত, শ্রীহরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅমৃতলাল দত্ত, শ্রীবঙ্কিমবিহারী গুপ্ত, শ্রীজ্যোতির্ভূষণ সেন, শ্রীকিরণচন্দ্র সিংহ, শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীপঙ্কজভূষণ দেব, শ্রীপ্রমথনাথ নাগ, শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচণ্ডীচরণ চৌধুরী, শ্রীনীলকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসূর্য্যকুমার দত্ত, শ্রীগিরীন্দ্রকুমার রায়, শ্রীনলিনীমোহন নিয়োগী, শ্রীঅতুলচন্দ্র দাস, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, এস, কে, চাটার্জ্জি, শ্রীবিজয়রত্ন সুর, শ্রীকুমুদবন্ধু রায়, শ্রীগণেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু, শ্রীপরিতোষকুমার বসু, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দে, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার কুণ্ডু, শ্রীকানাইলাল দাস, শ্রীক্ষেমাপদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরাইমোহন সিংহ, শ্রীঅমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীজ্ঞানরঞ্জন রায়, শ্রীশিবনাথ বসু, শ্রীদ্বিজেন্দ্রকৃষ্ণ দে, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত, শ্রীদুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সেন, শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরিশ্চন্দ্র সেন, শ্রীনিখিলপতি গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅক্ষয়কুমার মিত্র, শ্রীপ্রমথনাথ কুমার, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীমণিমাধব দে, শ্রীক্ষেত্রনাথ কর, শ্রীমধুসূদন সাহা, এস্, সি, রায়, এন্ মল্লিক, এ, কে, দত্ত, ভি, এম, বসু, এন্ দাস, শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীশৈলেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত, শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীভবরঞ্জন রায়, শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র দাস, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রাণধন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসত্যজীবন মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামদাস বসু, এন্, সি, বসু, পি মুখার্জ্জি, এস, কে, বাগচী, শ্রীকালীপদ দত্ত, বি, বি, রক্ষিত, এচ, সি, মিত্র, শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু, বি, বি, সেন, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ „ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী „ কিরণচন্দ্র দত্ত	সহকারী সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়—পরিষদের অন্যতম সদস্য, দেশপূজ্য, ঋষিকল্প, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে পরিষৎ কর্ত্তৃক শোক প্রকাশ ও মৃত মহাত্মার স্মৃতির উদ্দেশে বিশেষ শ্রদ্ধা দান।

অনিবার্য্য কারণে পরিষদের সভাপতি জগন্মান্য সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় অনুপস্থিত থাকায়, প্রবীণ সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভার প্রারম্ভে বলিলেন —আজ আমরা যে জন্য এই সভায় সমবেত হইয়াছি, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। পরিষৎ হইতে আমরা অনেকের জন্য অনেক শোক প্রকাশ করিয়াছি। অনেকের জন্য অনেক কথা খুঁজিয়া বলিতে হয়। কিন্তু আজ যাঁহার পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিবার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি, সেই গুরুদাস বাবু সর্ব্বদা আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান আছেন। তিনি আমাদের সকলেরই মাননীয় এবং দেশপূজ্য। তিনি একটি বড় আলোর মত ছিলেন এবং তাঁহাকে সকলেই চিনেন। আমি তাঁহার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য প্রথমে রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরকে অনুরোধ করিতেছি।

এই সময় অনিবার্য্য কারণবশতঃ এই সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যাঁহারা সহানুভূতিসূচক পত্র পাঠাইয়াছিলেন, অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভার সমক্ষে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া তন্মধ্য হইতে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পত্র পাঠ করিবার পর, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। কেন না, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, হিন্দু, মুসলমান, সাহেব প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে জানিতেন; তাঁহার নাম শোনেন নাই বা তাঁহাকে জানেন না, এমন লোক নাই বলিলে বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না। ব্যবহারাজীব এবং বিচারপতিরূপে তিনি দেশের জন্য যে সকল কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আপনারা অনেকেই জানেন। তিনি সাহিত্য-পরিষদের একজন অকৃত্রিম বন্ধু এবং সদস্য ছিলেন। বঙ্গভাষার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সম্বন্ধে তিনিই প্রথম উদ্‌যোক্তা ছিলেন। তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলার ছিলেন, তখন তাঁহার 'কনভোকেশন লেক্‌চারে' এই কথার স্পষ্ট আলোচনা আছে। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের শিক্ষা যদি কখন জাতীয় ভাষার মধ্য দিয়া হয়, তবে জানিব, ইহার মূলে জ্ঞানী এবং ঋষি সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ত্তমান। এই বলিয়া শ্রীযুক্ত চুনী বাবু নিম্নলিখিত প্রথম প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন,—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সদস্য এবং বাঙ্গালী জাতির গৌরব, মনীষার অবতার, পরম ভক্তিভাজন, ঋষিকল্প, অজাতশত্রু, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার অভাবে বঙ্গদেশ ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ যে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত বঙ্গীয়-

সাহিত্য-পরিষৎ আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।" শ্রীযুক্ত চুনী বাবু আরও বলিলেন,—আজ তাঁহার পবিত্র স্মৃতির পূজার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। যাঁহারা তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই জানেন, তিনি একজন স্বপ্রতিষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন। অন্ধ অনুকরণ তিনি কখনও করিতেন না। পাশ্চাত্য জ্ঞানে তাঁহার বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইলেও জাতীয় জীবনের উপযোগী আচার-ব্যবহার তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি একজন অসাধারণ সংযমী পুরুষ ছিলেন। সত্যের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। সেনেটের মিটিংএ তাঁহার যে সংযম দেখিয়াছি, তাহা অপূর্ব্ব। পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও তাঁহার সংযম ছিল। গুটীপোকা গরম জলে মারিয়া ফেলিয়া রেশমী সূতা প্রস্তুত হয় বলিয়া, তিনি কখন রেশমী কাপড় ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার আহারের সংযমের কথা আমি বিশেষরূপে জানিতাম। তিনি রেল গাড়ীতে কখন কিছু খাইতেন না—ইউনিভার্সিটি কমিশনে রেলে যাতায়াত-কালে এক সময়ে তিনি ২৪ ঘণ্টা অনাহারে ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। তাঁহার স্থান পূরণ করিতে পারেন, এমন লোক বঙ্গদেশে নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে অনেক কথা অনেকের নিকট আপনারা শুনিয়াছেন। সে দিন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। তাঁহার উপর বিধাতার অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়াছিল। তিনি জীবনে কখন বড় শোক পান নাই। ৺সারদা বাবুর স্বেচ্ছা-মরণ হইয়াছিল—গুরুদাস বাবুরও হইল। কিন্তু এই স্বেচ্ছামরণ আমরা ভুলিয়া যাইতেছি—ইহার মহিমা আমরা জানি না। গুরুদাস বাবু আমাদের শেষ ব্রাহ্মণ, শেষ হিন্দু, শেষ খাঁটি ব্রাহ্মণ। অতবড় ইংরাজী লোনা-জল তাঁহার পেটে গিয়াও তাঁহাকে বিগ্‌ড়াইতে পারে নাই। তিনি আমাদের দেশী আদর্শ ছিলেন। আমাদের যদি মানুষ হইতে হয়, তবে তাঁহার আদর্শই গ্রহণ করিতে হইবে।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত তারাপদ বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত "সার গুরুদাস বিয়োগে" নামক তাঁহার মন্তব্য পাঠ করিলেন।

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিলেন,—বাস্তবিকই আমাদের দেশে 'একে একে নিভিছে দেউটি'। গুরুদাস বাবু আমাদের অনাথ করিয়া চলিয়া গেলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আলো অনেক আছে; কিন্তু যে দেউটি বাঙ্গালা উজ্জ্বল করিয়া ছিল, তাহা নিভিয়া গেল। কবি বলিয়াছেন,—'শোচনীয়াসি বসুধা যত্বং রত্নপরিচ্যুতা।' গুরুদাস বাবুর মহনীয় বরণীয় চরিত্রের বিশ্লেষণ আমার সাধ্য নহে—বোধ হয়, তাহার এ সময়ও নহে। তবে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে বলিতে পারি, গুরুদাস বাবু আমাদের গুরু ছিলেন;—আজ আমরা গুরু-হারা হইলাম। তিনি মাটির মানুষ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে দৃঢ়তা ছিল, তাহা অনন্যসাধারণ। কবি বলিয়াছেন—'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।—লোকোত্ত-

রাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমর্হতি ॥' গুরুদাস বাবুতে আমরা এই বচনের যাথার্থ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার মাতৃভক্তি অসাধারণ ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন,—গুরুদাসের মাতৃভক্তি দেখিয়া আমি তাহাকে ভক্তি করি। গুরুদাস বাবুর মাই তাঁহাকে গুরুদাস বাড়ুজ্যে করিয়া গড়িয়াছিলেন। সেই জন্য আমরা এইরূপ গুরুদাস পাইয়াছিলাম। তিনি খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন—"ব্রাহ্মণ্য" কথার আত্মায় যাহা বিদ্যমান, তাহা গুরুদাস বাবুতে ছিল। তিনি পরিষদের হিতৈষী ছিলেন—পরিষৎকে অনেক সঙ্কট হইতে তিনি ত্রাণ করিয়াছেন। বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়াও পরিষদের সভাপতি হইতে তিনি কখন সম্মত হন নাই। বাংলা ভাষায় তিনি যে সব বই লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি মূর্ত্তিমান্ স্বাবলম্বন ছিলেন। সারা জীবন তিনি কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। এই সময় তিনি স্যার গুরুদাস ও প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে আরও দুই একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া গুরুদাস বাবুর জীবনালোচনা করিলেন ও শেষে বলিলেন,—আজ আমরা তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতে উপস্থিত হইয়াছি। যদি আমরা তাঁহার স্মৃতি রাখিতে চাই, তবে আসুন, আমরা বলি—'তোমারি চরণ, করিয়া শরণ, চ'লেছি তোমারি পথে' ইত্যাদি।

শেষে সভাপতি মহাশয় প্রথম প্রস্তাবটি পাঠ করিলে, উপস্থিত সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় নিম্নলিখিত ২য় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন,—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশন, পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করিতেছেন যে, যাহাতে সত্বরে স্বর্গীয় মহাত্মার একখানি প্রতিকৃতি পরিষৎ-মন্দিরে রক্ষিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হউক।"

এই উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত বিপিন বাবু বলিলেন যে, গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে আপনারা অনেকেই অনেক কথা জানেন এবং আজিও তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে বেশী বলা অনাবশ্যক। আমি মাত্র একটি কথা বলিব। তাঁহাকে যদি চিনিতে হয়, তবে হিন্দু জাতিকে চেনা আবশ্যক। যত দিন ইউরোপীয় ভাবে আমরা বিভোর থাকিব, তত দিন আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারিব না। তিনি কখন কোন বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিতেন না। কেন না, তিনি বৈদান্তিক ছিলেন; এই সব সামান্য খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া তিনি কখন ঝগড়া করা পছন্দ করিতেন না। তিনি একনিষ্ঠ আচারবান্ এবং মিষ্টভাষী ছিলেন—কখন কাহারও খোসামোদ করিতেন না। আজ আমি এই সভায় তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতে আসি নাই—তাঁহার চরণে ভক্তি-অঞ্জলি দিতে আসিয়াছি।

এই প্রস্তাব সমর্থনকল্পে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—পূজনীয় গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলিবার আদেশ করিয়া সভাপতি মহাশয় বোধ হয়, সুবিবেচনার কাজ করেন নাই। আমি যদি তাঁহার উপযুক্তরূপ স্মৃতিপূজা করিতে না পারি,

আপনারা আমার অক্ষমতা মার্জ্জনা করিবেন। গুরুদাস বাবুর চরিত্র ভাল করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই—কেন না, তাঁহার সহাস সুন্দর মূর্ত্তি এখনও আমাদের সমক্ষে যেন বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমার ছাত্রাবস্থায় দুই জন মহাপুরুষের সহিত পরিচিত হইবার জন্য প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল,—১ম বিদ্যাসাগর মহাশয়, ২য় গুরুদাস বাবু। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই; গুরুদাস বাবুর দর্শন লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম। গুরুদাস বাবুর হৃদয় পরশ-পাথরের মত ছিল; যাঁহারা তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছেন, তাঁহারাই সোনা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন একটি মহাযজ্ঞ; তিনি আত্মদান করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকিতেন। আপনারা জানেন, তাঁহার সংযম ও ত্যাগ অপূর্ব্ব ছিল। সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় যেখানে হইতে পারে, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। পরিষদের সঙ্গে তাঁহার যে সম্বন্ধ ছিল, তাহা বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা আজ যে গৌরবের আসন পাইয়াছে, ইহার মূল তিনিই পত্তন করিয়াছিলেন। শিষ্য, ছাত্র এবং সন্তানের মত আমরা তাঁহার নিকট গিয়াছি। তাঁহাকে বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু ভাগীরথী-স্নানের মত আমরা পবিত্র হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় ২য় প্রস্তাব অনুমোদন উপলক্ষ্যে বলিলেন,—গুরুদাস বাবু সত্যযুগের ব্রাহ্মণের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াছিলেন। বিপিন বাবু বলিয়াছেন, তিনি কোন বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিতেন না। এ কথা ঠিক নহে। তাঁহার বিবেক-বিরুদ্ধ কার্য্যে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। গোঁড়া হিন্দু হইলেও তিনি সকল সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অতঃপর মন্মথ বাবু "প্রভাস" গ্রন্থ হইতে "যাও মা মানবী দেবি, পূর্ণ ব্রত মা তোমার" ইত্যাদি কবিতাংশ পাঠ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, গুরুদাস বাবু প্রায়ই মধ্যে মধ্যে এই কবিতাটি পাঠ করিতেন এবং কতকটা এই ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় তাঁহার রচিত একটি কবিতা পাঠ করিয়া, মহাত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিলেন। চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ও কলিকাতার শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের প্রেরিত দুইটি কবিতার কথা এই সময় উল্লিখিত হইল।

পরে সভাপতি মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাবটি পুনরায় পাঠ করিলে, সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উহা গ্রহণ করিলেন।

শেষে সার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় নিম্নলিখিত তৃতীয় প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন,—

"অদ্যকার বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবদ্বয়ের অনুলিপি স্বর্গগত মহাত্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক।"

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—দেবপ্রসাদ বাবু যে

দেখাইয়াছেন, তাহা আমার ঠিক বলিয়া মনে হয় না। আমার বোধ হয়, শহীদুল্লাহ সাহেবের মন্তব্যই ঠিক।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—'আউল' শব্দ আরবীতেও আছে, প্রাকৃতেও আছে। বাঙ্গালায় শব্দটি কোথা হইতে আসিল, এখন তাহাই বিচার্য্য। আউল ও আনাড়ী সব দেশেই আছে, সুতরাং ইহার অর্থবাচী শব্দ সব দেশেই থাকার কথা। আমাদের দেখিতে হইবে, এই উভয় ভাষার মধ্যে কাহার সহিত বাংলার প্রথম সংযোগ হইয়াছিল; তাহা দেখিলেই কোথা হইতে শব্দটি নেওয়া, তাহা বলা যাইবে। সুতরাং এ সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা আলোচনা-সাপেক্ষ। সমস্ত দিক্ বিচার করিয়া এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক। পূর্ব্ব হইতে সংবাদ পাইলে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া আসিতে পারিতাম।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা" নামক তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ পাঠের সময়ে প্রবন্ধোক্ত প্রত্যেক মুদ্রা সভাস্থলে উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে তিনি দেখাইলেন এবং তাহার পাঠ বিবৃত করিয়া সকলকে শুনাইলেন।

প্রবন্ধ-পাঠান্তে তিনি আরও অনেকগুলি মুসলমান আমলের মুদ্রা সভাস্থ সকলকে দেখাইলেন এবং বলিলেন, ইহার বিবরণ তিনি পরে আমাদিগকে এক দিন শুনাইবেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—পরম সুহৃৎ অমূল্য বাবুকে আমি আজ বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিতেছি। গত ৩০ বৎসর হইতে ত্রিপুরার ইতিহাস জানিবার জন্য আমাদের প্রবল আগ্রহ হইয়াছে। অমূল্য বাবু আজ যাহা বলিয়াছেন, তাহা তর্কের বিষয় নহে, প্রত্যক্ষ এবং যথার্থ ঐতিহাসিক বিষয়। পরিষৎ-পত্রিকায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, এতৎসম্বন্ধে যাঁহারা অনুসন্ধানে নিরত আছেন, তাঁহারা অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন।

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন, অমূল্য বাবু আমাদের যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ শুনাইলেন, ইহাতে আমরা বিশেষ উপকৃত হইলাম এবং মুদ্রাগুলি দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। এ জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিলেন, অমূল্য বাবুর প্রবন্ধ হইতে আমরা আজ অনেক ঐতিহাসিক কথা জানিতে পারিলাম এবং ত্রিপুরার মুদ্রা সম্বন্ধে অনেক নূতন খবর জানিলাম। অমূল্য বাবুর পাঠোদ্ধার ঠিকই হইয়াছে। আমি এ জন্য তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পরিশেষে সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় বলিলেন, শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচনা সোজা কথা নহে। এক একটি শব্দের এক একটি ইতিহাস আছে; তাহা বিশেষ করিয়া প্রণিধান করিবার বিষয়। অদ্যকার অধিবেশনে যে কএকটি শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা হইল, ইহা পরম সুখের বিষয়। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি অধিবেশনে যদি এইরূপ

আলোচনা হয় এবং পরের অধিবেশনে কি কি শব্দের আলোচনা হইবে, তাহা পূর্ব্ব অধিবেশনে স্থির হইয়া যদি সমস্ত সদস্যের নিকট সেই সংবাদ প্রেরিত হয়, তবে সদস্যগণ তৎসম্বন্ধে প্রস্তুত হইয়া আসিয়া আলোচনা করিতে পারেন। আমার বোধ হয়, এই প্রথা অবলম্বন করিলে বাংলার অনেক শব্দের অমীমাংসিত ব্যুৎপত্তির মীমাংসা হইতে পারে। এই বিষয় কার্য্যে পরিণত করা যায় কি না, পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ তাহার বিচার করিবেন। মুদ্রা সম্বন্ধে অমূল্য বাবুর প্রবন্ধ বাস্তবিক অমূল্যই বটে। এ সম্বন্ধে অনেকে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন—আমিও দিতেছি।

পরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুনীলাল বসু
সভাপতি।

২৬।১০।২৫

Officer-in-charge, Bengal Secretariat Book Depot. (1) Report on Wards, Attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal, for the year 1917-18. (2) Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal, for the year 1917-18. Superintendent, Government Printing, India (3) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, August 1918. (4) Do.....September 1918, Secretary, Indian Science Association (5) Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science Vol. IV, Part I 1918. (6) Do. Part II.

শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—৭। শ্রীশ্রীবিষ্ণোঃ সহস্রনামস্তোত্রম্। শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়—৮। ব্রহ্মশক্তি।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

(ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত)

২৬শে মাঘ ১৩২৫, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর (সভাপতি)

ডাঃ শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম বি, ডাঃ শ্রীসুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীসত্যচরণ বসু এম্ এ, শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীইন্দুভূষণ

বার, শ্রীকুণীনাথ নন্দী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদেবেন্দ্র-পাল, শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ ক, শ্রীপ্রমথনাথ শীল, শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীমণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশরৎচন্দ্র গুপ্ত, রলকুমার বসু, শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীসূর্য্য-ন্ত মিশ্র, শ্রীনলিনীমোহন নিয়োগী, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সরকার, শ্রীঅরুণচন্দ্র নাগ, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ষ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅনাথবন্ধু , শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সেন, শ্রীঅতুলচন্দ্র দাস, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সেন, সুধাংশুকুমার ঘোষ, শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী, শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রসন্নকুমার মজের, শ্রীরামেশচরণ গুপ্ত, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র কুণ্ড, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—সম্পাদক
শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত　} সহকারী সম্পাদকদ্বয়।

আলোচ্য বিষয়—পরিষদের অন্যতম সদস্য এবং বঙ্গভাষায় বহু চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-প্রণেতা পরলোকগত স্বনামখ্যাত ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয় এক পুরুষের ডাক্তার নহেন, তিনি পুরুষানুক্রমিক ডাক্তার। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় দুর্গাদাস কর মহাশয়ও একজন বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। তখন ক্যাম্পবেল্ মেডিকাল্ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কলিকাতা মেডিকাল্ কলেজের সহিত বাংলা মেডিকাল্ স্কুল সংযুক্ত ছিল এবং ডাক্তার দুর্গাদাস কর তথায় ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার রচিত মেটিরিয়া মেডিকা একখানি চমৎকার চিকিৎসা-গ্রন্থ; মাত্র এই বইখানি পড়িয়াই যে কত লোকে ডাক্তার হইয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কেবলমাত্র ইংরাজী ঔষধ নহে, অনেক বাংলা ঔষধের কথা তিনি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। ডাঃ রাধাগোবিন্দ করও তাঁহার পিতৃদেব-প্রণীত এই গ্রন্থের বহু বহু উৎকৃষ্ট সংস্করণ করিয়া, বাংলা ভাষায় অন্যান্য বহু চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ এবং তাঁহার স্মৃতি চিরকাল বাঙ্গালীর হৃদয়ে দেদীপ্যমান থাকিবে। পল্লীগ্রামে ভাল চিকিৎসক প্রায়ই পাওয়া যায় না এবং ইংরেজী-শিক্ষিত ডাক্তারগণও নানা কারণে পল্লীগ্রামে যাইয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন না। পল্লীবাসিগণ এই জন্য সুচিকিৎসকের বড়ই অভাব অনুভব করিয়া থাকেন। সাধারণের মধ্যে ডাক্তারী শিক্ষা প্রচলিত হইয়া যাহাতে এই অভাব দূরীভূত হয়, তজ্জন্য বাংলা ভাষায় চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সেই মেডিক্যাল স্কুল আজ মেডিক্যাল

কলেজে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার একনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। ডাক্তার করের নাম উক্ত কলেজের সহিত বাঙ্গালী জাতির স্মৃতিতে অমর হইয়া থাকিবে। তাঁহার পরলোকগমনে আমাদের যে কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। তাই আমরা তাঁহার পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ অদ্য এই সভায় সমবেত হইয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য আমি দেশপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি।

ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলিলেন,—ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের আমি একজন সামান্য সহযোগী এবং সতীর্থ। তাঁহার কার্য্যে আমি যে সামান্য সহায়তা করিতে পারিয়াছি, তজ্জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। প্রথমে আমি তাঁহার সহিত তত পরিচিত ছিলাম না এবং লোকমুখে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল স্কুল সম্বন্ধে যেরূপ কথা শুনিতাম, তাহাতে তাঁহার সহিত মিশিতেও তত চেষ্টা করি নাই। পরে যখন ঘটনাসূত্রে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হইল, তখন আমি পূর্ব্ব-ব্যবহারের জন্য নিজেই লজ্জিত হইয়াছি। তিনি যখন মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সেই সংবাদ শুনিয়া বিলাতের বৃটিশ মেডিক্যাল জার্ণালে এক জন লেখক লিখিয়াছিলেন যে, ইণ্ডিয়ার কয়েক জন বাতুল যুবক দেশীয় ভাষায় ডাক্তারী শিক্ষা দিবার জন্য আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেছে। গভর্ণমেণ্টের ইহাদিগকে বাতুলালয়ে আবদ্ধ করা উচিত। কেন না, মহামহিম গভর্ণমেণ্ট যে বিষয়ে সফলকাম হন নাই এবং দেশে একটির বেশী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করিতে পারেন নাই, ইহারা সেই বিষয়ে ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। ইহাদের এই আন্দোলন এবং চেষ্টার যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইবে, তাহাতে সমস্ত দেশে বিষময় ফল উপস্থিত হইবে। পরে যখন সেই মেডিক্যাল স্কুল, মেডিক্যাল কলেজে পরিণত হইল, তখন ডাঃ করের কথামত উক্ত প্রবন্ধের লেখক ডাঃ ম্যাক-লাউড সাহেবের নিকট, এতৎসম্বন্ধে তাঁহার বর্ত্তমান অভিপ্রায় কি, তাহা জানিতে চাহিলে, তিনি লিখিয়াছিলেন যে, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের উপাধির তালিকায় এমন কোন উপাধি নাই, যদ্দ্বারা ডাঃ করকে এই কার্য্যের জন্য উপযুক্ত রূপে পুরস্কৃত করা যায়। ছাত্রদের সহিত তাঁহার যে সহানুভূতি ছিল, তাহা অনুকরণীয়। আমি তাঁহাকে কখন রাগিতে দেখি নাই; ২৫ বৎসর যাবৎ এক সঙ্গে কাজ করিয়া, চেষ্টা করিয়াও আমি তাঁহাকে রাগাইতে পারি নাই। তিনি আড়ম্বরের সহিত কোন কাজ করিতেন না। তাঁহার অনেক দান ছিল; সে সব দানের কথা তাঁহার অতি নিকট সহযোগীরাও জানিতে পারিতেন না। তাঁহার সমস্ত উপার্জ্জিত সম্পত্তি বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজের জন্য দিয়া গিয়াছেন। এই মহাপুরুষ এইরূপে সর্ব্ববিষয়ে আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলেজই চিরকাল তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিবে। তথাপি এ বিষয়ে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

পরে ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় বলিলেন,—বড়ই আনন্দের কথা, সরস্বতীর বরপুত্রগণ ডাঃ করের স্মৃতি-রক্ষায় উদ্যোগী হইয়াছেন। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে দেশে যখন ভাল

ডাক্তার ছিল না, তখন ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয় দেশবাসীর রোগ-শোকের কথা মনে করিয়া প্রথমে মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করেন। তাঁহার একনিষ্ঠার কথা আপনারা শুনিয়াছেন। রাত্রি ১টার সময় কলেজে গিয়া, কর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ কার্য্য ঠিক-মত করিতেছে কি না, তাহা তিনি দেখিতেন। ইহাকেই বলে একনিষ্ঠা। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান আপনারা নির্দ্দেশ করিবেন। তাঁহার ভৈষজ্যরত্নাবলীর ষড়্‌বিংশ সংস্করণ হইয়াছে। তাঁহার ভ্রাতা ৺রাধামাধব কর "শরীর-পালনবিধি" নামে একখানি উৎকৃষ্ট পদ্য গ্রন্থ তাঁহারই উপদেশে লিখিয়াছিলেন। (এই স্থলে বক্তা উক্ত গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু পাঠ করিয়া শুনাইলেন ও বলিলেন)—ডাঃ কর মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গভাষায় চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রচার সম্বন্ধে যেন বিশেষ চেষ্টা করা হয়। আমি তাঁহার সেই শেষ কথা আপনাদের নিকট নিবেদন করিলাম।

পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—ডাঃ রাধা-গোবিন্দ কর মহাশয়ের গুণ-পরিচয় প্রকাশ করিয়া বলিব, এমন সামর্থ্য আমার নাই। তাঁহার অন্যান্য গুণের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবলমাত্র সাহিত্য-পরিষদের কেন তাঁহাকে সম্মান করা উচিত, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিব। বাংলা ভাষায় যাহাতে এই দেশে চিকিৎসা-শাস্ত্রের পঠন-পাঠন হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার যে ঐকান্তিক চেষ্টা এবং যত্ন দেখিয়াছি, তাহা অপূর্ব্ব। সেই প্রসঙ্গে বাংলা ভাষার উপর তাঁহার যে অনুরাগ দেখিয়াছি, তাহা অসঙ্ক-সাধারণ। বাংলা ভাষা যে তাঁহার দ্বারা বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। আমি সাহিত্য-পরিষদের ক্ষুদ্র সেবকরূপে তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি সভার সমক্ষে উপস্থিত করিলেন,—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম হিতৈষী সদস্য, বঙ্গভাষার প্রসিদ্ধ একনিষ্ঠ সেবক এবং বঙ্গভাষায় চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থপ্রণেতা, পরলোকগত স্বনামখ্যাত ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া স্বর্গগত মহাত্মার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার আত্মীয় জনগণের এই বিয়োগ-শোকে সমবেদনা অনুভব করিয়া তাঁহার শোক সন্তপ্তা সহধর্ম্মিণীর নিকট সহানুভূতি জানাইতেছেন।"

সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত প্রস্তাবটি সসম্মানে গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের স্মৃতি-সভায়, তাঁহার ছাত্ররূপে, আমি তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে দাঁড়াইয়াছি। তাঁহার মৃত্যুতে দেশমাতৃকা যে তাঁহার একজন অকপট সেবক হারাইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি চরিত্রের মধ্য দিয়া যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুসরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ক্রোম কেমন

জিনিষ, তাহা তিনি জানিতেন না। আমার বোধ হয়, কলেজ প্রতিষ্ঠার অতিরিক্ত পরিশ্রমেই তিনি এত শীঘ্র মারা গিয়াছেন। তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব এই কলেজেই তিনি দিয়া গিয়াছেন। বাংলায় তিনি অনেক বই লিখিয়াছেন। তাঁহার পিতার জীবদ্দশায় ৮ বার মেটিরিয়া মেডিকার সংস্করণ বাহির হইয়াছিল, পরে ডাঃ কর তাহাকে পরিমার্জ্জিত করিয়া প্রকাশ করেন। তিনি বাংলায় অনেক চিকিৎসা-বিষয়ক পরিভাষা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই বলিয়া বক্তা নিম্নোক্ত দ্বিতীয় প্রস্তাবটি সভার সমক্ষে উপস্থাপিত করিলেন,—

"পরলোকগত মহাত্মা ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার ভার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রতি অর্পিত হউক।"

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—প্রত্যেক মহৎ কার্য্যের এক এক জন Pioneer থাকে। ডাঃ কর বঙ্গদেশে বাঙ্গালা ভাষায় মেডিক্যাল স্কুল এবং উহাকে পরে সর্ব্ববিষয়ে মাত্র বাঙ্গালী-দ্বারা পরিচালিত মেডিক্যাল কলেজে প্রতিষ্ঠিত করার Pioneer ছিলেন। এই মহৎ সম্মানের তিনি অধিকারী। বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজে গিয়া আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আমার হৃদয় গৌরবান্বিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, চালাকী দ্বারা মহৎ কার্য্য হয় না—প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়ে মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ করের নিশ্চয়ই প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্য ছিল, তাই তিনি এরূপ মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিয়াছিলেন। ডাঃ করের দৃষ্টান্তে বাংলার প্রতি জেলায় যখন মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, আমার বোধ হয়, তখনই সাধারণে ডাঃ করের মহাপ্রাণতার বিষয় সম্যক্ বুঝিতে পারিবেন ও তাঁহার উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হইবে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাবটি পুনরায় পাঠ করিলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।
১৮।১১।২৫

শ্রীবাণীনাথ নন্দী
সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

২৬শে মাঘ ১৩২৫, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬॥০টা

উপস্থিতি

(৬ষ্ঠ বিশেষ অধিবেশনের সদস্যগণই উপস্থিত ছিলেন)

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুঁথি উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় বি এল মহাশয়-প্রদত্ত দুইটি প্রাচীন তাম্রমুদ্রা, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের "ডমরুকের সংস্থান" এবং (খ) শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিনোদ এম এ মহাশয়-লিখিত "সমতটের পূর্ব্বে" নামক প্রবন্ধ, ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) নারায়ণ রায় আই এস ও, এম এ, (কলিকাতা), (খ) ডাক্তার শিবপ্রসাদ শর্ম্মা রায় এম বি, আর সি এস (এলাহাবাদ), (গ) রামদেব মুখোপাধ্যায় এম এ (বাঁকীপুর), (ঘ) রাধাচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল (বাঁকীপুর), (ঙ) জানকীনাথ পাঁড়ে বি এ (মুরশিদাবাদ) ও (চ) বৈদ্যনাথ ঘোষ (কলিকাতা) মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত দুইটি অধিবেশনের বিবরণ পাঠ করিতে উঠিলে ডাঃ আর্ জি কর মহোদয়ের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশের জন্য আহূত বিশেষ অধিবেশনে অধিক সময় ব্যয় হওয়ায় সভাপতি রায় বাহাদুর ডাঃ ন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ঐ কার্য্যবিবরণগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত ব্যক্তিগণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হন এবং সভার ত ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় (যিনি পরিষদের প্রথম জীবনে সদস্য ছিলেন, কিন্তু জন্য তাঁহাকে পরিষৎ হারাইয়াছিল), শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত হাদুর চুনীলাল বসু মহাশয়ের সমর্থনে পরিষদের সদস্যরূপে পুনর্নির্ব্বাচিত হইলেন।

স্তাবক,—স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ, সমর্থক,—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, প্রস্তাবিত সদস্য—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ফরিদাপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী, চাঁচল, মালদহ। শ্রীযুক্ত বলরাম মুখোপাধ্যায় বসোরা। প্রঃ—নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত, ৭ সি, রামমোহন সাহার প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু, সদস্য—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুন্দরী-মোহন দাস, এম্ বি, ৩৮ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—মৌলবী এ; খাঁ, ১৭।১ কপালীটোলা লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, সঃ—ঐ—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, এফ্ এস্ এস্, এফ আর ই এস্।

পুস্তক উপহারদাতৃগণের ও পুস্তকগুলির নাম উল্লেখ করিয়া, সহকারী সম্পাদক কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপহার-দাতৃগণকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

উপহৃত পুস্তকের তালিকা

Supdt. of Archaeology, His Exalted Highness The Nizam's Dominion The Journal of the Hyderabad Archaeological society 1918. (2) Annual R of the Archaeological Department of His Exalted Highness The Niz Dominions. 1326F. 1916-17. A. D. The Secretary, Indian Science As ciation. (3) Report of the Indian Association for the Cultivation of Scie and Proceedings of the Science Convention for the year 1917. Supdt. G Press, Madras, (4) A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Mss. in Govt. Oriental Mss. Library Vol. XXIV, 1918. Director, Geological Sur of India. (5) Records of the Geological Survey, of India, Vol. XL Part 3, 1918. Supdt. Govt. Printing, India. (6 Monthly Statistic Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, October 1918. C Officer-in-charge. Bengal Seat Book. Depot (7) Administration Re of the Excise Dept, Bengal, for the year 1917-18. (8) Report on Maritime Trade of Bengal for the official year 1917-18 (9) Report on Working of Co-operative Societies in Bengal, 1917-18 (10) Annual Re of the Bengal Veterinary College and of the Civil Veterinary Dept, Be for the year 1917-18. Secretary, to the Govt of India, Dept of Rev. Agrl. (11) Proceedings of the 8th Conference of Registrar of Co-opera Societies. Secretary, Indian Science Association, (12) On the Mech cal Theory of the Vibrations of Bowed Strings and of Musical Instrum of the violen family with experimental verification of the Results, pa (1918). Secretary, Bengal Publicity Board-(13) The War in Septen 1918. (14) The War in December, 1918. (15 , Germany and her C nies (16) The King Emperor's Activity in War Time. Rev G. Schanz, (17) Bengali names of objects of Natural History (the animal king

সেক্রেটারী, বঙ্গীয় বৈদ্য বারজীবি সভা—(১) বঙ্গীয় বৈদ্য বারজীবি সভার ১৭শ কার্য্যবিবরণ। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার—(২) শ্রীকৃষ্ণশিক্ষা (১ম ভাগ) শ্রীকৃষ্ণশিক্ষা (২য় ভাগ)। ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ—(৪) স্বামীজির সহিত হিমালয়ে, (৫) ভ সাধনা। সেক্রেটারী, পাব্লিসিটি বোর্ড—(৬) জার্ম্মাণী ও জার্ম্মাণ উপনিবেশ।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সরকার বি এল্ ম প্রদত্ত দুইটি প্রাচীন তাম্রমুদ্রা প্রদর্শন করিলেন ও তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন

৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) রাত্রি অধিক হওয়ায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "সমতটের পূর্ব্বে" নামক প্রবন্ধ সভাপতি শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু রায় বাহাদুরের পরবর্ত্তী অধিবেশনে পঠিত হইবে বলিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত হইল। (খ) অ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "ডবাকের সংস্থান" নামক প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত ভা করিলেন ও সেই প্রসঙ্গে নানা পুস্তক ও স্বানচিত্র হইতে তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্র উপস্থিত করিয়া শুনাইলেন ও দেখাইলেন। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহা মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় উল্লেখ করিলেন এবং জা যে, এই মন্তব্যের বিশেষ প্রমাণাদি লেখক মহাশয় কিছুই পাঠান নাই।

সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক অধ্যাপক

রণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ করিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার সাহায্য ব্যতীত না হইলে এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা হইতে পারে না।

৮। শোকপ্রকাশ—(ক) গঙ্গানারায়ণ রায় এম্ এ (কলিকাতা), (খ) ডাঃ শিবপ্রসাদ রায় (এলাহাবাদ), (গ) রামদেব মুখোপাধ্যায় (বাঁকীপুর), (ঘ) হারাণচন্দ্র মিত্র এ, বি এল্ (বাঁকীপুর), (ঙ) জানকীনাথ পাঁড়ে বি এ (মুর্শিদাবাদ), (চ) বৈদ্যনাথ ঘোষ কলিকাতা)—উক্ত সদস্যগণের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হইল ও স্থির হইল, ইঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা জানাইয়া পত্র লেখা হউক।

সভাপতি মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়ার পর রাত্রি ৮৷৷০ টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবাণীনাথ নন্দী
সভাপতি।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

১৭ই ফাল্গুন ১৩২৫, ১লা মার্চ্চ ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর (সভাপতি)

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সান্যাল এম এ, বি এল্, শ্রীহারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ, শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীকানাইলাল দাস বি এ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীললিতমোহন মিত্র, শ্রীশুকুমার ঘোষ, শ্রীবিনোদলাল ভদ্র, শ্রীরামকমল সিংহ।

আলোচ্য বিষয়—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত রায় সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রাপ্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর "গিজো (Guizot) প্রণীত সভ্যতার ইতিহাস—তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ" পাঠ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির গ্রহণ করিলেন।

উক্ত মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোর (Guizot) ইতিহাস নামক গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করিলেন।

পাঠ শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে প্রবন্ধটি অতি সুন্দর হইয়াছে।

তৎপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবাণীনাথ নন্দী
সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—অ ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ্—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ।৵০ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যা বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈদ্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পরি প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,
৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, ক

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও ভাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রী সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্প মন্তব্য সন্নালোচন করিয়াছেন। মূল্য ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

যমানি ট্যাবলেট

Ptychotis Tablets

...ত্তি হয় পেটের গোলমাল হইতে। সেই ...ও অবহেলা করা উচিত নয়। আমা- ...সঙ্গে রাখা দরকার। ইহা সেবনে ...সূতিকা প্রভৃতি রোগ নিশ্চিত আরোগ্য ...ঢেঁকুর উঠা, পেট কামড়ান প্রভৃতি— ...র উদ্রেক, পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি এবং ...রাস্তে সেবনে ওলাউঠা আক্রমণ করিতে

...াগ পাঁচ আনা মাত্র

...ল কেমিক্যাল এণ্ড
...সিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড্
কলিকাতা

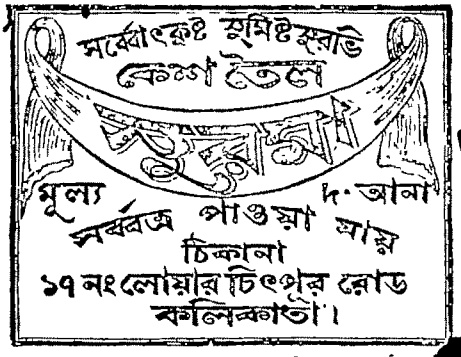

বলুন দেখি, এই সব উপসর্গ আপনার

(১) একটু মানসিক পরিশ্রমে আপনার মাথা ঘোরে

(২) একটু গভীর চিন্তায় আপনার চিন্তাসূত্র বিচলি

(৩) সর্ব্বদাই মানসিক বিষাদ আপনাকে আচ্ছন্

(৪) চেষ্টা করিয়া একটু প্রাণের প্রফুল্লতা

এরূপ অবস্থা আপনার হয় কিনা ?

(৫) সর্ব্বদা আপনার মাথার মধ্যে উষ্ণতা

(৬) আপনার কেশরাশি ক্রমশঃ বিরল হই

(৭) আপনার মাথার উপরিভাগে, টাকরো

(৮) বলুন দেখি—গভীর পরিশ্রম ও ক্লান্তির

হয় কিনা ?

যদি এই সব উপসর্গ প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবে

রঞ্জন তৈল" ব্যবহার করুন। সব দূরীভূত হইবে।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা। মা

তিন শিশির মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা। ম

বহুমূত্রান্তক-রসায়

আমাদের **"বহুমূত্রান্তক রসায়ন"** ব্যবহারে অল্পকা

মূত্রদোষ ও তজ্জনিত হস্তপদাদির দাহ, মাথাঘোরা, তৃষ্ণা ও মুখ

বিনাশ হয়; দিন দিন শারীরিক ও মানসিক বলবৃদ্ধি হয়; শরীরে

এবং পূর্ব্ব হইতে ব্যবহার করিলে সাঙ্ঘাতিক স্ফোটকাদি হয় না।

দুই সপ্তাহের ব্যবহারোপযোগী দুই প্রকার

ঔষধ ও এক প্রকার তৈলের মূল্য ৫৲

ডাকমাশুল ও প্যাকিং ১৲ এক টা

বিনামূল্যে ব্যবস্থা—মফঃস্বলের রোগীগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ

পূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমা প্রা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,